

କାୟ-ସୂତ୍ରଂ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଧନୁଜୀ ତତ୍ତ୍ଵ

୧୯୦୫ ସାଲ,

ভূমিকা ।



বাৎসায়ন মুনিপ্রণীত এই সূত্র—ইহার নামেই অনেকে আভিহিত হন ।
 স্ব আমি এই বুদ্ধবয়সে এই পুস্তকের অনুবাদ ব্যাখ্যা ও সম্পাদন করিয়া
 এয়াছি । কেন এ কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম, প্রথমে তাহার কারণ প্রদর্শন করা
 চিত্ত, তাহাই করিতেছি ।—(১) এই পুস্তকের কৰ্ম্ম-নিদর্শনে এক দল নব্য-
 কিত, আমাদিগের প্রাচীন সমাজের যে চিত্র প্রদর্শন করেন, তাহাই পুৰাতন
 পোড়ার-সম্মত এবং পরবর্ত্তী কালের পরিবর্ত্তিত আচারই এখনকর সদাচার
 নয়া গণ্য—একথাটা যে সত্য নহে, তাহার প্রতিপাদন আমাব এক উদ্দেশ্য ।
 (২) স্বাধীনজাতির অধঃপতনের পূৰ্ব্বরূপ কেমন আকারের হয়,—তাহার প্রচাব
 কব প্রবৃত্তি একাধের দ্বিতীয় কাবণ । (৩) অধঃপতিত অবস্থায় স্বাবাবধে
 ত—উদাহরণাকারে নাটকে উপস্থাপনে সেই কলার ক্ষমতা প্রচার করি কইটো
 পল্যাকর হইতে পারে, তাহার অনুধাবনে সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা ততীয়
 কাবণ । (৪) এই সূত্র মধ্যে যে সকল দার্শনিক তত্ত্ব নিহিত, তাহার প্রকাশ
 কর্ত্ত কাবণ । (৫) বাৎসায়ন মুনির উদ্দেশ্য জ্ঞাপন দ্বারা—নাম ন্যস্তে
 তাহাঙ্কত ব্যক্তিগণের আতঙ্ক-নিবারণ পক্ষম কারণ । এই পাঁচটি অর্থাট্ট-
 ধনে যদি আমি কৃতকাৰ্য্য হই, তাহা হইলে ত আমার শ্রম সম্পূর্ণ সকল,
 আর যদি অংশতঃ কৃতকাৰ্য্য হই, তাহা হইলেও শ্রমবৈকল্যজনিত ত্রুটি
 হাণ করিব না । এক্ষণে এই সূত্রের সময়-নির্ণয়ে যত্ন করিতেছি,—তাহার
 হিত আমার প্রদর্শিত কারণসমূহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে । এই সূত্র অর্থন-
 চিত্ত, তখন দেশ সমৃদ্ধ ; বিলাস-ব্যসনে সাধারণ প্রজা নিমগ্ন, জৈন-বৌদ্ধ-
 গিসিনীরা নায়ক-নায়িকার দৌত্যকাৰ্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে । সকল
 গিসিনীর কথা বলিতেছি না, কিন্তু ইরূপ সন্ন্যাসিনীরা যে গৃহস্থের সম্বন্ধ
 ছে ইহা নিশ্চয় । প্রমাণ—সত্য ব্রহ্মীগণের শব্দে ইহাদিগের সঙ্কিত

নেলায়েশা নিষেধ, যথা—“ভিক্ষুকা-শ্রমণা-কপণা-কুলটা-কুহকেকণিকা-মু-
কারিকাভিন সংস্জ্যোত” ভাষ্যাধিকারিক ৩য় অধিকরণ ১ অঃ ২ সূঃ (১
পৃঃ)। পরস্মীগ্রহণ-স্থান—“সখী-ভিক্ষুকীকণিকা-তাপসীভবনেষু সুখোপায়া
পারদায়িক ৫ম অধিঃ ৪২ সূঃ (২৮০ পৃঃ)। অবিমারক, কথাসরিৎসাগর, মাল
বিকার্মিত্র, মালতীমাধব, দশকুমার প্রভৃতি সাহিত্য গ্রন্থে ইহার উদাহরণ প্রাণ-
কওয়া যায়। মুচ্ছকটিকে গণিকাহিতার বিবাহ এবং হর্ষচরিতে ব্রাহ্মণ-গৃহেণ
বিলাসপ্রাচুর্যের পরিচয় আছে। এই সকল সাহিত্য গ্রন্থের সহিত বাৎস্তায়ন
স্বত্বস্থিত সামাজিক তথ্যের বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় একটা স্থল সময় বুঝা
যায়—সহস্র বৎসর পূর্ববর্তী দেড় সহস্র বৎসর মধ্যে এই স্বত্ব রচিত।
আরও বুঝা যায়—এই স্বত্রে শাতকর্ণি-রাজ শাতবাহনের নাম নির্দেশ
আছে। সুতরাং তাঁহার পরে এই স্বত্ব রচিত। শাতবাহন অজ্ঞ দেশের
রাজা। এসময়ে দক্ষিণাপথ আধিবর্ত্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রাজ্য ছিল।
অবিমারক ও শকুন্তলা চরিত্রের কথা থাকিতে মহাকবি ভাস ও মহাকবি
কালিদাসের বিরবর্ত্তী বলিয়া সংশয় হয়, কালিদাসের সময় কিন্তু খৃঃ ৩য় শতাব্দীর
পরে নহে। সংশয় বলিলাম কেন,—মহাকবিবৃত্ত যে উপাখ্যানকে মূল করিয়া
তাহাদিগের নাটক রচনা করিয়াছেন, সে উপাখ্যানই বাৎস্তায়ন মুনিরও
অভিপ্রেত হইতে পারে, তাহা হইলে পূর্ববর্ত্তীও হইতে পারেন। আর একটু
বিচার করিলে বুঝা যায়, বাৎস্তায়ন মুনি কালিদাসের পূর্ববর্ত্তী, বাৎস্তায়ন
মুনির কঙ্ককীয় বা কাণ্ডকীয় কালিদাসের এবং তৎপরবর্ত্তী কবিদিগের
নাটকে কঙ্ককী। কালিদাসের পূর্ববর্ত্তী ভাসকবির নাটকে কঙ্ককীয় বা
কাণ্ডকীয়। বাৎস্তায়ন যে বরাহ মিথিরের পূর্ববর্ত্তী তাহা অনুমান করিবার
কারণ আছে,—বাৎস্তায়ন যে সকল রমণীকে গ্রহণের অযোগ্য বলিয়াছে
বরাহ-মিথির রুহৎসংহিতা গ্রন্থে তদপেক্ষা স্বল্প দৃষ্টির পরিচয় প্রদান কর
অযোগ্যতার লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন; বরাহের লক্ষণ পূর্বে প্রচারিত থাকি
বাৎস্তায়ন তাহা ত্যাগ করিতেন না। কারণ স্ত্রী-সংগ্রহ রুহৎ সংহিতার
প্রতিপাদ্য নহে, অথচ তাহাতে আছে—

দুঃস্থতা বাঃ পরিবৰ্জনীয়া বিমদকালেষু চ ন কমা যাঃ ।

যাসামহৃগ্ণা সিতনীলপীতমাত্মবর্ণক ন তাঃ প্রশস্তাঃ ॥

যা স্বপ্নশীলা বহুরক্তপিপ্তা প্রবাগ্নী বাতককাকারিজন ।

মহাশনা শ্বেদযুক্তাকৃষ্টা যা ব্রহ্মকেশী পলিতাষিতা চ ॥ ইত্যাদি ।

এ সব কথা বাৎস্তায়ন সূত্রে প্রায়ই নাই । যে কস্তার পাণিগ্রহণ করিতে
 য—তাহার পক্ষে শ্বেদযুক্ত প্রভৃতি ২১ টি দোষ বাৎস্তায়ন মুনির স্বীকৃত,
 কিন্তু অন্তপ্রকারে স্ত্রী-গ্রহণে তাহার উল্লেখ নাই, স্ত্রীসংগ্রহে প্রশস্ত ও অপ্ৰশস্তের
 কথাই বাৎস্তায়ন সূত্রে নাই, অথচ এই সূত্রের প্রধান প্রতিপাদ্যই হইল স্ত্রী-
 সংগ্রহ । রক্তদোষেণ জন্ত রক্তের বর্ণভেদ-নির্দেশ বাৎস্তায়নের নাই, রক্ত-
 সংহিতায় আছে । বাৎস্তায়ন ধর্ম্মশাস্ত্র অনুবর্তনে যে সকল নিষেধ করিয়াছেন,
 রক্তসংহিতায় তাহার উল্লেখ নাই । কারণ রাজকীয় ভোগ্য যাহার উপ-
 দেশ, তাহাতে ধর্ম্মকথা বরাহমিহির আনয়ন করেন নাই ; তাহার মনোভাব—
 ‘স বিষয়ের ভার ত ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের উপরেই আছে ; এখানে আর পুনরুক্তি
 কেন ?’ দুঃস্থদোষের বিষয়েই বরাহের আলোচনা । ৪২১ শকাব্দ বা খৃঃ পঞ্চম
 শতাব্দীর শেষাংশ বরাহের সময় । অপরদিকে দেখা যায়, এই বাৎস্তায়নের
 সূত্র-রচনা—ভাষা ও মৌত্র পদ্ধতি কোটিলীয় অর্থনীতির অনুরূপ । উক্ত
 অর্থনীতিতে স্ত্রীসংগ্রহে যে দোষ অধিক বলিয়া নির্দিষ্ট—এই সূত্রে তাহাষ্ট
 প্রথমোক্ত ; যথা ‘কুষ্টিমৌ ও উন্নতা’ পরিবৰ্জনীয়া (১ম অধিকরণ
 ৭ অব্যায় ৩২ শ্লোক ১০৩ পৃঃ এবং কোটিলীয় অর্থনীতি ৩ অধিকরণ ২ অব্যায়)
 আর একটি কথা—মল্প যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্ম বিবাহের পরেই
 দেবের স্থান নির্দেশ, এই বাৎস্তায়নসূত্রে ও অর্থনীতিতে ব্রাহ্ম বিবাহের পরেই
 প্রাজাপত্যের নির্দেশ ও দেব চতুর্থ (১ অধিকরণ ১ অঃ ২১ সূত্র ১৪৪ পৃঃ
 কোটিলীয় অর্থনীতি ৩ অধি ২ অঃ) । ইহাতে বোধ হয়—এই বাৎস্তায়ন
 কোটিলোর পরবর্তী হইলেও যথাসম্ভব আসন্ন,—তাহাতে ঠিকাকৈ খৃঃ দ্বিতীয়
 শতাব্দীর মুনি বলাই সম্ভব বোধ হয় । অভিধান-চিহ্নমাণ নামক প্রাচীন
 জৈন অভিধানে—চাণক্যের নামপর্যায় বাৎস্তায়ন এবং কোটিল্য নাম

নিবোধিত। তৎসম্পি এই সূত্রকর্তা বাৎস্তায়ন যিনি যে কোটিল্য নহেন, তাহা
 অন্তঃপুররক্ষার মহাভেদ দর্শনে সুস্পষ্ট প্রমাণিত। এবিষয়ে ১ম অধিকরণ
 ২য় অঃ ৪৫ সূত্র ৫১ পৃঃ এবং ৫ম অধিকরণ ৬ষ্ঠ অঃ ৪৪ সূঃ ৩১. পৃঃ স্থি-
 ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ; পুনরুক্তি-শব্দায় এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম না। বর্তমান-
 পরিগৃহীত মত এই যে,—“বাৎস্তায়ন কোটিল্যের নাম হইতেই পারে না
 কারণ বাৎস্তায়ন বাৎস্যগোত্র এবং কোটিল্য কুটিলগোত্র, প্রকৃত পক্ষে কোটিল-
 নাম নহে, কোটলাই নাম। মঃ মঃ গণপতি শাস্ত্রী এই মতের প্রচারক।
 তিনি কেশব স্বামীর অভিধান ও জয়মঙ্গলাটিকার উক্তি প্রামাণ্যে এত
 সিদ্ধান্তে উপনীত কিন্তু ‘গর্গাদিত্যো যঞ্’ এইসূত্রের গর্গাদিগণের মধ্যে
 কুটিলও নাই, কুটিলও নাই—অতএব গোত্রার্থে কোটলা বা কোটিল্য পদ সিদ্ধ
 হইতে পারে না। মৎস্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে কুটল বা কুটিল নামে কোন
 গোত্রের উল্লেখও নাই। মুদ্রিত মৎস্যপুরাণ পুস্তকে ‘কোটিল’ নামে এক
 গোত্রকার কৃষি অছেন, তিনি বাৎস্যবংশীয় হইতে পারেন ; কারণ বাৎস্য
 ভক্তবংশীয় অন্যতম গোত্রকার, “ঐকশ্চ জমদগ্নিশ্চ বাৎস্তো দণ্ডির্নন্ডায়নঃ।
 (মৎস্যপুরাণ ১১৫।১৭) এই বচনে বাৎস্তের প্রথমে উল্লেখ করিয়া শৌনকায়ন-
 জীবন্তি-কাদোজাঃ”(মৎস্যপুরাণ ১১৫।১৮) তৎপরে ‘সাত্যগ্নিনিমালায়নিঃ কোটিলিঃ
 (মৎস্য ১১৫।২৬ স্লোকে) উল্লিখিত। শৌনকায়ন যে বাৎস্ত তাহা “শরদচ্ছুনক
 দর্ভাদ্ ভক্তবৎসগ্রায়ণেষু” (৪।১।১০২) পাণিনি সূত্রদ্বারা প্রমাণিত। উদাহরণ
 আছে—“শৌনকায়নো বাৎস্তশ্চেৎ” কোটিলিও সেইরূপ হইতে পারেন
 গর্গাদির মধ্যে গর্গ বৎস ইত্যাদি নির্বিষ্ট আছে, এই সকল শব্দ যদি গণবাচক
 হয় অর্থাৎ ভক্তবংশীয়ও যদি গর্গাদি শব্দদ্বারা গৃহীত হয়, তাহা হইলে কোটিল
 হইতে পারে ‘কোটলা’ নহে। রক্যাককর্ষককুকুভ্যশ্চ। (৪।১।১১৪) এই সূত্রে
 অক্ক শব্দ যেমন অক্ককবংশধরের বাচক, নিতান্ত নূতন হইলেও এখানে অংশতঃ
 সে দৃষ্টান্ত খাটিতে পারে। তাহা না হইলে গোত্রকল্পনা ভাঙ্গ করিতে হয়।
 আর বৎস্যবংশীয় কোটিলিকে যদি গোত্রকর্তা ধরা যায় তাহা হইলে, তাঁহাকে
 বাৎস্তায়ন বলিতেও আপত্তি হইতে পারে না। গোতম গোত্রজ ব্রাহ্মণকে

যেমন আঙ্গিরস বলা যায়, ‘শৌনকায়েনো বাৎস্তঃ’ যেমন ব্যাকরণের উদাহরণ সেইরূপ—‘কোটিল্যো বাৎস্তায়নঃ’ এমন প্রয়োগ অসম্ভব হইবে কেন? যৎস্ত-পুথানের মুদ্রিত পুস্তকেব ‘কোটিলিঃ’ স্থলে ‘কোটালিঃ’ বা ‘কুটলাঃ’ এইরূপ পাঠই যদি শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কোটল্য নামও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে মূলে গোল থাকিতেছে,—গর্গ ও তৎশীয়গণ এবং বৎস ও তৎশীয়গণ যে গর্গাদির মধ্যে নিবিষ্ট হইবে ইহা ত নূতন কল্পনা। ‘কোটলা’ বা ‘কোটিল্য’ গোত্রের পরিচায়ক ইহা মানিয়া লইলে সেই পদসিদ্ধির জন্যই ত এই কল্পনার আশ্রয়-গ্রহণ, কিন্তু তাহা যে মানিতেই হইবে, এবিষয়ে দৃঢ় প্রমাণ কি? মুদ্রারাক্ষস বিষ্ণুপুরাণ সর্বত্রই কোটিল্য পাঠ আছে, ‘কোটিল্য’ নাম নিন্দার্ক মনে করিয়া চাণক্যভক্তগণ,—যে কোটিল্য নাম কল্পনা ও গোত্রকল্পনা করেন নাই, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ‘কোটিল্য’ শব্দ ‘কোটিল্যো সাধুঃ’ এই অর্থে সিদ্ধ করিলে নিন্দার্ক হয় বটে, কিন্তু তাহার অন্য অর্থও হইতে পারে; কুটিল্য—সরস্বতী নদী তদ্দেশজাতকে কোটিল বলা যায়; কোটিল সরস্বতী ব্রাহ্মণের নামান্তর হইতে পারে। তৎ-সরস্বতী কস্মিও কোটিল—তত্র সাধুঃ ‘কোটলাঃ’। সরস্বতীতীর বক্ষাবর্ত, “সরস্বতীদৃষদ্বতোদেবনদ্যোর্ধিদন্তরম্। তং দেবনির্মিতং দ্রেশঃ বক্ষাবর্তং প্রচক্ষতে। এতদ্দেশপ্রস্তুতস্ত সকাশাদগ্রজয়নঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিষ্করন পৃথিব্যাং সর্বমানবঃ” (মহু) ব্রহ্মাবর্তবাসী ব্রাহ্মণের কস্মে যিনি দক্ষ, তিনি কোটিল্য ইহা ‘শালাতুরীয’ গোণদীয় প্রভৃতির জ্ঞায় দেশ-নির্মিতক সংজ্ঞাও বলা যাইতে পারে, অথবা ইহা আচারনির্মিতক সংজ্ঞা। কোটিল্য শব্দের এই অর্থ কঠিন,—তাঁহার কুটিল রাজনীতি প্রবৃত্তি কস্মে নন্দবংশ বিধ্বস্ত হইলে—কোটিল্য শব্দের সরল অর্থ লোকে গ্রহণ করিতে থাকিল,—তাহাতেই ভক্তগণ পরে তাঁহার নাম ‘কোটিল্য’ করেন—এইরূপ অনুমান, ইহা একান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু পিতৃন যে শাস্ত্রের অন্ততম আগাধা, সে শাস্ত্রের অপর আচার্যের কোটিল্য নামই সঙ্গত,—কুটিল-কাথো নিপুণতাই এই শাস্ত্রে বিচক্ষণতার পরিচায়ক। এই প্রকার রাজ্য-

বিপ্লাবকের নামা নামগ্রহণও একান্ত স্বাভাবিক। প্রাচীন হেমচন্দ্র স্মরি অভিধানচিন্তামণিতে যে চাণক্যকে বাৎস্তায়ন এবং কোটীলা বলিয়াছেন—তাহা উপেক্ষা করিবার একেবারেই কারণ নাই, গোত্রপক্ষপাতিগণ ‘কোটীলা’ পদ যেক্রমে সিদ্ধ করিবেন, সেইক্রমে মৎস্তপুরাণোক্ত ‘কোটীনি’ শব্দ হইতেও ‘কোটীলা’ পদ সিদ্ধ হইতে পারে। মৎস্তপুরাণেব পাঠও যদি কোটীলি করা হয়, তাহা হইলে কোটীল্য গোত্র হইলেও তাঁহার বাৎস্তায়ন হইবার পক্ষে বাধা থাকে না, পূর্বেই হেতু প্রদর্শন করিয়াছি। অতএব কোটীল্যের অভিধান-প্রসিদ্ধ বাৎস্তায়ন নাম মিথ্যা নহে; তিনি বাৎস্তায়ন হইলেও যে কারণে এই সূত্রকার বাৎস্তায়ন মুনি হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। জায়সূত্রের ভাষ্যকর্তা এক বাৎস্তায়ন আছেন, তিনি চাণক্য কিনা সে বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু তিনিও যে এই সূত্রকার বাৎস্তায়ন মুনি হইতে পৃথক্ এমন কি পূর্ববর্তী,—তাহাও নিশ্চয় করা যায়। আমা-দিগের আলোচ্য বাৎস্তায়ন মুনির বিদ্যাসমুদেশ প্রকরণ আছে,—জায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—

“প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকৰ্ম্মণাম্ ।

৭১

অশ্রয়ঃ সর্বধৰ্ম্মাণাং বিদ্যোদ্যেশে প্রকৌত্তিত্ভা ।”

উভয়ে অস্তিত্ব ব্যক্তি হইলে—তাঁহার কথিত বিদ্যোদ্যেশ শব্দে তাঁহার কামসূত্রই বিজ্ঞাসমুদেশই উপস্থিত হইত; কিন্তু কামসূত্রের বিজ্ঞা-সমুদেশে আত্মিকতার কথা নাই। এই সূত্রের বিদ্যাসমুদেশ তখন উদ্ধৃত হইলে, বিদ্যাসমুদেশের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ‘অর্থনীতৌ’ অথবা ঐকপ একটা কিছু, জায়ভাষ্যকার বলিতে বাধ্য হইতেন। কোটীল্যেরও পূর্ব সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষোৎপত্তি বিষয়ে যে নৈসর্গিক প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে, তাহা এই বাৎস্তায়ন মুনিরও সম্বন্ধ,—ইহা নিশ্চয় হয়। (১ম অধিকরণে ২য় অঃ ১১ সূত্রের ৩১ পৃঃ) অনুবাদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে ।

এই সূত্রকর্তা বাৎস্তায়নকে দাক্ষিণাত্য বলিয়া অনুমান হয়, কারণ ইতিহাস ও দেশাচার-বিষয়ে তাঁহার যে যে নিদর্শন গ্রন্থ মধ্যে প্রদত্ত, তাহা

প্রধানতঃ অজ্ঞাদি দেশসংক্রান্ত । বিবাহ করিবার জন্য মাতুল-কন্তাকে কেমন করিয়া হস্তগত করিতে হয়—কন্তাসম্প্রদায়িক অধিকরণে—‘মোটকমুখ’ বলিয়া প্রথমতই তাহার উপদেশ আছে । কিন্তু ক্রায়ভাষ্যকার্ত্তাকে দাৰ্শনিকতা বলিয়া মনে হয় না, যে দেশে তাঁহার বাস সে দেশে গ্রীষ্ম বসন্তের উদ্ভাপ ও হেমন্ত শিশিরের নীত অধিক,—শরৎকালে উদ্ভাপ কম ও নীত কম । দাৰ্শনিকপক্ষে কিন্তু শরৎকাল ও বসন্তকাল সমান । ক্রায়ভাষ্যকার এ সমানতা স্বীকার করেন নাই, তাঁহার মত—“আপাং দ্রব্যং প্রত্যক্ষতো নোপলভাতে স্পর্শস্ত নীতো গৃহ্যতে তস্ত দ্রব্যস্তানুবন্ধাৎ হেমন্তশিশিরৌ কল্পোতে । তথাবিধমেব তৈজসঃ দ্রব্যম্নানুবদ্ধতকপঃ সহ রূপেণ নোপলভাতে স্পর্শস্তোক্তোক উপলভাতে । তস্ত দ্রব্যস্তানুবন্ধাদ্ গ্রীষ্মবসন্তৌ কল্পোতে ॥” তাপ ও শৈতলের সম্বন্ধ-মধ্যে শরৎ গৃহীত হয় নাই, বসন্ত তাপ-সময়-মধ্যে গৃহীত ।

মুসলমানদিগের যেমন ‘শরৎ’ এই সূত্রেও সেই ভাবের কল্পের উল্লেখ আছে । ৭ম অধিকরণ ২য় অঃ ১৪১৫ সূত্র ৪৪৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) কিন্তু তাহা যে ভোগার্থ (ধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই) তাহাও স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে । এদেশে মুসলমান অধিকার বিস্তারিত একটা উপকার এই যে, তৎকাল-প্রচলিত ‘বলাস ও ভোগার্থ কৰ্ম্ম’ও অনেকটা সঙ্কুচিত হইয়াছিল । ভাগ ও ভোগের আভ্যন্তরিক হৃদয় চলিবার সময়ে উভয় পক্ষেরই রীতিমত বলসংকল্প কথিত হইয়াছিল, তাহারই ফলে একদিকে বৌদ্ধধর্ম্মের সর্বজাতিসাধারণ সন্ন্যাস, জৈনধর্ম্মের সর্বজাতি-পালনীয় দীর্ঘ উপবাসপ্রধান ব্রতচর্যা, অপর দিকে কাম শাস্ত্রের প্রচারবাতলা : সনাতন ধর্ম্ম উভয়দিকের ঘোর সংঘর্ষে পরিণত, — এই হৃদয়ে ভাগের জয় কোথাও কোথাও হইলেও সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র-নিষিদ্ধ স্থলে বৈধ অধিকার স্থাপন করিতে গিয়া ভোগের নিকট ভাগের বিশেষ পলায়ন হইতে লাগিল । সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রনিষিদ্ধ বৌদ্ধসন্ন্যাস স্ত্রীলোকে বিস্তৃত হওয়ার যে ভিক্ষুণীর সৃষ্টি হইল, জৈনমতানুসারী যে কপর্ণিকার আবির্ভাব হইল, তাহাদিগের অনেকেই ভোগের অনুরূপ ব্যবহৃত হইয়াছিল । এই হৃদয়ে দুই পক্ষের দুর্বলতায় সনাতন ধর্ম্ম নিজের অধিকারভূগত ভাগ ও

ভোগের সামঞ্জস্য সাধনে অগ্রসর হইতে ছিলেন,—এমন সময়ে পশ্চিমের বীর্ঘ্যমদোৎসিদ্ধ কুটুন্দি নূতন ধর্মোন্মত্ত নবজাতি ভারতে অধিকার স্থাপন করিল। তখন পুরাতন আচারে—আত্মরক্ষার মহাকবচে লোকের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ হইল। ভগবান বেদব্যাস এবং ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষিগণ যে অক্ষয় কবচের উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ধারণ করিতে সকলেবই প্রস্তুত হইল। সান্নিধ্যবৎসর ব্যাপী যুদ্ধে সঙ্ঘ স্থাপিত হইল। ভোগ-বিলাসের উদ্যমপ্রভাব সঙ্কুচিত হইল, এই সঙ্কোচ না ঘটিলে নবজাত উদ্যম-জাতির কামনানলে এত অধিক ইন্ধন সংযোগ হইত যে, সে অনন্ত ভারতীয় সমাজসমূহ দগ্ধ হইয়া যাইত। এই যে বহির্বিপ্লবজনিত অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বিরাম ইহারই অন্তিম পরিণতি ‘সুদূত’জাতীয় ‘অকুচ্ছেদনির্যাত্ত’ বিশেষতঃ এই কার্য্য ঐ জাতির ধর্ম্মাঙ্গ বলিয়া ঐ দিকে সকলেরই বৈদ্রোহ বা অকর্তব্যতা জ্ঞান উদ্ভূত হইল। সমাজ ধর্ম্মশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণে উন্মত্ত হইলে—ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের উপদেশ অধিকতর মান্ত হইল; প্রযুক্তি-জ্ঞান-প্রতি আগ্রহ অধিকতর হইল। নূতনজাতির নব বলে যাহারা আত্মসন্তোষ-বিস্তার দিল, তাহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। আত্মসংরক্ষণের যে পূর্বস্থাপিত উপায় দীর্ঘকাল উপেক্ষিত ছিল,—এখন তাহা দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়া আত্ম-সন্তোষ-সংরক্ষণই সমাজে প্রসারিত হইল। অমঙ্গল মধ্যেও মঙ্গলময়ের এই প্রত্যক্ষপূর্ণ মঙ্গলবিধান দেখিতে পাই। এই সব তত্ত্ব প্রচারের জন্য আমি এই বঙ্গদেশ সত্ত্বের অনুবাদ ব্যাখ্যা ও সম্পাদকতা স্বীকার করিয়াছি। বিভিন্ন স্থানেই অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পাঠ করিলে আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

এই সূত্রে যেমন পাণ্ডিত্যের পরিচয় ভেমনই অবজ্ঞেয় আচরণের বিরূপ— তাহা স্থানে স্থানে এতই বঙ্গনীয় যে, তাহার অনুবাদ করিতে বিমুগ্ধ হইয়াছি। সে সকল স্থলে মূল ও প্রাচীন সংস্কৃত টীকা প্রদান করিয়াছি। এই টীকাকে কেহ কেহ ভাষ্যও বলেন। টীকাকারের নাম যশোধরেন্দ্র, মতান্তরে জয়মঙ্গল। টীকার নাম জয়মঙ্গলা। অনুবাদ ও ব্যাখ্যা যে যে স্থলে আছে, তথায় টীকা

প্রদত্ত হয় নাই, ঢীকা-প্রদর্শিত অর্থের সমালোচনা মধ্যে মধ্যে আছে। অনুবাদ ত্রিবিধ,—(১) সরল অনুবাদ এবং পৃথক্ ভাবে তাহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ,—(২) ব্যাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ—ব্যাখ্যা পৃথক্ নাই, অনুবাদ মধ্যেই ব্যাখ্যা আছে। (৩) সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। যেখানে বিস্তৃত অনুবাদে ত্বনীতিকে অধিকতর পরিষ্কৃতি করা হয়, অথবা বিশেষ উপদেশ ব্যতীত যে প্রয়োগ সিদ্ধ হয় না—সেই স্থানে সংক্ষিপ্তানুবাদ দিয়াছি। সাংপ্রয়োগিক অধিকরণে—ত্রিবিধ অনুবাদই নাই,—সকল অধ্যায়েরই সংক্ষিপ্ত তাৎপৰ্য—প্রথমেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। জিতে-লিয়া ব্যক্তি ভিন্ন অস্ত্রের এ গ্রন্থ পাঠ করা উচিত নহে। তবে যাহারা এখন-কাব শ্রেষ্ঠ উপভাস পাঠের আবশ্যকতা মনে করেন এবং সেই ভাবের অভিনয় দর্শনে যাহারা তৎপর, তাঁহাদিগের পক্ষে এ গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

সাংপ্রয়োগিক অধিকরণ, কালী মুদ্রিত পুস্তকে দ্বিতীয় অধিকরণ রূপে গৃহীত ; বৈশিক অধিকরণ ষষ্ঠ অধিকরণরূপে গৃহীত। বাঙ্গালার মুদ্রিত পুস্তকে কস্তা-সংপ্রযুক্ত অধিকরণ দ্বিতীয়, বৈশিক চতুর্থ এবং সাংপ্রয়োগিক অধিকরণ ষষ্ঠ অধিকরণরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই অধিকরণ সন্নিবেশেব অনুকূল পাঠ বাঙ্গালার পুস্তকে আছে। একটা স্থান ব্যতীত প্রতিকূল পাঠের আশঙ্কাই নাই। পক্ষান্তরে কালী মুদ্রিত পুস্তকেও তাহাতে অবস্থিত অধিকরণ সন্নিবেশের অনুকূল পাঠই আছে, প্রতিকূল পাঠ একেবারেই নাই। আমি কালী মুদ্রিত পাঠকে পাঠান্তররূপে গ্রহণ করিয়া পাদ টীকাকারে সন্নিবেশিত করিয়াছি। বাঙ্গালার অধিকরণ সন্নিবেশই মূলে গ্রহণ করিয়াছি। তাহার কারণ—সাংপ্রয়োগিক অধিকরণ বিশেষ অঙ্গীল ; অথচ বিবাহাদির পর সেই অধিকরণোক্ত বিষয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে, অতএব তাহা শেষাংশে নিবেশ করা সম্ভব।

শেষ কথা—এই সূত্রকার বাৎস্তায়ন মূনি কোটিল্য বা কোটল্য নহেন, স্তায়ভাষা—ইহার রচিত নহে। ‘বাব্রবায়ান্শ’ ইত্যাদি (৭ম অধি ২য় অঃ ৫৬ শ্লোকে) আছে। কেহ কেহ বলেন,—“এই শ্লোকের সরল অর্থ গ্রহণ কবা উচিত নহে ; কারণ তাহা হইলে “পূর্বশাস্ত্রাণি” ইত্যাদি ৫২ শ্লোক

বলিয়া “বান্ধবীয়াং” ইত্যাদি শ্লোক-কথন নিতান্ত বিকল হয়, কেননা পৃথক শাস্ত্র মধ্যে বান্ধবীয়াং শাস্ত্রও পাওয়া যায়। অতএব ‘বান্ধবীয়ান্’ ইত্যাদি শ্লোকে শ্লেচ্চিত্ত বিকল্পানুসারে রচনাকাল নির্দিষ্ট হইয়াছে।” কলতঃ একরূপ বঙ্গনা সমীচীন নহে। কারণ—এক একটা পদের প্রথম বর্ণ বিস্ত্রাস করিয়া তদ্বাবা সমস্ত পদার্থ-জ্ঞাপন শ্লেচ্চিত্ত বিকল্পে হইয়া থাকে। যথা—“মে র মি ক সি ক তু র ধ ম কুম্বী” ইত্যাদি প্রাচীন বৌদ্ধগুরু রবিশঙ্করের শ্লোক। ইহার অর্থ—মে মেঘ, র রূষ, মি মিথুন, ক কর্কট, সিং সিংহ, ক কক্কা, তু তুলা, র রশ্চিব ধ ধনু, ম মকর, কুম্ব কুম্ব, মী মীন। এখন দেখা যাউক—‘বান্ধবীয়ান্’ ইত্যাদি স্থলে শ্লেচ্চিত্ত বিকল্প হয় কিনা। এ স্থানে ব অথবা বা বর্ণ ‘বায়’ পদের একদেশ হইলেও এই সঙ্গে বুক্ অল্পপদ সম্পূর্ণ থাকায় শ্লেচ্চিত্ত বিকল্পের স্থল হইতেছে না। মেঘ রূষ এই অর্থে ‘মে রূষ’—এইরূপ প্রয়োগ যেমন শ্লেচ্চিত্ত বিকল্পে সঙ্গত নহে, সেইরূপ বান্ধ এইরূপ প্রয়োগ শ্লেচ্চিত্ত বিকল্পে সঙ্গত হইতে পারে না। আরও দেখা যায়—এই শ্লোকে বৎসর বাচক কোন পদ নাই এবং যে বার্ত্তিক্রমে বৎসরাক্রম আনীত হইয়াছে, সে রীতি, পূর্ব-নিয়ম-বিরুদ্ধ। এই শুভ-স্বাক্ষরের প্রকৃত সময় শ্লেচ্চিত্ত বিকল্প সাহায্যে আনীত হয় নাই। ‘পূর্বশাস্ত্রাণি’ ইত্যাদি ৫২ শ্লোকের পরেও ‘বান্ধবীয়ান্’ ইত্যাদি ৫৬ শ্লোক রচনার উদ্দেশ্য পৃথক থাকায় বিকলতা দোষ ঘটে নাই। ৫২ শ্লোকে পূর্ববর্ত্তী বক্তৃতাশ্রের আলোচনাব কথা সমভাবে উক্ত হইয়াছে এবং ৫৬ শ্লোকের দ্বারা বক্তৃতা যাইতেছে যে, বান্ধবীয়া মত বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

কথা ফুরায় না, কত বাড়াইব, কাজেই এখানেই শেষ। কাহারও কিছু উপকাব হয় ত সুখী হউব। ত্রি-

৮ই আশ্বিন, ১৩৩৪ সাল,
মহালয়া।

}

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

সূচীপত্র ।

বিষয়

পাতা

সাধারণ—প্রথম অধিকরণ ।

১ম অঃ । মঙ্গল আচরণ ও শাস্ত্র-সংগ্রহ	১
২য় অঃ । দ্বিবর্গলাভের উপায়	১২
৩য় অঃ । কামশাস্ত্রের উপযোগী বিদ্যাসমূহের নাম	৫৪
৪র্থ অঃ । নাগরক বৃত্ত (সেকালের বাবুগিরি)	৭৩
৫ম অঃ । নায়ক-নায়িকার দৃত্তীনিরূপণ	৮২

কন্যাসংপ্রযুক্তক—দ্বিতীয় অধিকরণ ।

১ম অঃ । সঙ্গন্ধনির্ণয় (ষোণ্য-পাত্র-পাত্রী বিচার) ও পাত্র-পাত্রীবরণ	১০৭
২য় অঃ । পাত্রীর চিত্তাকর্ষক উপায়-প্রয়োগ	১১৬
৩য় অঃ । বালিকা পাত্রীর প্রতি সদৃশাবস্থাপনের উপায় এবং পাত্রীর আকার ইচ্ছিতে তাহার ভাব-বিজ্ঞান ।	১২৬
৪র্থ অঃ । দনহীন নিঃসহায় পাত্রের পাত্রী-সংগ্রহের ও নিঃসহায় পাত্রীর পাত্রসংগ্রহের উপায়, বিবাহার্থ উপস্থিত বহুপাত্রের মধ্যে পাত্রীর পাত্র-মনোনয়ন ।	১৩৬
৫ম অঃ । বিবাহ যোগ	১৪৮

ভার্য্যাধিকারিক—তৃতীয় অধিকরণ ।

১ম অঃ । পতিসমীপে ও পতি প্রবাসে থাকিলে সতী-ভার্য্যার আচরণ	১৫৫
২য় অঃ । সপত্নী থাকিলে দ্রোষ্টা ভার্য্যার আচরণ, ঐ স্থলে কনিষ্ঠার আচরণ, পুনর্ভূত আচরণ, হর্ভগার আচরণ, অন্তঃপুরের ব্যবস্থা, বহুপত্নীক পুরুষের আচরণ	১৬৫

বৈশিক—চতুর্থ অধিকরণ ।

১ম অঃ ।	বারঙ্গনার উপজীবা নায়ক, বিরাগভাজন নায়কের প্রতি বারঙ্গনার ব্যবহার, নায়কের আগ্রহসাধন	১৮১
২য় অঃ ।	নায়কের মনোহরণার্থ নায়িকার আচরণ	১২০
৩য় অঃ ।	অর্বাগমের কোশল, বিরক্তচিহ্ন, ত্যাজ্য নায়কের প্রতি ব্যবহার এবং নায়ক-নিষ্কাশন	১০১
৪র্থ অঃ ।	ভগ্নপ্রণয়ের পুনর্দোজন	২১০
৫ম অঃ ।	বিশেষ বিশেষ লাভোপায়	২২০
৬ষ্ঠ অঃ ।	ইষ্টানিষ্ট-সংশয়, সংশয় স্থলে কর্তব্য-নির্ণয়, বিভিন্নপ্রকার বারঙ্গনা-লক্ষণ	১৩২

পারদারিক—পঞ্চম অধিকরণ ।

১ম অঃ ।	স্রো-পুরুষের চরিত্র, পরপুরুষ-মিলনে বাধা, রমণীর মনোমত পুরুষ ও অযত্ন-লভ্যা রমণী	২৪৭
২য় অঃ ।	দর্শন-স্পর্শন প্রভৃতি পরিচয়-কারণ ও নায়িকা- সংগ্রহের উপায়	২৫৯
৩য় অঃ ।	রমণীর অভিপ্রায়-পরীক্ষা	২৬৭
৪র্থ অঃ ।	দূতীপ্রয়োগ	২৭৪
৫ম অঃ ।	পরস্রীকামী রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তির কর্তব্য	২৮৭
৬ষ্ঠ অঃ ।	অন্তঃপুরিকাদিগের আচরণ ও ধর্মপত্নীগণের রক্ষা-বিধান	৩০২

সাম্প্রয়োগিক—ষষ্ঠ অধিকরণ ।

১ম অঃ ।	আকৃতি, কাল ও ভাববিণেয়ে মিলনের আনন্দ-ভারতম্য ও চতুর্বিধ প্রীতি	৩১৪
২য় অঃ ।	আলিঙ্গন বিষয়ক কথা	৩৩৭

বিষয়	পত্রাঙ্ক
৩য় অঃ। চূড়ন-তথ্য	৩৪৭
৪র্থ অঃ। নপুংসক-বিষয়ে স্থান-কালাদি নির্ণয়	৩৫৮
৫ম অঃ। দশন-কৃত-বিষয়ক তথ্য ও দেশ বিশেষের ব্যবহার-রীতি	৩৬৬
৬ষ্ঠ অঃ। শয়ন-ব্যবস্থা ও আনন্দমিলনের বৈচিত্র্য	৩৭৬
৭ম অঃ। তান্ময়-প্রয়োগ ও তৎপ্রযুক্ত শীৎকারাদি	৩৮৮
৮ম অঃ। নায়িকার নায়কবৎ ব্যবহার, নাট্যিকার আনন্দবর্ধনে যত্ন, আন্তরিকতা-পবিত্রতা	৩৯৭
৯ম অঃ। জীবিকাভীন নপুংসকগণের জীবিকোপায়ে জন্ত গণিকারীতি-ব্যবস্থা	৪০৪
১০ম অঃ। আনন্দমিলনের আদি ও অবসানে কর্তব্য-নির্ণয়	৪১৬
ঔপনিষদিক—সপ্তম অধিকরণ ।	
১ম অঃ। সৌন্দর্যাদিবৃদ্ধির উপায়, বশীকরণ, ভোগশক্তি-বৃদ্ধির ঔষধ	৪২৮
২য় অঃ। অসক্ত ব্যক্তির রমণী-রঞ্জন উপায়, অঙ্গবৃদ্ধির উপায়, ভোগবিষয়ক বিবিধ তথ্য	৪৪২

সূচীপত্র সমাপ্ত

কাম-সূত্রম্

সাধারণাখ্যং প্রথমমধিকরণম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ধর্ম্মার্থকামোভো নমঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে নমস্কার । ১ ।

বাখ্য্য । ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের লক্ষণ—১ অধিকরণ, ২ অধ্যায় ৭, ৯, ১১, ১০ সূত্র বিবরণে জ্ঞাতব্য । এই প্রথম সূত্রটী মঙ্গলাচরণ । এতৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় দ্বিতীয় সূত্রের বাখ্য্যায় প্রকাশ করা যাইবে । ১ ।

অবতরণিকা । ঐহ্যকে নমস্কার করা যায়, তিনি নমস্কারকর্ত্তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট,—এই উৎকর্ষ অপকর্ষ —নমঃ শব্দ দ্বারা বুঝা যায় । অর্থ কাম যে উৎকৃষ্ট এবং নমস্কারসূত্র যে আবশ্যিক, তাহা বুঝাইবার জন্য—
দ্বিতীয়া সূত্র—

শাস্ত্রে প্রকৃত্ত্বাং ॥ ২ ॥

অনুবাদ । নমস্কারের হেতু এই যে, ধর্ম্ম অর্থ কামই (সকল) শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য । (এই শাস্ত্রেও তাহাই) । ২ ।

বাখ্য্য । এমন কোন শাস্ত্রই নাই, যাঁহার প্রতিপাদ্য—ধর্ম্ম, অর্থ বা কাম নহে, মোক্ষশাস্ত্রও ধর্ম্মের প্রতিপাদক,—মোক্ষ-হেতু যে আত্মদর্শন, তাহাও ধর্ম্ম ; “অয়ন্ত পরমো ধর্ম্মো যদ্ যোগেনাঙ্গদর্শনম্” । শাস্ত্রে ত্রিবর্ণ ও চতুর্বর্ণ দুইটি

কথাই আছে ; ত্রিবর্গবাদ বহু প্রাচীন, চতুর্বর্গবাদ প্রাচীন হইলেও ত্রিবর্গবাদে পরে প্রতিষ্ঠিত । ধর্ম্ম অর্থ কাম—এই ত্রিবর্গ, আর ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—চতুর্বর্গ । ঐহার ত্রিবর্গবাদী, তাঁহারা যে মোক্ষ মানেন না তাহা নহে, কিন্তু নম্বর কর্ণ যেমন ধর্ম্মবর্গের অন্তর্গত, অবিনাশী মোক্ষও তদ্রূপ, ইহাই তাহাদিগের মত । ত্রিবর্গ—সুখ ও দুঃখনিবৃত্তির উপায়, স্বর্গাদি সুখ বা মোক্ষ উপেয় ; উপেয় মাত্র লইয়া বর্গ করিতে হইলে, স্বর্গের একটা বর্গ, পার্শ্বব সুখের একটা বর্গ—এইরূপ শ্রেণী হওয়া উচিত ছিল, তাহা নাই ; কিন্তু তিনটি উপায়বর্গ আছে, ইহাব মধ্যে উপেয় মোক্ষকে জুড়িয়া দিলে বিভাগ-সম্বন্ধ হয় অথাৎ বাবা, দাদা, আমি ও দিদিমা, আমরা এই চার ভাই—ঠিক সেই প্রকার ভাগ হয় । এই কারণে ত্রিবর্গবাদই যুক্তিবদ্ধ । তবে অর্থ ও কামবর্গ যেমন নানাবিধ, ধর্ম্মবর্গও সেইরূপ নানাবিধ, তন্মধ্যে মোক্ষ-হেতু—ধর্ম্মবর্গ নিরুক্তি-প্রধান, আর স্বর্গাদি-হেতু ধর্ম্মবর্গ প্ররুক্তি-প্রধান, এই ভেদ আছে এই মাত্র । বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া যত শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, সর্বত্রই এই ত্রিবর্গের মধ্যে কোন না কোন বর্গেরই অধিকার । ত্রিবর্গ-সদ্বন্ধন গ্রন্থ—শাস্ত্র হইতে পারে না, তাহা উন্নত-প্রলাপ । যে শাস্ত্র মানব-সমাজের পরম শ্রদ্ধেয়, সেই শাস্ত্র বাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান, সেই ত্রিবর্গ কত উচ্চ, কত উৎকৃষ্ট, কত মহান, তাই নমস্কার মস্তক তাঁহাদিগের নিকট অবনত । অতএব এই নমস্কার-সূত্র, ইহা মঙ্গলাচরণ । এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে, মঙ্গলাচরণে সাধারণতঃ দেবতার নমস্কার থাকে, দেবতা তাহাতে প্রীত হইয়া গ্রন্থরচনার বিষয় দূর করেন, এইজন্যই হি গ্রন্থারম্ভে নমস্কার-প্রথা । কিন্তু অচেতন ধর্ম্ম অর্থ ও কামকে নমস্কার করিলে ফল কি ? তাঁহারা ত বিষয় নিবারণ করিবেন না । ইহার উত্তর এই যে, দেবতার এত নমস্কারের কাল্পাল নহেন যে, একটি নমস্কার ভুলি করিলে, আব তাঁহারা তুষ্ট হইয়া তোমার বিষয় দূর করিয়া দিলেন । তবে হয় সত্ত্বগুণের অভ্যুদয়—মানুষ অহঙ্কারে আচ্ছাদিত, ‘কোহন্তোহন্তি সদৃশো ময়া’ আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ, এই ভাবই অহঙ্কার, নমস্কার সেই অহঙ্কার পরিত্যাগের বা সাংস্কৃতিকভাবে হেতু,—যোগ্য নমস্কারে সত্ত্বগুণের অভ্যুদয়—নির্মূল বুদ্ধির বিকাশ হয়, তাহাই গ্রন্থ-রচনার প্রধান সহায় ; বুদ্ধিব্যাঘাতই প্রধান বিষয় । নমস্কার বা অথ শব্দ প্রতিতি

উচ্চারণ দ্বারা আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শক্তির ভাব মনে আসিলে, আপনার যে অঙ্কার তাঁহা হ্রাস হয়—সাহিত্যিক ভাবের উদয় হয়। ধর্ম্ম অর্থ ও কাম অচেতন হইলেন—চেতন ব্যক্তির। ইহাদিগের পশ্চাতেই দাবমান, অতএব চেতনহীন অঙ্কারও ইহাদের নিকটে নাই। কবি শিল্পণও অচেতন কর্ম্মকে নমস্কার করিয়াছেন “নমস্তৎকর্ম্মভ্যঃ”। এই ত্রিবর্ণ-নমস্কারেও সেই ফল আছে ; অতএব এ নমস্কারও বিঘ্ননিবারক, দেবতা-নমস্কারাদির তুল্য।

এই সূত্রের জয়মঙ্গল-বাখ্যার ভাবার্থ এই,—“ধর্ম্ম অর্থ ও কামকে নম-
স্কার। কারণ, এই শাস্ত্রে ধর্ম্ম অর্থ কাম-বিষয়েরই আলোচনা আছে ; যদিও
প্রধানতঃ কামেরই আলোচনা আছে, তথাপি তদ্বারা ধর্ম্ম ও অর্থের আলো-
চনাও ইচ্ছাতে আছে, (১ অধি, ২ অধ্যায় ২ প্রঃ ১ সূত্র এবং ৩ অধিকরণ
অঃ ১ পঃ ১ অঃ ইত্যাদি।) যে বিষয়ের আলোচনা এই শাস্ত্রে আছে,
তাঁহা এই শাস্ত্রে অধিকৃত। অধিকৃত বিষয়ের প্রথম উপস্থিতি হয়, তাই তাঁহা-
দ্বয়কে এই শাস্ত্রারম্ভে নমস্কার করা হইয়াছে। অচেতন ধর্ম্ম অর্থ কামের
নমস্কার করা হয় নাই, ধর্ম্ম অর্থ ও কামের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাকে নমস্কার করা
হইয়াছে। সত্যদেব ও কামদেব ত প্রসিদ্ধ, অর্থদেবের কথাও ইতিহাসে আছে।”
এই বাখ্যায় সন্তোষ না হওয়ার কারণ—অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা এই শাস্ত্রে আলো-
চিত না অধিকৃত নহেন, অধিকৃত বিষয়ের সঙ্গত লইয়া ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবতাকে
প্রণাম করিয়াছেন, ইহা বলিলে অধিকৃত বিষয়ের সঙ্গত সৃষ্টিকর্ত্তাতে বিশেষভাবে
আছে, তাঁহাকে প্রণাম না করিয়া দেবতা নমস্কার করিবার পক্ষে দ্বিতীয় সূত্র
সঙ্গত হয় না বরং ত্রিবর্ণও ভগবদ্বিভূতি, তাই তাঁহাদিগকে নমস্কার করা
হইয়াছে ইহা বলা ভাল । ২।

অবতরণিকা। একটি নমস্কার সূত্রে গ্রন্থকার তৃপ্ত হইলেন না, তাঁহার
স্বক্ৰিয়াদ্গদ চিত্ত, শাস্ত্রনাম-প্রসঙ্গে শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায়
‘মনস্ত্র হইল ; আচার্য্যগণকে নমস্কার না করিলে, তিনি আপনাকে অপরাধী
মনে করিলেন, (ইহা সর্ব্বগুণ বৃদ্ধির সূচক) তাই তিনি বলিলেন,—

তৎসময়াবোধকেভ্যশ্চাচার্য্যোভ্যঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । সেই যে ধর্ম অর্থ কাম, তদ্বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত, (প্রয়োগ, সাধন, স্বরূপ ও ফল বিষয়ে তথ্য) তাহা হাঁহারা জানিয়া অন্তকে উপদেশ দিয়াছেন, সেই আচার্যাদিগকেও নমস্কার । ৩ ।

বাখ্যা । এই যে আচার্য-নমস্কার—ইহারই দ্বারা শাস্ত্র-নমস্কারও সিদ্ধ হইয়াছে । শাস্ত্রকে লইয়াই ত আচার্য, শাস্ত্র বাদ দিলে আচার্য্যই থাকে না । ৩ ।

অবতরণিকা । অনেক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ কেবল বিষয়বিন্যাসার্থই অনুষ্ঠিত হয়,—মঙ্গলাচরণ-বাক্য প্রকৃত গ্রন্থের সহিত সদ্ব্যবহৃত থাকে না, এ স্থলে কিন্তু তাহা নহে, পরন্তু—

তৎসম্বন্ধাৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । যেহেতু (শাস্ত্রবক্তা) আচার্য্যগণের সহিত (এই গ্রন্থের) সদ্ব্যবহৃত আছে, (সেই কারণে নমস্কার করিতেছি) । ৪ ।

বাখ্যা । ত্রিবর্ণ ত শাস্ত্র প্রতিপাদ্য সূত্রাং ত্রিবর্ণের সহিত যে সদ্ব্যবহৃত, তাহা দ্বিতীয় সূত্রে জ্ঞাপন করা হইয়াছে ; আচার্য্যগণের সদ্ব্যবহৃতও ইহাতে আছে, ইহা এই সূত্রে সামান্ততঃ কথিত হইল ক্রমে স্পষ্টীভূত হইবে ।

গ্রন্থকারদিগের রীতি আছে—

জ্ঞাতার্থং জ্ঞাতসদ্ব্যবহৃতং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ততে ।

গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সদ্ব্যবহৃতঃ সপ্রয়োজনঃ ॥

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়, প্রয়োজন ও সদ্ব্যবহৃত জানিতে পারিলে, শ্রোতা গ্রন্থ-লক্ষণে প্রবৃত্ত হয়, এই হেতু গ্রন্থের প্রথমে প্রতিপাদ্য বিষয় ও প্রয়োজন ও সদ্ব্যবহৃত জানিতে হয় । এই চারিটি সূত্রে মঙ্গলাচরণ ও তদীয় হেতু-নির্দেশসহ প্রতিপাদ্য বিষয়, প্রয়োজন ও সদ্ব্যবহৃত জ্ঞাপন করা হইয়াছে । প্রতিপাদ্য বিষয়—ধর্ম অর্থ কাম, তদ্বিষয়ে কামই মুখ্য । ‘তৎসম্বন্ধাৎ’ এই সামান্তসূত্রের পরবর্তী সূত্রাবলী দ্বারা ইহা ব্যাখ্যাত হইবে । প্রয়োজন—প্রজারক্ষা, সদ্ব্যবহৃতবাখ্যা দ্বারা তাহা পরস্পরে পরিবৃত্ত হইবে । আচার্য্যগণের সহিত শাস্ত্রের প্রবর্তা-প্রবর্তক-ভাব সদ্ব্যবহৃত, শাস্ত্রের সহিত প্রতিপাদ্য বিষয়ের জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাব সদ্ব্যবহৃত, প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত

প্রয়োজনে কার্যকারণভাব সন্দ্বন্ধ এই গ্রন্থে বিজ্ঞাপিত। আচার্যের সহিত শাস্ত্রের—বিশেষতঃ এই শাস্ত্রের সন্দ্বন্ধ প্রদর্শনের উদ্দেশ্য,—এই শাস্ত্রে প্রামাণ্য বুদ্ধির দৃঢ়তা-সম্পাদন, আর প্রয়োজন-জ্ঞাপন। যে প্রয়োজন পরে বিজ্ঞাপিত হইবে, তাহার সূচনা এই সূত্রেই হইল। পর সূত্র তাহারই বিবৃতি। আর পরসূত্র এই সূত্রের দ্বারা উত্থাপিত ও পরসূত্রেই প্রয়োজন-নির্দেশ আছে—ইহা বলিলেও ক্ষতি নাই। যাহা ইউক—বহুগ্রন্থে মঙ্গলাচরণ যেমন পৃথক্, ইহাতে সেকপ নহে; ‘অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা’ ইত্যাদি সূত্রের দ্বায় মঙ্গলাচরণও প্রকৃতোপযোগী। ৪।

অবতরণিকা। যে প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশ্যে শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে তাহা এবং যে আচার্যগণকে নমস্কার করা হইয়াছে, তাঁহাদিগের পরিচয় ও এই গ্রন্থের সহিত যে আচার্য্য-সম্প্রদায়ের বিশেষ সন্দ্বন্ধ আছে—তাহা বিবৃত করিবার জন্য সত্ৰাবলী রচিত হইতেছে;—

প্রজাপতির্হি প্রজাঃ সৃষ্টী। তাসাং স্তিতিনিবন্ধনং ত্রিবর্গস্ত
সাধনমপায়ানাং শতসহস্রৈর্গাথৈ প্রোবাচ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। নিশ্চয় এই যে, প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের রক্ষা কারণ ত্রিবর্গের সাধন শাস্ত্র লক্ষ অধ্যায়ে উপদেশ করেন। ৫।

ব্যাখ্যা। প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিবর্গশাস্ত্রের প্রথম আচার্য্য। ধর্ম্মবাত্তে প্রজা বক্ষ্য হয় না, ‘বারণাং ধর্ম্মঃ’—তাহার অবরুদ্ধভাবে অর্থকামসেবা প্রজারক্ষা উপায়। ধন ব্যতীত আহার চলে না, আহার ব্যতীত প্রাণরক্ষা হয় না, অতএব অর্গ প্রজারক্ষক, অর্থশাস্ত্র সেই অর্গের অজ্ঞান রক্ষণাদির উপদেশক। স্ত্রী-গ্রহণ ব্যতীত সন্তানসম্ভূতি হয় না,—তাহা না হইলেও প্রজারক্ষা হয় না, সেই যে প্রসূতিবিশেষ তাহার উৎকর্ষ অপকর্ষ,—ইত্যাদি পরিজ্ঞানও প্রজা-বক্ষার হেতু, কামশাস্ত্র সেই জ্ঞান প্রদান করেন। ৫।

তৈস্কন্ধদেশিকং মনুঃ দ্বায়ভূবো ধর্ম্মাধিকারিকং পৃথক্
চকার ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । সেই শাস্ত্রের একাংশ-আশ্রয়ে স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মাধিকারিব (শাস্ত্র) পৃথক রচনা করিলেন । ৬ ।

ব্যাখ্যা । মনু চতুর্দশ,—যেমন পঞ্চম জর্জ, সপ্তম এডওয়ার্ড—সেইরূপ প্রথম মনু যিনি তিনি স্বায়ম্ভুব মনু । এক্ষণে বৈবস্বত মনুর অধিকার কাল, ইনি সপ্তম মনু । মনুসংহিতা স্বায়ম্ভুব মনুর প্রবর্তিত, আমাদের প্রচলিত মনুসংহিতা—মনুর আদেশে মহর্ষি ভৃগু—ঋষিগণকে তাঁহার মত উপদেশ করেন । স্বায়ম্ভুব মনু প্রবর্তিত মনুসংহিতা ধর্ম্মশাস্ত্র,—তাহা নানাপ্রকারে মানব ধর্ম্ম শাস্ত্র নামে কথিত । ধর্ম্মই প্রধান প্রতিপাদ্য বস্তু তাহা ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থ-কামের আলোচনাও গৌণভাবে তাহাতে আছে । রাজধর্ম্ম প্রকরণ—ব্যবহা-বিষয়ে যে উপদেশ তাহা অর্থবিষয়ক এবং গান্ধার্য পৈশাচাদি বিবাহও স্ত্রী-পুরুষের স্ত্রীতিবর্জনার্থ উপদেশ—কাম বিষয়ক । কিন্তু অর্থ ও কাম অধিকার করিয়া মনু শাস্ত্র-প্রণয়ন করেন নাই, ধর্ম্মকে অধিকার (প্রধানভাবে গ্রহণ) করিয়াই করিয়াছেন,—অধিকার অর্থে আন্যন্তে—উপদেশপ্রযুক্ত (অধি—অধিকার, কামঃ কৃতিঃ, প্রযুক্তঃ উপদেশপ্রযুক্তঃ)—প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মতত্ত্বই উপদিষ্ট, তৎপ্রসঙ্গে—অর্থ ও কামকণা আসিয়াছে এই মাত্র । ব্রহ্মাণ্ড উপদিষ্টে ত্রিবিধ সাত্ত্বিক অধ্যায়যুক্ত শাস্ত্রের যে অংশে ধর্ম্ম উপদিষ্ট, তদনুসারে স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্তন করেন । অতএব ব্রহ্মা ত্রিবিধ শাস্ত্রে প্রথমোক্ত হইলেন । পৃথকরূপে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রথম আচার্য্য স্বায়ম্ভুব মনু । ৬ ।

বৃহস্পতিরর্থাদিকারিকম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । বৃহস্পতি (সেই ত্রিবিধশাস্ত্রের, এতদেশ আশ্রয়ে পৃথক অধাধিকারিক শাস্ত্র করিলেন । ৭ ।

ব্যাখ্যা । অর্থবিদ্যা যাহার প্রধান প্রতিপাদ্য, তাহাই অর্থাদিকারিক,—অধিকার শব্দের অর্থ পুস্তক—ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য ; সুতরাং বৃহস্পতি পৃথকরূপে অর্থশাস্ত্রের প্রথমোক্ত । ধর্ম্মশাস্ত্রাচার্য্য ও অর্থশাস্ত্রাচার্য্যের শিক্ষা পরস্পরসাহিত্য পরবর্তী-আচার্য্যগণের সহিত উপনিষ্ঠমান শাস্ত্রের সঙ্গত না থাকায়—সেই

পরম্পরার উল্লেখ নাই। আগাধীগণোদ্দেশে যে নমস্কার—তাহা স্বাক্ষুব মনু ও রহস্পতির প্রতিও প্রযুক্ত,—ধর্ম্য ও অর্থ এই গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ আলোচিত হইবাছে, তদ্বারা সেই সেই শাস্ত্রের প্রথমাচাৰ্য্যদের সম্বন্ধ যে ইহাতেও আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। (১ অধি—২ অধ্যায়, ১, ২, ৪—১১, ১৪, ১৮, ১৯, ৩১, ৩৯, ৪০ সূত্র; ৩ অধ্যায় ১ সূত্র, ৩য় অধি, ১ অঃ, ১ সূত্র, ২ অঃ ১ ইত্যাদি) । ৭ ।

মহাদেবানুচরশ্চ নন্দী। সহস্রাণ্যায়ানাং পৃথক্ কামসূত্রং প্রোবাচ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। মহাদেবানুচর নন্দী (ব্রহ্মার উপদিষ্টে ত্রিবর্গ শাস্ত্রের একদেশ আশ্রয়ে) সহস্র অধ্যায়ে পৃথক্ কামসূত্র প্রবচন (উপদেশ) করেন। ৮।

বাখ্যা। মনু যেরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং রহস্পতি যেরূপ অর্থশাস্ত্রের প্রথমাচাৰ্য্য, নন্দীও সেইরূপ কামশাস্ত্রের প্রথমাচাৰ্য্য। কারণ নন্দী ব্রহ্মার উপদিষ্টে শাস্ত্রের একদেশ আশ্রয় করিয়া কামশাস্ত্রাংশ ধর্ম্মাদি শাস্ত্রভাগ হইতে পৃথক্ করিয়া শিষ্যাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাই প্রথম কামসূত্র গ্রন্থ—তাহাতে একস্র অধ্যায় ছিল। ৮।

তদেব তু পঞ্চভিরধায়শীতৈঃ শ্বেতকেতুরৌদ্রালকিঃ সংক্ষেপ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। উদ্রালকভনয় শ্বেতকেতু, সেই কামশাস্ত্র পঞ্চমত অধ্যায়ে পঞ্চ সংক্ষেপ করেন। ৯।

বাখ্যা। শ্বেতকেতু একজন শক্তিশালী ঋষিকুমার, তাহার চরিত্রাত্মান উপনিষদ্ ও মহাভারতে বিশেষ ভাবে আছে। বেদান্তের মহাবাক্য ‘তত্ত্বমসি’ এই শ্বেতকেতুর জন্মই প্রচারিত। স্ত্রীজাতির সতীত্বরক্ষার সুব্যবস্থা ইনিই করেন। কামাদ্বয়নের কামসেবা কত আয়াসসাধ্য এবং সতীর প্রতি অত্যাচার না করিয়াও হৃদয়লব্ধ মানব, কিরূপে প্রবৃত্ত চরিতার্থ করিতে পারে—তাহা দেখাইবার জন্ত এই শাস্ত্র অর্ধেক সংক্ষেপ করিয়া উক্ত ঋষিকুমার রচনা করেন। সুতরাং তিনি এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় আচাৰ্য্য। ৯।

তদেব পুনরপ্যর্কেনাধ্যায়শতেন সাধারণকৃত্যাসম্প্রযুক্তকভাষ্যা-
ধিকারিক-বৈশিক-পারদারিক-সাম্প্রয়োগিকোপনিষদকৈঃ (ক) সম্প্রতি-
রধিকরণৈর্বাভব্যঃ পাকালঃ সংক্ষেপ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । পাকালদেশীয় বাভব্য, (১) সাধারণ, (২) কৃত্যসংপ্রযুক্তক,
(৩) ভাষ্যাধিকারিক, (৪) বৈশিক (৫) পারদারিক (৬) সাংপ্রয়োগিক,
এবং (৭) উপনিষদিক নামক সপ্ত অধিকরণে—দেড়শত অধ্যায়ে তাহারও
আবার সংক্ষেপ করেন । ১০ ।

ব্যাখ্যা । অধিকরণ—বিশেষ বিশেষ অধিকারে যে সকল তথ্য অন্তর্ভুক্ত,
তাহার প্রতিপাদন যে অংশে হয়, তাহার নাম অধিকরণ ;—অধিকরণ কতিপয়
অধ্যায়ে বিতক্ত হইয়া থাকে । পূর্বে কামশাস্ত্রে সম্ভবতঃ অধিক অধিকরণ
ছিল,—বাভব্য সাতটি মাত্র অধিকরণে, এবং দেড় শত মাত্র অধ্যায়ে পঞ্চশত
অধ্যায় যুক্ত শাস্ত্রের সংক্ষেপ করেন । সেই সপ্ত অধিকরণ এই কামশাস্ত্রেও
বর্তমান । (১) সাধারণ অধিকরণ,—শাস্ত্রসংগ্রহ প্রভৃতি কতিপয় সাধারণ তথ্য
বাৎসায়নীয় এই কামসূত্রে আছে । (২) কৃত্য সংপ্রযুক্তক—বিবাহ্য পাত্রী সংগ্রহ
ও বিবাহাদি এই অধিকরণে আছে । (৩) ভাষ্যাধিকারিক—ভাষ্যা সম্পর্কে
বহু তথ্য এই অধিকরণে উপদিষ্ট । (৪) বৈশিক—বেশ্যগণিত নানা তথ্য এই
অধিকরণে আছে । (৫) পারদারিক—‘পরকৌর্য’ বিষয়ে অনেক কথাই এই
অধিকরণে আছে । (৬) সাংপ্রয়োগিক—সংপ্রয়োগ নায়ক নায়িকার মিলন,
তৎসংসৃষ্ট বিবিধ তথ্য এই অধিকরণে আছে । (৭) উপনিষদিক—বহু
রহস্য—তথ্য এই অধিকরণে আছে । সংক্ষিপ্ত বিবরণ—এই অধ্যায়েই প্রদত্ত
হইবে ।

বাভব্যই সমগ্র কামশাস্ত্রের তৃতীয় আচাধ্য, ইহার অধিকরণাদি-
বিভাগ গ্রহণ করিয়াই—বাৎসায়ন কামসূত্র রচনা করেন । বাভব্যের পব ও

(ক) “সাধারণ-সাংপ্রয়োগিক-কৃত্য-সংপ্রযুক্তক-ভাষ্যাধিকারিক-পারদারিক-বৈশিকোপ-
নিষদিকৈঃ” ইতি পাঠান্তরম্ ।

বাৎস্যায়নের পূর্বে—সমগ্র কামশাস্ত্রের উপদেষ্টা আচার্য্য—প্রাজ্ঞভূত হ'ন নাই,—
অতঃপর যে কয়জনের নাম উল্লেখিত হইবে,—তাঁহারা একদেশী আচার্য্য । ১০ ।

তত্ত্ব চতুর্থ (ক) মধিকরণং বৈশিকং পার্টিলিপুত্রিকাণাং গণি-
কানাং নিয়োগেন দত্তকঃ (খ) পৃথক্ চকার ॥ ১১ ॥

অনুবাদ । দত্তক পার্টিলিপুত্রনগরবাসিনী গণিকাগণের নিয়োগে সেই
বাল্যবয়স্ক কামশাস্ত্রের বৈশিকনামক চতুর্থ অধিকরণ পৃথক্ভাবে রচনা
করেন । ১১ ।

বাখ্যা । দত্তক বৈশিক অধিকরণ মাত্র বিষয়ে গ্রন্থ প্রণেতা আচার্য্য ।
তাঁহার গ্রন্থে অপর অধিকরণ নাই । ১১ ।

তৎপ্রসঙ্গাচ্চারায়ণঃ সাধারণমধিকরণং পৃথক্ প্রোবাচ ॥ ১২ ॥
ঘোটকমুখঃ (গ) কন্যাসম্প্রযুক্তকম্ ॥ ১৩ ॥ গোনদীয়ো ভাৰ্য্যাধিকারি-
কম্ ॥ ১৪ ॥ গোণিকাপুত্রঃ পারদারিকম্ ॥ ১৫ ॥ সুবর্ণনাভঃ সাম্প্রায়ো-
গিকম্ ॥ ১৬ ॥ কুচুমার ঔপনিষদিকমিতি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ । সেই প্রসঙ্গে চারায়ণ সাধারণ অধিকরণ পৃথক্ উপদেশ
করিলেন । ঘোটকমুখ কন্যা-সংপ্রযুক্তক ; গোনদীয় ভাৰ্য্যাধিকারিক ; গোণিকা-
পুত্র পারদারিক ; সুবর্ণনাভ সাংপ্রায়োগিক এবং কুচুমার ঔপনিষদিক অধিকরণ
পৃথক্ উপদেশ করেন । ১২—১৭ ।

বাখ্যা । দত্তক বাস্তবাকৃত কামশাস্ত্রের একাংশ বৈশিক অধিকরণ আশ্রয়ে
গ্রন্থ রচনা করায়—যে একটা আংশিক রচনার পদ্ধতি আরম্ভ হইল, তদনুসারে
চারায়ণ প্রভৃতি আচার্য্যগণ সেই বাস্তবীয় কামশাস্ত্রের এক একটি অধিকরণ
লইয়া পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিলেন । ১২—১৭ ।

(ক) ষষ্ঠ ইতি পাঠান্তরম্ ।

(খ) দত্তক ইত্যত্র দত্তক ইতি সৰ্বত্র পাঠান্তরম্ ।

(গ) পাঠান্তরে ঘোটকমুখ ইতি ১৩ সূত্রং পূর্বে সুবর্ণনাভ ইত্যাদি ১৬ সূত্রং বর্ততে ।

এবং বহুভিরাচাৰ্যৈশ্চাস্ত্রং খণ্ডশঃ প্রণীতমুৎসন্নকল্পমভূৎ ॥১৮॥

অনুবাদ । এইরূপ বহু আচার্য্য খণ্ড খণ্ডভাবে প্রণয়ন করায়—সেই শাস্ত্র (সেই সমগ্র শাস্ত্র) উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল । ১৮ ।

ব্যাখ্যা । নন্দী হইতে বাভব্য পর্য্যন্ত যে শাস্ত্র এক রীতিতে কিন্তু ক্রমে সংক্ষিপ্তভাবে রচিত হইয়া আসিতেছিল, তাহার এক এক খণ্ড লইয়া দত্তক প্রভৃতি আচার্য্যগণ যখন গ্রন্থ রচনা করিলেন,—তখন হইতে খণ্ড গ্রন্থের আদ্য-শ্লোকমত প্রচলন হইল এবং বাভব্যর সম্পূর্ণ কামশাস্ত্রের চর্চা লুপ্ত-প্রায় হইল । ১৮ ।

তত্র দত্তকাদিভিঃ প্রণীতানাং শাস্ত্রাবয়বানামেকদেশহাৎ, মহদ্বিত্তি চ বাভব্যীয়স্ত দুরধোয়হাৎ সংক্ষিপ্তা সৰ্ব্বমর্থমগ্নেন গ্রন্থেন কামসূত্রমিদং প্রণীতম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ । সেই অবস্থায়—দত্তক প্রভৃতির প্রণীত শাস্ত্রাংশ (একক অধিকরণ) এক দেশ মাত্র, এবং বাভব্যীয় শাস্ত্র রহৎ, তাহার অধ্যয়ন দুষ্কর এই কারণে, সকল শাস্ত্রার্থ সংক্ষেপ করিয়া অল্প আকারে এই কামসূত্র প্রণীত হইল । ১৯ ।

ব্যাখ্যা । দত্তক প্রভৃতির রচিত যে শাস্ত্র তাহা প্রকৃত শাস্ত্র নহে—তাহা শাস্ত্রের অবয়ব,—শাস্ত্রাংশ, এক একটি অধিকরণ মাত্র । কামশাস্ত্র-প্রতিপাদিত বিষয়সমূহের মধ্যে কাহণ্যর বিবদ প্রতীপাদন তাহাতে থাকায় সম্পূর্ণ বিদ্যাজ্ঞান তাহা হইতে হয় না, একদেশ মাত্র জ্ঞান হয়,—আর বাভব্যীয় সম্পূর্ণ কামশাস্ত্র বিস্তৃত—বাভব্যরূপে মূল বিস্তৃত, দত্তক হইতে কুচুমার পর্য্যন্ত প্রত্যেক রচিত গ্রন্থ একত্র করিয়া লইলে তাহাও বিস্তৃত,—অতএব বাভব্য-সম্প্রদায়ে সম্পূর্ণ কামশাস্ত্র অধ্যয়ন দীর্ঘকালসাধ্য বলিয়া দুষ্কর,—এই কারণে বাৎসর্য্যে মূর্খি বাভব্যীয় কামশাস্ত্রের সংক্ষেপ করিয়া এই কামসূত্র প্রণয়ন করিলেন । এ গ্রন্থ বিস্তৃত নহে, ৩৮টি মাত্র অধ্যায়, অথচ সকল বিষয় ইহাতে আছে বাভব্যের সাক্ষীত (১৫০) অধ্যায়ে কথিত সপ্ত অধিকরণ—তাহা এই শাস্ত্র

বর্তমান। মূলে ‘তত্র’ আছে, ‘সেই অবস্থায়’ তাহার অনুবাদ। ‘সেই সকল শাস্ত্র মধ্যে’ এমন অনুবাদ হইতে পারে বটে, কিন্তু ১৮ শ্লোকটি না থাকিলে তাঁহা যেমন সম্ভব হইত, ১৮ শ্লোক থাকায় তেমন হয় না। ১২।

তস্যায়ং প্রকরণাধিকরণসমুদ্দেশঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। সেই শাস্ত্রের—অধিকরণ ও প্রকরণ নির্দেশ—এই (হইতেছে)। ২০।

ব্যাখ্যা। অধিকরণ—কাণ্ড বা খণ্ড, প্রকরণ—পরিচ্ছেদ—কোথাও এক একটী অধ্যায়ে এক এক প্রকরণ আছে; কোথাও এক অধ্যায়ের মধ্যে একাধিক প্রকরণ আছে; ‘এই’ শব্দ দ্বারা অগ্রের দিকে, পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইল। ২০।

শাস্ত্রসংগ্রহঃ। ত্রিবর্গপ্রতিপত্তিঃ। বিদ্যাসমুদ্দেশঃ। নাগরিক-
ধত্তম্। নায়কসহায়দুত(ক)কৰ্ম্মবিমৰ্শঃ। ইতি সাধারণং প্রথমমধিকরণ-
ম্। অধ্যায়াঃ পঞ্চ। (খ) প্রকরণানি পঞ্চ ॥ ২১—২৭ ॥

অনুবাদ। (১) শাস্ত্রসংগ্রহ, (২) ত্রিবর্গপ্রতিপত্তি, (৩) বিদ্যাসমুদ্দেশ, (৪) নাগরিকধত্তম, (৫) নায়কসহায়দৌতাকৰ্ম্ম—এই লইয়া প্রথম সাধারণ অধিকরণ, এই অধিকরণে পাঁচ অধ্যায়, প্রকরণ পাঁচটি। ২১—২৭।

ব্যাখ্যা। প্রথম সাধারণ অধিকরণ, তাহাতে পাঁচটি প্রকরণ—তন্মহিমা (১)। শাস্ত্রসংগ্রহ—শাস্ত্রের পরিচয় ও এই শাস্ত্রে কি কি বিষয় আছে—সংক্ষেপে তাহা ভূষনটী শাস্ত্রসংগ্রহ শব্দের অর্থ। (২) ত্রিবর্গপ্রতিপত্তি—ত্রিবর্গ বর্ষ্য অর্থ কাম, তাহার লক্ষণ এবং সেই সেই শাস্ত্রের শিক্ষাগ্রহণ কর্তব্য কিনা ইত্যাদি বিষয়ের বিচার ও সিদ্ধান্ত এই প্রকরণে আছে। (৩) বিদ্যাসমুদ্দেশ—কামশাস্ত্রের উপযোগী বিদ্যাসমূহের নাম এবং অতঃ প্রকার বিদ্যা অঙ্কনের নীতি তাহাদিগের কি প্রকার পৌরাণিক আছে, কংসমুদয়ের উপদেশ এই

(ক) দত্তবস্ত্র হাত পাশস্তম্।

(খ) অধ্যায়ঃ পঞ্চোতি পাঠঃ কালীমুহিতপুস্তকে নাস্তি।

প্রকরণে আছে । (৪) নাগরিকবৃত্ত—এক কথায় ব্যাখ্যা সেকেলে বাবুগিরি ।
 (৫) নায়কসহায় দূতকর্ম—নায়ক নায়িকার দূত ও দূতী কিরূপ হইবে, তাহা-
 দিগের কর্তব্যই বা কি, এই সকল বিষয়ের উপদেশ এই প্রকরণে আছে ।
 এই অধিকরণে এক এক প্রকরণেই এক এক অধ্যায় । বর্তমান প্রকরণের
 নাম শাস্ত্রসংগ্রহ, ইহা সাধারণ অধিকরণের প্রথম অধ্যায় । ২১—২৭ ।

বরণবিধানম্ । সম্বন্ধনির্ণয়ঃ । কন্যাবিশ্রস্তম্ । বাল্যোপ-
 ক্রমাঃ । ইঙ্গিতাকারসূচনম্ । একপুরুষাভিযোগঃ । প্রযোজ্যোপা-
 বর্তনম্ । অভিযোগতশ্চ কন্যায়াঃ প্রতিপত্তিঃ । বিবাহযোগঃ । ইতি
 কন্যাসম্প্রযুক্তকং দ্বিতীয়মধিকরণম্ । অধ্যায়াঃ পঞ্চ । প্রকরণানি
 নব ॥ ২৮—৩৯ ॥

কন্যাসম্প্রযুক্তক দ্বিতীয় অধিকরণ—

অনুবাদ । ইহাতে (১) বরণবিধান, (২) সম্বন্ধনির্ণয়, (৩) কন্যাবিশ্রস্তম্, (৪)
 বালোপক্রম, (৫) ইঙ্গিতাকারসূচন, (৬) একপুরুষাভিযোগ, (৭) প্রযোজ্যোপা-
 বর্তন, (৮) অভিযোগদ্বারা কন্যার প্রতিপত্তি এবং (৯) বিবাহযোগ নামক
 প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে । এই অধিকরণে পাঁচটি অধ্যায় ও নয়টি প্রকরণ
 আছে । ২৮—৩৯ ।

ব্যাখ্যা । (১) বরণবিধান—সর্বথা যোগ্যপাত্রী-বিচার, পাত্রীবরণ, পাত্রবরণ
 ইত্যাদি এবং (২) সম্বন্ধ-নির্ণয়—উপযুক্ত সম্বন্ধ নিশ্চয় এই দুই প্রকরণ কন্যা-
 সম্প্রযুক্তক অধিকরণের প্রথমাধ্যায়ে আছে । (৩) কন্যাবিশ্রস্তম্—পাত্রীর মন
 আকর্ষণ বিষয়ে যে যে উপায় কর্তব্য তাহা এবং তৎপ্রসঙ্গে ফলের উপদেশ
 দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে । (৪) বালোপক্রম—পাত্রী বালিকা হইলে, তাহার
 সহিত সম্ভাব যেরূপে করিতে হয়, তাহার উপদেশ এবং (৫) ইঙ্গিতাকারসূচন—
 পাত্রীর আকার ইঙ্গিতে তাহার ভাবজ্ঞান-বিষয়ে উপদেশ তৃতীয় অধ্যায়ে আছে ।
 (৬) একপুরুষাভিযোগ—ধনাদিশূন্য নিঃসহায় পাত্রের পাত্রী-সংগ্রহের উপায়,—
 (৭) প্রযোজ্যোপাবর্তন—নিঃসহায় পাত্রীর যোগ্য শাক্তলাভের উপায় (৮) অভি-

যোগ দ্বারা কণ্ঠ-প্রতিপত্তি—অনেক পাত্র উপস্থিত হইলে পাত্রীর পক্ষে পাত্র মনোনয়ন এই সকল তথা চতুর্থীধায়ে আছে । (২) বিবাহযোগ—পাত্রীর সহিত নির্জনে বহবার সাক্ষাৎকারের সুযোগ না ঘটিলে—তাহার ধাত্রী মাতাকে হস্তগত করিয়া তাহার সহায়তায় পাত্রীর অনুরাগ-সাধন, পাত্রীর পিতা মাতা এ বিবাহে নম্রত না থাকিলে,—জাতানুরাগা পাত্রীকে স্মৃতি-শাস্ত্রানুসারে অগ্নি সাক্ষী করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ ও তৎপরে এই ব্যাপার পিতা মাতাকে জ্ঞাপন করার ব্যবস্থা, অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে প্রথম চতুর্বিধ উৎকৃষ্ট—তন্মধ্যেও পূর্ব পূর্ব উৎকৃষ্টতর,—সেরূপ বিবাহ সম্ভব হইলে, অপর বিবাহ অকর্তব্য, অবশিষ্ট চতুর্বিধ বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব শ্রেষ্ঠ—এই সকল আলোচনা বিস্তৃতভাবে—এই পঞ্চমাধ্যায়ে আছে । ২৮—৩২ ।

একচারিণীবৃত্তম্ । প্রবাসচর্য্যম্ । সপত্নীষু জ্যেষ্ঠীবৃত্তম্ । কনিষ্ঠা-
বৃত্তম্ । পুনর্ভূবৃত্তম্ । দূর্ভগাবৃত্তম্ । আন্তঃপুরিকম্ । পুরুষশ্চ
বহ্নীষু প্রতিপত্তিঃ । ইতি ভার্গ্যাধিকারিকং তৃতীয়মধিকরণম্ ।
অধ্যায়ো দ্বৌ । প্রকরণান্তর্মৌ ॥ ৪০—৫০ ॥

ভার্গ্যাধিকারিক তৃতীয় অধিকরণ—

অনুবাদ । ইহাতে (১) একচারিণী বৃত্ত, (২) প্রবাসচর্য্য, (৩) সপত্নীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠাবৃত্ত, (৪) কনিষ্ঠাবৃত্ত, (৫) পুনর্ভূবৃত্ত, (৬) দূর্ভগাবৃত্ত, (৭) আন্তঃপুরিক এবং (৮) পুরুষের বহু স্ত্রী প্রতিপত্তি নামক প্রকরণ উক্ত হইয়াছে । ইহার দুইটি অধ্যায় ও আটটি প্রকরণ । ৪০—৫০ ।

ব্যাখ্যা । (১) একচারিণীবৃত্ত—পতিসমীপে একচারিণী প্রথা—পতিসমীপে সতীভাৰ্য্যার আচরণ । (২) প্রবাসচর্য্য—পতির প্রবাসে ও প্রত্যাগমনে সতীর আচরণ, এই দুইটা প্রকরণ প্রথম অধ্যায়ে আছে । (৩) জ্যেষ্ঠাবৃত্ত—সপত্নী থাকিলে জ্যেষ্ঠা ভাৰ্য্যার আচরণ । (৪) কনিষ্ঠাবৃত্ত—ঐ স্থলে কনিষ্ঠার আচরণ । (৫) পুনর্ভূবৃত্ত—দ্বিতীয় নায়কের সঙ্গিনী যে রমণী—তাহার আচরণ । (৬) দূর্ভগাবৃত্ত—দুঃখে পত্নীর আচরণ । (৭) আন্তঃপুরিক—অন্তঃপুরের ব্যবস্থা ।

(৮) পুরুষের বহুস্রী প্রতিপত্তি, বহুপত্নীক পুরুষের আচরণ—এই ছয়টি প্রকরণ—দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে । ৪০—৭০ ।

গম্যচিন্তা । গমনকারণানি । উপাবর্তনবিধিঃ । কান্তানুবর্তনম্ ।
অর্থাগমোপায়াঃ । বিরক্তলিঙ্গানি । বিরক্তপ্রতিপত্তিঃ । নিক্ষাশন-
প্রকারাঃ । বিশীর্ণ-প্রতিসন্ধানম্ । লাভবিশেষঃ । অর্থানর্থানুবন্ধ-
সংশয়বিচারঃ । বেষ্ঠাবিশেষাশ্চ । ইতি বৈশিকং চতুর্থমধিকরণম্ ।
অধ্যায়াঃ ষট্ । প্রকরণানি দ্বাদশ ॥ ৫১—৬৫ ।

বৈশিক নামক চতুর্থ অধিকরণ—

অনুবাদ । ইহাতে (১) গম্যচিন্তা, (২) গমনের কারণসমূহ, (৩) উপাবর্তন-
বিধি, (৪) কান্তানুবর্তন, (৫) অর্থ উপার্জনের বিবিধ প্রকার উপায়, (৬) বিরক্ত-
লিঙ্গ, (৭) বিরক্ত প্রতিপত্তি, (৮) নিক্ষাশনপ্রকার, (৯) বিশীর্ণপ্রতি-সন্ধান, (১০)
লাভ-বিশেষ, (১১) অর্থানর্থানুবন্ধ-সংশয়বিচার এবং (১২) বেষ্ঠা-বিশেষ নামক
প্রকরণ লিখিত হইয়াছে । এই অধিকরণে ছয় অধ্যায় ও দ্বাদশ প্রকরণ
আছে । ৫১—৬৫ ।

ব্যাখ্যা । (১) গম্যচিন্তা—বারাঙ্গণার আনন্দার্থ হটুক আর জীবিতার্থ হটুক,
কিরূপ নায়কে আশ্রয় করা উচিত—ইত্যাদি তথ্য এই প্রকরণে আছে (২)
গমনকারণ—এই প্রকরণ অতি ক্ষুদ্র, ইহাতে তাহার উপদেশ এই যে—অর্থাঙ্গন
অনর্থনিবৃত্তি এবং প্রীতি—এই তিনটির যে কোন একটিই নায়কের আশ্রয়
গ্রহণের হেতু—এই কথা আছে । (৩) উপাবর্তনবিধি—নায়কের আগ্রহসাধন—
এই তিন প্রকরণ বৈশিক অধিকরণের প্রথমাধ্যায়ে আছে । (৪) কান্তানুবর্তন—
নায়কের মনোহরণ জন্ত কিরূপ আচরণ কর্তব্য তাহার উপদেশ দ্বিতীয়াধ্যায়ে
আছে, (৫) অর্থাগমের কৌশল, (৬) বিরক্ত-চিহ্ন (৭) বিরক্তপ্রতিপত্তি—তাজ্য
নায়কের প্রতি ব্যবহার, এবং (৮) নিক্ষাশন প্রকার,—তাহার নিক্ষাশন পরিপাটী
এই চারিটি প্রকরণ তৃতীয় অধ্যায়ে আছে । (৯) বিশীর্ণ-প্রতিসন্ধান—ভগ্নপ্রণয়ের
পুনর্যোগজনবিধান চতুর্থ অধ্যায়ে আছে । (১০) লাভবিশেষ—বিশেষ বিশেষ

নাভের উপায় নির্দেশ, পঞ্চম অধ্যায়ে আছে । (১১) অর্গানর্থানুবন্ধসংশয়—এক কথায় ইষ্ট ও অনিষ্টের বিচার—ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট পরিহারের উপায় নির্দেশ, সংশয়স্থলে কর্তব্য-নির্ণয় এবং (১২) বেষ্টাবিশেষ—বিভিন্ন প্রকার বারাদ্ধগা-লক্ষণ—এই দুই প্রকরণ ষষ্ঠাধ্যায়ে আছে ।

স্ট্রীপুরুষশীলাবস্থাপনম্ । ব্যাবর্তনকারণানি । স্ট্রীষু সিদ্ধাঃ পুরুষাঃ । অযত্নসাধ্যা যোষিতঃ । পরিচয়কারণানি । অভিযোগাঃ । ভাবপরীক্ষা । দৃতীকর্মানি । ঈশ্বরকামিতম্ । আন্তঃপুরুষিকং দার-বক্ষিকম্ । ইতি পারদারিকম্ পঞ্চমমধিকরণম্ । অধ্যায়াঃ ষট্ । প্রকরণানি দশ ॥ ৬৬—৭৮ ॥

পারদারিক নামক পঞ্চম অধিকরণ—

অনুবাদ । ইহাতে (১) স্ত্রী-পুরুষের শীলাবস্থাপন, (২) ব্যাবর্তনকারণ, (৩) স্ত্রী-সিদ্ধ পুরুষগণের বিষয়, (৪) অযত্নসাধ্যা রমণী, (৫) পরিচয়কারণ-সমূহ, (৬) অভিযোগসমূহ, (৭) ভাবপরীক্ষা, (৮) দৃতীকর্মানিচয় (৯) ঈশ্বরকামিত (১০) আন্তঃপুরুষ-দারবক্ষিক নামক প্রকরণ আছে । ইহার অধ্যায় ছয়টি এবং প্রকরণ দশটি । ৬৬—৭৮ ।

ব্যাখ্যা । (১) স্ত্রীপুরুষশীলাবস্থাপন—স্ত্রীলোক ও পুরুষের স্বভাবচরিত্র ব্যাখ্যা, (২) ব্যাবর্তনকারণ—রমণীর পরপুরুষ মিলনে যে সকল প্রতিবন্ধক আছে—তাঁহার নির্দেশ, (৩) স্ত্রীসিদ্ধ পুরুষগণের বিষয়—রমণী মনোমত্ত পুরুষের নির্দেশ এবং (৪) অযত্নসাধ্যা রমণী—বিনাযত্নে যে সব পরস্ত্রীকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাঁহার স্বরূপ নির্দেশ,—এই পারদারিক অধিকরণের প্রথমোধ্যায়ে আছে । (৫) পরিচয়কারণসমূহ—পরিচয়কারণসমূহ মধ্যে প্রথম সন্দর্শন, তৎপরে আরও অনেক আছে, (৬) অভিযোগ—সংগ্রহের উপায়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে । (৭) ভাবপরীক্ষা—অভিসন্ধীয়মান রমণীর অভিপ্রায় পরীক্ষা প্রণালী তৃতীয় অধ্যায়ে আছে । (৮) দৃতীকর্ম—দৃতী-প্রয়োগ ও দৃতীর কার্যাবলী চতুর্থোধ্যায়ে আছে । (৯) ঈশ্বরকামিত—রাজা বা তত্ত্বলা ব্যক্তির পরস্ত্রী-গ্রহণ-আকাজ্জক দুর্দমনীয় হইবে

তদ্বিষয়ে আলোচনা দৈবকামিত প্রকরণে আছে। এই প্রকরণেই পঞ্চমাধ্যায় সমাপ্ত। (১০) আন্তঃপুরুষ-দাররক্ষিক—এই প্রকরণে দুইটা ভাগ আছে—প্রথম ভাগ আন্তঃপুরুষ—অন্তঃপুরুষাদিগের অচরণ এবং দ্বিতীয় ভাগ দাররক্ষিক—ধর্মপত্নীগণের রক্ষা-ব্যবস্থাবিষয়ক উপদেশ যষ্ঠ অধ্যায়ে আছে। ৬৬—৭৮।

প্রমাণকালভাবভো রতাবস্থাপনম্। প্রীতিবিশেষাঃ। আলিঙ্গনবিচারাঃ। চূষনবিকল্পাঃ। নথরদনজাতয়ঃ। দশনচ্ছেদ্যবিধয়ঃ। দেশ্য উপচারাঃ। সংবেশন-প্রকারাঃ। চিত্ররতানি। প্রহণনযোগাঃ। তদযুক্তাশ্চ সীংকৃতোপক্রমাঃ। পুরুষায়িতম্। পুরুষোপস্থগুণানি। ঔপরিষ্টিকম্। রতারস্তাবগানিকম্। রতবিশেষাঃ। প্রণয়কলহঃ। ইতি সাস্থ্যোগিকং যষ্ঠমধিকরণম্। অধ্যায় দশ। প্রকরণানি সপ্তদশ ॥ ৭৯—৯৮ ॥

সাস্থ্যোগিক নামক যষ্ঠ অধিকরণ—

অনুবাদ। (১) প্রমাণ, কাল ও ভাব হইতে আনন্দমিলনের ব্যবস্থা। (২) প্রীতিবিশেষ। (৩) আলিঙ্গনবিচার, (৪) চূষনভেদ। (৫) নথবিলেখন-প্রকার, (নথকৃতপ্রকরণ)। (৬) দশনকৃত বিধি। (৭) দেশীয় উপচার, (৮) শয়ন প্রকার, (৯) আনন্দমিলনের বিবিধ বৈচিত্র্য, (১০) তাড়ন যোগ, তাড়নযুক্ত সীংকৃতোপক্রম, (১১) পুরুষায়িত, (১২) পুরুষোপস্থগুণসমূহ। (১৩) ঔপরিষ্টিক। (১৪) আনন্দমিলনের আরম্ভ ও সমাপ্তি কার্য। (১৫) বিশেষ বিশেষ আনন্দমিলন (১৬) প্রণয়কলহ। এই লইয়া সাস্থ্যোগিক নামক যষ্ঠ অধিকরণ, ইহাতে দশ অধ্যায় ও সপ্তদশ প্রকরণ। ৭৯—৯৮।

ব্যাখ্যা। (১) স্ত্রী-পুরুষের আকৃতি প্রমাণ অনুসারে মিলনে—কালবিশেষে ও ভাববিশেষে মিলনে আনন্দ-তারতম্যের কথা এবং (২) চতুর্বিধ প্রীতি এই দুই প্রকরণ সাংপ্রয়োগিক অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে—(৩) আলিঙ্গন ও তৃতীয় অধ্যায়ে (৪) চূষন-বিষয়ে বিবিধ তথ্য আছে। দুইটা পৃথক প্রকরণ। চতুর্থ অধ্যায়ে (৫) নথকৃত বিষয়ে স্থানকালাদি-নির্ণয়,

পঞ্চম অধ্যায়ে। (৬) দশনচ্ছেদ্যবিধি—দশনক্ষত-বিষয়ে স্থান-নির্ণয়াদি এবং (৭) দেশীয় উপচার, অর্থাৎ—দেশ-বিশেষের রীতি-অনুসারে নাট্যিকার সহিত ব্যবহার বিষয়ে উপদেশ আছে। (৮) শয়নব্যবস্থা—কিরূপ ভাবে শয়ন করা কাহার পক্ষে উচিত, ইহার উপদেশ ও (৯) আনন্দমিলনের বিবিধ বৈচিত্র্য এই দুই প্রকরণ ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে। (১০) তান্ময়যোগ ও তান্ময়যুক্ত সীত্বকৃতোপক্রম নামক দুইটি প্রকরণ সপ্তমাধ্যায়ে আছে;—তান্ময়—আঘাত, ক্রৌড়ায় কলহ, কলহে আঘাত, আঘাতে আনন্দ, আহতের সীত্বকরবৎ বিবিধ অব্যক্ত ধ্বনি উপদিষ্ট হইয়াছে। অষ্টমাধ্যায়ে (১১) পুরুষায়িত—নাট্যিকার নায়কবৎ ব্যবহার, পুরুষোপস্থ—বিবিধপ্রকারে নায়ককর্তৃক নাট্যিকার বাহ্যঃ আনন্দবিধানে যত্ন ও আন্তরিকভাব-পরীক্ষা এই দুইটি প্রকরণ আছে। (১২) ঔপরিষ্টক জীবিকাহীন নপুংসকগণের জীবিকা-নির্মাণার্থ গণিকারস্তির যে ব্যবস্থা, তাহা ঔপরিষ্টক নামে কথিত। এই ঔপরিষ্টক-বর্ণনা নবমাধ্যায়ে আছে এবং ইহা অকর্তব্য বলিয়াও উপদেশ এই অধ্যায়ে আছে। (১৩—১৭) রত্নরত্নাবসানিকাদি দশম অধ্যায়ে আনন্দ-মিলনের আরম্ভ ও অবসানে যাহা কর্তব্য তাহার উপদেশ, আনন্দ-মিলনের বিবিধ সংজ্ঞা এবং প্রণয়-কলহ বা মান-প্রকরণ আছে। ৭৯—৯৮।

সুভগঙ্করণম্ । বশীকরণম্ । রূপাশ্চ যোগাঃ । নট্টরাগ-
প্রত্যানয়নম্ । রুদ্ধিবিধয়ঃ । চিত্রাশ্চ যোগাঃ । ইত্যোপনিষদিকং
সপ্তমমদিকরণম্ । অধ্যায়ৌ দ্বৌ । প্রকরণানি ষট্ ॥ ৯৯—১০৭ ॥

ঔপনিষদিক নামক সপ্তম অধিকরণ—

অনুবাদ। ইহাতে (১) সুভগঙ্করণ, (২) বশীকরণ, (৩) রূপাশ্চ-
সমূহ, (৪) নট্টরাগপ্রত্যানয়ন, (৫) রুদ্ধিবিধি-নিচয় এবং (৬) চিত্রযোগ
নামক প্রকরণ উক্ত হইয়াছে। ইহাতে দুইটি অধ্যায় ও ছয়টি প্রকরণ
আছে। ৯৯—১০৭।

ব্যাখ্যা। (১) সুভগঙ্করণ—সৌন্দর্যাদি রুদ্ধির উপায়-নির্দেশ, (২)

বলীকরণ শব্দের অর্থ—প্রসিদ্ধ ; (৩) ব্যাখ্যাযোগ—ভোগশক্তিবুদ্ধির ঔষধ—
এই তিন প্রকরণ ঔপনিষদিক অধিকরণের প্রথম অধ্যায়ে আছে। (৪)
নষ্টরাগপ্রত্যানয়ন—অশক্ত পুরুষেরও রমণীরঞ্জনের উপায়, (৫) বুদ্ধিবোধি—
অঙ্গ-বুদ্ধির উপায়, (৬) চিত্রযোগ—ভোগ সম্পর্কে বিবিধ তথ্য উপদেশ—
এই তিন প্রকরণে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ১১—১০৭।

এবং ষট্ ত্রিংশদধ্যায়ঃ । চতুষষ্টিঃ প্রকরণানি । অধিকরণানি
সপ্ত । লপাদং শ্লোকসহস্রম্ । ইতি শাস্ত্রসংগ্রহঃ ॥ ১০৮—১১২ ॥

অনুবাদ। ষট্ ত্রিংশৎ অধ্যায়, চতুষষ্টি প্রকরণ, সপ্ত অধিকরণ এবং
সাত্বে বার শত শ্লোক—ইহাই হইল শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—ইহা বিষয়-সূচী
ও বিষয়-সংক্ষেপ। ১০৮—১১২।

ইহাই বাৎস্তায়নের নিজ-গ্রন্থ এই কামসূত্রের পরিচয়।

সংক্ষেপমিমমুক্তান্ত বিস্তরোহতঃ প্রবক্ষতে ।

ইক্টং হি বিদুষাং লোকে সমাসব্যাসভাষণম্ ॥ ১১৩ ॥

ইতি স্রীমদ্বাৎস্তায়নীয়ৈ কামসূত্রে সাধারণে প্রথমোহধিকরণে

শাস্ত্রসংগ্রহো নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। এইরূপে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া পরে এই
সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে বলা হইবে। যেহেতু সংক্ষেপে ও বিস্তৃতভাবে বিষয়
গুলির কীৰ্ত্তন পণ্ডিতগণের সাধারণতঃ প্রিয় হইয়া থাকে। ১১৩।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঃ

(ত্রিবিধ-প্রতিপত্তি-প্রকরণম্)

শতাব্দীর পুরুষো বিভজ্য কালমন্তোন্তানুবন্ধং পরস্পরস্থানুপ-
ঘাতকং ত্রিবিধং সেবেত ॥ ১ ॥

অনুবাদ। পুরুষের পরমাণুঃ শতবর্ষকাল। এই শতবর্ষকালকে বিভাগ
করিয়া পরস্পর অনুকূল-সদ্বন্ধযুক্ত এবং পরস্পরের অবিরোধী ত্রিবিধের সেবা
করিবে। ১।

বাখ্যা। আয়ু্যকাল পরিমিত, সাধারণতঃ শতবর্ষের অধিক নহে, —(এক্ষণে
আয়ু্যপাতিক গণনায় ত বাঙ্গালীর আয়ু্যঃ ৪০ বৎসরের অধিক নহে) একদিন
না একদিন মরিতেই হইবে, অতএব উজ্জ্বল জীবনযাপন কর্তব্য নহে, তাহাতে
অধিকতর আয়ু্যক্ষয়ের সম্ভাবনা, অতএব সংযমধর্ম্ম আবশ্যক, আবশ্যক হইলেও
বক্তৃ-মাংসের দেহধারণ করিয়া সকলেই যে সংযমধর্ম্মে সিদ্ধ হইবে, তাহা সম্ভবপর
নহে,—সকলের কথা যাক—অতি অল্প লোকেই সংযমধর্ম্মে অগ্রসর হইতে
পারে। সাধারণের মন প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত। প্রবৃত্তিপূরতন্ত্র ব্যক্তি শত-
বর্ষকে ভাগ করিয়া—বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্যে ত্রিবিধ-সেবাই করিবে। ত্রিবিধ—
ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম। অর্থে উদ্যম প্রবৃত্তি ও কামে উদ্যম প্রবৃত্তিও আছে। সেই
উদ্যমভাঃ সংযম ধর্ম্মদ্বারা করিতে হইবে। যে অর্থ-কাম, ধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহা
সেবনীয় নহে,—যে ধর্ম্ম, অর্থ-কামবিরুদ্ধ, তাহাও সাধারণের সেবা নহে,
অর্থবিরোধী কাম ও কামবিরোধী অর্থও সেবা নহে,—পরস্পর অনুকূল-
ভাবাপন্ন ধর্ম্মার্থকাম সেবনীয়। বয়োভাগ ধর্ম্মশাস্ত্রমতে—৫০ বৎসর পরে
বার্দ্ধক্য। ২৫ বৎসর মধ্যে বিদ্যাশিক্ষাদি, তৎপরে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত
গার্হস্থ্য। গার্হস্থ্যের পর বানপ্রস্থ, তৎপরে সন্ন্যাস। টীকাকার বলেন,—কাম-
শাস্ত্রমতে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্য, ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন, তৎপরে বার্দ্ধক্য বা

স্বাবির। ধর্মশাস্ত্রের সহিত বিরোধভঞ্জন করিতে হইলে বলিতে হয়—ইহা কামপরতন্ত্র ব্যক্তির সৌমানর্দৈশার্থ কথিত,—যতই পরতন্ত্র হও, ৭০ বৎসর পরে উহা ত্যাজ্য,—মোক্ষধর্ম্য গ্রাহ্য,—ইহাই অভিপ্রায়। আত্মরক্ষায় অশক্ত অতি কামপরতন্ত্র ব্যক্তির পক্ষেও মাত্র একজন্মেই শেষ নহে, জন্মান্তর-সংকীর্ণ কৰ্ম্মফলে যে মানব কামভাবের অধীন, তাহার পক্ষে বর্তমান জন্ম যাহাতে একেবারে নীচভাবে পরিণত না হয়,—কিছু সংযম শিক্ষা হয়— তাহার ব্যবস্থা এই শাস্ত্রে আছে। অতিনিন্দিত কৰ্ম্মের উল্লেখ থাকিলেও, তাহার অকর্তব্যতাও উপদিষ্ট হইয়াছে। কামশাস্ত্র বলিয়া কামবিষয়ে যত প্রকার অঙ্গ ও শিল্পকলা থাকিতে পারে, তাহার উল্লেখ ও সাধন ব্যবস্থাপিত হইলেও—তন্মধ্যে যাহা ধর্ম্মাবরুদ্ধ বা অর্থবিরুদ্ধ—সেৰূপ কামভোগ পরি-ত্যাজ্য, যাহা ধর্ম্মের অনুরোধিত ও অর্থনৈতির অনুরুদ্ধ—এইরূপ কামই নেবা। ইহাই প্রথমে বলিয়া সূত্রকর্ত্তা মুনি—সকলকেই সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, এই শাস্ত্রে যাহা আছে—তাহাই আচরণীয়, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। পরে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সিদ্ধান্ত পরিষ্কৃত করা আছে। যথা—

“ন শাস্ত্রমন্তীতোভাবেৎ প্রয়োগে কারণং ভবেৎ ।

শাস্ত্রার্থান্ ব্যাপিনো বিদ্যাৎ প্রয়োগাংস্বেকদেশিকান্ ॥

রসবীৰ্য্যবিপাকা হি শ্রমাংসম্ভাপি বৈদ্যকে ।

কৌৰ্ভিতা ইতি তৎ কিং শ্রাদ্ ভক্ষণীয়ং বিচক্ষণৈঃ ॥”

(সাংপ্রয়োগিক অধিকরণ ঔপরিষ্টক প্রকরণ ৩৭।৮।)

শাস্ত্রে আছে বলিয়াই যে তাহার সর্বত্র প্রয়োগ হইবে, এমন কোন কথা নাই, শাস্ত্র ব্যাপক—প্রয়োগ ব্যাপ্য; এই শাস্ত্র ধর্ম্মপরাধন ব্রাহ্মণ হইতে ধর্ম্মদীন স্নেহ পূর্ব্বস্তে সকলকে অধিকার করিবার বর্তমান, অতএব ব্যাপক, কিন্তু এতদনুক্রান্ত সমস্ত কার্য্য ধার্ম্মিকে করিতে পারে না। অতএব সেই কার্য্য বা প্রয়োগ ব্যাপ্য, অন্তর্ভুক্তনহি। যথা কুকুর মাংসের রস বীৰ্য্য ও আহ্নারান্তে পরিণাম যাহা হয়,—তাহা বৈদ্যকশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাই বলিয়া তাহার কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত, তাহারও কি কুকুরমাংস ভোজন করিবে:

ঋণাকজাতি কুকুর-মাংসভোজী, সর্বমানব-সাধারণ বৈদ্যশাস্ত্রের উক্তি, সেই ঋণাকজাতির কার্যক্ষেত্রে সফল হইয়াছে ।

অতএব পাঠক সাবধান, এ শাস্ত্রে যাহাই থাক—তাঁহা তোমার করণীয়, ইহা মনে করিও না,—তুমি স্বধর্ম—স্বসমাজ স্বশিক্ষা অনুসারে চলিতেই যত্ন করিবে । তোমার পক্ষে স্বধর্মাদির অবিরুদ্ধ কলাই সেবা । ‘সেবেত’—এই যে বিধি—নিফল কার্য্য হইতে এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থকামসেবা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করা ইহার উদ্দেশ্য ।

এই শাস্ত্রে প্রায়শঃ বিশিষ্টপ্রণয়নের প্রয়োগ ইষ্টসাধনই অর্থে ব্যবহৃত । সে ইষ্টও দৃষ্ট । সেই দৃষ্ট ইষ্ট লাভে অভিলাষী ব্যক্তিই সেই কার্য্যে অধিকারী । দৃষ্ট ইষ্টাধিকারে কথিত প্রতিষেধগুলিও দৃষ্ট ইষ্টের ব্যাঘাতাশঙ্কায় উপদিষ্ট হইয়াছে । ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিনিষেধ অদৃষ্টার্থক, ইহা মনে রাখিতে হইবে । ১ ।

বালো বিদ্যাগ্রহণাদীনর্থান ॥ ২ ॥

‘অনুবদ । বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষাদিস্বরূপ অর্থের সেবা করিবে । ২ ।

বাখ্যা । বিদ্যার্জন ও বিদ্যাবর্জন যে অর্থবর্গমধ্যে সন্নিবিষ্ট,—তাঁহা এই অধ্যায়ের ৯ সূত্রে আছে । অর্থবর্গে সন্নিবিষ্ট বলিয়া তাঁহা যে ধর্ম্মবর্গমধ্যে গণনীয় নহে—তাঁহা নহে । যাহার বিদ্যা কেবলমাত্র অদৃষ্টার্থ-বিনিয়োজ্য, তাঁহা ধর্ম্মবর্গমধ্যেই গণ্য, অর্থবর্গমধ্যে নহে ; যাহার বিদ্যা—বিদ্যার্জন কেবল ধনোপার্জনের জন্ত, তাহার বিদ্যার্জন কেবল অর্থবর্গমধ্যেই গণ্য, ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে এইরূপ ভেদ থাকিলেও সাধারণতঃ বিদ্যার্জন ধর্ম্ম : অর্থ—উভয় বর্গমধ্যেই সন্নিবিষ্ট ; ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে বিদ্যার্জন কামবর্গ মধ্যেও নিবিষ্ট হইতে পারে । সাক্ষ-কামকলাদি-শিক্ষা—সেই বিদ্যার্জন-মধ্যে গ্রহণীয় ।

এই সূত্র দ্বারা বাল্যে বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকই প্রতিপাদিত হইয়াছে, অন্ত্যবিধ অর্থবর্গের সাধনাও বাল্যে আরম্ভণীয়, ইহার জ্ঞাপনও এই সূত্রদ্বারা করা হইয়াছে । কিন্তু বাল্যে ধর্ম্মসেবা-প্রতিষেধার্থ এ সূত্র নহে । কারণ ৬ সূত্রে—বাল্যে প্রকৃতধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য-সেবার বিধি আছে । ২ ।

কামঞ্চ যৌবনে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । যৌবনকালে কামের সেবা করিবে । ৩ ।

বাখ্যা । অল্প সময়ে কামসেবার অকর্তব্যতা এই সূত্র দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে । আর এই কামশব্দে গার্হস্থ্য, ধর্ম্মও গ্রহণীয় । গার্হস্থ্য বিবাহসাধ্য : বিবাহযোগ—এই কামশাস্ত্রেরই একটি প্রকরণ । ৩ ।

স্বাবিরে ধর্ম্মং মোক্ষঞ্চ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । বৃদ্ধ বয়সে মোক্ষধর্ম্মের সেবা করিবে অথবা বৃদ্ধবয়সে ধর্ম্ম ও মোক্ষসেবা করিবে । ৪ ।

বাখ্যা । মোক্ষ অর্থে জীবন্মুক্তি, তাহার সেবা তাহার অনুভব । এরূপ ধর্ম্ম বৃদ্ধবয়সে সেবা, যাহাতে মোক্ষ হইতে পারে,—এরূপ হইলেই জীবন্মুক্তি প্রথমতঃ হইবে ।

স্ববিবাহস্থান মোক্ষধর্ম্মের সেবা করা বাবস্থিত, অল্প অবস্থায় মোক্ষ-ধর্ম্মসেবার অধিকার নাষ্ট ;—“বাবজ্জীবমগ্নিহোতং জুহোতি” এই শ্রুতি এবং ‘জারামর্ঘ্য’ শ্রুতি আছে । “কণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষো নিবেশয়েৎ ।” ইত্যাদি স্মৃতিও আছে । ‘জারামর্ঘ্য’ শ্রুতির তাৎপর্য এই যে—স্ববিবাহকালে কর্তব্য সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে—‘অগ্নিহোত্বে’ প্রাত্যহিক আহুতিদান-প্রভৃতি কৰ্ম্ম আর করিতে হইবে না । চতুরাশ্রমের পক্ষে,—ধর্ম্মশাস্ত্রে যে বয়োনির্দেশ আছে—তাহাতে ৫০ বৎসর গতে বানপ্রস্থ ও ৭৫ বৎসর গতে সন্ন্যাস বিধিত । এই যে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম ইহাও মোক্ষধর্ম্মমধ্যে গণ্য, সন্ন্যাসগ্রহণে উপদ্রুক্ততা লাভের জন্য ইহা গৃহীত হয় বলিয়া মোক্ষ ধর্ম্ম নামে কথিত হইতেছে । শ্রাঙ্গ ব্যক্তির বানপ্রস্থ ঘটে না । ‘গৃহাচ্চ বনাচ্চ প্রব্রজেৎ’ এই শ্রুতি থাকায় ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত কামপ্রধান গার্হস্থ্য করিয়া তৎপরে বৈরাগ্যালাভে সন্ন্যাসগ্রহণস্বরূপে মোক্ষধর্ম্ম-সেবা করিবে—বানপ্রস্থ পৃথক্ না করিলেও ক্ষতি হইবে না । বাৎস্তায়ন মূনির এইরূপ অভিপ্রায়ও হইতে পারে । কারণ ক্রমসন্ন্যাসবাদে—ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যের যতটা আবশ্যিকতা—বানপ্রস্থের ততটা আবশ্যিকতাও বুঝা যায় না ।

ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ এই ঋণত্রয়-পরিশোধ ব্রহ্মচর্য্য যজ্ঞ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারাই হয়,—এই ঋণত্রয় পরিশোধ না করিয়া মোক্ষার্থ যত্ন করিতে নাই, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত,—ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যেই এই ঋণত্রয়-পরিশোধ হয়। এই সকল কথা বলিবার হেতু এই—জয়মঙ্গলা টীকাকার ‘ধর্ম্মং মোক্ষকং’ এই সূত্রের যে অর্থ করিয়াছেন তাহার ধর্ম্ম—“স্বাধীনে ধর্ম্ম ও মোক্ষের সেবা করিবে—আর এ স্থলে যে মোক্ষের কথা সূত্রে আছে, তাহা চতুর্বিধবাদীর মতে।” এই ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে,—কারণ প্রকরণের নাম ‘ত্রিবিধ-প্রতিপত্তি’ অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে ‘ত্রিবিধং সেবেত’ আছে, ত্রিবিধেরই লক্ষণ ও ত্রিবিধেরই বিপ্রতিপত্তি এই অধ্যায়েই আছে—অকস্মাৎ একটি সূত্রে চতুর্বিধবাদীর মত লইয়া উপক্রম-উপসংহার-সঙ্গতিহীন ‘মোক্ষ’ সেবার বিধি সূত্রকার লিপিবদ্ধ করিলেন; ইহা কি সঙ্গত হয়? আমার মত আমি প্রথমাধ্যায় দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা স্থলেই বলিয়াছি। ত্রিবিধবাদীরা মোক্ষকে যে মানেন না তাহা নহে,—কিন্তু স্বর্গের জায় মোক্ষ ও ধর্ম্মবিধিরই অন্তর্গত ইহাই তাঁহাদিগের মত। প্রবৃত্তি ধর্ম্ম—অর্থ-সেবা ও কামসেবার সহিত সেবিত হয় এবং সূত্রকার তাহা নিজ সূত্র দ্বারা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, সুতরাং এই সূত্রে ‘ধর্ম্মং মোক্ষকং’ ইহা পৃথক্ বর্ণন্যেব প্রাপক নহে, কিন্তু ধর্ম্মবিধিবেশে মোক্ষ ধর্ম্মেরই এ স্থানে গ্রহণ হইয়াছে—এই অর্থই সঙ্গত। যে অর্থবিধি সেবাকালি বাল্য, সে সময়ে “ব্রহ্মচর্য্যং ত্রিবিধ্যাঃ প্রাপ্য” (৬ সূত্র) দ্বারা ব্রহ্মচারিধর্ম্মসেবার ব্যবস্থা আছে,—বিবাহ ধর্ম্ম—কন্যাসংপ্রসূতক অধিকরণে স্পষ্টীভূত। অতএব সেই সকল ও তৎসহ অনুল্টের ধর্ম্ম-বাতীত ধর্ম্মই ত মোক্ষধর্ম্ম। তবে একটা প্রশ্ন ইহাতে পারে—‘মোক্ষ-ধর্ম্মকং’ না বলিয়া ‘ধর্ম্মং মোক্ষকং’ এইরূপ বলিলেন কেন? তাহার উত্তর এই যে, মোক্ষধর্ম্ম বলিলে মোক্ষের সাক্ষাৎ হেতু যে আত্মসাক্ষাৎকার, কেবলমাত্র তাহাই বুঝাইতে পারে। আত্মশ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই যে মোক্ষের পরম্পরা কারণ, তাহাও এই স্থলে গ্রাহ্য, ইহা বুঝাইবার জন্য ধর্ম্মকে পৃথক্ভাবে জ্ঞাপন করা হইয়াছে; তবে সে ধর্ম্ম যে মোক্ষসম্বন্ধশূন্য নহে, তাহা জ্ঞাপনার্থ ‘মোক্ষকং’ পদও প্রদত্ত হইয়াছে। অথবা এই মোক্ষ জীবমুক্তি, আর ধর্ম্ম সেই

মোক্ষকারণ শ্রবণাদি ধর্ম, জীবমুক্তি আত্মসাক্ষাৎকাররূপ পরম ধর্মের ফল বলিয়া তাহা ধর্মবর্গের অন্তর্গত । তাহার পৃথক্ গ্রহণ—শ্রবণাদি কার্য্য না থাকিলেও জীবিতের সেই মুক্তাবস্থা তৎপ্রাপ্তি ও ত্রিবর্গ-সেবা ইহা প্রতিপাদনার্থ ঐরূপ বাক্যবিত্তাস হইয়াছে ! কেবল “স্বাবিরে ধর্মাক্ষ” বলিলে সাধারণ ধর্মই পাওয়া যাইতে পারিত, “স্বাবিরে মোক্ষাক্ষ” বলিলে ধর্মবিষয়ে সেবার কথা না থাকায় ত্রিবর্গসেবার বিধিসূত্র ন্যূনতা-দোষভূষ্ট হয় । প্রথমে “মোক্ষঃ” বলিলে ক্রমভঙ্গ হয়, সূত্রবাং সূত্র ঐরূপ হইয়াছে এবং উহাই সঙ্গত । ৪ ।

অনিত্যত্বাদায়ুষো যথোপপাদং বা সেবেত ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । অথবা জীবন অস্থির, অতএব যখন যাহা উপস্থিত হইবে, তখন তাহারই সেবা করিবে । ৫ ।

ব্যাখ্যা । পুরুষ হীনাযুঃ—ইহা স্মৃতিতে আছে, একশত বৎসরের অধিক আয়ু সাধারণতঃ হয় না—ইহা সত্য হইলেও কোন্ ব্যক্তির কত আয়ু স্থির করা যায় না । কেহ অল্পজীবী ; কেহ দীর্ঘজীবী, আয়ুষ্কাল বিভাগ করিয়া ত্রিবর্গ সেবা করিতে হইলে—এই বিভাগ করা যাইবে কিরূপে ? স্থির অঙ্ক না পাইলে বিভাগও হইতে পারে না । আয়ুষ্কাল যখন ব্যক্তি-ভেদে ভিন্ন এবং প্রথম হইতে তাহা অনিশ্চিত, তখন তাহার বিভাগও হইতে পারে না । অতএব যে বর্গ যখন ধর্মের অবাধে উপস্থিত হইবে তখন সেই বর্গই সেবা । ৫ ।

অবতরণিকা । কেবল ব্রহ্মচর্য্য পক্ষে সে বাবস্থা নহে, যতদিন অধ্যয়ন সমাপ্তি না হয়, ততদিন তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যই করিতে হইবে । তখন কামসেবার সুযোগ দেখিলেও, সে সুযোগ ত্যাগ করিবে । ইহা বিশেষ বিধি । ইহাট পর সূত্রদ্বারা স্পষ্টীকৃত হইতেছে ।

ব্রহ্মচর্য্যমেব হাবিদ্যাগ্রহণাৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । বিদ্যালান্ত হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের সেবাই কর্তব্য । ৬ ।

ব্যাখ্যা। কামসেবা ব্রহ্মচর্য্যবিনাশক, অতএব অধ্যয়নকালে কখনই তাহা করিবে না। ইহা বিশেষ বিধি।

অলৌকিকত্বাদদৃষ্টার্থত্বাদপ্রযুক্তানাং যজ্ঞাদীনাং শাস্ত্রাণ্য প্রবর্তনম্, লৌকিকত্বাদ দৃষ্টার্থত্বাচ্চ প্রযুক্তেভ্যশ্চ মাংসভক্ষণাদিভ্যঃ শাস্ত্রাদেব নিবারণং ধর্ম্মঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। অলৌকিক ও অদৃষ্টার্থ বলিয়া, (স্বতঃ) অপ্ররক্ত যজ্ঞাদির যে শাস্ত্রপ্রযুক্ত প্রবর্তন, তাহা এবং লৌকিক ও দৃষ্টার্থ বলিয়া স্বতঃপ্ররক্ত মাংসভক্ষণাদি হইতে যে শাস্ত্রমাত্র-প্রযুক্ত নিবারণ—তাহা ধর্ম্ম। ৭।

ব্যাখ্যা। লোকের স্বাভাবিক বৃত্তি হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন নহে, তাহাই অলৌকিক; যে কার্য্য করিলে, তাহার ফল কাহারও প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা অদৃষ্টার্থ। পানভোজনাদি কার্য্য লোকের যেরূপ স্বাভাবিক বৃত্তি হইতে উৎপন্ন, —যজ্ঞাদিকার্য্য সেরূপ নহে। যজ্ঞ না করিলে, লোকের স্বাভাবিক ভাবে কোন ক্ষতি বোধ হয় না, করিলেও স্বাভাবিক কোন সুখ জন্মে না। ষাঁগরা শাস্ত্র মানেন ও জানেন, তাঁহাদিগের যে যজ্ঞাদিকার্য্যে প্রবৃত্তি, তাহা স্বাভাবিক নহে, শাস্ত্রবিশ্বাসমূলক; যজ্ঞাদি কার্য্য করিলে তাঁহাদিগের যে সুখ, তাহাও শাস্ত্রবিশ্বাসমূলক—তাহাও স্বাভাবিক নহে। এই জন্যই যজ্ঞাদিকার্য্যকে অলৌকিক বলা হইয়াছে। অত বহু সুপ্রসিদ্ধ জয়মঙ্গল বা যশোধরেন্দ্র অলৌকিক শব্দের এই অর্থ যে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, ইহা বিস্ময়াবহ; মুদ্রিত টীকায় দেখিলাম,—“লোকে কপাদিবদবিদিতস্বরূপত্বাদলৌকিকা-যজ্ঞাদয়ঃ। ননু বিশিষ্টদ্রব্যগুণকর্ম্মান্বকত্বাদ বিদিতস্বরূপাঃ কথমলৌকিকাঃ ইত্যত আহ অদৃষ্টার্থত্বাৎ।” আছে। আর তাহা হইলে টীকার মতে অলৌকিক শব্দের অর্থ অপ্রত্যক্ষ। তাহার পর টীকাতেই আশঙ্কা আছে,—“যে সকল দ্রব্য যজ্ঞে প্রয়োজনীয়, তাহা এবং অগ্নিতে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাহার আহুতিদান এই লইয়া ত যজ্ঞ; সেরূপ যজ্ঞ অপ্রত্যক্ষ কেন? তাহা প্রত্যক্ষতাই পরিদৃশ্যমান,—টীকায় এ আশঙ্কার উত্তর নাই,—যজ্ঞ যে এইরূপে প্রত্যক্ষ-গোচর, সুতরাং

লৌকিক, তাহা চীকাকার মানিয়া লইয়া বলিতেছেন—এই জন্তই ত দ্বিতীয় হেতু—“অদৃষ্টার্থহাৎ”এরূপ মীমাংসায় তৃপ্ত হইতে পারি নাই, তাই ‘অলৌকিক’ শব্দের অর্থ—আমি অন্য প্রকার করিয়াছি,—যজ্ঞাদিকার্য্য প্রত্যক্ষতঃ দৃশ্যমান হইলেও তাহা ঐরূপ অলৌকিক হইবেই । এক্ষণে অপর পক্ষ বলিতে পারেন, “মানিলাম—যজ্ঞাদিকার্য্য অলৌকিক, কিন্তু অদৃষ্টার্থ ত সকলগুলি নহে, দৃশ্য যজ্ঞও ত আছে—যথা রুষ্টির জন্ত কারীরীয়াগ, শান্তিসম্ভার্য্যনের প্রত্যক্ষফলের উপাখ্যান অনেকেরই জানা আছে,—এগুলির আচরণ কি ধর্ম্ম নহে?”—ইহার প্রকৃত উত্তর পরে করিব, আপাততঃ উত্তর এই,—কারীরী প্রভৃতি যজ্ঞের ফলও অপ্রত্যক্ষ,—কারণ যেই কারীরী যাগ সমাপ্ত হইল, ঠিক সেইক্ষণে ত আর রুষ্টি হয় না, তাহার পর অন্ততঃ এক প্রহর গতে রুষ্টি হয়—এই যে রুষ্টি—ইহাকে ত যজ্ঞের ফল বলা যায় না, কেননা কারণ ও কার্য্যের কাল ও দেশগত অব্যবধান একান্ত আবশ্যিক,—পানভোজন যেমন তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ তৃপ্তিদায়ক,—যজ্ঞও যদি তৎক্ষণাৎ রুষ্টিকারক হইত, তাহা হইলে দৃষ্টার্থক বলিতে পারিতাম,—অতএব ঐ যজ্ঞ অদৃষ্টার্থক,—ঐ যজ্ঞ হইতে তৎক্ষণাৎ যে অদৃষ্ট বা পুণ্য উৎপন্ন হয়—তাহাই আন্তরুষ্টির হেতু,—এই যে পুণ্য, তাহা ত অদৃষ্টই বটে,—তবে সেই পুণ্যের পরিণাম ইহকালেই দৃষ্ট হয় বলিয়া ঐ সব যজ্ঞ গ্রন্থান্তরে দৃষ্টার্থনামেও কথিত হইতে পারে । বাৎসায়ন মুনির কিন্তু তাহা আভিপ্রেত নহে । বস্তুতঃ বাৎসায়ন মুনিমতে, ধর্ম্মলক্ষণ “শাস্ত্রমাত্র-বোধিত-বিধিনিষেধ-প্রতিপালনং ধর্ম্মঃ”—তাহার লক্ষ্য যজ্ঞাদি আচরণ ও মাংসভক্ষণাদি রাগপ্রাপ্ত বর্শ্মের অনাচরণ । লক্ষ্য যে লক্ষণের সঙ্গতি আছে—তাহা প্রদর্শন করিবার জন্ত, যজ্ঞ যে শাস্ত্রমাত্রবোধিত এবং মাংসভক্ষণাদিনিষেধ যে শাস্ত্রমাত্রবোধিত—স্বভাবতঃ উপস্থিত নহে, তাহা বুঝাইবার জন্ত বিধিস্থলে দুইটি “অলৌকিকহাৎ অদৃষ্টার্থকহাৎ” এবং নিষেধস্থলে দুইটি হেতু “লৌকিকহাৎ দৃষ্টার্থকহাৎ” প্রদর্শিত হইয়াছে । যদিচ মীমাংসাদি দর্শনশাস্ত্রে—তথা ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষেধ প্রতিপালন অবশ্যের অকরণ মাত্র, ধর্ম্ম নহে,

—তথাপি তাহাতে গোণ ধর্ম্মশব্দ-প্রয়োগ—এই শাস্ত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ “ধর্ম্মের অনুপঘাতক কামসেবা” এই শাস্ত্রের উপদ্রষ্ট, —অধর্ম্মের অকরণকে যদি ধর্ম্মশব্দে পরিভাষিত না করা যায়—তাহা হইলে—গৃহস্থের অগম্যা-গমনাদিও “ধর্ম্মের অনুপঘাতক” হইতে পারে,—ধর্ম্ম ত কেবল বিধি-প্রতিপালন, —নিষিদ্ধ কর্ম্মের আচরণ অধর্ম্মাচরণ—নিষেধ প্রতিপালনেব উপঘাতক হইলেও বিধিপ্রতিপালন যে ঋতুকালে ভাষ্যাভিগম বা যাগযজ্ঞাদি তাহার ত উহা উপঘাতক নহে । নিষেধ-প্রতিপালনকে ধর্ম্ম আখ্যা প্রদান করিলে, নিষিদ্ধের আচরণও ধর্ম্মের উপঘাতী হয় । সেইরূপ কামসেবা অকর্তব্য ইহাও শাস্ত্রের উপদেশ, তৎসঙ্গতি রক্ষার্থ, ধর্ম্মলক্ষণ একটু ব্যাপক করা হই-রাছে । এক্ষণে আর একটি জিজ্ঞাস্য এই যে ‘প্রবর্তনঃ,’ আছে—‘প্রবৃত্তিঃ’ নাই, ‘নিবারণঃ’ আছে ‘নিবৃত্তিঃ’ নাই ; ইহাতে বুঝাইতেছে, যজ্ঞাদি-আচরণ ধর্ম্ম-লক্ষণের লক্ষ্য নহে, যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রবর্তন—যে আচরণ করিবে তাহাকে উৎসাহাদিদান,—ধর্ম্মলক্ষণের লক্ষ্য এবং মাংসভক্ষণাদি হইতে নিবৃত্তিও ধর্ম্ম নহে, অপরকে তাহা হইতে নিবারণ করাই ধর্ম্ম—

ইহাই কি প্রকৃত স্ত্রুত্বার্থ ?

ইহার উত্তর এই যে—‘প্রবর্তনঃ’ আছে তাহার অর্থ প্রবৃত্তি আচরণ (কর্ম্ম) প্রবর্তনা ও অনুমন্তৃত্ব, ‘নিবারণঃ’ আছে—তাহার অর্থ নিবৃত্তি, ঔদ্যসীন্ত, নিবর্তনা ও নিবৃত্তির অনুমন্তৃত্ব । এই সকল গুলিকে ধর্ম্মসংজ্ঞায় অভিহিত করিবার জন্যই ‘প্রবৃত্তিঃ’ ‘নিবৃত্তিঃ’ না দিয়া ‘প্রবর্তনঃ’ ‘নিবারণঃ’—নিবেশিত হইয়াছে । নিজ দেহ বাক্য ও মনকে আত্মা ধর্ম্মে প্রবর্তিত করেন,—দেহ বাক্য ও মনের যে প্রবৃত্তি তাহা কর্ম্ম—সেই কর্ম্মের হেতু যে প্রযত্ন, তাহা আত্মায় বর্তমান, সেই প্রযত্ন ধর্ম্ম বলিয়া ধর্ম্ম আত্মাতে থাকিল, তজ্জন্য অদৃষ্টও আত্মাতে থাকিবে । নিবৃত্তি—দেহ বাক্য ও মনের ঔদ্যসীন্ত মাংস-ভক্ষণাদি নিষিদ্ধ কার্য্যে চেষ্টার অভাব,—তাহার হেতু আত্মাতে স্থিত নিবৃত্তি নামক যত্ন—ইহাও ধর্ম্ম । প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিকে ধর্ম্ম বলিলে—দেহ, বাক্য ও মনকে ধর্ম্মের আশ্রয় বলা হইত, তাহা হইলে ঐ ধর্ম্মজনিত যে অদৃষ্ট তাহা আত্মাতে থাকিত না,—

আরও দেখ যে ধনীর আদেশে বা অনুমোদনে অন্তের দেহ, বাক্য ও মন যজ্ঞকার্য্যে সচেষ্টি,—বা মাংস ভক্ষণাদি কশ্মে বিমুখ—সেই ধনীর—যে তাহা ধর্ম্ম ইহাও—‘প্রবর্তনঃ’ ‘নিবারণঃ’ ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল। ধর্ম্মশাস্ত্রেও এই ব্যবস্থা আছে। অতএব আচরণ অনাচরণ—এই যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি শব্দের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ, ইহার তাৎপর্য্য যজ্ঞাদিকার্য্যের আচরণ, আচরণ করান এবং তাহাতে অনুমতিদান। মাংস-ভক্ষণাদি কার্য্যের অনাচরণ—অনাচরণ-প্রবর্তন ও অনাচরণে অনুমতিদান ;—এ সমস্তগুলিই ধর্ম্ম। প্রযত্ন অদৃষ্ট-স্বরূপ ধর্ম্মের হেতু বলিয়া কণাদ সূত্রেও ধর্ম্মের পৃথক্ নির্দেশ নাই। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ধর্ম্ম-আখ্যা প্রাচীন বহু গ্রন্থেই প্রাপ্ত হওয়া বাইবে। ৭।

তৎ শ্রুতধর্ম্মযজ্ঞসমবায়াক্ত প্রতিপদ্যেত ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম ঋতি ও ধর্ম্মযজ্ঞ-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অবগত হইবে। ৮।

বাখ্যা। ঋতি—বেদ, ধর্ম্মযজ্ঞ-সম্প্রদায়—মর্যাদা স্মৃতিশাস্ত্র-প্রয়োজকবর্ণ, এবং ঋতিস্মৃতিযজ্ঞ উপদেশক। এই সূত্রে—‘ধর্ম্মযজ্ঞসমবায়ঃ’ এই পাঠ অপেক্ষা ‘ধর্ম্মযজ্ঞ-সমবায়ঃ’ এই পাঠ সমীচীন, তবে আদর্শ পুস্তকে ‘সমবায়ঃ’ পাঠ থাকায় আমরা তাহা ভ্যাগ করিতে পারি নাই। ‘ধর্ম্মযজ্ঞসমবায়ঃ’ এই পাঠে “বেদোহর্থিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলো চ তদ্বিদাম্।” এই মন্ত্রস্মৃতি এবং “বেদে ধর্ম্মমূলং তদ্বিদাঞ্চ স্মৃতিশীলো” এই গৌতম স্মৃতির সহিত অর্থগত সাম্য থাকে। সময় শব্দ সিদ্ধান্ত ও আচারের বোধক ; সিদ্ধান্তই স্মৃতি ও আচারই শীল। ৮।

বিদ্যাভূমিহিরণ্যপশুধাতুভাণ্ডোপস্করমিত্রাদীনামর্জ্জনমর্জ্জিতস্র
বিবর্দ্ধনমর্থঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। বিদ্যা, ভূমি, স্বর্ণ, অশ্ব, হস্তী, গাভী প্রভৃতি পশু, ধাতু, ভাণ্ডোপস্কর অর্থাৎ ধাতু ও কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহস্থের প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং মিত্রাদির অর্জ্জন ও অর্জ্জিতের বিবর্দ্ধন অর্থ নামে অভিহিত। ৯।

ব্যাখ্যা । মিত্রাদি—আদি শব্দে রজত বস্ত্র ও আভরণাদি । “কৃষ্ণহিতো ভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশতে” এই একটি শ্রুতি আছে, তাহাতে বিদ্যা প্রভৃতির অজ্ঞান ও বর্জন অর্থাৎ অর্জিত ও বর্জিত বিদ্যা প্রভৃতিই ‘অর্থ’—এই তাৎপর্য্য শূত্রের হইয়া থাকে । এই উক্তি দ্বারা অর্থ-লক্ষণের লক্ষ্য-নির্ণয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং লক্ষণের সূচনা স্পষ্টভাবেই করা হইয়াছে । যাহাতে অর্জন ও অর্জনান্তে বর্জন-যোগ্যতা আছে, তাহাই অর্থ । অর্জয়িতার শক্তি এবং অর্জনোন্মেষের কার্য্যকারিতা লইয়া অর্জন-যোগ্যতা এবং ঐক্যপেই বর্জনযোগ্যতা বুঝিতে হইবে । যে বস্তু অর্জয়িতার কার্য্যকারী—প্রয়োজনীয় নহে, তাহা অর্জনযোগ্যও নহে ।

অর্জন—লৌকিক প্রবৃত্তি অনুসারে উৎপাদন বা সংগ্রহ ; শস্যাদির উৎপাদন এবং ভূমি প্রভৃতির সংগ্রহ । বর্জন—পরিমাণে বা সংখ্যায় বৃদ্ধি সম্পাদন এবং স্বেচ্ছায় অপর ব্যক্তির ও অধিকার-সাধন দ্বারা সম্প্রসারণ । এই দুই প্রকার বর্জন-নামে মধ্যো দ্বিতীয় প্রকার বর্জন-লক্ষণাংশে উপযোগী । ভূমি হিরণ্যাদিকে যিনি অর্জন করেন, তিনি ইচ্ছা করিলে, তাহার কিয়দংশ অন্তর্ভুক্ত দান করিয়া সম্প্রসারণ করিতে পারেন । বিদ্যাদান প্রসিদ্ধ । নিজ মিত্রের ও অন্তের সহিত মৈত্রী সম্পাদন করা যায় । অতএব যশঃ প্রভৃতিতে দ্বিতীয় প্রকার বর্জন নাই । স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় যশকে অন্তের অধিকৃত করা যায় না । ধর্ম্মের অর্জন লৌকিক প্রবৃত্তি দ্বারা হয় না, শাস্ত্রীয় বিধি দ্বারা হয় । বিদ্যা যে অর্থ মধ্যে গণ্য, তাহান আর একটি কারণ বিদ্যার দুই রূপ, এক বাহ্য এবং অপর আন্তর ; বিদ্যার বাহ্যরূপ পুস্তক-সম্ভার, তাহাও অর্থ মধ্যে গণ্য । এখানে অর্থ-লক্ষণ বিবরণে কিছু বিচার-পদ্ধতি প্রদর্শিত হইল । জয়মঙ্গল ব্যাখ্যাতেও ভূমি প্রভৃতিতেই অর্থ বলা হইয়াছে, কিন্তু অর্থের সামান্য লক্ষণ পরিষ্কৃতভাবে নির্দিষ্ট হয় নাই । ৯ ।

তদাধ্যক্ষপ্রচারাবর্ত্তাসময়বিস্তোঃ বণিগ্ভাশ্চেতি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । অধ্যক্ষ-প্রচার হইতে এবং বার্ত্তাসিদ্ধান্তবেত্তৃগণ ও বণিক-সঙ্ঘের নিকট হইতে তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিবে ।

ব্যাখ্যা । অধ্যক্ষ-প্রচার—অর্থনীতি-গ্রন্থের একটা খণ্ড, তৎকালে,—
 বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যক্ষ রাজার নিয়োগাধীন ছিল,—পণ্যাধ্যক্ষ, কুপ্যা-
 ধ্যক্ষ (কোটিলীয় অর্থনীতি ২ অধিকরণ—১৬।১৭ অঃ) শুদ্ধাধ্যক্ষ (ঐ ২ অধি
 ২১ অঃ) সূত্রাধ্যক্ষ (ঐ ২ অধি—২৩ অঃ ইত্যাদি) স্থলপথ ও জলপথে
 উপনীত স্থল-জলজাত সর্ববিধ পণ্যের মূল্যাদি জানিতে হইলে সেই সেই পণ্যের
 মধ্যে কোন কোনগুলি লোকপ্রিয়, কোনগুলি বা অপরিচিত, তাহা জানিতে হইবে।
 বাজকীয় পণ্যের প্রজাগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ একমুখ ব্যবহার (একচেটিয়া-
 ক্রয়-বিক্রয়) ইত্যাদি বিবিধ ব্যবস্থা-প্রণয়নের অধিকার পণ্যাধ্যক্ষের আছে ;
 কুপ্যাধ্যক্ষ—কাঠ, বংশ, লতা, রজ্জু, তুণ, লেখ্যপত্র, রজনপুষ্প, ঔষধ, বিষ,
 মৃগচৰ্ম্ম, হস্তিদন্ত, চামর প্রভৃতি প্রাণিজাত দ্রব্য, লৌহ তাম্রাদি ধাতু (স্বর্ণ
 রৌপ্য নহে) ইত্যাদি সংগ্রহের যে বিভাগ ছিল, তাহাতে নিযুক্ত ব্যক্তির
 বেতন-দান, অপরাধীর অর্থদণ্ড-গ্রহণ প্রভৃতির ব্যবস্থা কুপ্যাধ্যক্ষের কার্য্য ।

শুদ্ধাধ্যক্ষ শুদ্ধগ্রহণ বিভাগের কর্তা,—পণ্যবিশেষে যে বিশেষ বিশেষ শুদ্ধ-
 ব্যবস্থা নির্দিষ্ট, তদনুসারে তাহার শুদ্ধগ্রহণাদি করিতে হয় । সূত্রাধ্যক্ষ—সূত্র-
 নিৰ্ম্মাণ-বিভাগের কর্তা—তাঁহার কার্য্যপদ্ধতি বিবিধ বস্তুজাত সূত্রনিৰ্ম্মাতার
 শিল্পকৌশলানুসারে পুরস্কার ও দণ্ড,—সূত্র-পরীক্ষা প্রভৃতি । এই সকল এবং
 অগ্নিধা, ক গোহধ্যক্ষ প্রভৃতি অধ্যক্ষ-কার্য্য-পদ্ধতি যে অধিকরণে কথিত হই-
 যাচ্ছে,—সেই অর্থনীতির ২য় অধিকরণ বা খণ্ডের নাম অধ্যক্ষপ্রচার “অধ্যক্ষ-
 প্রচারো দ্বিতীয়মধিকরণম্”—কোটিলীয় (কোটলীয়) অর্থনীতি ১ম অধিকরণ ১ম
 অধ্যায় । অর্থনীতি শাস্ত্র মধ্যে এই অংশ কৃষি বাণিজ্য পশুপক্ষ্য প্রভৃতি কার্য্যের
 সাহিত বিশেষ সঙ্কল্পযুক্ত । সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া, বার্তাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের কার্য্য-
 দর্শন ও উপদেশ গ্রহণ করিয়া এবং বণিকগণের (তাহারা শাস্ত্রজ্ঞ না হইলেও—
 কল্প্যপদ্ধতিজ্ঞ) নিকট হইতে অর্থের অৰ্জ্জন-বর্দ্ধনে শিক্ষা লাভ করিবে । বার্তা-
 শাস্ত্র—কৃষাদিশাস্ত্র । বণিক-শব্দপ্রয়োগ সূত্রে আছে তাহা বা উপলক্ষণ,
 কথক গোপকগণের নিকটেও অর্থবিদ্যা শিক্ষণীয় । যে ব্যক্তি যে ভাবে
 অর্থ অৰ্জ্জন করিতে অধিকারী ও সমর্থ—সেই ব্যক্তি তদনুসারে বিষয় স্থির

করিয়া শিক্ষা করিবে, বাণিজ্য দ্বারা অর্থার্জনাদি-অভিলাষী ব্যক্তি বণিকের নিকট শিক্ষা করিবে, কৃষিকৰ্ম্মদ্বারা অর্থার্জনাদি অভীলাষী ব্যক্তি কৃষকের নিকট শিক্ষা করিবে। শাস্ত্রোপদেশ নিজ অধিকার ও প্রয়োজনানুসারে গ্রহণ করিবে, কেহ বাণিজ্য-শাস্ত্রে, কেহ বা কৃষিশাস্ত্রে কেহ বা অন্য বিষয়ে অভিজ্ঞ-গণের উপদেশ লইবে। ১০।

শ্রোত্রদ্বক্চক্ষু-জিহ্বাঘ্রাণানামাত্মসংযুক্তেন মনসাধিত্তিতানাং
স্বেন্দ্রেন্দ্রেন্দ্র বিষয়েষানুকূল্যঃপ্রবৃত্তিঃ কামঃ ॥ ১১

অনুবাদ।—আত্মসংযুক্ত মনঃ-পরিচালিত শ্রোত্র, দ্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণের স্ব স্ব বিষয়ে অনুকূলভাবে যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম কাম। ১১।

বাখ্যাঃ। আত্মসংযুক্ত মনঃ—যে আত্মার (জীবের) যে মন অদৃষ্টায়ত্ত্ব-সংযোগে সৃষ্টিকাল হইতে সদক্ষযুক্ত, তাহাই সেই আত্মসংযুক্ত মন, সেই মনঃ-পরিচালিত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের শব্দাদি বিষয়ে যে অনুকূল—প্রীতি-প্রদ প্রবৃত্তি—মিলন, তাহার নাম কাম। এখানে কার্য্যকারণ-ভাবে অভেদ মানিয়া মিলনের নাম কাম বলা হইল—আত্মসংযুক্ত মনঃ-পরিচালিত ইন্দ্রিয়ের সহিত শব্দাদি বিষয়ের মিলন বা সদক্ষ হইলে যদি সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই সুখজ্ঞানের পরে সুখবিষয়ে ইচ্ছা, তৎপরে সুখ-সাধন-বিষয়ে ইচ্ছা হয়—ঐ ইচ্ছাই কাম। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের মিলন হইতে ঐ কামের উৎ-পত্তি বলিয়া মিলনকেই কাম বলা হইয়াছে। যেমন “আয়ুর্হৃতং” স্মৃতই আয়ুঃ—কলতঃ স্মৃত আয়ুঃ নহে, আয়ুর্হৃত্বিজজনক—এখানেও সেইরূপ। বস্তুতঃ—কামঃ—এই যে পদটি আছে ইহার দুইবার পাঠ করিতে হইবে,—একটি লক্ষণাংশ ও দ্বিতীয়টি লক্ষ্য; সূত্রে যে ‘শ্রোত্র-প্রবৃত্তিঃ’ এই পর্য্যন্ত আছে,—তাহার সমগ্র অংশ লক্ষ্য।—প্রবিষ্টে নহে, কিন্তু শ্রোত্র (ইন্দ্রিয়াণাং) বিষয়েষু প্রবৃত্তিঃ কামঃ। বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধাধীনঃ কাম ইত্যর্থঃ, ইহাই লক্ষণ,—(কামপদ-বাচ্যঃ) ইহা লক্ষ্য। ত্রিবর্গবাচক শব্দসমূহমধ্যে যে কামশব্দ আছে, বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধাধীন কামই তাহার অর্থ। উক্ত লক্ষণ দ্বারা বিষয়েচ্ছা ও বৈষয়িক সুখেচ্ছা

কামপদব্যাক্যরূপে সামান্ত্রতঃ সংগৃহীত হইল। ঐ দ্বিবিধ ইচ্ছা বিরূপে উৎপন্ন হয় এবং ইচ্ছার উৎপত্তিস্থান বা সমবায়ী কারণ কে?—তাহা বুঝাইবার জন্য সূত্রে অবশিষ্টাংশ যোজিত হইয়াছে। ‘আত্মকৃত্যতঃ—প্রীতিজনকতয়া কামঃ’ এই অংশ হইতে ইচ্ছার উৎপত্তিকারণ কথিত হইয়াছে; যে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সদৃশ দুঃখ-জনক—সেই বিষয়ে ইচ্ছা জন্মে না, যেহেতু জন্মে; এই কারণে—প্রীতিজনক ভাবে যে সদৃশ তাহার সন্নিবেশ। প্রীতিজনক আত্মকৃত্যতঃ সদৃশ হইলে সুখজ্ঞান হয়, তাহা সুখেচ্ছার কারণ এবং সেই সুখেচ্ছা সুখপ্রাপ্তির বিষয়ে ইচ্ছার কারণ—অতএব ঐ যে প্রীতিজনক বিষয়ে ইন্দ্রিয়-সদৃশ ইচ্ছা—দ্বিবিধ ইচ্ছারই মূলে বর্তমান। কেবল বিষয়ে ইন্দ্রিয়-সদৃশ হইলেই যে সুখ হয় তাহা নহে—ঐ ইন্দ্রিয় মনঃ-পরিচালিত হইলেই তবে উহা হইতে সুখ হইতে পারে। অন্তমনস্ক অবস্থায় নয়ন-সম্বন্ধে বিষয়েও প্রত্যক্ষ হয় না। তাহাতে সুখ হয় না। অন্তমনস্ক অবস্থায় নয়ন, মনঃপরিচালিত নহে। এই জন্য “মনসাধিষ্টিতানাং” পদ আছে। ইচ্ছা মনের ধর্ম্য কি ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্য বা অন্য কিছু? ধর্ম্য ইহার উত্তর-নির্ণয়ার্থ সূত্রকার বলিয়াছেন, “আত্মসংযুক্তেন মনসা”—ইচ্ছাদির প্রতি আত্মা সমবায়িকারণ আত্মমনঃসংযোগ—অসমবায়িকারণ—এবং সুখজ্ঞানাদি নিমিত্তকারণ। এই “আত্মসংযুক্তেন মনসা” ইহাব দ্বারা আত্মমনঃসংযোগ যে অসমবায়িকারণ তাহা সূচিত হওয়ায় আত্মাকে সমবায়িকারণ বলিয়া জ্ঞাপন করা হইয়াছে, নতুবা আত্মার কথাই থাকিত না। আত্মা ‘সমবায়িকারণ’ বলিয়া ইচ্ছা আত্মারই ধর্ম্য, মনঃ বা দেহের নহে ইহা কথিত হইল। সমবায়িকারণ অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণের কণা—জ্ঞায় বৈশেষিকের গ্রন্থাবলীতে আছে। কার্য্য যাহাতে উৎপন্ন হয়, তাহাই ঐ কার্য্যের সমবায়িকারণ, সমবায়িকারণে সদৃশযুক্ত হইয়া যাহা ঐ কার্য্যের জনক তাহা অসমবায়িকারণ—এতদুভয়-ব্যতীত যে যে কারণ তাহা নিমিত্তকারণ—(ভাষ্যপরিচ্ছেদ) ইচ্ছারূপ কার্য্য আত্মাতে আছে, আত্মা সমবায়িকারণ, আত্মা ও মনে যে সংযোগ তাহা আত্মাতেও আছে; কারণ সংযোগ দ্বিষ্ট—দু’টি বস্তুতে থাকে—ঐ যে আত্মমনঃসংযোগ অর্থাৎ সংযোগ-বিশেষ তাহা

ইচ্ছার জনক, অতএব উহা অসমবায়িকারণ। এতদতিরিক্ত কারণ সুখজ্ঞান প্রভৃতি, তৎসমস্তই নিমিত্তকারণ। এই সূত্রদ্বারা বুঝা যায় এই বাৎস্তায়ন নৈয়ায়িক। এই সূত্রে—“শ্রোত্র স্বক্” ইত্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের নাম নির্দেশ না করিয়া ইন্দ্রিয়গণ বলিলে,—মনকেও পাওয়া যাইতে পারে। তাহার পরে ‘মনসাধিত্তিতানাং’ থাকাতে মনঃ-পরিচালিত মন এইরূপ বোধ হইলে মহান্ ভ্রম হইতে পাবে, এষ্ট কারণে ইন্দ্রিয় কয়টির স্পষ্ট নাম করিয়াছেন। ১১।

অবতরণিকা—কামের সামান্য লক্ষণ কথিত হইল,—এই সামান্য কামের বিষয় অনেক, অর্থ শাস্ত্রেও তৎসদৃশ আংশিক উপদেশ আছে; আর যে শিক্ষা কামশাস্ত্র হইতে করিতে হয়—তাহা প্রধান কাম,—তাহার লক্ষণ অধস্তন সূত্রে কথিত হইতেছে।

স্পর্শবিশেষবিষয়া ভ্রূত্যাভিমানিকসুখানুবিদ্ধা ফলবত্যাংপ্রতীতিঃ
প্রাপ্যন্তাং কামঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। রমণীর প্রতি পুরুষের ও পুরুষের প্রতি রমণীর স্পর্শ-বিশেষ আগ্রহে আভিমানিক সুখযুক্ত সফল বাস্তব প্রত্যয়-হেতু যে ইচ্ছা, প্রধানতঃ তাহাই কাম। ১২।

ব্যাখ্যা। পুরুষ বা রমণীর যে ইচ্ছার ফলে—অঙ্গ বিশেষের যে বিশেষ ভাবে স্পর্শ, তদ্বিশেষে সুখবিজ্ঞিত অনাস্ত জ্ঞান ও তাহার যে সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়—তাহাই প্রধান কাম,—কামবর্গ বা কামের ফল বলিতে হইলে,—প্রধানতঃ তাহাই কামপদবাচ্য। অপর বিষয়েচ্ছা বা বৈষয়িক সুখেচ্ছা তাহা অপ্রধান ভাবে কামপদবাচ্য, পূর্ব সূত্রে কাম-সামান্যের লক্ষণ কথিত,—এই সূত্রে সূচিত হইল,—সেই কাম দ্বিবিধ, প্রধান ও অপ্রধান। স্পষ্টরূপে প্রধান কামের লক্ষণ এই সূত্রেই আছে—এতদ্ভিন্ন কামই অপ্রধান। ইহা অর্থতঃ প্রতিপন্ন হইল। যাহা অপ্রধান তাহা কখনও অর্থবর্গে কখনও বা কামবর্গে প্রবেশ করিলেও—প্রধান যে অর্থ ও কাম তাহার প্রভেদ থাকিবেই। অপ্রধান যাহারা,—তাহারা প্রধানের অনুগামী, যেমন সঙ্গীতাদি যখন অর্থোপার্জন

সাধন তখন তাহা অর্থবর্গের অন্তর্গত ; আবার যখন কামকলারূপে ব্যবহৃত তখন কামবর্গ, এইরূপে একই সঙ্গীত একের কামবর্গ ও অপরের অর্থবর্গ মধ্যে পরিগণিতও হইতে পারে। রমণী—কচিৎ অর্থবর্গমধ্যে পরিগণিত হইলেও কামাবলম্বন রমণী অনেক স্থলেই অর্থবর্গ নহে, কারণ, সে যে কামী পুরুষেরও অনেক স্থলেই দুর্বলত ; ভাব বা অবস্থা বিশেষে যাহা অর্থবর্গের অন্তর্গত, ভাব বা অবস্থা-বিশেষে তাহাও কামবর্গের অন্তর্গত হইতে পারে, এই ভাব পূর্বেই জ্ঞাপন করিয়াছি। ভূমি-হিরণ্যাদি প্রধান কামের অন্তর্গত হয় না, রমণী-বিষয়ে যে লিপ্সা তাহাও প্রধান অর্থের অন্তর্গত নহে, অতএব অর্থবর্গ ও কামবর্গ আর অভিন্ন হইতেছে না। প্রধান যে কাম—যাহাতে সুখবিজ্ঞাভিত অভ্রান্ত প্রতীতি হয়—স্বত্বকার বলিয়াছেন, তাহাতেও সেই সুখ আভিমানিক, গোতম-সূত্রে যে “দুঃখবিকল্পে সুখাভিমানাচ্চ” (৪।১।৫৮) বলিয়াছেন, ইহা তাহারই অনুবর্তন ; বাৎস্যায়ন মুনি কামসূত্র লিখিতে বসিয়াও বৈরাগ্যের বীজবপন করিতেছেন, বলিতেছেন, বাপু হে, সুখ বলিয়া যাহা ভাবিতেছ—তাহা দুঃখের রূপ, দুঃখকেই সুখ ভাবিতেছ ; তাই তিনি বলিলেন—ঐ সুখ আভিমানিক। আভিমানিক কেন ? তবে শুন ; ঐ কাম যদি পরকীয়াদি-ঘটিত হয় তাহা নরকের হেতু ; সে যে ঐ সুখাপেক্ষা মাত্রায় কত অধিক কষ্ট, তীব্র তাহা ত এখন বুঝিতেছ না—তাহা না হইলেও ভাব—উহা কতকণ,—দেইকণ অতীত হইলে,—সে সুখ কোথায় গেল। তারপর কামের ছলনা, স্বার্থপরতা, কলহ, রক্তপাত—কত অনর্থ আছে, আরও ভাব, কি স্থগিত বাপার—তাহার বিচার করিতেছ না,—মৃত্যু হস্তপ্রসারণ করিয়া আছেন। অমূল্য সময় রাখা নষ্ট করিতেছ,—তোমরা কল্পিত সুখের জন্ত প্রকৃত সুখ নষ্ট করিতেছ,—

“যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্ ॥

তৃষ্ণাক্ষয়সুখশ্চৈতে নাইভঃ ধোভুজীঃ কলাম্ ।”

‘অর্থপ্রতীতিঃ’ এই কথাটির অর্থ ‘অর্থপ্রতীতিহেতুঃ’ এই অর্থ—প্রতীতিতে অনেক এই কারণ বাচ্যে ক্রিয় হইলেও হয়, প্রতীতি শব্দর প্রতীতিহেতুতে লক্ষণা

করিলেও হয়। সেই অবস্থায় ঐ ইচ্ছা ও বিষয়ানুভবের প্রভেদ লক্ষিত হয় না, ইচ্ছা ও প্রতীতি দুইটিই আভিমানিক সুখ দ্বারা গ্রথিত হইয়া সূত্রগ্রথিত বিভিন্ন জাতীয় মণি-মালিকার স্থায় একাকারে প্রতিভাত হয়, ইচ্ছা সূচনার জন্ত ‘প্রতীতিঃ কামঃ’ এইরূপ সূত্র রচিত হইয়াছে। যে কাম পূর্নরাগেই পর্য্যবসন্ন, তাহা প্রধান আখ্যা পাইবে না—এই জন্তই সূত্রে কলবতী বলা হইয়াছে,—একের প্রতি পূর্নরাগ, আর তাৎকালিক ভাষিক্রমে অন্তের সহিত মিলন, এইরূপ ঘটিলেও তাহা প্রধান আখ্যা পাইবে না, এই জন্ত ‘অর্থ’ পদ সূত্রে আছে এবং অভ্যন্ত-শব্দ অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে। ‘এই সূত্রটি সুবো পাঠক একটু মনোযোগ করিয়া বুঝিবেন। ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট-ব্যাখ্যান লিপিবদ্ধ করা হয় না। ইহা অপেক্ষাও অব্যাখ্যেয় বহু সূত্র আছে, তাহাতে পাঠক-গণ নিজ পরিশ্রম ও বুদ্ধি-প্রয়োগ করিবেন, আমি তাহার পথ-প্রদর্শনে ক্রটি করিব না। ১২।

তং কামমূত্রান্নাগরিকজনসমবায়াস্ত প্রতিপদ্যেত ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। কামসূত্র গ্রন্থের অধ্যয়ন করিয়া এবং কাম-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নাগরিক জনগণের সমবায় বা বৈঠক হইতে এই কামতত্ত্ব শিক্ষা করিবে। ১৩।

ব্যাখ্যা। শাস্ত্রাধিকারী পুরুষ কামসূত্র হইতে জানিবে এবং শাস্ত্রে যাহা প্রদর্শন নাহি, সে ব্যক্তি নাগরিক-সমবায় হইতে কামতত্ত্ব বিদিত হইবে। ১৪।

এষাং (ক) সমবায়ৈ পূর্কঃ পূর্বো গরীয়ান ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। ধর্ম অর্থ কাম এই তিন বিষয়ের এককালে উপার্জন প্রয়োজন হইলে যাহা গুরুতর, তাহারই উপার্জন আগে করিবে। ১৪।

অর্থশ্চ রাজ্ঞঃ ॥১৫॥ তন্মূলদ্বাল্লোকযাত্রায়াঃ ॥১৬॥ বেণ্ডায়াশ্চ ॥

॥ ইতি ত্রিবর্গপ্রতিপত্তিঃ ॥

অনুবাদ। বাজার পক্ষে অর্থই গরীয়ান। কেননা, অর্থই লোকযাত্রা-

(ক) ভেষ্যমিতি পাঠান্তরম্।

নির্কাহের মূল । বেষ্ঠাগণের পক্ষেও অর্থ গরীয়ান্ । প্রেম বা কৃপাপরবশ
হইয়া অর্থীগণের উপায় পরিত্যাগ করা তাহাদিগের কর্তব্য নহে । ত্রিবর্ণ-
প্রাপ্তি এইরূপ । ১৫—১৭ ।

ধর্ম্মশালোকিকহানুদভিধায়কং শাস্ত্রং যুক্তম্ ॥ ১৮ ॥ উপায়-
পূর্ব্বকহাদর্থসিদ্ধেঃ ॥ ১৯ ॥ উপায়প্রতিপত্তিঃ শাস্ত্রাৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ । ধর্ম্ম - অলৌকিক, শাস্ত্রই ধর্ম্মতত্ত্বের উপযুক্ত প্রতিপাদক ।
অর্থপ্রাপ্তি উপায়-সাধ্য এবং সেই উপায় অর্থশাস্ত্র হইতেই জ্ঞাতব্য । (অতএব
শাস্ত্রপাঠেই অর্থার্জন্যের উপায়ও শিক্ষা করিতে হয়) । ১৮—২০ ।

ত্ৰিধাগ্যোনিষপি তু স্ময়ং প্রস্তুতহাং কামস্ত নিত্যহাচ ন
শাস্ত্রেণ কৃতমস্তীতাচাৰ্য্যঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ । ত্ৰিধাকৃ জাতিতেও কাম স্ময়ং উৎপন্ন হয়, ইহা নিত্য-সিদ্ধ
পদার্থ । কাজেই কাম জানিবার জন্য কোন শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়
না । ইহা আচার্য্যগণ বলেন । ২১ ।

সম্প্রয়োগপরাদীনহাং স্ত্রীপুংসয়োরুপায়মপেক্ষতে ॥ ২২ ॥

অনুবাদ । পুরুষ ও রমণীর মিলনাদীন বলিয়া কামও উপায়-সাপেক্ষ । ২২ ।
ব্যাখ্যা । যদিও ইহা আপনিই জন্মে, তথাপি সম্পূরণ বা ভোগ করা-
বিষয়ে উপায়ের অপেক্ষা করে, ক্ষমতারও আবশ্যকতা আছে । তাহাতে উপায়
অপেক্ষণীয় । ২২ ।

সা চোপায়প্রতিপত্তিঃ কামসূত্রাদিতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ । বাৎস্তায়ন বলেন,—সেই উপায়-শিক্ষা এই কামসূত্র-নামক
গ্রন্থ হইতে হইবে । (এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, সেই উপায়-শিক্ষা হয়) । ২৩ ।

ত্ৰিধাগ্যোনিষু পুনরনাস্তহাং স্ত্রীজাতেশ্চ ঋতৌ যাবদর্থং
প্রসূত্বৈববুদ্ধিপূর্ব্বকহাচ প্রসূত্বীনামনুপায়ঃ প্রত্যয়ঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ । গো প্রভৃতি তির্থাগৃহোনির স্থী জাতি অসংবৃত, প্রবৃত্তিও কেবল ঋতুকালে, তাহাও গর্ভ-গ্রহণার্থ, বুদ্ধি দ্বারাও তাহা নিয়ন্ত্রিত নহে—এই কারণে প্রত্যয়—শাস্ত্র-শিক্ষা কথায় নিষ্প্রয়োজন। টীকাকার বলেন,—প্রত্যয়—তাহা-দিগের স্থীপুরুষের যে মিলন—তাহাতে উপায়েব অপেক্ষা নাই। (অতএব শাস্ত্র সে স্থানে নিষ্প্রয়োজন) । ২৪ ।

ব্যাখ্যা । আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—যে প্রবৃত্তি পশু-পক্ষীতেও স্বাভাবিক, তাহার জ্ঞান মানবের শাস্ত্র-শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন। বাৎস্তায়ন পূর্বসূত্রে বলিয়াছেন শাস্ত্র-শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু পশুপক্ষী যে দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে কিছু বলা হয় নাই; এই স্থানে কথিত হইতেছে যে পশুপক্ষীর দৃষ্টান্ত নান্নবে পাটে না; তাহাব কারণ,—পশুপক্ষী স্থী-সংগ্রহে স্বভাবেরই অনুবর্তী। তাহাদিগের স্থী জাতি আবরণহীন, সাধারণতঃ কেবল ঋতুকালেই তাহাদিগের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন-নির্বাহ-পর্য্যন্তই তাহাদিগের প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তি-প্রসূত স্থায়ী ভাব তাহাদিগের নাই, বিশেষতঃ এই প্রবৃত্তির সহিত কোন পশু-পক্ষীরই কোন প্রকার উপায়-শিক্ষার সম্বন্ধ নাই, অতএব শাস্ত্র-শিক্ষা তাহাদিগের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হইলেও—মানবের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন নহে। মানব-জাতির সুাগণ লজ্জাবরণ এবং রক্ষার আবরণে সংবৃত, শিক্ষা-অনুসারে প্রবর্তিত। তাহারও কালকাল নাই, পরস্পরের তৃপ্তি-প্রদানে পরস্পরের যত্ন আছে, একটা স্থায়ী ভাব আছে, এতমূলক যে পূর্ণ সফলতা-লাভ তাহা উপায়সার্থী, উপায় জ্ঞান শাস্ত্র-শিক্ষা-সাধ্য। অতএব মানবের এতদ্বিষয়েও শাস্ত্র-শিক্ষা আবশ্যিক। (ত্রিবর্গপ্রতিপত্তির সহিত শাস্ত্রের ইহাই সম্বন্ধ—প্রতিপত্তি অর্থে গৌরব-প্রাপ্তি ও জ্ঞান) । ২৪ ।

(লৌকায়ত-মতম্)

অবতরণিকা । লৌকায়তিক মত কথিত হইতেছে---

ন ধর্ম্মাংশ্চরেৎ ॥ ২৫ ॥ এষ্যৎফলদ্বাৎ ॥ ২৬ ॥ সাংশয়িক
দ্বাচ্চ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ । ধর্ম্যাচরণ কর্তব্য নহে, কারণ তাহার ফল ভাবিদ্যাভ্যাগর্ভে নিহিত এবং তাহাও অনিশ্চিত । ২৫—২৭ ।

বাখ্যা । ত্রিবর্গ-স্বরূপ-লক্ষণাদিনর্দেশ, তাহার উপায়-নির্দেশ এবং তাহার সেবনীয়তা—ইতিপূর্বেই বাবস্থিত হইয়াছে, ইহা ত্রিবর্গপ্রতিপত্তির একটু দিক্,—আর একটা দিক্ আছে, তাহা বিপ্রতিপত্তি-নিরাকরণ ; বিপ্রতিপত্তি—বিরুদ্ধ বাদ । ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্ম্যবর্গই প্রধান ও প্রথম—ইহা ত্রিবর্গ-বাদীয় সিদ্ধান্ত, ত্রিবর্গবাদী লৌকায়তিকগণ ধর্ম্যবর্গের বিরোধী ;—এই ২৫ সূত্র হইতে ৩০ সূত্র পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের মত বর্ণিত ; ৩১ সূত্রে সেই মত নিরাকৃত হইয়াছে । কথিত আছে লৌকায়তিক মত রহস্যময় অমুরমোহনাথ প্রচার করেন, চাক্ষাক—তাঁহার শিষ্য ; এই কারণে এই মত বাইস্পত্য ও চাক্ষাক মত নামেও উক্ত হইয়া থাকে । সর্বদর্শনসংগ্রহে এই মতের সংক্ষিপ্তসার-সংগ্রহ আছে, কিন্তু তাহা নিতান্ত অপ্রচুর, বাৎস্তানুকৃত ছয়টি সূত্র যোগ্য করিলে, তাহার তাৎপর্য্য অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হয় । তাহা এই যে,—সামান্ততঃ বস্তু দ্বিবিধ—নিশ্চিত ও সাংশয়িক (অনিশ্চিত) ; যাঁহা প্রত্যক্ষগম্য তাহাই নিশ্চিত—যাঁহা অপ্রত্যক্ষ তাহা সাংশয়িক, অতএব প্রত্যক্ষট একমাত্র প্রমাণ, সংশয়চ্ছেদনে প্রত্যক্ষের ত্যায় শক্তি আর কোনরূপ জ্ঞানেরই নাই । অনুমান আছে, শব্দবোধ আছে, কিন্তু তাহা প্রমাণ নহে, কেননা তদ্বারা সংশয়চ্ছেদন হয় না । হঠকৈ পারে কোন স্থলে অনুমান বা শব্দ হইতে যে তথ্য-পরিজ্ঞান হয় তাহা যথার্থ ; এবং তাহা সংশয়চ্ছেদনে হেতু,—যৎ—রাম দেশে আছে কিনা, এই সংশয় উপস্থিত হইলে বাহির হইতে বাহ্যের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়াও নিশ্চয় করা হয়—ঐ যে রাম, অথবা বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াও রামের স্বদেশে স্থিতি নিশ্চয় হয় বটে, তাহা হইলেও ঐ নিয়ম সর্বত্র খাটে না ;—সংশয় যেখানে একটু অধিক সেখানে কণ্ঠস্বর শুনিবার পরও প্রত্যক্ষতঃ দেখিবার প্রয়োজন থাকে—বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শুনিলেও মনের ষট্কা যায় না মনে হয় ঐ ব্যক্তির হয় ত ভ্রম হইয়াছে, আমি যে জানি সে বিদেশে গিয়াছে—এবং অদ্য পর্য্যন্ত আসে নাই । সেই যে

বিপুল, তাহাকেও স্বীয় প্রত্যক্ষেরই সাক্ষ্য দিতে হইবে। স্বকৃত প্রত্যক্ষস্থলে
 ঐরূপ সংশয় থাকে না। যদি বল, রজ্জুতে সর্প-প্রত্যক্ষের স্থায় ভ্রমপ্রত্যক্ষ ভ
 হয়, তবে প্রত্যক্ষ, প্রমাণ কিরূপে ? ইহার উত্তর এই যে—উহা ভ্রম কিনা তাহার
 ঠনিয়ণও ত সাবধান প্রত্যক্ষ দ্বারাই হয়, অতএব প্রত্যক্ষই প্রকৃত সংশয়চ্ছেদক,
 এই জন্ত উহাই প্রমাণ। আকাশ, দেশাতিরিক্ত আত্মা, ঈশ্বর, স্বর্গ—এ
 সকল ত কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না,—আকাশ-কুমুমের স্থায় অলৌকিক না
 হইলেও সাংশয়িক ত নিশ্চয়ই,—কাজেই সাংশয়িক বস্তু ব্যবহার-ক্ষেত্রে
 আনীত হইতে পারে না, যাহা লইয়া ব্যবহার তাহাই পদার্থরূপে লোকা-
 যাতক মতে উক্ত। আত্মা, মন—পৃথক পদার্থ নহে, “কিতি জল
 ছেজ ও বায়ু ইহা হইতে দেহ উৎপন্ন,—এই সকল বস্তুর সংযোগ-বিশেষই
 শরীরের চৈতন্য ও চিন্তা-শক্তির উৎপাদক। পরলোক প্রত্যক্ষসিদ্ধ
 নহে, তাহার ভাবনায় ঐহিক ক্লেণ স্বীকার অকর্তব্য। যাহাতে ঐহিক
 অভ্যুদয় হয় তাহাই কর্তব্য। ইহকালে লভ্য যশঃ-প্রতিষ্ঠা, ভোগ এবং
 বিবিধ বিষয়ে উৎকর্ষের জন্ত উপায়-শিক্ষা ও তাহার অবলম্বন কর্তব্য ; ঐহিক
 দঃপ-পরিহার ও সুখ-প্রাপ্তির উপায়—অর্থ ও কাম বর্গের অন্তর্গত, তাহাই
 সেবা। ধর্ম্মাচরণ ঐহিকের উপযোগী নহে, অতএব তাহা নিশ্চয়োজন, পরলোকে
 ফল হইবে ইহা ত সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, ভবিষ্যতের গর্ভ অন্ধকার ময়। ২৭।

কৌ হাবালিশৌ হস্তগতং পরগতং কুর্ঘ্যাৎ ॥ ২৮ ॥

প্ৰত্নবাদ। নিষোধ না হইলে কোন ব্যক্তি স্বীয় হস্তগত বস্তুকে পরহস্ত-
 গত করে ? ২৮।

বাণ্য। আপনার হস্তগত ধন ভবিষ্যতে ভোগের জন্ত পরহস্তে রাখিলে
 অনেকস্থলে প্রয়োজন-মত তাহা লাভ করা যায় না—একেবারেই ভোগে
 আসে না এমনও হয়,—নিজের উপস্থিত ধন পরকালে ভোগ করিবার আশায়
 ব্যয় করাও তজ্জপ। অতএব যাহার একটুও বিবেচনা-শক্তি আছে সে
 কি এই প্রকার কার্য্য করে ? ২৮।

বরমদ্য কপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ । আগামী দিবসের ময়ূর চটতে অদ্য পারাবত-লাভও ভাল । ২৯।

ব্যাখ্যা । ধর্ম-জনিত সুখ অনিশ্চিত হইলেও তাহা ঐহিক সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যদি সেই দুর্লভ সুখ লাভ হয়—এই আশায় ধর্মোচরণ ত চটতে পারে—এই আশঙ্কায় তাঁহারা ‘অদ্য-কপোতীয়’ স্থায় প্রদর্শন করিতেছেন । পারাবত ও ময়ূরযুক্ত স্থানে একটি পক্ষী ধরিবার অনুমতি-প্রাপ্ত শাকুনিক—প্রথম দিনে পারাবত পাইয়াছে, তাহার সঙ্গী বলিল—ঐ পারাবতটা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্—চেষ্টি করিয়া কল্য ময়ূর ধরা যাইবে । তখন শাকুনিকের কথা “বরমদ্য কপোতঃ শ্বো ময়ূরাৎ” ময়ূর পাইব, এই আশায় থাকা অপেক্ষা অদ্য এই পারাবতেই সম্ভূষ্ট হওয়া ভাল । কারণ কল্য ময়ূর না পাইতেও পারি, অধিকন্তু কল্য পারাবতও পাইব না এমনও হইতে পারে । ২৯ ।

বরং সাংশয়িকান্নিস্কাদসাংশয়িকঃ কার্ষাপণঃ ॥ ৩০ ॥ ইতি

লৌকায়তিকঃ ॥

অনুবাদ । অনিশ্চিত নিক্স অপেক্ষা নিশ্চিত কার্ষাপণও ভাল, ইহা লৌকায়তিক সম্প্রদায় বলেন ।

ব্যাখ্যা । নিক্স—স্বর্ণমুদ্রাবিশেষ, কার্ষাপণ সাড়ে তের তোলা তাম্র,—উৎকালে ইহা এক প্রকার তাম্র-মুদ্রা ছিল । নিক্স পাইব কিনা সংশয়, কিন্তু কার্ষাপণ-প্রাপ্তি নিশ্চিত, এ স্থলে নিশ্চিতকে উপেক্ষা করিয়া অনিশ্চিতের জন্য বসিয়া থাকা উচিত নহে, অতএব অনিশ্চিত কাল্পনিক উৎকৃষ্ট পারলৌকিক সুখের আশায় অর্থ-ব্যয় না করিয়া—সেই অর্থবাঘে ইহলোকে যতটুকু আনন্দ ভোগ হয় তাহাই কর্তব্য । কেহ পরদুঃখ-কাতর হও ত—সেই অর্থে পবকীয় ঐহিক দুঃখ যোচন কর, পরের সুখে নিজে সুখী হও, এমন কেহ থাক ত পরের ঐহিক সুখের জন্য ব্যয় কর—তাহাতে চার্বাক-সম্প্রদায়ের আপত্তি থাকিবে না,—ফলতঃ অর্থার্জন অর্থবর্জন কর্তব্য, ঐহিক সুখের জন্য অপ্রধান সামান্য কাম ও প্রধান কাম—উভয়বিধ কাম-ভোগার্থ যে ব্যয়

তাহা করা অর্থের সার্থকতা ; কিন্তু অনিশ্চিত পরলোক-সুখার্ণ বায় করা উচিত নহে,—উপবাসাদি শারীরিক দুঃখজনক কৰ্ম্মও কৰ্ত্তব্য নহে। সংকল্পেও মাহুষের বাসন উপস্থিত হয়, সাঙ্খিক ভাব থাকে না, বাহ্যহরি লইবার প্ররুতি হয়। এক প্রতিবেশী অর্থের আধিক্য ও স্বাভাবিক সংপ্রদান-বশে কোন যাগযজ্ঞে বা দুর্গোৎসবে প্রচুর বায় করিল এবং তজ্জন্ত তাহার উচ্চ-ভাবে প্রশংসা হইল,—তাহা দেখিয়া অপরের সেইরূপ প্রশংসা লাভে উৎকট আকাঙ্ক্ষা হইল—এবং সংকর্ষা করিতে প্ররুত হইল—সেই সংকর্ষণে যতটা বায়-সম্পাদন করিবার তাহার উপযুক্ত শক্তি আছে, তাহা অশেষাও হয় ত অধিক বায় হইয়া গেল, এই প্রশংসালভের আশায় যে সাধ্যাতীত বায়ে সংকর্ষ-পরাদেশ তাহা সংকল্পের বাসন বলিয়াই বিবেচিত। এখন যেমন কাউন্সিলে মেদার হইবার জন্য অনেক বাবুই ‘ফতুর’ হইতেছেন, তখন তেমনই যাগযজ্ঞেব জন্ত অনেক ‘ফতুর’ হইতেন,—ঋহারা স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্ররুতিতে এরূপ ‘ফতুর’ হইতেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা খুবই অল্প, ঋহারা ‘দেখাদেখি’ বাদ করিয়া ফতুর হইতেন তাঁহাদিগের সংখ্যা খুব অধিক। এই জন্ত এবং অজ্ঞানতার কারণে কৰ্ম্মবাদের প্রতিকূলে মতবাদ সৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে চাকাকমত সেই সময়ে অধিক লোকপ্রিয় হয়। ইহা নব্যমত। নব্যমত ও অনুরমোহনার্থ এই মতের সৃষ্টি, এই প্রাচীনমতের সমন্বয় এই যে, ঋহারা কেবল দেখাদেখি প্রশংসা লাভোদ্দেশ্যে কৰ্ম্ম করিত—তাহারা অনুর-ভাবাপন্ন, অতএব অনুর, এই মতে তাহারাই মৃত হইয়াছিল ; ঋহারা দেব-ভাবাপন্ন সাঙ্খিক, তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম্মভাগ করেন নাই,—এই জন্ত এই মত অনুর-মোহনার্থ ইহা অসঙ্গত নহে। ইহার আর্যতি বা উত্তর কালও ইহলোকেই, অথবা ইহলোক লইয়াই ইহার বিস্তার—এরূপ মতবাদ ঋহারা পোষণ করে, তাহাদিগের সংজ্ঞা লৌকায়তিক। এই মতের প্রবর্ত্তয়িতা বৃহস্পতি, ইহা পুঙ্কেই কথিত হইয়াছে। ইহাই সংক্ষিপ্ত লৌকায়তিক মত। ধর্ম্মের অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করাতে—ধর্ম্মের অপ্রামাণ্য স্থাপিত হইল,—ধর্ম্ম লইয়া যে ত্রিবর্গ তাহাতে ইহা বিপ্রতিপত্তি বা বিরুদ্ধবাদ, কারণ ত্রিবর্গ মাত্রই এই মতে প্রমাণ। অতঃপর অর্থবর্গ ও কামবর্গে এক এক

করিয়া বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শিত হইবে,—এই বিপ্রতিপত্তি-নিরাকরণও সঙ্গ
সঙ্গে আছে। ইহার পর সূত্রেই ধর্ম্যবিপ্রতিপত্তি বা লোকায়তিক মতবাদের
মূলতঃ খণ্ডন আছে। ৩০ ।

শাস্ত্রস্থানভিশক্ষ্যাদভিচারানুব্যাহারয়োশ্চ কচিং ফলদর্শনানক্ষত্র-
চন্দ্র-সূর্য্য-তার্য্য-গ্রহ-চক্রস্ত লোকার্থং বুদ্ধিপূর্ব্বকমিব প্রযুক্তেন্দর্শনা-
ধর্মাশ্রমাচারস্থিতিলক্ষণত্বাচ্চ লোকযাত্রায়া হস্তগতস্ত চ বীজস্ত
ভবিষ্যতঃ শস্ত্রস্থার্থে ত্যাগদর্শনাচ্চরেন্দর্শনানিতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ । শাস্ত্র সংশয়যোগা নহে অর্থাৎ বিদ্যাস্ত্র, অভিচার ও শাস্ত্র-
কার্যে বিশেষ স্থলে প্রত্যক্ষ ফল ; নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, তার্য্য ও গ্রহ চক্রের বুদ্ধি-
পূর্ব্বক প্ররস্তির দ্বায় দৃশ্যমান প্ররতি, বর্ণাশ্রমাচার-পালন, লোকযাত্রার পোষ্য
এবং হস্তগত শস্ত্র-বীজের ভবিষ্যৎ ফলের আশায় ভূতলে নিক্ষেপ দৃষ্ট হয় ;—
এই সকল হেতুবাদে ধর্ম্মাচরণ করিবে, ইহা বাৎস্তায়ন বলেন। ৩১ ।

বাখ্যা । শাস্ত্র আপ্তবাক্য, তাহা সংশয়যোগা নহে,—তাহাতে প্রামাণ্য-
সংশয় হওয়া উচিত নহে, আপ্তবাক্য বলিয়াই শাস্ত্র বিদ্যাস্ত্র ; শাস্ত্র যে প্রমাণ,
অর্থাৎ বিদ্যাস্ত্র, তাহার প্রমাণ,—প্রত্যক্ষ ফল,—যেখানে শ্রদ্ধালু যজমান, যোগ্য
পুরোহিত এবং কর্ম্মের অঙ্গ দ্রব্যাদি বিহীন সেই স্থলে মারণ উচ্চাটনাদি কাহ্ন
ও শাস্ত্রস্বস্তায়নের ফল ইহকালেই প্রত্যক্ষ হয়। কেবল ইহাই নহে,—পবন
চন্দ্র সূর্য্য মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ এবং আশ্বিনাদি নক্ষত্র—এতৎ-সমবহিত যে
খগোল—বা রাশিচক্র—তাহা অচেতন, কিন্তু তাহার গতি—সচেতনের দ্বায়—
আছে, সেই গতি বিজ্ঞান-শাস্ত্র হইতে জানা যায়,—গ্রহণ, গ্রহযুদ্ধ, ক্ষেত্রেভেদ
ইত্যাদি জ্যোতিষশাস্ত্র যেমন যেমন নির্দেশ করিয়াছেন—ফলে তাহাই দেখা
যায়, আর এই চন্দ্র-সূর্য্যাদির সন্নিবেশ জাতকের যে ফল শাস্ত্রে নির্দিষ্ট, তাহাই
ঘটিয়া থাকে, ইহা দেখা যায়। আর এই যে চন্দ্রসূর্য্যাদির সন্নিবেশ-সূচিত বিভিন্ন
বাক্তর বিভিন্ন ফল—যাহা পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্মের ও বশুস্তাবা পারণাম—তাহা
শাস্ত্রের ও পূর্ব্বজন্মার্জিত ধর্ম্মাবশ্মের বিশিষ্ট প্রমাণ। অতএব বিবিধ প্রত্যক্ষ

কল দর্শনে যে শাস্ত্রের প্রামাণ্য অব্যাহত,—সেই শাস্ত্র অবিশ্বাস্য হইতে পারে না—সেই শাস্ত্র-প্রমাণে ধর্ম্ম আচরণীয়। যে চার্মাক-নলভুক্ত, তাহারও বেদাদি শাস্ত্রাবলম্বন ব্যতীত উপায় নাই, কারণ তাহা হইলে মানব সমাজ বিশৃঙ্খল ও বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে : শাস্ত্রে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আছে—তাহাই মানব সমাজরক্ষার একমাত্র উপায়, যদি অর্থ ও কামই পুরুষার্ধ হয়—ধর্ম্ম যদি বলপূত হয়, তাহা হইলে—পরস্তী-হরণ, পরজবা-হরণ, গুপ্তহত্যা এ সকল ত অনিবার্য হইয়া উঠে। রাজদণ্ড মানবের অন্তঃকরণ শাসিত করিতে পারে না, পাপভয় এবং ধর্ম্মে অনুরাগ, ইহাই অন্তঃকরণকে শাসিত বা বিশুদ্ধ করে। যে ব্যক্তি যে ধর্ম্মই অবলম্বন করুক না—তাহার লৌকিক শৃঙ্খলা-স্থাপন বেদাদি শাস্ত্র-প্রদর্শিত পদ্ধতি ব্যতীত অন্তরূপে হয় না। এই জন্ত বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন,—হে বোদ্ধ ! তোমরাও বেদাদিমূলক আচারের অনেকাংশ অনুবর্তন করিতে বাধ্য হও। আমরা দেখিতেছি, পৃথিবীর এমন কোন সভ্য মানব-সমাজ নাই—যেখানে বেদাদিমূলক আচারই অল্প-বিস্তর প্রচলিত নহে।

বেদাদি অর্থে—সাক্ষবেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন। বেদের অঙ্গ ছয়টি—বর্ণাদি শিক্ষা-প্রদ শিক্ষাগ্রন্থ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-শিক্ষাপ্রদ কল্পগ্রন্থ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বৈদিক অভিধান) জ্যোতিষ ও হুদঃ। ইউরোপ প্রভৃতি দেশেও বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র-মূলক বহু আচার বিদ্যমান ; বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রমূলক বলিবার কারণ এই যে—বেদই পৃথিবীর আদি ধর্ম্মগ্রন্থ। অন্ততঃ ইহা অপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্ম-গ্রন্থের অস্তিত্ব বিরুদ্ধবাদীরাও প্রমাণ করিতে পারে না। আর এই বেদ ও বৈদিক ভাষার প্রভাবে সমগ্র পৃথিবী আলোকিত। অতএব বেদাদি শাস্ত্রের প্রভাবে মানবসমাজ রক্ষিত—সমাজের শৃঙ্খলারক্ষার্থও বেদাদি-উপাদিষ্ট ধর্ম্ম আচরণীয়। আর যে বলিয়াছে—“ভবিষ্যৎ কালের আশায়া হস্তগত অর্থ ভাগ্য নিরোধক না হইলে করে না”—ইহাও একান্ত প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ, তুমি অর্থ-নামবাদী—তুমি কি এ কথা বলিতে পার ? তোমার অনুমোদিত ঋষিকর্ম্ম—ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হয়, হস্তগত শস্যবীজ হাতে করিয়া মাটিতে ছড়াইতে হয়—কেন, ভবিষ্যতে অধিক শস্য পাইবে এই আশাতেই ত ? কিন্তু সকল

সময় কি তাহা হয়? অতিরুষ্টি আছে, অনারুষ্টি আছে—আরও কত উপদ্রব আছে তথাপি ভবিষ্যতের আশায় হস্তগত দ্রব্য ত্যাগ করা হয়, এইরূপ কুসীল ও পশুপালনে ভবিষ্যতের আশায় বর্তমান অর্থ ত্যাগ করা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব ভবিষ্যতের আশাতে বর্তমানে ব্যয় বা দৈহিক ক্রেশ-ভোগ করা না হইলে অর্থ কামও চলে না—সংসার চলে না, ভবিষ্যৎ ফলে সন্দেহ থাকিলেও কৰ্ম্মপ্রবৃত্তি বতস্থ'লই দেখা যায়;—কেবল, যে কৰ্ম্ম ভবিষ্যতেও নিফল বলিয়া নিশ্চিত. তাহাতেই লোকে প্রবৃত্ত হয় না। ধৰ্ম্মা, যে নিশ্চিত নিফল ইহা ত তুমিও বলিতে পার নাই,—তুমি বলিয়াছ না হয় সাংশয়িক—আমি দেখাইতেছি সাংশয়িক ভাবিয়া ফলে তোমাদিগকেও প্রবৃত্ত হইতে হয়, সুতরাং ধৰ্ম্মাচরণ-নিবারণে তোমার ঐ সকল যুক্তি একেবারেই অনুপযুক্ত। অতএব বাৎসায়ন এই স্বত্রে ধৰ্ম্মো বিপ্রলিপ্যতি খণ্ডন করিলেন। ৩২।

(কালকারণিকমতম্)

অবতরণিকা। গাছারা কালকেই কারণ বলেন, তাঁহাদিগের মত কথিত হইতেছে,—

নার্থাংশ্চরেৎ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। অর্থবর্গের আচরণ করিবে না। ৩২।

ব্যাখ্যা। অর্থের অর্জন ও বর্দ্ধন অর্থবর্গেরই অন্তর্গত। তাহার আচরণ অর্থে—তাহার জ্ঞাত যত্ন। গোভূ-হিরণ্যাদির অর্জন ও বর্দ্ধনে যত্ন করা নিরর্থক। ৩২।

প্রযত্নতোহপি হেতদনুষ্ঠীয়মানা নৈব কদাচিৎ স্মৃঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। (কারণ) প্রযত্ন সহকারে আচরণ করিলেও কোন সময়ে তাহা হয় না। ৩৩।

ব্যাখ্যা। অল্প যত্ন নহে—প্রাণপণ যত্ন করিলেও অর্থের অর্জন ও বর্দ্ধন হয় না, এমন সময়ও দেখা যায়। ৩৩।

অননুষ্ঠীয়মানা অপি যদৃচ্ছয়া ভবেয়ুঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ । (পক্ষান্তরে) আচরণ না করিলেও কোন সময় যদৃচ্ছাক্রমে তাহা হইয়া যায় । ৩৪ ।

ব্যাখ্যা । কিন্তু এমন সময়ও দেখা যায়, যখন বিনা যত্নে আকস্মিকভাবে অর্গের অর্জন ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ৩৪ ।

তৎ সর্ব্বং কালকারিতমিতি ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ । অতএব তৎসমস্তই কালকারিত ।

ব্যাখ্যা । প্রযত্ন করিলেও অর্থ-অর্জনাদি হয় না, প্রযত্ন না করিলেও হয়, ইহা যখন দেখা যাইতেছে, তখন যত্ন অর্থ-অর্জনাদির কারণ নহে ; কিন্তু অর্থ-অর্জনাদি যখন কার্য্য, তখন তাহার কারণ ত আছে—যত্ন কারণ না হইলে কে কারণ হইবে ? এই জিজ্ঞাসাও মনে স্বতঃই উপস্থিত হয় । তাহার উত্তর —‘কালই তৎসমস্তের কারণ ।’ মূলস্থ ‘ইতি’ শব্দ হেতু অর্থে ব্যবহৃত ; যেহেতু যত্নসম্বন্ধেও কোন সময়ে অর্থার্জনাদি হয় না এবং কোন সময়ে যত্ন না থাকিলেও হয়—এই হেতু কালকে—সময়কেই অর্থার্জনাদির কারণ বলিয়া নিশ্চয় করাই যুক্তিযুক্ত । ৩৫ ।

কাল এব হি পুরুষানর্থানর্থয়োজয়পরাজয়য়োঃ সুখদুঃখয়োশ্চ
স্থাপয়তি ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ । কালই পুরুষকে অর্থ-অনর্থ, জয়-পরাজয় ও সুখ-দুঃখাদি অবস্থায় স্থাপিত করে । ৩৬ ।

কালেন বলিরিদ্ভং কৃতঃ কালেন ব্যবরোপিতঃ কাল এব পুন-
রপোনং কৰ্ত্তেতি কালকারণিকাঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ । কালই বলিরাজকে ইন্দ্র করিয়াছিলেন, কালই আবার তাঁহাকে ইন্দ্রপদ হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন, আবার কালই তাঁহাকে পুনরায় ইন্দ্র করিবেন । ইহা কালকারণিকগণের মত । ৩৭ ।

ব্যাখ্যা । বলিরাজের কথা উদাহরণস্বরূপ ; ফলতঃ কালই সকলের উন্নতি-অবনতির কারণ, যত্ব অনাবশ্যক । কালকারণিক—কেবল কালকারণ-বাদী সম্প্রদায় এই মত পোষণ করেন । মানুষ হতাশ হইয়া শেষে এই মত গ্রহণ করে, আত্মাদিগের দলেরও এখন প্রায় এইরূপ অবস্থা, অনেক সময়ে কালিকালের উপর সকল অনর্থের কর্তৃত্ব চাপাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া থাকি । ইহা কিন্তু সিদ্ধান্ত নহে—সিদ্ধান্ত-প্রাপনার্থ পরবর্তী সূত্রদ্বয় করা হইয়াছে । ৩৭ ।

পুরুষকারপূর্ব্বকত্বাৎ সর্ব্বপ্রযুক্তীনামুপায়ঃ প্রত্যয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ । সকল প্রযুক্তিই পুরুষকারমূলক বলিয়া (অর্থ বিষয়ে) উপায়—উদ্যম কারণ বটেই । ৩৮ ।

ব্যাখ্যা । প্রযুক্তি—অর্থক্ষে অর্জনাদি, ধর্ম্মক্ষে যজ্ঞাদি, কামক্ষে স্নান-গ্রহাদি ; সকল প্রযুক্তির মূলেই পুরুষকার বর্ত্তমান ; পুরুষকার—পুরুষের প্রযত্ন ; তদ্ব্যতীত কিছুই হয় না । অতএব অর্থবিষয়েও উদ্যম—প্রযত্ন কারণ । তবে এই কারণ প্রত্যয়সংজ্ঞক—একমাত্র কারণ নহে ; অপর অপর কারণের প্রতি আভিযুখো ইহার ‘অর’ গতি হইয়া থাকে ; অর্থাৎ অন্তান্ত কাৰ্য্য কার্য্যভিমুখ হইলে, এই কারণ তাহার সহিত মিলিত হইয়া কাৰ্য্য সম্পাদন করে । যদি বল, তাহা হইলে ইহাকে কারণ না বলিলেই ত হয়, সেই সকল কারণেই কাৰ্য্য হয়, ইহা স্থির করাই ত উচিত । তাহার উত্তর—‘পুরুষকার-পূর্ব্বকত্বাৎ’ ইত্যাদি প্রথমাংশে আছে । প্রযত্নকে বাদ দিলে চলিবে না, কাৰ্য্যমাত্রেয় মূলেই পুরুষকার আছে—তবে দৈব ও কালের আনুকূল্য না হইলে পুরুষকার বিফল হয়,—কিন্তু বিনা পুরুষকারে—কালও—কিছুই স্রবিত্তে পারেন না । এই যে বলিরাজ ইন্দ্র হইয়াছিলেন—তাহাকে তাহার পুরুষকার কি অল্প ছিল ?—ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় করা সহজ পুরুষকার ? তাহার পর সেই বলি রাজের যে ইন্দ্রপদ হইতে বিচ্যুতি—তাহার মূল ইন্দ্রের পুরুষকার, অদিতির পুরুষকার, সেই পুরুষকার বিষ্ণুর আরাধনায় অভিযুক্ত । বিষ্ণুর পুরুষকারও তাহার মূলে আছে ;—

বলির নিকট বামনরূপে ত্রিপাদ-ভূমি-ভিক্ষা ও চরণ দ্বারা স্বর্গমর্ত্য পাতাল অবরোধ সেই পুরুষকার। পুনরার যে বলি ইন্দ্র প্রাপ্ত হইবেন—তাহার নূনও বলির অসামান্য পুরুষকার—ভগবদাধনা বিদ্যমান। অতএব পুরুষকার ব্যতীত কেবলমাত্র কাল হইতে কোন কার্যই হয় না। এইজন্য শাস্ত্রে আছে—

“দৈবং পুরুষকারঞ্চ কালঞ্চ পুরুষোত্তম ।

ত্রয়মেতন্নুয্যাগাৎ পিণ্ডিতং স্ত্রাৎ ফলাবহম্ ॥

কুষেবুষ্টিসমায়োগাৎ দৃশ্যন্তে ফলশালয়ঃ ।

তে তু কালে প্রদৃশ্যন্তে নৈবাকালে কথঞ্চন ॥”

কষণ বর্ষণ ও হেমন্তকাল তিনটি মিলিয়া যেমন শালিধান্ত সম্পাদন করে—সকল কার্যেই সেইরূপ পুরুষকার দৈব ও কালকে মিলিতভাবে কারণ স্থির করিবে। অতএব অর্থাজ্ঞানাদি বিষয়েও প্রযত্ন—পুরুষকার অবশ্যক। সেই পুরুষকার তখনই নিফল হয়—যখন দৈব ও কালের সহায়তা প্রাপ্ত না হয়। ৩৮।

অবশ্যস্তাবিনোহপার্থস্তোপায়পূর্ব্বকদ্বাদেব ন নিষ্কর্মাণো ভদ্র-
মন্তীতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। অবশ্যস্তাবী অর্থও উপায়সাধ্য বলিয়াই নিষ্কর্মা পুরুষের কল্যাণ হয় না—ইহা বাৎস্তায়ন বলেন। ৩৯।

ব্যাখ্যা। দুই ব্যক্তিই খুব উদ্যম করিতেছে, উদ্যমশীল দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তির অর্থ লাভ হইল—অপর ব্যক্তির উদ্যম বার্থ হইল—এমন স্থলে বুঝিতে হইবে—যাহার উদ্যম সফল হইল—তাহার অর্থলাভ অবশ্যস্তাবী ছিল,—অর্থাৎ দৈব তাহার অর্থলাভে অচ্যুত ছিল,—তাহা হইলেও তাহাকে উদ্যম করিতে হইয়াছে। অতএব বাৎস্তায়ন বলেন, নিষ্কর্মার কল্যাণ লাভ হয় না, “নহি সুপ্তস্ত দিহন্ত্য প্রবিশস্তি যুগে যুগাঃ”। এই নিষ্কর্মা শব্দ সংসারীর ব্যবহার্য সহজ অর্থে প্রযুক্ত। আত্মার যে পারমার্থিক নিষ্কর্মাভাব তাকে পূরক। ৩৯।

(অর্থচিন্তকমতম্)

অবতরণিকা। অর্থনীতিজ্ঞগণের মত কথিত হইতেছে,—

ন কামাংশ্চরেৎ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। কামবর্গের আচরণ করিবে না। ৪০।

বাখ্যা। আচরণ—সেবা,—কামবর্গ-সেবা কর্তব্য নহে। ৪০।

ধর্ম্মার্থয়োঃ প্রধানযোরবমন্তেষাঞ্চ সত্যং প্রতীকিত্বাৎ—অনর্থ-জনসংসর্গমসদ্বাসায়মর্শোচমনায়তিকৈতে পুরুষস্ত জনয়ন্তি ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। কারণ—কামবর্গ—প্রধান ধর্ম্মের, প্রধান অর্থের এবং অল্প অনিন্দিত ধর্ম্ম ও অর্থের বিরোধী;—অসৎ-সংসর্গ, অসৎকার্য্যানুরাগ, অশুচিতা এবং পরিণামে দুঃখ—কামবর্গ হইতেই হইয়া থাকে। ৪০।

বাখ্যা। প্রধান ধর্ম্ম যোগবলে আত্মদর্শন;—যাহার কাম-সেবা থাকে তাহার পক্ষে সেই যোগ কখনই ঘটে না,—অতএব কামবর্গ তাহার বিরোধী, প্রধান অর্থ—বিদ্যা এই কারণে অর্থ-পরিচালনার সূত্রে বিদ্যাই প্রথম অনিন্দিত। বিদ্যাজ্ঞান-সময়ে ব্রহ্মচর্য্য বিধিত, কামবর্গ, ব্রহ্মচর্য্য-বিরোধী, অতএব তাহা বিদ্যার বিরোধী। (১ অধি ৬ সূত্রে দৃষ্টব্য) শ্রাদ্ধ, কৃচ্ছ্রাঙ্গাদি এই সকল যে ধর্ম্ম,—কামবর্গ তাহারও বিরোধী, শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে ব্রহ্মচর্য্য বিধিত; বামদেব্য ব্রতে কাম-সেবা আছে বটে, কিন্তু সে ব্রত অনিন্দিত নহে—লোক-বিরুদ্ধ। হিরণ্য ভূমি প্রভৃতি পৈতৃক অনিন্দিত অর্থও লম্পটদিগের অপব্যয়িত হয়, অতএব কামবর্গ তাহারও বিরোধী; আঢ্য পত্নীর উপপত্যে গর্জিত অর্থ অনিন্দিত নহে—সুতরাং কামবর্গ তাহার বিরোধী না হইলেও—এই সূত্রে তাহার বাব থাকায়—কোন দোষ হইতেছে না। লম্পটের বেণ্ডাদি-অসৎসংসর্গ, পারদার্থ্য প্রভৃতি অসৎ-কার্য্যে অভিরতি, শুক্লশোণিতাদি-স্পর্শ হেতু অশুচিতা এবং পরিণামে গণিকা-গৃহে অর্দ্ধচন্দ্র-লাভ প্রভৃতি দুঃখ—এই কাম-সেবাই আনিয়া দেয়। পরিণামে দুঃখ শব্দটি মূলোক্ত অনায়তি শব্দের অনুবাদ স্থলে ব্যবহার করিয়াছি।

আরতি উত্তরকাল বা পরিণাম, তাহার অপকৃষ্টতাই—অনায়তি শব্দের যৌগিক অর্থ। জয় মঙ্গলা টীকাকার (কেহ কেহ ষাঁহাকে ভাষ্যকার আখ্যা দিয়াছেন) এই সূত্রটির ব্যাখ্যা অন্তরূপ করিয়াছেন ;—তাহার ভাবার্থ ; ধর্ম ও অর্থবর্ণ—কামবর্ণ অপেক্ষা প্রধান,—কামবর্ণ সেই ধর্ম ও অর্থের বিরোধী,—এবং অন্য যে সকল জ্ঞান-বুদ্ধ ও তপোরুদ্ধ সজ্জন—ভাঁহাদিগেরও বিরোধী,—ভাঁহাদিগের আচারও কামাচরণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ; এই হেতু এবং অসংসর্গাদির কারণ বলিয়া কাম-সেবা কর্তব্য নহে। এই ব্যাখ্যায় আমরা সন্দেহ না হইয়া ভাগ্য করিতে পারা হইয়াছি, অসন্তোষের কারণ এই যে, সূত্রে ‘অন্তেষাং’ পদটি ঐ ব্যাখ্যায় সঙ্গত হয় না, ‘সত্য’ এই শব্দের ‘সৎ’ পদ যদি সজ্জন অর্থে প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে ‘অন্তেষাং’ কেন ? মানব যে ধর্ম ও অর্থ হইতে অন্য, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। আর এক কথা কাম যে সজ্জনগণের বিরোধী, তাহার কারণও ত ধর্ম ও অর্থের সহি বিরোধ,—মুতরাং ধর্মার্থের বিরোধিত্ব কীর্তনের পর সজ্জনবিরোধিত্ব-কথন নিম্প্রয়োজন। আর কামবর্ণ যে সর্বাধিক ধর্ম ও সর্বাধিক অর্থের বিরোধী, তাহাও নহে, উপরি কথিত ব্যাখ্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে—“বামদেব্যত্রত ধঃ হইলেও তাহা কামসেবার বিরোধী নহে, ঔপপত্ত্যও অর্থের হেতু হইয়া থাকে। অতএব প্রকারান্তরে সূত্রব্যাখ্যা সাধিত হইল। ৪১।

তথা প্রমাদং লাঘবমপ্রত্যয়মগ্রাহ্যতাক ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। তেমনই প্রমাদ অর্থাৎ হিতাহিত বিচারশূন্যতা (টীকাকারমতে, দেহপাত) এবং মানের লাঘব হয়, অবিদ্যাস্থতা ও অগ্রাহ্যতা কামবর্ণই ঘটাইয়া দেয়। ৪২।

ব্যাখ্যা। যেরূপ পূর্বসূত্রকথিত দোষ কাম হইতে উদ্ভূত হয়, সেইরূপ প্রমাদাদি দোষও হইয়া থাকে—কামপরতন্ত্র ব্যক্তি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, তাহার ‘ওজন’ কমিয়া যায়, লোকের নিবট সে অবিদ্যাসী ও হেয় হইয়া থাকে। ৪২।

বহুবল্য কামবলগাঃ সগণা এব বিনব্দাঃ আয়ন্তে ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। ইহাও শুনা যায়, বহু ব্যক্তি কামের বলবন্তী হইয়া সদলে বিনষ্ট হইয়াছে। ৪৩।

যথা দাণ্ডক্যো নাম ভোজঃ কামাদ্ভ্রাঙ্গণকণ্ঠামভিন্নমানঃ সবন্ধু-
রান্দে। বিনাশ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ। যথা—ভোজবংশীয় দাণ্ডক্য কামবশে ভ্রাঙ্গণকণ্ঠকে স্বভোগ্য
বরিয়া (তৎপ্রতি অত্যাচার করিয়া) দমন ও রাষ্ট্রদহ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ৪৪
ব্যাখ্যা। এই সূত্রটি কোটিলীয় অর্থনীতিতেও আছে। জয়মঙ্গল
টীকাতে আছে,—‘এই দাণ্ডকের বিধ্বস্ত রাজাই দণ্ডকারণ্য।’ কিন্তু
পুরাণ ও রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়,—দণ্ডক ইক্ষ্বাকুর পুত্র, দাণ্ডক্য নহেন,
তিনি শুক্রাচার্য্য-দুহিতার প্রতি অত্যাচার করায় শুক্রাচার্য্যের অভিসম্পাতে
বংশ ও রাজ্যসহ বিনষ্ট হন। সেই রাজ্য উত্তরকালে দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত
হয়। রামায়ণাদির উক্তিকে অব্যাহত রাখিতে হইলে বলিতে হয়—ভোজ-
বংশীয় দাণ্ডক্য পৃথক ব্যক্তি, তাহার চরিত্রের সহিত ইক্ষ্বাকুপুত্র দণ্ডকের
চরিত্রের সাম্য থাকিলেও দাণ্ডকের রাজ্য—দণ্ডকারণ্য নহে,—সে রাজ্য—
বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; এই উক্তিই সত্যে প্রতিষ্ঠিত; কারণ ভোজবংশের
উল্লেখ রামায়ণে নাই, ভোজ নামে প্রসিদ্ধ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভোজের উৎপত্তি
ত্রৈলোক্য নহে—দ্বাপর যুগে তাঁহার উৎপত্তি। সেই ভোজবংশীয়ের বিধ্বস্ত
রাজ্য—দণ্ডকারণ্য হইলে সেই ভোজের পুংসবন্তী স্ত্রীরাঃ মর তথাঃ অবস্থিত
অসম্ভব হইত। ৪৪।

দেবরাজশ্চাহল্যামতিবলশ্চ কীচকো দ্রোপদীঃ রাবণশ্চ সীতা-
মপরে চাত্রে চ বহবো দৃশ্যন্তে কামবলগা বিনব্দা ইত্যর্থাচ্চতুকাঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যাতে অভিগমন এবং গতিবল কীচক
দ্রোণদৈকে ও রাবণ সীতাকে কামবশে আকৃত করিতে গিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া

ছিল এবং আরও অনেকে কামবশবহী হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থ-চিন্তকেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। ৪৫।

ব্যাখ্যা। পূর্বসূত্রে যে ‘অভিগম্যমানঃ’ আছে এই স্বত্রে তাহার অনুবৃত্তি আছে, এই অভিমান অর্থে স্বতোগ্যা করা। আর—ধাতুর উত্তর যে শানচ-প্রত্যয় আছে, তাহার অর্থ-মধ্যে ক্রিয়াসমাপ্তি এবং তাহার উদ্যোগ—উভয়ই নিহিত। অরপাকের আরম্ভ সময়েও পচতি প্রয়োগ হয়—সমাপ্তি যে মণ্ডগালন সে সময়েও পচতি প্রয়োগ হয়। তদনুসারে ‘অহলাঃ’ এই শব্দে—‘স্বতোগ্যা করা’—এই কার্যটি সমাপ্ত, এই জন্য অনুবাদে ‘অভিগম্যমানঃ’ এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আর “দ্রৌপদীঃ” “সৌভাঃ” এই দুইশব্দে—তাহার উপক্রম বা উদ্যোগ বুঝিতে হইবে। ‘অর্থচিন্তকঃ’—অর্থনীতি-বিশারদ। কোটিল্য—এই অর্থনীতি-বিশারদ-শব্দে উল্লিখিত;—ইহা কেহ কেহ মনে করেন; তাহার কারণ, “যথা—দাণ্ডক্যো নাম ইত্যাদি ৪৫ সূত্রটি” অবিকল কোটিল্য অর্থনীতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। নস্তুতঃ কিন্তু কোটিল্য—“ন কামাংশরেৎ” এই মতের শ্রুতি ২। পোষক নহেন,—প্রত্যুত তিন বলিয়াছেন—“ধর্ম্মার্থবিরোধেন কামঃ সেবেত ন নিঃসুখঃ স্মাৎ” (কোটিল্য অর্থনীতি ১ অধিকরণ সপ্তম অঃ) ইহাতে মনে হয় “যথা দাণ্ডক্যো নাম” ইত্যাদি উদাহরণগুলি পূর্বপ্রচলিত প্রবাদ। কোটিল্য ও বাৎসায়ন উভয়েই সেই প্রবাদ বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। কামসেবা বিষয়ে কোটিল্য ও বাৎসায়ন একমত। কোটিল্যের অর্থনীতি ও বাৎসায়নের কামসূত্রের রচনা-প্রণালীর ঐক্য দর্শনে অনেকে উভয়কে একব্যক্তি বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহার বিকল্প প্রমাণ অন্তঃপুররক্ষা বিষয়ে মতভেদ। কোটিল্যের মত—“কামোপধাশুদ্ধান ব্যাভ্যাসান্তরবিহাররক্ষাসু।” (১ অধি ১০ ম অঃ) বাৎসায়ন এই মত গণন করিয়া বলিয়াছেন—“ধর্ম্মভয়েপধাশুদ্ধান”—পাদান্তিক অধিকরণ, অন্তঃপুর রক্ষক-প্রকরণ দ্রষ্টব্য। ৪৫।

(অর্থচিন্তক-মতগুণম্)

শরীরস্থিতিহেতুতদাহারসম্বন্ধাণো হি কামাঃ ॥ ৬৬ ॥

ফলভূতান্ধ ধর্মার্থয়োঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ । শরীররক্ষার হেতু বলিয়া কামবর্ণ আহারেরই তুল্য এবং ধর্ম ও অর্গের ফল-স্বরূপ । (অতএব তাহা সেবনীয়) । ৪৬ । ৪৭ ।

ব্যাখ্যা । সকল মানবের প্রকৃতি সমান নহে, সাত্বিক-প্রকৃতি মানব—উদ্ধরেতা হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু রাজস প্রকৃতি বা তামস প্রকৃতি মানব উদ্ধরেতা হইলে রোগাক্রান্ত হয় ; যেমন কক-প্রধান ব্যক্তি উপবাস করিয়ঃ ধর্মোচরণে রোগাক্রান্ত হয় না, কিন্তু বায়ুপ্রধান ব্যক্তির উপবাসে পীড়া হই, আহার ত্যাগ পক্ষে শরীর-রক্ষা করিয়া থাকে, রাজস তামস প্রকৃতির পক্ষে কামও সেইরূপ শরীর রক্ষা করে । এক্ষেত্রে কামোচরণ যদি সকলের পক্ষে নিষিদ্ধই হয় তাহা হইলে, রাজস তামস প্রকৃতির শরীররক্ষাই হইতে পারে না । অতএব সাধারণতঃ নিমেষ হইতেই পারে না । যদি নিষিদ্ধই হয়, তাহা হইলে প্রবর্ত্তিধর্মোচরণ এবং অর্গভজনও অনাবশ্যক । কাম ও ধর্ম অর্থ-সাধা,—কামোচরণ নিষিদ্ধ হইলে—অর্গের আবশ্যকতা ধর্মোর্থ, এই ধর্ম প্রবর্ত্ত-ধর্ম যজ্ঞাদি—তাহার ফল স্বর্গ, সেখানেও অপসরঃ-সঙ্গ,—তাহাতেও কামসেবা । কামসেবার নিবারণ হইলে ঐ ধর্মও অনাচরণীয় হইয়া উঠে, অনেক স্থলে ধর্মের ফলও কামসেবা । অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, কামবর্ণ অমেবা হইতে পারে না—প্রত্যুত সেবা । ৪৬ । ৪৭ ।

অবতরণিকা । কামবর্ণ সেবার যে দাণ্ডকা প্রভৃতির ঘোর অনিষ্টের ইতিহাস উদাহরণ-রূপে প্রদর্শিত, তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন,—

বোদ্ধবাস্তু দোষেষিব ন হি ভিক্ষুকাঃ সন্তীতি স্থালো নাধি-
শ্রিয়ন্তে । ন হি মুগাঃ সন্তীতি যবা নোপ্যন্ত ইতি বাৎস্তায়নঃ ॥৮৮॥

অনুবাদ । দোষ সম্বন্ধেও কার্যান্তরের স্থায় কামতত্ত্বও বিবেচ্য,—ভিক্ষুক আছে বলিয়া পাকপাত্রের চুল্লীতে উত্থাপন নিবারণ হইতে পারে না ; হরিণ আছে বলিয়া যব বপনও নিষিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বাৎস্তায়নের মত । ৪৮ ।

ব্যাখ্যা । ভিক্ষুক ভিক্ষা করিয়া লইতে পারে, এই ভয়ে অন্নপাক করিতে

কেহ বিরত হয় না, হরিনে পাঠিয়া ক্ষেপিতে পারে, এই আশঙ্কায় যব-
বপনেও কেহ পরাশ্রয় হয় না, অথচ দোষ ত আছেই;—অন্যকে ভিক্ষকের
ভিক্ষাশঙ্কাই দোষ,—যব বপনে হরিনকৃত শস্তনাশাশঙ্কাই দোষ,—এই দোষ
আছে বলিয়া যেমন ঐ দুইটি কৰ্ম্ম কেহ ত্যাগ করে না, সেইরূপ কোনস্থলে
কেহ অনুচিত আচরণে বিপর হইয়াছে, এই আশঙ্কায় কামবর্ণসেবাও পরি-
ত্যাগ নহে। ইহার মূল তত্ত্ব গীতাতে নিহিত আছে,—“সৰ্ব্বাংস্তা হি দোষেণ
ধূমেনাগ্নিরিবাবরতাঃ ॥”

টীকাকার মতে, বোদ্ধব্যঃ : দোষেষু—অজ্ঞানাদিদোষেষু বোদ্ধব্যং
প্রতিবিধানমিতি শেষঃ ।

অজ্ঞানাদি দোষ স্থলে আহার করিলে যেমন প্রতিকার করিতে হয়, তজ্জপ
কামসেবা অবস্থাবিশেষে অনিষ্টকর হইলে প্রতিকার আবশ্যক;—তাহা
হইলেই যে কামসেবা ত্যজা, ইত্য নহে, ভিক্ষকের ভয়ে অনপাক ত্যাগ বা
হরিনের ভয়ে যববপন নাগা কেহ করে না—এ স্থলে অজ্ঞান দোষের উদাহরণ,
পববতী অংশের—ভিক্ষক ও হরিন দৃষ্টান্তের সহিত সঙ্গতজন হওয়ায় টীকা-
কারের ব্যাখ্যা আমরা তাগ করিয়াছি। এই যে কামসেবার কর্তব্যত্ব, এ বিষয়
বাৎস্তায়নাচার্য্য মত প্রদান করিয়াছেন। ৪৮ ।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকা

এবমর্থক কামক ধর্ম্মং চোপাচরনরঃ ।

ইহামূত্র চ নিঃশলমতান্তং স্তম্ভমশ্নুতে ২৯ ॥

অনুবাদ : এই প্রকারে অর্থ, কাম ও ধর্ম্মের সেবা করিলে মানব ইহকালে
ও পরকালে নিকটক স্তম্ভভোগ করবে। ৪৯ ।

অবতরণিকা। এই সিদ্ধান্তের প্রমাণস্বরূপ প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—

কিং স্তাং পরব্রতশঙ্কা কার্য্যে যশ্মিন জায়তে ।

ন চার্থশ্চ স্তম্ভক্ষেতি শিন্দীশ্চত্র বাবস্তিতাঃ ॥ ৫০

• ত্রিবর্গসাধকং যৎ স্তাদ্ভ্যোরেকস্ত বা পুনঃ ।

কার্যং তদপি কুর্বাতি ন হেকার্থং বিবোধকম্ ॥ ৫১ ॥

ততি শ্রীমদ্-বাৎস্তায়নোয়ে কামসূত্রে সাধারণে প্রথমেহধিকরণে

ত্রিবর্গপ্রতিপত্তির্নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। পদকালে কি হইবে, এরূপ আশঙ্কা যাহাতে না জন্মে, যাহা অপ্রকৃতিকর নহে, এবং যাহা সুখজনক শিষ্টগণ তাহাতে রত থাকেন ; তবে যে কার্য ত্রিবর্গের, দ্বিবর্গের বা একবর্গেরও সাধক, তাহাও সেবা করিবে, কিন্তু যে কার্য দ্বিবর্গের বাদক এবং একবর্গের সাধক, সেরূপ কার্য করিবে না। ৫০। ৫১।

বাখ্যা। পরস্পর অবিরুদ্ধ ত্রিবর্গই সেবনীয় ইহাই বাৎস্তায়ন সিদ্ধান্ত। তাগ পুঙ্কেই কথিত হইয়াছে। শিষ্টগণের যে তাহাই কর্তব্য, ইহা পুরাচার্য্য শ্লোক দ্বারা এ স্থানে প্রমাণিত হইল, আর সাধারণের পক্ষে বিহিত হইল এই যে, দ্বিবর্গের বিরোধী—একবর্গ সেবনীয় নহে—ধর্ম্মার্থবিরোধী কাম অসেব্য, অথকামবিরোধী ধর্ম্মও অসেব্য, ধর্ম্মকামবিরোধী অর্থও অসেব্য ; কিন্তু যে অর্থ ও কাম পরস্পর অনুকূল, অথচ ধর্ম্মবিরোধী, তাহারও সেবা করিতে পারে, ইহাতে পরকালে নরক ও ঐহিক ইষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে। ৫০। ৫১।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ধর্ম্মার্থাঙ্গবিদ্যাকালানুপরোধয়ন কামনুত্রং তদঙ্গবিদ্যাশ্চ
পুরুষোহধীয়াত ॥ ১ ॥

অনুবাদ । ধর্ম্মবিদ্যা, অর্থবিদ্যা ও তদীয় অঙ্গবিদ্যার অঙ্গনকালের
অবিরোধে কামনুত্র ও তদঙ্গবিদ্যা পুরুষে অধ্যয়ন করিবে । ১ ।

বাণ্য । ‘ধর্ম্মার্থাঙ্গবিদ্যা’—এই অংশের অর্থ অনুবাদে প্রদত্ত হইয়াছে,
তাহার শব্দার্থ দুই প্রকার হইতে পারে—(১) ধর্ম্মবিদ্যা—চতুর্দশ বিদ্যা—যথ
পুরাণশ্রায়মৌমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ । বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মশ্চ চ
চতুর্দশ ॥ (যাজ্ঞবল্ক্য ১ম অঃ) । (১) পুরাণ (২) শ্রায়শাস্ত্র (৩) মৌমাংসা (৪) স্মৃতি
(৫—১০) শিক্কাদি যজ্ঞ (পূর্বে দ্রষ্টব্য) (১১—১৪) চার বেদ—এই চতুর্দশ
শাস্ত্র ধর্ম্মপ্রমাণ এবং ইহা লইয়াই বিদ্যা । অর্থশাস্ত্র—শুক্ৰনীতি কোটিলীয়-
নীতি, কৃষিশাস্ত্র প্রভৃতি ; তদীয় অঙ্গ—আয়ুর্কেন্দ বহুর্কেন্দ প্রভৃতি ; এই সমস্ত
শিক্ষা করিয়া তাহার অবিরোধে কামনুত্র ও তাহার অঙ্গ—চতুঃষষ্টিকলা
শিক্ষণীয় । (২) শব্দার্থ—এই ধর্ম্মবিদ্যা ত্রয়ী ও আত্মীক্ষিকী (সাংখ্য ও শ্রায়)
স্মৃতি ও পুৰাণ ইহারই অন্তর্গত । অর্থশাস্ত্র—বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি ; বার্ত্তা
কৃষ্যাশিস্ত্র ও দণ্ডনীতি—রাজনীতি ; এই ধর্ম্মবিদ্যা ও অর্থবিদ্যার যাহা অঙ্গ,
তাহাও অধ্যয়নীয় । ধর্ম্মবিদ্যার মধ্যে ত্রয়ীর অঙ্গ—শিক্ষাকল্প ও ব্যাকরণাদি ।
অর্থবিদ্যার মধ্যে বার্ত্তার অঙ্গ—পশ্চচিকিৎসা শাস্ত্রাদি, দণ্ডনীতির অঙ্গ
ধনুর্কেন্দাদি এবং লোকায়তিক আত্মীক্ষিকী—বার্ত্তা ও দণ্ডনীতির অন্তর্গত ।
অর্থাৎ শাস্ত্র চতুর্বিদ্যা আত্মীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি শিক্ষা করিয়া তাহার
অবিরোধে কামনুত্র ও তদীয় অঙ্গ চতুঃষষ্টি কলা শিক্ষণীয় । এই যে দ্বিবিধ
অর্থ, তাহার ভাৎপর্ধ্য একই । কামনুত্র ও কলাশিক্ষার অনুরোধে ধর্ম্মশাস্ত্রাদি
অধ্যয়নের কাল নূন করা চলিবে না । ১ ।

প্রাগ্‌র্ঘ্যেবনাং স্ত্রী ॥ ২ ॥

অনুবাদ। যৌবন সঞ্চারের পূর্বে স্ত্রীলোকেও সাক্ষ কামসূত্র অধ্যয়ন করিবে। ২।

বাখ্যা। যুবতীর পক্ষে কামসূত্র অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। অধ্যয়ন অর্গে গুরুত্ব নিকট হইতে পারি গ্রহণ। ২।

প্রভা চ পতুরভিপ্রায়াৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। পরিণীতা নারী পতির আক্স পাইলে অধ্যয়ন করিবে। ৩।

বাখ্যা। পরিণীতা নারীর পক্ষে—পতির আক্স ব্যতীত যৌবন সঞ্চারেও পুসেও কামসূত্র অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। ৩।

যৌষিভাং শাস্ত্রগ্রহণস্তাভাবাদনর্থকমিহ শাস্ত্রে স্ত্রীশাসনমিতা-
চার্ঘ্যঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। স্ত্রী যৌবনের পুসে এই শাস্ত্র গ্রহণ করিবে। বিবাহিতা হইলে স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া তবে অধ্যয়নাদি করিবে। (স্ত্রীজাতির এই দুইটি অধ্যয়নবিধি) আচার্ঘ্যগণ বলেন,—স্ত্রীজাতির (ব্যাকরণাদি) শাস্ত্রগ্রহণ না থাকায় এ শাস্ত্রে তাহাদের অধ্যয়নবিধি নিব্বর্থক। ৪।

বাখ্যা। সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান ব্যতীত এই শাস্ত্র অধ্যয়ন চালিতে পারে না, অথচ ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পারি না থাকায় ভাষাজ্ঞানও স্ত্রীজাতির হয় না, তবে, অধ্যয়নবিধি ব্যর্থ—ভাষাজ্ঞানের অভাবে তাহারা অধ্যয়ন করিতেই পারিবে না। ৪।

প্রয়োগগ্রহণং দ্বাসাম্, প্রয়োগস্ত চ শাস্ত্রপর্বকত্বাদিতি
বাংস্ত্রায়নঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। বাৎস্ত্রায়ন বলেন, (স্ত্রী জাতির পক্ষে এই কামসূত্র-অধ্যয়ন-বিধি বাঃ নহে) কারণ কামসূত্রানুমেদিত প্রয়োগ—(হাতে বলমে কাণ্ডা) শিক্ষা স্ত্রীজাতির অবাধিত, আর সেট প্রয়োগ-শিক্ষা শাস্ত্রজ্ঞানমূলক। ৫।

বাখ্যা। সূত্রের পঙ্ক্তিগুলি যত লাঙক, আর না লাঙক—শাস্ত্রের
হাৎপর্ধ্যজ্ঞান ও তন্মূলক ক্রিয়াশিক্ষা স্থালোকের যখন হইতে পারে, তখন
এই শাস্ত্রশিক্ষাবিধি স্বীজাতির পক্ষে ও বার্থ নহে। ৫।

• তন্ন কেবলমিহৈব, সর্বত্র হি লোকে কতিচিদেব শাস্ত্রজ্ঞাঃ
সর্বজনবিষয়শ্চ প্রয়োগঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। এই নিয়ম যে কেবল এই কামশাস্ত্রপক্ষে তাহা নহে, সকল
‘দস্যেই দেখা যায়, শাস্ত্রজ্ঞ কাম্পব ব্যক্তির কিন্তু প্রয়োগ সর্বজনপরিজাত। ৬

বাখ্যা। গ্রন্থকারই অষ্টমসূত্র হইতে বাখ্যা করিয়াছেন। ৬।

অবতরণক।। যদি সর্বজনবিদিতই হইল, তবে শাস্ত্রশিক্ষা নিম্প্রয়োজন—
শাস্ত্র ত সকলে অব্যয়ন করে না, এই আশঙ্কা নিবারণার্থ কথিত হইতেছে—

প্রয়োগস্ত চ দূরস্তমপি শাস্ত্রমেব হেতুঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। শাস্ত্র—বিপ্রকৃষ্ট হইলেও তাহা প্রয়োগের হেতু। ৭।

বাখ্যা। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যাহা উপদেশ করেন—সেই উপদেশ মুখে
মুখে প্রচারিত হয়—এইরূপে প্রয়োগ-শাস্ত্রজ্ঞ অশাস্ত্রজ্ঞ বহু ব্যক্তিই অকাত
হয়; অতএব শাস্ত্র-প্রয়োগের সহিত সমস্ত সাক্ষাৎ সন্দেহ সংশ্লিষ্ট না হইলেও—
সংগত শাস্ত্রজ্ঞ যিনি না হন—প্রয়োগ তাহার বিদিত হইলেও—মূলে কিন্তু
শাস্ত্রই বর্তমান; শাস্ত্রপ্রতিপাদিত বিষয় শাস্ত্রজ্ঞ জানিয়াছেন, তাহার পর
বিশেষ দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে—সুতরাং শাস্ত্রই মূল হইতেছে। যাহা মূল,
নাহয় সহিত পার্থক্য যে প্রয়োগ-প্রকর্ষের হেতু, ইহা বলা বাহুল্য। ৭। •

অস্তি ব্যাকরণমিতানৈয়াকরণা অপি যান্ত্রিকা উহং ক্রতুযু
প্রযুক্ততে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। ব্যাকরণ আছে বলিয়াই ক্র ব্যাকরণজ্ঞানহীন যান্ত্রিকেরাও
‘ভকার্যে উহ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ৮।

বাখ্যা। একটা কন্ডে উপদিষ্ট মন্ত্রের—তাৎপৰ্য্য জায কর্তব্য বলিয়া জ্ঞাপিত

অপর কশ্মে যে পদাদি পরিবর্তন—তাহার নাম উহ। যথা—“শুদ্ধস্তাং পিতরঃ” এই শাস্ত্রীয় মন্তের “শুদ্ধস্তাং মাতামহাঃ”—এরূপ উহ হইবে ‘পিতরঃ’ স্থলে ‘মাতামহাঃ’ এই পরিবর্তন । ৮ ।

অস্তি জ্যোতিষমিতি পুণ্যাহেষু কশ্ম কুর্বতে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ । জ্যোতিষশাস্ত্র আছে বলিয়া (জ্যোতিষশাস্ত্রে অনভিজ্ঞগণও) শুভ দিনে কশ্ম করিয়া থাকে । ৯ ।

ব্যাখ্যা । কিরূপ তিথি নক্ষত্রে কশ্ম করিলে, কিরূপ দোষ হয় এবং কিরূপ তিথি নক্ষত্রে কশ্ম করিলে শুভ হয়—এই সকল তথ্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে । তিথি নক্ষত্র গণনাও জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে,—শাস্ত্রজ্ঞগণ তিথ্যাঙ্গ-গণনাও প্রতিদিন নির্ধারণ করিতে সমর্থ ; সাধারণে তাহা পারে না, কিন্তু আজ “নবাবের দিন” এই শুভ দিন প্রচার শাস্ত্রজ্ঞের মুখ হইতে হয় বটে, তাহার পর লোকমুখে প্রচারিত হইলে সৰ্ব্বজনেই তাহাতে নবাব-ভোজনে প্রবৃত্ত হয় । এই দুইটি ধন্য উদাহরণ এবং পরবর্তী দুইটি লৌকিক উদাহরণে সূত্রকার স্বীয় মত বিবৃত করিয়াছেন । তাঁহার মত এই যে—স্ত্রী-জাতির প্রয়োগ জ্ঞান আছে,—ব্যাकरण জ্ঞানহীনদের পক্ষে গতানুগতিক ভাবে উহ করার স্থায় বা জ্যোতিষ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞের পক্ষে গতানুগতিক ভাবে শুভদিন ব্যবহারের স্থায় । কিন্তু তাহার মূল ঐ ব্যাकरण এবং ঐ জ্যোতিষ : স্ত্রীজাতির প্রয়োগজ্ঞানের মূলেও এই কামশাস্ত্রই বর্তমান । দুই চারজনও যদি শাস্ত্র শিক্ষা না করে—তাহা হইলে এই প্রয়োগও কালে বিপর্যাস হইয়া যাঠিতে পারে । ব্যাकरणের অধ্যয়ন অধ্যাপনা বিলুপ্ত হইলে,—প্রচলিত উহ ও বিকৃত ভাব ধারণ করে । বেদশিক্ষার অভাবে বাঙ্গালায় মন্ত্র বিকৃতি হইয়াছে । শাস্ত্রে একটি মন্ত্র আছে—“অমীমদন্ত পিতরঃ”—অর্থজ্ঞান না থাকায় এক মহামহোপাধ্যায়ের প্রকাশিত পুস্তকে “অমীমদন্তঃ” এই পাঠ হয়—“অমী অদস্ শব্দের প্রথমা বহু বচনে সিদ্ধ হয়—তাহা,—‘পিতরঃ’ ইহার বিশেষণ, কাজেই ‘মদন্তঃ’ ‘আহ্লাদয়কাঃ’ এই সবিমর্গ পাঠই শুদ্ধ বলিয়া স্থিরীকৃত

হইল। কিন্তু ঐ মধের একোদ্বিষ্ট বিধিক শ্রাদ্ধ স্থলে প্রচলিত উহে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই,—তাহাতে প্রচলিত উহ বাক্য—“অমীমদত পিতা” পুরোক্ত অর্থে ‘অমী মদন্তঃ’ এইরূপ পদদ্বয় যদি মূল শাস্ত্রে থাকিত তাহা হইলে—উহ স্থলে ‘অসৌ মদন্ পিতা’ হইত, পিতা প্রথমা এক বচনান্ত বিশেষ্য—অদন্—শব্দের প্রথমার এক বচনে অসৌ হয়, মদন্—ইহা প্রথমার একবচন-নিম্পন্ন, -ঐ দুইটি পিতার বিশেষণ হইলে অমীমদত উহ হয় না। অতএব অমীমদন্ত—ইহা আখ্যাতপদ, বহু বচনান্ত- অমীমদত এক বচনান্ত আখ্যাত পদ। বৈদিক ব্যাকরণযুক্ত বেদশিক্ষা থাকিলে মহামহোপাধ্যায় ও তাঁহার পুচ্ছ-ধারী পুস্তকপ্রকাশকদিগের এই ভ্রান্তি হইত না, আর সেই ব্যাকরণ ও বেদ আছে বলিয়াই দুই চারজন তাহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিও আছেন—এক তাঁহার সেই ভ্রম পরিয়া দিয়া ক্রমে শ্রদ্ধার পথ প্রদর্শন করিতেছেন, শাস্ত্র না থাকিলে তাহা হইত না, অশুদ্ধই চলিয়া যাতিত। জ্যোতিষের পক্ষেও এইরূপ। প্রচলিত বাবহারের ভ্রান্ততা বা অভ্রান্ততা শাস্ত্র হইতেই বুঝা যায়। অতএব শাস্ত্রজ্ঞান-বিলোপ বাঞ্ছনীয় নহে,—সেইরূপ স্বীজাতির পক্ষেও এই কাম-শাস্ত্রজ্ঞানবিলোপ বাঞ্ছনীয় নহে। জ্ঞানবিলোপ বাঞ্ছনীয় না হইলে—অধ্যয়ন আবশ্যক। ৯

তথাস্বারোহা গজারোহাশ্চাশ্বান গজাংশচানধিগতশাস্ত্রা অপি
বিনয়ন্তে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। সেইরূপ—(অথ গজ শিক্ষা শাস্ত্রে আছে বলিয়াই) , অথসাপি ও হস্তিপক—অথ-গজশিক্ষা শাস্ত্র পাঠ না করিলেও (পরস্পরাক্রমে তাহার মর্শ্য জানিয়া)—অথ ও হস্তীকে আয়ত্ত করিয়া থাকে। ১০।

তথাস্তি রাজ্যেতি দূরস্থা অপি জনপদা ন মর্যাদামতিবর্তন্তে
তদ্বদেতৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। তথা রাজা আছেন—ইহা জানিয়াই দূরস্থ প্রজাগণ রাজ-শাসন অতিক্রম করে না, ইহাও সেইরূপ। ১১।

বাখ্যা । রাজার অস্তিত্ববৎ শাস্ত্রের অস্তিত্ব আবশ্যক, শাস্ত্রজ্ঞ বাতীত শাস্ত্রের অস্তিত্ব থাকে না,—সেইরূপ কাম শাস্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলেও সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন স্বীজাতির মধ্যেও প্রচলিত রাখা আবশ্যক । ১১ ।

অবতরণিকা । এখন যদি শাস্ত্রজ্ঞা রমণী না থাকে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের অধ্যয়ন চলিতে পারে না ; কারণ এই শাস্ত্র কুলাঙ্গনা পুরুষের নিকট অধ্যয়ন করিতে ত পারে না । পক্ষান্তরে এখন যদি সকল রমণীই শাস্ত্রাধ্যয়ন-হীনা হয়, তাহা হইলে এ শাস্ত্র স্বীজাতির নিকট লুপ্ত হইয়াছেই, তাহাতেও যদি কার্য্য অচল না হইয়া থাকে ত ভবিষ্যতেও হইবে না, অতএব স্বীজাতির এই শাস্ত্র পাঠ্য অনাবশ্যক । ইহার উত্তর—

সন্ত্যপি খলু শাস্ত্রপ্রহতবুদ্ধয়ো গণিকা রাজপুত্রো মহামাত্র-
দৃহিতরশচ ॥ ১২ ॥ .

অনুবাদ । কামশাস্ত্র অধ্যয়নে মার্জ্জিতবুদ্ধি বহু গণিকা বহু রাজবৎসা এবং বহু মহামাত্রদৃহিতা নিশ্চয়ই আছেন । ১২ ।

বাখ্যা । প্রহত শব্দের অর্থ ‘মার্জ্জিত’ । মহামাত্র শব্দের অর্থ মন্ত্রী, সেনাপতি এবং ধনাঢ্য । মহামাত্র শব্দের অর্থ প্রধান হস্তিপকও হয় । তাহাদিগের দৃহিতগণ হস্তিনিয়ন্ত্রণ বিদ্যাতে শিক্ষিত । এই অর্থের আভাস টীকায় আছে ; কিন্তু ইহা এ স্থলের উপযোগী নহে । ১২ ।

তস্মাবৈশ্বাসিকাজ্জনাদহসি প্রয়োগজ্ঞান্ত্রমেকদেশং বা স্ত্রী
গৃহীয়াৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ । অতএব স্ত্রীলোক, বিশ্বাসপাত্রের নিকট হইতে গোপনে প্রয়োগ ও শাস্ত্র বা তাহার (প্রয়োজনীয়) একদেশ শিক্ষা করিবে । ১৩ ।

বাখ্যা । গণিকাগণ বিশ্বাসপাত্র পুরুষের নিকটেও শিক্ষা করিতে পারে । কুল’ঙ্গনাগণ বিশ্বাসপাত্র অভিজ্ঞ স্ত্রীলোকের নিকটেই শিক্ষা করিবে । এই স্বী-গুরুক কথা পঞ্চদশ সূত্রে বিবৃত হইবে । যে রমণীর শাস্ত্রগ্রহণে সামর্থ্য নাই, তাহার পক্ষে প্রয়োগ মাত্র শিক্ষণীয়, যে রমণী তাহাতে সমর্থ্য বুদ্ধিমতী

তাহার পক্ষে সমগ্র শাস্ত্র শিক্ষাও কর্তব্য, বুদ্ধির প্রার্থ্য্য তেমন না থাকিলে—
শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় অংশ শিক্ষা করিবে। ১৩।

অভ্যাসপ্রযোজ্যাংশচ চাতুষ্ঠিকান্ যোগান্ কন্যা রহস্ত্রেকা-
কিস্তভাসেৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। অভ্যাস এবং প্রযোগযোগ্য চাতুষ্ঠিক যোগে কন্যা একাকিনী
নির্জন স্থানে বসিয়া অভ্যাস করিবে। ১৪।

ব্যাখ্যা। যে চাতুষ্ঠিক অঙ্গবিদ্যা ১৬ স্ত্রে কথিত হইবে, তন্মধ্যে যে সকল
বিদ্যা অভ্যাসসারা এবং কন্যাপ্রিত যথা—মুদ্রাাদি, তাহা কন্যা একাকিনী
নির্জনে অভ্যাস করিবে। ১৪।

আচার্ণিাস্ত কন্যানাং প্রযত্নপুরুষসম্প্রয়োগসহসম্প্রদ্বন্ধা ধাত্রী-
দিকা, তথাভূতা বা নিরতায়সম্ভাষণা সখী, সময়াশ্চ মাতৃমসা, বিশ্রদ্ধা
তংদানীয়া ব্রহ্মদাসী, পূর্বসংস্কাটা বা ভিক্ষুকী-স্বসা চ বিশ্বাস-
সংপ্রয়োগাৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। পুরুষসঙ্গপ্রাপ্তা সহসংবর্দ্ধিতা ধাত্রীকন্যা,—পুরুষসঙ্গপ্রাপ্তা
অবাধিতসম্ভাষণা সখী, সমবয়স্কা মাতৃমসা, মাতার ভগিনীরূপে পরিচিতা
বিশ্রদ্ধ ব্রহ্মদাসী, সুপরিচিতা ভিক্ষুকী এবং সমক্ষে পুরুষসঙ্গেও অসঙ্কুচিতা
বিশ্বাস্ত্র জ্যেষ্ঠা ভগিনী কস্তাগণের (কুলোজনাগণের) আচার্ণ্য অর্থাৎ শিক্ষক
হইবে। ১৫।

ব্যাখ্যা। ধাত্রীকন্যা প্রভৃতির নিকটে কস্তাগণের যে শিক্ষার উপদেশ
প্রদত্ত হইল, ক্রমনির্দেশানুসারে তাহা গ্রহণীয়। প্রথম—শিক্ষাস্থান ধাত্রী-
কন্যা, দ্বিতীয়—সখী, তৃতীয়—সমবয়স্কা মাতৃমসা, চতুর্থ—ব্রহ্ম দাসী, পঞ্চম—
ভিক্ষুকী, ষষ্ঠ—জ্যেষ্ঠা ভগিনী। গণিকা ও পুরুষের শিক্ষক সুলভ বলিয়া তৎ-
সদক্ষে বিশেষ নির্দেশ নাই। তবে বিশ্বাসপাত্র ব্যক্তির নিকটেই শিক্ষা
করিবে, ইহা রমণীমাত্রেয় পক্ষেই বিহিত। ১৫।

অবতরণিকা। যে অঙ্গবিদ্যা বা কামসূত্রের অঙ্গশাস্ত্রের কথা এই অধ্যায়ের প্রথম সূত্রেই কথিত হইয়াছে, ১৪শ সূত্রেও ‘চাতুঃষষ্টিক’ শব্দদ্বারা তাহার সূচনা হইয়াছে ;—অবসরক্রমে সেই চতুঃষষ্টি অঙ্গবিদ্যা বা চতুঃষষ্টিকলা কীর্ত্তিত হইতেছে—

গীতম্, বাদ্যম্, নৃত্যম্, আলেক্যম্, বিশেষকচ্ছেদ্যম্, তণ্ডুলকুন্তুম-
বলিবিকারাঃ, পুষ্পাস্ত্ররণম্, দশনবসনাস্ত্ররাগাঃ, (১—৮) মণিভূমিকা-
কস্ম্ম, শয়নরচনম্, উদকবাদ্যম্, উদকাঘাতঃ, চিত্রাশ্চ যোগাঃ, মাল্য-
প্রাথনবিকল্পাঃ, শেখরকাপীড়য়োজনম্, নেপথ্যপ্রয়োগাঃ, (৯—১৬)
কর্ণপত্রভঙ্গাঃ, গন্ধবুত্তিঃ, ভূষণয়োজনম্, ঐন্দ্রজালাঃ, কোচুমারাশ্চ
যোগাঃ, হস্তলাঘবম্, বিচিত্রশাকমুষভক্ষবিকারক্রিয়া, পানকরসরাগা-
সব্যয়োজনম্, (১৭—২৪) সূচীবানকস্ম্মাণি, সূত্রক্লীড়া, বীণাডমরক-
বাদ্যানি, প্রহেলিকা, প্রতিমালা, হর্ব্বাচকযোগাঃ, পুষ্পকবাচনম্,
নাটিকাখাণ্ডিকাদর্শনম্, (২৫—৩২) কাব্যসমস্তাপূরণম্, পট্টিকা-
বোত্রবানবিকল্পাঃ, তকুঁকস্ম্মাণি, তক্ষণং, বাস্তবিদ্যা, রূপারত্নপরীক্ষা,
ধাতুবাদঃ, মণিরাগাকরস্তানম্, (৩৩—৪০) স্কন্দায়ুর্বেদযোগাঃ, মেঘ-
কুক্কটলাবকবুদ্ধবিধিঃ, শুকসারিকাপ্রলাপনম্, উৎসাদনে সংবাহনে
কেশমর্দনে চ কোশলম্, অক্ষরমুষ্টিকাকথনম্, স্নেচ্ছিত্তবিকল্পাঃ, দেশ-
ভাস্যবিস্তানম্, পুষ্পশকটিকা (৪১—৪৮), নিমিত্তজ্ঞানম্, যন্ত্রমাতৃকা,
ধারণমাতৃকা, সংপাঠ্যম্, মানসী কাব্যক্রিয়া, অভিধানকোষঃ, চন্দ্রো-
জ্ঞানম্, ক্রিয়াকল্পাঃ, (৪৯—৫৬) চলিতকযোগাঃ, বস্ত্রগোপনানি,
দ্রুতবিশেষাঃ, আকর্ষক্লীড়া, (৫৭—৬০) বালকক্লীড়নকানি (৬১),
বৈদ্যিকীনাং (৬২), বৈজয়িকীনাং (৬৩), বৈয়ামিকীনাং (ক)

(৬৪), বিদ্যানাং জ্ঞানম্, ইতি চতুষ্টিরঙ্গবিদ্যাঃ কামসূত্রশা-
নয়বিহঃ (ক) । ১৬ ॥

অনুবাদ । গীত, বাদ্য, নৃত্য, আলোচ্য, বিশেষকচ্ছেদা, তত্ত্বলক্ষণমবলি-
দকার, পুষ্পান্তরণ, দর্শন ও বসনে অঙ্গরাগ (১-৮), মণিভূমিকাক্ষ, শয্যা-
বচনা, উদকবাদ্য, উদকাসাত, চিত্রযোগ, মালাগ্রন্থনপ্রণালী, শেখরকাপীত-
বাজন, নেপথ্যপ্রয়োগ (৯-১৬), কর্ণপত্রভঙ্গ, গন্ধযুক্তি, ভূষণযোজন, ইন্দ্র-
জাল, কৌচুমারযোগ, হস্তলাঘব, বিচিত্রশাকঘৃষভক্ষ্যবিকারক্রিয়া, পানকরসাগা-
নয় যোজন (১৭-২৪), স্ত্রীবাণকক্ষ, স্ত্রীকৌজ, বীণাডম্বরবাদ্য, প্রহেলিকা,
প্রহমালা, ভূষাচকযোগ, পুষ্পবচন, নাটকাত্মাদিকাদর্শন-কাব্যসমস্তাপুরণ,
পট্টিকাবেত্র (২৫-৩২), বানবিকল্প, তর্কবিশ্ব, তর্কণ, বাস্তববিদ্যা, রূপারত্ন-
পরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিবাগ্যাকরজ্ঞান (৩৩-৪০), রক্ষাযুগ্মেদযোগ, মেঘ-
কুটলাবকধ্বনিবিধি, শুকসারিকা প্রলাপন, উৎসাদনে সঙ্গাহনে এবং কেশ-
মন্দনে কৌশল, অক্ষরমুষ্টিকাকথন, শ্লোকিতকবিত্ব, দেশভাষাবিজ্ঞান, পুষ্পক-
টিকা (৪১-৪৮), নিমিত্তজ্ঞান, যক্ষমাতৃকা, ধারণমাতৃকা, সংপাঠা, মানসী কাব্য-
ক্রিয়া, অভিধানকোষ, ছন্দোজ্ঞান, ক্রিয়াবল্ল (৪৯-৫৬), ছলিতকযোগ, বস্ত্র-
গোপন, দ্রাব্যবিশেষ, আকর্ষণকৌজ (৫৭-৬০), বালকৌজ (৬১), বৈদ্যিকী
(৬২), বৈজয়িনী (৬৩) ও বৈয়ামিকী (৬৪) বিদ্যাবিজ্ঞান । এই গৌষট্টি প্রকার
অঙ্গবিদ্যা অবগম্য কামসূত্রের অবগতবস্বরূপ । ১৬ ।

বাখ্যা । গীত, বাদ্য, নৃত্য ও আলোচ্য—চিত্র শিল্প, এই চারিটি বিষয়
শাস্ত্রশাস্ত্র ও চিত্রশাস্ত্রে বিশেষরূপে বিবৃত এবং ইহার স্বরূপ বর্তমান সময়েও
প্রসিদ্ধ । বিশেষকচ্ছেদা—তিলক-কাটা । বিশেষক ললাটের তিলক,—
ভূজপত্র কাটিয়া তিলক রচনার প্রথা ছিল ;—কেবল ভূজপত্র নহে—
আরও উপকরণ ছিল, কিছুদিন পূর্বে কাটোপকার টিপকাটা এই সহর
অঞ্চলেও ছিল । ললাটের তিলক প্রধান বলিয়া তাহার নামই এখানে

আছে ;—কলতঃ এই যে কলা, ইহার ব্যাপকনাম ‘পত্রচ্ছেদ্য’ । কেবল ললাটে নহে—কপোলে ও স্তন প্রভৃতিতে এই ‘পত্রচ্ছেদ্য’ রচিত হইত । পত্রবৎ আকৃতিযুক্ত কুক্কুমাদি অঙ্কিত তিলকও পত্রচ্ছেদ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল,—এই শিল্প তখন অত্যন্ত উৎকৃষ্টভাৱে করিয়াছিল । প্রসিদ্ধ কলাকৃশল বৎসরাজ—এই তিলক রচনায়ে অধিতায় ছিলেন । তণ্ডুলকুসুমবর্ণবিচার — অথগু তণ্ডুল দ্বারা পদ্মাদিরচনা, বিনাস্ত্রে কুসুমাবলী দ্বারা ভূতলে লতাপ্রত্যন নিৰ্ম্মাণ, তণ্ডুলাদিচূর্ণ দ্বারা মণ্ডল রচনা, কুসুম দেন তাহার রঞ্জন,— এ সকল শিল্প ইহারই অন্তর্গত । পুষ্পাস্তবৎ পুষ্প দ্বারা শয্যা রচনাশিল্প ফুল পাতিলেট শয্যা রচনা ইত্যাদি, এমন কৌশলে এই পুষ্প বিস্তার হইত, যাহা দেখিলে, শুভ্রবসনচ্ছাদিত সোপান পুরু বিচ্ছিন্ন বলিয়া বা নানাবর্ণের উৎকৃষ্ট গালিচা বলিয়া ভ্রম হইত । ১—৮ । দশন গুণ, বদনগুণ ও অঙ্গগুণ-শিল্প :—এক কথায় ইহা রঞ্জনশিল্প নামেই অভিহিত । ৯ । মণিভূষক্য কন্ধ্যা :—ঘরের মেজে মণিময় করিবার অথবা মৃৎকা বা মরকতাদি মণিদ্বারা শীতল মেঝে তৈয়ার করিবার শিল্প,—মস্তক প্রস্থের মেঝে সকলেই দেখিয়াছেন—সেই দৃষ্টান্তে মণির মেঝে বুঝিয়া লইতে হইবে । ১০ । শয্য-রচনা, শয্যারচনা,—গল্পরক্ত, বিরক্ত ও উদাসীন পাত্রভেদে ও কালভেদে বিভিন্ন প্রকারশয্যা রচনা বিধান । ১১ । উদকবাদ্য—জলে করতালনাদি করিয়া তাহা হইতে মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি উৎপাদন । ১২ । উদকঘাত—করতালদ্বয় পিচ্কারির আয় করিয়া তাহার দ্বারা অন্তের গাত্রে জলক্ষেপ । এই নিক্ষেপ জলধারার স্থিরলক্ষ্যতা বেগাধিক্য বা দূরগামিত্বের ভারতম্বে এই শিক্ষার উৎকর্ষ অপকর্ষ স্থির হয় । ১৩ । চিত্রযোগ—বিবিধপ্রকার মনোহর এবং ঐশ্বর্য বাহ্য দ্বারা যুবাকে অন্তঃসঙ্গে অশক্ত করা যায় এবং ক্রম্বৎকেশকে শুক্লকেশে পরিণত করা যায় ইত্যাদি ঔশনিষদিক-অধিকরণ বিবৃত হইবে, কিন্তু কুচুমার নিজগ্ৰন্থে এই সকল যোগের কথা নালেখ্য কৌচুমার যোগমধ্যে এ সকল অন্তর্ভূত হয় না । ১৪ । মাল্যগ্রন্থন বিকল্প,—বিবিধ প্রকার ‘মালা গাঁথা’ শিল্প । ১৫ । শেখরকাপীভ্যোজন,—শিখাস্থানে দোহুলামান মালা

শব্দরক, মণ্ডলাকারে শিরোবেষ্টন-মালা—আঙ্গীক, এই দ্বিবিধ মালা দ্বারা নাগরকে সজ্জিত করাই একটা শিল্প। ১৬। নেপথ্য-প্রয়োগ,—দেশকাল ও পাত্র বিবেচনায় উপযুক্ত বেশভূষা ও তাহার সন্নিবেশ। ১৭। কর্ণপত্রভঙ্গ—হস্তিদন্ত ও শব্দ প্রভৃতি দ্বারা পত্রাকৃতি কর্ণভরণ-রচনা। ১৮। গন্ধযুক্তি—পাকা চুলের ‘কলপ’ সুগন্ধ দ্রব্য নির্মাণ ইত্যাদি গন্ধযুক্তির অন্তর্গত, বৃহৎসংহিতা ৭৭ অঃ গন্ধযুক্তির অনেক কথা আছে। তাহার মর্মার্থ এই যে, এক লক্ষ চূয়াস্তর হাজার সাত শত কুড়ি প্রকার গন্ধদ্রব্য-প্রস্তুতপ্রণালী এই গন্ধযুক্তির অন্তর্গত। ইহা কল্পনা নহে,—বৃহৎসংহিতা দেখ—কোন গন্ধের কত ভাগ মিলাইয়া এই গন্ধ-সমুদ্রের সৃষ্টি তাহার পরিষ্কার হিসাব পাইবে। এই প্রকাণ্ড বিলাসের ক্ষেত্রে আমাদিগের পরাধীনতার বোজ নিহিত হয়। ১৯। ভূষণযোজন—মুক্তাবলী প্রভৃতি বন্ধনযুক্ত অলঙ্কারে মণিযোজনা, বলয় মুকুট প্রভৃতি অলঙ্কার-নির্মাণ ও তাহার বিছাস। ২০। ঐন্দ্রজাল—ঐন্দ্রজালবিদ্যার প্রভাবে বিবিধপ্রকার অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন। ২১। কোচুমার—কুচুমারকথিত সুভগন্ধরগাদি যোগ—সৌন্দর্য্যাদি বৃদ্ধির উপায়প্রয়োগ। ২২। হস্তলাঘব (হাত সাফাই) তাহার ফলে—ধুঁটিবাজি—তাস-উত্তান প্রভৃতি হইয়া থাকে। ২৩। বিচিত্র শাকযুষভক্ষ্য-বিকার-ক্রিয়া। ২৪। পানক-রসরাগাসব-যোজন। টীকাকার বলেন,—ইহা নামতঃ ভিন্ন হইলেও একই কলা; সর্ববিধ পানাহার প্রস্তুতের উপদেশ এই কলাতে আছে। কিন্তু একই কলা দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগ ব্যঞ্জন, (শাক) ঝোল, (যুষ) মটর অন্ন পিষ্টকাদি (ভক্ষ্য বিকার) প্রস্তুত-বিষয়ে এবং দ্বিতীয়ভাগ, স্রবৎ পানক) সর্পি (রস) চাটনি (রাগ) এবং বিবিধ সুস্বাদু আসব প্রভৃতি প্রস্তুত বিষয়ের উপদেশে পূর্ণ। এক প্রকার পানাহার পাক-সাপেক্ষ, অল্প প্রকার পানাহার পাক-নিরপেক্ষ,—এই কারণে পৃথক্ ভাবে উল্লেখ হইয়াছে। টীকাকার—মানসী ও কাব্যক্রিয়াকে দুইটি কলা বলিয়াছেন; তাহাতেই তুঃসংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে। আমার মতানুসারে সংখ্যা নির্দেশ করা তাহা একই কলার দুই ভাগ পৃথক্ভাবে নির্দেশ গ্রন্থকারের রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া

টীকাকারের মত তাগ করিয়াছি। মানসী-কাব্যক্রিয়া-ব্যাখ্যায় বিশেষ বক্তব্য বলিব। টীকাকারমতে অঙ্কবিজ্ঞাস হইলে ‘সংপাঠ্যম্’ পর্য্যন্ত একটি অঙ্ক কম থাকিলে, মানসী ও কাব্যক্রিয়া টীকাকারমতে পৃথক্ হওয়ায়—সেই স্থল হইতে অঙ্ক মিলিয়া যাইবে। ২৩২৪—কলার অর্থ-বিষয়ে টীকাকারের মতই আমি গ্রহণ করিয়াছি, এ কারণে প্রথমেই টীকাকারের মত উল্লিখিত হইয়াছে। ২৫। স্থচীবান কৰ্ম্মসমূহ,—(বান—বন্ধন, স্থচী ও স্থত্রের বন্ধন দ্বারা যে কৰ্ম্ম হয়) (১) সৌবন, (২) ‘রিপু’ করা—সংস্কৃত নাম উতন, এবং (৩) বিরচন,—জামা ইত্যাদি প্রস্তুত সৌবন-সাধা,—এইজন্ত (১) সৌবন শব্দের অর্থ—কাপড় কাটিয়া নূতন সেলাই। (২) ছিন্ন বস্ত্রের ছিন্নাংশ-যোজনা উতন, ‘রিপু’ করা (৩) শাল প্রভৃতির যে স্থচীকৰ্ম্ম, তাহার নাম বিরচন। ২৬—স্থত্র-ক্রোড়া—স্থত্র সম্পর্কে বার্জ, মুখ দিয়া বিবিধ স্থত্র বাহির করা—স্থত্র দন্ধ করিয়া অদন্ধস্থত্র-প্রদর্শন ইত্যাদি। ২৭—বীণাডমরুক বাদ্য;—বীণা ও ডমরুক স্তাধ বাদ্যধ্বনি—কণ্ঠ ও মুখের সাহায্যে করিবার কৌশল। এখানে ‘ডমরুক’ এই যে ক প্রত্যয়, ইহাই কৃত্রিমতার দ্যোতক। টীকাকার বলেন,—প্রকৃত বীণা-বাদ্য ও ডমরুক-বাদ্য;—ইহা বাদ্য নামক দ্বিতীয়কলার অন্তর্গত হইলেও প্রাধান্ত হেতু পুনর্গ্রহণ; এ অর্থ আমার ভাল লাগে নাই। ২৮—প্রহেলিকা—হেয়ালি-রচনা ও পুরাতন হেয়ালি-অভ্যাস। ২৯—প্রতিমালা,—দুই জনে ছড়া-কাটাকাটি। টীকায় আছে—এক ব্যক্তির ছড়ার শেষ অক্ষর, অন্য ব্যক্তির ছড়ার প্রথম অক্ষর হইবে—এইরূপ যোজনা আবশ্যিক। ৩০—দৃষ্ণাৎক যোগ্য-সমূহ;—দৃষ্ণাৎকারণীয় শব্দ ও ত্বক্ধ্বৈধ অর্থযুক্ত শ্লোকাদি-ব্যবহার,—‘বাস্চারেড্-ধ্বজধক্’ ইত্যাদি শ্লোক তাহার উদাহরণ; ‘বাস্চারেড্-ধ্বজ-ধক্’ এই শব্দের অর্থ শিব, বারু—বারি জল। চার—৫রে যে, বাস্চার জলচর—ঈট্-ঈট্-শ্রেষ্ঠ, জলচরশ্রেষ্ঠ মকর,—বাস্চারেড্-ধ্বজ—মদন, তাহাকে যিনি দধ করিয়াছেন তিনি—‘বাস্চারেড্-ধ্বজধক্’ পরম্পরের বিচারে এইরূপ শ্লোক রচনা বা পুরাতন শ্লোক-ব্যবহার প্রভৃতি এই কলার অন্তর্গত। ৩১—পুস্তক-বার্চন,—রসময় কাব্যাদির রসভাব-সম্বন্ধে হেতু; উপযুক্ত স্মরণযোগ্য পদ্য।

৩২—নাটকাত্মাখ্যিক-দর্শন—নাটকের অভিনয় ও আখ্যায়িকার্থের নিপুণভাবে বর্ণনা—দর্শন শব্দ (দৃশ্ + গিচ্ + অনট্—) জ্ঞাপন অর্থে প্রযুক্ত । টীকাকার বলেন,—নাটক ও আখ্যায়িকার অভিজ্ঞতাই এই কলা । ৩৩—কাব্য সমস্তা-পূরণ—এক অংশ একজন বলিলেন, সেই অংশটিকে লইয়া একটি পূর্ণ শ্লোক-রচনা একপ্রকার সমস্তাপূরণ ; সমস্তাপূরণ সংস্কৃতের স্থায় পূর্বে বাঙ্গালা-ভাষাতেও চলিত ছিল,—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, বিদ্যা—কাব্যাদির অলৌকিক উৎসাহ-দাতা ছিলেন । তাঁহার সভায় সমস্তাপূরণের বড়ই আনন্দ উপভোগ হইত । রাজা বলিলেন,—“কি তিলক কেটেছ যাহু আহা মরি মরি” । রসসাগর সমস্তা-পূরণ করিলেন,—

“সুয়ায় সুয়ায় যার যে’ত বার মাস,

অত্যাচারে যত্যাচার ছিল অপ্রকাশ ;

(এখন)—গলায় তুলসীর মালা মুখে হরি হরি,

কি তিলক কেটেছ যাহু আহা মরি মরি ॥”

৩৪—পট্টিকা-বেত্রবান বিকল্পসমূহ,—বান বন্ধন,—পট্টিকা-বেত্র,—পট্টিকা-রূপে পরিণত বেত্র,—বেত্রের ছাল তাহার বান্ধন, পট্টিকার বান্ধন ও বেত্রের বান্ধন—ইহা ইহাতে পাটি, খাটিয়া, মোড়া, ধামা ইত্যাদি রচনা হয় ।

৩৫—তকুর্কশ্ব—‘টেকো’ ও কুন্দ-যন্ত্রে সূত্র প্রস্তুত ও কৌদান,—পালিশ করা ।

৩৬—তক্ষণ—ছুতারের কার্য্য । ৩৭—বাস্তবিদ্যা—স্থাপত্য ও রূপ্যপরীক্ষা ।

৩৮—রূপারত্ন-পরীক্ষা—ধাতব মুদ্রাদির কৃত্রিমতা অকৃত্রিমতাদি-পরীক্ষা, রত্ন-পরীক্ষা—মুক্তা-হীরকাদি রত্নের উৎকর্ষাপকর্ষ ও মূল্যাদি-পরীক্ষা । ৩৯—ধাতু-

বাদ—স্বর্ণ-রৌপ্যাদি যোজনা, মুস্তিকা প্রস্তুত প্রভৃতির পরিজ্ঞান ও সংযোজন-

শিক্ষা । ৪০—মণিরাগাকরজ্ঞান । ক্ষটিকাদিমণিরঞ্জন ও আকর-বিজ্ঞান—শুক্ল

ক্ষটিক প্রভৃতি মণিতে কৃত্রিম উপায়ে রত্নাদি বর্ণ-যোজন এবং খনি-বিদ্যা ।

৪১—বৃক্ষায়ুর্বেদ-যোগ—বৃক্ষচিকিৎসা ও বৃক্ষ-রোপণাদি বিদ্যা ; এখন ইহা

ইংরাজি ব’টানি শব্দের অল্পবাদ বানস্পত্য বিদ্যা নামে ব্যবহৃত । ৪২—মেঘ-

কুকুটলাবকযুদ্ধবিধি—মেঘযুদ্ধ, কুকুটযুদ্ধ ও লাবকযুদ্ধ—মেঘ যুদ্ধ—মেঘের

-লড়াই; কুক্কুট যুদ্ধ—কুক্কুটার লড়াই, ইহা এখনও স্থানে স্থানে চলিত আছে ।
 লাবক—লাওয়া পাখী । মেঘ ও কুক্কুট-যুদ্ধ ভূতলে হয়, লাবক-যুদ্ধ আকাশে ।
 হুইজন কলাবিৎ যুদ্ধ-শিক্ষিত নিজ নিজ মেঘ কুক্কুট বা লাবককে যুদ্ধে নিয়ো-
 জিত করে,—জেতুপক্ষের অধিস্থামী পুরস্কার প্রাপ্ত হয় । ৪৩—শুক-সারিকা-
 প্রলাপন—পাখী পড়ান, তদ্বারা দৌত্য-কার্য্য-সম্পাদন-কৌশল । এ বিষয়ে
 যে কৌশল তাহার কোন অংশ—মুক বধির বিদ্যালয়ে একালে অনুকৃত হইয়া
 থাকে । ৪৪—উৎসাদনে (অঙ্গ-সংবাহন) ও কেশ-মর্দনে কৌশল,—উৎসাদন
 (অঙ্গ-সংবাহন) (গা-টেপা) কেশ-মর্দন বেণী-বন্ধন প্রভৃতি । টীকাকার বলেন,—
 চরণদ্বারা পৃষ্ঠাদি-মর্দন—উৎসাদন, আর করদ্বয় দ্বারা মস্তকে যে তৈলাভ্যঙ্গ দান
 তাহা কেশ-মর্দন । ৪৫—অক্ষরমুষ্টিকা-কখন—অক্ষর-গোপন, বর্ণের সাঙ্কেতিক
 বিভ্রাস, এখন ‘সটহাণ্ড’ নামে ইহার পরিচয় এবং বর্ণের ইঙ্গিত—ইহা অঙ্গুলি-
 সঙ্কেতে বুঝান হইত, এখন তাহার পরিচয় টেলিগ্রাফে প্রকারান্তরে পরিচিত ।
 ৪৬—শ্লেচ্ছিত-বিকল্প—সাধুশব্দ রচিত বাক্যের বর্ণ-বৈপরীত্যে ভ্রূহতা-সম্পাদন,
 তাহার প্রণালী মতভেদে বিভিন্ন । ৪৭—দেশভাষা-বিজ্ঞান—নানা দেশীয়
 ভাষা-জ্ঞান । ৪৮—পুষ্পশকটিকা—পুষ্পময় শব্দটনির্মাণ-কৌশল । টীকা-
 কার বলেন,—পুষ্পার্থ ক্ষুদ্র শব্দ-রচনা । ৪৯—নিমিত্ত-জ্ঞান—শুভাশুভ
 নিমিত্ত-পরিজ্ঞান,—হাঁচি টিক্‌টিকি—ইহা প্রসিদ্ধ; আরও অনেক আছে, তাহার
 পরিজ্ঞান । ৫০—যজ্ঞমাতৃকা—যজ্ঞপরিচালন বিশ্বকর্ষ্ম-শাস্ত্র । ৫১—ধারণ-
 মাতৃকা—অদ্বীতগ্রন্থের ধারণা যে উপায়ে হয় তাহার নির্দেশ । ৫২—সংপাঠ্য—
 সহযোগে পঠন—বিনা পুস্তকে পাঠ কে কতদূর করিতে পারে ইহার নির্ণয়
 একযোগে গ্রন্থ আবৃত্তি । ৫৩—মানসী কাব্যক্রিয়া—একব্যাক্ত মনে মনে
 একটি পদ বা পদার্থ চিন্তা করিয়া কোন কলাবিদকে বলিয়াছিল—আমার মান-
 সিক পদ বা ভাব লইয়া আপনি কবিতা রচনা করুন । কলাবিৎ তাহা
 করিয়া থাকেন, ইহা এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই । টীকাকার মতে
 ‘সংপাঠ্য’ ৫১ সংখ্যায় নির্দিষ্ট থাকায় মানসী ৫২ সংখ্যায় হইবে । মানসী
 অবিধ—দৃশ্যবিষয়, অদৃশ্যবিষয় । পদ্মোৎপলাদি সঙ্কেত দ্বারা লিখিত শ্লোক

দেখিয়া যথাযথ তাহার পাঠোদ্ধার দৃষ্টবিষয়া ; শ্রুত মাত্রই কবিতার যে যথাযথ-
পাঠ তাহা অদৃষ্টবিষয়া ; ইহা আকাশমানসী নামেও খ্যাত । কাব্যক্রিয়া
৩০ সংখ্যায় নির্দিষ্ট, কাব্যক্রিয়া অর্থে কাব্য-রচনা । বাকুভা পাত্রসংগ্রহ নিবাসী
কবি ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামবিক্রম তর্করত্ন মহাশয়ের মানসী কাব্যক্রিয়া কলা
আমার পরিদৃষ্ট বলিয়া সেই কলার অনুলেখে ন্যূনতা হয়, এই কারণে আমি
মানসী কাব্যক্রিয়াকে একটি পৃথক্ কলা বলিয়া ধরিয়াছি । বিশেষতঃ বিশেষণ
বিশেষ্যবৎ অবস্থিত পদদ্বয়ের অর্থে ভেদজ্ঞান শব্দ-শাস্ত্রের নিয়ম-বিরুদ্ধ,—
যথা—‘সুন্দরঃ পুরুষঃ’ বলিলে একজন সুন্দর আর একজন পুরুষ একপ
অর্থ বোধ হয় না । ৫৪—অভিধান কোষ—বিবিধ অভিধান গ্রন্থজ্ঞান, প্রচলিত
অপ্রচলিত শব্দসমূহের অর্থজ্ঞান । ৫৫—ছন্দোজ্ঞান—বিবিধ ছন্দে শব্দ-যোজনা-
সামর্থ্য । টীকাকার বলেন,—পিঙ্গলাদি-প্রণীত ছন্দঃশাস্ত্রজ্ঞান, কিন্তু সেই ছন্দঃ
বেদের অঙ্গবিদ্যা,—তাহাকে কামসূত্রের অঙ্গবিদ্যা মধ্যে নিবিষ্ট করা আমার
উচিত বোধ হয় না । ৫৬—ক্রিয়াকল্প—কাব্যরচনায় সামর্থ্য । টীকাকার
বলেন,—কাব্যালঙ্কার । আমি বলি—কাব্যরচনাসামর্থ্য হইতেই অলঙ্কারাদি
জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় ; নতুবা কাব্যালঙ্কার বলিলেও রসভাব ইত্যাদিও প্রাপ্ত
হওয়া যায় না—তাহা যদি ঐ পদ দ্বারা প্রাপ্ত বলিয়া মনে করিতে হয়, তাহা
হইলে কাব্যরচনা-সামর্থ্য হইতেই অলঙ্কারাদি-জ্ঞানের গ্রন্থে বাধা দেওয়া
উচিত হয় না । দৃষ্ট ও শ্রব্য দ্বিবিধ কাব্য-রচনাই ‘ক্রিয়া-কল্প’ কলার অন্ত-
র্গত । ৫৭—চলিতক যোগ—পরবন্ধনার্থ কপাস্তব-গ্রহণাদি কৌশল, বহুকপী
সাজা ইত্যাদি । ৫৮—বন্ধ-গোপন প্রকারসমূহ,—(১) এমন ভাবে বন্ধ পরিধান
করা হইত—যাহাতে লজ্জাস্তান সর্বত্রই থাকিত, বিবস্ত্র না হইলে লজ্জাস্তান
প্রকাশিত হইত না । (২) ছিন্ন বস্ত্রের অঙ্গিমবৎ (৩) দীর্ঘবস্ত্রকে ক্ষুদ্রবস্ত্রবৎ
সঙ্কচিত ভাবে রক্ষা । ইত্যাদি । ৫৯—দ্যুত-বিশেষ, তাহা ‘বিবিধ ‘পরমুঠে’
‘প্রেমারা’ প্রভৃতি প্রসিক । পুণে রাজকোষ দ্যুত-বিভাগ ছিন্ন, তাহার পারিপাটা
বহু অল্প ছিল না । ৬০—আকর্ষ ক্রীড়া—দাবা-ব’ড়ে ও পাশা খেলা ইত্যাদি ।
৬১—বালক্রীড়নক সমূহ,—কন্দক-ক্রীড়া; পুতলিকা-ক্রীড়া (পুঁটি-খেলা) পুতুল-

খেলা) ইত্যাদি। ৬২—বৈনরিকী—বিনয়াচার বিষয়ে শিক্ষা এবং হস্তী অশ্বের শিক্ষা। ৬৩—বৈজয়িকী—বিজয়ার্থ ক্রিয়মাণ অপবাজিত-প্রয়োগ এবং যুদ্ধ-চৰ্যা। ৬৪ বৈয়ামিকী (ব্যায়ামিকী) ব্যায়ামার্গ জিহ্বা, মৃগয়াদি এবং ডন ফেলা মৃগের ভাঁজা ইত্যাদি। এই সকল বিদ্যায় জ্ঞান আবশ্যিক, অতএব সকল-সাকলো কামসূত্রে গোষ্ঠী টি প্রকার অঙ্গবিদ্যা বা কলা।

পাঞ্চালিকী চ চতুষ্টয়ৈরপরা ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। অন্তপ্রকার চতুষ্টয়ি অঙ্গবিদ্যা আছে, তাহার নাম পাঞ্চালিকী। ১৭।

বাখ্যা। কামসূত্রে যে চতুষ্টয়ি অঙ্গবিদ্যা বা কলা কথিত হইল, তদ্বাতীত কামসূত্রের চতুষ্টয়ি অঙ্গবিদ্যা আছে; তৎসমুদয়ের সাধারণ সংজ্ঞা পাঞ্চালিকী। এই পাঞ্চালিকী সংজ্ঞার কারণ-নির্দেশ নিঃসংশয়রূপে কর যায় না : কামসূত্রাচার্য্য বান্য পাঞ্চালদেশীয় ছিলেন, ঐ চতুষ্টয়ি অঙ্গবিদ্যা যদি তাহার কথিত হয়, তাহা হইলে উহার পাঞ্চালিকী সংজ্ঞা হওয়া যুক্তিযুক্ত; কিন্তু সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর পাঞ্চাল দেশে সেই সকল বিদ্যা প্রথমে প্রাচলিত হয় বলিয়াও পাঞ্চালিকী সংজ্ঞা হইতে পারে। ১৭।

তত্ত্বাঃ প্রয়োগানম্বনৈত্যা সাম্প্রয়োগিকে বন্ধনামঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। সেই পাঞ্চালিকী অঙ্গবিদ্যার বিষয় যথাযথভাবে অনুসরণ করিয়া সাংপ্রয়োগিক আধকরণে তাহার প্রয়োগ কাঁইন করিব। ১৮।

কামসু তদাত্মকত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। পাঞ্চালিকী চতুষ্টয়ি অঙ্গবিদ্যা-স্বরূপ বলিয়া (সাংপ্রয়োগিক আধকরণেই তাহার উপদেশ যুক্তিযুক্ত)। ১৯।

বাখ্যা। এ স্থানে যে গীত বাদ্য প্রভৃতি চতুষ্টয়ি অঙ্গবিদ্যা উদ্দেশ্য মাত্র কথিত হইল, তাহার কারণ বহুগ্রন্থে এই সকল অঙ্গবিদ্যারই নির্দেশ আছে। এ অঙ্গবিদ্যা পাঞ্চালিকী অঙ্গবিদ্যারও অঙ্গ-সকল, এত জন্ত সাধারণ আধ-

করণে তাহার উপদেশ প্রদত্ত হইল। সাংপ্রয়োগিক অধিকরণে কামের উন্মুক্ত আকৃতি প্রদর্শিত; তাহার অন্তরঙ্গ যে পাঞ্চালিকৌ বিদ্যা, তাহার সেই অধিকরণই যোগা স্থান। এই জন্ত সেই স্থানেই তাহা বলা হইবে। ১৯।

আভিরভ্যচ্ছিতা বেষ্টা শীলরূপগুণাস্থিতা।

লভতে গণিকাশব্দং স্থানঞ্চ জনসংসদি ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। এই চতুষ্টয় কলায় সুশিক্ষিতা সুশীলা রূপবতী গুণবতী বেষ্টা, গণিকা নামে অভিহিতা হইয়া থাকে, জনসমাজে মৰ্যাদা-প্রাপ্তাও হয়। ২০।

পুজিতা সা সদা রাজ্ঞা গুণবন্তিষ্ঠ সংস্কৃতা।

প্রার্থনীয়াভিগম্যা চ লক্ষ্যভূতা চ জায়তে ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। গণিকা রাজার নিকটে সৰ্বদা সম্মানিতা হয়। গুণবান্ নায়কগণ তাহার প্রশংসা করেন, তাহার প্রতি তাঁহাদিগের সৰ্বদা লক্ষ্য থাকে, আর সেই গণিকাই গুণবান্ নায়কগণের প্রার্থনীয়া এবং অভিগম্যা হয়। ২১।

যোগজ্ঞা রাজপুত্রী চ মহামাত্রিস্থতা তথা।

সহস্রান্তঃপুরমপি স্ববশে কুরুতে পতিম্ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। রাজকন্যা ও মহামাত্র-স্থিতা কলা-প্রয়োগে অভিজ্ঞা হইলে সহস্র অন্তঃপুরকাপতি নিজ স্বামীকে বশীভূত করিয়া থাকে। ২২।

তথা পতিবিরোগে চ বাসনং দারুণং গতা।

দেশান্তরেহপি বিদ্যাভিঃ সা সুখে নৈব জীবতি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। আর এই কলাকুশলা নারী পতিবিরোগে দারুণ বিপদে পতিত হইলে বিদেশে গিয়াও এই কল্যাণবিদ্যা-প্রভাবে সুখে জীবিক-নিকাশ করিতে সমর্থ হন। ২৩।

নরঃ কলান্ত্ কুশলো বাচালশচাট্টিকারকঃ ।

অসংস্কৃতোহপি নারীণাং চিত্তমাশ্বেব বিন্দতি ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। কলাকুশল পুরুষ বাগ্মী ও প্রিয়ভাষী হইলে অপরিচিত হইয়াও অবিলম্বে রমণীগণের মনোহরণ করিতে পারে । ২৪ ।

কলানাং গ্রহণাদেব সৌভাগ্যমুপজায়তে ।

দেশকালৌ যপেক্ষ্যাসাং প্রয়োগঃ সম্ভবেন্ন বা ॥ ২৫ ॥

ইতি ত্রীবাৎস্তায়নৌয়ে কামসূত্রে সাধারণে প্রথমমৈহিকরূপে

বিদ্যাসমুদ্দেশকৃত্যৌয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। কলাশিক্ষামাত্রেই (স্বী পুরুষের) সৌভাগ্য হইয়া থাকে ; কিন্তু দেশ কাল বিবেচনায় এই সকল কলার প্রয়োগ হইবে অথবা হইবে না । ২৫ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

গৃহীতবিদাঃ প্রতিগ্রহজয়ক্রয়নির্ব্বেশাধিগতৈরর্থৈরন্বয়াগতৈ-
রুভয়েৰ্ব্বা গার্হস্থ্যমধিগম্য নাগরকয়ন্তং বর্তেত ॥ ১ ॥

অনুবাদ । বিদ্যাগ্রহণাস্তে গার্হস্থ্যাস্রম প্রাপ্ত হইয়া প্রতিগ্রহ, বিজয়, ক্রয় ও নির্বেশ (ভূতি—চাকরী) দ্বারা অর্জিত অর্থ বা উত্তরাধিকার-স্বত্রে প্রাপ্ত অর্থ, উভয়বিধ অর্থে নাগরকরকের অনুবর্ত্তন করিবে । ১ ।

বাখ্যা । প্রতিগ্রহ দ্বারা অর্জন ব্রাহ্মণের, বিজয় দ্বারা অর্জন ক্ষত্রিয়ের, ক্রয় দ্বারা অর্জন বৈশ্যের—চাকরী দ্বারা অর্জন শূদ্রের । ক্রয়-অর্থে-বাণিজ্য । ১

নগরে পত্তনে খৰ্ব্বটে মহতি বা সঙ্জনশ্রায়ে স্থানম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । নগর, পত্তন, খৰ্ব্বট অথবা এতদপেক্ষা মহৎ সঙ্জনশ্রায়ে অবস্থান হইবে । ২ ।

বাখ্যা । আট শত গ্রামে একটা নগর হইয়া থাকে ; পত্তন—রাজধানী ; দশ শত গ্রামে এক খৰ্ব্বট হইয়া থাকে ; তদপেক্ষা মহৎ সঙ্জনশ্রায়ে চারি শত গ্রামে হইয়া থাকে, তাহার পারিভাষিক নাম দ্রোণমথ । টীকাকার বলেন—সঙ্জনশ্রায়ে এই শব্দটী নগর পত্তন, খৰ্ব্বট ও মহৎ এই প্রত্যেকেরই বিশেষণ । মহৎ শব্দের অর্থই দ্রোণমথ । আট শত গ্রামে এক নগর ইত্যাদির ভাবার্থ এই যে ত লোক এবং যতটা স্থানে এক গ্রাম হয়, তাহার আট শত গুণ স্থান ও লোক লইয়া এক নগর হইয়া থাকে । এই নগরাদির সন্নিবেশ-প্রণালী চিহ্নিতীয় ঋগ্‌নাম্নিকে আছে । ২ ।

যাবাবশাদ্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । অথবা জীবিকাক্রমের অবস্থান হইবে । ৩ ।

বাখ্যা । নগরে, পত্তনে, খৰ্ব্বটে অথবা মহৎ সঙ্জনশ্রায়ে যেখানে সুবিধা-

জ্ঞান করিবে, অর্থাৎ যেখানে থাকিলে নিজ বৃত্তির অনুরূপ অর্থাগমের সুবিধা হয়, সেই স্থানে অবস্থান হইবে । ৩ ।

তত্র ভবনমাসন্নোদকং বৃক্ষবাটিকাবহিভক্ত কৰ্ম্মকক্ষং দ্বিবাসগৃহং
কারয়েৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । বাসস্থানে বাটী নিৰ্ম্মাণ করিবে । বাটীর নিকটে জল থাকিবে, বৃক্ষবাটিকা বা বাগানবাড়ী সঙ্গে থাকিবে, কৰ্ম্মোপযোগী প্রকৌষ্ঠের বিভাগ থাকিবে আর বাটীর দুইটী মহাল হইবে । ৪ ।

ব্যাখ্যা । দুই মহলের সংস্কৃত নাম দ্বিবাসগৃহ । বাহির মহলে উত্তম শয্যা থাকিবে । ৪ ।

বাহ্যে চ বাসগৃহে স্তম্ভকুমুভয়োপধানং মধ্যে বিনতং শুক্লোত্তর-
চ্ছদং শয়নীয়ং স্তাং, প্রতিশয়িকা চ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । শয্যার খড়্গ উত্তম গাদি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত এবং সৌগন্ধযুক্ত হইবে, মাথা ও পায়ে দিকে বালিশ থাকিবে, (কোমলতার জন্য) মধ্যে ঈষৎ নিম্ন এবং উপরের চাদর বিশেষ পরিস্কৃত শুভ্রবর্ণ হইবে, আর একটা ছোট শয্যা তাহার নিকটে থাকিবে । ৫ ।

ব্যাখ্যা । উত্তম শয্যা যাহাতে অশুচি না হয়, এই জন্য ছোট শয্যা করিবার ব্যবস্থা । ৫ ।

তন্ত্ৰ শিরোভাগে কূর্চস্থানম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । প্রধান শয্যার শিরোন্যে কূর্চাসন স্থাপন করিবে । ৬ ।

ব্যাখ্যা । কূর্চাসন—ক্রমধাম্ব দ্বিদল পদ্মাকৃতি কাষ্ঠাসন । সেট আসনে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি বক্ষা করিবে এবং শিশুরের দেওয়ালে তাহা লক্ষমান রাখিবে । ৬ ।

বেদিকা চ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । বেদিকাও করিবে । ৭ ।

ব্যাখ্যা। দেবতার চিত্রপটের নিম্নভাগে দেওয়ালে আটা কাষ্ঠফলক থাকিবে। তাহার উচ্চতা খাটের সঙ্গে সমান এবং বিস্তার এক হাত । ৭।

তত্র রাত্রিশেষমনুলেপনং মালাং সিক্ধকরংকং সৌগন্ধিক-পুটিকা মাতুলুঙ্গহচস্তামূলানি চ স্মৃঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। উক্ত কাষ্ঠফলকে রাত্রি-ভোগোপযোগী অনুলেপন, মালা, সিক্ধ করগু (মোম দ্বারা নিশ্চিত পাত্র) সৌগন্ধিক-পুটিকা (গন্ধদ্রব্য রাত্রি-বার পাত্র) মাতুলুঙ্গহক্ (দাড়িমের ছাল) এবং তামূল থাকিবে । ৮।

ভূমৌ পতদ্গ্রহঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। ভূতলে শয্যার (নিকটে) পতদ্গ্রহ অর্থাৎ পিকদান থাকিবে । ৯ ।

নাগদন্তাবসন্তা বীণা চিত্রফলকং, বার্তিকাসমুদগকং, যঃ কশ্চিৎ পুস্তকং কুরণ্টকমালাশ্চ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। নাগদন্তে বীণা, চিত্রফলক, বার্তিকাসমুদগক (তুলী ও রং প্রভৃতির পাত্র) যে কোন পুস্তক এবং কুরণ্টকপুষ্পের মালা বিলম্বিত থাকিবে । ১০ ।

নাতিদূরে ভূমৌ যুত্তাস্তরণং সমস্তকম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। উপরিভাগযুক্ত রত্নাকার আসন শয্যার অনতিদূরে ভূতলে থাকিবে । ১১ ।

ব্যাখ্যা। ইহা বোধ হয় উপরে শ্বেতপ্রস্তর এবং নিম্নে কার্শের কাঠামো এইরূপ গোল টেবিল হইবে । ১১ ।

আকর্ষফলকং দূতফলকঞ্চ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। আকর্ষফলক চতুরঙ্গপট্টি অর্থাৎ দাবা খেলার কার্শের ছক, দূতফলক—(পাণা খেলার কার্শের ছক) দেওয়ালের আশ্রয়ে ভূতলে থাকিবে । ১২

‘‘ তস্ম বহিঃ ক্রীড়াশকুনিপঞ্জরাণি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ । গৃহের বহির্ভাগে ক্রীড়াশকুসারিকা প্রভৃতি পঙ্কি-পঞ্জর (নাগ-দন্তে লব্ধিত) থাকিবে । ১৩ ।

একান্তে চ তক্ষতক্ষণস্থানমন্ত্রাসাং চ ক্রীড়ানাম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ । নির্জনস্থানে তকুর কার্য্য ও তক্ষণ কার্য্যের স্থান রাখিবে এবং অন্তান্ত ক্রীড়া-স্থানও রাখিবে । ১৪ ।

বাখ্যা । তকুর্বহু শাণ, কৌদাইষহ ও টেকো প্রভৃতি । তক্ষণস্থান কাঠ চেরাই করা ও তাহা হইতে আবদ্ধক দ্রব্য নির্মাণ করার স্থান । ১৪ ।

স্বাস্তীর্ণা প্রেঙ্খাদোলা বৃক্ষবাটিকয়াং সপ্রচ্ছায়া, স্থণ্ডিল-পীঠিকা চ সকুসুমেনি ভবনবিদ্যাসঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ । বৃক্ষবাটিকার ছায়াযুক্ত উত্তম আস্তরণে আস্থিত প্রেঙ্খা-দোলা থাকিবে । তথায় পুষ্পমণ্ডিত স্থণ্ডিল-পীঠিকা অর্গাৎ বেদী থাকিবে । এইরূপ ভবনবিদ্যাস হইবে । ১৫ ।

বাখ্যা । প্রেঙ্খাদোলা -হস্তদ্বারা সঞ্চালিত করিবামাত্র যে দোলা দোতলামান হয়, তাহার নাম প্রেঙ্খাদোলা । আর একপ্রকার প্রেঙ্খাদোলা আছে , তাহা চক্রদোলা । ১৫ ।

স প্রাতিরুথায় রুতনয়মকৃতঃ গৃহীতদন্তপাবনঃ মাঘ্রয়াহনুলেপনঃ ধূপং স্রজমিতি চ গৃহীয়া দন্তা সিকথমলক্ককং চ দৃষ্টাদর্শে মুখং গৃহীতব্রুথবাসতাস্থলঃ কাপ্যাণানুতিষ্ঠেৎ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ । নাগরক প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া নিককশ্য সম্পাদন ও দন্তধাবন করিয়া কিঞ্চিৎ অনুলেপন ধূপ সুগন্ধ এবং মালা গ্রহণের পর ঐকক্ষিৎ মোম এবং অলঙ্কর রাগ অধরোষ্ঠে যোজনা করিয়া তাহার পর দর্পণে মুখ দর্শিত্বা মুখবান্ধটিকা ও তাস্থল গ্রহণ করিবে । তার পর স্বকাব্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইবে । ১৬ ।

ব্যাখ্যা । নিত্যকৰ্ম্ম যাহা যাহা বিহিত আছে, তন্মধ্যে দন্তধাবন থাকিলেও দন্তধাবনের পৃথক্ উল্লেখ কেন হইল, এই আশঙ্কা হইতে পারে, তাহার উত্তর— ধর্ম্মশাস্ত্রে দন্তধাবনের পক্ষে তিথিবিশেষের বন্ধন আছে, প্রতিপৎ চতুর্দশী অমাবস্তা প্রভৃতি তিথিতে অবশ্য বজ্জনীয়, কিন্তু বিলাসী বাবু প্রাতিদিনই দন্তধাবন করিবে, কারণ দন্তধাবন না করিলে মুখে দুর্গন্ধ হইতে পারে । এই অংশ কিঞ্চৎ ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও তাহার উপদেশ বিলাসিতার অন্তর্কূলভাবে প্রদত্ত । বাৎস্তায়ন অনেক স্থানেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—উপদেশ সর্ব-সাধারণের জন্য । যে ধার্ম্মিক হইবে, সে উপদেশ গ্রাহ্য করিবে না, কিন্তু পৃথিবীর সকলেই ত ধার্ম্মিক নয়, কাজেই এই উপদেশ পালন করিবার লোকও আছে । ১৬ ।

নিত্যং স্নানম্, দ্বিতীয়কমুৎসাদনম্, তৃতীয়কং ফেনকং, চতুর্থক-
মায়ুষ্যম্, পঞ্চমকং দশমকং বা প্রত্যাযুষ্যমিত্যহীনম্ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ । স্নান নিত্য করিবে, প্রতি দ্বিতীয়দিনে অঙ্গমর্দন, প্রতি তৃতীয় দিনে ফেনক ব্যবহার, প্রতি চতুর্থদিনে আশ্ৰমশ্রমের ক্ষৌরকরণ, প্রতি পঞ্চম দিনে অপর স্থানে ক্ষৌরকরণ, লোমের উৎপাটন করিলে প্রতি দশম দিনে পুনরায় উহা কর্তব্য । এইরূপ আচরণ করিলে স্নানাদি কার্য্য নির্দোষ হইয়া থাকে । ১৭ ।

ব্যাখ্যা । ফেনপ—অরিষ্ট প্রভৃতি স্নেহাক্ত ফেনিল দ্রব্য । ইহা জজ্বা-দেশে ঘণন করিতে হয় । জজ্বার উর্দ্ধভাগ যাহাতে কর্কশ না হয় এবং নিম্ন-ভাগ শিরাল না হয়, ইহার জন্য ফেনপ ব্যবহারের ব্যবস্থা । মূলোক্ত ‘আযুষ্য’ শব্দে উর্দ্ধাঙ্গের ক্ষৌরকৰ্ম্ম এবং ‘প্রত্যাযুষ্য’ শব্দে নিম্নাঙ্গের ক্ষৌরকৰ্ম্ম বা লোমোৎপাটন । ১৭ ।

সাতত্যাচ্চ সংযুক্তকক্ষাস্থেদাপনোদঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । ‘ঘর্ষ্যাপনোদন-জন্ত সংযুক্ত গৃহে বাস করিবে । ১৮ ।

পূর্ব্বাহ্নাপরাহ্নয়োর্ভোজনম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ । পূর্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ভোজন করিবে । ১৯ ।

সায়ং চারায়ণশ্চ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ । চারায়ণ বলেন, পূর্বাহ্নে ও সায়াহ্নে ভোজন করিবে । ২০ ।

ভোজনানন্তরং শুকসারিকা প্রলাপনব্যাপারাঃ, লাবককুকুটমেষ-
যুদ্ধানি, তাস্তাশ্চ কলাক্রীড়াঃ, পীঠমর্দবিট্-বিদুষকায়ত্তা ব্যাপারাঃ,
দিবা শয্যা চ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ । পূর্বাহ্নে ভোজনানন্তর শুকসারিকে পড়া শিক্ষা দিবে । লাবক
কুকুট ও মেঘদিগকে পরস্পর যুদ্ধ-শিক্ষা দিবার সময়ও ঐ । পূর্বকথিত ও
অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ক্রীড়া পীঠমর্দ বিট্-বিদুষকাদির সহিত কর্তব্য ; দিবা শয়নও
কর্তব্য । ২১ ।

গৃহীতপ্রসাধনস্তাপরাহ্নে গোষ্ঠীবিহারাঃ (ক) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ । দিবা-শয়নের পর কেশ-সংস্কার করিয়া অপরাহ্নে বিহারবেশে
গোষ্ঠীতে যাইবে । ২২ ।

প্রদোষে চ সংগীতকানি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ । সন্ধ্যাকালে গীতবাদ্যাদি করিবে । ২৩ ।

তদন্তে চ, প্রসাধিতে বাসগৃহে সঞ্চারিতসুরভিধুপে সমহায়ন্ত
শয্যায়ামভিসারিকাণাং প্রতীক্ষণম্, দৃতীনাং প্রেষণং, স্বয়ং বা
গমনম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ । তৎপরে বাসগৃহ সুসজ্জিত ও সুরভি ধুপাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত
হইলে বন্ধু-বান্ধবের সহিত শয্যায় উপবেশন করিয়া অভিসারিকার আগমনের
প্রতীক্ষা করিবে,—(আগমনে ব্যাঘাত ঘটিলে) দৃতী প্রেরণ বা স্বয়ং গমন
করিবে । ২৪ ।

(ক) গোষ্ঠীবিচারাঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

আগতানাং চ মনোহরৈরালোপৈরুপচারৈশ্চ সহায়স্তোপকর্মাণঃ
বর্ষপ্রমুখটেনেপথানাং হৃদ্ধিনাভিসারিকাণাং স্বয়মেব পুনশ্চগুনম্,
মিত্রজনেন বা পরিচরণমিত্যাহোরাত্রিকম ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। অভিসারিকা আসিলে বন্ধু-বান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া
তাহার সঙ্গে আলাপ করিবে এবং (তান্বলাদি) উপচারদানে মনোরঞ্জন করিবে।
যেহ রুষ্টিপাতে অভিসারিকার বেশভূষা বিপর্যাস্ত হইলে, নিজে পুনর্বার
তাহাকে বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া দিবে, অথবা বন্ধু বান্ধব দ্বারা তাহা করা-
ইবে। নাগরকের অহোরাত্রিকতা এইরূপ। ২৫।

ঘটানিবন্ধনম্, গোষ্ঠীসমবায়ঃ, সমাপানকম্, উদ্যানগমনম্,
সমস্তাঃ ক্রীড়াশ্চ প্রবর্তয়েৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। ঘটানিবন্ধন, গোষ্ঠীসমবায়, সমাপানক, উদ্যানবিহার এবং
সমস্তা-ক্রীড়া-প্রবর্তন নাগরকের কার্য। ২৬।

বাখ্যা। দৈনিক কার্যবিবরণ কথিত হইবার পরেই নৈমিত্তিক কার্য
বিবৃত হইতেছে;—ঘটানিবন্ধন প্রভৃতি পাঁচটি কার্য নৈমিত্তিক। ঘটানিবন্ধন
প্রভৃতির বাখ্যা পুত্রকারই করিবেন। তৎসমুদায়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য এই—
(১) ঘটানিবন্ধন—দেবতার উৎসব-দিনে নাগরকদিগের সম্মেলন। প্রতিপৎ
প্রতি পঞ্চদশ তিথি এক এক দেবতার নির্দিষ্ট দিন; যথা “প্রতিপৎ ধন-
দক্ষোজ্ঞা” ইত্যাদি। প্রতিপৎ কুবেরের তিথি, চতুর্থী গণেশের তিথি, পঞ্চমী
শিবের তিথি, এতদ্ব্যতির অমাবস্তা পিতৃগণের তিথি। উভয়পক্ষের তিথিতে
যদি উৎসব থাকে ত পঞ্চম্যধৌ ঐ দেবতার ‘ঘটানিবন্ধন’ হইবে, আর কেবল
শুক্লপক্ষেই যদি তাহার ব্যবহার থাকে ত মাসে একবার ঘটানিবন্ধন হইবে।
প্রতি দেবতার জন্মই যে প্রতিদিন উৎসব হইবে তাহা নহে, যে প্রদেশে যে
দেবতার উৎসব প্রচলিত, সেই দেশে সেই উৎসবে ঘটানিবন্ধন হইবে, তবে
কলাবিৎ নাগরকগণের সাধারণতঃ সারস্বত উৎসব আবশ্যক—নৈমিত্তিক কার্য-
মধ্যে পরিগণিত। সেই উৎসব-দিনে সারস্বত আযতনে নাগরকগণ সমবেত

ইইবেন, এই সম্বায় বা সম্মেলন ‘গণধর্ম্মের’ নিয়মানুসারে হইবে। গণ-ধর্ম্মের প্রধান নিয়ম—গণস্থ বা দলস্থ এক ব্যক্তির সুখে সকলের সুখানুভব, একের বিপদে সকলের বিপদানুভব। সেই সম্মেলনে বৈদেশিক নট-নর্ত্তকাদি আসিয়া নিজ নিজ গুণপনার পরিচয় দিবে। পরদিনে তাহাদিগের পারি-তোষিক প্রদান, নৃত্যগীতের পুনঃকরণে অনুরোধ বা সাদরে বিদায় প্রদান,—সম্মেলনের রুচি অনুসারে হইবে। সারস্বত উৎসবের স্থায় অন্ত দেবতার উৎসবও জানিবে। (৩৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)। বলা বাহুল্য, এ উৎসব প্রাত্যহিক নহে,—পক্ষে বা মাসে একদিন মাত্র। চৌত্রিশ সূত্রে (২) গোষ্ঠীসম্বায় বুঝাইবার জন্য ‘গোষ্ঠীলক্ষণ’ আছে। (৩) পরস্পর ভবনে যে একত্র পান—তাহাই ‘সমাপানক’। (৪) উদ্যানগমন—উদ্যানবিহার-পদ্ধতি—জলবিহারাদি ইহারই অন্তর্গত। নাগরিকগণের সমবেত ভাবে যে ক্রীড়া, তাহার নাম সমস্তা-ক্রীড়া, যক্ষরাত্রি প্রভৃতি তাহার উদাহরণ—৪২ সূত্রে আছে। ২৬।

পক্ষস্থ মাসস্থ বা প্রজ্ঞাতেহহনি সরস্বতা ভবনে নিযুক্তানাং
নিতাং সমাজঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। পক্ষে বা মাসে প্রাসিক তিথিতে কলাবিদ্যাভিন্ন আঁঠাত্তো দেবী সরস্বতীর ভবনে পরস্পর সম্মেলন অবশ্য কর্তব্য। ২৭।

কুশীলবাশ্চাগন্তবঃ প্রেক্ষণকমেবাং দদ্র্যাঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। অন্ত স্থান হইতে আগত নট-নর্ত্তক ইহাদিগকে আপনাদিগের নৃত্যগীত-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে। ২৮।

দ্বিতীয়েহহনি তেভাঃ পূজা নিয়তং লভেরন ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। দ্বিতীয় দিনে নটনর্ত্তকগণ তাহাদের নিকট আদর ও পারি-তোষিক লাভ করিবে। ২৯।

ততো যথাত্রকমেবাং দর্শনমুৎসর্গো বা ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ । তদনন্তর তৃপ্তি বা অতৃপ্তি অনুসারে পুনর্বার নৃত্যাদি দর্শন করিবে অথবা তাহাদিগকে বিদায় দিবে । ৩০ ।

বাসনোৎসবেষু চৈবাং পরস্পরশ্চৈককার্য্যতা ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ । কোনরূপ বাসন, ব্যাধি বা শোকাদি উপস্থিত হইলে বা উৎসব প্রস্তুত হইলে ইহাদিগের এককার্য্যকারিতা থাকা আবশ্যক । ৩১ ।

আগন্তৃণাং চ কৃতসমবায়ানাং পূজনমভ্যুপপত্তিশ্চ । ইতি গণধর্ম্মঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ । যে সকল আগন্তুকের সে স্থলে মেলন হইবে, তাহাদিগের পূজা ও বাসনের সময় উপকারাদি দ্বারা সাহায্য করিবে ; ইহাই গণধর্ম্ম । ৩২ ।

এতেন তং তং দেবতাবিষয়মুদ্दिष्टं সংভাবিতস্থিতয়ো ঘটা বাখ্যাতাঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ । ইহা দ্বারা সেই সেই দেবতা বিশেষের উদ্দেশ্যে যে যাচা করা হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিবার কথাও ব্যাখ্যাত বা কথিত হইল ॥ ৩৩ ॥

বেষ্ঠাভবনে সভায়ামত্যন্তমশ্রোদবসিতে বা সমানবিদ্যাবুদ্ধিশীল-
বিন্ধ্যবয়সাং সহ বেষ্ঠাভিরনুরূপৈরালোপৈরাসন্নবন্ধো গোষ্ঠী ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ । বেষ্ঠালয়ে, অক্ষশালাতে অথবা কোন এক বন্ধুর বাটীতে বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র, ধন ও বয়সে তুল্য বন্ধুগণের সম্মেলনে বেষ্ঠাসহ উপযুক্ত আলোপে যে অবস্থান, তাহার নাম গোষ্ঠী । ৩৪ ।

ব্যাখ্যা । পূর্বে যে গোষ্ঠী শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার বিবৃতি এইস্থলে প্রদত্ত হইল । ৩৪ ।

তত্র চৈবাং কাব্যসমস্তা কলাসমস্তা চ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ । এইরূপ গোষ্ঠীতে তাহাদিগের পরস্পর কাব্যসমস্তা, বা কলা স্তা হইবে । ৩৫ ।

ব্যাখ্যা । সমস্তা—ফাঁকি ও উত্তর । ৩৫ ।

তস্তামুজ্জ্বলা লোককাস্তাঃ পূজ্যাঃ শ্রীতিসমানাশ্চাহারিতাঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ । সেই গোষ্ঠীতে উজ্জ্বলা লোকমনোহরা গণিকাগণের সমাদর করিবে এবং শ্রীতি অনুশারে পরিচারিকাদিগের দ্বারা তাহাদিগকে সম্মানিত করিবে । ৩৬ ।

পরস্পরভবনেষু চাপানকানি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ । পরস্পরের বাটীতে আপানক কার্যের অনুষ্ঠান করিবে । ৩৭ ।

তত্র মধুমৈরেয়সুরাসবান্ বিবিধলবণফলহরিতশাকতিক্তকটু-
কাল্পোপদংশান্ বেষ্ঠাঃ পায়য়েয়ন্নুপিবেষুশ্চ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ । তাহাতে মধু, মৈরেয়, সুরা, আসব এবং বিবিধ লবণ, ফল হরিতশাক, তিক্ত, কটু, অম্ল ও উপদংশ (চাট) বেষ্ঠাদিগকে পান করাইবে ও পরে পান করিবে । ৩৮ ।

এতেনোদ্যানগমনং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ । ইহা দ্বারা উদ্যানগমন ব্যাখ্যাত হইল । ৩৯ ।

ব্যাখ্যা । আপানক পদ্ধতিক্রমে এই উদ্যান গমন বা বাগান বিহার করিতে হয় । ৩৯ ।

পূর্ব্বাহ্ন এব স্নলঙ্কতাস্তরগাধিকৃতা বেষ্ঠাভিঃ সহ পরিচারকানু-
গতা গচ্ছয়ুঃ । দৈবসিকীক যাত্রাং তত্রানুভূয় কুকুটলাবকমেঘ-
যুদ্ধদূতৈঃ প্রেক্ষাভিরনুকূলৈশ্চ চেষ্টিতৈঃ কালং গময়িহ্য অপরাহ্নে
গৃহীততদুদ্যানোপভোগচিহ্নান্তথৈব প্রত্যাব্রজেয়ুঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ । পূর্ব্বাহ্নেই সুন্দররূপে অলঙ্কৃত ও ঘোটকপুষ্ঠে আরূঢ় হইয় বেষ্ঠাদিগের সহিত পরিচারকগণকে সঙ্গে লইয়া যাইবে । সেখানে দৈনিক বাহ্য উপভোগ করিয়া কুকুট লাবক ও বেসুন্ধ ও দাত (দাবাখেলা) প্রভৃতি

ক্রীড়া ও নটনর্তকের প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করিয়া যাহার যেমন অনুকূল চেষ্টা, সেই-
রূপ চেষ্টার পূরণ দ্বারা কাল অতিবাহিত করিয়া অপরাহ্নে সেই উদ্যানের চিহ্ন
(পুষ্পগুচ্ছ ও মালাদি) গ্রহণ করিয়া সেইরূপেই চলিয়া আসিবে। ৪০।

এতেন রচিতোদগ্রাহোদকানাং গ্রীষ্মে জলক্রীড়াগমনং
বাখ্যাতম্ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। ইহা দ্বারা কুস্তীরাদিরহিত কৃত্রিম জলাশয়ে গ্রীষ্মকালে জল-
ক্রীড়াগমন ব্যাখ্যাত হইল। ৪১।

যক্ষরাত্রিঃ, কোমুদীজাগরঃ, সুবসন্তকঃ সহকারভঞ্জিকাভূষখাদিকা
বিসখাদিকা নবপত্রিকোদকক্ষেপ্তিকা। পাঞ্চালানুযানমেকশালানী
যবচতুর্থালালচতুর্থী মদনোৎসবো মদনভঞ্জিকা হোলাকাশোকো-
ত্তংসিকা পুষ্পাবচায়িকাচুতলভিকেক্ষুভঞ্জিকা কদম্বযুদ্ধানি তাহাশ্য
মাহিমাশ্রো দেশাশ্চ ক্রীড়া জনেভ্যো বিশিষ্টমাচরেয়ুরিতি সম্ভ্রয়
ক্রীড়াঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। যক্ষরাত্রি, কোমুদীজাগর (কোজাগর) ও সুবসন্তক—সহকার-
ভঞ্জিকা, অভূষখাদিকা, বিসখাদিকা, নবপত্রিকা, উদকক্ষেপ্তিকা, পাঞ্চালানুযান,
একশালানী, যবচতুর্থী, লালচতুর্থী, মদনোৎসব, মদনভঞ্জিকা, হোলাকা,
অশোকোত্তংসিকা, পুষ্পাবচায়িকা, চুতলভিকা, ইক্ষুভঞ্জিকা ও কদম্বযুদ্ধ এবং সর্ব-
দেশব্যাপী ও প্রদেশমাত্রব্যাপী সেই সেই ক্রীড়া সকল জনসাধারণের উদ্দেশে
বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত করিবে। ইহাকেই সম্ভ্রয় ক্রীড়া কহে। ৪২।

বাখ্যা। যক্ষরাত্রি—সুখরাত্রি—দীপাবিত্তা অমাবস্তা, কোমুদীজাগর—
কোজাগর পূর্ণিমা, সুবসন্তক—মদনত্রয়োদশী,—এইগুলি সর্বদেশপ্রসিদ্ধ ক্রীড়া-
দিন; এই সময়ের নামেই ক্রীড়ার নামকরণ হইয়াছে। সহকারভঞ্জিক—
প্রভৃতি ক্রীড়া প্রাদেশিক; সহকারভঞ্জিকা ক্রীড়ায় আত্মকলভঙ্গ প্রধান, কে-
বল করিল, তাহা লইয়া শক্তিপরীক্ষা ও লোকা-নুফি ইত্যাদি উহার

অঙ্গ,—বসন্তকালে এই ক্রীড়া হয়। অভ্যাষাদিকা—ক্ষেত্রে গিয়া আঙুন
 জ্বালাইয়া গাছপাশ ছোলা মটর পুড়াইয়া তাহা ভোজন,—এই অভ্যাষাদিকা
 আমাদিগের এ অঞ্চলে ‘হুড়া পোড়া’ নামে প্রসিদ্ধ। বিসখাদিকা—পদ্মের মৃগল
 তুলিতে কৌশল প্রয়োগ ও সানন্দে সদলে তাহা ভোজন, ইহাই একটা ক্রীড়া।
 নবপত্রিকা—নবশস্তোদগমে প্রথম বর্ষায় বনভোজন। উদকক্ষেতিকা,—পিচ-
 কারি-যোগে জলদান—এই ক্রীড়ায় প্রধান অংশ। পাঞ্চালানুধান—অপর
 দেশে পাঞ্চালদেশীয় ভাষা প্রভৃতির অনুকরণ। একশাল্লী—এক বহুৎ পুষ্প-
 মাণ্ডিত শাল্লী বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া তাহার পুষ্পসম্ভারে বিভূষিত হইয়া নাগরক-
 দলের আমোদ। যবচতুর্থী—বৈশাখ শুক্লচতুর্থীতে পরস্পরের গাত্রে স্নগন্ধ যবচূর্ণ
 প্রক্ষেপ। আলোলচতুর্থী—এই পাঠ মূলে আছে এবং তাহা ধরিয়াই যে
 ব্যাখ্যা টীকায় আছে, তাহা অসঙ্গত হইয়াছে। টীকাকার পাঠ ধরিয়াছেন—
 আলোল চতুর্থী, কিন্তু ব্যাখ্যায় আছে—“শ্রাবণশুক্লতৃতীয়ায়াং হিন্দোলক্রীড়া”
 অর্থাৎ শ্রাবণ শুক্লতৃতীয়ায় বুলন। ব্যাখ্যা ভুল না হয় ত ‘আলোল তৃতীয়া’
 পাঠ হওয়া উচিত ছিল; তবে—সে খেলায় যদি নিয়ম থাকে—এক
 একবার ৪ জন করিয়া খেলিবে—তন্মধ্যে একব্যক্তি বুলনে চড়িবে আর
 তিন জন দোল দিবে, তাহা হইলে আলোল চতুর্থী নামও কোনরূপে হইতে
 পারে। মদনোৎসব—মদন প্রতিমা পূজা, চৈত্র শুক্ল চতুর্দশী। দমনভঞ্জিকা—
 এই দিনে দমনক (দোনা) পুষ্পদ্বারা কর্ণভূষণ সম্পাদন, মদনভঞ্জিকা ইহা
 পাঠান্তর—মদন বৃক্ষের পল্লব ভঙ্গ করিয়া তদ্বারা মদন পূজা—পল্লবভঙ্গে একটা
 প্রকাণ্ড ক্রীড়া। হোলাকা—হোলি উৎসব। অশোকোত্তংসিকা—অক্সাক পুষ্পের
 কিরীট পরিধান। পুষ্পাব্যায়িকা—ফুলকুড়ান খেলা, কে কোন্ ফুলটা অক্সাক
 কুড়াইতে পারে—এই ভাবে এই খেলা হয়। চুতনতিকা—আম্র মুকুলে কর্ণ-
 ভূষণ বসনা। ইক্ষুভঞ্জিকা—ইক্ষু খণ্ডদ্বারা সজ্জিত হওয়া। কদম্বযুদ্ধ—নাগরকগণ
 দুই দলে বিভক্ত হইবে—দুই দলেরই অস্ত্র কদম্বপুশ্প; এই কদম্বপুষ্পক্ষেপে যে
 দুইদলের যুদ্ধ—তাহাই কদম্বযুদ্ধ নামে খ্যাত। এই সকল ও অন্যান্য সর্বদেশ-
 প্রসিদ্ধ ও প্রাদেশিক ক্রীড়ায় নাগরকদলের সহিত সাধারণও যোগ দিতে

পারিবে। কিন্তু সাধারণ অপেক্ষা নাগরকগণের একটু বাহ্যিক দৈর্ঘ্য আবশ্যক। ইহাই সমস্ত ক্রীড়া বা নৃত্য ক্রীড়া। এই ক্রীড়া ব্যতীত ঘটানিবন্ধন প্রভৃতি যে চারিটি নৈমিত্তিক কার্য পূর্বে কথিত হইয়াছে, তাহাতে জনসাধারণ যোগ দিতে পারিবে না। ৪২।

একচারিণশ্চ বিভবসামর্থ্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। একচারী নাগরক নিজের ধনবলানুসারে (দলে না মিলিয়াও) ঐ সকল করিতে পারিবে)। ৪৩।

ব্যাখ্যা। যেখানে দল মিলিবে না—সেখানে নাগরক একাই নিজ বিভবানুসারে পরিচারক রাখিয়া তাহাদিগের সঙ্গেই এই সকল দৈনিক ও নৈমিত্তিক কার্য সম্পন্ন করিবে। ৪৩।

গণিকায়ান্নায়াশ্চ সখীভির্নাগরকৈশ্চ সহ চরিতমেতেন
নাথাত্ম ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ। (এই যে ভবনাবস্তাস, নিত্য নৈমিত্তিক কার্য পদ্ধতি নাগরকের পক্ষে বর্ণিত হইয়াছে) ইহার দ্বারাই গণিকা এবং নায়িকার কার্যপদ্ধতি সখী ও নাগরকগণের সহিত আচরণ-পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হইল। ৪৪।

ব্যাখ্যা। যেখানে ঐ পদ্ধতিতে নাগরক কর্তা, সেইখানে নাগরকভুলে গণিকা ও নায়িকা কত্রীকপে গ্রহণীয়, সেখানে গণিকা ও নায়িকা স্থলে নাগরককে বসাইবে,—নাগরকের পীঠমর্দাদিস্থলে সখীদিগকে বসাইবে, এষ্টমাত্র প্রভেদ। ৪৪।

অবিভবস্ত শরীরমাত্রে মল্লিকাফেনককসায়মাত্রপরিচ্ছদঃ পূজ্যা-
দেখাদাগতঃ কলাতঃ বিচক্ষণস্তদুপদেশেন গোষ্ঠ্যাং বেশোচিতং চ হুকে
সাধয়েদাত্মানমিতি পীঠমর্দঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। যাহার কিছুমাত্র বিত্ত নাই ও পুত্রকলত্রাদিও নাই; শরীর মাত্র সহায়, মল্লিকা, ফেনক ও কসায়মাত্র পরিচ্ছদধারী, পূজ্য দেশ ইত্যাক

আগত ও কলা-কুশল, সে ব্যক্তি নাগরক-গোষ্ঠিতে কলার উপদেশ করিয়া বেঞ্জাজনোচিত রুস্তে আপনাকে প্রথাত করিবে। ইহাকে পীঠমর্দ বলে। ৪৫।

ব্যাখ্যা। দেশভ্রমণশীল বিদেশীয় দারিদ্র ব্যক্তি যদি কলাকুশল হয় ত সে নাগরকগণের গোষ্ঠিতে বা বেঞ্জাগণের শিক্ষাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে—এইরূপ ব্যক্তির নাম পীঠমর্দ । সে দারিদ্র স্থীপুত্র-হীন, (সঙ্গে একটি পরিচাবক থাকিবে—ইহা টীকাকার বলেন, কিন্তু মূলে তাহার আভাস নাই বরং পরিচাবকও নাই ইহাই বোধ হয়) তাহার সামগ্রীর মধ্যে (১) মল্লিকা নামক আসন—ইহা যে কিরূপ তাহা ঠিক বুঝা যায় না, তবে ‘মোড়া’ হইতে পারে—চালচর ফেরিওয়ালার পৃষ্ঠদেশে মোড়া খালিতে অনেকেই দেখিয়াছেন; অথবা চুইগাছ লাঠি থাকে তাহা দ্বাৰা পৃষ্ঠ রক্ষিত হয়—এবং তাহাই শয়নের সময়ে পাতিবার কার্য্য করে, ইহাব নাম দণ্ডাসনিক বা মল্লিকা হওয়া অসঙ্গত নহে, ‘হাপুর’ দলে এই প্রকার চুই গাছ লাঠির ব্যবহার এখনও চলিত আছে। (২) কেনক—শব্দের অর্থ রিটা বা অরিষ্টে প্রভৃতি। (৩) কষায়—অধিক পথ গমন কাংখে পায়ের তলা পাতলা হয়, এই জন্ত আমের ছাল ইত্যাদি ঘষিবার প্রলেপ দেওয়া হয়, ধনার কড়ারও দেওয়া হয়—তাহাই কষায়, পূজাদেশ ... চল বিদ্রোনে যে দেশের নাম প্রসিদ্ধ। ৪৬।

ভুক্তবিভবস্ত গুণবান্ সকলনো বেষে গোষ্ঠ্যাঞ্চ বলমতস্তদ্প-
জ্ঞানী চ বিটঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। যে, সমস্ত বিভব ভোগ করিয়া (খেয়াইয়া) বসিয়াছে, গুণবান এবং দারপরিজনসম্বন্ধিত, বেঞ্জাজনোচিত বেষে ও গোষ্ঠিতে (নাগরক-গণের) সমাহৃত, এবং বেঞ্জাজন ও নাগরকজনকে অবলম্বন করিয়া জীবিক-নিৰ্ভর করিয়া থাকে, তাহাকে বিট বলা যায়। ৪৬।

একদেশবিদ্যাস্ত ক্রীড়নকো বিশ্বাস্তৃষ্ণ বিদূষকঃ বৈহাসিকো বা ॥ ৪৭

অনুবাদ। গীতাদির অংশবিশেষ অভিজ্ঞ ক্রীড়নক এবং বিশ্বাসভূম ব্যক্তিই বিদূষক বা (পীঠমর্দক, বিট ও বিদূষক) বৈহাসিক নামে অভিহিত হয়। ৪৭।

ব্যাখ্যা । বিদূষক—আজ্ঞায় নির্ধন অথবা ব্যয় করিয়া নির্ধন ব্যক্তি
অনুবাদ-কথিত গুণসম্পন্ন হইলে বিদূষক হয় । ৪৭ ।

এতে বেষ্ঠানাং নাগরকানাঞ্চ মন্ত্ৰিণঃ সন্ধিবিগ্রহনিযুক্তাঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ । এ সকল ব্যক্তি বেষ্ঠা ও নাগরকগণের সন্ধি ও বিগ্রহকাৰ্য্যে
নিযুক্ত মন্ত্ৰিস্থানীয় । ৪৮ ।

তৈত্তিরিকৃকাঃ কলাবিদক্কা। মৃগা। যুষলোণ। যুদ্ধগণিকাশ্চ
ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ । কলাকুশল ভিক্ষুকী, মৃগা, রমনী ও রুদ্ধগণিকা ইহা দ্বারা
ব্যাখ্যাত হইল । ৪৯ ।

ব্যাখ্যা । ভিক্ষুকী, মৃগা (নাপিতানী অথবা বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী) বন্ধকী
এবং যুদ্ধগণিকা—ইহারা কলাকুশল হইলে (নাগবকের পক্ষে পীঠমর্দ প্রভৃতির
কাৰ্য্য) বেষ্ঠা ও নাগবকদিগের সন্ধি-বিগ্রহ কাৰ্য্যে নিযুক্ত হইবে । ৪৯ ।

গ্রামবাসী চ সজাতান্ বিচক্ষণান্ কোতূহলিকান্ প্রোৎসাহ
নাগরকজনস্তা যুগ্মং বর্ণয়ন্ শ্রদ্ধাঞ্চ জনয়ৎসুদেবানুকুবরীত গোষ্ঠীশ্চ
প্রবর্তয়েৎ সজতা জনমনুরঞ্জেৎ কস্মিন্ চ সাহাযোন চানুগৃহীয়াৎ
উপকারয়েচ্চ ইতি নাগরকবৃত্তম্ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ । গ্রামবাসী ব্যক্তি সজাতীয় বিচক্ষণ কোতূহলপরায়ণ ব্যক্তি-
গণকে প্রোৎসাহিত করিয়া নাগরক জনৈব রত বর্ণন করত শ্রদ্ধা সম্পাদনপূর্ব্বক
ইহাদের অনুকরণে প্রবর্তিত করিবে, গোষ্ঠীর প্রবর্তন করিবে, মাল্য মিশ্রিয়া
লাকের অনুবঞ্জন করিবে, প্রত্যেক কস্মৈ সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিবে
এবং পরস্পরে উপকার করিবে।—ইহাই নাগরকবৃত্ত কথিত হইল । ৫০ ।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

নাতান্তং সংস্কর্তেনৈব নাতান্তং দেশভাষয়া ।

কথাং গোষ্ঠীষু কথয়ন্লোকে বহুমতো ভবেৎ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ । গোষ্ঠীমধ্যে কথাবার্তা অত্যন্ত সংস্কৃত দ্বারাও করিবে না এবং অত্যন্ত দেশভাষাদ্বারাও করিবে না ; এই নিয়মে কথাবার্তা করিলে লোকে সমাদৃত হইয়া থাকে । ৫১ ।

বাখ্যা । সমস্ত কথা সংস্কৃত দ্বারাও বলিবে না এবং সমস্ত কথা দেশভাষা দ্বারাও বলিবে না, কারণ গোষ্ঠীতে অসংস্কৃতভক্ত লোকও থাকিবে এবং দেশ-ভাষায় অনভিজ্ঞ সংস্কৃতভক্ত লোকও থাকিতে পারে । ৫১ ।

যা গোষ্ঠী লোকবিদ্বিষ্টা যা চ স্মৈরবিসর্পিণী ।

পরহিংসাত্মিকা যা চ ন তামবতরেদ্বধুঃ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ । যে গোষ্ঠীতে লোকের বিদ্বেষ আছে, যাহা নিরঙ্কুশ ভাবে প্রবৃত্ত এবং যাহাতে পরের দোষ আলোচিত হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ গোষ্ঠীতে প্রবেশ করিবেন না । ৫২ ।

লোকচিত্তানুবর্তিষ্ঠা ক্রৌড়া মাত্ৰৈককার্যয়া ।

পোস্ত্যা সহ চরন বিদ্বাল্লোকে সিদ্ধিং নিযচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নীয়কামসূত্রে সাধারণে প্রথমেন্দধিকরণে

নাগরকরুন্তং চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । লোকের চিত্তানুবর্তিনী লোক-চিত্তরঞ্জনকারিণী, ক্রৌড়ামাত্রই যাহার একটি মুখ্য কার্য, তাদৃশ গোষ্ঠীর সহচর হইলে বিদ্বান্ লোকে—সংসার-ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় । ৫৩ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

কামশ্চতুষ্রবর্গেষু সর্বগতঃ শাস্ত্রতশ্চানন্তাপূর্ব্বায়াং প্রযুজ্যমানঃ
পুনরীয়ে যশস্তো লৌকিকশ্চ ভবতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ । চতুর্বিধ বর্ণের মধ্যে সমান বর্ণের অনন্তপূর্ব্বা য়াতে শাস্ত্রানু-
সারে প্রবর্ত্ত্যমান সংযোগ ঔরস পুত্রের নিমিত্ত ও যশের নিমিত্ত হয় ; ইহা
লৌকিকবহির্ভূত অসার ব্যবহার নহে, পরন্তু লৌকিক । ১ ।

তদ্বিপরীত উত্তমবর্ণাসু পরপরিগৃহীতাসু চ প্রতিষিদ্ধঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । উত্তম বর্ণাতে প্রবর্ত্ত্যমান সংযোগ তাহার বিপরীত এবং
নিষিদ্ধ । অন্তের বিবাহিতা সর্বর্ণাতেও প্রবর্ত্ত্যমান সংযোগ পুত্রের নিমিত্ত ও
যশের নিমিত্ত হয় না এবং তাহা লৌকিক ব্যবহারের বহির্ভূত হয় । ইহাও
নিষিদ্ধ । ইহা সুখের জন্তও হয় না । কারণ এই নিষেধ রাজবিধি
অনুমোদিত, এই নিষেধাতিক্রমে রাজদণ্ড হয় । ২ ।

অবরবর্ণাসনিরবসিতাসু বেষ্ঠাসু পুনর্ভূষু চ ন শিক্তৌ ন
প্রতিষিদ্ধঃ স্তুথার্থহ্যং ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । স্বাপেক্ষা হীনবর্ণা কিন্তু অনিরবসিতা যে বেষ্ঠা ও পুনর্ভূ
বৈববাবস্থায় এক পুরুষমাত্রেয় আশ্রিতা—রমণীতে প্রযুক্ত কাম (রাজশাসনে)
বিহিতও নহে প্রতিষিদ্ধও নহে, (রাজদণ্ড নাই) । তাহা সংযোগ সুখের
নিমিত্তই হইয়া থাকে । এই সুখ দৃষ্ট, —দম্ভশাস্ত্র দ্বারা ইহাও নিষিদ্ধ, অতএব
নরক-দুঃখ ইহাতেও আছে, —ইহা কামমূহ-পর্যালোচনায় বুঝা যায় । ৩ ।

ব্যাখ্যা । এই স্থলে বিধি ও নিষেধ দৃষ্ট । পুনর্ভূ—সংসারে সকলেই
সংযমশালিনী হইতে পারে না । রমণী বিধবা হইলে, তাহার ব্রহ্মচর্য্য
উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম—সহমরণ—তত্বলা ধর্ম্ম । এই ধর্ম্মদ্বয় পালনে বিধবার ঐচ্ছিক

যশঃ ও পারাত্নক শুভ—স্বর্ণলাভ হয়। মনু, পরাশর প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র-
 কারগণ এক বাক্যে এই ব্যবস্থা দিয়াছেন। কামশাস্ত্রকারেরও ইহাই
 মত—“সবর্ণতঃ শাস্ত্রতৎচানন্তপূর্বায়াং” (১ অধিকরণ ৫ অঃ ১ সূত্র) এবং
 “সবর্ণায়াম্ অনন্তপূর্বায়াঃ শাস্ত্রতোহধিগতায়াং” (২ অধিকরণ—কন্যাসম্প্র-
 যুক্তক ১ অঃ ১ সূত্র।) এই দুই স্থলেই “অনন্তপূর্বা” আছে এবং “শাস্ত্রতঃ”
 আছে,—ইহাতে বুঝা যায়,—“অন্তপূর্বা”—শব্দের ব্যবহার যে স্থলে আছে,—
 তদতিরিক্ত কন্যাই অনন্তপূর্বা, “অন্তপূর্বা” আর “পুনর্ভূ” একার্থ শব্দ
 যাহার সন্তান পৌনঃপত্য আখ্যায় অভিহিত হইবে,—এইরূপ পুনর্ভূকন্যা সপ্ত-
 বিধ;—(১) বাগ্দত্তা, বাগ্‌দান হইয়াছে মাত্র কিন্তু সম্প্রদান হয় নাই
 এমন কন্যা, (২) মনোদত্তা, কন্যা মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, কিন্তু
 বাহ্য অনুষ্ঠান হয় নাই, (৩) কৃতকৌতুকমঙ্গলা যাহার রন্ধিশুদ্ধ পর্বাঙ্ক হইয়া
 গিয়াছে, কিন্তু সম্প্রদান হয় নাই, (৪) উদকস্পর্শিতা, কুশবারি নিক্ষেপে
 সম্প্রদত্তা, কিন্তু পাণিগ্রহণ হয় নাই, (৫) পাণিগৃহীতিকা—পাণিগ্রহণ মাত্র
 হইয়াছে, কিন্তু সপ্তপদীগমন হয় নাই, (৬) অগ্নিঃ পরিগতা—অগ্নিপ্রদক্ষিণ
 কর্ম যাহার সম্পন্ন হইয়াছে, এই অগ্নিপ্রদক্ষিণ কর্ম সম্প্রদানের পূর্বে
 হইতে পারে এবং তাহা হইলে, প্রকৃত বিবাহে বাধা প্রদান পিতামাতাও করিতে
 পারেন না—এমন ভাবের উপদেশ কামসূত্রে আছে—(২য় অধিকরণ ৫ অঃ ১১
 সূত্র হইতে দ্রষ্টব্য) সেই পাত্রে কন্যাদান না করিলে কন্যা দূষিত হয়, সেই
 কন্যা পাত্রান্তরে অর্পিত হইলে ‘পুনর্ভূ’ দোষ ঘটে। (৭) পুনর্ভূপ্রভবা—
 পুনর্ভূমাতার গর্ভজাত কন্যা—এই সপ্তবিধ পুনর্ভূই বিবাহে বর্জনীয়, প্রথম-
 সপ্তবিধ কন্যা অর্থাৎ যে যে পাত্রের সহিত প্রথমে বাগ্‌দানাদি সম্বন্ধ স্থাপিত
 হইয়াছে, সেই সেই পাত্র ব্যতীত অন্য পাত্রের পক্ষে ঐ সকল কন্যা-
 গ্রহণ—বর্জনীয়, অপর পাত্রের পক্ষেই ঐ সকল কন্যা পুনর্ভূ। সপ্তম
 প্রকারের কন্যা সকলেরই বর্জনীয়, এ সকল কন্যা কুলাধম নামে অভি-
 হিত। প্রমাণ—উদাহতব্রত কাণ্ডপবচন যথা—“সপ্ত পৌনঃপত্যঃ কন্যা
 বর্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ। বাচ্য দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা। উদক-

স্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা । অগ্নিঃ পরিগতা যা চ পুনর্ভূপ্রভবা
তথা ।” এই বচনটি কেবল উদ্ধাহতবেই ধৃত নহে,—কৃত্যকোমুদী সম্বন্ধবিবেক
প্রভৃতি নানা গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে । কামসূত্র টীকাকারও এই বচনকে ‘বশিষ্ঠঃ’
বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, ‘পুনর্ভূপ্রভবা’ এই স্থানে ‘পুনর্ভূপ্রসবা’ । ইহাই
তাহার পাঠ, প্রসবা অর্থাৎ জাতাপত্তা ভাবার্থ—ক্ষতযোনি ইহা তাহার মত । যে
পাত্র কস্তার বাগদান নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই পাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইলে
পাত্রান্তরে সেই কস্তার সমর্পণ—পূর্বকালে ‘বিধবা-বিবাহ’ রূপে গণ্য হইত।
কিন্তু এরূপ স্থলে ‘ক্ষেত্রজ’ পুত্র উৎপাদনের বিধিও মনুবচনে প্রাপ্ত হওয়া
বাধ । (মনু ৯ অঃ ৬৯ শ্লোক হইতে দ্রষ্টব্য) সেই বিধি অনুসারে উৎপাদিত
‘ক্ষেত্রজ’ সন্তান বাগদানপাত্র পতির সন্তানরূপে গণ্য হইত । তাহা না
হইলে পরবর্তী পতির পৌনর্ভব পুত্র হইত । ‘মনোদস্তা ও কৃতকৌতুক
মন্ডলা’র পক্ষেও বাগদস্তাবৎ ব্যবস্থা ছিল । বাগদস্তা বা তর্জুলাদিগের
প্রথম নির্ণাত পাত্রের অভাবাদি হইলে, কলিকালে—পরশরমতানুসারে
সংসৃতঃ তাহাদিগের পরিণয়-যোগ্যতা ব্যবস্থাপিত । পরিণীতার পুনঃ পরিণয়-
ব্যবস্থা ইহাতে নাই, ইহা বিধবা-বিবাহ প্রতিকূলবাদীদিগের একটা পক্ষ ।
অন্যও নানা পক্ষ আছে । সে কথা এখানে উত্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন
নাই, তবে এই কামসূত্র (২য় কস্তাসংপ্রযুক্তক অধিঃ ৫ অঃ ১১ সূত্র) হইতে
কলৌস্তন আচার যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সিদ্ধান্ত নিম্নে জ্ঞাপিত
হইতেছে,—সর্বগা অনন্তপূরী পত্নী গ্রহণ কর্তব্য, সেই পত্নীই “পুত্রার্থে ক্রিয়তে
ভাষী” এই বচনের বিষয়ীভূত । পুনর্ভূ ও অন্তপূরী একই । পিতাকর্তৃক
সম্প্রদান না হইলেও কেবল “অগ্নিঃ পরিগতা” যে কস্তা—তাহাকেও পাত্র-
দানের সম্প্রদান করিলে সেই কস্তার ‘পুনর্ভূ’ দোষ ঘটিত । বিধবা অক্ষত-
যোনিই হউক আর ক্ষতযোনিই হউক—ব্রহ্মচর্য পালনে অসমর্থ হইলে,
পুরুষান্তর আশ্রয় করিত, অক্ষতযোনি বৈবাহিক সংস্কার লাভ করিত,—কিন্তু
‘দ্বিবিধ বিধবাই পুরুষান্তর গ্রহণে ‘পুনর্ভূ’ সংজ্ঞা লাভ করিত । পুনর্ভূ-গর্ভজাত
সন্তান পুত্রপদবাচ্য হইত না । বিধবা পুনর্ভূ গ্রহণ করিতে রাজার বাধাতা-

মূলক আইনও ছিল না, করিতে নিষেধও ছিল না। রাজবিধিতে নিষেধ না থাকায় ঐ প্রকার ‘পুনর্ভূ’ গ্রহণে রাজদণ্ড হইত না। পক্ষান্তরে যোগ্য পতি-সঙ্গে কোন রমণী পরপুরুষ গ্রহণ করিলে, তাহাতে রাজদণ্ড হইত। পক্ষ আপদে পুনর্ভূ রমণীগণের কলিকালে রাজদণ্ড নাই—এই রাজদণ্ড রহিত করিবার জন্যই পরাশরের বচন, কিন্তু এ কার্য যে ধর্ম্মানুমোদিত নহে—তাহা এই কামসূত্রেই বিবৃত (ভাষ্যাধিকারিক ৩য় অধিকরণ ২য় অঃ পুনর্ভূপ্রকরণ ৩৯ সূত্র হইতে দ্রষ্টব্য) পরাশর ‘ও’ অপর বিধবা ধর্ম্মে যে পারত্রিক শুভ ফল প্রদর্শন করিয়াছেন, পুরুষান্তরগ্রহণে তাহা করেন নাই—আর করেন নাই পৌনর্ভব পুত্রের পুত্রহকার্ত্তন,—মহু, পুনর্ভূ পুত্রকেও অপকৃষ্ট পুত্র মধ্যে গণ্য করিয়াছেন—(মহু ৯ অঃ ১৫২।১৬০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) কিন্তু পরাশর তাহা করেন নাই,—তিনি বলেন—“ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দন্তঃ কৃত্রিম এব চ” এই মাত্র পুত্র ;—ইহাব সহজ ব্যাখ্যা—ঔরস, ক্ষেত্রজ, দন্তক ও কৃত্রিক এই চতুর্বিধ পুত্র—মহুর দ্বাদশ বিধ পুত্রের (মহু ৯ অঃ ১৬৬—১৭৮) অষ্টবিধ পুত্র পরাশর রহিত করিলেন,—“দন্তোরসেতরেবাস্ত পুত্রত্বেন প’রগ্রহঃ” এই কলিবর্জনপ্রকরণীয় বচনের সহিত একবাক্যতা করিলে এই বচনের অর্থ ঔরস এবং দন্তক এই দ্বিবিধ পুত্রই বিহিত হইয়াছে। ‘ক্ষেত্রজ’ এইটী ‘ঔরসের’ বিশেষণ এবং ‘কৃত্রিম’ ‘দন্তের’ বিশেষণ ; ফলে দাঁড়াইল এই—শাস্ত্রানুসারে .য রমণী স্বীয় ক্ষেত্র-কপে সিদ্ধ, তদগর্ভজাত নিজ সন্তান ঔরস ;—

যথা—সে ক্ষেত্রে সংস্কৃত্যাস্ত স্বয়মুৎপাদয়েদ্বিক্ যম্ ।

তমোরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিকম্ ॥

(মহু ৯ম অঃ ১৬৩)

আর কৃত্রিম অর্থাৎ শাস্ত্রীয় মন্ত্রাদিকার্য্যসম্পাদিত দন্তক কেবল এই দ্বিবিধ পুত্র কলিকালে পুত্র বলিয়া গণ্য ; অতএব পৌনর্ভবপুত্র পুত্ররূপে গণ্য নহে, ইহা পরাশরের মত বুঝা যাইতেছে। কামসূত্রকার পুনর্ভূজাত পুত্রের যে পুত্রহ স্বীকার করেন নাই, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। পারলৌকিক সুখভুঞ্জেব অপেক্ষা না রাখিয়া যাহারা ঐহিক ভোগ সুখের অন্বেষণে এবং ঐহিক ভুঞ্ পরিত্যাগে

বাস্ত, তাহারা পুনর্ভূ সংগ্রহ করিয়া ঐহিক আনন্দ করিতে পারে, রাজবিধি তাহাব প্রতিকূল ছিল না, এইটুকুই কলিকালের সাময়িক অবস্থা। এ অবস্থার পার্শ্ববর্তন এখনও হয় নাই। যাহারা ‘বিধবা বিবাহ, ‘বিধবা বিবাহ’ বলিয়া চাৎকার করে, তাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী ত বটেই কামশাস্ত্রেরও বিরোধী তৎসদৃশে বাৎস্তায়নের সিদ্ধান্ত তাহারা মানিতে চাহে না। তাহারা কুমারী-বিবাহের স্থায় বিধবা-বিবাহও শুদ্ধ, বিত্তদ্ধ-বংশ-স্থাপক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট। ইহা যে সমাজের চরিত্তন স্থিতিভঙ্গের হেতু, কামসূত্র মনোযোগসহকারে পাঠ করিলে বুদ্ধমান মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

তত্র নায়িকাস্তিস্রঃ কস্তা পুনর্ভূবেশ্চা চ ইতি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। তদর্থে নায়িকা তিন প্রকার ;—কস্তা, পুনর্ভূ এবং বেষ্ঠা। ৪।

বাখ্যা। পুত্রার্থে ও সূত্রার্থে কুমারী এবং ভোগসুখার্থে পুনর্ভূ ও বেষ্ঠা। ৪।

অন্যকারগণবাৎ পরপরিগৃহীতাপি পাশ্চিকী চতুর্থীতি গোণিকা-
পুত্রঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। গোণিকাপুত্র বলেন,—অন্য কারণে (ধন, আশ্রয়ক্ষা শত্রু নিপাতন ও মিত্রসংগ্রহের জন্য) পরকীয়াও স্থলবিশেষে (পাশ্চিকী) নায়িকা হইতে পারে ; এই নায়িকা চতুর্থী। ৫।

স যদা মন্যতে স্মৈরিণায়মন্যতোহপি বহুশো ব্যবসিতচারিত্রা
তস্তাৎ বেষ্ঠায়ামিব গমনমুক্তমবর্ণিতামপি ন ধর্ম্মস্পীড়াং করিষ্যতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। সেই পরকীয়া যদি বহুবার খণ্ডিতচরিত্রা বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়, তাহা হইলে তাহাতে বেষ্ঠাবৎ ব্যবহার হইতে পারে ; উক্তমবর্ণনমুতা হইলেও ধর্ম্মস্পীড়া অর্থাৎ বেষ্ঠাসঙ্গ হইতে অধিক পাপ হইবে না। (ইহাও গোণিকাপুত্রের মত)। ৬।

বাখ্যা। বহুবার খণ্ডিতচরিত্রা—বহুপুরুষসঙ্গিনী। ৬

পুনর্ভূরিয়মন্তপূর্ববাবরুদ্ধা নাত্র শঙ্কাস্তি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । আর যদি সেই পরকীয়া (বহবার খণ্ডিতচরিত্রা না হইলেও) পুনর্ভূ বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাতেও সত্যস্বরূপের শক্তি থাকে না । ৭ ।

পতিং বা মহাস্তমীশ্বরমস্বদমিত্রসংস্কটমিয়মবগৃহ্য প্রভুত্বেন চরতি । সা ময়া সংস্কটী স্নেহাদেনং ব্যাবর্তয়িষ্যতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । অথবা ইহার স্বামী আমার শত্রুশত্রু অবলম্বন করিয়াছে, সে প্রতাপ ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তি । সেই স্ত্রী পতির উপরও প্রভুত্ব খাটাইয়া চলিয়া থাকে ; এই স্ত্রী আমার সংসর্গে আসিলে প্রণয়ে আকৃষ্ট হইয়া দ্বারা ইহার স্বামীকে শত্রুসংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন ও আমার অনুকূল করিবে । ৮ ।

ব্যাখ্যা । এই অধ্যায়ের ৫ম সূত্রে যে চতুর্থী নায়িকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অন্ত কোন কোন কারণে নীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত হইতে পারে, তাহাই এই সূত্র হইতে ১৬ সূত্র পর্যন্ত বিবৃত । ৮ ।

বিরসং বা ময়ি শক্তমকর্তু কামঞ্চ প্রকৃতিমাপাদয়িষ্যতি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ । অথবা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া অপকার করিতে প্রবৃত্ত এবং অপকার সাধনে সমর্থ সেই পাতকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিবে । ৯ ।

ব্যাখ্যা । আমি যদি ইহার স্ত্রীকে গোপনে আমার অনুৎস্রা করিতে পারি, তাহা হইলে আমার প্রতি অনুরাগ বশে সে তাহার পতিকে আমার অনুকূল করিতে পারিবে । ৯ ।

তয়া বা মিত্রীকৃতেন মিত্রকার্য্যমমিত্রপ্রতীঘাতমগ্ৰাণ দৃষ্টান্তি-
পাদকং কার্য্যং সাধয়িষ্যামি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । অথবা এইরূপে সেই পত্নী স্বীয় পতিকে আমার প্রতি মিত্রতা-সম্পন্ন করিয়া দিলে তদ্বারা আমি মিত্রসম্পাদনীয় কণ্ঠে শত্রুকে বাধাপ্রদান অথবা অন্ত দ্রব্য সিদ্ধ করিতে পারিব । ১০ ।

সংস্কৃতৌ বাহনয়া হত্ভাহস্তাঃ পতিমশ্মদ্বাৰাং তদৈশ্বৰ্য্যমেবমধি-
গমিষ্যামি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ । অথবা ইহার সহিত সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়া ইহার পতি-
প্রাণ সংহারপূৰ্ব্বক আমার প্রাণা ঐশ্বৰ্য্য আমি অধিকার করিতে
পারিব । ১১ ।

ব্যাখ্যা । যে স্থলে কোন দুৰ্দান্ত ব্যক্তি এবং একজন নিরপরাধ ব্যক্তির
পত্নী বা অন্তরূপ স্ত্রী সম্পত্তি ছলেবলে কৌশলে আত্মসাৎ করিয়া
ভাগ করিতেছে, সেস্থলে হত সম্পত্তি পুরুষ অন্তঃপ্রাণ হইয়া সেই
দুৰ্দান্ত ব্যক্তির পত্নীকে নিজ অন্তঃপীণী করিয়া তাহারই সাহায্যে তাহার
উপপত্তিকে বধ করিয়া নিজ নিজ নারী সম্পত্তি উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে
এইরূপ কার্য্যে প্ররতি হইতে অর্থনীতি বিশারদদিগের উপদেশ আছে । সেই
উপদেশ শ্রবণ করিয়া নায়কের যাহা মনোভাব, তাহাষ্ট সূত্রে বর্ণিত
হইয়াছে । ১১ ।

নিরতায়ং বাহস্তা গমনমর্থানুবন্ধম্ । অহঞ্চ নিঃসারহাং
ক্লীণস্থতুপায়ঃ । সোহহমেনোপায়েন তদ্বনমতিমহদকৃচ্ছাদিধি-
গমিষ্যামি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ । অথবা এই রমণীতে অভিগমন নিরাপদ এবং তাহা অর্থ
সংগ্রহের বিশেষ উপায় । নিঃস আমার জীবিকা নির্বাহের কোন উপায়
নাই ; এইরূপ সঙ্কটে এই রমণীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারা অসংসার
কালের প্রচুর ধান লাভ করিতে পারিব । ১২ ।

ব্যাখ্যা । কোথাও বা এইরূপ অভিসন্ধিতে নায়ক নারীকে সংগ্রহ
করবার উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে । ১২ ।

মন্মজ্জা বা ময়ি দৃঢ়মভিকামা সা গামনিচ্ছন্তং দেববিখ্যাপনেন
সম্ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ । অথবা আমার প্রতি প্রগাঢ়ভাবে অনুরক্তা, কিন্তু আমি তাহার সঙ্গে অনভিলাষী, ইহা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া আমার দোষ স্থাপনপূর্বক আমাকে অপধারী করিবে । ১৩ ।

ব্যাখ্যা । যেখানে একরূপ আশঙ্কা হয় যে, রাজা বা তত্তুল্য প্রধান পুরুষের প্রণয়িনী একজনের প্রতি মনে মনে প্রগাঢ় অনুরাগিণী হইয়াছে, কিন্তু ভয়েই হউক বা অন্তর্যারণেই হউক, সে অনুরাগপাত্র তাহার প্রতি অভিলাষী হই-তেছে না, একরূপ অবস্থা সম্পূর্ণ বৃত্তিতে পারিলে ঐ রমণী স্থায়ী পতি ঐ রাজা বা রাজতুল্য ব্যক্তিকে অনুরাগপাত্রের গৃহ দোষ অনুসন্ধানপূর্বক বলিয়া দিতে পারে । সেই দোষের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা প্রাণদণ্ড করিতে পারেন, রাজতুল্য ব্যক্তি অন্তপ্রকার বিপদেও ফেলিতে পারেন ; অতএব এই অবস্থা ঘটিলে আত্মরক্ষার্থ সেই রমণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা উচিত । এইরূপে ঐরূপকার্যে প্রবৃত্তি কোথাও বা হইয়া থাকে, তাহাই সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । ১৩ ।

অসন্তুতং বা দোষং শ্রদ্ধেয়ং দৃষ্টিরিহারং ময়ি ক্ষেপ্স্যতি যেন মে-
বিনাশঃ স্তাৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ । অথবা যে দোষ অসত্য, কিন্তু প্রবাস করিলে তাহা লোকের বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে, সেই দোষ আমার উপর আরোপ করিবে, তদ্বারা আমার প্রাণসংহার পর্য্যন্ত হইতে পারে । ১৪ ।

ব্যাখ্যা । যে স্থানে কোন পুরুষের প্রতি রাজা বা তত্তুল্য ব্যক্তির রক্ষিতা রমণী স্বয়ং প্রগাঢ় অনুরাগিণী, কিন্তু অনুরাগপাত্র পুরুষের তাহার প্রতি ইচ্ছা নাই, সে স্থলে ঐ রমণী মিথ্যা করিয়া বলিতে পারে,—অমুকব্যক্তি আমাকে হস্তগত করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে । একথা তাহার পতির অবিশ্বাস হইতে পারে না, কারণ এত লোক থাকিতে একজনেরই উপর ঐরূপ দোষ আরোপ করিবে কেন ? এইরূপ ভাবে সেই মিথ্যা দোষে বিশ্বাস করিয়া নির-পরোধ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় কোথাও বা সেই

রমণীর আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে অস্ত্র পুরুষেও প্রবৃত্ত হয়। এই ভাব সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ১৪।

আয়তিমন্তং বা বশ্চং পতিং মত্তো বিভিদ্য বিমৃতঃ সংগ্রাহ-
য়িষ্যতি স্বয়ং বা তৈঃ সহ সংস্জ্যেত ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। অথবা অবস্থাপন্ন বশ্চ পতির আমার সহিত স্থির বদ্ধতা বিচ্ছিন্ন করিয়া আমার শত্রুগণের সহিত মিলিত করিয়া দিবে, অথবা স্বয়ং সেই শত্রু-
গণেরই সঙ্গিনী হইবে। ১৫।

ব্যাখ্যা। কোথাও বা স্ত্রী-বাধ্য ধনবান ব্যক্তির রমণী পতিমিত্তের প্রতি
গাঢ় অনুরাগিনী হইয়া প্রত্যাখ্যাতা হইলে পতির সহিত ঐ মিত্তের বিচ্ছেদ
সাধন ও সেই মিত্তের যে সকল শত্রু, তাহাদিগের সহিত পতির সদ্ভাব-সাধন
করিয়া দিতে পারে, অথবা সেই শত্রুগণের মধ্যে কাহারও প্রণয়পাত্রী হইয়া
সকল প্রকার অনিষ্টই করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় পতির মিত্র সেই
রমণীর অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকে, এই ভাবের বর্ণনা সূত্রে আছে। ১৫।

মদবরোধানাং বা দুষ্যিতা পতিরস্তাস্তদস্তাহমপি দারানেষ দুষয়ন
প্রতিকরিষ্যামি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। অথবা আমার অস্তঃপুরিকাগণের ঔপপত্তা এই ব্যক্তি
করিয়াছে; অতএব ইহার ভাৰ্য্যারও আমি ঔপপত্তা করিয়া প্রতিশোধ
লইব। ১৬।

ব্যাখ্যা। নিজপত্নীর সতীত্ব যে বিনাশ করিয়াছে, তাহার প্রতি আক্রোশ-
বশতঃ তাহার পত্নীর সতীত্বনাশে কোথাও লোকে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, এই-
ভাবের বর্ণনা সূত্রে আছে। ১৬।

রাজনিয়োগাচ্চাস্তবর্জিতং শত্রুং বাস্ত নিহ্নিষ্যামি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। অথবা রাজার আদেশে অভ্যন্তরচারী রাজার শত্রুকে বিনাশ
করিব। ১৭।

ব্যাখ্যা । রাজা শক্তা করিয়াছেন,—ভাঁহার কোন শক্ত ভাঁহার অন্তঃপুরে মিলিত হইতেছে ; সেই শক্তর সন্ধান ও সংহারার্থ যদি কাহাকেও অভয় প্রদানপূর্বক নিয়োগ করেন যে, তুমি যে কোন উপায়ে হউক, আমার অন্তঃপুর-দূষক শক্তর সন্ধান করিয়া আমাকে বলিয়া দিবে অথবা তাহাকে বধ করিবে । এইরূপ রাজাদেশ প্রাপ্ত হইলে রাজরক্ষিতার মধ্যে কাহারও সহিত প্রণয়সম্বন্ধ কোথাও বা স্থাপিত হইয়া থাকে, এইভাবের বর্ণনা হুত্রে আছে । ১৭ ।

যামন্ত্যং কাময়িষ্যে সাস্ত্য বশশা । তামনেন সংক্রমণাধি-
গমিষ্যামি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । যে রমণীকে আয়ত্ত করা অভিপ্রেত, সেই রমণী অপরা কামিনীর বশীভূত, এ জন্ত সে অপরা কামিনীকে প্রথম আয়ত্ত করিয়া সেই সোপানে অভিপ্রেত রমণীকেও প্রাপ্ত হইবে । ১৮ ।

ব্যাখ্যা । কোন নায়ক এক নায়িকার প্রতি প্রকৃত অনুরক্ত, সে নায়িকা কন্তাও হইতে পারে, স্বতন্ত্রাও হইতে পারে ; কিন্তু সেই নায়িকাকে হস্তগত করিতে হইলে সেই নায়িকা যাহার বশীভূত, তাহাকে প্রথমে হস্তগত করা কোথাও বা আবশ্যক হয় ; অথচ সেই যে হস্তগত করা, তাহা যে স্থলে প্রেমদান ব্যতীত সম্ভবে না, সে স্থলে তাহাও করিতে হয়, এই ভাবের বর্ণনা হুত্রে আছে । ১৮ ।

কন্তামলভ্যাং বাত্মাধীনামর্থরূপবতীং ময়ি সংক্রাময়িষ্যতি ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ । অলভ্যা কন্তাকে অথবা রূপবতী ও ধনবতী স্বাধীনা রমণীকে আমার হস্তগত করিয়া দিবে । ১৯ ।

ব্যাখ্যা । পূর্বহুত্রে (১৮ হুঃ) যে অংশ অস্পষ্ট আছে, তাহারই সং-
করবার জন্ত এই হুত্র । ইতিপূর্বে (৭—১৭ পর্য্যন্ত) হুত্রে যে সকল রমণী-
সংগ্রহের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পরপরিগৃহীতা অর্থাৎ পরকোয়া । ১৮
হুত্রে যে রমণী-সংগ্রহের উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অন্তপ্রকার উপা-
য়প্রাপ্যা কন্তা এবং স্বাধীনা বিধবা কুলঙ্গনা । ১৯ ।

মমামিত্রো বাঙাঃ পত্না সঁহৈকীভাবমুপগতস্তমনয়া রসেন
যোজয়িষ্যামীভেবমাদিভিঃ কারণৈঃ পরস্ত্রিয়মপি প্রকুর্ষীত ॥ ২০ ॥

অনুবাদ । আমার শত্রু ইহার পত্নির সহিত একাঙ্ক্য, অতএব ইহাকে
চমুগত করিয়া ইহারই দ্বারায় ইহাব পত্নিকে পরিণামে প্রাণহারী বিষ-পান
করাইব । অথবা এই স্ত্রের বাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ এই—আমার শত্রু
ইহার পত্নির সহিত শয়ন ভোজন প্রভৃতি কৰ্ম্ম একত্র সম্পন্ন করত একেবারেই
একাঙ্ক্যতাপন্ন । এই রমণীকে চমুগত করিয়া ইহারই সাহায্যে আমার শত্রুর
প্রতি পরিণামে প্রাণহারী বিষপ্রয়োগ করিব । ইত্যাদি কারণে পরস্পরসংসর্গ
প্রয়োজন হইয়া থাকে । ২০ ।

বাখ্যা । শত্রুর সহিত যাহার অভ্যন্ত মিত্রতা, এমন কি আমার প্রাণ-
নাশেও যে উদ্যত, তাহার ভাষ্যাকে যদি আয়ত্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহার
সাহায্যে এমন বিষ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, যাহার কলে সে ব্যক্তি ক্রমে
জীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে । এইরূপ দুঃস্থ শত্রুর বলনাশার্থ পরদার-
গমন কেহ কেহ করিয়া থাকে । এই কতকগুলি কারণের কথা কথিত হইল ;
এইরূপ আরও কারণ আছে । কেবল দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য যে পরস্পরী
গ্রহণ, তদপেক্ষা এই পরস্পরী গ্রহণে সামাজিক নিন্দা কম, কিন্তু পারত্রিক দোষ
সর্বত্রই আছে । স্ত্রী সামাজিক সাধারণ বাবদারের চিত্র মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে,
কিন্তু ইঙ্গা বিধি নহে । তবে কামশাস্ত্র ও অর্গশাস্ত্রে যে বিধি-প্রত্যয়ের প্রয়োগ
আছে, তাহার তাৎপর্য্য—সেই সেই বিষয়ে কামনাপরতন্ত্র ব্যক্তির ইষ্টীসিদ্ধি
বন্দ্যারাই হইয়া থাকে । কিন্তু তাহাই যে অবাস্তব কর্তব্য, অর্থাৎ স্বর্গের অবি-
রোধী তাহা নহে । এইভাবে এই কামসূত্রেই পূর্বে কথিত হইয়াছে এবং
পরেও কথিত হইবে । ২০ ।

ইতি সাহসিক্যং ন কেবলং রাগাদেবেতি পরপরিগ্রহগমন-
সারণানি ॥ ২১ ॥

অনুবাদ । এই প্রকার সাহসিক কৰ্ম্ম কেবল অনুরাগবশতঃ কর্তব্য নহে ।

কিন্তু এইগুলি পরদ্বীগমনের কারণ । (এই অধ্যায়ের ৪র্থ সূত্র পর্য্যন্ত যে সকল নায়িকা কথিত হইয়াছে, তাহাই বাৎস্তায়ন-সম্মত । তৎপরে অন্তান্ত মত প্রদর্শিত হইবে) । ২১ ।

ব্যাখ্যা । রাগ অর্থাৎ কেবল জুগুপ্সাবৃত্তিবশে পরদ্বীগমন কর্তব্য নহে, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণ ঘটিলে অগত্যা করা হইয়া থাকে । ২১ ।

এতৈরেব কারণৈর্মহামাত্রসম্বন্ধা রাজসম্বন্ধা বা তত্রৈক-
দেশচারিণী কাচিদন্তা বা কার্য্যসম্পাদনী বিধবা পঞ্চমীতি
চারায়ণঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ । চারায়ণ বলেন,—এই সকল কারণে মহামাত্র-সম্বন্ধা রাজ-
সম্বন্ধা এবং তদ্ব্যতিরিক্তা তদীয় অন্তঃপুরচারিণী স্বকর্ধ্য সাধনে উপযুক্তা বিধবা
পঞ্চমী নায়িকা হইতে পারে । ২২ ।

ব্যাখ্যা । যে যে কারণে পরকীয়া গ্রহণ (৮ হইতে ২০ সূত্রে) বর্ণিত
হইয়াছে, সেই সেই কারণে অভীষ্ট কার্য্যসাধিকা বিধবাও নায়িকা হইতে
পারিবে । পরপরিগৃহীতা না হওয়ায় বিধবাকে পরকীয়ার অন্তর্গত করা হইল
না । অভীষ্ট কার্য্যসাধিকা বিধবাও তিন প্রকার,—(১) মহামাত্র-সম্বন্ধা (২)
রাজসম্বন্ধা (৩) মহামাত্র-সম্বন্ধা বা রাজসম্বন্ধা না হইলেও তাঁহাদিগের পরিবার
মধ্যে যথার গতিবিধি আছে । মহামাত্র শব্দের অর্থ পূর্বে লিখিত হইয়াছে ।
সম্বন্ধা—সদ্বন্ধযুক্তা । ২২ ।

সৈব প্রব্রজিতা ষষ্ঠীতি সুবর্ণনাভঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ । সুবর্ণনাভ বলেন,—উক্ত ত্রিবিধ বিধবাই যদি প্রব্রজিতা হয়,
তাহা হইলে ষষ্ঠী নায়িকার মধ্যে গণ্য করিতে হইবে । ২৩ ।

ব্যাখ্যা । প্রব্রজিতা—বৌদ্ধ ভিক্ষুকী । কারণ, আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে
ষ্ট্রীলোকে প্রব্রজ্যা নাই । প্রব্রজিতা অর্থে সন্ন্যাসিনী । প্রব্রজ্যা—
সন্ন্যাস । ২৩ ।

গণিকায়্য দ্রুহিতা পরিচারিকা বানন্তপূর্ব্বা সপ্তমীতি
ঘোটিকমুখঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ । ঘোটিকমুখ বলেন,—অন্তপুরুষের অনুপভুক্তা গণিকাকন্তা অন্ত
পুরুষের অনুপভুক্তা গণিকা-পরিচারিকা সপ্তমী নায়িকা হইতে পারে । ২৪ ।

ব্যাখ্যা । মুচ্ছকটিক প্রকরণে বসন্তসেনা ও মদনিকা সপ্তম নায়িকায়
অন্তর্গত । ২৪ ।

উৎক্রান্তবালভাবা কুলধুবতিরূপাচারাত্ত্বাদনটমীতি গোনদীয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ । বাল্য অতিক্রান্ত হইয়াছে, এমন যে পরিণীতা রমণী, তাহার
নাম কুলধুবতি । সেই কুলধুবতী উপচার-ভেদপ্রযুক্ত অষ্টম নায়িকা ইহা
গোনদীয়ের মত । ২৫ ।

ব্যাখ্যা । যে উপায়ে কুমারীর মন হরণ করা যায়, ঠিক সেই উপায়ে নিজ
দুবতী পত্নীর মন হরণ করা যায় না, এই জন্য তাহাকে পৃথক নায়িকা মধ্যে
গণনা করা হয় । ২৫ ।

কার্য্যান্তরাভাবাদেতাসামপি পূর্ব্বাস্থেবোপলক্ষণং, তস্মাৎ চতস্র
এব নায়িকা ইতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ । যত নায়িকার কথা বলা হইল, ইহাদিগের পৃথক কার্য্য নাই,
অতএব পূর্ব্বকথিত নায়িকা মধ্যেই পঞ্চমী প্রভৃতির অন্তর্ভাব হইবে, এ কারণে
নায়িকা চারি প্রকার, ইহাই বাৎস্তায়নের মত । ২৬ ।

ব্যাখ্যা । প্রথমে পুত্রার্থে ও স্বার্থার্থে (১) এবং কেবল ভোগসুখার্থে
(২) মোট তিন প্রকার নায়িকার বিধান সূত্রে করা হইয়াছে ; আর পুত্রার্থ
ও ভোগসুখার্থ ব্যতীত অন্ত প্রয়োজনোদ্দেশ্যে যদি নায়িকা গ্রহণ করিতে হয়,
তাহা হইলে সাকল্যে নায়িকা চতুর্বিধ—কন্তা, পুনর্ভূ, বেষ্ঠা এবং পরকীয়া ।
ইহা বাৎস্তায়ন বলেন,—পরন্তু পরকীয়াপক্ষ পূর্ব্বাপেক্ষা হয়ে বলিয়া ইহা পরি-
শেষে নির্দিষ্ট হইল । ২৬ ।

ভিন্নত্বাৎ তৃতীয়া প্রকৃতিঃ পঞ্চমীত্যেকো ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। অপরে বলেন,—তৃতীয়া প্রকৃতি,—ক্রৌব স্ত্রীজাতি হইতে ভিন্ন বলিয়া, পঞ্চমী নায়িকা হয় । ২৭ ।

ব্যাখ্যা। অপর কোন কোন পাণ্ডিত—বাৎস্তায়নের যে নায়িকা-চতুষ্টয়-মত তাহা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা বলেন—স্ত্রীজাতি বিষয়েই এই বিভাগ। কিন্তু স্ত্রীজাতি হইতে ভিন্ন ক্রৌব নায়িকা হইতে পারে,—কাজেই সেই নায়িকাকে পঞ্চমী বলিতে হয়। বাৎস্তায়ন-মতে ইহারাও বেঙ্গা-বিশেষ, সেইজন্য ‘একে’ বলিয়া এই মতের উল্লেখ হইল। ২৭ ।

এক এব তু সার্বলৌকিকো নায়কঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। লোক-বিদিত নায়ক একই। ২৮ ।

ব্যাখ্যা। পুরুষ সংসর্গ হইলে কল্যাণাব নষ্ট হয়—বহু পুরুষ-সংসর্গে পুনর্ভূ-তাবও নষ্ট হয়; নায়কের পক্ষে একরূপ নিয়ম না থাকায় একই নায়ক কুমারীর পাণিগ্রহণ কর্তা হইতে পারেন, তিনিই পুনর্ভূর ভর্তা এবং বেঙ্গার উপপতি হইতে পারেন; এইজন্য নায়কের ভেদ নায়িকার স্থায় হইতে পারে না। তবে যে ভেদ আছে তাহা এই,—নায়ক দ্বিবিধ; এক সার্বলৌকিক বা লোক-প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় প্রচ্ছন্ন। সার্বলোক-বিদিত নায়ক একই। ২৮ ।

প্রচ্ছন্নস্ত দ্বিতীয়ঃ বিশেষলাভাৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। বিশেষ লাভ নিমিত্তে গুপ্তভাবে সংসর্গ প্রচ্ছন্ন নায়ক দ্বিতীয়। ২৯ ।

ব্যাখ্যা। বিশেষ লাভ—ধন, শত্রুবধ, আয়রক্ষা ও মিত্রসাম্মলন; স্বত্রে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ২৯ ।

উত্তমাদমমধ্যমতাং তু গুণাগুণতো বিদ্যাৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। জানিবে,—নায়ক, গুণের উৎকর্ষ ও অপকর্ষে—উত্তম মধ্যম ও অধম হইয়া থাকে। ৩০ ।

তাংস্তু ভয়োরপি গুণাগুণান বৈশিকে বক্ষ্যামঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। নায়ক নায়িকা উভয়েই গুণাগুণ বৈশিক অধিকরণে বর্ণিব। ৩১।

অগম্যাস্তে বৈতাঃ—কুষ্ঠিহ্যুম্ভা পতিতা ভিন্নরহস্তা প্রকাশ-
প্রার্থিনী গতপ্রায়যৌবনাত্তিথেতাহতিকৃষ্ণা দুর্গন্ধা সম্বন্ধিনী সখী
প্রব্রজিতা সম্বন্ধিসখিশ্রোত্রিয়রাজদারাসচ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। ইহারা অগম্যই যথা, ১—কুষ্ঠরোগগ্রস্তা, ২—উন্মত্তা, ৩—পতিতা
(ব্রহ্মহত্যাদিপাপযুক্তা), ৪—ভিন্নরহস্তা (গুপ্তকথা যে প্রকাশ করিয়া ফেলে),
৫—প্রকাশপ্রার্থিনী (লোক সমক্ষেই যে মিলন প্রার্থনা করে), ৬—গতপ্রায়-
যৌবনা, ৭—হৃতিথেতবর্ণা, ৮—অতি ক্লেশবর্ণা, ৯—দুর্গন্ধা (মুখে বা অন্ত
অঙ্গে দুর্গন্ধযুক্ত)। ১০—সম্বন্ধিনী (বন্ধু সম্বন্ধযুক্তা ভগিনী প্রভৃতি এবং বিদ্যা
সম্বন্ধযুক্তা আচার্য্য-কস্তা প্রভৃতি), ১১—সখী (ভাৰ্য্যা বয়স্তা প্রভৃতি), ১২—
প্রব্রজিতা (সন্ন্যাসিনী), ১৩—সম্বন্ধিপত্নী (ভ্রাতৃদিপত্নী ও আচার্য্যপত্নী
প্রভৃতি), ১৪—সখিপত্নী (বন্ধুপত্নী), ১৫—শ্রোত্রিয়পত্নী (বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের
পত্নী) এবং ১৬—রাজপত্নী। ৩২।

ব্যাখ্যা। পারদারিক প্রভৃতি অধিকরণে এইপ্রকার রমণীর সংসর্গ বিষয়ে
যে ব্যবস্থাদি আছে, তাহা দুষ্কর্ম-প্রবৃত্তির প্ররতিমূলক কর্মের চিত্র মাত্র—
তাহা সূত্রকারের অনুমোদিত নহে। ইহা এই সূত্র হইতে বুঝা যাইতেছে। ৩২।

দৃষ্টপঞ্চপুরুষা নাগম্যা কাচিদন্তীতি বাস্তবীয়াঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। বাস্তব্যমতাবলম্বীরা বলেন,—পঞ্চপুরুষগামিনী কোন রমণীই
অগম্যা নহে। ৩৩।

সম্বন্ধিসখিশ্রোত্রিয়রাজদারবর্জ্জমিতি গোণিকাপুত্রঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। গোণিকাপুত্র বলেন,—সম্বন্ধিপত্নী, সখিপত্নী, শ্রোত্রিয়পত্নী ও
রাজপত্নীকে বর্জন করিতে হইবে। ৩৪।

ব্যাখ্যা। সহস্রিপত্ত্বী প্রভৃতির অর্থ—৩২ সূত্রের অনুবাদে উল্লিখিত।
উহার পঞ্চপুরুষগামিনী হইলেও অগম্যা হইবে, ইহা গোণিকাপুস্ত্রের
মত। ৩৪।

অবতরণিকা।—ঐ সকল অগম্যা ব্যতিরিক্ত উক্ত প্রকার নায়িকার
मध्ये যে নায়িকা প্রার্থনীয় হইবে, তাহাকে সংগ্রহ করিবার জন্য দূত বা
দূতী নিযুক্ত করিতে হয়, সেই দোতাকার্য্য কিরূপ ব্যতির উপর স্থাপন করিতে
হইবে, তাহার উপদেশ প্রদানার্থ মিত্রাদি-নির্ণয় হইতেছে;—তন্মধ্যে সহস্র-
মিত্র যথা,—

সহপাণ্ডুকীড়িতমুপকারসম্বন্ধঃ সমানশীলব্যাসনঃ সহাধ্যায়িনঃ
যশ্চাস্ত মৰ্ম্মাণি রহস্তানি চ বিদ্যাং যশ্চ চায়াং বিদ্যায়া ধাত্রাপত্যং
সহসংস্বন্ধঃ মিত্রম্ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। ১—সহপাণ্ডুকীড়িত (ধূলি খেলার সাথী), ২—উপকারসম্বন্ধ,
—অর্থ বা জীবন রক্ষা দ্বারা উপকৃত, ৩—সমানশীল ও সমান-ব্যাসন, ৪—সহ-
ধ্যায়ী, ৫—তাহার মৰ্ম্ম রহস্ত যে জানে, ৬—সে যাহার মৰ্ম্ম রহস্ত জানে, ৭—
ধাত্রীর সম্বান এবং ৮—একত্র সম্বন্ধিত ব্যক্তি মিত্র-পদবাচ্য। ৩৫।

পিতৃপৈতামহমবিসংবাদকমদৃষ্টবৈকৃতং বৈশ্যং ধ্রুবমলোভ-
শীলমপরিহার্য্যমগ্নবিশ্রাবীতি মিত্রসম্পৎ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। ‘পিতা-পিতামহ হইতে যেখানে মিত্রতা চলিয়া আসিতেছে,
যাহার বাক্য ও কৰ্ম্ম যেমন শুনিতে পাওয়া যায়, তেমনি দেখিতে পাওয়া
যায়, কুত্ৰাপি বিসংবাদ পাওয়া যায় না; যাহার কোন কৰ্ম্ম কোন সময়ে
বিকল্প দেখিতে পাওয়া যায় না, বশীভূত, স্থিরানুরাগ, নির্লোভ, পরে বাধ্য
করিতে পারে না এবং কখনও মন্তব্য প্রকাশ করে না—এরূপ মিত্র—মিত্রসম্পৎ
স্বরূপে গণ্য। ৩৬।

ব্যাখ্যা। এই সকল গুণ থাকিলে মিত্রতার উৎকর্ষ হয়। ৩৬।

রজকনাপিতমালাকার-গন্ধিকসৌবিকভিক্ষুকগোপালতাম্বুলিক-
সৌবর্ণিকশীঠমর্দবিটবিদুষকাদয়ো মিত্রাণি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। রজক, নাপিত, মালাকার, গন্ধদ্রব্যবিক্রেতা, সৌবিক (শুভ্র),
ভিক্ষুক, গোপালক, তাম্বুলিক, সৌবর্ণিক, শীঠমর্দ বিট, এবং বিদুষক প্রভৃতি
সহিত মৈত্রী কর্তব্য। ৩৭।

তদযোষিমিত্রাশ্চ নাগরকাঃ স্যুরিতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। নাগরকগণ তাহাদিগের স্ত্রীগণের সহিতও মিত্রতা স্থাপন
করিবে। এই কথা বাৎস্তায়ন বলেন। ৩৮।

যদুভয়োঃ সাধারণমুভয়ত্রোদারং বিশেষতো নায়িকায়াঃ স্তবি-
শ্রদ্ধং তত্র দূতকর্ম্ম ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। যে মিত্র নাযক ও নায়িকার নিকটে মিত্র কার্য্য করিয়া
আসিতেছে এবং উভয়ত্রই উদারভাবে নিজের কার্য্য দেখাইয়া আসি-
তেছে; বিশেষতঃ নায়িকাব নিকটে অত্যন্ত বিশ্বস্ত, সেই মিত্রেই দূতকর্ম্ম
করিবার ভার দিবে। ৩৯।

পটুতা ধান্টামিঙ্গিতাকারজ্ঞতা প্রতারণকালজ্ঞতা বিষয়-বুদ্ধিজ্ঞং
লঘী প্রতিপত্তিঃ সোপায়া চেতি দূতগুণাঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। বাক-পটুতা, ধৃষ্টতা (প্রাগল্ভ্য) অপরাধী হইলেও শক্তিত
না হওয়া, তিরস্কৃত হইলেও লজ্জা বোধ না করা এবং দোষ দেখাইয়া দিলেও
সে দোষ স্বীকার না করা,—অর্থাৎ কোন বিষয়ে সঙ্কোচ না করা, ইঙ্গিত ও
আকার (বদন ও নয়নগত বিকার) দেখিয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবার
যোগ্যতা, প্রতারণা করিবার উপযুক্ত অবসর জানা, সন্দেহ স্থলে নির্ণয় করিবার
উপযুক্ত বুদ্ধি থাকা এবং কার্য্য-নির্ণয় করিয়া উপায়াবলম্বন পূর্বক অতিসম্বর
তাহার অনুষ্ঠান করিবার যোগ্যতা। এইগুলি দূতের গুণ। ৪০।

ভবতি চাত্র শ্লোকঃ—

আত্মবান্মিত্রবান্ যুক্তো ভাবজ্ঞো দেশকালবিৎ ।

অলভ্যামপাযত্নেন ত্রিযং সংসাধয়েন্নরঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎসর্যনীরে কামসূত্রে সাধারণে প্রথমেহধিকরণে

নাগরকসহায়দূতকর্ণাবিশেষঃ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । এতদ্বিষয়ে শ্লোক আছে—মনস্বী, মিত্র-সম্পন্ন, নাগরক কৰ্ম্ম-
যুক্ত, ভাবজ্ঞ এবং দেশকালজ্ঞ পুরুষ, অলভ্য রমণীকেও অনায়াসে আয়ত্ত
করিতে পারেন । ৪১ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫ ।

প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

কণাসংপ্রযুক্তকাথ্যং দ্বিতীয়মধিকরণম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

সবর্ণায়ামনন্তপূর্ব্বায়াং শাস্ত্রতোহধিগতয়াং ধর্ম্মোহর্থঃ পুত্রাঃ
সম্বন্ধঃ পক্ষবৃদ্ধিরনুপস্কৃতা রতিশ্চ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । সমানবর্ণা, অনন্ত-পূর্ব্বা, শাস্ত্রানুসারে স্বীকৃতা অর্থাৎ বিবাহিতা
গ্নীতে ধর্ম্ম, অর্থ, পুত্র, দাম্পত্য সম্বন্ধ, সহায়বৃদ্ধি ও অকৃত্রিম প্রণয় লাভ করিতে
পারা যায় । ১ ।

ব্যাখ্যা । ‘অনন্ত-পূর্ব্বা’ এই অংশের দ্বারায় পুনর্ভূকে পরিত্যাগ করা হইল ।
সবর্ণা কুমারী যদি শাস্ত্রানুসারে নিজের পরিণীতা হয়, তবেই তাহাকে নায়িকা
ভাবে গ্রহণ করিলে ধর্ম্ম অর্থ দাম্পত্য সম্বন্ধ এবং পুত্রাদি লাভ হইয়া থাকে ।
ঐহ্য দ্বারা বুঝা যায়—অসবর্ণা অথবা কুমারী ভিন্ন নায়িকার সহিত শাস্ত্রানু-
সারে বিবাহ না হইলে দাম্পত্য সম্বন্ধ হয় না, অধর্ম্ম হয়, অর্থ অপেক্ষা অনর্থ-
প্রাপ্তিই অধিক হয়, তদগর্ভজাত সন্তান দ্বারা পুত্র কার্য্য হয় না । আর অকু-
ত্রিম প্রণয়ের আশা ত দূরাশা মাত্র এবং সহায়-বৃদ্ধি না হইয়া বরং শত্রুবৃদ্ধি
হইয়া থাকে । এই সূত্র হইতেও বুঝা যায়—পুনর্ভূ বেণ্ণা ও পরকীয়া প্রভৃতির
গ্রহণ সূত্রকারের অসম্মত ; তবে প্রকৃতিপরতন্ত্র মানব স্বাভাবিক দৃশ্যবৃত্ততা-
হেতু যে ভোগে অভিলাষী হয়, সেই ভোগানির্ব্বাহের জন্য তাহার যে কুবর্শ্ম,
তাহাই সূত্রদ্বারা প্রতিষেধিত হইয়াছে এইমাত্র ; এই শাস্ত্র কুবর্শ্মের বিধায়ক
নহে । ১ ।

তস্মাৎ কন্তামভিজানোপেতাং মাতাপিতৃমতীং ত্রিবর্ষাং প্রভৃতি
নূনবয়সং শ্লাঘ্যাচারে ধনবতি পক্ষবতি কূলে সম্বন্ধিপ্রিয়ে সম্বন্ধিভি-
রাকূলে প্রসূতাং প্রভূতমাতাপিতৃপক্ষাং রূপশীল-লক্ষণসম্পন্না-
মনূনাধিকাবিনষ্টদন্তনখকর্ণকেশাঙ্কিতনীমরোগিপ্রকৃতিশরীরাত্ তৎ-
বিধ এব শ্রুতবান্ শীলয়েৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। অতএব আভিজাত্যসম্পন্না, মাতাপিতৃমতী, নিজ বয়ঃক্রম-
পেক্ষা অন্ততঃ তিন বৎসর নূন-বয়স্কা, শ্লাঘ্য আচারযুক্তা, ধন-জন-সম্পন্না, অল্প-
রক্ত বহুকটুদ্বয়সম্বিত কূলে জাতা, রূপ শীল ও উত্তম লক্ষণসম্পন্না, এবং
যাহার দন্ত, নখ, কর্ণ, কেশ, চক্ষু ও স্তন নূন নহে, অধিক নহে এবং নষ্টে হইয়া
যায় নাই, রূপপ্রকৃতি নহে এইরূপ কুমারীকে তাদৃশ যোগ্যা, তাদৃশ গুণসম্পন্ন
পুরুষ বিবাহ করিবে। ২।

ব্যাখ্যা। যতগুলি দন্ত থাকিলে মুখের সৌষ্ঠব হইয়া থাকে। তাহা অপেক্ষা
যদি অল্প দন্ত হয়, তাহাকে বিরলদ্বিজা সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। সহজ
কথায়—কাঁক-কাঁক-দাঁত ; দস্তের উপর দন্ত থাকিলে তাহাকে অধিক দন্ত বলে।
যদি কোন কারণে দন্ত ভগ্ন হইয়া থাকে বা কীটাদিদ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে।
তাহা হইলে সে কন্তা বিবাহে প্রশস্তা নহে। হস্ত ও পদের অঙ্গুলী যদি সংখ্যা
নূন বা অধিক হয়, তাহা হইলে নখও নূন বা অধিক হইবে, এরূপ এক
স্বভাবতই নখ অতিদীর্ঘ বা একান্ত ক্ষুদ্র হইলে নূননখী বা অধিক-নখী বলা
যায়। কু-নখারোগযুক্তাকে বিনষ্ট-নখী বলা যায়। এইরূপ নূনাধিক-নখী
ও বিনষ্ট-নখীকে বিবাহ করা উচিত নয়। প্রমাণাধিক দীর্ঘ কর্ণ বা একান্ত
ক্ষুদ্রকর্ণ বা ছিন্নকর্ণ যাহার এইরূপ কন্তাও বিবাহে প্রশস্তা নহে। অতিকেশী
অল্পকেশী অথবা টাকপড়া কন্তাও বিবাহযোগ্যা নহে। একটী চক্ষু ক্ষুদ্র,
একটী বৃহৎ অথবা উভয় চক্ষুই একান্ত ক্ষুদ্র, এক চক্ষু, ত্রিচক্ষু এবং রোগাদিদ্বারা
বিনষ্ট চক্ষু যে কন্তা, সেও বিবাহযোগ্যা নহে। ত্রিচক্ষু—চক্ষুর স্থায় অপর একটী
চিহ্নযুক্ত। যাহার স্তনচিহ্ন একটীমাত্র বা স্তনচিহ্ন তিনটী অথবা অসমানস্তানে

দুইটা স্তন চিহ্ন যাহার আছে, অথবা যাহার স্তনচিহ্ন একবারেই নাই। এবং রোগবিশেষ দ্বারা যাহার স্তনচিহ্ন বিনষ্ট হইয়াছে, এইরূপ বালিকাও বিবাহ-যোগ্য নহে । ২ ।

যাং গৃহীত্বা কৃতিনমাস্ত্রানং মত্তেত ন চ সমানৈর্নিন্দ্যেত তস্তাং
প্রযুক্তিরিতি ষোটকমুখঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । ষোটকমুখ বলেন,—যে কস্তাকে গ্রহণ করিলে পুরুষ আপ-
নাকে কৃতার্থ মনে করে এবং সমান ব্যক্তিগণের নিকটে নিন্দিত হয় না,
তাদৃশ কুমারীকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে । ৩ ।

তস্তা বরণে মাতা-পিতরৌ সম্বন্ধিনশ্চ প্রযত্তেরন্, মিত্রাণি চ
গৃহীত্বাকান্যুভয়সম্বন্ধানি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । তাদৃশ কস্তার বরণের জন্য পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনগণ যত্ন
করিবে । তত্ত্বিন্ন যাহাদের কথা শ্রবণে অর্থাৎ যাহাদের কথায় সাধারণে শ্রদ্ধা
করে, এরূপ উভয় পক্ষের আত্মীয়গণও প্রযত্ববান হইবে । ৪ ।

তাগ্ন্যগ্নেযাং বরয়িত্বাং দোষান্ প্রত্যক্ষানাগমিকাংশ্চ
শ্রাবয়েয়ঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । মিত্রগণ সেই কুমারীকে পাণিপ্রার্থী অন্ত পাত্রগণের প্রত্যক্ষ ও
শাস্ত্রসিদ্ধ দোষ শ্রবণ করাইবে । ৫ ।

কৌলান্ পৌরুষেয়ানভিপ্রায়সংবর্জকাংশ্চান্যকগুণান্ । বিশ্ণে-
ষতশ্চ কষ্টামাতুরনুকূলাংস্তদাহায়তিযুক্তান্ দর্শয়েয়ঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । ভাঁহাদিগের উপস্থাপিত পাত্রের কুল-শীলাদি পুরুষকারসম্পা-
দিত কলাবিদ্যা-নৈপুণ্য প্রভৃতি গুণ শ্রবণ করাইবে; যেন লক্ষ্য থাকে—এই
সকল গুণ শ্রবণ করাইলে কস্তাদানে কস্তাপক্ষের অভিপ্রায় সংবর্জিত হয়।
বিশেষতঃ কস্তা-মাতার অনুকূল বর্তমান ও পরিণামে উৎকৃষ্ট অবস্থা বুঝাইয়া
দিবে । ৬ ।

দৈবচিস্তকরুপশ্চ শকুননিমিত্তগ্রহলগ্নবললক্ষণদর্শনেন নায়কস্ত
ভাবযান্ত্রমর্থসংযোগং কল্যাণমনুবর্ণয়েৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । দৈবজ্ঞ স্বরূপে এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিবে—যে ব্যক্তি
পাত্রে ভবিষ্যৎ ধনযোগাদি শুভ ফল, গ্রহবল, লগ্নবল, হস্তরেখা এবং কাঙ্-
চিহ্নাদি প্রদর্শন দ্বারায় বর্ণনা করিবেন । ৭ ।

অপরে পুনরস্থান্যতো বিশিষ্টেন কণ্ঠালাভেন কণ্ঠামাতরমুন্মা-
দয়েয়ঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । অপর ব্যক্তিগণ নায়ক কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কণ্ঠার মাতার
নিকটে উপস্থিত হইবে এবং বলিবে,—অমুক বড় লোকের কণ্ঠা এই বরকে
দিবার জন্ত উদ্যত, ইহা আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি ; কণ্ঠাটিও যেমন
সুন্দরী, তেমনি গুণবতী । এইরূপ বলিয়া কণ্ঠার মাতাকে পাগল করিয়া
তুলিবে, অর্থাৎ কণ্ঠাদানপক্ষে অত্যন্ত অনুরক্ত করিবে । ৮ ।

ব্যাখ্যা । এই অপর যদি দৈবজ্ঞও হয়, তবে তাহার জানাইবে যে, অন্ত
বিশিষ্ট ধনবান ব্যক্তির কণ্ঠা এই পাত্রে যাহাতে প্রদত্তা হয়, তাহার জন্ত আমরা
যোটক-বিচার করিয়াছি এবং মিলও উত্তম হইয়াছে । ৮ ।

দৈবনিমিত্তশকুনোপশ্রুতীনামানুলোম্যেন কণ্ঠাং বরয়েদ্ধৃদ্যাচ্চ ॥৯॥

অনুবাদ । দৈব, নিমিত্ত ও শাকুন-উপশ্রুতির অনুকূল বিচার দ্বারা কণ্ঠ
বর্ণন করিবে এবং কণ্ঠা পক্ষও দান করিবেন । ৯ ।

ব্যাখ্যা । দৈব—জন্মলগ্ন রাশি প্রভৃতি । তাহার অনুকূলতা যোটক-মেলন
প্রভৃতি । বিবাহের পরে এই কণ্ঠা শুভদায়িনী হইবে কিনা, করচরণাদির
বেধা দ্বারা তাহার জ্ঞানই এস্থলে নিমিত্তপদে গ্রাহ্য । অনুকূল রেখায় বিবাহ
কর্তব্য । বিবাহের সন্ধিক্ষণে সময়ে ক্ষেমকরী দর্শন এবং কাকের শব্দবিশেষ-
জন শকুন শব্দে বুঝিতে হইবে । ইষ্টানিষ্ট জিজ্ঞাসায় নিশীথকালে দৈববাণী
গ্রাহ্য যে আদেশ, তাহাই উপশ্রুতি । ৯ ।

ন যদৃচ্ছয়া কেবলমানুষয়েতি ষোটকমুখঃ ॥ ১০

অনুবাদ। কেবল মানবোচিত ভাবদর্শন প্রস্তুত যদৃচ্ছায় কন্তাবরণ বা দান করিবে না, ইহা ষোটকমুখ বলেন। ১০।

ব্যাখ্যা। কন্তার পিতৃমাতৃপক্ষের সমৃদ্ধি ও সহায়-বাহিনী এবং রূপ মাত্র দেখিয়া সন্দ্বন্ধ করা উচিত নহে, দৈবপরীক্ষাও কর্হবা। ১০।

সুপ্তাং রুদতীং নিষ্কাস্তাং বরণে পারিবর্জয়েৎ ॥ ১১।

অনুবাদ। বরণকালে বর কন্তাকে নিদ্রিতা, বোদনশরারণা, গৃহ হইতে বর্জিতমনপ্রবৃত্তা দেখিলে তথায় সন্দ্বন্ধ করিবে না। ১১।

অপ্রশস্তনামধেয়াঞ্চ গুপ্তাং দত্তাং ঘোনাং পৃষতামুষভাং বিনতাং
বিকটাং বিমুণ্ডাং শুচিদূষিতাং সাক্ষরিকীং রাকাং ফলিনীং মিত্রাং
স্নুজাং বর্ষকরীঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। অপ্রশস্ত-নামধেয়া গুপ্তা, দত্তা, ঘোনা, পৃষতা, ঋষভা, বিনতা, বিকটা, বিমুণ্ডা, শুচিদূষিতা, সাক্ষরিকী, রাকা, ফলিনী, মিত্রা, স্নুজা এবং বর্ষকরী কন্তা বিবাহ করিবে না। ১২।

ব্যাখ্যা। অপ্রশস্তনামধেয়া—যাহার নাম দুঃশ্রাব্য বা অমঙ্গল্য। গুপ্তা—যে কন্তাকে প্রায়শই লুক্কায়িত রাখা হয়। দত্তা—অতুপূর্য্য। ঘোনা—কপিল। পৃষতা—শুক্রবিন্দুযুক্ত। ঋষভা—পুরুষাকৃতি। বিনতা—নিম্নকঙ্কা। বিকটা—যাহার উরুদেশ স্নগঠিত নহে। বিমুণ্ডা—যাহার ললাট বৃহৎ। শুচিদূষিতা—পিতার মুখায়ি যে করিয়াছে। সাক্ষরিকা—বিবাহের পূর্বেই পুরুষ-সঙ্গ যাহার হইয়াছে। রাকা—বিবাহের পূর্বেই যে রজস্রাৱা হইয়াছে। ফলিনী—মূকা। বিন্দ্রা—পুষ্ণ হইতে যাহাকে সখী বলিয়া নির্ণয় করা আছে অথবা মাতুলকন্তা প্রভৃতি সহজ বন্ধু। স্নুজা—বরাপেক্ষা তিন বৎসর নূনবয়স্কাও যে নহে। বর্ষকরী—যাহার পদতল ও করতলে ঘর্ষ হয়। এস্থলে রাকা কন্তা বিবাহে বর্জনীয়, স্ত্রাকার এই কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন; অতএব তৎকালে যৌবন-

বিবাহ প্রচলিত ছিল, এইরূপ মত শাহারা পোষণ করেন, তাঁহাদিগের বিবেচনার প্রশংসা করা যায় না; তবে পাত্রাদির অভাবে এখন যেমন কোথাও যৌবন-বিবাহ হইতেছে, সেইরূপ যৌবন-বিবাহ তখনও কদাচিৎ হইত, সে স্থলের চিত্রও কোন স্থত্রে আছে; কিন্তু সেই বিবাহ এই কামশাস্ত্রেও নিষিদ্ধ। এই স্থত্র পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ১২।

ভবতি চাত্র শ্লোকঃ—

নক্ষত্রাখ্যাং নদীনাম্নীং বৃক্ষনাম্নীঞ্চ গর্হিতাম্ ।

লকাররেফোপান্তাঞ্চ বরণে পরিবর্জয়েৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। শ্রবণা বিশাখা প্রভৃতি নক্ষত্রনাম্নী; বিতস্তা বিপাশা ইত্যাদি নদীনাম্নী; জম্ব প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি বৃক্ষনাম্নী এবং লকার ও রেফ যে নামের শেষ-স্বরবর্ণের পূর্ববর্ণ,—সেই প্রকার নামধেয়া কস্তা বিবাহে বর্জন করিবে। ১৩।

যস্তাং মনশ্চক্ষুবানি বন্ধস্তস্তাং সিদ্ধিঃ । (ক) নেতরামাদ্রিয়েত—
ইত্যেকে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। যে কস্তাকে দেখিলে মন ও চক্ষুর প্রীতি উৎপাদন হয়, তাহাকে বিবাহ করিলে ধর্ম্ম অর্থাৎ কাম-লাভ হইয়া থাকে। আর সুলক্ষণসম্পন্ন হইয়াও যে নয়ন-মনের প্রীতিসম্পাদনকারিণী না হয়, তাহাকে আদর করিবে না, ইহা কাহারও কাহারও মত। ১৪।

তস্মাৎ প্রদানসময়ে কস্তামুদারবেশাং স্থাপয়েয়ুরাপরাহ্নিকঞ্চ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। অতএব প্রদান সময়ে সম্প্রদানীয়া কস্তাকে উদারবেশে সজ্জিত করিয়া স্থাপন করিবে এবং প্রদানের পূর্বে আপরাহ্নিক মঙ্গলবিধি রক্ষা করিবে। ১৫।

ব্যাখ্যা। নয়ন-মনের প্রীতিকারিণী না হইলে তাহার বরণ নিষিদ্ধ। এই

(ক) ঋদ্ধিরিতি পাঠান্তরম্ ।

করণে বরণ ও প্রদান উভয় সময়েই কন্যাকে সজ্জিত করিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিবে । ১৫ ।

নিত্যং প্রসাধিতায়াঃ সখীভিঃ সহ ক্রীড়া । যজ্ঞবিবাহাদিষু জনসম্ভ্রাবেষু প্রায়ত্নিকং দর্শনং তথোৎসবেষু চ পণ্যসধর্ম্মদ্বাং ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ । অন্ত্র সময়ে এবং অপরাহ্নকালে নিত্য কেশত্রসাধন, সখীসহ ক্রীড়া প্রভৃতি করাইবে । যজ্ঞ ও বিবাহস্থলে যখন বহুজনের সমাগম হয়, তখন তাহাকে যত্নসহকারে সজ্জীভূত করিয়া দেখান কর্তব্য । যেহেতু কস্তা পণ্যসধর্ম্মী । ১৬ ।

বাখ্যা । এইরূপ ভাবে পরিচারিকাদি পরিবৃত্ত করিয়া রাখিবে যাহাতে দেবতার জন্ত লোকের কৌতুহল হয় । ১৬ ।

বরণার্থমুপগতাংশ্চ ভদ্রদর্শনান্ প্রদক্ষিণবাচশ্চ তৎসম্বন্ধিসঙ্গতান্ পুরুষান্ মঙ্গলৈঃ প্রতিগৃহীত্বাঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ । বরণ জন্ত সমাগত সম্বন্ধিসঙ্গত ভদ্রদর্শন ব্যক্তিগণকে দধি-
লক্ষ্যাদি মঙ্গল্য দ্রব্য উপহার দিবে এবং মিত্র কথায় অভ্যর্থনা করিবে । ১৭ ।

কন্তাং চৈবামলঙ্কতামমৃতাংপদেশেন দর্শয়েয়ুঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । বরণার্থ আগত ব্যক্তিগণকে অন্ত্র কাটাচ্ছেলে অলঙ্কৃত কস্তা দর্শন করাইবে । ১৮ ।

দৈবং পরীক্ষাং চাবধিৎ স্থাপয়েয়ুঃ প্রদাননিশ্চয়াং ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ । বতদিন পর্য্যন্ত সম্প্রদান স্থিরীকৃত না হয়, তাবৎ দৈব এবং
ক্ষা কার্য্যকে অবধিরূপে রক্ষা করিবে । ১৯ ।

বাখ্যা । এ বিবাহ ভবিষ্যত্ব্যতার অবদান, অতএব এখন আমরা কোন
দ্রব্য নিশ্চয় করিতেছি না । অগ্রে আমরা লক্ষণাদি পরীক্ষা করিব—এইরূপ
কথা দিবে, তন্মধ্যে বিবাহের নিশ্চয় হইবে না । ১৯ ।

স্নানাদিষু নিযুক্ত্যমানা বরয়িতারঃ সৰ্ব্বং ভবিষ্যতীত্যুক্তা ন
তদহরেবাভ্যুপগচ্ছেয়ুঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ । সেই কস্তাপক্ষীয়গণ বরদর্শনে আসিলে বর পক্ষ তাহাদিগকে
স্নানাদি করিতে অনুরোধ করিলেও তাহারা সেইদিনেই তাহা স্বীকার করিবে
না ;—বলিবে,—(বিধাতা অনুকূল হইলে) সবই হইবে । ২০ ।

দেশপ্রযুক্তিসাত্ব্যাদ্বা ব্রাহ্মপ্রজাপত্যার্থদৈবানামশ্রুতমেন বিবাহেন
শাস্ত্রতঃ পরিণয়েৎ । ইতি বরণবিধানম্ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ । দেশাচারানুসারে ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আৰ্য বা দৈব ইহার এক-
তন বিবাহ-বিধানে যথাশাস্ত্র কস্তার পাণিগ্রহণ করিবে ইহা বরণ বিধান । ২১ ।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

সমশ্রাদ্যাঃ সহক্রৌড়া বিবাহাঃ সঙ্গতানি চ ।

সমানৈরেব কার্য্যাণি নোত্তমৈর্নাপি বাধমৈঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ । এতদ্বিষয়ে শ্লোক আছে, যথা—সমশ্রা-ক্রৌড়া প্রভৃতি যে সকল
পারস্পরিক ক্রৌড়া আছে তাহা এবং বিবাহ ও সৌখ্য সমানে সমানে কর্তব্য ;
উত্তমের সহিত বা অধমের সহিত কর্তব্য নহে । ২২ ।

কন্তাং গৃহীত্বা বর্ত্তেত প্রেষ্যবদ্ যত্র নায়কঃ ।

তং বিদ্যাছুচ্চসম্বন্ধং পরিত্যক্তং মনস্বিভিঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ । যে স্থলে নায়ক অর্থাৎ বর কস্তা গ্রহণ করিয়া ভৃত্যবৎ থাকিতে
বাধ্য হয়, তাহাকেই উচ্চ সম্বন্ধ বলিয়া জানিবে ; কিন্তু ঐ সম্বন্ধকে মনস্বীগণ
পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । ২৩ ।

বাখ্যা । প্রায়শই দেখা যায়—বড় ঘরে বিবাহ করিলে বর শ্বশুরগৃহে
ভৃত্যবৎ থাকে । বড় ঘরের সম্বন্ধ হইলেও মানিগণ তাহা একেবারেই
পছন্দ করেন না । ২৩ ।

স্বামিবদ্বিচরেৎ যত্র বান্ধবৈঃ সৈঃ পূরস্কৃতঃ ।

অশ্লাঘ্যো হীনসম্বন্ধঃ সোহপি সন্তির্বিবিনন্দ্যতে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ । পক্ষান্তরে যে স্থলে বর স্বীয় খণ্ডর শ্রীলকাদিন নিকটে সম্মানিত হইয়া প্রভুবৎ অবস্থান করে, তাহা হীন সম্বন্ধ—অশ্লাঘ্য ; সম্ভবতঃ সে সম্বন্ধকেও নিন্দা করিয়া থাকেন । ২৪ ।

পরস্পরসুখান্বাদী ক্রীড়া যত্র প্রযুক্ত্যতে ।

বিশেষয়ন্তী চাত্তোত্তং সম্বন্ধঃ স বিধীয়তে ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ । যে স্থলে বরপক্ষ ও কত্মাপক্ষের পরস্পর সুখপ্রদ ক্রীড়া প্রযুক্ত হইতে পারে এবং সেই ক্রীড়ায় কখনও কত্মাপক্ষের উৎকর্ষ কখনও বা বরপক্ষের উৎকর্ষ হইতেছে, সেই সম্বন্ধই বিহিত । ২৫ ।

কুত্বাপি চোচ্চসম্বন্ধঃ পশ্চাজ্জাতিবু সংনমেৎ ।

ন হ্বেব হীনসম্বন্ধঃ কুর্য্যাৎ সন্তির্বিবিনন্দিতম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্যায়নৌয়ে কামসূত্রে কত্মাসম্প্রযুক্তে দ্বিতীয়েহধিকরণে

বরণসংবিধানং সম্বন্ধনিশ্চয়ঃ প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । উচ্চ সম্বন্ধ করিয়াও পশ্চাৎ জাতিগণের নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিবে, কিন্তু হীন সম্বন্ধ কদাচ করিবে না । হীন সম্বন্ধ সম্ভবগণের নিকট বিশেষরূপে নিন্দিত । ২৬ ।

ব্যাখ্যা । উচ্চ সম্বন্ধ—বড় ঘরে বিবাহ । এই বিবাহের ফলে খণ্ডরগৃহে অনভাবে থাকিতে হয় বলিয়া জাতিগণ তাহার প্রতি প্রায়শই ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে ; এই কারণে জাতিগণের সন্তোষ-সাধনার্থ স্বয়ং জাতিগণের নিকট ন্যূনতা প্রকাশ করিবে । বরের এইরূপে উভয় দিকে কিঞ্চিৎ লাঘব হইলেও তাহা ঘরে বিবাহ বরা অপেক্ষা ইহাই করণীয় । ২৬ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সঙ্গতয়োস্তিরাত্রমধঃশয়া ব্রহ্মচর্য্যং ক্ষারলবণবর্জ্জমাহার ইত্যঃ
সপ্তাহং সতুৰ্য্যামঙ্গলস্নানং প্রসাধনং সহভোজনং চ প্রেক্ষা সম্বন্ধিনাং
চ পূজনম্ । সার্ববর্ণিকম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । পরিণীত ইহয়া উভয়েই তিন রাত্রি পবাস্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন
করিবে ও ক্ষার-লবণ-বর্জ্জিত আহার করিবে, এবং অধঃশয়ায় শয়ন করিবে ।
তৎপরে সপ্তাহকাল গীতবাদ্যাদির দ্বারা মঙ্গল-স্নান, প্রসাধন, সহভোজন,
নাটকাদির অভিনয় দর্শন এবং আত্মীয়স্বজনগণের গন্ধ মাল্যাদিদ্বারা পূজন,
ইহা সৰ্ববর্ণের কর্তব্য কৰ্ম্ম । ১ ।

তস্মিন্নেতাং নিশি বিজনে মূঢ়াভিরূপচারৈরূপত্ৰনমেত ॥ ২ ॥

অনুবাদ । উক্ত দশরাত্রির মধ্যে নিশাবোগে বিজন গৃহে যাত্নকে
উৎসেগ প্রাপ্ত না হয়, এই প্রকার ভাবে উপক্রম করিবে । ২ ।

ব্যাখ্যা । উপক্রম—প্রথম আলংপাদি । ২ ।

দ্বিরাত্রমবচনং হি স্তম্ভমিব নায়কং পশ্যন্তী কথ্য নিবির্বদোত
পরিভবেচ্চ তৃতীয়ামিব প্রকৃতিম্ । ইতি বাভ্রণীয়াঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । বাভ্রণ্য-মতাবলম্বিগণ বলেন,—ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম তিনরাত্রি
নায়ক কথা না কহিয়া থাকিলে কথ্য তাহাকে স্তম্ভের আয় মনে করিয়া খেদ
প্রাপ্ত হয় এবং ক্লীবজ্ঞানে অবজ্ঞাও করে । ৩ ।

ব্যাখ্যা । ইহার ভাবার্গ এই—প্রথম তিন রাত্রিও ব্রহ্মচর্য্যে ক্ষেপণ উচিত
নহে । ৩ ।

উপক্রমেত বিশ্রম্ভয়েচ্চ ন তু ব্রহ্মচর্য্যমতিবর্ত্তেত ! ইতি
বাৎসায়নঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । বাৎস্তায়ন বলেন,—উপক্রম ও বিশ্বাস করাইবে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে । ৪ ।

উপক্রমমাগশ্চ ন প্রসহ্য কিঞ্চিদাচরেৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । উপক্রম-প্রবৃত্ত নায়ক বলপূৰ্ব্বক কোন কাৰ্য্যই করিবে না । ৫ ।

কুসুমসধৰ্ম্মাণো হি যোষিতঃ স্কুকুমারোপক্রমাঃ । তাস্তদুপধি-
গতবিশ্বাসৈঃ প্রসভমুপক্রমমাগাঃ সম্প্রয়োগদেষিণ্যো ভবন্তি । তস্মাৎ
সাম্ভবোপচরেৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । রমণী কুসুম-স্কুকুমার-প্রকৃতি, তাহাদিগের উপর উপক্রমও
স্কুকুমার হওয়া উচিত । যতদিন তাহাদিগের নিকট বিশ্বাসী না হওয়া যায়,
ততদিন সহসা কোনরূপে তাহাদিগকে বিরক্ত করা উচিত নহে । মধুরভাবে
তাহাদের সহিত ব্যবহার করিবে, নতুবা তাহারা মিলনবিদ্বেষিণী হইতে
পারে । ৬ ।

যুক্ত্যপি তু যতঃ প্রসরমুপলভেন্নৈবানুপ্রবিশেৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । যুক্তিযুক্তমতে কালোচিত উপায় দ্বারা স্বকীয় অবকাশ অনুসারে
অনুপ্রবেশ করিবার প্রয়াস পাইবে । ৭ ।

তৎপ্রিয়োগলিঙ্গনেনাচরিতেন নাতিকালত্বাৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । অতি প্রিয়ভাবে স্পর্শাদিদ্বারা কন্ডার স্রীতি উৎপাদন করিবে,
কিন্তু তাহা অতি অল্পকালের জন্য—নতুবা অপ্রিয়তাবের উদ্ভব হইতে
পারে । ৮ ।

পূর্ব্বকায়েণ চোপক্রমেৎ বিষয়ত্বাৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ । দেহোক্তভাগদ্বারা অনুস্পর্শ করিবে,—উহা কন্ডার সহনীয় । ৯ ।

দীপালোকে বিগাঢ়যৌবনায়াঃ পূর্ব্বসংস্কৃতয়া বালান্না
অপূর্ব্বায়াশ্চাক্ষকারে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । পূর্ণযৌবনা ও পূৰ্ণপরিচিতার অনুস্পর্শাদ দীপালোকে হইতে
পরে, কিন্তু অপরিচিতা ও বালিকার পক্ষে অঙ্গকারই প্রীতিকর । ১০ ।

অঙ্গীকৃতপরিষজায়াশ্চ বদনেন তাম্বুলদানম্ । তদপ্রতিপদা-
মানাঞ্চ সাস্তুনৈর্বাক্যৈঃ শপথৈঃ প্রতিযাচিঠৈঃ পাদপতনৈশ্চ গ্রাহ-
য়েৎ । ব্রীড়াযুক্তাপি যৌষিদ্ভাস্ত্রক্ৰুদ্ভাপি ন পাদপতনমতিবর্ত্তত
ইতি সার্বত্রিকম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ । অঙ্গানুস্পর্শ স্বীকৃত হইলে মুখে করিয়া তাম্বুল দান করিবে ।
প্রথমে ইহাতে অস্বীকৃতি হইলে প্রথমে চাটুবাণ্য প্রয়োগ, তার পর আমার ‘মাথ
খাও’ ইত্যাদি শপথ প্রদান এবং তৎপরে ‘তুমিই মুখে করিয়া আমাকে দাও’,
ইত্যাকার প্রার্থনা করিবে । তাহাতে স্বীকৃতি না হইলে, পায়ে ধরিবে । লজ্জা
বাক্রোধ যে কোন কারণেই হউক কামিনী কথা না শুনিলে, এই উপায়ই অব-
লম্বনীয় । কারণ পদে পতিতকে কামিনী কখনই পরিত্যাগ করে না । ইহা
সার্বত্রিক—ইহা কেবল নবোঢ়ার পক্ষে নহে, সমস্ত রমণীর পক্ষেই । ১১ ।

তদানপ্রসঙ্গেন মুহু বিশদমকাহলমস্তাশ্চ স্মনম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ । তাম্বুলদান-প্রসঙ্গে মুহু ও স্পষ্ট এবং নিঃশব্দে চুম্বন
করিবে । ১২ ।

তত্র সিদ্ধামালাপয়েৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ । তাহাতে কৃতকার্য হইলে আলাপে আনিতে চেষ্টা করিবে । ১৩

তচ্ছ বণার্থং যৎকিঞ্চিদগ্নান্ধরাভিধেয়মজানন্নিব পৃচ্ছেৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ । সেই সময়ে কত্থা যাহা দেখিবাছে বা শুনিবাছে তাহা
নজ্ঞে যেন জানে নী, বর এই ভাবে প্রশ্ন করিবে । ১৪ ।

তত্র নিস্প্রতিপত্তিমনুষ্যেজয়ন সাস্তুনাযুক্তং বল্লশ এব
পৃচ্ছেৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ । সে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলে তাহার শক্তি না জন্মাইয়া।
গাটবাক্যে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিবে । ১৫ ।

তত্রাপ্যবদন্তীং নির্বোধীয়াং ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ । উত্তর না পাইলে নির্বোধ প্রকাশ করিবে । ১৬ ।

সর্ব্বা এব হি কণ্ঠাঃ পুরুষেণ প্রযুক্ত্যমানং বচনং বিষহন্তে ।
ন তু লঘুমিশ্রামপি বাচং বদন্তি ইতি ঘোটকমুখঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ । ঘোটকমুখ বলেন,—সমস্ত কণ্ঠাই পুরুষের প্রযুক্ত্যমান বাক্য
সহ করে । (লজ্জাবশতঃ) অল্প কথাও বলে না । ১৭ ।

নির্ব্বোধ্যমানা তু শিরঃকম্পেন প্রতিবচনানি যোজয়েৎ । কলহে
তু ন শিরঃ কম্পয়েৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । বরের নির্ব্বোধে কণ্ঠা মাথা নাড়িয়া উত্তর দিবার কার্য্য করিবে ;
অভিমান হইলে মাথাও নাড়িবে না । ১৮ ।

ইচ্ছসি মাং নেচ্ছসি বা কিং তেহহং কুচিতো ন কুচিতো বেতি
পৃষ্ঠো চিরং স্থিত্বা নির্ব্বোধ্যমানা তদানুকুলেন শিরঃ কম্পয়েৎ ।
প্রপঞ্চ্যমানা তু বিবদেত ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ । তুমি আমাকে চাও, কি চাও না ? আমি তোমার পছন্দসই
কি না ? এইরূপ বরের জিজ্ঞাসায় পাত্রী বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে, বরের
নিরুদ্ধ অধিক হয় ত তাহার অনুকূলভাবে মাথা নাড়িবে । বর যদি কথ
বাড়াইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে বিরুদ্ধ বথা বলিবে । ১৯ ।

অবতরণিকা । পাত্রী পূর্বে অপরিচিতা হইলে যেরূপে আলাপ আরম্ভ
করিতে হয়, তাহা ১৪—১৯শ হৃদ্র পর্য্যন্ত কথিত হইয়াছে । পূর্ব্বপরিচিত
হইলে যে উপায় করিতে হইবে, তাহা অতঃপর কথিত হইতেছে ;—

সংস্কৃতা চেৎ সখীমনুকূল্যভয়তোহপি বিশ্রুত্বা তামন্তরা কৃত্ব
কথাং যোজয়েৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ । পরিচিতা হইলে অনুকূল্য ও উভয়েরই বিশ্বস্তা সখীকে মনো
রাখিয়া কথার আরম্ভ করিবে । ২০ ।

তস্মিন্ধোমুখী বিহসেৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ । বরের প্রশ্নে সখীদত্ত অনুকূল উত্তরে পাত্রী অধোমুখী হইয়া
হাসিবে । ২১ ।

তাং চাতিবাদিনীমধিক্ষিপেদ্বিদেত চ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ । সখী যদি বেশী বাড়াবাড়ি করিয়া কথার প্রণয়ের কথা বলে,
তবে সে সখীকে খুব তিরস্কার করিবে এবং তাহার সহিত বিবাদ করিবে । ২২ ।

সা তু পরিহাসার্থমিদমনয়োন্তমিতি চানুস্তমপি ক্রয়াৎ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ । তখন সেই সখী—পাত্রী সে কথা না বলিলেও নিজেই বান্বে
—এই পাত্রী পরিহাসার্থ এই সকল কথা বলিয়াছিল । ২৩ ।

তত্র তামপনুদে প্রতিবচনার্থমভ্যর্থমানা তুষ্ণীমাসীত ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ । সেই কথার সত্যতা জ্ঞানিবার জন্য সখীকে ছাড়িয়া পাত্রী
নিকট বর-প্রশ্ন প্রকাশ করিলে, পাত্রী চুপ করিয়া থাকিবে । ২৪ ।

নির্ব্বধ্যমানা তু নাহমেবং ব্রবীমীত্বেত্যন্তাশ্চরমনবসিতার্থং বচনং
ক্রয়াৎ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ । অতিশয় নির্ব্বাক প্রকাশ করিলে, ‘আমি ত এরূপ বলি নাই’—
এই প্রকার অস্পষ্ট বর্ণ এবং অসম্পূর্ণ উত্তর প্রদান করিবে । ২৫ ।

নায়কঞ্চ বিহসন্তী কদাচিৎ কটাক্ষেণ প্রোক্ষত ইত্যালপ-
যোজনম্ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। কখন কখন বরকে হস্তদ্বারা কটাক্ষ-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবে। ইহাই আলাপ-যোজন। ২৬।

এবং জাতপরিচয়া চানির্ব্বদন্তী তৎসমীপে যাচিতং তাস্মূলং নিলেপনং স্রজং নিদধাৎ। উত্তরীয়ে বাস্ত্র নিবধূয়াৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। এইরূপে পরিচয় হইবার পূর্বে বর পাত্রীর নিকট তাস্মূল, নিলেপন ও মালা চাহিলে বিশেষ কোন কথা না বলিয়া পাত্রী পাত্রের নিকটে তাহা রাখিয়া দিবে। অথবা পাত্রের উত্তরীয়ে (উড়ানীতে) বাধিয়া দিবে। ২৭।

তথায়ুক্তমাচ্ছুরিতকেন স্তনমুকুলয়োৰূপরি স্পৃশেৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। তাস্মূলদানাদি কার্যে ব্যাপ্তা সেই পাত্রীর স্তনমুকুলের উপবিভাগে আচ্ছুরিতক নামে আখ্যাত আলিঙ্গন-যোগে বক্ষ দ্বারা স্পর্শ করিবে। ২৮।

বার্যমাণশ্চ ইমপি মাং পরিষজস্ব ততো নৈবমাচরিষ্যামীতি হিতা পরিষজ্যেৎ। সঞ্চ হস্তম্ আ নাভিদেশাং প্রসার্যা প্রসার্যা নিবর্ত্তয়েৎ। ক্রমেণ চৈনামুৎসঙ্গমারোপাদিকমধিকমুপক্রমেত অপ্ৰতি-
পদমানাক্ষ ভীষয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। নিষেধ করিলে 'তুমিও আমাকে আলিঙ্গন কর, তাহা হইলে আমি এমনটি করিব না'—এইরূপ সৰ্ত্তে আলিঙ্গন করাইবে। নিজের হাত পাত্রীর প্রায় নাভি পর্য্যন্ত বার বার প্রসারিত করিবে এবং কিরাইয়া লইবে। ক্রমশঃ পাত্রীকে নিজের ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া অধিক অধিক উপক্রম করিবে। সৰূপ উপক্রমে অস্বীকৃত হইলে ভয় দেখাইবে। ২৯।

অহং খলু তব দস্তপদায়াধরে কারষ্যামি স্তনপৃষ্ঠে চ নখপদম্
জ্ঞানশ্চ স্রজং কৃদ্বা হুয়া কৃতমিতি তে সখীজনশ্চ পুরতঃ কথয়ি-

ষামি । সা ত্বং কিমত্র বক্ষ্যসীতি বালবিভীষিকাভির্কালপ্রত্যায়নৈশ্চ
শর্নৈরেনাং প্রতারয়েৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ । আমি নিশ্চয়ই তোমার অধরে দন্তকৃত ও স্তনপৃষ্ঠে নথচ্ছেদা
করিয়া দিব, এবং নিজের গাত্রে সেইরূপ দাগ করিয়া তোমার সখীজনের
নিকটে বলিব, তুমি করিয়া দিয়াছ । তুমি তখন কি বলিবে?—এই প্রকার
বালভয়প্রদ বালকের বিশ্বাসযোগ্য বাক্যে ধীরে ধীরে পাত্রীকে প্রতারিত
করিবে । ৩০ ।

দ্বিতীয়স্তাৎ তৃতীয়স্তাঞ্চ রাত্রৌ কিঞ্চিদধিকং বিশ্রান্তিতাং হস্তেন
যোজয়েৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ । দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাত্রে কিঞ্চিৎ অধিক বিশ্বাস জন্মাইয়া হস্ত-
যোজন করিবে । ৩১ ।

সর্বস্বাস্ত্রিকং চুস্বনমুপক্রমেত ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ । সার্বস্বাস্ত্রিক চুস্বনোপক্রম করিবে । ৩২ ।

উর্বেদোশোপরি দিগ্ভ্যস্তহস্তঃ সংবাহনক্রিয়ায়াং সিদ্ধায়া
ক্রমগোচরমূলমপি সংবাহয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ নিবারিতে সংবাহনে কে
দোষ ইত্যাকুলয়েদেনাম্ ॥ ৩৪ ॥ তচ্চ স্থিরীকুর্যাৎ । তত্র সিদ্ধায়া
গুহ্যদেশাভিমর্শনং রশনাবিযোজনং নীবীশ্রব্ধসনং বসনপরিবর্তন-
মূরুমূলসংবাহনঞ্চ । এতে চাস্তাশ্রাপদেশাঃ ॥ ৩৫ ॥ যুক্তযন্ত্রা-
রঞ্জয়েৎ । ন ত্বকালে ব্রতথগুনমনুশিষ্যচ্চ ॥ ৩৬ ॥ আত্মানু-
রাগং দর্শয়েৎ । মনোরথাংশ্চ পূর্বকালিকানমুবর্ণয়েৎ । আয়তাপ-
তদানুকূলেন প্রস্তুতিং প্রতিজানীয়াৎ । সপত্নীভাশ্চ সাধবসমবাচ্ছ-
ন্দাঃ ॥ ৩৮ ॥ কালেন চ ক্রমেণ বিমুক্তকণ্ঠাভাবামনুবেজয়ন
পত্রমেত । ইতি কণ্ঠাবিশ্রম্ভণম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকা। হস্তযোজনবিধিমাং—উর্কোরিতি। তত্রায়ং ক্রমঃ—প্রথমং পূর্ব-
কায়স্ত সংবাহনক্রিয়া। তস্তাং সিদ্ধায়ামূর্কোরুপরি স্তস্তহস্ত উরু সংবাহ-
নং। ক্রমেণোকমূলমিতি। তত্রৈতুকমূলে। আকুলয়েৎ চন্দ্রান্দুচুরিতকৈঃ।
নুচেতি। যৎ পূর্বাভ্যুপগতং সংবাহনং, তচ্চ স্থিরীকুর্যাৎ ক্ষান্ত্যর্থম্।
তত্রৈতাকমূলসংবাহনে সিদ্ধায়াং গৃহদেশাভিমর্শনম্। সংবাহনব্যাপদেশেন রশ-
নানিযোজনাদ্যপি কুর্যাৎ। পুনরুকমূলে সংবাহনগ্রহণমপরিত্যাগার্থম্। গৃহ-
স্পর্শহেতুত্বাৎ। এত ইতি গৃহস্পর্শনাদয়ো ব্যাপারাঃ। অস্ত্রোতি নায়কস্ত।
অভ্যাপদেশা ইতি দ্বিরাত্রাদর্শাগন্তমপদিষ্ট কর্তব্যঃ। ন তু ব্রতখণ্ডনমধি-
কৃত্যেত্যর্থঃ। যুক্তযন্তাং চ চাতুর্ধিকহোমাদূর্দ্ধং রঞ্জয়েদिति। রঞ্জনমনুচ্ছেজ্য
সুখোৎপাদনম্। অনুশিষ্যাৎ চাতুঃষটিকান্ যোগান্ শিক্ষয়েৎ। আত্মানু-
বগঞ্চ দর্শয়েৎ ইঙ্গিতাকারাত্ম্যম্। মনোরথান পূর্বকালীনাননুবর্ণয়েৎ, যে যে
চেষ্টামধরপানাদয়শ্চিস্তিতাঃ। আয়তামিতি। অনাগতকালে তদানুকূল্যে
প্ররক্তি প্রতিজানীয়াৎ ‘যদাহ ভবতী, তন্ময়া বিধাতব্যম্’ ইতি। সপত্নীভ্যাঃ
সাম্প্রসমবচ্ছিন্দ্যাৎ, যদাধিবিন্না স্তাৎ। কালেন চ গচ্ছতঃ মুক্তকস্তাভাবাৎ
সুবতীমনুচ্ছেজয়রূপক্রমেৎ। তদ্যাপ্যমেব ক্রমঃ। স ক্ষুটে কর্তব্যঃ ॥ ৩৩—৩৮ ॥

ব্যাখ্যা। এস্থলের অনুবাদ প্রদত্ত হইল না। দম্পতির আনন্দ মিলনের
প্রাথমিক ব্যাপার সমস্তই এই অংশে বর্ণিত হইয়াছে। স্বামীত্ব স্তনোত্তেদ-
য়ে বালিকার হইয়াছে, তাহার বিবাহের কথা ২৮শ সূত্র হইতে বুঝা যায়।
তৃতীয় অধ্যায়ের ৫ম সূত্র প্রভৃতি স্থানে পুতুল খেলা প্রভৃতির উল্লেখ থাকায়
সেইরূপ বালিকা-বিবাহে এইরূপ ভাবের ‘উপক্রম’ চলিবে না, ইহা বলা বাহুল্য।
পক্ষেই বলিয়াছি, বাৎস্তায়ন-মতে অজাত-রজস্বা কন্তাই বিবাহে প্রশস্ত।
তবে কদাচিৎ পাত্রাভাবে যদি যৌবন-বিবাহও হয়, তাহাতে এই জাতীয় বা
এতদপেক্ষা অধিক উপক্রম হইতে পারে, কিন্তু এই যে উপক্রম, ইহা ব্রহ্মচর্য-
সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা দাম্পত্য-সম্বন্ধের ভোগসুখার্থে যত কিছু প্রযুক্তির উত্তেজক
কাণ্ড আছে, প্রায় সমস্তই হইবে, কেবল ‘সহবাস’ হইবে না, ইহা এক প্রকার
আধার মত। বাৎস্তায়ন স্পষ্টই বলিয়াছেন—“ন হকালে ব্রতখণ্ডনম্”

(৩৬ সূত্র) । কত বহু জিতেন্দ্রিয় পুরুষ হইলে এইরূপ উপক্রম করিতে পারে, তাহা বিজ্ঞ সঙ্কল্প মাত্রই বুঝিতে পারিবেন । ৩৩—৩৮ ।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকঃ—

এবং চিত্তানুগো বালামুপায়েন প্রসাধয়েৎ ।

তথাস্তু সানুরক্তা চ সুবিশ্রব্ধা প্রজায়তে ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ । এ বিষয়ে শ্লোক আছে ;—বালিকার কৃতিপ্রায় মত বর বালিকা-পাত্রীকে কোশলে আয়ত্ত করিবে ; তাহা হইলেই সে অনুরাগিণী ও বিশ্বাস-ভাগিনী হইবে । ৩৯ ।

নাতপ্তমানুলোমেন ন চাতিপ্রাতিলোম্যতঃ ।

সিদ্ধিং গচ্ছতি কন্যাসু তস্মান্মাধেন সাধয়েৎ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ । অত্যন্ত অনুরক্ত বা অত্যন্ত প্রতিকূল না হয়, এমন ভাবে ব্যবহার করিলে পাত্রীর মনোহরণ করিতে পারা যায় না ; অতএব মধ্যমভাবে ব্যবহার করিয়া, তাহার বিশ্বাস উৎপাদন করিবে । ৪০ ।

আত্মনঃ প্রীতিজননং যোষিতাং মানবর্দ্ধনম্ ।

কন্যাবিশ্রম্ভণং লেপ্তি যঃ স তাসাং প্রিয়ো ভবেৎ । ৪১ ॥

অনুবাদ । আপনার প্রীতিকর এবং রমণীগণের মানবর্দ্ধক এই কন্যাবিশ্রম্ভণ ব্যাপার যে জানে, সেই বর তাহাদিগের প্রিয় হইয়া থাকে । ৪১ ।

ব্যাখ্যা । এই যে কন্যাবিশ্রম্ভণ অর্থাৎ কন্যার বিশ্বাসোৎপাদনের উপায় ইহা যথাসম্ভব সকল নায়িকারই প্রথম-সমাগমে যথাসম্ভব প্রযোজ্য । এই ভাবে বঝাইবার জন্য শ্লোকে “যোষিতাং মানবর্দ্ধনং” আছে । “যোষিতং” শব্দে সকল নায়িকা, কেবল কন্যা নহে । ৪১ ।

অতিলজ্জান্নিতে, তবং যন্ত কন্যামুপেক্ষতে ।

সেইনভিপ্ৰাক্ষবদীতি পশুৎ পরিভূয়তে ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ । অতি লজ্জাশীলা এই মনে করিয়া যে ব্যক্তি কন্যাকে উপেক্ষা করে, (কোন প্রকার পরিচয়াদ করিতে বিরত থাকে) সে অভিপ্রায়ে অনভিজ্ঞ বাক্য পশুবৎ অবজ্ঞাত হয় । ৪২ ।

সহসা বাপ্যপত্রান্তা কন্যাচিত্তমবিন্দতা ।

ভয়ং বিত্ৰাসমুদ্বোগং সদ্যো দ্বেষঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ । যে ব্যক্তি কন্যার অভিপ্রায় না জানিয়া সহসা উপক্রম করে, তাহা নিকট কন্যা তৎক্ষণাৎ ভয় বিত্ৰাস, উদ্বোগ এবং বিদ্বেষ প্রাপ্ত হয় । ৪৩ ।

ব্যাখ্যা । ভয়—নিকটে আসিতে আশঙ্কা । বিত্ৰাস—স্মরণেও সৎকম্প । উদ্বোগ—আহারাদি কার্যেও অহস্তি । দ্বেষ—বৈরিভাব । ৪৩ ।

সা প্রীতিবোগমপ্রাপ্তা ভেনোদ্বোগেন দূষিতা ।

পুরুষদেবীণা বা স্তাদ্বিদ্ভিটী বা ততোহন্তগা ॥ ৪৪ ॥

ইতি বাৎস্যায়নৌষে কামসূত্রে কন্যাসংপ্রযুক্তকে দ্বিতীয়োহধিকরণে

কন্যাবিশস্তম্ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । পুরোক্তরূপে উল্লেখিত কন্যা প্রীতিপ্রাপ্ত না হইয়া প্রত্যাভিহত হইয়া পুরুষ-দেবীণী হইয়া থাকে ; অথবা সেই পাত্রের প্রতি বিদ্বন্দপেক্ষা হইয়া অন্য পুরুষে প্রণয় স্থাপন করে । ৪৪ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ধনহীনস্ত গুণযুক্তোহপি মধ্যস্থগুণো হীনাপদেশো বা সধনো
বা প্রাতিবেশ্যঃ মাতাপিতৃভ্রাতৃষু চ পরতন্ত্রঃ বালবৃত্তিরুচিতপ্রবেশো
বা কন্যামলভ্যত্বান্ন বরয়েৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । (ঘোটকমুখ বলেন,—) নির্ধন ব্যক্তি গুণযুক্ত হইলেও কন্যা
বরণ করিতে সমর্থ হয় না। মধ্যস্থগুণযুক্ত (রূপ ও শীলাদি আছে ; কিন্তু
অভিজ্ঞাদিগুণ নাই) ব্যক্তি কন্যালভ করিতে সমর্থ হয় না। ধনযুক্ত
হইলেও (নিজের বাড়ীর নিকটে বাস করে বলিয়া সীমাদি লইয়া কলঙ্ক
হওয়ায়) ধনগর্বেই কন্যালভ করিতে পারে না। মাতা পিতা ও ভ্রাতা
ধাকিলে তাঁহাদের অধীন বলিয়া সধন হইলেও কন্যালভে অসমর্থ হয়।
যাহার ব্যবহার বালকের ন্যায়, তাহার গৃহাদিতে প্রবেশাধিকার থাকিলেও
সে বালকটার বলিয়া স্থগিত হওয়ায়, কন্যার কর্তৃপক্ষ তাহাকে কন্যাদান
করিতে চাহে না। ১।

বাল্যাং প্রভৃতি চৈনাং স্বয়মেবানুরঞ্জয়েৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । সন্তরাং বাল্যকাল হইতেই কন্যাকে স্বয়ংই অনুরক্ত করিবে। ২।

তথায়ুক্তশ্চ মাতুলকুলানুবর্তী দক্ষিণাপথে বাল এব মাত্রা চ
পিত্রা চ বিযুক্তঃ পরিভূতকল্লো ধনোৎকর্ষাদলভ্যাং মাতুলহিতর-
মগ্ধ্যস্মৈ বা পূর্বদত্তাং সাধয়েৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । দেখিতে পাওয়া যায়, দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে মাতাপিতৃহীন বালক
মাতুলকুলে বাস করিয়া, স্থগিতপ্রায় হইয়াও সেই উপায়ে ধনের প্রাচুর্য্যে
অলভ্যা মাতুলকন্যাকে বা অস্ত্রের সহিত বাগ্দানে আবদ্ধা কন্যাকে সাধন
(আদৃত) করিয়া থাকে। ৩।

অন্ত্যামপি বাহ্যং স্পৃহয়েৎ । বালায়ামেবং সতি ধর্ম্মাধিগমে
সংবননং শ্লাঘ্যমিতি ঘোটকমুখং ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । বিবাহের যোগ্য অন্ত বালিকাকেও স্পৃহাযুক্ত করিতে পারে ।
এইরূপ হইলে বালিকাকে ধর্ম্মতঃ লাভ সম্ভব হইতে পারে ও তাহাতে
একপ মিলনই শ্লাঘ্য । এই কথা ঘোটকমুখ বলেন । ৪ ।

তয়া সহ পুষ্পাবচয়ং গ্রথনং গৃহকং দুহিতৃকাক্রীড়াযোজনং
ভক্তপাক*করণমিতি কুর্ব্বীত পরিচয়স্ত বয়সশ্চানুরূপাং ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । সেই নারিকার সহিত পুষ্পচয়ন, মালাগ্রথন, খেলাঘর প্রস্তুত
পতলখেলা, কৃত্রিম অন্ন পাক (ধুলিখেলা) করিবে । পরিচয় ও বয়সের
অনুরূপ এই সকল কার্য্য করিবে । ৫ ।

আকর্ষকক্রীড়া পিটিকাক্রীড়া মুষ্টিদ্যুতক্ষুন্নকাদিদ্যুতানি মধ্যমাঙ্গুলি-
গ্রহণং ঘটপাষণকাদীনি চ দেশানি তৎসাত্ত্ব্যাক্তদাপ্তদাসচেটিকাভি-
দ্যা চ সহানুক্রীড়তে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । আকর্ষকক্রীড়া, পিটিকাক্রীড়া, মুষ্টিদ্যুত, ক্ষুন্নকদ্যুত, মধ্যমা-
ঙ্গুলি গ্রহণ ও ঘটপাষণকাদি খেলা এবং স্ব স্ব দেশপ্রসিদ্ধ যে সকল খেলা
আছে, সেগুলি তত্তদদেশবাসিজনগণের বিদ্যুস্ত দাস ও দাসী এবং সেই কন্ডার
সহিত ক্রীড়া করিবে । ৬ ।

ব্যাখ্যা । আকর্ষ—দাবা, পাশা ও দশ-পাঁচিশ প্রভৃতি ; বালক বালিকার
চিত্তাকর্ষক বলিয়া এতলে দশ-পাঁচিশ । পিটিকা-ক্রীড়া—চক্ষু বারিয়া তাহার
মস্তকে অনেকে করস্পর্শ করিলে তাহার মধ্যে এক এক করিয়া নাম বলিয়া
দেওয়া । মুষ্টিদ্যুত—টস্কাটকা খেলা । ক্ষুন্নদ্যুত—কাড় দিয়া অপরের কাড়ের
উপর আঘাত করিয়া সেই কাড় জয়করা । রেখাঙ্কারা ব্যবধান করিয়া অপরের
কাড় রাখিতে হয়, নির্দিষ্ট দূরস্থান হইতে নিজের কাড়দ্বারা আঘাত করিয়া

তাহা জয় করিয়া লওয়া । আঘাত করিতে না পারিলে পরাজয় । আদিপদদ্বার
অঙাল খেলা প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে । মধ্যমাঙ্গুলি গ্রহণ—দক্ষিণ মধ্যমাঙ্গুলি
গোপনপূর্বক হস্তের মুষ্টিবন্ধন করিয়া বাম হস্তের একটি অঙ্গুলী প্রবেশদ্বারা
দক্ষিণ হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলী পূরণ করত মধ্যমাঙ্গুলি ধরিতে দেওয়া । তাহা হইলে
দক্ষিণ ও মধ্যমাঙ্গুলি চিনিয়া লওয়া কঠিন হয় । চিনিয়া লইতে পারিলে
জয়—না পারিলে পরাজয় । ষট্পাশাংকাদি—(ষাট) খেলা,—ছাট গুটি
লইয়া প্রথমে একটি তুলিয়া ভূমিস্থ আর একটি কুড়াইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ
পতমান সে গুটিকে হাতের পৃষ্ঠে ধরা এবং ক্রমে ছয়টিই শূন্যে তুলিয়া এবং
যোগে ধরা, আবার একটি ছুটি করিয়া মাটিতে রাখা । ৬ ।

ক্ষেপিতকানি সূনিমীলিতকামারাক্ষিকাং লবণবীথিকামানিল-
তাড়িতকাং গোধুমপুঞ্জকামঙ্গুলিতাড়িতকাং সখাভিরত্যান চ
দেস্থানি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । যে সকল খেলায় অঙ্গের ব্যায়াম হয়, যেমন,—সূনিমীলিতকা
আরাক্ষিকা, লবণবীথিকা, আনিলতাড়িতকা গোধুমপুঞ্জিকা, অঙ্গুলি-তাড়িতকা
এইরূপ দেশপ্রচলিত নানাবিধ ক্রীড়া তাহার সংগীতের সাহিত্য করিতে । ৭ ।

ব্যাখ্যা । সূনিমীলিতকা—কাণাখাছি বা চোর চোর খেলা । আরাঙ্কিকা—
কিৎকিৎ বা ছিদ্রবা খেলা । শব্দের বিশেষ উচ্চারণ লইয়া এই ক্রীড়ার আরম্ভ
বালিকা ইহার নাম—আরাঙ্কিকা । লবণবীথিকা—গাণা খেলা । আনিলতাড়িতকা
—পক্ষীর ভায় বাহুদয় প্রসারিত চক্রেয় ভায় ভ্রমণ । অঙ্গুলি-তাড়িতকা—এই
খেলার প্রথমে একজন বুড়ি হয়, তাহার অঙ্গুলি-বিশেষ স্পর্শ করিয়া কয়েকজন
বালক বালিকা ক্রীড়ার প্রবৃত্ত হয় ; তন্মধ্যে কোন ক্রীড়ক বুড়ির অঙ্গুলি-বিশেষ
স্পর্শ করিয়া “আধি” হয় ; আধি ছুটিয়া যাইবে ও অল্প বালকেরাও ছুটিবে
আধি যেন ঐ ক্রীড়কদের কাহাকেও স্পর্শ করিতে না পারে এই ভাবে তাহার
ছুটিয়া পলাইবে । আধি তাহাদিগকে ধরিতে যাইবে । যাহার গায়ে আধিব
অঙ্গুলি স্পর্শ হইবে, সে আধি হইবে, আর আধি ব্যক্তির আধি কাটিয়া
যাইবে । দেশ-বিশেষে এই সকল ক্রীড়ার নাম ও প্রকারের ভেদ আছে । ৭ ।

যাঞ্চ বিধাত্মমস্তাং মন্ত্রেত তয়া সহ নিরন্তরাং প্রীতিং কুৰ্য্যাৎ ।
পরিচয়াচ্চ বুধ্যত ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । কন্তার নিকট যে স্থী বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিবে, তাহার সহিত
স্বাভাবিক প্রীতি করিবে । পরিচয় দ্বারা বুঝিবে—তাহার দ্বারা কার্য্য হইতেছে
কি না ? ৮ ।

ধাত্রেয়িকাং চাস্তাঃ প্রিয়হিতাভ্যামধিকমুপগৃহীয়াৎ । সা হি
প্রিয়মাণা বিদিতাকারাপ্যপ্রত্যাশিস্তী তং তাক্ষ যোজয়িতুং শকুয়া-
নভিহিতাপি প্রত্যাচার্য্যকম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ । কন্তার ধাত্রীর হিতকে তৎকালে সুখকর এবং পরিণামহিত-
কর ব্যাপার দ্বারা অধিক ভাবে আবদ্ধ করিবে । ধাত্রীর কন্তা প্রীতিযুক্ত হইলে
নায়কের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও নায়ককে প্রত্যাখ্যাত না করিয়া
নায়িকা সন্তান মিলিত করিয়া দিতে পারে । এ বিষয়ে তুমি নায়িকাকে
সংপদেশ প্রদান কর । নায়কের নিকট এইরূপ আদেশ না পাইলেও সে নায়ক
নায়িকাকে মিলিত করিয়া দিবে । ৯ ।

অবিদিতাকারাপি হি গুণানেনবানুরাগাং প্রকাশয়েৎ যথা ।
প্রযোজ্যানুরজেত ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । নায়িকার মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিলেও নায়িকার
নিকট নায়কের গুণ প্রকাশ করিবে যাহাতে নায়িকা অনুরক্ত হয় । ১০ ।

বন যত্র চ কোতুকং প্রযোজ্যাস্তদনু প্রবিশ্ত সাধয়েৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ । নায়িকার যে যে বিষয়ে কৌতুহল, তাহা জানিয়া চরিতার্থ
করিবে । ১১ ।

ঐগাঙ্গকদ্রবাণি যান্তপূৰ্ব্বাণি যান্তন্যাসাং নিরলশো বিদ্যেয়ং-
সংগ্ৰহা অযত্নেন সম্পাদয়েৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ । ক্রীড়নক দ্রব্য, যাহা অপূৰ্ণ ও অস্ত্রা বালিকার অতি বিরহই দেখা যায় তাহা ইহাকে অনায়াসে উপহার দিবে । ১২ ।

তত্র কন্দুকমনেকভক্তিচিহ্নমগ্নকালান্তরিতমমৃদমৃদচ্চ সন্দর্শয়েৎ ।
তথা সূত্রদারুণবলগজদন্তময়ীহঁহিতৃকা মধুচ্ছষ্টময়ীপিষ্টমুগ্ময়ীশ্চ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ । সেই উপহারে নানাপ্রকার চিত্রযুক্ত কন্দুক (ঘুঁটি) তরুণকালান্তরে অন্তরে আনিয়া সন্দর্শন করাইবে । সেইরূপ মৃদময়ী, কাষ্ঠময়ী মহিমশৃঙ্গময়ী, গজদন্তময়ী পুস্তালিকা, মধুচ্ছষ্টময়ী (মোগের), পিষ্টকময়ী ও মুগ্মদাঁ পুস্তালিকাও সন্দর্শন করাইবে । ১৩ ।

ভক্তপাকার্থমস্তা মহানসিকস্ত চ দর্শনম্ । কাষ্ঠমেটুকয়োশ্চ
সংযুক্তয়োঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ জৈড়কানাং দেবকুলগৃহকাণাং মুহুর্দিলকাষ্ঠ-
বিনিশ্চিতানাং শুকপরভূতমদনসারিকালাবককুকুটতিত্তিরিপঞ্জরকা-
শাঞ্চ বিচিত্রাকৃতিসংযুক্তানাং জলভাজনানাং চ যজ্ঞিকাণাং বৌগিকানাং
পিণ্ডোলিকানাং পটোলিকানামলভক্তকমনঃশিলাহরিতালহিঙ্গুলকশ্চাম-
বর্ণকাদীনাম্ তথা চন্দনকুঙ্কময়োঃ পুগফলানাং পত্রাণাং কালযুক্তানাং
চ শক্তিবিশয়ে প্রচ্ছন্নং দানং প্রকাশদ্রব্যানাং চ প্রকাশম্ । যথা চ
সর্বভাতিপ্রায়সংবর্দ্ধকমেনং গগ্নেত তথা প্রযতিতবাম ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ । ভক্তপাকের জন্য মহানসিকদ্রব্যাদি (হাড়ী, কঙ্গসী, প্রভৃতি) সন্দর্শন করাইবে । কাষ্ঠনির্মিত স্ত্রী-পুরুষ-মিথুন, কাষ্ঠময় দেবতা, দেবমন্দির, গৃহ, যন্ত্রিকা, বংশবিদল, ও দাকনির্মিত শুক, পারাবহ, মদন, সারিকা, লাবক, কুকুট, তিত্তিরি-পক্ষিযুক্ত পিঞ্জর, বিচিত্রাকৃতি জলপাত্র সকল, নানাবিধ যন্ত্র, স্তম্ভবৎ, হিন্দোলিক, অলভ্যক, মনঃশিলা, হরিতাল, হিঙ্গুল, কশামবর্ণক (চিত্রের জন্য রাজ্যবর্জচূর্ণ) চন্দন ও কুঙ্কম, পান ও সুপারি, যে সময়ে মেরূপ উপযোগী তাহাও দেখাইবে । আর শক্তি থাকিলে নায়িকাকে প্রচ্ছন্নভাবে দানও

কর্তব্য । তত্ত্বিন্ন যে সকল জ্ঞব্য প্রকাশ করিবার যোগ্য, তাহা প্রকাশ্যতাকৈই দিবে । যাহা হইলে সকলেরই সর্ববিধ অতিপ্রায়-বর্জক বলিয়া এই নায়ক নায়িকা মনে করে, তাহা যত্নসহকারে কর্তব্য । ১৪ ।

বীক্ষণে চ প্রচ্ছন্নমর্থয়েৎ । তথা কথাযোজনম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ । এইরূপে কদাচিত্ প্রচ্ছন্নভাবে একবার দেখিবার জন্য প্রীক্ষা করিবে । এবং কথা-যোজনও করিবে । ১৫ ।

প্রচ্ছন্নদানস্ত তু কারণমাত্মনো গুরুজনাস্তয়ং খ্যাপয়েৎ । দেবস্ত বাগ্মেন স্পৃহণীয়ত্বমিতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ । গোপনে দান করার কারণ—নিজে গুরুজনের (তাহার পিতার মাতার) ভয় করিয়া থাকে, ইহাই বলিবে । যাহা দিবে, তাহা যেন আরও যত্নে পাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল ও করিয়া পায় নাই, ইহাও বলিবে । ১৬ ।

বর্দ্ধমানানুরাগাং চাখ্যানকে মনঃ কুর্ষ্বতীমন্তর্থাভিঃ কথাভিশ্চিহ্ন-
হারিণীভিশ্চ রঞ্জয়েৎ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ । নায়িকার অনুরাগ যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, তখন তাহার গল্পাদি-
ধরণে আকাজক হয় ; নায়ক সেই সময়ে অনুকূল মনোহারী সুন্দর সুন্দর গল্প
করিয়া তাহার অনুরাগ বর্দ্ধন করিবে । ১৭ ।

বিস্ময়েষু প্রসজ্জমানামিন্দ্রজালৈঃ প্রয়োগৈর্বিবিস্মাপয়েৎ । কলাস্ত
কৌতুকিনীং তৎকৌশলেন গীতপ্রিয়াং শ্রুতিহরৈর্গীতৈঃ । আশ-
বুজ্যামষ্টমীচন্দ্রকে কোমুদ্যামুৎসবেষু যাত্রায়াং গ্রহণে গৃহাচারে বা
বিচিত্রৈরঙ্গীড়ৈঃ কর্ণপত্রভঙ্গৈঃ সিক্তথকপ্রধানৈর্ববস্ত্রাঙ্গুলীয়কভূষণ-
দানৈশ্চ । নো চোদোষকরাণি মন্ত্বেত ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । কোনও বিস্ময়কর বিষয়ে প্রসক্তি আছে জানিলে, ইন্দ্রজাল

প্রয়োগ দ্বারা বিস্মিত করিবে। কলার কোশলে অল্পরাগিণী হইলে, তৎকোশল প্রদর্শন এবং গীতাপ্রিয় হইলে, ক্রতিসুখকর সঙ্গীতদ্বারা মনোরঞ্জন করিবে। কোজাগরদিনে, অগ্রহায়ণমাসের কৃষ্ণাষ্টমী-দিনে, কৌমুদীদিনে, উৎসবে, যাত্রায়, গ্রহণে এবং গৃহাচারে আচারগতা নায়িকার বিচিত্র অঙ্গীভূত ও সিদ্ধকনির্মিত কর্ণপত্রভঙ্গ, বস্ত্র, অঙ্গুলীয়ক ও ভূষণাদি-দান করিয়াও মনোরঞ্জন করিবে। যদি তাহাতে কোনও দোষ হইবে মনে না করিবে, তবেই ইহা করিতে পারে। ১৮।

অগ্রপুরুষবিশেষাভিজ্ঞতয়া ধাত্রেয়িকাস্থাঃ পুরুষপ্রযুক্তৌ চাতুঃ-
বক্তিকান্ যোগান্ গ্রাহয়েৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। অল্প পুরুষের সহিত মিলন হেতু বিশেষাভিজ্ঞা ধাত্রী-কথ্য সেই পুরুষে প্রবৃত্তিবিষয়ে উপযোগকর চতুঃষষ্টি কলা-বিষয়ে নায়িকাকে আবশ্যক যোগসমূহ গ্রহণ করাষ্টবে। ১৯।

তদগ্রহণোপদেশেন চ প্রযোজ্যাৎ রতিকৌশলমাত্মনঃ প্রকা-
শয়েৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ। সেই সকল যোগে, গ্রহণ-বিষয়ে নায়িকার নিকটে উপদেশ-দ্বারা নিজের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। ২০।

• উদারবেশচ স্বয়মলুপহতদর্শনশ্চ স্ত্র্যাং ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। নায়ক স্বয়ং নিজে উদারবেশ গ্রহণ করিবে, যেন নিজেকে নির্দোষে কোন দোষের অসৌন্দর্য প্রকাশ না পায়। ২১।

ভাবক কুর্ব্বতীমিঙ্গিতাকারেঃ সূচয়েৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ। নায়িকার মনোরান্ত ইঙ্গিত ও আকারদ্বারা নায়ক বুঝিত করিবে। ২২।

সুব্রহ্মো, হি সংস্কৃতেমভীক্সদর্শনক পুরুষং প্রথমং কাময়ন্তে।

কাময়মানা অপি তু নাভিযুগ্মত ইতি প্রায়োবাদঃ । ইতি বালায়া-
মুপক্রম্যাম্ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ । যুবতীগণ সর্বদা যাহার দর্শন পায়, এতরূপ পরিচিত পুরুষকে
প্রথমে কামনা করে; কিন্তু কামনা করিলেও লজ্জাবশতঃ অভিযোগ করিতে
পারে না,—ইহা প্রায়িক । এই সকল বাল্যবিষয়ক উপক্রম । ২৩ ।

তানিঞ্জিতাকারান বক্ষ্যামঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ । (২২শ সূত্রে যে ইঙ্গিত ও আকারের) উল্লেখ হইয়াছে সেই
সকল ইঙ্গিত ও আকার কি প্রকার, তাহা বলিব । ২৪ ।

সম্মুখং তং তু ন বীক্ষতে । বীক্ষিতা লীড়াং দর্শয়তি ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ । তাহাকে মুখোমুখি ভাবে চাহিয়া দেখে না, চোখোচোখি হইলে
লজ্জিতা হইয়াছে, এতরূপ ভাব প্রদর্শন করে । ২৫ ।

কচ্যমানোহঙ্গমপদেশেন প্রকাশয়তি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ । নিজের সুন্দর অঙ্গ, কোন ছলে প্রকাশিত করে । ২৬ ।

প্রগন্ধং প্রচ্ছন্নং নায়কমতিক্রান্তং চ বীক্ষতে ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ । নায়ক অনবহিত বা একাকী থাকিলে কিংবা দূরগত হইলে
তাহাকে দেখে । ২৭ ।

পৃষ্ঠৌ চ কিঞ্চিৎ সস্মিতমব্যাক্তাঙ্গরমনবসিতার্থং চ মন্দং মন্দ-
মধোমুখী কথয়তি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ । কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে একটু মৃদু হাঁসি হাসিয়া
অস্ফুটভাবে অসম্পূর্ণার্থ কথা অধোমুখী হইয়া ধীরে ধীরে বলে । ২৮ ।

তৎসমীপে চিরং স্থানমভিনন্দতি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ । নায়কের নিকট অধিকক্ষণ থাকিতে ভালবাসে । ২৯ ।

দূরে স্থিতা পশ্যতু মাম্মিতি মন্থমানা পরিজনং সবদনাবকারমা-
ভবতে । তং দেশং ন মুঞ্চতি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ । ‘আমাকে দেখুক’ মনে করিয়া দূরে থাকিয়া মুখভঙ্গীর সহিত
পরিজনের নিকট কথা বর্ণিতে থাকে । সে স্থান ছাড়ি না । ৩০ ।

অবতরণিকা—সে স্থান না ছাড়িবার কারণ স্বরূপে যাহা করিয়া থাকে,
তাহা ৩১শ এবং ৩২শ সূত্রে বলা হইতেছে—

যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টৌ বিহসিতং করোতি । তত্র কথামবস্থানার্থমনু-
বধুতি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ । যাহা কিছু একটা দেখিয়া বিশেষ হাস্য করে । তথায় অব-
স্থানের জন্য কথা বাড়াইয়া দেয় । ৩১ ।

বালশ্রাঙ্গগতশ্রালিঙ্গনং চূষনং চ করোতি । পরিচারিকায়-
শ্লিলকং চ রচয়তি । পরিজনানবস্টীভা তাস্তাশ্চ লীলা দর্শয়তি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ । ক্রোড়াঙ্কিত বালককে আলিঙ্গন ও চুষন করে । পরিচারিকার
শ্লিলক রচনা করিয়া দেয় । পরিজনকে আশ্রয় করিয়া অভিপ্রায়মত হাবভাব
প্রদর্শন করে । ৩২ ।

তন্মিত্রেষু বিশ্বসিতি । বচনং চৈবাং বহু মন্যতে করোতি চ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ । নায়কের মিত্রগণকে বিশ্বাস করে । তাহাদিগের কথা গৌর-
বের সহিত মানে ও করে । ৩৩ ।

তৎপরিচারকৈঃ সহ প্রীতিং সন্ধথাং দ্যুতিমতি চ করোতি ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ । নায়কের পরিচারকের সহিত প্রীতিপ্রকাশ ও কথোপকথন
দ্ব্যতক্রোধার স্থায় আমোদজনক ভাবে করিয়া থাকে । ৩৪ ।

স্ব-কৰ্ম্মসু চ প্রভবিষ্কুরিবৈতান্মিযুক্তে ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ । নিজের কর্ম্মেও প্রভুর স্থায় তাহাদিগকে নিযুক্ত করে । ৩৫

তেষু চ নায়কসঙ্কথামন্ত্ৰস্ত কথয়ৎস্ববহিতা তাং শৃণোতি ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। তাহারা নায়কের গল্প অন্তের নিকট বলিতে থাকিলে, তাহা শ্রবণ করিতে হইয়া শ্রবণ করে। ৩৬।

ধাত্রেয়িকয়া চোদিতা নায়কশ্চোদবসিতং প্রবিশতি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। ধাত্রেয়িকা বলিলে নায়কের গৃহে প্রবেশ করে। ৩৭।

তামন্তরা কৃপা তেন সহ দ্যুতং ক্রীড়ামালাপং চামোজয়িতু-
মিচ্ছতি ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ। ধাত্রেয়িকাকে মধ্যে রাখিয়া নায়কের সহিত দ্যুত, ক্রীড়া ও মালাপ করিতে ইচ্ছা করে। ৩৮।

অনলঙ্কতা দর্শনপথং পরিহরতি ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। অলঙ্কত না থাকিলে নায়কের দৃষ্টিপথ পরিতাগ করে। ৩৯।

কর্ণপত্রমঙ্গুলীয়কং শ্রজং বা তেন বাচিতা সুধীরমেব গাত্রা-
নবতরীয়া সখ্যা হস্তে দদাতি । তেন চ দত্তং নিতাং ধারয়তি ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। কর্ণপত্র, অঙ্গুলীয়ক বা মালা নায়ক প্রার্থনা করিলে খুব ধীরে গাত্র হইতে খুলিয়া সখীর হস্তে দেয়। নায়ক যাহা দিয়াছে, তাহা প্রত্যহই ধারণ করে। ৪০।

অন্যবরসঙ্কথাং বিষয়া ভবতি । তৎপক্ষৈশ্চ সহ ন
সংসৃজ্যত ইতি ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। অন্য বরের গল্প উপস্থিত হইলে বিষয় হয়। অন্য বরের পক্ষ-
ভুক্ত লোকের সহিত সংসৃষ্ট হইতে চাহে না। ৪১।

ভবতশ্চাত্র শ্লোকৌ—

দৃষ্টে তান্ ভাবসংযুক্তানাকারানিঙ্গিতানি চ ।

কল্যাণাঃ সম্প্রয়োগার্থং তাংস্তান্ যোগান্ বিচিস্তয়েৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ । এই বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে । কস্তার সেই সেই ভাব-
সংযুক্ত আকার ও ইঙ্গিত দেখিয়া সম্প্রয়োগের জন্য সেই সেই উপায়ের চিন্তা
করিবে । ৪১ ।

বালক্ৰীড়নকৈর্ব্বালা কলাভির্যো বনে স্থিতা ।

বৎসলা চাপি সংগ্রাহা বিশ্বাস্তজনসংগ্রহাৎ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদবাৎস্যায়নৌয়ে কামসূত্রে কস্তামংপ্রযুক্তকে দ্বিতীয়েহধিকরণে

বালোপক্রম ইঙ্গিতাকারসূচনং তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । বালক্ৰীড়নক দ্বারা বালাকে, কলাদ্বারা যৌবনস্থিতা তরুণীকে
এবং প্রৌঢ়াকে তাহার বিশ্বাস্ত লোকের সংগ্রহ করিয়া আয়ত্ত করিতে চেষ্টা
করিবে । ৪৩ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

দর্শিতেঙ্গিতাকারাং কস্তামুপায়তোহভিযুক্তীত ॥ ১ ॥

অনুবাদ । যে কস্তা আকার-ইঙ্গিত প্রদর্শন করিবে, তাহার প্রতি অভি-
যোগ অর্থাৎ তাহাকে লাভ করিতে প্রযত্ন করিবে । ১ ।

দ্যুতে ক্রীড়নকেষু চ বিবদমানঃ সাকারমস্থাঃ পাণিমবলম্বেত ॥ ২ ॥

অনুবাদ । দ্যুতে ও ক্রীড়নকে কথায় কথায় কলহ বাধাইয়া বিবাহসূচক-
ভাবে কস্তার হস্তধারণ করিবে । ২ ।

ব্যাখ্যা । এমন ভাবে কস্তার হস্ত ধারণ করিবে, তাহাতে যেন কস্তা মনে
করে—এই ধরাতেই বিবাহের পাণিগ্রহণ,—তবে ত এক প্রকার আশা
বিবাহই হইয়া গেল । ২ ।

যথোক্তং ১ স্পৃষ্টকাদিকমালিঙ্গনবিধিং বিদধ্যাং ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । যথোক্ত-বিধানে স্পৃষ্টকাদি আলিঙ্গনবিধির অনুষ্ঠান করিবে । ৩ ।
ব্যাখ্যা । স্পৃষ্টকাদি চতুর্বিধ আলিঙ্গন সাংপ্রয়োগিক অধিকরণ ১ম অধ্যায়ে
এই সূত্র হইতে বর্ণিত আছে । ৩ ।

পত্রচ্ছেদ্যক্রিয়ায়াঞ্চ স্বাভিপ্ৰায়দৃচকং মিথুনমস্তা দর্শয়েৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । পত্রচ্ছেদ্য ক্রিয়ায় স্বাভিপ্ৰায়-সূচক হংসাদি মিথুন মুদ্রিত
রুদ্রিয়া দেপাইবে । ৪ ।

এবমন্তঃখিরলশো দর্শয়েৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । অন্তঃখ বিষয় মনো মধ্যে দর্শন করাইবে । ৫ ।

জনক্ৰীড়ায়াং তদদূরতোহপ্স্ নিমগ্নঃ সমীপনস্তা গম্না স্পৃষ্টা
চৈনাং তত্রৈবোন্মাজ্জং ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । জনক্ৰীড়াকালে কস্তার দূরে ডুব দিবে, এবং তাহাব নিকটে
গিয়া স্পর্শ করিয়া সেই স্থানে ভাসিয়া উঠিবে । ৬ ।

নবপত্রিকাদিষু চ সবিশেষভাবনিবেদনম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । নবপত্রিকাদি দেশীয় ক্রীড়া-কালে সবিশেষ ভাব নিবেদন
করিবে । ৭ ।

আত্মদুঃখস্থানির্বোধেন কথনম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । পুনঃপুনঃ কখনে বিরক্ত না হইয়া নিজদুঃখের কীর্তন করিবে । ৮ ।

স্বপ্নস্ত চ ভাব ভ্রান্ত্যাত্মপাদেশেন ॥ ৯ ॥

অনুবাদ । স্বপ্নবাক্যের ব্যাখ্যাদেশে ভাবপূর্ণ স্বপ্নের কথা কীর্তন করিবে । ৯ ।

প্রেক্ষণকে স্বজনসমাজে বা সমীপোপবেশনং । ভ্রান্ত্যাত্মপাদিকং
স্পর্শনম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । প্রেক্ষণক (নাটকাদির অভিনয়দর্শন) স্থানে স্বজনসমাজে বক্তার সন্নিকটে উপবেশন করিবে, এবং ছলক্রমে তাহার গাত্র স্পর্শ করিবে । ১০ ।

অপাশ্রয়ার্থং চ চরণেন চরণস্ত পীড়নম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ । তাহার অঙ্গে অঙ্গ মিলাইবার জন্ত চরণের দ্বারা তাহার চরণ চাপিয়া ধরিবে । ১১ ।

ততঃ শনকৈরেকৈকামঙ্গুলিমভিস্পৃশেৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ । সে কাণ্ডে সিদ্ধি ঘটিলে, তখন ধীরে ধীরে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিবে । ১২ ।

পাদাঙ্গুষ্ঠেন চ নখাপ্রাণি ঘটয়েৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ । পায়ের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা নখাঙ্গ সঞ্চালিত করিবে । ১৩ ।

তত্র সিদ্ধিঃ পদাং পদমধিকমাকাঙ্ক্ষেৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ । তাহাতে সিদ্ধি ঘটিলে ক্রমে ক্রমে অন্ত্যঙ্গের স্পর্শ আকাঙ্ক্ষ করিবে । ১৪ ।

ক্ষান্ত্যর্থঞ্চ তদেবাভ্যসেৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ । ক্রমে সহ্য করাইবার জন্ত পূর্বাভ্যাস্ত বিষয়ের পুনরবতারণ করিবে । ১৫ ।

পাদর্শোচে পাদাঙ্গুলিসন্দংশেন তদঙ্গুলিপীড়নম্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ । যদি পদ ঘোঁত করিয়া দেয়, তবে পদাঙ্গুলি সন্দংশন (সাঁড়াশিঃ মত করিয়া) দ্বারা তদীয় অঙ্গুলির পীড়ন করিবে । ১৬ ।

দ্রব্যস্ত সমর্পণে প্রতিগ্রহে বা তদগতো বিকারঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ । কোনও দ্রব্য দিবার সময় বা লইবার সময় তদগত বিকার-ভাব দেখাইবে । ১৭ ।

আচমনান্তে চোদকেনাসেকঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । নাযিকা যদি আচমনের জল দেয়, তবে কুলকুচি দ্বারা জল ছিটাইয়া দিবে । ১৮ ।

বিজনে তমসি চ বন্দ্যমাসীনঃ ক্ষান্তিং কুর্বাণীত সমানদেশ-
শয়ায়াং চ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ । বিজনস্থানে বা অন্ধকার স্থানে বসিয়া দুইজনে ধৈর্য সহকারে ভাবপ্রকাশ করিবে । একস্থানে শয়া হইলেও ঐরূপ ধৈর্য দেখাইবে । ১৯ ।

তত্র যথার্থমমুদ্বৈজয়তো ভাবনিবেদনম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ । সেইস্থলে বসিয়া নাযিকার উত্তেজনা বা বিরক্তি না ঘটে, গমত প্রকারে ভাব জ্ঞাপন করিবে । ২০ ।

বিবিস্ত্রে চ কিঞ্চিদাস্তি কথয়িতব্যমিত্যুক্তো নির্বাচনঃ ভাবঃ চ
তত্রোপলক্ষ্যেৎ । যথা পারদারিকে বক্ষ্যামঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ । নিঃস্রুনে কিছু বলিবার আছে—এই কথা বলিয়া বচন-বিজ্ঞান-নাযিকার নির্বাচন ও ভাব, যেমন পারদারিকে বলিব, সেই অনুসারে উপলক্ষিত করিবে । ২১ ।

বিদিতভাবস্ত ব্যাধিমপদিশ্চৈনাং বার্তাগ্রহণার্থং স্বমুদবসিত-
নানয়েৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ । ভাব বুঝিতে পারিয়া ব্যাধির ছল করিয়া সংবাদ লইবার জন্ত নিজের গৃহে তাংকে (নাযিকাকে) আনাইবে । ২২ ।

আগতয়াশ্চ শিরঃপীড়নে নিয়োগঃ । পাণিমালিন্য চাস্তাঃ
সাকারং নয়নয়োর্ললাটে চ নিদধ্যাৎ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ । নাযিকা আসিলে ‘মাথা কামড়াইতেছে, মাথা টেপ’ বলিয়া

শিরঃপীড়নে নিয়োগ করিবে। তাহার হাত লইয়া নয়নদ্বয়ে ও ললাটে স্থাপন করিবে ; তাহাতে যেন তাহার মনোগত ভাব প্রকাশ পায়। ২৩।

ঔষধাপদেশার্থং চাস্তাঃ কৰ্ম্ম বিনির্দ্দেশং ॥ ২৪ ॥

তবৈবেদং কৰ্ত্তব্যং নহেতদৃতে কথ্যয়া অশ্চেন কার্য্যমিতি
গচ্ছন্তীং পুনরাগমনানুবন্ধমেনাং বিশৃজেৎ ॥ ২৫ ॥

অস্ত চ যোগস্ত ত্রিরাত্রং ত্রিসন্ধ্যং চ প্রযুক্তিঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। ঔষধের ছলে নায়িকার কৰ্ত্তব্য নির্দেশ করিবে। যথা—
ঔষধপ্রদান কার্য্য তোমাকেই করিতে হইবে, কারণ ইহা কুমারী ব্যতীত অস্ত্রের
কার্য্য নহে। কথ্য যাইতে চাহিলে পুনরবার আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া
বিদায় দিবে। তাহার কারণ বলিবে—এই যে ঔষধ বা মুষ্টিযোগ ইহা তিন
দিন ত্রিসন্ধ্যায় প্রয়োগ করিতে হয়। ২৪—২৬।

অভীক্কদর্শনার্থনাগতায়শ্চ গোষ্ঠীং বর্দ্ধয়েৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। নায়িকা আগমন করিলে কলা বা আখ্যায়িকার বিস্তার যাহাতে
হয় তাহা করিবে। ২৭।

অত্যাভিরপি সহ বিশ্বসনার্থমধিকমধিকং চাভিযুক্তীত ন তু বাঢ়া
নির্ব্বদেৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। নায়িকার বিশ্বাসার্থ অত্যন্ত কামিনীগণের সহিত অধিক অধিক
রূপে মিলিত হইবে, কিন্তু স্বয়ং অধিক বাক্য প্রয়োগ করিবে না। ২৮।

বাধ্যা। নায়কের পীড়া মিথ্যা নহে, অনেক স্থলোক দেখিতে আসি-
তেছে এবং অল্প স্থলোক যখন দেখিতে আসিতেছে, তখন আসায় আমারও
দোষ নাই। এইরূপ বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ২৮শ সূত্রের বিধান। ২৮।

দূরগতভাবোহপি হি কথ্যাস্ত ন নির্ব্বদেন সিধ্যতীতি ষোটক
মুখঃ ॥ ২৯ ॥

ঘোটকমুখ বলেন,—অনেক দূর অগ্রসর হইলেও বৈরাগ্যবশত খেদ প্রাপ্ত হইয়া আর অগ্রসর না হইলে পাত্রীপক্ষে সিদ্ধলাভ হয় না। ২২।

যদা তু বহুসিদ্ধাং মন্যেত তদৈবোপক্রমেত ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। যখন বুঝিবে অনেকটা সিদ্ধি হইয়াছে, তখনই উপক্রম করিবে। ৩০।

প্রদোষে নিশি তমসি চ যোষিতো মন্দসাধবসাঃ সুরতব্যবসা-
য়িত্তো রাগবতাশ্চ ভবন্তি। ন চ পুরুষং প্রত্যাচক্ষতে। তন্মা-
ন্তংকালং প্রযোজয়িতব্য ইতি প্রায়োবাদঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। প্রদোষে, রাত্রে ও অন্ধকারে রমণীগণ তত ভয় করে না। সেই সময়ে তাহার অভিসারিকা ও রাগবতী হয়। তখন পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করে না, অতএব সেই সময়েই নিজ অভ্যুৎসাহিত্যের জন্য যত্ন করিতে হয়। ইহা প্রায়িক—দায়িক নহে। ৩১।

একপুরুষাভিযোগানাং হসন্তবে গৃহীতার্থয়া ধাত্রৈয়িকয়া সখ্যা
বা তন্তামন্তর্ভূতয়া তমর্থমনির্বদন্ত্যা সহৈনামঙ্গমানায়য়েৎ। ততো
যথোক্তমভিযুক্তীত ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। একাকী নায়কের পক্ষে যেস্থলে কন্টার অভিযোগ অসম্ভব হইবে, সেস্থলে নায়িকাকে নিকটে আনিবে। তাহার পর (২য় স্থঃ প্রভৃতি স্থানে) কথিতরূপে নায়কের অভিপ্রায়জ্ঞা নায়িকার অন্তরঙ্গ ধাত্রীহিতা বা সখী হওয়া ছন্দ্রকমে অভিযোগ প্রয়োগ করবে। ৩২।

স্বাং বা পরিচারিকামানুষ্যেব সখীকেনাস্তাঃ প্রণিদিধ্যাং ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। অথবা প্রথমেই (অর্থাৎ নায়িকা যখন নায়কের মনোভাবাদি কিছুই জানে না, তখন) নিজের পরিচারিকাকে নায়িকার সখীকল্পে নিযুক্ত করিবে। ৩৩।

যজ্ঞে বিবাহে যাত্রায়ামুৎসবে বাসনে প্রেক্ষণকব্যাপ্তে জনে তত্র
তত্র চ দৃষ্টেজ্জিতাকারাং পরীক্ষিতভাবামেকাকিনীমুপক্রমেত ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। যজ্ঞস্থলে, বিবাহে, যাত্রায়, উৎসবে, বাসনে বা অভিনয়াদি
দর্শনে ব্যাপ্ত জনসম্মুখস্থলে, যাহার পূর্বোক্ত ইজ্জিতাকার দেখা গিয়াছে এবং
যাহার ভাব পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাকে একাকিনী অবস্থায় পাইলে
'উপক্রম' করিবে। ৩৪।

ন হি দৃষ্টভাবা যোষিতো দেশে কালে চ প্রযুজ্যমানা ব্যাবর্তন্ত
ইতি বাৎস্তায়নঃ । ইত্যেকপুরুষাভিযোগাঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। যে সকল রমণীর ভাব উপলব্ধি হইয়াছে, তাহারা দেশ ও
কাল অনুসারে প্রযুজ্যমান হইলে কখনই ব্যাবর্তিত হয় না। বাৎস্তায়ন এই
কথা বলেন। এই পর্য্যন্ত একপুরুষাভিযোগ প্রকরণ। ৩৫।

মন্দাপদেশা গুণবতাপি কষ্ঠা ধনহীনা কুলীনাপি সমানৈরযাচা-
মানা মাতাপিতৃবিযুক্তা বা জ্ঞাতিকুলবর্তিনী বা প্রাপ্তর্যোবনা পাণি-
গ্রহণং স্বয়মভীষেত ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। কন্যার যদি কেহ না থাকে, কিংবা গুণবতী হইলেও যদি কেহ
তাহাকে প্রদান করিতে না চায়, অথবা কুলীনা হইলেও ধনহীনা বলিয়া সমান-
ব্যক্তি বরণ করিতে না চায়, মাতাপিতৃহীনা বলিয়া জ্ঞাতিকুলে পার্শ্বিত্যঃ
কিন্তু প্রদত্তা হয় নাই। সে অবস্থায় কষ্ঠা যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং পাণিগ্রহণে
অভিলাষিণী হইবে। ৩৬।

ব্যাখ্যা। এইরূপ বিভিন্ন প্রকার কারণে যৌবন-বিবাহ সংঘটিত হইত।
কুলের দোষ, দারিদ্র্য, পিতা-মাতার অভাব—সাধারণতঃ এই তিন কারণেই
তখন যৌবন-বিবাহ হইত; আর অন্ততঃ বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল, কবে
সেই বাল্যবস্থারও বিভাগ ছিল। ৩৬।

সা তু গুণবন্তঃ শব্দঃ স্ফুদর্শনঃ বালপ্রীত্যভিযোজয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ । গুণবান্, যুদ্ধাদিতে সক্ষম, প্রিয়দর্শন এবং বাল্যকাল হইতে
বাহ্যঃ সহিত প্রীতিভাব আছে, তাদৃশ নায়ককে কন্তা স্বয়ং বরণ
করিবে । ৩৭ ।

ব্যাখ্যা । যে গুণবান্ যুদ্ধাদি-সমর্থ সুরূপ নায়ক বাল্যপ্রণয়ের জন্ত স্বয়ংবর
প্রার্থিনী কুমারীকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না, বিশেষ বিবেচনা কবিয়া
নাহাকেই বরণ করিবে । ৩৭ ।

যং বা মত্তোত মাতাপিত্রোরসমীক্ষয়া স্বয়মপ্যয়মিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যা-
নয়ি প্রবর্ত্তিষ্যত ইতি প্রিয়হিতোপচারৈরভীক্ষুসন্দর্শনে চ
তদাবজ্ঞয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ । অথবা যাহাকে মনে করিবে যে, এ ব্যক্তি মাতাপিত্রের মত না
নষ্টগাও ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যবশতঃ নিজেই আমাতে প্রবর্ত্তিত হইবে; তাহাকে
প্রিয় ও হিতকর উপচারে ও বারংবার সন্দর্শন দিয়া নিজের দিকে আকৃষ্ট
করিবে । ৩৮ ।

মাতা চৈনাং সখীভির্ধাত্রৈয়িকাভিঃ সহ ভদ্রভিঃ ২ কুর্য্যাৎ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ । ইহার মাতা ইহাকে সখী ও ধাত্রেরিকার সহিত তাহার (নয়-
কেদ) অভিমুখী করিবে । ৩৯ ।

অবতরণিকা । স্বয়ং-বর্গাণীনী কুমারীর কর্তব্য উপনিষ্ট হইতেছে,—

ব্যাখ্যা । পূর্বে ৩৬শ সূত্রে যে তিন প্রকার কন্তার যৌবনে স্বয়ংবরের
কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মাতৃহীনাও আছে, কিন্তু সকলেই যে মাতৃহীনা
এমন নহে । যে কন্তার মাতা জীবিত আছে, অথচ কন্তার বাল্যবিবাহ হয়
নাই, সে স্বয়ংবরাভিলাষিনী কন্তার অভিপ্রায় অনুসারে পাত্র সংগ্রহের চেষ্টা
করিবে । মাতা জীবিত না থাকিলে মাতৃস্থানীয় কোন রমণী ঐরূপ কার্য
করিবে । ৩৯ ।

পুষ্পগন্ধতাম্বুলহস্তায়া বিজনে বিকালে চ তদুপস্থানম্ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ । পুষ্প, গন্ধ ও তাম্বুল হস্তে লইয়া বিজনে এবং বিকালে নায়ক সমীপে গমন । ৪০ ।

কলাকৌশলপ্রকাশনে বা সংবাহনে শিরসঃ পীড়নে চোঁচিভা-
দর্শনম্ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ । কলাকৌশল-প্রকাশ, সংবাহন বা শিরঃপীড়নে যথোচিত কর্তব্য প্রদর্শন করিবে । ৪১ ।

প্রযোজ্যস্ত সাত্ত্বায়ুক্তাঃ কথাযোগাঃ । বাল্যায়াম্পত্রসমু যথোক্ত-
মাসরেণ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ । প্রযোজ্য নারকে অভিপ্ৰায়যুক্ত কথাসংগ কর্তব্য বাল্যে নারকের উপকাম-বিদমে যেরূপ কথিত হইয়াছে (এস্থলেও) নারিক-সেইরূপ আচরণ করিবে । ৪২ ।

নৈবাত্তরাপি পুরুষং সয়নভিযুক্তাতি । সয়নভিযোগিনী তি-
যুক্তিঃ সৌভাগ্যং জলাতাত্যচাৰিণী ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ । নারিক বিবাহের অন্তরে পীড়্য অন্তঃসর করিলেও পুরুষকে আপনা হইতে প্রবৃত্তি করিবে না । নিজে শুয়ে ভাষা প্রবৃত্তি করিলে সে যোগিনী নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান হয় । এই বাক্য অশচল্য-বলিমাছেন । ৪৩ ।

তৎপ্রযুক্তানাম্ স্ত্রীভিযোগিনীমানুলোম্যান গ্রহণম্ ॥ ৪৪ ॥ অঙ্গ-
পরিমত্তা চ ন বিকৃতিং ভজেৎ ॥ ৪৫ ॥ শঙ্কন্যাকারমজানতৌ প্রতি-
গৃহীয়াৎ ॥ ৪৬ ॥ বদনগ্রহণে বলাংকারঃ ॥ ৪৭ ॥ রতিভাবনা-
মভার্থমিনীয়াঃ কৃচ্ছাদ্ গৃহসংস্পর্গনিম্ ॥ ৪৮ ॥

টীকা । তৎপ্রযুক্তানাম্ । বাহ্যনামভিযোগানাম্ । আনুলোম্যান যেন

৪৮। বিমুখীভবতি । অভ্যন্তরমধিকৃত্যাহ,—পরিষক্ৰেতি । ন বিকৃতিমিতি ।
ম। প্রসীদ্যাকো মানুষ্যমিতি হেতোরিতার্থঃ । আকারমিতি । নায়কস্ত ভাব-
নায়কমাকারং প্রতিগৃহীয়াৎ । ন প্রত্যাক্ষাত । তত্রাপি শঙ্কনক্ষুটম্ । ক্রিয়া-
বিশেষণমেতৎ । অজ্ঞানতাবেতি ধাট্ট্যপরিহারার্থম্ । বলাৎকার ইতি । তথা
কথ্যং, যথা হঠাৎদনং গৃহীতীত্যর্থঃ । রতিভাবনামিত । আত্মনো ব্যাংপাতিং
নায়কেন যদা সত্যার্থাতে, স্বপ্তহে তৎপাণিষ্ঠাসেন, তদা কৃচ্ছুরাদ্বকণ্ডহ-
স্পর্শনম্ । ৪৪—৪৮ ।

অভ্যর্থিতাপি নাতিবিবৃতা স্বয়ং শ্রাদানিশ্চয়কালং ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ । ভবিষ্যৎকালনির্ণয় হয় না বলিয়া অভ্যর্থিত হইলেও নায়ক
‘মতে স্পষ্ট কথায় অভিলাষ প্রকাশ করিবে না । ৪৯ ।

যদা তু মগ্ধোত্তানুরক্তো ময়ি ন ব্যাবৰ্ত্তিষ্যত ইতি তদৈবৈনমভি-
প্ৰস্তানং বালভাবমোক্ষায় ঐরয়েৎ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ । তাহার পর যখন মনে করিবে যে, নায়ক একান্ত অনুরক্ত
হইবে,—এ অনুরাগ আর নিফল হইবে না,—তখনই অভিযোগোদ্যত
নায়ককে গাঙ্কস বিবাহে দ্বারাবিত করিবে । ৫০ ।

নিমুক্তকণ্ঠাভাবা চ বিশ্বাস্তেষু প্রকাশয়েৎ । ইতি প্রয়ো-
গমোপাবৰ্ত্তনম্ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ । এইরূপে কণ্ঠাভাব বিমুক্ত হইলে, তাহা বিশ্বাস্তবর্ণের নিকট
প্রকাশ করিবে । ইহাই প্রয়োজ্যের উপাবর্ত্তন । ৫১ ।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

কণ্ঠাভিযুজ্যমানা তু যং মগ্ধোত্তাশ্রয়ং সূখম্ ।

অনুকূলঞ্চ বশ্চঞ্চ তস্য কুর্য্যাৎ পরিগ্রহম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ । অভিযুজ্যমানা কণ্ঠা বাহাকে সূখকর, অনুকূল, বশ ও আশ্রয়-
যোগ্য জানিবে, তাহাকেই গ্রহণ করিবে । ৫২ ।

অনপেক্ষ্য গুণান্ যত্র রূপমোচিতমেব চ ।

কুর্ধ্যাত ধনলোভেন পতিং সাপহ্নকেষপি ॥ ৫৩ ॥

তত্র যুক্তগুণং বশ্তং শক্তং বলবদর্থিনম্ ।

উপায়ৈরভিযুজ্ঞানং কণ্ঠা ন প্রতিলোময়েৎ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ । যেখানে রূপ, গুণ এবং আভিজাত্যের অপেক্ষা না করিয়া বহু সপত্নীসহও ধনলোভে পতিহে বরণ করার প্রথা আছে, সেই স্বয়ং-বরেও কুমারী নিতান্ত নিষ্ঠুর না হয়, বশীভূত হয়—এমন সমর্থ অত্যন্ত প্রার্থী এবং উপায় দ্বারা অভিযোগে প্রবৃত্ত নায়ককে ত্যাগ করিবে না । ৫৩ । ৫৪ ।

বরং বস্তো দরিত্রোহপি নিষ্ঠুরোহপ্যাদ্ধারণঃ ।

গুণৈযুক্তোহপি ন ত্রেবং বহুসাধারণঃ পতিঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ । নিষ্ঠুর, দরিদ্র পাত্র যদি বস্ত্র এবং অনন্তসাধারণ হয় তবে সে পতিও বরং ভাল ; কিন্তু বহুগুণযুক্ত হইয়াও বহু-সাধারণ পতি ততঃ প্রিয়কর হইবে না । ৫৫ ।

ব্যাখ্যা । বহু-সাধারণ বহু রমণীর নায়ক । ৫৫ ।

প্রায়েণ ধনিনাং দারা বহবো নিরবগ্রহাঃ ।

বাহে সত্বাপভোগেহপি নির্বিশ্রান্তা বহিঃসুখাঃ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ । ধনীদিগের প্রায়ই বহু পত্নী হয় এবং তাহারা প্রায়ই স্বেচ্ছাচাৰী হইয়া থাকে । তাহাদিগের ভাৰ্য্যাগণ বাহ্য উপভোগে সুখী থাকে, কিন্তু বাহিরে তাহাদিগকে সুখী বলিয়া মনে হইলেও অন্তরে শান্তিহীন । ৫৬ ।

নীচো যন্তুভিযুজ্ঞীত পুরুষঃ পালিতোহপি বা ।

বিদেশগতিশীলশ্চ ন স সংযোগমর্থতি ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ । যে ব্যক্তি নীচজাতীয় বা বৃদ্ধ অথবা চিরপ্রবাসী, সে অভিযোগ করিলেও কণ্ঠার পক্ষে সংসর্গযোগ্য নহে । ৫৭ ।

যদচ্ছয়াভিযুক্তো যো দন্তদ্যুতাদিকোহপি বা ।

সপত্নীকশ্চ সাপত্যো ন স সংযোগমহঁতি ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ । যে পুরুষ যাদৃচ্ছিক অভিযোগশীল, যে কপটী কিম্বা দ্যুতে আসক্ত, যাহার অন্ত্র স্ত্রী আছে, অথবা পুত্রবান,—কদাচ তাহাতে প্রণয় স্থাপন কর্তব্য নহে । ৫৮ ।

ব্যাখ্যা । বলপ্রয়োগে স্ত্রীসংগ্রহে যাহার দ্বৈধ নাই, সেই ব্যক্তিই যাদৃচ্ছিক অভিযোগশীল । ৫৮ ।

গুণসাম্যেহভিযোক্তৃণামেকো বরয়িতা বরঃ ।

তত্রাভিযোক্তরি শ্রেষ্ঠ্যমমুরাগাত্মকো হি সঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি ক্রীমদ-বাৎসর্যনীরে কামসূত্রে কত্তাসম্প্রসূক্তকে দ্বিতীয়ৈহধিকরণে

একপুরুষাভিযোগশ্চ অভিযোগতশ্চ কত্তায়াঃ

প্রতিপত্তিশ্চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । যদি প্রণয়কাক্ষী সকলেই সমান গুণ বিশিষ্ট হয়, তবে তাহার মধ্যে যাহাতে পতিবুদ্ধি হইবে, সেই বরণের উপযুক্ত ; সেই যে অভিযোক্তা বর, সেই শ্রেষ্ঠ, কারণ অনুরাগ তাহাতেই সমর্পিত । ৫৯ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

প্রাচুর্যেণ কথ্যয়া বিবিক্তদর্শনস্থান্নাভে ধাত্রেয়িকাং প্রিয়-
হিতাভ্যামুপগৃহ্যোপসর্পেৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । নিজজন স্থানে কন্ঠার অধিক দর্শন না পাইলে প্রিয়কর ও হিত
চপচর দ্বারা ধাত্রেয়িকাকে হস্তগত করিয়া তাহার নিকটে প্রেরণ করিবে । ১ ।

স্যা চৈনামবিদিতা নাম নায়কস্ত ভূহা তদৃগুণৈরনুরঞ্জয়েৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । কন্ঠার ধাত্রেয়িকা নায়কের নিকট হইতে গিয়াছে—তাহা
প্রকাশ না করিয়া নায়কের গুণবর্ণনা দ্বারা নায়িকাকে অনুরাজিত করিবে । ২ ।

তস্তাশ্চ কচ্যন্নায়কগুণান্ ভূয়িষ্ঠমুপবর্ণয়েৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । যাহা নায়িকার অত্যন্ত কচিকর, সেই সকল নায়কগুণ তাহার
নিকট বহুল ভাবে বর্ণন করিবে । ৩ ।

অন্তেষাং বরয়িতৃণাং দোষানভিপ্ৰায়বিক্কান্ প্রতিপাদয়েৎ ।
মাতাপিত্রোশ্চ গুণানভিজ্ঞতাং লুক্কতাং চ চপলতাং চ বান্ধবানাম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । আর অন্তান্ত বরে যে সকল দোষ নায়িকার অপ্রীতিকর,
তাহা নায়িকার নিকট প্রতিপন্ন করিবে । মাতা ও পিতার গুণে অনভিজ্ঞতা
ও অর্থে লোভ এবং বান্ধবগণের চপলতা প্রতিপন্ন করিবে । ৪ ।

বাখ্যা । মাতা পিতা গুণজ্ঞ হইলে অন্য বরের হস্তে কন্ঠা সম্প্রদানে ইচ্ছা
করিতেন না, এই বরকেই পছন্দ করিতেন । অর্থলোভেই অন্য বরে দিবার
কল্পনা করিতেছেন । আর স্বজনেরাও স্বরমাত নছেন, বিবেচনা না করিয়াই
সেই পক্ষে সম্মতি দিতেছেন । এইরূপ বুঝাইবে । ৪ ।

বশ্চাচ্চা অপি সমানজাতীয়াঃ কথ্যঃ শকুন্তলাদ্যাঃ স্ববুদ্ধা
ভর্তারং প্রাপ্য সম্প্রযুক্তা মোদন্তে স্ব তাম্ভাস্তা নিদর্শয়েৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। আর অন্ত যে সকল সমানজাতীয় শকুন্তলা প্রভৃতি কন্ঠাগণ
নিজের বুদ্ধি অনুগারে পতিকে প্রাপ্ত ও তৎসহ সম্মিলিত হইয়া আনন্দভোগ
করিয়াছিলেন, সেই সকল কন্ঠা ইহাকে নিদর্শনরূপে দেখাইবে। ৫।

‘মহাকূলেষু সাপত্ন্যকৈর্ব্বাধ্যমানা বিদ্বিত্যৈঃ পরিভ্যক্তাশ্চ
দৃশ্যন্তে। আয়তিং চাস্ত বর্ণয়েৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। (আরও বলিবে)—মাতা পিতা হৃত মহাকূলে দান করিতে
পারেন; কিন্তু তথায় সপত্ন্যাগণের কোশলে স্বামীর বিদ্বিষ্ট এবং হুঃখিত হইয়া
পরিণেম্মে পরিভ্যক্ত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। একমাত্র
পত্নী হইলে তাহার পরিণাম বর্ণনা করিবে। ৬।

সুখমনুপহতমেকচারিতায়াং নাযিকানুরাগং চ বর্ণয়েৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। একচারিতায় অবচ্ছিন্ন সুখ ও নাযিকার প্রতি অনুরাগ বর্ণনা
করিবে। ৭।

সমনোরথায়াশ্চাস্ত্রা অপায়ং সাধবসং ব্রীড়াং চ হেতুভি-
রবচ্ছিন্দ্যাৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। যখন বৃথিবে নাযিকার মনে অনুরাগ জন্মিবাছে, তখন তাহার
(এই পাত্রে আত্মসমর্পণে) আনষ্টাশঙ্কা, ভয় ও লজ্জা যুক্তি দ্বারা গুণন করিবে। ৮।

দৃতীকল্পং স সকলমাচরেৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। দৃতীর কর্তব্য (পারদারিক অধিকরণে যাচা বর্ণিকা হইবে)
সমস্তই আচরণ করিবে। ৯।

দ্রামজানতীমিব নায়কো বলাদুগ্রহীষ্যতীতি তথা। সুপরিগৃহীতং
স্বাদিতি যোজয়েৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। তুমি যেন কিছু জ্ঞান না, এইরূপ করিয়া থাকিবে, নায়কই
তোমাকে বলপূর্ব্বক নিজের যত্নে গ্রহণ করিবে। তাহা হইলে সেইরূপ বিবাহে
তোমার আর কোন দোষ থাকিবে না; এইরূপে কন্ঠার প্রবৃত্তি লওয়াইবে। ১০।

প্রতিপন্নামভিপ্রেতাবকাশবর্তিনীং নায়কঃ শ্রোত্রিয়াগারাদগ্নি-
মানায়া কুশানাস্তীৰ্ষা যথাম্মুতি ছত্ৰা চ ত্রিঃ পরিভ্রময়েৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ । নায়িকার মত হইলে, নায়ক কোনও একটি অভিপ্রেত স্থানে
তাহাকে রাখিয়া কোনও শ্রোত্রিয়ের বাটি হইতে সংস্কৃত অগ্নি আনয়নপূর্বক
কুশ আভূত করিয়া স্বগৃহোক্ত বিধানানুসারে হোমাশ্ত্রে সেই নায়িকাকে লইয়া
অগ্নিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে । ১১ ।

ততো মাতরি পিতরি চ প্রকাশয়েৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ । তার পর (কস্তার) মাতাকে ও পিতাকে বিশ্বস্ত লোক দ্বারা
জানাইবে । ১২ ।

অগ্নিসাক্ষিকা হি বিবাহা ন নিবর্তন্ত ইত্যাচার্য্যাসময়ঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ । অগ্নিসাক্ষিক বিবাহ আর নিবর্তিত হয় না, ইহা আচার্য্যগণের
সিদ্ধান্ত । ১৩ ।

দুষয়িত্বা চৈনাং শনৈঃ স্বজনে প্রকাশয়েৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ । বিবাহানন্তর কস্তার সহিত দাম্পত্য ব্যবহার করিয়া ক্রমে তাহার
জ্ঞাতিবর্গের নিকট প্রকাশ করিবে । ১৪ ।

তদ্বাক্তবাস্ত যথা কুলস্তাষৎ পরিহরন্তো দণ্ডভয়াচ্চ তস্মা
এবৈনাং দদ্যুস্তথা যোজয়েৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ । আর যাগ হইলে নায়িকার বাক্তবগণ কুলের দোষ পরিহারার্থ
এবং রাজদণ্ডভয়ের জন্য তাহাকেই এ নায়ককে অর্পণ করে, সেইরূপ যোগা-
যোগ করিবে । ১৫ ।

অনন্তরং চ প্রীতু্যপগ্রহণে রাগেণ তদ্বাক্তবান্ প্রীণয়েদিতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ । তারপর প্রীতিপূর্বক উপহার প্রদান ও 'অনুরাগ প্রদর্শন
করিয়া নায়িকার বাক্তবদিগকে প্রীত করিবে । ১৬ ।

পাক্ষর্কেণ বিবাহেন বা চেকৈত ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ । অথবা গাঙ্ঘরিবিধানানুসারেই বিবাহের চেষ্টা করিবে । ১৭ ।

অপ্রতিপদ্যমানায়ামস্ত্শচারিণীমস্ত্শাং কুলপ্রমদাং পূর্বসংস্কাং
প্রীয়মাণাং চোপগৃহ্য তয়া সহ বিষহমবকাশমেনামস্ত্শকার্য্যাপদেশে-
নানায়য়েৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । নান্নিকার অমত যদি হয়, তবে তাহার কোন অন্তরঙ্গ নায়কের
দ্বন্দ্ববিচিত্র প্রীতিমতী কুলঙ্গনাকে অর্থাদি দ্বারা বশীভূত করিয়া, তদ্বারা
নায়কাকে অন্য কার্যের ছলে উপযুক্ত স্থানে আনাইবে । ১৮ ।

ততঃ শ্রোত্রিয়াগারাদয়িমিতি সমানং পূর্ববেণ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ । তারপর শ্রোত্রিয়ের বাটী হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া পূর্বের
স্নায় বিবাহ করিয়া ফেলিবে । ১৯ ।

আসন্নে চ বিবাহে মাতরমস্ত্শাস্তদভিমতাগ্ধবরদৌষেরনুশয়ং
গ্রাহয়েৎ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ । অথবা সেই কন্ডার অন্তররে বিবাহ অচিরকাল মধ্যে সম্পন্ন
হইবে, এইরূপ যদি বুঝে, তাহা হইলে সেই অভিমত বরপাত্রের দৌষ কন্ডার
মাতার নিকটে এমন ভাবে বর্ণনা করিবে, যাহাতে তাহার অনুতাপ উপস্থিত
হয় । ২০ ।

ততস্তদনুমতেন প্রাতিবেশ্যভবনে নিশি নায়কমানায়া শ্রোত্রিয়া-
গারাদয়িমিতি সমানং পূর্ববেণ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ । তারপর মাতার অভিপ্রায় হইলে, রাতে প্রতিবেশনীর গৃহে
নায়ককে আনাইয়া শ্রোত্রিয়গৃহ হইতে অগ্নি আনয়ন করত পূর্ববৎ বিবাহ
সম্পাদন করাইবে । ২১ ।

ভ্রাতরমস্ত্শ বা সমানবয়সং বেষ্ঠাস্থ পরস্ত্রীষু বা প্রসক্তমস্ত্শ-
করেণ সাহায্যদানেন প্রিয়োপগ্রহৈশ্চ সুদীর্ঘকালমনুরঞ্জয়েৎ । অন্তে
চ স্নাতিপ্রায়ং গ্রাহয়েৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ । পরস্মৈ বা বেগ্নাতে আসক্ত নিজের সমানবয়স্ক নারিক :
ভাতকে তুর্লভ সাহায্য দান ও প্রিয়ের দ্রব্যোপহারাদি দ্বারা দৌষকা-
অনুরাজত করিবে ; শেষে নিজাভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবে । ২২ ।

প্রায়েণ হি যুবানঃ সমানশীলব্যাসনবয়সাং বয়স্থানামর্থো জীবিত-
মপি ত্যজন্তি । ততস্তেনৈবানুকার্য্যাত্তামানায়য়েৎ । বিষহমব *
কাশমিতি সমানং পূর্বেণ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ । সমানশীল, সমানব্যাসন এবং সমান বয়স্ক বন্ধুগণের ভল-
সুবকগণ প্রাণপাত পর্য্যন্ত করিয়া থাকে । অতএব তদ্বারা অনু কার্য্যবাপদেশে
কথাকে আনাইয়া শ্রোত্রিয়াদি আদির সংগ্রহ করিয়া পূর্ববৎ বিধানে বিবাহ
দিবে । ২৩ ।

অষ্টমৌচল্লিকাদিকেযু চ ধাত্রেয়িকা মদনীয়মেনাং পায়য়িত্বা
কিঞ্চিদাত্বনঃ কার্য্যমুদ্ধিশ্চ নায়কস্ত বিষহৎ দেশমানয়েৎ ॥ ২৪ ॥

তত্রেনাং মদাং সংজ্ঞামপ্রতিপাদ্যমানাং দুষয়িত্ত্বেনি সমানং
পূর্বেণ ॥ ২৫ ॥

অষ্টমৌচল্লিকাদিষতি । অষ্টমৌচল্লিকাদিযু তত্র দিবসমুপোষ্য পূজাপুরঃসরঃ
রাত্রিজাগরণমাচন্দ্রোদয়ম্ । অনন্তরং তাং ধাত্রেয়িকা নায়কপ্রসক্তা মদনীয়-
সুরাদিকং পার্শ্বয়িত্বা । কিঞ্চিদাত্বনঃ কার্য্যমিতি । অঙ্গুলীয়কং বিস্কৃত্য-
গতান্মি তত্র গচ্ছন্ত্যুপদিষ্টানর্থোদ্যতঃ তত্রোত বিষহদেশে । সংজ্ঞা-
চেতনাম্ । দুষয়িত্বা চৈনাং শব্দৈঃ সজ্ঞনেষু প্রকাশয়েৎ । তদ্বাক্তবাস্তেচািদ-
পূর্ববৎ । ইত্যেবং প্রকারঃ ॥ ২৪ । ২৫ ॥

সুপ্তাং চৈকচারিণাং ধাত্রেয়িকাং বারয়িত্বা সংজ্ঞামপ্রতিপদ-
মানাং দুষয়িত্ত্বেনি সমানং পূর্বেণ ॥ ২৬ ॥

* বিষহঃ সাবকাশমিতি পাঠান্তরে অষ্টাদশশ্লোকেষুপি বিষহঃ সাবকাশমিতি পাঠঃ

সুপ্তাঃ চৈকচারিণীমিতি। অন্ধবৃন্তেতি দ্বিতীয়ঃ। অত্রাঘ্যাছরণাদিকং
নাস্তি, অর্থশ্চহাদিতি ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা। এই দুই সূত্রে পৈশাচ বিবাহের বর্ণনা আছে। মনু বলিয়াছেন—
“সুপ্তাঃ মত্তাঃ প্রমত্তাঃ বা রহো যত্রোৎপাদ্যন্তি। স পাপিষ্ঠো বিবাহানাং
পৈশাচশাখমোহন্তমঃ ॥” অত্যন্ত প্ররক্তি বশে এই পৈশাচ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়া
পাকে, কিন্তু ইহা অত্যন্ত নিন্দিত। ২৪—২৬।

গ্রামান্তরমুদ্যানং বা গচ্ছন্তীং বিদিত্বা সুসজ্জতসহায়ো নায়ক-
স্তুদা রক্ষিণো বিত্রাস্ত হন্য বা কণ্ঠামপহরেৎ। ইতি বিবাহ-
যোগাঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। নায়িকা গ্রামান্তরে বা উদ্যানে গমন করিয়াছে ইহা জানিতে
পারিয়া সহায়সম্পন্ন নায়ক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার রক্ষীদিগকে
ভয়প্রদর্শন বা প্রহার করত কণ্ঠাকে অপহরণ করিবে। এই স্থানে বিবাহ-
যোগ্য সমাপ্ত হইল। ২৭।

ব্যাখ্যা। এই ২৭শ সূত্রে কথিত বিবাহ মর্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে দাক্ষস-ববাহ
নামে কথিত। মূলে যে ‘হন্য’ আছে, তাহার ‘প্রহার করিয়া’ এইরূপ অনুবাদ
করা হইয়াছে। সেই প্রহার হইবিশেষে প্রাণাস্তকরও হইতে পারে। দাক্ষস-
বিবাহে অত্যন্ত উগ্রপ্রকৃতির পরস্র দেওয়া হয়, সুকুমার-কলাপ্রদান কাম-
শাস্ত্রে ইহার সর্বনিম্নে নির্দেশ হইয়াছে। ক্ষত্রিয় বীরগণের এই বিবাহ প্রশস্ত,
ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের মত। ২৭।

ভদন্তি চাত্র শ্লোকঃ—

পূর্ব্বঃ পূর্ব্বঃ প্রধানং স্মাদিবাহো ধর্ম্মতঃ স্থিতেঃ।

পূর্ব্বাভাবে ততঃ কার্য্যো যো য উত্তর উত্তরঃ ॥ ২৮

অনুবাদ। এ বিষয়ে শ্লোক আছে,—ধর্ম্মমর্বাদি অনুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব
বিবাহ প্রধান। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবাহ করিতে অক্ষম হইলে পর পর উল্লিখিত
বিবাহ করণীয়। ২৮।

ব্যাখ্যা । পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব বিবাহ—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আৰ্য ও দৈব এই চারিটি বিবাহ ধৰ্ম্মা; ইহা যৌবন-বিবাহ নহে । (২য় অধিকরণ ১ অঃ ২১ শ্লঃ) পরবর্তী যে বিবাহ, তাহা ধৰ্ম্মমৰ্যাদা অনুসারে হয় না, এই ভাবই এই শ্লোকে পাওয়া যাউতেছে । এইজন্য সে সকল বিবাহ যুবতী কন্যার সহিত হইয়া থাকে । ২৮ ।

ব্যাচানাং হি বিবাহানামনুরাগঃ ফলং যতঃ ।

মধ্যমোহপি হি সদ্যোগো গান্ধৰ্ববশেন পূজিতঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ । সমস্ত বিবাহের মধ্যে গান্ধৰ্ব বিবাহ মধ্যম হইলেও অনু-
রাগাশ্রয় বলিয়া প্রতিপন্নতত্ত্বগণের ইহা আদৃত ; কারণ সকল বিবাহেই
অনুরাগ ফলরূপ । ২৯ ।

সুখদাদবল্লক্রেণাদপি চাবরণাদিহ ।

অনুরাগাত্মকত্বাচ্চ গান্ধৰ্বঃ প্রবরো মতঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাৎসায়নায়ৈ কামসূত্রে কন্যাসম্ভুক্তকে দ্বিতীয়েহধিকরণে

বিবাহযোগাঃ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । এ সংসারে গান্ধৰ্ববিবাহ সুখের কারণ—ইহাতে সদ্ধ করিবার
আয়াস সহ্য করিতে হয় না, অনুরাগভরেই এই বিবাহ সম্পন্ন হইয়া
থাকে ; কাজেই কদৰ্পপরতত্ত্বদিগের পক্ষে গান্ধৰ্ববিবাহ শ্রেষ্ঠ । ৩০ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫ ।

দ্বিতীয় অধিকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ভার্য্যাধিকারিকাখ্যং তৃতীয়মধিকরণম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ভার্য্যৈকচারিণী গুটবিশ্রস্তা দেববৎ পতিমানুকুলেন বর্ধেত ॥১॥
অনুবাদ । একচারিণী ভার্য্যা প্রগাঢ় বিশ্বাসিনী হইয়া পতিকে দেবতা-
দ্ব্যনে তাঁহার অনুকূল বিষয়ের অনুবর্তন করিবে । ১ ।

তন্মতেন কুটুশ্চিষ্টামাত্মনি সন্নিবেশয়েৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । স্বামীর মতানুসারে ভার্য্যা তাঁহার সংসারচিন্তা নিজের অধীন
করিবে । ২ ।

বেশ্য চ শুচি স্ত্রুসংযুক্তস্থানং বিরচিতবিবিধকুসুমং সৎশ্লক্ষুভূমি-
ত্বলং হৃদাদর্শনং ত্রিষবণাচরিতবলিকশ্ম পূজিতদেবায়তনং কুর্য্যাৎ ॥৩॥

অনুবাদ । গৃহ সর্বদা পবিত্র, নয়ন-প্রীতিকর ও সুমাজিত রাখিবে ।
বিবিধ কুসুম স্থানে স্থানে সজ্জিত করিয়া রাখিবে । ভূমতল মসৃণ করিবে
এবং ত্রিষব্ণায় বলিকশ্ম করিবে ও দেবতায়তনস্থিত দেবতাসমূহের নিত্য
পূজার ব্যবস্থা রাখিবে । ৩ ।

বাখ্যা । পূজিতদেবতায়তন—ইহার এক প্রকার অনুবাদ উপরে লিখিত
হইয়াছে । অপর অর্থ এই—সেই ভদ্রাসনের মধ্যে দেবতায়তন পূজাদি সম্বন্ধে
অলঙ্কৃত থাকিবে । ৩ ।

ন হতোহগ্নদগৃহস্থানাং চিত্তগ্রাহকমন্তীতি গোনন্দনীয়ঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । গোনন্দনীয় বলেন—এইরূপ গৃহ ব্যতীত গৃহস্থের পক্ষে চিত্তহারী
অপর কিছু নাই । ৪ ।

গুরুষু * ভূতাবর্গেষু নাগকভগিনীষু তৎপতিষু চ যথাইং প্রতি-
পত্তিঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । গুরুজনবর্গ, ভূতাবর্গ, স্বামীর ভগিনীগণ এবং তাহাদিগের
পতি এ সকলের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করিবে । ৫ ।

পরিপূতেষু চ হরিতশাকবপ্রানিস্কুন্তস্বাস্ত্রীরকসর্ষপাজমোদশত-
পুষ্পাতমালগুণ্মাংশচ কারয়েৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । গৃহের কঙ্করাদিরহিত উপযুক্ত স্থানে হরিত ও শাক ক্ষেত্র এবং
ইক্ষু, জীরক, সর্ষপ, অজমোদ, শতপুষ্প, তমাল তরু ও বংশাদি রোপণ
করাইবে । ৬ ।

কুজকামলকমল্লিকাজাতীকুরণ্টকনবমালিকাতগরনন্দাবর্তজপা-
গুণ্মানশ্মাংশচ বহুপুষ্পান্ বালকোশীরকপাতালিকাংশচ যক্ষ-
বাটিকায়াক্ষ শৃঙিলানি মনোজ্ঞানি কারয়েৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । গৃহোদ্যানের কুজক, আমলক, মল্লিকা, জাতী, কুরণ্টক, নব-
মালিকা, তগর, নন্দাবর্ত ও জবাপুষ্পের গাছ এবং তন্নিহ্ন আরও যে সকল
গাছে বহুপুষ্প হয়, তাহাও রোপণ করিবে ; বাল্য ও উশীর (বেণা) ক্ষেত্র
নিৰ্ম্মাণ করিবে । আর উদ্যান মধ্যে মনোজ্ঞ শৃঙিল (বেদী) সকল নিৰ্ম্মাণ
করাইবে । ৭ ।

মধ্যে কূপং বাপীং দীর্ঘিকাং বা খানয়েৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । উদ্যান মধ্যে কূপ, বাপী (সমচতুষ্কোণ পুষ্করিণী) বা দীর্ঘিক
খনন করিবে । ৮ ।

ভিক্ষুকীশ্রমণাক্ষপণাকুলটাকুহকেক্ষণিকামূলকারিকার্ভিন সংসৃজোত

অনুবাদ । ভিক্ষুকী, শ্রমণা, ক্ষপণা, কুলটা, কুহকা, কৈক্ষণিকা, মূলকা, নকা
দিগের সহিত কখনও মিশিবে না । ৯ ।

বাখ্যা। শ্রবণা—বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী, কপণা—জৈনসন্ন্যাসিনী, কুহকা—
মাদ্যাবিনী, ঈক্ষণকা—দৈবজ্ঞ জ্বালোক মূলকারিকা বশীকরণ প্রভৃতি করিবার
জ্ঞান যাহারা ঐযথ মতাদি প্রয়োগ করে। ১০।

ভোজনে চ কুচিত্তমিদমস্মৈ বেষ্যামিমেং পথ্যমিদমপথ্যমিদমিতি
চ বিন্দ্যং ত্যাগোপাদানার্থম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। পতির ভোজন বিষয়ে যাহাতে কুচি, যাহাতে অকুচি, যাহা
দুপথা, যাহা অপথা তাহা জানিয়া রাখিবে; কারণ তন্মধ্য হইতে প্রয়োজনমত
দান ও গ্রহণ করিতে হয়। ১০।

স্বয়ং বহিরূপশ্রুত্য ভবনমাগচ্ছতঃ কিং কৃত্যমিতি ত্রৈবতী
সজ্জাভবনমধ্যে তিষ্ঠেৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। বাহিরে স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভবন মধ্যে আগমন নিশ্চয়
করিয়া “কি চাই, কি করিতে হইবে” ইহা বলিতে বলিতে প্রাঙ্গণে
দাঁড়াইবে। ১১।

পরিচারিকামপনুদ্য স্বয়ং পাদৌ প্রক্ষালয়েৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ। পরিচারিকাকে সরাইয়া দিয়া স্বয়ং পতির পাদ প্রক্ষালন
করিয়া দিবে। ১২।

নায়কস্ত চ ন বিমুক্তভূষণং বিজনে সন্দর্শনে তিষ্ঠেৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ। একাকী নায়কের দৃষ্টিপথে অনলঙ্কৃত অবস্থায় থাকিবে না। ১৩।
অতিব্যয়মসদ্ব্যয়ং বা কুর্বাণং রহসি বোধয়েৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। পতি অতিব্যয়ী বা অসদ্ব্যয়ী হইলে তাঁহাকে নিতৃত্তে বুঝাইবে। ১৪।

আবাহে বিবাহে যজ্ঞে গমনং সখীভিঃ সহ গোষ্ঠীং দেবতাভি-
গমনমিতানুজ্ঞাতা। কুর্য্যাৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। বরগৃহে, বিবাহে, ও যজ্ঞে গমন, সখীগণের সহিত গোষ্ঠীবন্ধ
দেবতার স্থানে গমন ইত্যাদি কার্য্য পতির অনুমতি লইয়া করিবে। ১৫।

সর্ষক্রীড়াসু চ তদানুলোম্যেন প্রযুক্তিঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ । কোমল-জাগর প্রভৃতি সমস্ত ক্রীড়াতেই স্বামীর মতানুবর্তন করত প্ররতা হইবে । ১৬ ।

পশ্চাৎ সংবেশনং পূর্বমুখানমনববোধনঞ্চ সুপ্তাস্ত ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ । স্বামী শয়ন করিলে শয়ন করিবে, স্বামী শয্যা হইতে না উঠিতে উঠিবে । দিবসে যতক্ষণ নিদ্রা না ভাঙ্গে, ততক্ষণ তাহাকে জাগাইবে না । ১৭ ।

মহানসঞ্চ সুপ্তপুং স্তাদর্শনীয়ঞ্চ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । পাক-গৃহ সুরক্ষিত এবং সুখদর্শন হইবে । ১৮ ।

নায়কাপচারেষু কিঞ্চিৎ কলুষিতা নাত্যর্থং নির্বদেৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ । নায়ক কোন বিষয়ে অপরাধী হইলেও ঈশং কুপিত হইতে পারে, কিন্তু অধিক অপ্রিয় কথা বলিবে না । ১৯ ।

সাধিক্ষেপবচনং হেনং মিত্রজনমধ্যস্থমেকাकिनं বাপুপলভেত ।
ন চ মূলকারিকা ২০ ॥

অনুবাদ । নায়ক যখন হিরস্কার করিতেছে সেই সময় যদি আব কেহ তথায় না থাকে অথবা কেবল তাহার বন্ধুই থাকে, তবেই প্রতিবাদ করিতে পারে । বশীকরণার্থ ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে না । ২০ ।

নহতোহমৃদপ্রত্যয়কারণমস্তীতি গোানর্দনীয়ঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ । গোানর্দনীয় বলেন,—এইরূপ ঔষধাদি প্রয়োগ অপেক্ষ স্বামীর অবিস্থানের কারণ আর কিছুই নাই । ২১ ।

দ্ব্যগ্ৰাহতং দুর্নিরীক্ষিতমমৃতো মস্ত্রগৎ দ্বারদেশাবস্থানং নিরীক্ষণং
বা নিক্ষুপ্তেষু মস্ত্রগৎ বিবিক্তেষু চিরমবস্থানমিতি বর্জয়েৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ । কুবাক্য প্রয়োগ, কুদৃষ্টিতে দেখা, অন্তের সহিত গোপনে কথা বলা, দ্বারদেশে অবস্থান, দ্বারদেশ হইতে পথের দিকে দৃষ্টিপাত, গৃহোদ্যানে

গিয়া মঙ্গণা করা, স্বামীর অগোচরে নির্জন স্থানে অবস্থিতি এই সকল কার্য
বর্জন করিবে। ২২।

শ্বেদদন্তপঙ্কদুর্গন্ধাংশ্চ বুধ্যেতেতি বিরাগকারণম্ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ। ঘর্ম্ম, দন্তমল ও দুর্গন্ধ স্বামীর বিরাগের কারণ ইহা বুঝিয়া এ
সকল অপসারণ করিবে। ২৩।

বহুভূষণং বিবিধকুসুমামুলেপনং বিবিধান্সরাগসমুচ্ছলং বাস-
ইতাভিগামিকো বেষঃ ॥২৪॥ প্রতমুশ্লান্নান্নদুকূলতা পরিমিতমাভরণং
সুগন্ধিতা নাভ্যঙ্গমমুলেপনম্। তথা শুক্লাশুশ্রুণি পুষ্পাণীতি
বৈহারিকো বেষঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ। বহুভূষণ, বিবিধকুসুম ও অমুলেপন-গ্রহণ এবং বিবিধ প্রকার
অঙ্গরাগে অমুচ্ছল বসন পরিধান এই প্রকার বেশ আভিগামিক নামে
খ্যাত। বসন অতিসূক্ষ্ম ও মসৃণ হইবে তাহাও পরিমিত হইখানি পরিধান
করিবে, পরিমিত আভরণ এবং গন্ধদ্রব্য গ্রহণ করিবে, অতিরিক্ত অমু-
লেপন করিবে না এবং শুক্ল পুষ্পসকল ধারণ করিবে; ইহা বৈহারিক
বেশ। ২৪। ২৫।

বাখ্যা। আভিগামিক—নায়কের নিকট গমনোপযোগী। ২৪। ২৫।

নায়কস্ত ব্রতমুপবাসঞ্চ স্বয়মপি করণেনামুবর্তেত। বারিতায়াশ্চ
নাহমত্র নির্বন্ধনীয়েতি তদ্ব্যসো নিবর্তনম্ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। নায়ক যে সকল ব্রত উপবাস করিবে, ভাষ্যা ও তাহার অনু-
বর্তন করিবে। নিষেধ করিলে—বলিবে, “তুমি আমায় বারণ করিও না”—
এই কথা বলিয়া নায়ককে বিরত করিবে। ২৬।

মুদ্বিদলকাষ্ঠচর্ম্মলোহভাণ্ডানাঞ্চ কালে সমর্ষগ্রহণম্ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। মাটির ভাঁড়, বিদলভাণ্ড, (পেটরাদি) কাঠভাণ্ড, লোহভাণ্ড,
চর্ম্মভাণ্ড, প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সময়ে স্ত্রীয়া মূল্যে ক্রয় করিবে। ২৭।

তথা লবণস্নেহয়োশ্চ গন্ধদ্রব্যকটুকভাগৌষধানাঞ্চ দুগ্ধভানাং
ভবনেষু প্রচ্ছন্নং নিধানম্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। লবণ, তৈল, স্নত, গন্ধদ্রব্য, কটুকভাগ (ঝালের হাঁড়ী),
ওষধি সকল যাহা কিছু দুগ্ধভ বলিয়া মনে করিবে, তাহা নিজ ভবনে প্রচ্ছন্ন-
ভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। ২৮।

মূলকালু কপালক্ষীদমনাত্রাতকৈবীরুক্ষত্রপুগবার্ত্তাককুয়াণ্ডালাবু-
সূরণশুকনাসা-স্বয়ংগুপ্তা-তিলপর্ণিকায়িমম্ব লগুন-পলাণ্ডু-প্রভৃতীনাং
সংসৌষধীনাঞ্চ বীজগ্রহণং কালে বাপশ্চ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। মূলক, আলু, পালাংশাক, দোন, আত্মাতক, এষারুক্ষ, ত্রপুস,
বার্ত্তাক, কুয়াণ্ড, অলাবু স্বরণ, শুকনাসা, স্বয়ংগুপ্তা, তিলপর্ণিকা, অয়িমম্ব,
লগুন, পলাণ্ডু প্রভৃতির বীজ যযাসময়ে সংগ্রহ করিয়া রাখিবে এবং উপযুক্ত
সময়ে বপন করিবে। ২৯।

বাথ্যা। পাক্ষা—পালাংশাক, আত্মাতক—আমড়া, এষারুক্ষ—কাঁকড়,
ত্রপুস—শসা, স্বরণ—ওল, শুকনাস—সোণাগাছ, স্বয়ংগুপ্তা—শর্কণীয়া, তিল-
পর্ণিকা—তিল এবং গাছপান, অয়িমম্ব—গণিকারিকা। ২৯।

স্বয়ং চ সারশ্চ পরেভো নাথ্যানং ভর্ত্তুমদ্রিতশ্চ চ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। নিজ ধনের কথা এবং দ্বামী যে সকল মন্ত্রণার কথা বলেন,—
তাহা কখনও অপরের নিকটে প্রকাশ করিবে না। ৩০।

সমানাশ্চ স্ত্রিয়ঃ কৌশলেনোজ্জ্বলতয়া পাকেন মানেন তথোপ-
চাট্টৈরতিশরীত ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। সমশ্রেণী রমণীগণের মধ্যে কৌশল, উজ্জ্বলতা, পাকদক্ষতা,
মনস্বিতা এবং বিবিধ উপচারে অভিজ্ঞতা দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিবে। ৩১।

সাংবৎসবিকমায়ং সজ্জায় তদনুপেপং ব্যয়ং কুর্য্যাৎ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। সৎসংসরের আয় নির্ধারণ করিয়া তদনুরূপ ব্যয় করিবে। ৩২।

ভোজনাবশিষ্টাদ্ গোরসাং সারগ্রহণং * তথা তৈলগুড়য়োঃ ।
 কার্পাসস্য চ সূত্রকর্টনং সূত্রস্ত বানং শিকারজুপাশবন্ধলসংগ্রহণম্ ।
 কুটনকণ্ডনাবেক্ষণম্ । আচামমণ্ডতুষকণকুটাস্মাণামুপযোজনম্ ।
 ভূতবেতনভরণজ্ঞানম্ । কৃষিপশুপালনচিন্তাবাহনবিধানযোগাঃ ।
 মেঘককুটলাবকশুকসারিকাপরভূতময়ূরবানরমৃগাণামবেক্ষণম্ । দৈব-
 সিকায়বায়ুপিণ্ডীকরণমিতি চ বিদ্যাং ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ । ভোজনাবশিষ্ট দ্রব্য হইতে স্নাত এবং সর্ষপ ও ইন্দুদণ্ড হইতে
 তৈল ও গুড় প্রস্তুত করিবে । কার্পাস হইতে সূত্র ও সূত্র হইতে বস্ত্র
 প্রস্তুত করিবে । শিকা, রজুপাশ, বন্ধল এ সমুদয় সংগ্রহ করিবে । ধাতুর
 কুটন ও দণ্ডনের পরীক্ষা করিবে । আচাম, মণ্ড, তুষ, কণ, কুটি এবং
 অঙ্গুরের ব্যবহার শিক্ষা করিবে । দেশ ও কালানুসারে দাসদাসীগণের
 বেতন ও ভরণপোষণ-ব্যবস্থা জানিতে হইবে । কর্ষণ, বপন, রোপণ, পশুপালন
 এবং যানবাহনের ব্যবস্থা রাখিবে । মেঘ, কুকুট, লাবক, শুক, সারিকা, কোকিল,
 নন্দ, বানর ও মৃগ প্রভৃতি গৃহপালিত জীবগণের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে ।
 নান্নর প্রাত্যহিক আয় ব্যয় প্রত্যহ সমষ্টিতে কত হইল, তাহা দেখিবে । ৩৩ ।

ব্যাখ্যা । সংসারে যাহা পানার্থ ব্যবহৃত হইবে, তদ্বাদে যে দ্রব্য অবশিষ্ট
 থাকিবে, তাহা হইতে নবনীত প্রস্তুত করিবে । কুটন উদ্ভলে রাখিয়া মুহল
 ধান অবধাত অগ্নাৎ 'তান', কণ্ডন—কাঁড়ান, আচাম—ভাতের মাড়, মণ্ড—
 আশু প্রভৃতির বস্ত্র, কণ—ফল, কুটি—কুঁড়ো । ৩৩ ।

তজ্জঘ্যানাক জীর্ণবাসসাং সঞ্চয়স্তেবীবিধরাগৈঃ শুকৈক্স ।
 কৃতচক্ষুণাং পরিচারকাণামনুগ্রহো মানার্থেষু চ দানমন্ত্রত বোপ-
 যোগঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ । নায়কোপভুক্ত জীর্ণ বসনের সঞ্চয় ও সঞ্চিত বস্ত্র বিবিধরাগে

রঞ্জিত বা ধৌত অবস্থায় রাখিয়া—যাহারা কৰ্ম্ম করিয়াছে বা করিতেছে, সেই সকল পরিচারকগণকে মানার্থে অনুগ্রহস্বরূপ দান বা দৌপবৰ্জি, কন্থা বা ঔপরিক (ওয়াড়) প্রদত্তাদি করিবে । ৩৪ ।

সুরাকুস্তীনাং আসবকুস্তীনাঞ্চ স্থাপনং, তত্পাযোগঃ, ক্রয়বিক্রয়-
বায়বেক্ষণম্ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ । সুরাকুস্তী ও আসবকুস্তীর স্থাপন ও তাহার প্রয়োজনানুসারে উপভোগ এবং ক্রয়বিক্রয় ও আয়-ব্যয় অবক্ষণ করিবে । ৩৫ ।

ব্যাখ্যা । যাহাদিগের পক্ষে সুরাপান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে, তাহাদিগের এই সকল বস্তু সঞ্চয় ও ব্যবহার ধৰ্ম্মগৃহিত নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণাদির পক্ষে ইহ অত্যন্ত নিষিদ্ধ । বাৎসায়নের সিদ্ধান্ত অনুসারে শিষ্টগণের সুরাকুস্তী সঞ্চয় বা তাহার ব্যবহার কর্তব্য নহে; তবে প্রাণাত্যয়ে ঔষধাদির জন্য তাহার ব্যবহার ধৰ্ম্মশাস্ত্রেও কথঞ্চিৎ অনুমোদিত আছে । অশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে যাহা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির আশ্রয়, তাহার ব্যত্যয় যাদৃচ্ছিক ব্যবহারের প্রতিষেধি ইহাতে আছে । ৩৫ ।

নায়কমিত্রাণাঞ্চ স্রগনুলেপনতাম্বূলদানৈঃ পূজনং ত্রায়তঃ ॥ ৩৬ ॥
শৃঙ্গশস্ত্রপরিচর্য্যা তৎপারতন্ত্র্যমনুত্তরবাদিতা পরিমিতাপ্রচণ্ডালাপ-
করণমনুচ্চৈর্হাসঃ ॥ ৩৭ ॥ তৎপ্রিয়াপ্রিয়েষু স্প্রিয়াপ্রিয়েষিব হৃত্তিঃ ।
৩৮ ॥ ভোগেষু তৎসেকঃ ॥ ৩৯ ॥ পরিজনে দাক্ষিণ্যম্ ॥ ৪০ ॥ নায়-
কস্তানিবেদ্য ন কস্মৈচিদানম্ ॥ ৪১ ॥ স্বকৰ্ম্মণ্যু ভূতজননিয়মন-
মুৎসবেষু চাস্ত্র পূজনমিত্যেকচারিণীযুত্তম্ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ । নায়কের মিত্রদিগকে ত্রায়পথে দান, অম্বুলেপন ও তাম্বূল দান করিয়া তাহাদিগের পূজা করিবে । শৃঙ্গ ও শস্ত্রের পরিচর্যা করিবে তাহাদিগের অধীন হইয়া থাকিবে । তাহাদের কথায় কথায় উত্তর দিবে ন

পরিমিত ও মৃদুভাবে আলাপ এবং অল্পকাল হস্ত করিবে। আর তাঁহাদিগের প্রিয়জনের প্রতি নিজ প্রিয়জনের স্নায় এবং তাঁহাদিগের অপ্রিয় জনের প্রতি নিজ অপ্রিয় জনের স্নায় ব্যবহার করিবে। ভোগে গর্বপ্রকাশ করিবে না। বৈজনে দাক্ষিণ্য (অল্পকাল) প্রকাশ করিবে। নায়কে না বলিয়া কাহাকেও কিছু দিবে না। ভৃত্যজনকে স্ব স্ব কার্য্য-পালনে বাধ্য রাখিবে। উৎসবাদিতে তাহাদিগের পুরস্কার করিবে। ইহাই একচারিণী নায়িকার ব্যবহার। ৩৬—৪২।

প্রবাসে মঙ্গলমাত্রাভরণা দেবতাপবাসপরা বার্তায়াং স্তিতা
গুহানবেক্ষেত ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। স্বামী প্রবাসে গমন করিলে (একচারিণী ভার্য্যা অস্ত্র অভরণাদি পরিধান করিবে না) কেবল যাহা মাপলা অভরণ (শঙ্খ সিন্দূরাদি) তাহাই পরিধান করিবে ও দেবতার স্তীত্যার্থ উপবাসাদি করিবে, প্রবাসী পত্নীর বস্ত্রস্বত্ব অবগত হইবার জন্ত উৎসুক থাকিবে অথচ গৃহকর্ম্ম পরিদর্শন করিবে। ৪৩।

শয্যা চ গুরুজনমূলে ॥ ৪৪ ॥ তদভিমতা কার্য্যানস্পত্তিঃ ॥ ৪৫ ॥
নায়কাহভিমতানাং চার্থানামর্জ্জনে প্রতिसংস্কারে চ যত্নঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। স্বামী বিদেশ গমন করিলে শান্তদ্বীর নিকট শয়ন করিলে এবং গুরুজনের মত লইয়া কার্য্য করিবে। নায়কের অভিমত অর্থে অজ্ঞান ও অশক্ত অজ্ঞিত অর্থের সম্প্রদান বিষয়ে যত্নশীল হইবে। ৪৪—৪৬।

নিতানৈমিত্তিকেষু কৰ্ম্মসূচিতো ব্যয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ তদারক্ণানাঞ্চ
কৰ্ম্মণাং সমাপনে মতিঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ। নিতানৈমিত্তিক কার্য্যে উপযুক্ত ব্যয় ও স্বামিকর্ত্তব্য আরক্ণ কৰ্ম্ম সকলের সমাপন করিবার জন্ত মতি রাখিবে। ৪৭; ৪৮।

ব্যাখ্যা। পূৰ্ব্ব শ্লোকে যে জিবিধ নায়িকার কথা বলা হইল, তন্মধ্যে

কুলাঙ্গনা ধন্য প্রভৃতি সব গুলিই পাইয়া থাকে ; আর পুনর্ভূ এবং বেঞ্চ অংশ কাম প্রভৃতি প্রাপ্ত হয় । ৪৮ ।

জ্ঞাতিকুলস্থানভিগমনমগ্ধত্র ব্যসনোৎসবান্ভ্যাম্ ॥ ৪৯ ॥ তত্রাপি
নায়কপরিজনাদিষ্ঠিতায়া নাতিকালমবস্থানমপরিবর্তিতপ্রবাসবেষত
চ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ । ব্যসন ও উৎসব ভিন্ন অগ্ন সময়ে পিতৃগৃহে গমন করিবে না ।
বাসন ও উৎসবাদিতে যদি যাইতে হয়, স্বামীর আশ্রয়গণের সঙ্গে যাইবে এবং
ঝড়িত ফিরিয়া আসিবে । তখনও প্রবাস-বেশ ত্যাগ করিবে না । ৪৯ । ৫০ ।

গুরুজনানুজ্ঞাতানাং করণমুপবাসানাম্ ॥ ৫১ ॥ পরিচারকৈঃ
শ্রুতিভিরাজ্ঞাদিষ্ঠিতৈরনুমতেন ক্রয়বিক্রয়কৰ্ম্মণা সারস্থাপূরণং
তনুকরণঞ্চ শক্ত্যা ব্যয়ানাম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ । গুরুজনের অনুজ্ঞা পাইলে উপবাস করিবে । পাবিত্র চরিত্র
আজ্ঞানুবর্তী পরিচারকগণের ক্রয় বিক্রয়াদি দ্বারা ধনকাজ করিবে এবং
যথাশক্তি ব্যয়ের অন্নতা করিবে । ৫১ । ৫২ ।

আগতে চ প্রকৃতিস্থায়ী এবং প্রথমতো দর্শনং দৈবতপূজনমুপ-
হারাণাং চাহরণমিতি প্রবাসচর্য্যা ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ । স্বামী প্রবাস হইতে আগমন করিলে প্রবাসবেশেই তাঁহার
সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিবে । পরিজনের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার কুশলার্থ
দেবতা-পূজা ও উপহার-আহরণাদি করিবে । প্রবাসচর্যা এইরূপ । ৫৩ ।

ভবতশ্চান্দ্র শ্লোকো—

সদব্রতমনুবর্তিত নায়কস্ত হিতৈষিণা ।

কুলষোষা পুনর্ভূবা বেষ্টা বাপেকচার্ণা ॥ ৫৪ ॥

ধর্ম্মমর্থং তথা কামং লভন্তে স্থানমেব চ ।

নিঃসপত্নঞ্চ ভর্তারং নার্যাঃ সদ্যুতমাশ্রিতাঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ-বাৎস্তায়নোয়ে কামসূত্রে ভাৰ্য্যাধিকারিকে তৃতীয়েহধিকরণে

একচারিণীরূতং প্রবাসচর্যা চ প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । এ বিষয়ে শ্লোক আছে :—নায়কহিতৈষিণী কুলস্থী সপাচারেরই
হনুবর্তন করিবে ; পুনর্ভূ এবং একচারিণী বেষ্ঠাও কুলান্ধনারই অনুবর্তন
করিবে । সদ্যুতশালিনী নায়িকাগণ তাহাতে ধর্ম্ম অর্থ, কাম এবং স্বামিলাভে
ক্ষম হয় । ৫৪ । ৫৫ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

জাডাদৌঃশীল্যদৌর্ভাগোভাঃ প্রজানুৎপত্তেরাভীক্ষণে দারিকোৎ-
পত্তেনািয়কচাপলাদ্বা সপত্ন্যধিবেদনম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । জাডা—জড়তা গৃহকর্মে অপটুতা ; দৌঃশীলা—দুঃশীলতা
অপ্রভাষণ প্রভৃতি ; দৌর্ভাগ্য—স্বামীর বিষদৃষ্টি এবং রোগ প্রভৃতি ; বক্ষাহ,
অসুস্থ কষ্ট-প্রসবকরণ প্রভৃতি পত্নীদোষে ও নায়কের চপলতাদোষে
পত্নী হয় । ১ ।

তদাদিত এব ভাক্তিশীলবৈদগ্ধ্যখ্যাপনেন পরিজিহীর্ষেৎ ॥ ২ ॥
প্রজানুৎপত্তৌ চ স্বয়মেব সাপত্নে চোদয়েৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । অতএব ভক্তি, সুশীলতা ও বিচক্ষণতা খ্যাপন দ্বারা পতির
পূর পত্নীগ্রহণ যাহাতে না হয়, তাহাই করিবে । তবে যদি বক্ষ্যাদোষে সন্তান
ৎপত্তি না হয়, তবে স্বামীকে বিবাহ করিতে নিজেই প্ররতি দিবে । ২ । ৩ ।

ব্যাখ্যা। কর্মে অপটুতা থাকিলেও স্বামী যদি বুঝেন, আমার এই পত্নী অতি সুশীলা এবং ভক্তিমতী, তাহা হইলে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়া সেই পত্নীর মনে ক্রেশ দিতে তাহার সন্তোচ উপস্থিত হইবে। যদি অপ্রিয়-কথন প্রভৃতি দোষ থাকে, তাহা হইলে স্বীয় বিচক্ষণতা দ্বারা তাহার সংযম করিবে। রোগাদি থাকিলেও ঐ সকল গুণে চিকিৎসা দ্বারা রোগশান্তি বিষয়ে স্বামীর সমর্থক চেষ্টা হয়—দ্বিতীয় দারগ্রহে নহে। স্বামীর বিষদৃষ্টি প্রথম হইতে হইলে ভক্তি প্রভৃতি গুণে তাহা অপনোত হইয়া থাকে। যাহার বিচক্ষণতা আছে সেই রমণী পতির চপলতাও উপযুক্ত ব্যবহারে প্রশমিত করিতে পারে বহু কষ্টা জন্মিলেও পত্নীর গুণমুগ্ধ স্বামী তাহারই গর্ভে ভবিষ্যতে পুত্র-জন্মেও আশা করিয়া থাকে, দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করে না। এই জন্তই ২য় সূত্রে পত্নী অতি প্রয়োজনীয় তিনটি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই সকল গুণবস্তুর পাশ্বে সপত্নী-সংঘটনের বিশেষরূপ বারক হয় না। এইজন্ত পরবর্ত্ত সূত্রে তাহার প্রতিকার উপদিষ্ট হইয়াছে। ২। ৩।

অধিবিদ্যমানা চ যাবচ্ছক্তিযোগাদান্ননোহধিকত্বেন স্থিতিং
কারয়েৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। নারিকার সপত্নীযুক্ত হইলে যথাশক্তি শীলাদিযোগদ্বারা সপত্নী গণের মধ্যে প্রাধান্ত-স্থাপনে যত্ন করিবে। ৪।

‘আগতাং চৈনাং ভগিনিকাবদীক্ষেত ॥ ৫ ॥ নায়কবিদিতং
প্রাদৌষিকং বিধিমতীং যত্নাদন্তাঃ কারয়েৎ ॥ ৬ ॥ সৌভাগ্যজ-
বৈকৃতমুৎসেকং বাসা নাঙ্গ্রিয়েত ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। সপত্নী আগমন করিলে তাহাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর স্থায় দেখিবে স্বামী জানিতে পারে, একরূপ ভাবে অভ্যস্ত যত্ন সহকারে সপত্নীর নৈশবেশ করিয়া দিবে। তাহার সৌভাগ্যজনিত বিকৃতি এবং গার্ভের প্রশংসা দিবে না। ৫—৭।

ভর্তরি প্রমাদান্তীমুপেক্ষেত ॥ ৮ ॥ যত্র মন্তেতার্থমিয়ং স্বয়মপি
প্রতিপৎস্যত ইতি তত্রৈনামাদরত এবানুশিষ্যাং ॥ ৯ ॥

অনুবাদ । সপত্নী যদি স্বামিঘটিত কোন কার্যে অসাবধান হয়, তবে তাহা
উপেক্ষা করিবে । কিন্তু যদি মনে করে এই অনবধানতা সপত্নী স্বয়ংই বুঝিতে
পারিবে, তাহা হইলে আর করিয়াই তাহাকে প্রথমে উপদেশ দিবে । ৮ । ৯ ।

নায়কসংশ্রবে চ রহস্য বিশেষানধিকান দর্শয়েৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । পতি জানিতে পারে এমনভাবে অথচ অন্তে স্তনিত না পায়,
একপে নিজ্জনস্থানে নায়কে বাহ্য দর্শিত হয় নাই এইরূপ কলা সপত্নীকে শিক্ষা
দিবে । ১০ ।

তদপ্তোষবিশেষঃ ॥ ১১ ॥ পারজনবর্গেহধিকানুকম্পা ॥ ১২ ॥
মিত্রবর্গে প্রীতিঃ ॥ ১৩ ॥ আত্মজ্ঞাতিষু নাত্যাদরঃ ॥ ১৪ ॥ তজ্-
জ্ঞাতীষু চাতিসম্ভ্রমঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ । তাহার সন্তানে নিজ গভজাত সন্তানের আয় ব্যবহার করিবে ।
পারজনবর্গে অধিক অনুকম্পা প্রদর্শন করিবে । মিত্রদিগকে প্রীতি দেখাইবে ।
নিজ জ্ঞাতিবর্গকে সমধিক আদর করিবে না । সপত্নীর জ্ঞাতিদিগকে সমধিক
সম্মান প্রদর্শন করিবে । ১১—১৫ ।

বহ্নীভিত্ত্যধিবিন্না অবাবহিতয়া সংসৃজ্যেত ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ । অনেক সপত্নী থাকিলে, তাহার অব্যাহিত পরে যে বিবাহিত
হইয়াছে তাহারই সহিত মিশিবে । ১৬ ।

যাং তু নায়কৌহধিকাং চিকীর্ষেদ্ভাং ভূতপূর্ববৃত্তগদ্যা প্রোৎ-
সাহ্য কলহয়েৎ ॥ ১৭ ॥ ততশ্চানুকম্পেত ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । নায়ক যাহাকে বর্তমানে অধিক ভালবাসে তাহার সহিত, পূর্বে
যাহাকে ভাল বাসিত তাহার সঙ্গে কলহ বাধাইয়া দিবে । তৎপরে কলহিতা

অর্থাৎ পূর্বের আদরপ্রাপ্তা সপত্নী যাহার সহিত কলহ করিয়াছে, তাহাকে গোপনে আশ্বাস দিবে । ১৭ । ১৮ ।

তাভিরেকহেনাধিকাং চিকীর্ষিতাং স্বয়মবিবদমানা দুর্জ্জনী-
কুর্যাৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ । স্বামী যাহাকে সর্বসপত্নীর উপরে স্থান দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আপনি বিবাদ না করিয়া ঐকমত্যে অল্প সপত্নীগণের সহিত কলহ বাধাইয়া তাহার দুর্জনতা প্রতিপন্ন করিবে । ১৯ ।

নায়কেন তু কলহিতামেনাং পক্ষপাতাবলম্বনোপযুক্তহিতামাশ্বা-
সয়েৎ ॥ ২০ ॥ কলহং চ বর্জয়েৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ । তাহার পর নায়ক সেই রমণীর দুর্জনতার কথা বলাতে নায়কেব সহিত কলহ হইলে জ্যেষ্ঠা সপত্নী তাহার পক্ষ গ্রহণ করিবে ; তখন সে সাহস পাইয়া স্বামীর কথার প্রত্যুত্তর করিলে তাহাকে (গোপনে) আশ্বাস দিবে । এইরূপে নায়কের সহিত ঐ সপত্নীর কলহ বাড়াইয়া দিবে । ২০ । ২১ ।

মন্দং বা কলহমুপলভ্য স্বয়মেব সংযুক্তয়েৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ । কলহ মিটিবার উপক্রম বুঝিলে আপনিই উদ্ধাইয়া দিবে । ২২ ।
যদি নায়কোহস্ত্রামদ্যাপি সানুনয় ইতি মন্ত্বেত তদা স্বয়মেব
সঙ্কো প্রযতেতেতি জ্যেষ্ঠারূতম্ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ । যদি নায়ক অদ্যাপি সেই কলহিতা সপত্নীর প্রতি অনুকূল হই-
বুঝে, তবে নিজেই তাহাদিগের কলহে সন্ধি স্থাপনে যত্ন করিবে । ইহাই
জ্যেষ্ঠারূত-নামক প্রকরণ । ২৩ ।

কনিষ্ঠা তু মাতৃবৎ সপত্নীং পশ্যেৎ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ । কনিষ্ঠা সপত্নী জ্যেষ্ঠাকে মাতার স্থান দেখিবে । ২৪ ।

জ্ঞাতিদায়মপি তস্তা অবিদিতং নোপযুক্তোত ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ । নিজ পিতৃকুলের প্রদত্ত ধনও তাহার অজ্ঞাতভাবে ব্যবহার করিবেন । ২৫ ।

আত্মসুভাস্তাংস্তদধিষ্ঠিতান্ কুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ । আত্মকর্তব্য, জ্যেষ্ঠার মতমতই করিবে । ২৬ ।

অনুজ্ঞাতা পতিমধিশ্রীত ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ । জ্যেষ্ঠার অনুজ্ঞা লইয়া পতিশ্রয়নে যাইবে । ২৭ ।

ন বা তস্তা বচনমগ্ৰস্তাং কথয়েৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ । জ্যেষ্ঠার কথা অগরের নিকটে বলিবে না । ২৮ ।

তদপত্যানি স্বেভোহধিকানি পশ্যেৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ । তাহার সন্তানদিগকে নিজের সন্তান অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিবে । ২৯ ।

রহসি পতিমধিকমুপচরেৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ । স্বামীকে নিজ্জনে অত্যাপেক্ষা অধিক উপচারে আপ্যায়িত করিবে । ৩০ ।

আত্মনশ্চ সপত্নীবিপ্রকারজং দুঃখং নাচক্ষীত ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ । সপত্নাজানত দুঃখ স্বামিসকাশে বলিবে না । ৩১ ।

পত্নাশ্চ সর্বিশেষকং গৃঢ়ং মানং লিপ্সেত ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ । স্বামি-সকাশে গুপ্তভাবে অত্যাপেক্ষা সর্বিশেষ আদর পাইবার অভিলাষ করিবে । ৩২ ।

অনেন খলু পথ্যদানেন জীবামীতি ক্রিয়াৎ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ । সেইরূপ আদর পাইলে বলিবে—আমি এই পথের গুণেই ঐচ্ছিয়া আছি । ৩৩ ।

ভর্তৃঃ শ্লাঘয়া রাগেন বা বাহিনীচক্ষীত ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ । বড়াই করিবার জন্য অথবা স্নেহবশে বাঞ্ছিত স্বামী । এই গুপ্ত
আদরের কথা প্রকাশ করিবে না । ৩৪ ।

ভিন্নরহস্যং হি ভর্তৃ রুবজ্ঞাং লভতে ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ । সে কথা প্রকাশ করিলে স্বামীর অবজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে । ৩৫ ।

জ্যেষ্ঠাভ্যাচ্চ নিগূঢ়সম্মানার্থিনী স্তাদিতি গোনর্দনীয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ । গোনর্দনীয় বলেন—জ্যেষ্ঠা সপত্নীর ভয়ে গুপ্ত আদর লাভ
ইচ্ছা করিবে । ৩৬ ।

বাখ্যা । যে কারণেই হউক, গুপ্ত আদর ইচ্ছা করা বাৎসর্য্যনের নিজ
মতও বটে । (৩২ সূত্র দ্রষ্টব্য) । ৩৬ ।

দুর্ভগামনপত্যাং চ জ্যেষ্ঠামনুকম্পেত নায়কেন চানুকম্পয়েৎ ৩৭

অনুবাদ । জ্যেষ্ঠাসপত্নী যদি অপতাহীনা এবং দুর্ভগা হয়, তাহা হইলে
তাহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিবে ও স্বামিয়ারা অনুকম্পা করাউবে । ৩৭

প্রসঙ্গ হেনামেকচারিণীস্বস্তমনুভিষ্ঠেদিতি কনিষ্ঠাস্বস্তম্ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ । এইরূপ জ্যেষ্ঠাসপত্নীকে অতিক্রম করিয়া স্বামীকে আশ্রয়
আনিয়া একচারিণীরূতা হইবে । ইহাই কনিষ্ঠারূত প্রকরণ । ৩৮ ।

বিধবা হিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যাদাতুরা ভোগিনং গুণসম্পন্নং চ বা পুন-
র্বিবন্দেত সা পুনর্ভূঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ । যে বিধবা হিন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্যবশতঃ কামাতুরা হইয়া গুণসম্পন্ন
ভোগী নায়ককে পুনরায় আশ্রয় বরে, সে পুনর্ভূঃ । ৩৯ ।

যতস্তু স্নেহায় পুনরপি নিঃস্রবণং নিঃস্রবণোহয়মিতি তদাঙ্গ-
কাঙ্ক্ষেদিতি বাভ্রবীয়াঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ । বাভ্রবামতাবলম্বগণ বলেন,—বিধবা প্রথমে যাহার নিকট
আসিয়াছে, তাহাকে নিঃস্রবণ বৃকিলে পুনরায় স্নেহায় নিঃস্রবণ হইয়া অঙ্গ
পুরুষকে আকাঙ্ক্ষা করিবে । ৪০ ।

সৌখ্যার্থিনী সা কিলান্নং পুনর্বিবন্দেত ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ। তাহাতেও যদি তাহার ভোগসুখ চরিতার্থ না হয়, তাহা হইলে ভোগ-সুখের জন্য অল্প পুরুষেরও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। ৪১।

গুণেষু সোপভোগেষু সুখসাকলাৎ তস্মান্নতো বিশেষ ইতি
গোনর্দনীয়ঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। গোনর্দনীয় বলেন,—ভোগে। সহিত নায়কগুণ বিদ্যমান থাকিলে তবে সমস্ত সুখলাভ সম্ভবপর হয়। বাজেই নিম্ভণ ভোগী হইতে অন্যান্য ভোগী উৎকৃষ্ট। ৪২।

আগ্নানশ্চিহ্নানুকূল্যাদিতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ। মনের অনুকূলতা লইয়াই কথা, গুণ অগুণ সকল স্থলে থাকে না; ইহাই বাৎস্তায়নের মত। অর্থাৎ বাৎস্তায়ন বলেন—যদি ভোগী গুণী ন্যূনকেও তাহাব মনঃপ্রীতি না হয়, তাহা হইলে যেখানে মনঃপ্রীতি, সেই ন্যূনকেবটে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ৪৩।

বাণ্য। বাৎস্তায়নের সিদ্ধান্ত এই,—পুনর্ভু ও পতিতা বিধবা ভোগসুখের জন্য ধনো জলাঞ্জলি দিয়া একবার যখন একজনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তখন স্বেচ্ছায় যদি তাহার মনের মত ভোগ-সুখ না হয়, তাহা হইলে যতদিনে তাহাব সেই অভিলাষ পূর্ণ না হইবে, ততদিনই এক পুরুষের নিকট হইতে অপর পুরুষে—শেষ স্থানে পুরুষান্তরের নিকট গমন করিবে, ইহাকে নূতন বিশেষ দোষ আর কি হইবে? ইহা দ্বারা পুনর্ভু হওয়া যে অংশ তাহাও যে বেষ্ঠাভাবের প্রথম সংস্করণ এবং পুনর্ভু ভাব্যাও যে বেষ্ঠাবৎ অবিস্মৃত তাহাই বাৎস্তায়ন বিচার দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছেন। ৪৩।

সা বাঙ্কবৈর্নয়িকাদাপানকোদ্যানশ্রদ্ধাদানমিত্রেপূজনাদি বায়সহিস্থৌ
কর্ষ লিপ্সেত ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ। সেই বিধবা নায়ক-সন্নিধানে বাঙ্কবগণের দ্বারা আপানক,

উদ্যানক্রীড়া, ব্রহ্মাদান ও যিত্রপূজাদি ব্যয়সংলগ্ন কার্য পাইবার বাসনা প্রকাশ করিবে । ৪৪ ।

আত্মনঃ সারোণ বালঙ্কারং তদীয়মাত্মীয়ং বা বিভূষাৎ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ । সেই সকল কর্মস্থলে যে অলঙ্কার ধারণ করিবে, তাহা হয় আপনার ধনস্বারা প্রস্তুত, অথবা নায়কের প্রদত্ত কিংবা আপনারই পূর্বসঞ্চিত হইবে । ৪৫ ।

প্রীতিদায়েষনিয়মঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ । প্রীতি-প্রদত্ত অলঙ্কার-বিষয়ে ধারণের কোন নিয়ম নাই । ৪৬ ।

ব্যাখ্যা । পূনর্ভূ পূর্ব পতির ধনের অধিকারিণী হয় না, সুতরাং উত্তরাধিকারস্থত্রে তাহাদিগের অলঙ্কার লইয়া ব্যবহার করিতে পারিবে না । 'আপান-কাদি স্থানে অস্ত্র অলঙ্কারও ধারণীয় নহে ; তাহাতে নায়কের অসম্মান হইতে পারে । এই জন্ত সেই সকল স্থলে ধারণীয় অলঙ্কারের একটা নিয়ম করা হইল । কিন্তু কোথাও আর কোন প্রকার অলঙ্কার যে ধারণ করিতে পারিবে না, এমন নিয়ম নহে । স্বাধীনরূপে প্রীতিপ্রযুক্ত যে অলঙ্কারাদি দ্রব্য অস্ত্রেও প্রদান করিবে, তদ্বষয়ে কোন নিয়ম নাই । তাহা ধারণ করিতে পারে, সক্ষম করিয়া রাখিতেও পারে । ৪৬ ।

স্বেচ্ছয়া চ গৃহান্নির্গচ্ছন্তী প্রীতিদায়াদশ্রমায়কদন্তং জীয়েত ।
নিষ্কাশ্যমানা তু ন কিঞ্চিদদ্যাৎ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ । স্বেচ্ছায় নায়িকা যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবে, তখন তাহার প্রীতিদায় (অনুবাগ' জন্ত যৌতুকাদি) ব্যতীত তাৎকালিক নায়কের প্রদত্ত যাহা থাকিবে, তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে ; কিন্তু তাহাকে নিষ্কাশন করা হইলে কিছুই দিতে হইবে না । ৪৭ ।

সা প্রভবিমুরিব তস্য ভবনমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ । বিধবা স্বামিনীর স্থায় নায়কগৃহ অবলম্বন করিবে । ৪৮ ।

কুলজাত্য তু প্রীত্যা বর্ত্তেত ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ। পুনর্ভূ নাথিকা নায়কের ধর্ম্মপত্নীগণের সাহিত প্রীতি-সংস্থাপন করিবে। ৪৯।

দাক্ষিণ্যেন পরিজনে সর্ব্বত্র সপরিহাসা মিত্রেষু প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫০ ॥
কলাস্ত কৌশলমধিকশ্চ চ জ্ঞানম্ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। সকল পরিজনের প্রতি দাক্ষিণ্য-প্রকাশ, সর্ব্বত্র মিত্রগণের প্রতি সপরিহাস গোরব প্রদর্শন এবং কলাবিষয়ে কৌশল ও নায়কের অবিদিত বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতা দেখাইবে। ৫০। ৫১।

কলহস্থানেষু চ নায়কং স্বয়মুপালভেত ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। কলহ স্থান সমুদয়ে নায়ককে নিজেই তিরস্কার করিবে। ৫২।
ব্যাখ্যা। সঞ্চিত বস্তুর অপব্যয়, শৈৱিণীসংসর্গ, অন্তত্ব হই বা ততোধিক গতি যাপন ও বাসক হইতে অন্তত্ব গমন এইগুলি নায়ক-নায়িকার পক্ষে কলহ স্থান। ৫২।

রহসি চ কলয়া চতুষ্টয়ট্যানুবর্ত্তেত ॥ ৫৩ ॥ সপত্নীনাং চ স্বয়-
মুপকূর্ষ্যাৎ ॥ ৫৪ ॥ তাসামপতোষাভরণদানম্ ॥ ৫৫ ॥ তেষু
সামিবদূপচারঃ ॥ ৫৬ ॥ মণ্ডনকানি বেষানাদরেণ কুর্ক্বীত ॥ ৫৭ ॥
পরিজনে মিত্রবর্গে ঞ্চাধিকং বিশ্রাণনম্ ॥ ৫৮ ॥ সমাজাপানকোদ্যান-
যানবিহারশীলতা চেতি পুনর্ভূষন্তম্ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ। িজ্ঞান স্থানে চতুষ্টয় কলার অনুবর্ত্তন করিবে। স্বয়ংই সপত্নীগণের উপকারজনক কর্ম্ম করিবে। তাহাদিগের সন্তানগণকে অলঙ্কার প্রদান করিবে। তাহাদিগের উপরে অভিভাবকবৎ আচরণ করিবে। শব্দে পুষ্পাঙ্কুলেশনাদি বেশভূষা করিবে। পরিজন ও স্বজনদিগকে অধিক দান করিবে। গোষ্ঠীশীলতা, আপানশীলতা, উদ্যানবিহার ও যাত্রাকাৰ্য্যাদি যত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিবে। এই সমস্তই পুনর্ভূষন্ত। ৫৩—৫৯।

ব্যাপ্য। এই পুনর্ভূত্বের মধ্যে দেখা যায়, দুই প্রকার পুনর্ভূত উল্লেখ আছে; এত প্রকার পুনর্ভূত বৈধব্যের পরে এক পুরুষগামিনী এবং অপর প্রকার পুনর্ভূত তদধিক-পুরুষগামিনী। রাজ শাসনানুসারে ইহারা বেষ্ঠা-শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত না হওয়ায় ইহাদিগকে পুনর্ভূত-শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। বাস্তবিক ইহারাও বেষ্ঠারই অন্তর্গত। বেষ্ঠাদের এবং বেষ্ঠা সম্পর্কে কতকগুলি রাজশাসন আছে। সেই রাজশাসন বহু পুরুষগামিনী পুনর্ভূতেও খাটে না বলিয়া ইহারা ধর্মশাস্ত্রানুসারে বেষ্ঠামধ্যে পরিগণিত হইলেও কামশাস্ত্রে তাহাদিগকে পৃথক স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে। ৫৩—৫৯।

দুর্ভগা তু সাপত্নকপীড়িতা বা তাসামধিকমিব পত্যাবূপচরে-
ভ্রামাশ্রয়েৎ ॥ ৬০ ॥ প্রকাশ্যানি চ কলাবিজ্ঞানানি দর্শয়েৎ ॥ ৬১ ॥
দৌর্ভাগ্যা দ্রহস্থানামভাবঃ ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ। যে অভাগিনী সপত্নী-পীড়িতা হইবে, সে অধিক মাত্রায় পরিচর্যা করিবে ও তাহাদের মধ্যে যে স্বামীর সঙ্গাপেক্ষা ভালবাসার পাত্রী, তাহাবই আশ্রিতা হইবে। প্রকাশ্যভাবে কলাবিজ্ঞান প্রদর্শন করিবে,—কারণ, দুর্ভাগা-বশতঃ রহস্তভাবে কলাপ্রদর্শন করা তাহার পক্ষে ঘটিবে না। ৬০—৬২।

নায়কাপত্যানাং ধাত্রীকর্ম্মাণি কুর্যাৎ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ। নায়কের (অন্ত স্ত্রী গর্ভজাত) বস্ত্র-পুত্রাদিগের ধাত্রীর কার্য করিবে। ৬৩।

তন্মিদ্মাণি চোপগৃহ্য তৈর্ভক্তিমাত্মনঃ প্রকাশয়েৎ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ। নায়কের মিত্রগণকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগের দ্বারা নায়কের প্রতি নিজের ভক্তি জানাইবে। ৬৪।

ধর্ম্মকৃত্যু চ পুরস্চারিণী স্যাদ্ ব্রতোপবাসয়োশ্চ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ। ধর্ম্মকার্য্যে অগ্রবর্তিনী হইবে এবং ব্রত ও উপবাসেও পক্ষাৎ-পদ হইবে না। ৬৫।

পরিজনে দাক্ষিণ্যম্ । ন চাধিকমাত্মানং পশ্যেৎ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ । পরিজনবর্গের প্রতি অনুকূলতা দেখাইবে, কখনই আপনার আধিক্য (আধিষ্ঠোতা) দেখাইবে না । ৬৬ ।

বাখ্যা । সুভগা রমণী বিলাসে ব্যতিব্যস্ত থাকে, ধর্ম্মকার্য্যে বিশেষতঃ বহু উপবাসে প্ররক্ত হইতে চাহে না ; দুর্ভগা সেই কার্য্যে বিশেষতঃ অগ্রসর ১১৪, নায়ক ধার্ম্মিক হইলে তাহার অনুরাগ দুর্ভগার প্রতি জন্মিতে পারে । ৬৬ ।

শয়নে তৎসাত্ত্বোন্মাত্মনোহনুরাগপ্রত্যানয়নম্ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ । শয়ন-বিষয়েও নায়কের আনুকূল্য করিয়া আপনার প্রতি নায়কের অনুরাগ আকর্ষণ করিবে । ৬৭ ।

ন চোপালভেত বামতাং চ ন দর্শয়েৎ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ । ‘অ’মি তোমার অ’প্রিয়া’ ইত্যাদি কথায় কখনও নায়ককে হির-
হাস্য করিবে না এবং প্রতিকূলতা প্রদর্শন করিবে না । ৬৮ ।

যদা চ কলহিতঃ স্তাৎ কামং তামাবর্ত্তয়েৎ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ । নায়ক যে সপত্নীর সহিত কলহ করিবে, সেই সপত্নীকে সাবধা-
ন বাধ নায়কের অভিযুগী করিবে । ৬৯ ।

যাং চ প্রচ্ছিন্নাং কাময়েস্তামনেন সহ সঙ্গময়েদৃগোপয়েচ্চ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ । নায়ক প্রচ্ছিন্নভাবে যে রমণীকে পাইতে অভিলাষ করে,
তাহার সহিত নায়কের মিলন ঘটাইবে এবং তাহা গোপন রাখিবে । ৭০ ।

যথা চ পতিব্রতাহমশাঠ্যং নায়কো মগ্নোভ তথা প্রতিবিদধ্যাদিত
দুর্ভগাব্যুত্তম্ ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ । নায়ক যাহাতে পতিব্রতা এবং সরলতা ব্হীতে পারে, দুর্ভগা
ইহরূপ ভাবের কাণ্ড করিবে । ইহাই দুর্ভগাবৃত্ত । ৭১ ।

অন্তঃপুরাণাং চ হৃদমেতেষেব প্রকরণেষু লক্ষয়েৎ ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ। এই কয় প্রকরণেই সমস্ত অস্তঃপুরিকাবৃত্ত লক্ষ্য করিবে। ৭২।
 বাখ্যা। একচারিণী প্রকরণ হইতে তৃত্তগা-বৃত্ত পর্য্যন্ত যে কয়টী প্রকরণ
 কথিত হইয়াছে, সাধারণ মানবের অস্তঃপুরিকাবৃত্ত তাহা দ্বারাই বর্ণিত হইয়াছে।
 যথাস্থানে অস্তঃপুর-বিষয়ের অপর বক্তব্যও বিবৃত হইবে। রাজার অস্তঃ-
 পুরিকাবৃত্ত বিষয়ে যে সকল বিশেষ বক্তব্য আছে, তাহা কথিত হইতেছে।
 এই জন্ত এই প্রকরণের নাম অস্তঃপুরিক। ৭২।

মালাগুলেপনবাসাংসি চামাং কঙ্কুকীয়া মহত্তরিকা বা রাজ্ঞো
 নিবেদয়েয়ুর্দেবীভিঃ প্রহিতমিতি ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ। অস্তঃপুরিকাগণের কঙ্কুকী বা মহত্তরিকা মালা গন্ধ বস্ত্র
 লইয়া আসিয়া রাজার নিকট অর্পণ করিবে, বলিবে—দেবীগণ ইহা প্রেরণ
 করিয়াছেন। ৭৩।

বাখ্যা। কঙ্কুকী অস্তঃপুরাধ্যক্ষ সুশীল বৃত্ত ব্রাহ্মণ। মহত্তরিকা—অস্তঃ-
 পুরাধ্যক্ষের সচিব। বুদ্ধ। রমণী। ৭৩।

তদাদায় রাজা নিশ্চাল্যামাসাং প্রতিপ্রাভৃতকং দদাৎ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ। রাজা তাহা গ্রহণ করিয়া অস্তঃপুরিকাগণকে প্রত্যাগহারস্বরূপে
 নিশ্চাল্য প্রদান করিবেন। ৭৪।

অলঙ্কৃতশ্চ অলঙ্কতানি চাপরাহে সর্বাণ্যস্তঃপুরাষ্ট্রিকধোন
 পাশ্চ ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ। রাজা স্বয়ং অলঙ্কৃত হইয়া অপরাহে অলঙ্কৃত সমস্ত অস্তঃ-
 পুরিকাগণকে এক সঙ্গে দর্শন করিবেন। ৭৫।

তাসাং যথাকালং যথার্থং চ স্থানমানানুযুক্তিঃ সপরিহাসাশ্চ
 কথ্যঃ কুর্য্যাৎ ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ। যথাকালে যথাযোগ্যভাবে সেই অস্তঃপুরিকাগণের গৃহপারি-
 পাট্য ও আদরের যথোচিত অনুষ্ঠান করিবেন; এবং পরিহাসের সহিত কথ্য
 করিবেন। ৭৬।

তদনন্তরং পুনর্ভূবন্তথৈব পশ্চৎ ॥ ৭৭ ॥

অনুবাদ। দেবীগণের প্রতি এইরূপ ব্যবহারের পর পুনর্ভূগণকে এক সঙ্গে দর্শনাদি করিবেন। ৭৭।

ততো বেষ্ঠা আভ্যন্তরিকা নাটকীয়াস্চ ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ। তাহার পর আভ্যন্তরিকা ও নাটকীয়া বেষ্ঠা দর্শন করিবেন। ৭৮।
 ব্যাখ্যা। আভ্যন্তরিকা—আভ্যন্তরিকা বেষ্ঠাদিগের পৃথক্ অন্তঃপুর আছে, তাহার পুরুষাস্তরের নয়নপথের অন্তরালে অবস্থিত করে। নাটকীয়া—ইহার আভ্যন্তরিকা-নিপুণা এবং সকলের দর্শনযোগ্য। ইহাদিগেরও অন্তঃপুর আছে বটে, কিন্তু তাহা আভ্যন্তর বেষ্ঠাদিগের বহির্ভাগে স্থাপিত। ৭৮।

তাসাং যথোক্তকক্ষাণি স্থানানি ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ। সেইসকল রাজকীয়া অন্তঃপুরিকাদিগের বাসস্থান যথোক্ত কক্ষ দ্বারা বিভক্ত হইবে। ৭৯।

ব্যাখ্যা। মধ্যে দেবীদিগের বাসস্থান, তাহার বহিঃকক্ষে পুনর্ভূদিগের, তাহার বহিঃকক্ষে আভ্যন্তর বেষ্ঠাদিগের ও তাহারও বাহিরে—নাটকীয় বেষ্ঠাদিগের বাসস্থান। বলা বাহুল্য এই সকল কক্ষ পরস্পর পৃথক্,—দেবীদিগের কক্ষে যে সকল কঙ্করী এবং মহন্তরিকা থাকিবে,—তাহার প্রধান ও তাহা-দিগের কার্য্য দেবী-কক্ষ-রক্ষণ, পুনর্ভূ প্রভৃতির কক্ষের জন্ম পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা, প্রত্যেকেরই এক এক জন প্রধান রক্ষিকা থাকিবে। দেবী-কক্ষের মহন্তরিকা ও পুনর্ভূপ্রভৃতি কক্ষের প্রত্যেক প্রধানা রক্ষিকার সাধারণ সমাজ বাসকপালী। ৭৯।

বাসকপাল্যন্ত যস্য বাসকো যস্যাস্চাতীতো যস্যাস্চ ঋতুস্তৎ-
 পরিচারিকানুগতা দিবা শয্যাথিতস্য রাজস্রাভিঃ প্রহিতমসুলীয-
 কক্ষমশুলেপনমুতুং বাসকং চ নিবেদয়েয়ুঃ ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ। যে দিন যাহার বাসক উপস্থিত; যাহার 'বাসক' অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং যাহার ঋতুবদান কাল, তাহাদিগের পরিচারিকাগণ সমভিব্যাহারে

তৎপ্রেরিত অঙ্গুরীয়ক ও নুলেপন বাসকপালীগণ অপরাহ্নে নিদ্রোথিত রাজাকে অর্পণ করত বাসক ও আর্ন্তবন্দ্যমানের কথা জ্ঞাপন করিবে । ৮০ ।

ব্যাখ্যা । ‘বাসক’ রাজার বাস করিবার নির্দিষ্ট রাত্রি । কোন্ রাত্রিতে কোন্ গৃহে রাজা বাস করিবেন, তাহার একটা নিয়ম রাজাই করিয়া দিবেন । আগন্তুক কারণে তাহার ব্যতিক্রমও ঘটিত । বাসকের প্রচলিত নাম পাল নিয়মানুসারে যে দিন এক অন্তঃপুরিকার ‘পালা’ তিনি সেই দিন তাহার পালার কথা নিজ পরিচারিকা দ্বারা বাসকপালীকে জানাইবেন,—পরে যাহা ‘পালা’ বাদ গিয়াছে—অর্থাৎ সেদিন যেগৃহে রাজার বাস করা হয় নাই, সেই অন্তঃপুরিকাও নিজ পরিচারিকা দ্বারা বাসকপালীকে জানাইবেন, আর যিনি ঋতুস্মাতা তাহার পালার দিন না হইলেও তিনি ঐরূপ জানাইবেন । তখন বিভিন্ন কক্ষের বাসকপালীগণ মিলিত হইয়া পরিচারিকাগণ সমভিব্যাহারে বাজা যখন নিদ্রা হইতে উঠিবেন,—সেই সময়ে রাজার নিকট উপস্থিত হইবে । অনুলেপন রাজার সেবার্থ, অঙ্গুরীয়ক অভিজ্ঞানার্থ । ৮০ ।

তত্র রাজা যদ্ গৃহীয়াত্তস্য বাসকমাজ্ঞাপয়েৎ ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ । তন্মধ্যে হইতে রাজা যাহার অঙ্গুরীয়কাদি গ্রহণ করিবেন—সেই রাত্রি তথায় ‘বাসক’ আজ্ঞাপিত হইবে । ৮১ ।

ব্যাখ্যা । অঙ্গুরীয়ক-গ্রহণই রাজার সেই রাত্রিতে সেই গৃহে গমনের সঙ্কেত বা আজ্ঞা । রাজা নিজ অনুচরভৃত্যকেও সেই আজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া রাখিবেন । ৮১ ।

উৎসবেষু চ সর্ববাসান্নুরূপেণ পূজাপানকং চ সঙ্গীতদর্শ-
নেষু চ ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ । উৎসবে সকল অন্তঃপুরিকারই উপযুক্ত বসন-ভূষণাদি দান দ্বারা মানবর্দ্ধন এবং ‘আপানক’,—(প্রথম অধিঃ চতুর্থ অঃ ৩৮ হৃ) হইবে সঙ্গীতদর্শন-শ্রুতিও মানবর্দ্ধন এবং আপানক হইবে । ৮২ ।

অন্তঃপুরচারিণীনাং বহিরনিষ্ক্রমো বাহ্যানাং চাপ্রবেশঃ । অন্তঃ-
বিদিতশোচাভ্যঃ ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ । অস্তঃপুরচারিকাগণের বহির্নির্গম নাই । বিদিতশৌচা অর্থাৎ সুপরীক্ষিতা ব্যতীত বাহিরের কোন রমণীও (অস্তঃপুরে) প্রবেশ করিতে পারিবে না । ৮৩ ।

অপরিক্লিষ্টশ্চ কৰ্ম্যযোগ ইত্যাস্তঃপুরিকম্ ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদ । তাহাদিগের প্রতি কোন ব্যবহারই যেন পরিক্রেশকর না হয় । ইতি অস্তঃপুরিকবৃত্ত । ৮৪ ।

বাখ্যা । এই ব্যবহার মধ্যে সম্বলনই প্রধান । পরিক্রেশ—বিদ্রোহ হেতু দ্বন্দ্ব ; যেকপ দুঃখ হইলে—দুঃখদাতার প্রতি বিদ্রোহ জন্মে । ৮৪ ।

অবতরণিকা । রাজার অস্তঃপুরিক বৃত্ত এই প্রকরণে কথিত হইল, পুরুষ প্রকরণে একচারিণী প্রভৃতির কর্তব্য উপদেশ দ্বারা সকল রমণীরই কর্তব্য উপদেশ হইয়াছে । এক্ষণে বচনাত্মক সকল পুরুষের কর্তব্য-বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে—

ভবন্তি চান্ন শ্লোকঃ—

পুরুষস্ত বহুন্ দারান্ সমাহত্য সমো ভবেৎ ।

ন চাবজ্ঞাং চরেদাস্ত্ৰ বালীকান্ সহৈত চ ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ । এ বিষয়ে শ্লোক আছে ;—পুরুষ বহুপত্নী গ্রহণ করিয়া সমস্ত সমান হইবে, এতদ্ব্যতীত কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না । অপরাধও ক্ষমা করিবে না । ৮৫ ।

বাখ্যা । কুরূপাকে অবজ্ঞা এবং প্রেমসীর অপরাধ ক্ষমা করিলেও বৈবৰ্ণ্য হয় । যে অপরাধে একজনকে ক্ষমা করিবে সেই অপরাধে অপরকেও ক্ষমা করা উচিত । ৮৫ ।

একস্যাং যা রতিক্রীড়া বৈকৃতং বা শরীরজম্ ।

বিশ্রান্তাদ্যাপ্যুপালন্তন্তমত্যাশ্চ ন কীর্তয়েৎ ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদ । এক পত্নীর যে গুপ্তকার্য্য, অথবা শরীরের যে গুপ্ত বিকলি, অথবা প্রণয়-নির্বন্ধ, তাহা অন্তঃপত্নীর নিকটে কীর্তনীয় নহে । ৮৬ ।

ন দদ্যাৎ প্রসরং স্ত্রীণাং সপত্ন্যাঃ কারণে কচিৎ ।

তথোপালভমানাং চ দৌষৈস্তামেব যোজয়েৎ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদ। কোন কারণেই স্বপত্নীর প্রতি স্পর্ধা করিবার সুযোগ, (পতি স্ত্রীদিগকে দিবে না।) তিরস্কারের কারণ উল্লেখে কোন স্ত্রী সপত্নীকে তিরস্কার করিলে, পতি তিরস্কার-কারিণীকেই দোষ দিবে। ৮৭।

অগ্নাং রহসি বিশ্রাস্তৈরগ্নাং প্রত্যক্ষপূজনৈঃ ।

বহুমানৈস্তথা চাত্মামিতোবং রঞ্জয়েৎ স্ত্রিয়ং ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ। এক পত্নীকে নিজের বিশ্রান্ত-প্রণয় দ্বারা, অপরাধকে প্রত্যক্ষ আলস প্রণয় এবং অগ্নীকে আন্তরিক শ্রদ্ধা দ্বারা, ইত্যাদিরূপে বহু পত্নীরই মনো-রঞ্জন পতি করিবে। ৮৮।

উদ্যানগমনৈর্ভোগৈর্দানৈস্তজ্জাতিপূজনৈঃ ।

রহস্যৈঃ প্রীতিযোগৈশ্চেতৈকৈকামনুরঞ্জয়েৎ ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদ। উদ্যান-গমন, ভোগ, ভূষণাদি-দান, তদীয় পিতৃকুলের সম্মান এবং অন্তঃস্বয়ং অজ্ঞাতে সংসাধিত প্রীতিযোগে প্রত্যেক পত্নীরই অনুরাগ বর্দ্ধন করিবে। ৮৯।

যুবতিশ্চ জিতক্রোধা যথাশাস্ত্রপ্রবর্তিনী ।

করোতি বশ্যং ভর্তারং সপত্নীশ্চাধিষ্ঠিতা ॥ ৯০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ বাৎস্যায়নীর্যে কামসূত্রে ভাৰ্গ্যধিকারিকে তৃতীয়েঃখিকরণে

সপত্নীষু জ্যেষ্ঠারক্তং কনিষ্ঠারক্তং পুনর্ভূক্তং হর্ষগারক্তং আন্তঃপুরিকং

পুরুষশ্চ বহরীষু প্রতিপত্তিঃ দ্বিতীয়েঃখধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। যথাশাস্ত্র কার্ধ্যরতা জিতক্রোধা যুবতীও স্বামীকে বশীভূত করিবে; কেন্দ্রে এবং সকল সপত্নীর উপরে স্থান লাভ করে। ৯০।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

ভাৰ্গ্যধিকারিক নামক তৃতীয় অধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

বৈশিকাথ্যং চতুর্থমধিকরণম্ ।

— ১৩১ —

বেষ্ঠানাং পুরুষাধিগমে রতির্দৃষ্টিশ্চ সর্গাৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। বেষ্ঠাদিগের পুরুষগ্রহণে কুচি এবং অর্থের অর্জন,—সৃষ্টির প্রথমাবস্থা হইতেই চলিয়াছে । ১ ।

বাখ্যা। সৃষ্টির প্রথম বলিতে অপ্সরঃসৃষ্টি এবং তাহাদিগের মানব-সঙ্গ ক্রমে ইয়, সেই সময়কে বুঝিতে হইবে । ১ ।

রতিতঃ প্রবর্তনং স্বাভাবিকং কৃত্রিমমর্থার্থম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। কুচি—রতির প্রতিশব্দ। কুচি হইতে যে পুরুষগ্রহণপ্ররতি দৃষ্ট স্বাভাবিক, আর অর্থার্জনার্থ যে প্রযুক্তি তাহা কৃত্রিম । ২ ।

তদপি স্বাভাবিকবদ্রপয়েৎ ॥ ৩ ॥ কামপরাস্তু হি পুংসাং
বিশ্বাসযোগাৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। কৃত্রিম প্রযুক্তিকেও স্বাভাবিকবৎ দেখাইবে। কারণ অনুরাগ-ভীষ্মগীতেই পুরুষেরা বিশ্বাস স্থাপন করে । ৩ । ৪ ।

অলুকৃতাকং খ্যাপয়েত্তস্ম নিদর্শনার্থম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। (বারাঙ্গনা) অনুরাগপ্রদর্শনার্থ অলুকৃতভাবও খ্যাপন করিবে । ৫ ।

ন চানুপায়েনার্থান সাধয়েদায়তিসংরক্ষণার্থম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । অর্থ আদায় করিবে, কিন্তু কোশলে ; তবেই পরিণাম, মতান্তরে প্রভাব রক্ষা হইবে । ৬ ।

নিত্যমলঙ্কারযোগিণী রাজমার্গাবলোকিনী দৃষ্টমানা ন চাতি-
বিবৃতা তিষ্ঠেৎ পণ্যসম্বন্ধহাৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । সর্বদাই অলঙ্কৃত হইয়া থাকিবে, রাজপথের দিকে দৃষ্টি রাখিতে এবং এমন স্থানে বসিবে যেন লোকেও তাহাকে (যত্ন করিলে) দেখিতে পায় অথচ অতি প্রকাশ্য স্থানেও বসিবে না, কারণ বেষ্ঠা পণ্যতুল্যা । ৭ ।

ব্যাখ্যা । বিক্রেয় দ্রব্য যেমন দেখাইতেও হয় অথচ ঢাকিয়া রাখিতেও হয়, বেষ্ঠা সেইরূপ ভাবে থাকিবে ; অবাধে সর্বদা যাহা দেখা যায়, তাহা দেখিবার জন্য ঔৎসুক্য থাকে না । ৭ ।

বৈনায়কমাবজ্জয়েদন্যাভাশ্চাবচ্ছিন্দাদাত্বানশ্চানর্থং প্রতি-
কুর্যাদর্থক সাধয়েন্ চ গমৌঃ পরিভূয়েত তান্ সহায়ান্ কুর্য্যাৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । (বারাজনা) এমন সগর সংগ্রহ করিবে, যাহাদিগের দণ্ড নায়ককে আকর্ষণ করিতে পারে, অপনা কামিনী হইতে নায়ককে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, স্বীয় অর্থক্ষতির প্রতিকারে সক্ষম হয় এবং গম্য পুরুষগণের দোষাদি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে । ৮ ।

তে দ্বারক্ষকপুরুষা বর্ষাধিকরণহা দৈবদ্রা বিক্রান্তাঃ শূরাঃ
সমানবিদ্যাঃ কলাগ্রোহিণঃ পীঠমর্দবিটবিদূষকমালাকারগান্ধিক-
শৌণ্ডিকরজক্নাপিতভিক্ষুকাস্তে চ তে চ কার্য্যযোগাৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ । নগরপাল প্রভৃতি রক্ষী পুরুষ, প্রাড়্‌বিপাক প্রভৃতি ধন্যায়করণশ্রু, জ্যোতিষী, সাহসী, বলবান্, সহপাঠী, কলা-শিষ্য, পীঠমর্দ, বিট, বিদূষক, মালাকার, গান্ধিক (গন্ধদ্রব্যবিক্রেতা), শৌণ্ডিক, রজক নাপিত এবং ভিক্ষুক ইহারাই বিশেষ বিশেষ কার্য্যসাধন हेতু সহায় হইবার যোগ্য । ৯ ।

ব্যাখ্যা । যাহারা সহায় হইবে, বারাজনা তাহাদিগের প্রণয়িনী হইবে না ।

অবতরণিকা। গম্য নায়ক দ্বিবিধ,—কেবলার্থ এবং প্রীতি-যশোহর্থঃ ।
যাহাদিগের নিকট হইতে অর্থদোহন মাত্রই করিতে হইবে, অন্তরের প্রীতির
সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না, তাহারাই ‘কেবলার্থ’ প্রীতি এবং যশঃ যাহাদিগের
সংসর্গে লাভ হয়, তাহারাই ‘প্রীতিযশোহর্থ’ । ক্রমে এই দ্বিবিধ নায়কের স্বরূপ
বর্ণিত হইতেছে ;—

কেবলার্থাস্তুমী গম্যাঃ—স্বতন্ত্রঃ পূর্ব্বং বয়সি বর্ত্তমানো বিস্তবা-
নপরোক্ষবৃত্তিরধিকরণবানকৃচ্ছাধিগতবিস্তঃ সজ্জঘর্ষবান্ সমুতায়ঃ
সুভগমানী শ্লাঘনকঃ পণ্ডকচ্ছ পুংশদার্থী সমানস্পর্কী স্বভাবত-
ত্যাগী রাজনি মহামাত্রো বা সিদ্ধো দৈবপ্রমাণো বিস্তাবমানী
শুক্লগাং শাসনাতিগঃ সজাতানাং লক্ষ্যভূতঃ সবিত্তৈকপুত্রো লিঙ্গী
প্রচ্ছন্নকামঃ শূরো বৈদ্যশ্চেতি ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । ইহার ‘কেবলার্থ’ গম্য যথা ;—(১) অপরোক্ষ বৃত্তি, ধনাঢ্য,
স্বাধীন যুবক, (২) অধিকারাদ্যক্ষ, (৩) অনায়াসে ধনাগমসম্পন্ন (৪) স-ঘর্ষবান্, (৫)
সমুতায়ুক্ত, (৬) সুভগমানী, (৭) শ্লাঘনক, (৮) পুংশদার্থী ক্রীষ, (৯) সমান-
স্পর্কী, (১০) স্বভাবতঃ ত্যাগী, (১১) রাজা বা মহামাত্র যাহার কথামত কাহা
ক’দন, (১২) দৈবপ্রমাণ, (১৩) বিস্তাবমানী, (১৪) গুরুজনের অবাধ্য, (১৫)
সজাতগণের লক্ষ্যভূত, (১৬) ধনী পিতার একমাত্র পুত্র, (১৭) সন্ন্যাসী, (১৮)
গুপ্ত কামুক, (১৯) শূর এবং (২০) বৈদ্য । ১০ ।

বাখ্যা । (১) অপরোক্ষ বৃত্তি—স্বাধীন অর্জন প্রকাশ্যভাবে হয়, এইরূপ
ধনাঢ্য স্বাধীন যুবকই ‘কেবলার্থ’ নায়কবর্ণের প্রথম । ‘যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ
প্রভুত্বং’—এই তিন একত্র থাকিলে সেই ব্যক্তি অর্থদোহনের বিশেষ পাত্র ।
‘অপরোক্ষ বৃত্তি’ না হইয়া ধনাঢ্য হইলে, চৌর্যাদির আশঙ্কা থাকে, সেরূপ স্থলে
বৈবেচনা বিপদে পড়িতে পারে, এইজন্ত ‘অপরোক্ষ বৃত্তি’ ; ধনাঢ্য না হইলে,
তাহাকে নায়ক করাই বুঝা । গুরুজনের অধীন থাকিলে, তাহার নিকট ধনের
প্রত্যাশাই করা যায় না, তাই ‘স্বাধীন’ ; যুবক না হইলে উদ্যম অল্পরোগ ও

অকাতরে বায় করিতে পারে না। তাই একই নায়কের এতগুলি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। টীকাকার কিন্তু এই মতের অনুকূল নহেন, তাঁহার অর্থ-বিশ্বাসের ভাবে বুঝা যায়, ইহাতে চারি প্রকার 'গম্য' কথিত হইয়াছে,—

(১) স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, অভিভাবকশূন্য, (২) যুবক, (৩) ধনাঢ্য, (৪) অপরাধক রহিত। আমরা এ অর্থগ্রহণে সন্মত নাই, কারণ, স্বতন্ত্র হইলেও নিঃস্ব হইতে পারে, সে ত 'কেবলার্থ' হইতে পারে না, যুবকও নিঃস্ব হইতে পারে, ধনাঢ্য চোর দুই দিন পরে ধরা পড়িতে পারে, অতএব কেবল ধনাঢ্যও গ্রহণীয় হয় না। ভিক্ষাজীবীর রূতিও প্রত্যক্ষ, কিন্তু সে কি কেবলার্থ? অতএব এই চতুর্বিধ ভাব লইয়া এক নায়ক হওয়াই সম্ভব। (২) অধিকারাদ্যক্ষ—'অধিকরণবান' ইহার অর্থ—শুদ্ধাদি বিভিন্ন প্রকারের যে অধিকার আছে তাহার অধ্যক্ষ, সে স্বয়ং অর্থ দানও করিতে পারে, অনেকের উপর প্রভুত্ব থাকায় অন্য দ্বারাও অর্থদান করাইতে পারে। (৩) অথার্জনে ক্রেশ না হইলে তাহার ব্যয়ে সঙ্কোচ হয় না। (৪) সজ্জবান—অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী, ঐ বারাদ্ধনা-নায়িকা বিষয়েই অন্তের সহিত যাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে; ঐ বারাদ্ধনাকে লইয়া দুই ধনীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা—কে কত টাকা দিয়া লইতে পারে—ইহাই সজ্জব। (৫) সতত আয়যুক্ত—কুসীদজীবী প্রভৃতি। (৬) সুভগমানী—আপনি কুরূপ হইলেও আপনাকে যে সুরূপ ও রমণীরঞ্জন বলিয়া মনে কবে—নিঃস্বব্যক্তির এ রোগ থাকে না, ইহা 'বড় মানুষীর' অঙ্গ। অথবা (৫-৬) দুটি মিশাইয়া এক করিবে,—অর্থাৎ যাহার নিত্য আয় আছে—অথচ সুভগমানী। এমন ব্যক্তির নিকট অর্থ আদায় সহজ। (৭) শ্লাঘনক—আশ্চর্যশ্লাঘা বড়াই যে করে। এরূপ লোকের নিকট অর্থ আদায় সহজ। (৮) ধনী নপুংসকের 'পুরুষ' নাম পাইবার বড়ই সাধ হয়। সে বারাদ্ধনা রাখিয়া প্রচুর ধন দ্বারা তাহার—মুখে আপনার—পুরুষতাব প্রকাশ করে। টীকাকার এখানেও—দুই পদে দ্বিবিধ গম্যের সন্ধান দিয়াছেন (১) ক্রাব (২) পুংশদার্থী অর্থাৎ খ্যাতি-কামী এ অর্থ মূল্যেরও বিরুদ্ধ,—'পণ্ডকচ্চ পুংশদার্থী' মধ্যে 'চ' দিয়া মূল্যকার এখানে স্বমত—নিঃসন্দেহ বুঝাইয়া দিয়াছেন, যেখানে 'চ' নাই,—সেখানে

যুক্তিতর্কে যাহা বাহির করিতে হয়, মূলকার এখানে 'চ' দিয়া শীষ্টভাবেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ ছাঁটিপদে এক নায়ককে বুঝাইয়াছেন । ক্রীষ হইলেই গম্য হইবে ইহা যে হান্তকর কথা । আর 'ব্যতিপ্রার্থী' ইহা বুঝাইতে 'পুংলিঙ্গার্থী' বলা কি উচিত ? যাক্ পরের কথা তুলিয়া আর বাড়াইব না । আমার অনুবাদেরই ব্যাখ্যা করি । (৯) বিদ্যা, বা বয়সে কুলে এবং ধনে দুইজন সমান,—তন্মধ্যে একজন যাহা করিবে—অপরে যদি সেইরূপ কাৰ্য্য দেখা দেখি করে তাহাকে সমান-স্পদ্ধী বলা যায় । নায়ক কাহারও সমান-স্পদ্ধী হইলে, বারাক্ষর পক্ষে টাকা আদায়ের সুবিধা । (১২) দৈব-প্রমাণ—ভাগ্যবাদী, টাকা যতই ব্যয় কর না ভাগ্য যত দিন, ততদিন তাহার ক্ষয় নাই, ভাগ্য ফুরাইলে সঞ্চিত টাকাও উড়িয়া যায়—এইরূপ 'বিশ্বাস' যাহার,—সেই ব্যক্তি । (১৩) বিস্তাবমানী—ধনকে যে অগ্রাহ করে—যতদিন আছে খুব মজা করি, না থাকিলে ভিক্ষা করিব—এই ভাব যাহার । (১৫) জ্ঞাতিগণের লক্ষ্য পাত্র—যাহার ধনে উত্তরাধিকারী হইতে জ্ঞাতিগণের ইচ্ছা,—অর্থাৎ নির্বংশ ধনাত্ম্য । টাকাকারের অর্থ আমি উপেক্ষা করিয়াছি । (১৬) 'সাবিত্ত এক পুত্রঃ' ইহা মূলের ভ্রান্ত পাঠ—'সবিত্তৈকপুত্রঃ' শুদ্ধ পাঠ । মুদ্রিত পুস্তকে 'সবিত্ত একপুত্রঃ' পাঠ থাকায়—কথাটা বলিয়া 'দলম' অর্থ অনুবাদে প্রদত্ত । (১৭) সন্ন্যাসী—এখনকার এক প্রকার মহাস্ত । স্থা পুত্র পালন করিতে হয় না, অথচ শিষ্য-সংগ্রহ ও গুণবাদি প্রদান দ্বারা অর্থাগম হয় । তাহার নিকটে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশ । (১৮) গুপ্তকামুক—লোকনিন্দাভয়ে প্রকাশে গণিকালয়ে যায় না, গোপনে যায়—তাহার সেই গুপ্তভাবে অব্যাহত রাখিবার জন্য অর্থব্যয়ে সঙ্কোচ হয় না । (১৯) শূর—বিক্রান্ত, দরিদ্র হইলেও শৌর্য্য প্রদর্শন দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে—কোন ধনকে রক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে । অন্য প্রকারেও সাহায্য করিতে পারে । (২০) বৈদ্য—ব্যাধি-নিরাকরণ দ্বারা ব্যয় বাড়াইয়া দেন । যশস্বী বৈদ্য স্বতঃ পরতঃ অর্থ-প্রদানও করিতে পারে । যাহার অনুবাদ-সহজ—সে অংশের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয় নাই । ১০ ।

প্রীতি-ধনোহর্থাস্ত গুণতোহধিগম্যাঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ । ‘প্রীতিযশোহর্থ’ নায়ক—গুণানুসারেই ‘গম্য’ । ১১ ।

বাখ্যা । অর্গদোহন উদ্দেশ্য না হওয়ায় গুণানুসারে—যে যেরূপ গুণে, অনুরাগিণী, তাহার পক্ষে সেইরূপ নায়ক ভজনীয় । চারুদত্ত, বসন্তদেনা, এইরূপ নায়ক । ১১ ।

অবতরণিকা । গুণ কীর্তিত হইতেছে—

মহাকুলীনো বিদ্বান্ সর্বসময়জ্ঞঃ সর্ববরসজ্ঞঃ কবিরাখানকুশলে
বাগ্মী প্রগল্ভো বিবিধশিল্পজ্ঞো বুদ্ধদর্শী স্থূললক্ষ্যে মহোৎসাহে
দৃঢ়ভক্তিরনসূয়কস্ত্যাগী মিত্রবৎসলো ঘটাগোষ্ঠীপ্রেক্ষণকসমাজ-
সমস্তাত্মীড়নশীলো নীকজোহবাস্তবশরীরঃ প্রাণবানমদ্যাপো বুধো মৈত্র-
দ্রৌণাৎ প্রণেতা লালয়িতা চ । ন চাসাৎ বশগঃ সতত্বস্থিতিরনিষ্ঠ রো-
হনীর্য্যালু বনবশঙ্কী চেতি নায়ক গুণাঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ । মহাকুলপ্রসূত, বিদ্বান্, সর্বসিদ্ধান্তজ্ঞাতা, সর্ববরসজ্ঞ, কবি,
বুদ্ধ-রচনায় কুশল, বাগ্মী, প্রতিভাবান, বিবিধ শিল্পাভিজ্ঞ, বুদ্ধসেবী, স্থূললক্ষ্য
(ইহার বিপবীত কথা ক্ষুদ্রদৃষ্টি) মহোৎসাহ, দৃঢ়ভক্তি, অস্থিাবর্জিত, ত্যাগী,
মিত্রবৎসল, ঘট-গোষ্ঠী-প্রেক্ষণক-সমাজ-সমস্তা-ক্রীড়ায় তৎপর, (সাধারণ
অধি, ৪ অধ্যায়—২৬ শ্লঃ হইতে ৪২ শ্লঃ মধ্যে ইহার অর্থ বিবৃত) অবোদ্য,
অ-বিকলাঙ্গ, বলিষ্ঠ, অ-মদ্যাপ, রমণী-রঞ্জন, স্নেহ-শীল, স্ত্রী-শিক্ষণে ও স্ত্রী-শরীর-
পালনে সুপটু অথচ স্ত্রীবশ নহে, স্বাধীন-ব্রতী, দয়ালু, ঈর্ষ্যাশূন্য এবং অনবশঙ্কী
(অবশঙ্কী অহেতুক শঙ্কায়ুক্ত সন্দেহবায়ুগ্রস্ত যে ব্যক্তি নহে) ইহাতেই নায়ক
গুণ আছে অর্থাৎ ঐ প্রকার নায়কই গুণসম্পন্ন । ১২ ।

বাখ্যা । এই সূত্রে ‘অমদ্যাপ’ কথাটির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত, ইহার
এক অর্থ ‘মদ্যাপ’—মাতাল নহে, কখনও পান করিলে ‘মদ্যাপ’ হয় না । কিন্তু
ইহা সমীচীন অর্থ নহে, ‘আপানক’ প্রভৃতিতে যে মধ্যে মধ্যে মদ্যাপান করে,

নাহাকে ‘মদ্যপ’ বলা যাইবে না কেন ? একবার মদ্য পান করিলে ‘মদ্যপায়ী’ না হইতে পারে, কিন্তু ‘মদ্যপ’ হইবে না কেন ? ‘মদ্যপ’ শব্দে যে প্রকৃতি-প্রত্যয় আছে তদ্বারা একবার মদ্যপান যে ব্যক্তি করিয়াছে, তাহাকে বাদ দেওয়া চলে না । অতএব ‘আপানক’দিতে যে মদ্যপান বাবস্থা তাহা সার্ব-জনিক নহে, যে সেই স্থলেও মদ্যপান করে, তাহাকে সর্বগুণসম্পন্ন নাগরক বলা যায় না, তবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন নাগরকেরা সেইরূপ মদ্যপান করিত, তাহারই প্রতীকস্বরূপ ‘আপানক’ প্রভৃতি স্থলে হইয়াছে । ১২ ।

রূপযৌবনলক্ষণমাধুর্য্যযোগিনী গুণেশ্বরমুরক্তা ন তথার্থেষু প্রীতি-
লংঘোগশীলা স্থিরমতিরেকজাতীয়া বিশেষার্থিনী নিতামকদর্য্যযুগ্মি-
গোঙ্গীকলাপ্রিয়া চেতি নায়িকাগুণাঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ । সুরূপা, যুবতী, সুলক্ষণা, মধুরভাষিনী, গুণামুরক্তা, অর্থে নাদৃশ অনুরাগ যাহার নাই, প্রীতিসংযোগে যাহার স্বাভাবিক অভিকৃতি, স্থিরবুদ্ধি, একজাতীয়া, বিশেষার্থিনী, সদা কার্পণ্যহীনা এবং গোঙ্গীকলা-প্রিয়ঃ—ইহাতে নায়িকাগুণ কথিত হইল অর্থাৎ নায়িকার গুণ—রূপ যৌবন প্রভৃতি । ১৩ ।

ব্যাখ্যা । একজাতীয়া—নায়কের যে জাতি, নায়িকার সেই জাতিতে উৎ-
পত্তি—নায়িকাপক্ষে একটা গুণ । ইহা সরলার্গ হইলেও ইহাতে একটু খটকা
আছে । বনস্তসেনা প্রভৃতি চারুদত্তের সজাতীয়া না হইলেও তাহাকে গুণবতী
বলিয়াই স্থির করা আছে ; বিশেষতঃ গণিকা-দ্বাহিতা নায়কের সজাতি হইলে
সে নায়ককে মহাকুলপ্রসূত বলা যায় না ; অতএব একজাতীয়ার অর্থ—যে
কপটপ্রধান নহে । সর্বদাই ভাব পরিবর্তন করা নায়িকার দোষ । বিশেষা-
র্থিনী—যে-কোন বস্তুর জন্মই যে লালায়িতা, তাহা নহে, কিন্তু যে বস্তুতে
কিছু অসাধারণ আছে, তাহা পাইতে অভিলাষিনী । ১৩ ।

বুদ্ধিশীলাচার আর্জ্জবং কৃতদ্রুতা দীর্ঘদূরদর্শিত্বম্ অবিসংবাদিতা
দেশকালজ্ঞতা নাগরকতা দৈন্ত্যাতিহাসপৈশুশ্যপরিবৃদ্ধক্ৰোধলোভ-

সুস্ত্যাপলবর্জনং পূর্বাভিভাষিতা কামসূত্রকোশলং তদঙ্গবিদ্যাশু
চেতি সাধারণগুণাঃ ॥ ১৪ ॥ গুণবিপর্যয়ে দোষাঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ । বুদ্ধি, শীল, আচার, স্বজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতা, দীর্ঘদর্শিতা ও দূরদর্শিতা, অবিসম্বাদিতা, (অকলহপ্রিয়তা) দেশ ও কালের জ্ঞান, নাগরকবৃত্তের অনুষ্ঠান, অযাচকতা, অতিহাস্য বর্জন, পৈশুণ্য-বর্জন, পরনিন্দা-বর্জন, অক্রোধ, নির্লোভতা, স্তম্ভভাব-বর্জন, চাপলা-বর্জন, পূর্বাভিভাষণ, কামসূত্রে কোশল এবং তাহার অঙ্গবিদ্যায়ও কোশল । ইহাতে নায়ক ও নায়িকা উভয়ের গুণ বর্ণিত হইল । ইহার বিপরীত হইলেই দোষ । ১৪ । ১৫ ।

বাখ্যা । পৈশুণ্য—লাগালাগি করা । ১৪ । ১৫ ।

ক্ষয়ী রোগী ক্রমিশকৃদ্বায়সাস্তঃ প্রিয়কলত্রঃ পরুষকাক্কদর্যো
নিয়গো গুরুজনপরিত্যক্তঃ স্তেনো দন্তশীলো মূলকর্ম্মণি প্রসক্তো
মানাপমানয়োরনপেক্ষী বৈষ্যৈরপ্যর্থহার্যোহতিলজ্জ * ইতিগম্যাঃ ॥ ১৬

অনুবাদ । ক্ষয়ী, মহারোগী, 'ক্রমিশকৃৎ, বায়সাস্ত, প্রিয়কলত্র, কঠোর-ভাবী, রূপণ, নিয়গ, গুরুজনের পরিত্যক্ত, চোর, বঞ্চক, বশীকরণের ঔষধাদি প্রয়োগে তৎপর, মান অপমানের অপেক্ষা যে মানে না, অর্থ পাইলে যে শক্তিরও প্ৰদানত হয় এবং অতিশয় লজ্জাযুক্ত—এই সকল পুরুষ অগম্য । ১৬ ।

বাখ্যা । ক্ষয়ী—যাহার যক্ষ্মা রোগ আছে । মহারোগ—বৃষ্ঠরোগ । ক্রমিশকৃৎ—এক অর্থ, যাহাব বিষ্ঠায় সৰ্বদাই ক্ষুদ্র ক্রিমি থাকে ; অপর অর্থ—শুকের সহিত এক প্রকার কীট থাকে, যে কীটের বিষ্ঠায় সংসর্গকারিণী স্ত্রীলোক জরাগ্রস্ত হয়, যাহার শুক্র সেইরূপ কীটযুক্ত । বায়সাস্ত—যাহার খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই অথবা যাহার মুখে দুর্গন্ধ আছে । ১৬ ।

রাগো ভয়মর্থঃ সজ্জর্যো বৈরনির্ঘাতনং জিজ্ঞাসা পক্ষঃ খেদো
ধর্ম্মো যশোহনুকম্পা সুহৃদ্বাক্যং ব্রীঃ প্রিয়সাদৃশ্যং ধন্যতা রাগা-

পনয়ঃ সাজাত্যং সাহবেশ্চং সাততামায়তিশ্চ গমনকারণানি ভব-
ন্তীতাচার্য্যাঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ । অনুরাগ, ভয়, অর্থ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বৈরনির্ধাতন, স্বরূপজিজ্ঞাসা, সহায়সংগ্রহ, খেদ, ধর্ম্ম, যশ, দয়া, সুহৃদ্বাকা, লজ্জা, প্রীতিভাজনের সদৃশ আকার, ধন্ততা, অতিরিক্ত প্রবৃত্তির অপনয়ন, সজাতীয়তা, সাহবেশ্চ, নিত্য সাহচর্য্য এবং প্রভাব—নাটিকা এই সকল কারণে নায়কের সহিত মিলিত হয়, ইহাই আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন । ১৭ ।

ব্যাখ্যা । বেশ—বেশালয় ; সাহবেশ্চ—একবেশে অবস্থিতি । ১৭ ।

অর্থোহনর্থপ্রতীষাতঃ প্রীতিশ্চেতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । বাৎস্তায়ন বলেন,—অর্থ, অনর্থ-নিবারণ এবং প্রীতি—গমনের এই তিন মাত্রই কারণ । ১৮ ।

অর্থ তু প্রীত্যা ন বাধেত অস্ত্র প্রাধাত্যং ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ । প্রীতির জন্য অর্থবিষয়ে বাধা উপস্থিত করিবে না ; কারণ, বারাদ্বন্দ্বের পক্ষে অর্থই প্রধান । ১৯ ।

ভয়াদিষু তু গুরুলাঘবং পরীক্ষামিতি সহায়পম্যাগম্যাকারণ-
চিন্তা ॥ ২০ ॥

অনুবাদ । কিন্তু ভয়াদি-বিষয়ে গুরু লাঘবের পরীক্ষা করিতে হইবে ।
এই স্থলে সহায়-বিচার, গম্যাগম্য বিচার এবং গমন-কারণ-বিচার সমাপ্ত হইল । ২০ ।

ব্যাখ্যা । অর্থের ক্ষতি অপেক্ষা যেখানে ভয়ই প্রবল, সেখানে অর্থের
বাধাও কর্তব্য, নতুবা অর্থের ক্ষতি করিবে না । ২০ ।

উপমঞ্জিতাপি গমোন সহসা ন প্রতিজ্ঞানীয়াৎ । পুরুষাণাং
হুলভাবমানিহাৎ ॥ ২১ ॥ ভাবজিজ্ঞাসার্থং পুরিচারকমুখান

সংবাহকগায়নবৈহাসিকান্ গম্যে তন্তুভান বা প্রণিদ্ধাৎ । তদ-
ভাবে পীঠমর্দাদীন ॥ ২২ ॥ তেভ্যো নায়কস্ত শোচাশোচৎ রাগা
পরাগো সন্তাসন্ততাৎ দানাদানে চ বিদ্যাৎ ॥ ২৩ ॥ সম্ভাবিতেন
চ সহ বিটপুরোগাৎ প্রীতিং যোজয়েৎ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ । নায়কের প্রার্থনা হইবামাত্রই তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্ররত
হওয়া নায়িকার উচিত নহে । পুরুষগণ সাধারণতঃ মূলভাকে অবজ্ঞা করি-
বাকে । ভাবজিজ্ঞাসার জন্য সংবাহক, গায়ক, বিদূষক প্রভৃতি প্রকৃষ্ট পরি-
চারকগণকে অথবা তদীয় সেবকগণকে নায়কের নিকটে নিযুক্ত করিবে ।
সংবাহক প্রভৃতির অভাবে পীঠমর্দ এবং বিট প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিবে । সেই
নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে নায়কের শোচ অশোচ, রাগ বিরাগ, আসক্তি
অনাসক্তি, দাতৃত্ব ও কার্পণ্য সমস্ত বিষয়ই জানিয়া লইবে । যে নায়কের
প্রীতির সম্ভাবনা বুঝিবে, তাহার সহিত প্রীতিযোজনা, বিটের সাহায্যে
করিবে । ২১—২৪ ।

ব্যাখ্যা । বিট যে কে, তাহা সাধারণ অধিকরণ ৪র্থ অঃ ৪৫ সূত্র প্রভৃতি
দ্রষ্টব্য । ২১—২৪ ।

লাবককুকুটমেষযুদ্ধশুকসারিকা প্রলাপনপ্রেক্ষককলাবপদেশেন
পীঠমর্দো নায়কং তস্তা উদবসিতমানয়েৎ । তাং বা তস্ত ॥ ২৫ ॥
আগতস্ত প্রীতিকৌতুকজননং কিঞ্চিদ্রব্যজাতং স্তয়মিদমসাধা-
রণোপভোগ্যমিতি প্রীতিদায়ং দদ্যাৎ ॥ ২৬ ॥ যত্র চ রমতে তয়া
গোট্টোনমুপচারৈশ্চ রঞ্জয়েৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ । এইরূপে প্রীতিযোজনা হইলে লাবকপক্ষিযুদ্ধ, কুকুটযুদ্ধ,
মেষযুদ্ধ প্রদর্শনচ্ছলে, শুক সারিকার পড়াইবার ছলে, নাটকাদির অভিনয়
প্রদর্শনচ্ছলে এবং গীতাদি শুনাইবাব ছলে, পীঠমর্দ—নায়ককে নায়িকার গৃহে
আনিবে ; অথবা নায়িকাকে নায়কের গৃহে লইয়া যাইবে । নায়ক আসিলে

ভাষার প্রীতি ও কৌতুকাধিক কিঞ্চিৎ দ্রব্য-সম্ভার 'প্রীতিদায়' স্বরূপে নায়িকা প্রদান করিবে এবং বলিবে,—আপনি স্বয়ং বিশেষভাবে ইহা উপভোগ করিবেন। নায়ক যেরূপ 'গোষ্ঠী' দ্বারা অশ্রদ্ধা লাভ করেন, তদ্বারা এবং উপযুক্ত উপচারে ভাষার অনুরাগবর্দ্ধন করিবে। ২৫—২৭।

গতে চ সপরিহাসপ্রলাপাৎ সোপায়নাৎ পরিচারিকামভীক্ষ্যৎ প্রেষয়েৎ । সপীঠমর্দয়াশ্চ কারণাপদেশেন স্বয়ং গমনমিতি গম্যোপাবর্তনম্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। তৎপরে নায়ক গৃহে গমন করিলে সপরিহাসভাবিণী পরিচারিকাকে উপঢৌকন হস্তে দিয়া মধ্যে মধ্যে নায়কসমীপে প্রেমা করিবে এবং কাঁচৎ কোন কারণের ছল করিয়া পীঠমর্দ সমভাব্যাহারে নায়কসমীপে স্বয়ং গমনও আবশ্যক। এইরূপে গম্যোপাবর্তন অর্থাৎ নায়কের আকর্ষণ কথিত হইল। ২৮।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

তাম্বুলানি অর্জশ্চৈব সংস্কৃতং চাম্বুলেপনম্ ।

আগতস্তাহরেৎ প্রীত্যা কলাগোষ্ঠীশ্চ যোজয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। এ বিষয়ে শ্লোক আছে। নায়ক আসিলে তাম্বুল, মালা, সুপরিষ্কৃত অন্বলেপন প্রীতি সহকারে উপহার দিবে এবং নৃত্যাদি প্রদর্শনার্থ 'গোষ্ঠী' যোজনা করিবে। ২৯।

ব্যাখ্যা। বয়স্তা প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া নৃত্যাদি দর্শন করাইবে। ২৯।

দ্রব্যানি প্রণয়ে দদ্যাৎ কুর্য্যাস্ত পবিত্রবর্তনম্ ।

সম্প্রয়োগস্ত চাকুতং নিজে নৈব প্রযোজয়েৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ। প্রণয় হইলে দ্রব্য দান, উত্তরীয় ও অঙ্গুরীয়াদির পবিত্রবর্তন কর্তব্য; মিলনে প্রযুক্তি-প্রদান নিজ পরিজন দ্বারা করাইবে। ৩০।

প্রীতিদায়ৈরূপস্থাসৈরূপচারৈশ্চ কেবলৈঃ ।

গমোন সহ সংযুক্তী রঞ্জয়েন্তং ততঃ পরম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীবাৎস্তায়নীয়ে কামসূত্রে বৈশিকে চতুর্থেছধিকরণে সহায়গম্যা-
গম্যচিন্তা গমনকরণগম্যোপাবর্তনঃ প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। প্রীতিদায়, পীঠমর্দাদিরূপত শয়নার্থ অভ্যর্থনা, এবং বিহ্বল
উপচারে নায়কের সহিত মিলনপ্রাপ্তি হইয়া পরপর তাহার অনুরাগ বর্দ্ধন
করিবে। ৩১ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সংযুক্তা নায়केन তদ্রঞ্জনার্থমেকচারিণীযুস্তমনুতিষ্ঠেৎ ॥ ১ ॥
সঞ্জয়েন্ন তু সজেৎ সন্তবচ্চ বিচেন্দ্রেতেতি সংক্ষেপোক্তিঃ ॥ ২ ॥
মাত্রি চ ক্রুরশীলায়ামর্থপরায়াং চায়ন্তা স্থাৎ । তদভাবে মাত্ৰ-
কায়াম্ ॥ ৩ ॥ সা তু গমোন নাতিপ্রীয়েত । প্রসহ চ দ্ৰুহিতর-
মানয়েৎ ॥ ৪ ॥ তত্র তু নায়িকায়ঃ সন্ততমরতির্নির্ব্বেদো ব্রীড়া-
ভরঞ্চ । ন হ্বেব শাসনাতিবৃষ্টিঃ ॥ ৫ ॥ ব্যাধিঞ্চ কৃতকমেকমনিমিত্ত-
মজ্জুগ্ৰস্পিতমচক্ষুর্গ্রাহমনিভাৎ খ্যাপয়েৎ ॥ ৬ ॥ সন্তি কারণে
তদপদেশং চ নায়কানভিগমনম্ । নিশ্চীলাস্ত তু নায়িকা চেটিকাং
প্রেষয়েত্তামূলস্ত চ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। নায়কের সহিত মিলন হইলে তাহার মনেরঙনের জন্ত এক-
চারিণী,—রক্ত অংগেণ করিবে। নায়ককে আসক্ত করিবে, কিন্তু স্বয়ং আসক্ত

হইবে না; অথচ যেন আসক্ত হইয়াছে, এইরূপ ভাব দেখাইবে। ইহাই সংক্ষিপ্ত উপদেশ। নায়িকার মাতা ক্রুরপ্রকৃতি এবং অর্থগ্ৰন্থ নায়িকা তাহারই অধীনে থাকিবে। মাতার অভাবে একজনকে কৃত্রিম মাতা করিয়া রাখিবে। মাতা বা কৃত্রিম মাতা নায়কের প্রতি অতিপ্রীতা থাকিবে না, কখন কখন জোর করিয়া কল্যানে নায়কের নিকট হইতে নিজের নিকটে আনিবে। তাহাতে নায়িকা সন্দেহ, অস্বস্তি, নির্ভেদ, লজ্জা ভয় যাহাই কেন হউক না, তাহার শাসন লঙ্ঘন করিবে না। নায়কের নিকট নিজের একটা অনিদ্দিত কৃত্রিম বোনের কথা বলিয়া রাখিবে, রোগ সহসা আবির্ভূত হয় এবং তাহা চক্ষুরাদি দ্বারা দেখা যায় না, সর্বদাও যে হয়, তাহা নহে। অথ কোন কারণে যদি নায়কের নিকট অনুরূপস্থিতি ঘটে, তাহা হইলে, সেই ব্যাধিকেই তাহার কারণ-রূপ উল্লেখ করিবে। নায়িকা নিম্নালা ও তাহলের জন্ত দাসী প্রেরণ করিবে। ১—৮।

ব্যাখ্যা। কৃত্রিম ব্যাধি—শিরঃপীড়া ইত্যাদি। নিম্নালা ব্যবহৃত অন্ত-লেপনাদি অবশেষ। ১—৮।

বাবায়ে তদুপচারেষু বিস্ময়শ্চতুষ্টয়াং শিষ্যত্বং তদুপদিষ্টানাং চ যোগানামাভীক্ষ্যেদান্নযোগন্তং সাত্ব্যাদ্রহসি যুক্তির্মনোরথানামাখ্যানং গুহ্যানাং বৈকৃতপ্রচ্ছাদনং শয়নে পরায়ত্ত্বানুপেক্ষমানুলোমাং গুরুস্পর্শনে সুপ্তস্ত চুম্বনমালিঙ্গনঞ্চ ॥ ৯ ॥

টীকা। বাবায়ে মৈথুনে নায়কসম্বন্ধিনি। তদুপচারেষু মৈথুনোপচারেষু মরকতাস্রাবাদি (সু)ভিত্তিঃ বিস্ময়ঃ; ন তু ভূতপূর্বং সর্বমেতাদিতি। চতুষ্টয়াং পাঞ্চালিকাঃ শিষ্যত্বং; তদ্বিজ্ঞায় কর্তব্যং, শিক্ষয় মাংমিতি। যোগানামিতি চতুষ্টিকানাং তেনোপদিষ্টানাভীক্ষ্যেদান্নযোগঃ। পশ্চাত্তস্মিন্নেব নায়কে পুনঃপুনঃযোগ্য ইত্যর্থঃ। যেনাবগচ্ছেদস্মৎসুখার্থমেবাস্তা যত্ব ইতি। তৎসাত্ব্যা-দিতি। যথা তন্ত সুখং, তথৈকান্তে বর্জিত ইত্যর্থঃ। মনোরথেতি। রহসীত্যাহ-বদ্যে। মম মনোরথো এবমাসনঃ; কদা ত্বয়া সহ দীর্ঘরজস্তং সম্প্রিহাসঃ

সস্ত্রাযোগঃ স্তাৎ । গৃহানামিতি কক্ষোজঘনানাং যদৈকরূপং বৈরূপ্যং কিঞ্চিস্তস্মৈ
প্রচ্ছাদনম্ । স্পৃষ্টুং ন দদাতীত্যর্থঃ । মা ভূত্বৈরাগ্যামস্তেতি । শয়নে পরা-
বৃত্তস্তানুপেক্ষণম্ । স্নেহথ্যাপনার্থমভিমুখং স্বপেদিত্যর্থঃ । গৃহস্পর্শনে আনু-
লোম্যং কক্ষাং বরাঙ্গঞ্চ স্পৃশন্তং ন বারয়েৎ । মা ভূৎ সস্ত্রাযোগেচ্ছাবিঘাতঃ
ইতি । সুপ্তস্ত চূড়নমালিঙ্গনঞ্চ, যেন স্নেহাৎ স্বপ্তুমপি ন দদাতীতি
জানীয়াৎ । ৯ ।

প্রেক্ষণমন্তমনস্কস্ত । রাজমার্গে চ প্রাসাদস্থায়ান্তত্র বিদিতায়া
লীড়া শাঠ্যনাশঃ । তদ্রম্যে দেষাত । তৎপ্রিয়ে প্রিয়ত । তদ্রম্যে
রতিঃ । তমসু হর্ষশোকৌ । স্ত্রীষু জিজ্ঞাসা । কোপশচাদীর্ঘঃ ।
স্বপ্নতেষপি নথদশনচিহ্নেষু আশঙ্কা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । নায়ক অন্তমনস্ক থাকিলে—(অন্তমনস্কভাবে কারণ উদ্ঘাটনার্থ)
প্রথর দৃষ্টি, রাজমার্গে থাকিলে প্রাসাদ হইতে তাহাকে অবলোকন, নায়ক তাহা
দেখিতে পাইলে—লজ্জা-প্রদর্শন,—ইচ্ছাই শঠতাশঙ্কা-বিনাশের উপায় ; নায়ক
যাহাকে দেব করে—তাহার প্রতি দেব প্রদর্শন করিবে, নায়কের যে ব্যক্তি
প্রিয়, তাহাতে প্রিয়ভাবে দেখাইবে, যে বস্তু নায়কের নিকট রম্য, তাহাও
রম্য-কীর্তন, নায়কের আনন্দে আনন্দ, তাহার শোকে শোক, অন্ত
রমণীতে নায়কের আসক্তি আছে কিনা তাহা বুঝিবার জন্য চরনিয়োগ, ক্রোধ
করিলেও তাহা অল্পক্ষণের জন্য রাখিবে, নায়কের অঙ্গে নিজরূপ নথচিহ্ন
বা দন্ত-চিহ্নও—অন্ত-রমণীর রূপ বলিয়া (নায়ক সমীপে) আশঙ্কা প্রকাশ
করিতে হয় । ১০ ।

অনুরাগস্তাবচনমাকারতস্ত দর্শয়েৎ । মদস্বপ্নব্যাধিষু তু নির্ব-
চনং শ্লাঘ্যানাং নায়ককর্ষণাৎ চ ॥ ১১ ॥ তস্মিন্ ক্রবাণে বাক্যার্থ-
গ্রহণম্, তদবধার্য্য প্রশংসাবিষয়ে ভাষণম্, তদ্বাক্যস্ত চোত্তরেণ
যোজনম্ ।, ভক্তিমাৎশেচৎ ॥ ১২ ॥ কথাস্বনুযুক্তিরন্তত্র সপত্ন্যাঃ ॥

৩ ॥ নিশ্বাসে জুস্তিতে স্থলিতে পতিতে বা তন্তু চার্ভিমাশং-
সেত ॥ ১৪ ॥ ক্ষুতব্যাহতবিশ্মিতেষু জীবিত্ত্বাদাহরণম্ ॥ ১৫ ॥
দৌর্দ্বন্দ্বনস্তে ব্যাধিদৌর্দ্বন্দ্বাদেশঃ ॥ ১৬ ॥ গুণতঃ পরস্তাকীৰ্ত্তনম্,
ন নিন্দা সমানদোষস্ত, দত্তস্ত ধারণম্ ॥ ১৭ ॥ স্থাপরাধে
ব্ধসনে বাহলক্ষারস্তাগ্রহণমভোজনং চ, তদ্ব্যুস্তাশ্চ বিলাপাঃ,
তেন সহ দেশমোক্শং রোচয়েদ্রাজনি নিক্টিয়ং চ ॥ ১৮ ॥ সামর্থ্য-
নায়ম্বদবাপ্তৌ ॥ ১৯ ॥ তন্তুার্থাদিগমেহভিপ্রেতসিদ্ধৌ শরীরো-
পচয়ে বা পূর্বসম্ভাবিত ইন্দ্ৰদেবতোপহারঃ ॥ ২০ ॥ নিতমলক্ষার-
যোগঃ, পরিমিতোহভ্যবহারো গীতে চ নামগোত্রয়োগ্রহণম্ ॥
২১ ॥ গ্লাস্তামুরসি ললাটে চ করং কুর্কীত ॥ ২২ ॥ তৎস্থ-
ম্পলভ্য নিদালাভঃ । উৎসঙ্গে চাত্তোপবেশনং স্বপনং চ ।
গমনং বিয়োগে ॥ ২৩ ॥ তস্মাৎ পুত্রার্থিনী স্তাদায়মৌ নাধিকা-
মিচ্ছন্ত ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ । নিজ অনুরাগ মুখে প্রকাশ করিয়া বলিবে না । ভাব-
ভঙ্গীতে দেখাইবে, নিদ্রা বা রোগের ভান করিয়া সেই অবস্থায় স্বমুখেও
অনুরাগ ব্যক্ত করিবে । নায়কের যে সকল সংকল্প তাহার বিশেষরূপে উল্লেখ
করিবে । নায়ক কিছু বলিলে,—তাহার তাৎপর্য গ্রহণ করিবে, সেই অর্থ অব-
ধারণ করিয়া তাহার প্রশংসা করিবে, সুযোগ হইলে নিজেও কিছু বলিবে,
নায়ক অনুবক্ত হইলে—নায়কের মুখের কথার অবশিষ্টাংশ ভাব বুঝিয়া নিজেই
যাজনা করিবে, নায়কের প্রায় সকল কথারই অনুমোদন, কেবল সপত্নী-সম্পর্কে
কথার অনুমোদন করিবে না ; নায়কের দীর্ঘনিশ্বাসে, জুস্তনে, (হাই উঠিলে)
অননে—পাদস্থলনে (হৌচট খাওয়া পিছলে যাওয়া ইত্যাদিকে) অনন বলা
যায়) পতনে (একেবারে পড়িয়া যাইলে) নাটকের সমবেদনা প্রকাশ করিবে ।
নায়ক হাঁচিলে, মরিবার কথা বলিলে বা আমার আয় অনেক হইল এইরূপ

বিশ্বা প্রকাশ করিলে 'জীব' বলিবে। অপর নায়কের সুরণে মন বিহীন হইলে—ব্যাধির দোঁরাঘোর ভান করিবে। নায়কের সাক্ষাতে অল্প পুরুষের গুণ কীর্ত্তন করিবে না, নায়কের সমদোষে দোষী ব্যক্তির (সেই দোষ উল্লেখ) নিন্দা করিবে না। নায়কের প্রদত্ত (তুচ্ছ বস্তুও) সাদরে লইবে। নিজের প্রতি অপরাধের আরোপে এবং নায়কের রোগ বা পুত্রনাশাদি বিপদে, বেশ-ভূষা ত্যাগ করিবে ও ভোজনে অপ্রবৃত্তি জানাইবে। সেই অপরাধযুক্ত বিপদবাক্যযুক্ত বহু বিলাপ করিবে, (তেমন তেমন বিপদ হইলে) সেই নায়কের সহিত দেশত্যাগেও সঙ্কল্প জানাইবে, আর রাজার নিকটে সে নিজে যদি অর্থবন্ধনে আবদ্ধ থাকে—তাঁহা পরিশোধ করিয়া তাহাকে দেশান্তরে লইয়া যাইতে নায়ককে বলিবে। (কারণ স্বরূপ বলিবে) সেই নায়ককে পাইয়া তাহার জীবন সফল হইয়াছে। নায়কের অর্থলাভ, অভীষ্ট-সিদ্ধি বা পারীকরিক উন্নতি হইলে—পূর্বপ্রকাশিত 'মানসিক' দেবতার পূজা শোধ করিবে। সদা বেশভূষা পরিমিত আহার ও গীত-প্রসঙ্গে নায়কের নাম গৌরব গ্রহণ করিবে। শিরঃশীত-ব্যপদেশে (শয্যায শয়ন করিয়া) আপনার মস্তক ও ললাটে স্বহস্তে নায়কের হস্ত লইয়া স্থাপন করিবে। সেই স্পর্শমুখে নিদ্রাবেশ-ভান, অথবা (শয্যায শয়ন না করিয়া) ক্রোড়ে উপবেশন ও নিদ্রাভান এবং (সময়-বিশেষে) নায়কের স্থানান্তর-গমনে বিচ্ছেদ আশঙ্কার ভান করিয়া গমন করিবে। সেই নায়কের গুরুসে নিজগর্ভে পুত্র কামনা করিয়া নায়ক জীবিত থাকিতে নিজের মৃত্যু কামনা করিবে। ১১—২৪ ।

এতস্তাবিষ্ণ্বাতমর্থং রহসি ন ক্রয়াৎ ॥ ২৫ ॥ ব্রতমুপবাস-
চাস্ত্র নিবর্ত্তয়েৎ ময়ি দোষ ইতি অশকো স্যমপি তদ্রূপা স্তাৎ ॥ ২৬ ॥
বিবাদে তেনাপ্যশক্যমিত্যর্থনির্দেশঃ ॥ ২৭ ॥ তদীয়মাত্মীয়ং বা স্য-
মবিশেষণ পশ্যেৎ ॥ ২৮ ॥ তেন বিনা গোষ্ঠ্যাদীনামগমনমিতি ॥
২৯ ॥ নির্মালাধারণে শ্লাথা উচ্ছিক্তভোজনে চ ॥ ৩০ ॥ কুল-
শীলশিল্পজাতিবিদ্যাবর্ণবিস্তদেশ-মিত্রগুণবয়োমাপুৰ্ণ্য-পূজা ॥ ৩১ ॥

গীতাদিষু চোদনমভিজ্ঞস্য ॥ ৩২ ॥ ভয়শীতোষ্ণবর্ষণানপেক্ষ্য তদভি-
গমনম্ ॥ ৩৩ ॥ স এব চ মে স্যাদিতোর্দ্ধদেহিকেষু বচনম্ ॥ ৩৪ ॥
তদন্তরেসভাবলীলা* শুবর্তনম্ ॥ ৩৫ ॥ মূলকস্মাভিশঙ্কা ॥ ৩৬ ॥
তদভিগমনে চ জনশ্চ। সহ নিত্যো বিবাদঃ ॥ ৩৭ ॥ বলাংকারেণ
চ যদাহুত্র তয়া নীয়তে তদা বিষমনশনং শত্রুং রজ্জুং বা কাময়েত ॥
৩৮ ॥ প্রত্যাযনং চ প্রণিধিভিনায়কস্য ॥ ৩৯ ॥ স্বয়ং বাহুত্বানো
রুহিগর্হণম্ ॥ ৪০ ॥ ন হ্বেবার্থেষু বিবাদঃ ॥ ৪১ ॥ মাত্রা দিনা
কিঞ্চিন্ন চেষ্টেত ॥ ৪২ ॥

বাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ । নায়কের অপরিজ্ঞাত বিষয় গে পনে কাহাকেও বলিবে না । না করিলে যে দোষ হয় তাহা আমার হইবে ইহা বলিয়া নায়ককে ব্রত ও উপবাস ইহাতে নিরস্ত করিবে, নিরস্ত করিতে অসক্তা হইলে, নিজেও সেইকপ (ব্রত ও উপবাস) করিবে । কাহারও সহিত কোন বিষয় তর্ক উপস্থিত হইলে—নায়কের উল্লেখে বলিবে—‘তিনিও ইহা পাবেন না, তুমিত কোথায় যাচ্ছ । নায়কের স্বজন ও নিজের স্বজনকে অভিন্ন ভাবে দেখিবে ।’ নায়ক-সদ ব্যক্তিত গোষ্ঠী প্রভৃতিতে যোগ দিবে না, নায়কের নিশ্চালা-ধারণ ও উচ্চিষ্ট ভোজনে শ্লাঘা প্রকাশ, নায়কের কুল, শীল, শিল্প, বিদ্যা, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, দেশ মিত্রসম্পৎ, গুণ, বয়স এবং মাধুর্যের প্রশংসা, সংগীতজ্ঞ নায়কের সঙ্গীত স্থানে আভিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রেরণ, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও সর্পাদির ভয় না করিয়া নায়কের অভিসরণ এবং পুণ্য অরুষ্ঠানে জন্মান্তরেও সেই নায়কপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা মুখে প্রকাশ করিবে । নায়কের অভীপ্সিত রস ভাব ও লীলার অন্তর্ভুক্তন, বশীকরণের আশঙ্কা-প্রকাশ, নায়কের অভিসারে—মাতার সহিত নিত্য বিবাদ করিবে । মাতা যদি (অর্থলোভে) জোর করিয়া অস্ত্র নায়কের নিকট দিইবা যাহা তখন সেই কামিনী বিষ-পান, অনশন, গলায় ছুরি বা গলরজ্জর

কামনা প্রকাশ করিবে এবং নিজ চরদ্বারা সেই কামনায় নাগকের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে। অথবা স্বয়ং আপনার রক্তির নিন্দা করিতে থাকিবে। কিন্তু আসল কার্য যে অর্থ, তাহাতে বিবাদ করিবে না (যেখানে অধিক অর্থলাভ সেখানেই যাইবে) ফলতঃ মাতার সম্মতি-ব্যতীত কোন কাৰ্য্য করিবে না। ২৫—৪২।

প্রবাসে শীঘ্রাগমনায় শাপদানম্ ॥ ৪৩ ॥ প্রোষিতেমুজাহনিয়ম-
শ্চালঙ্কারস্য প্রতিষেধঃ । মঙ্গলং অপেক্ষাম একং শঙ্খবলয়ং বা
ধারয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ স্মরণমতীতানাং গমনমীক্ষণিকোপশ্রুতীনাং
নক্ষত্রচন্দ্রসূর্য্যাতরাভাঃ স্পৃহণম্ ॥ ৪৫ ॥ ইন্দ্ৰৈশ্বর্যদর্শনে তৎসঙ্গমে-
মমাস্তিত্বিতি বচনম্ ॥ ৪৬ ॥ উদেগোহনিক্টে শান্তিকল্প চ ॥ ৪৭ ॥
প্রত্যাগতে কামপূজা ॥ ৪৮ ॥ দেবতোপহারীণাং করণম্ ॥ ৪৯ ॥
সখীভিঃ পূর্ণপাত্রস্তাহরণম্ ॥ ৫০ ॥ বায়সপূজা চ ॥ ৫১ ॥ প্রথম
সমাগমাসম্ভরণং তৈত্তদেব বায়সপূজাৰ্জ্জম্ ॥ ৫২ ॥ সন্তুস্য চানুমরণ-
ক্রিয়াং ॥ ৫৩ ॥

ব্যাপ্যায়ুক অন্তবাদ। নাগক প্রবাসে যাইলে, শীঘ্র আসিবার 'দিব্য' নিদ্রা
যত্ননি প্রবাসে থাকিবে, ততদিন শরীর-পরিষ্কারে মনোযোগ দিবে না। অত-
স্ত র'ধারণ করিবে না, কেবল (সখীবাচিহ্নবৎ) মঙ্গলচিহ্ন ভাগ করিবে না, অথবা
একমাত্র শঙ্খ-বলয় ধারণ করিবে, (অন্ত মঙ্গলচিহ্নও ভাগ করিবে) অলৌক-
যোগের স্মৃতি-কথা প্রকাশ, দৈবদ্র-রমণীর নিকটে গমন বা উপশ্রুতি অর্থাৎ
নৈশিক প্রত্যাশ-শ্রবণের জন্য গমন, নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্যের অবস্থায় স্পৃহা
প্রকাশ, (নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্য্য কত পুণ্যই করিয়াছে, তাই তাহা অম-
ন্যককে দেখিতেছে, নাগকও তাহাদিগকে দেখিতেছেন,—হায়,কি পুণ্য করিলে
সূর্য্য চন্দ্র বা নক্ষত্র হওয়া যায়, এইরূপ স্পৃহা প্রকাশ) শুভমুপ-সন্দর্শন
প্রকাশ কবত অন্ত মঙ্গলে অনভিকৃতি থাপনসম্বন্ধে নাগকের প্রবাস প্রত্যা

গমন-মঙ্গলের আকাজক্ষা-প্রকাশ, অনিষ্ট স্বপ্নদর্শন-প্রকাশে উদ্বেগ প্রকাশ ও শান্তিকার্য্য-সম্পাদন, নায়ক প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলে কামদেবের পুজা, দেবতাগণের উপহার বা মানসিক শোধ, (ষোণ্যপাত্রে অর্পণের জন্ত) সখীদিগের দ্বারা তণ্ডুলাদি পূর্ণ পাত্রের আহরণ, (নায়িকার স্নেহে সুখী হইয়া পরস্পর উত্তরীয় আচ্ছিন্ন করিয়া লওয়ার নাম পূর্ণ পাত্র-আহরণ, ইহা কেহ কেহ বলেন) নায়কের প্রত্যাগমনে স্বরূত 'মানসিক' প্রকাশ করিয়া—বায়স-পূজা—কাককে অন্নপিণ্ডদান করিবে। নায়কের সহিত প্রথম মিলনেও কামদেব-পূজাদি আছে, কেবল বায়স-পূজা নাই। নায়ক যখন আসক্ত হইবে, তখন কামিনী নায়কের মরণে 'সহমরণ' যাইবে, এমন কথাও বলিবে। ৪৩—৫৩।

অবতরণিকা। আসক্ত কাহাকে বলা যায় ?

নিশ্চিন্তভাবঃ সমানযুক্তিঃ প্রয়োজনকারী নিরাশঙ্কো নিরপেক্ষো-
হর্গোষুতি সন্তুলক্ষণানি ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ। নিশ্চিন্ত-ভাব,—যে বিবেকশক্তি বিসর্জন দিয়াছে,—বেঞ্জার সকল কথাতেই বিশ্বাস করে; সমান-রাস্তা,—আনন্দ-মিলনে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নায়িকার সহিত যে নায়কের সমান; প্রয়োজনকারী—নায়িকার প্রয়োজন যতই উপস্থিত হউক না, তাহা সম্পাদন করিতেই করিবে; নিরাশঙ্ক—নিঃশঙ্ক, লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ কোন ভয়ই ঐ কামিনীর জন্ত যে রাখে না; অর্থ-নিরপেক্ষ, —নায়িকার কাণ্ডা ব্যতীত, স্বীয় কোন কার্য্যেরই যে অপেক্ষা রাখে না,— তাহার নাম আসক্ত,—আসক্তের লক্ষণই এইরূপ। ৫৪।

তদেতন্নিদর্শনার্থং দত্তকশাসনাদুক্তমমুত্তমং লোকতঃ শীলয়েৎ
পুরুষপ্রকৃতিতশ্চ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ। দত্তক প্রদত্ত শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিদর্শনার্থ ইহা দর্শিত হইল। যাহা অনুক্ত থাকিল, তাহা বাবহারকুশল লোকের নিকট অবগত হইবে ও পুরুষ প্রকৃতির পর্যালোচনার দ্বারা জানিয়া লইবে। ৫৫।

ভবতশ্চাত্র শ্লোকো,—

সূক্ষ্মশাস্ত্রলোভাচ্চ প্রকৃত্যাজ্ঞানতন্তথা ।

কামলক্ষ্য তু দুর্জ্ঞানং স্ত্রীণাং তদ্ব্যবিত্তেরপি ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ । এতদ্বিষয়ে দুটি শ্লোক আছে,—বারাঙ্গনাগণের প্রেম স্বাভাবিক কি কৃত্রিম, ইহা লক্ষণাভিজ্ঞগণেরও দুর্জ্ঞেয় । কারণ স্বাভাবিক কৃত্রিমের যে ভেদ, তাহা অতি সূক্ষ্ম,—পরকীয় ভাব ত প্রত্যক্ষগম্য নহে,—অনুমানও হ্রস্ব, লোভের আধিক্যহেতু তাহারা কৃত্রিম আসক্তি স্বাভাবিকবৎ দেখাইতে পারে, আর যাহারা নায়ক, তাহারা ত স্বীয় প্রকৃতিবশে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন,—যতই সে চতুর হউক—দ্রব্য প্রেমাক্ষ হওয়ায় রমণীর চাতুরী ধৰ্ব্বকৈ পারে না । ৫৬ ।

কাময়ন্তে বিরজ্যন্তে রঞ্জয়াস্ত তাজস্তি চ ।

কর্ময়ন্তোহপি সর্বার্থান্ জ্ঞায়ন্তে নৈব যোষিতঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ-বাৎসর্যনামৈ কামসূত্রে বৈশিকৈ চতুর্থেষ্বধিকরণে

কান্তানুরক্তং দ্বিতীয়েহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । দেখা যায়, বারাঙ্গনাগণ,—এক নায়কের অনুরাগিণী হইয়াছে । কিন্তু আবার তাহার প্রতিই বিরাগ পোষণ করে । এক সময়ে যে নায়কেও মনোরঞ্জনে বাগ্ধ,—সর্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াও তাহাকে ত্যাগ করিয়া থাকে—অতএব বারাঙ্গনা-চরিত্র বুঝা ভার । ৫৭ ।

ব্যাখ্যা । বারাঙ্গনার কুহকে পড়িতে নাই,—যে অজিতেন্দ্রিয়, এ উপদেশ মানিবে না,—তাহারা কামসূত্র পাঠ করিলে বুঝিবে,—বারাঙ্গনাও সত্যবর্ণের চরিত্রের নকল করিতে পারে, তাই বলিয়া বিশ্বাস করিবে না । সতী পত্নীও একচারিণী বৃত্ত ও বারাঙ্গনার একচারিণীবৃত্ত সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সতী পত্নীর প্রবাস চর্যা ও বারাঙ্গনার উপপত্তি-প্রবাসচর্যা বাহ্যত লক্ষণে মিলিলেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এই কারণে ‘ভাষ্যাধিকরণিক’ এবং ‘বৈশিক’ অধিকরণে একই বিষয়—

একচারিণীযুক্ত ও প্রবাসচর্য্যা পৃথক পৃথক উল্লিখিত হইয়াছে । এই সকল ব্রহ্মবিষয়দোষ দর্শনহেতু যদি ঐ সকল বিষয়ে নিবৃত্তি-বুদ্ধি হয়, তাহা হইলেই মঙ্গল । অতঃপর এই বিষয়ে দোষ আরও উদ্ঘাটিত হইবে । ৫৭ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সত্ত্বাধিতাদানং স্বাভাবিকমুপায়তশ্চ ॥ ১ ॥ তত্র স্বাভাবিকং
দক্ষগ্নাৎ সমধিকং বা লভমানা নোপায়ান্ প্রযুক্তীতেত্যচার্য্যাঃ ॥ ২ ॥
বিদিতমুপপায়ৈঃ পরিকৃতং দ্বিগুণং দাসাতীতি বাৎসায়নঃ ॥ ৩ ॥

বাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ । বারাক্ষনাগণের অর্থাহরণ দ্বিবিধ—স্বাভাবিক (অবস্থাসাধ্য) এবং উপায়সাধ্য (প্রযত্নসাধ্য) ; তন্মধ্যে আসক্ত পুরুষের নিকট হইতে অর্থাহরণ স্বাভাবিক, আর অপর ব্যক্তির নিকট হইতে ধনাহরণ উপায়সাধ্য । তন্মধ্যে স্বাভাবিক স্থলে যদি আশানুরূপ বা আশাতিরিক্ত অর্থলাভ হয় তাহা হইলে সেস্থলে উপায় প্রয়োগ করিবে না ইহা আচার্য্যগণের মত । বাৎসায়ন বলেন,—যে স্থানে অর্থাহরণ নিশ্চিত অর্থাৎ স্বাভাবিক—সেস্থলেও উপায় প্রয়োগ করিলে (দাতা) দ্বিগুণ দান করিবে । ১—৩ ।

অবতরণিক । এক্ষণে সেই উপায়সমূহ কথিত হইতেছে,—

অলঙ্কার-ভক্ষা-ভোজ-পেষ-মালা-বস্ত্র-গন্ধদ্রব্যাদীনাং বাবহারিষু
মলিকম্বুদ্ধারার্থমর্থপ্রতিনয়নে তৎসমক্ষম ॥ ৪ ॥ তদ্বিত্তপ্রশংসা ॥
৫ ॥ ব্রতযক্ষারামদেবকুলতড়াগোদ্যানোৎসবপ্রীতিদায়ব্যপদেশঃ ॥
৬ ॥ তদভিগমননিমিত্তো রক্ষিভির্চৌরৈর্বালঙ্কারপরিমোষঃ ॥ ৭ ॥

দাহাং কুডাচ্ছেদাং প্রমাদান্তবনে চাৰ্থনাশস্তথা যাচিতালঙ্কারাণাং
 নায়কালঙ্কারাণাং চ ॥ ৮ ॥ তদভিগমনার্থস্য ব্যয়স্য প্রণিধিভি-
 নিবেদনম্ ॥ ৯ ॥ তদর্থমুণগ্রহণম্ । জনন্তা সহ তদুদ্ভবস্ত ব্যয়স্ত
 বিবাদঃ ॥ ১০ ॥ সুস্থংকার্যোপনভিগমনমনভিহারহেতোঃ ॥ ১১ ॥
 তৈশ্চ পূর্বমাহত গুরবোহভিহারঃ পূর্বমুপনীতাঃ পূর্বঃ
 শ্রাবিতাঃ স্তঃ ॥ ১২ ॥ উচিতানাং ক্রিয়াণাং বিচ্ছিত্তিঃ ॥ ১৩ ॥
 নায়কার্থে চ শিল্পিষু কার্যম্ ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ ! অলঙ্কার, ভাষ্য, ভোজ্য, পেয়, মালা, বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য
 প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসিলে নায়কেব সমক্ষেই—সময় মত পরিশোধনীয়
 মূল্য একেবারে প্রদান করিয়া বিক্রেতার নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিবে,
 (ইহা দেখিয়া আসক্ত নায়ক নায়িকার আগ্রহাতিশয় বুঝিয়া তৎক্ষণাত
 সেই মূল্য নিজেই প্রদান করে, আর যে আসক্ত নহে—লজ্জার খাতিরে
 তাহাকেও দিতে হয়) । নায়কের মূল্যবান বস্তুর নায়ক-সমক্ষে প্রদান
 করিবে—(নায়ক তাহা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই মনে করে—আমার এই
 বস্তুটি নায়িকার মনোমত—অতএব তাহা দিয়া ফেলে) । ব্রত, বন্ধ-
 প্রতিষ্ঠা, আরাম-প্রতিষ্ঠা, দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, উৎসব
 যৌতুক দানের কথা ছলক্রমে শুনাইবে । (আমার ব্রত আছে,—আপনার
 কোন কোন বন্ধকে নিমন্ত্রণ করিব ? ইত্যাদিরূপে নিজের কার্য শ্রবণ
 করাইলে, নায়ক সেই ব্যয় না দিয়া থাকিতে পারে না) । সেই নায়কে
 অভিসরণ কালে নগর-রক্ষী বা চোরেরা সমস্ত অলঙ্কার অপহরণ করিয়া
 লইয়াছে—এই কথা নায়কের কর্ণগোচর করিবে । (প্রথমে নগর-রক্ষী বা
 চোরের সহিত যত্নস্বরূপে কথা থাকে,—তাহার পরে অপহরণ হইলে—নায়কে
 উহা প্রাপন করা হয়—তাহার নিকট আদায় হইলে, কিছু অংশ ঐ নগর-রক্ষী
 বা চোরকে দেওয়া হয়) গৃহদাহ, সন্ধিচ্ছেদ—সিঁদ-চুরি, বা অনবধানতাক্রমে
 ভবন মধ্যেই নিজ ধন-নাশের কথা জানাইবে । (গৃহদাহাদি দ্বারা যেস্থলে

ধন-নাশ হইয়াছে—সেস্থানে যত ধন নষ্ট হইয়াছে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক ধন-নাশের কথা জ্ঞাপনই—এই স্থলে উপদেশ)। কেবল নিজ ধনের নহে—উৎসবাদিতে বিশেষ ভাবে সজ্জার জন্ত অপরের নিকট হইতে চাহিয়া লওয়া যে অলঙ্কার এবং নায়কের স্থাপিত অলঙ্কারও এই গৃহদাহাদি দ্বারা নষ্ট হইয়াছে—ইহাও জানাইবে। (অপরের নিকট হইতে চাহিয়া লওয়া অলঙ্কার না থাকিলেও বলিবে,—নায়কের স্থাপিত অলঙ্কার নষ্ট না হইলেও নষ্ট হইয়াছে বলিবে)। নায়কের উদ্দেশে অভিসারে একটা মোটা খবচ নায়ককে সহায় দ্বারা জানাইবে—(এই সহায় নায়িকার গুপ্তচর, কিন্তু নায়কের অন্তরঙ্গ ভাবে থাকিবে।) নায়ক ঘটিত আপনার ব্যয়-নির্বাহের জন্ত পণগ্রহণ, নায়ক-সমক্ষে মাত্রার সহিত সেই ব্যয়-সম্বন্ধে বিবাদ করিবে; যেতুক অলঙ্কারাদি উপহার দানে অক্ষমতা হেতু আত্মীয় গৃহে কষ্টোপলক্ষে যাওয়ার বাধা কোশলে নায়ককে জানাইবে;—অথচ সেই আত্মীয় মূল্যবান উপহার পূর্বে নায়িকাকে প্রদান করিয়াছে, ইহা নায়ককে অনেক দিন পূর্বে শুনাইয়া রাখিতে হইবে। দেহপুষ্টি ও বিলাসার্থ যাহা করা হইত, তাহা নায়কের সমক্ষে বন্ধ করা, নায়কের জন্ত শিল্পি-নিয়োগ,—(যে নায়ক—নিজ অভিপ্রেত শিল্পকার্য্যে প্রচুর ব্যয় করে,—তাহার জন্ত শিল্পী নিযুক্ত করিয়া দিলে—শিল্পীর সহিত একটা ভাগেণ ব্যবস্থা হয়)। ৪—১৪।

বৈদমহামাত্রয়োরূপকারক্রিয়া কার্য্যহেতোঃ ॥ ১৫ ॥ মিত্রাণং চোপকারিণাং বাসনেষুভূপপত্তিঃ ॥ ১৬ ॥ গৃহকর্ম্ম সখ্যাঃ পুত্র-
জ্ঞাতংসঙ্গনং দোহদো ব্যাধিমিত্রস্ত দুঃখাপনয়নমিতি ॥ ১৭ ॥ অল-
ঙ্কারৈকদেশবিত্রয়ো নায়কস্তার্থে ॥ ১৮ ॥ তয়া শীলিতস্ত চালঙ্কারস্ত
ভাণ্ডোপস্করস্ত বা বর্ণিজে বিক্রয়ার্থং দর্শনম্ ॥ ১৯ ॥ প্রতিগণিকানাং
চ সদ্যস্ত ভাণ্ডস্ত বাতিকরে প্রতিবিশিষ্টস্ত গ্রহণম্ ॥ ২০ ॥

বাখ্যায়ুক অনুবাদ। কার্য্যবিশেষে বৈদ্য ও মহামাত্রের উপকার-সম্পা-
দন—(বৈদ্য ঔষধমূল্য বলিয়া নায়কের নিকট হইতে অধিক অর্থগ্রহণ করত

একটা নির্দিষ্ট অংশ নায়িকাকে দিবে,—মহামাত্র স্বীয় ক্ষমতার নায়ককে নায়িকার প্রয়োজনীয় অর্থ-দানে বাধ্য করিবে) নায়কের মিত্র ও নায়ক-উপকারী ব্যক্তিগণের বিপদে সাহায্যদান, (ইহাতে তাহারা বাধ্য হইয়া পড়ে এবং নায়িকাকে অর্থদান করিতে নায়ককে প্ররুতি দান করে)। ভবন-নিৰ্ম্মাণাদি কার্য্য, সখী-পুত্রের দোলাচরোহণাদি উৎসব,—আবদার, পীড়া নায়ক-মিত্রের হৃৎথে সাস্থ্য-প্রদান,—ইত্যাদি ব্যাপদেশে কৌশলে নায়কের নিকট হইতে অর্থগ্রহণ, নায়কের সমক্ষে নায়কেরই জন্ত আপনার কিয়দংশ অলঙ্কার-বিক্রয়, (ইহাতে নায়ক অধিকতর বাধ্য হইয়া অর্থদান করে।) নিজের নিত্য বাবস্বার্থ্য্য অলঙ্কার ও গৃহের উপকরণ-দ্রব্য তৈজসপত্র বণিককে গোপনে বিক্রয়ার্থ দেখাইবে—(পরামর্শ-মত বণিক নায়ককে নায়িকার অসাক্ষাতে সেই কথা বলিয়া দিবে, তাহাতে নায়িকার অভাব বুঝিয়া নায়ক তাহা প্ররণ করে।) প্রতিবেশিনী গণিকাগণের তৈজসপত্রের তুল্যতাহেতু—(নিজ তৈজসপত্রের বদলা-বদলি হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়া নায়ক-সমক্ষে হৃদ-পেক্ষা উত্তম উত্তম তৈজসপত্রাদি ক্রয়,—(এ কার্য্যে নায়ক, অর্থ দান করিতে বাধ্য হয়। ১৫—১০।

পূৰ্ব্বোপকারাণামবিস্মরণমনুকীৰ্ত্তনং চ ॥ ২১ ॥ প্রণিধিভিঃ
প্রতিগণিকানাং লাভাতিশয়ং শ্রাবয়েৎ ॥ ২২ ॥ তাস্মৈ নায়কসমক্ষ-
মাত্মনোহুভাধিকং লাভং ভূতমভূতং বা ব্রীড়িতা নাম বর্ণয়েৎ ॥ ২৩ ॥
পূৰ্ব্বযোগিনাং চ লাভাতিশয়েন পুনঃ সন্ধানেন বর্তমানানামাবিকৃতঃ
প্রতিষেধঃ ॥ ২৪ ॥ তৎস্পর্ধিনাং ত্যাগযোগিতা-নিদর্শনম্ ॥ ২৫ ॥
ন পুনরেব্যতীতি বালযাচিতকমিত্যর্থাগমোপায়াঃ ॥ ২৬ ॥ বিরুদ্ধং
চ নিত্যমেব প্রকৃতিবিক্রিয়াতো বিদ্যাং নৃথবর্ণাচ্চ ২৭ ॥

বাখ্যাবুক্ত অনুবাদ। নায়করূপ পূৰ্ব্বোপকারের অবিস্মৃতি এবং অনু-
কীৰ্ত্তন, (ইহাতে নায়ক ক্রীত হইয়া অর্থ দান করে) প্রতিবেশিনী গণিকা-

দ্বৈত অধিক লাভের কথা গুপ্তচরেরা (নাটকের মিত্র ভাবে) শুনাইয়া
দেবে। নায়িকা প্রতিবেশিনীগণিকাগণের নিকট যেন নাটকের সমক্ষে
কতই লজ্জায় নিজের সত্য মিথ্যা—যাহাই হউক অতিরিক্ত লাভের কথাই
বলনা করিবে। (নায়ক তাহাতে আনন্দিত হইয়া অধিক অর্থ দান
করিবে)। পূর্বে যাহারা এই নায়িকার নায়ক ছিল, তাহারা অতিরিক্ত
অর্থ দান করিয়া পুনর্জন্মেনে যত্ববান হইলেও প্রকৃষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান
করিবে—অথবা তাহাদিগের প্রত্যাখ্যান নায়িকা করিতেছে, এইরূপ কথা
বলনা করিয়া দিবে। (নায়ক তাহা জানিয়া আনন্দে অধিক অর্থ দান
করিবে)। মিলনের জন্য নায়ক-সম্পর্কাদিগের ভাগ-বাহুলা—গুপ্তচর দ্বারা
নায়ককে দেখাইয়া দিবে। (সম্পর্কিত হেতু নায়কও অধিক অর্থ দান
করিতে প্ররত হয়) নায়িকা আর অভিনয়ে আসিবেন না এই কথা
নায়িকার প্রেরিত বালক নায়ককে তাহার ভবনে গিয়া বলিবে,—অর্থ না
পাইলে আসিবেন না ইহাই তাৎপর্য। (এই অংশের বিবরণ অর্থ হইতে
পারে)। এই সকল অর্থগণের উপায়। সর্বদাই ভাবান্তর এবং মুখভাব-দর্শনে
নায়ককে বিরক্ত—করিবে। (ভাবান্তর—অনুখ্যাত ইঙ্গিতেরই স্বরূপ।
মুখভাব—আকার বিশেষ,—অতএব ইঙ্গিত ও আকারে বিরক্ততাও বুঝিতে
পারে) ২১—২৭।

উনমতিরিক্তং বা দদতি ॥ ২৮ ॥ প্রতিলোমৈঃ সম্বধ্যতে ॥ ২৯ ॥
বাপদিষ্টান্নত্৷ করোতি ॥ ৩০ ॥ উচিতমাচ্ছিনতি ॥ ৩১ ॥ প্রতি-
জ্ঞাতং বিস্মরত্যন্থথা বা যোজয়তি ॥ ৩২ ॥ স্বপক্ষেঃ সংজ্ঞয়া ভাষতে ॥
৩৩ ॥ মিত্রকার্যমপদিষ্টান্নত্৷ শেতে ॥ ৩৪ ॥ পূর্বগৎসফোয়াশ্চ
পরিজনেন মিথঃ কথয়তি ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যানুক্রম অনুবাদ। (ভাবান্তর যথা)—নায়ক যাহা দিত তাহা অপেক্ষা
অল্প না হয় অধিক দেয়। নায়িকার শত্রুগণের সাহিত খেলা-মেশা করে,
যাহা বলে তাহা না করিয়া অন্য কার্য্য করে, যাহা দিয়া আসিতেছে—তাহা

বন্ধ করে, স্বীকৃত বিষয় বিস্মৃত হয়—বা স্বীকারের ভাবার্থ অন্তরূপে যোজনা করে, স্বপক্ষস্থ ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্কেতে কথোপকথন করে, (যেন নায়িকা না বুঝে) বন্ধুর কার্য আছে এই ভান করিয়া—নায়িকার নিকট না থাকিয়া অন্ততঃ শয়ন করে। পূর্ব-প্রণয়িনীর পরিজনগণের সহিত নির্জনে কথা কহে। ২৮—৩৫ ।

অবতরণিকা । তখন নায়িকার কর্তব্য উপদিষ্ট হইতেছে ।—

তত্ত্ব সারদ্রব্যানি প্রাগববোধাদন্যাপদেশেন হস্তে কুর্ষ্বীত ॥৩৬॥
তানি চাস্তা হস্তাদুত্তমং প্রসহ্য গৃহীয়াৎ ॥ ৩৭ ॥ নিবদমানেন সহ
ধর্মহেষু ব্যবহরেদিত্তি বিরক্তপ্রতিপত্তিঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ । নায়ক, নায়িকার মনোভাব বুঝিবার পূর্বেই তাহার দুলাবান্ দ্রব্য নায়িকা কোনও ছলে হস্তগত করিবে। নায়িকার হস্তগত সেই সকল দ্রব্য (পূর্বকৃত সঙ্কেত অনুসারে মহাজন—নায়িকার হস্ত হইতে (নায়কের জন্ত ঋণ-শোধের দাবিতে) আচ্ছিন্ন করিয়া লইবে। যদি এ জন্ত নায়ক বিবাদ করে ত আদালতে তাহার মোকদ্দমা করিবে। ‘বিরক্ত প্রতিপত্তি’-প্রকরণ এইখানে সমাপ্ত । ৩৬—৩৮ ।

সত্ত্বং তু পূর্বোপকারিণমপ্যঙ্গফলং ব্যলীকেনানুপালয়েৎ ॥৩৯॥
অসারং তু নিম্প্রতিপত্তিকমুপায়তোহপবাহয়েদশ্রমবন্মতীভ্য ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ । আসক্ত নায়ক, পূর্বে বহু উপকার করিলেও শেষে অল্পধন হওয়ায় অল্প-প্রাপ্তি হইলে—বারাঙ্গনা তাহাকে অনাদরে রাখিবে, (নায়ক যেন তাহার নিকট কতই অপরাধী) তাহাতে সে স্বয়ং চলিয়া যায় উত্তম, না যায়,—ঐ অল্প ধন—ভয়ে ভয়ে শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। তাহার পর :—একেবারেই নির্জন ও নিরুপায় হইলে,—অন্ত নায়কের আশ্রয় লইয়া তাহাকে উপায়-প্রয়োগে নিষ্কাশিত করিবে (পূর্বে অনেক উপকার করায়—একেবারেই অর্কচন্দ্র দিবে না,—তাহাকে বুঝিবার সুযোগ দিবে যে

আমি এখানে আর স্থান পাইব না ; অতএব আমি নিজেই এ সময়ে সরিয়া পড়ি,—তাহাতেও যদি চৈতন্ত না হয় তখন পরিণামে তাহার অদৃষ্টে অর্কচন্দ্র ঘটিবেই) । ৩৯ । ৪০ ।

অবতরণিকা । উশায়সমূহ কথিত হইতেছে,—

তদনিষ্টসেবা নিন্দিতাভ্যাস ওষ্ঠনির্ভোগঃ পাদেন ভূমেরভি-
বাতোহবিজ্ঞাত-বিষয়স্ত সঙ্কথা তদ্বিজ্ঞাতেষবিশ্ময়ঃ কুংসা চ দৰ্প-
বিঘাতোহধিকৈঃ সহ সংবাসোহনপেক্ষাং সমানদোষণাং নিন্দা
বহসি চাবস্থানম্ ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ । সেই নায়কের যাগ অনভিমত তাহারই আচরণ হইবে । (ইহাতে যদি নায়ক বুঝে যে আমার সে-ই মতানুবর্তিনী কামিনী এখন এমন হইয়াছে তখন আর না—তাহা হইলে তাহার একটু মান থাকে, এইরূপ পর পর কার্য্য সকলই নায়কের প্রতি ঘোর বিরক্তির সূচক । নিন্দিতা-ভ্যাস—নায়ক যে কার্য্যের নিন্দা করে—পুনঃপুনঃ সেই কার্য্য করা, ওষ্ঠ-নির্ভোগ—ঠোঁট উন্টান, ভূমিতে পদাঘাত,—(নায়কের অকর্ষণ্যতা-খ্যাপন ও তৎপ্রতি ক্রোধ প্রকাশের জন্য এই দুই কার্য্য) নায়কের যাগ অজ্ঞাত—তাহা লইয়া অস্ত্রের সহিত প্রগাঢ় আলাপ,—(অর্থাস্তর) তাহার উল্লেখে নায়কের অভিজ্ঞতা-খ্যাপন দ্বারা উপহাস, নায়কের বিজ্ঞাত বিষয় অতি কঠিন হইলেও তাহাতে বিশ্ময়-প্রকাশ না করা, নায়কের শিক্ষার নিন্দা করা,—(যে কোন উপায়ে হউক) দৰ্প চূর্ণ করা, নায়কোপেক্ষা যাহারা ‘বড়’ তাহাদিগের সহিত অধিককাল এক স্থানে থাকা, কোন কার্য্যেই নায়কের অপেক্ষা না করা,—নায়কের সমান-দোষে দোষী ব্যক্তির সেই দোষ উল্লেখে নিন্দা এবং নির্জনে অবস্থান—(এই গুলি বাহ্য উপায়) । ৪১ ।

রতোপচারেষুবেগো মুখস্থাদানম্ জঘনস্ত রক্ষণম্ নখদশন-
ক্ৰতেভ্যো জুগুপ্স। পরিষঙ্গে ভুজমযা সূচা বাবধানং স্তম্ভতা গাত্রাণাং

সক্থে বার্ত্যাসো নিদ্রাপরত্বং চ শ্রাস্তমুপলভ্য চোদনাশক্তৌ হাসঃ
শক্তাবনভিনন্দনম্ । দিবাপি ভাবমুপলভ্য মহাজনাভিগমনম্ ॥ ৪২ ॥

টীকা। তত্র রতমধিকৃত্যাহ;—রতার্থঃ সরকতাঙ্কলাদিষুপচারেষু উদ্বোধন
ইত্যপ্রতিগ্রহণম্ । প্রতিগ্রহণে বা অসৌম্যনশ্চম্ । মুখস্তাদানং মুখং চূড়িত্বং ন
দেয়ম্ । জঘনস্ত রক্ষণং স্পৃষ্টুং বা ন দেয়ম্ । নখদশনক্কেতেভ্যস্তৎকৃতেভ্যো
জুগুপ্সা । 'জুগুপ্সাদ্যর্থানাম্' ইত্যপাদানসংজ্ঞা । ভুজমযোতি । ভুজৌ ব্যতাস্ত
স্বকঙ্কয়োনিদধ্যাৎ । ততো ভুজমেকৌকৃত্য স্মৃচীব স্মৃচী তয়া ব্যবধানং পরিষঙ্গস্তা
স্ককতা গাত্রাণাং কর্তব্যম্ । নাক্রষ্টুং দদ্যাদিত্যর্থঃ । সক্থে বার্ত্যাসঃ সকাঙ্খনা
ব্যতাস্তসম্বীত । যজ্ঞযোগে প্রতিষেধার্থমূক্য ব্যতাসেদিত্যর্থঃ । নিদ্রাপরত্ব
চাঘ্ননং খাপ্যাম্ । শ্রাস্তমুপলভ্যোতি যদি কথঞ্চিদ্ভুক্তং প্রবৃত্তস্তত্র শ্রাস্তং চোদয়েৎ
প্রবর্তয়িতুম্ । ন পুরুষাঘ্রিতেন সাহায্যং দদ্যাৎ । তত্র চোদিতস্তাশক্তৌ
হাসঃ কর্তব্যঃ পার্কার্ত্তহত্য, যথায়ং বিরক্তৌভবতি । শক্তাবনভিনন্দনং
বৈবাগ্যাখাপনার্থম্ । দিবাপীতি । অন্ত্যেব কশিৎ কামগদভিভে, যঃ প্রাহ-
সিক্কেমপি দিবা সৈথুনম্যচেরতি । উৎকণ্ঠাং (ভাবং) সম্প্রয়োগেচ্ছামুপলভ্য
চৌৎসাহিকার্যভাং মহাজনাভিগমনং বাতিগহান্নির্গতা । তদিচ্ছাব্যাঘাতার্থম্ ॥ ৪২ ॥

বাক্যেষু চ্ছলগ্রহণমনস্বগি হাসো নস্বগি চান্য়মপদিষ্ট হসেন্
বদতি তস্মিন্ কটাক্ষেন পরিজনস্ত প্রেক্ষণং তাড়নং চাহতা চাস্ত
কথামস্তাঃ কথাস্তবলীকানাং বাসনানাং চাপরিহার্যগামনুকীর্তনং
মস্বগাং চ চেটিকয়োপক্ষেপণম্ ॥ ৪৩ ॥ আগতে চাদর্শনমযাচা-
যাচনমস্তে স্ময়ং মোক্ষশেচতি পরিগ্রহকল্লো দত্তকস্ত ॥ ৪৪ ॥

বাখ্যাযুক্ত অম্ববাদ । (আরও আছে,—) নায়ক মিষ্টে কথা কহিতে
আসিলে,—কথার ছল ধরা, হাস্ত কথা না হইলেও—হাস্ত (উপহাস-দ্যোতক),
হাস্তের কথা নায়ক কহিলে, ছল করিয়া অন্তের উদ্দেশে হাস্ত করিবে, নায়ক কথা
কহিতে থাকিলে—সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া—পরিজনের প্রতি বক্রদৃষ্টি.

অথবা পার্জনকে প্রচার, নায়কের কথায় বাধা দিয়া অস্ত্র কথা বলা, অপরিহার্য্য
কন্যা অপরাধ বা ব্যসনের উদ্দেশ্যে, দাসীদিগের দ্বারা নায়কের মর্মান্বিত
কথার প্রকাশ, নায়ক যখনই আসবে তখনই নায়িকার দেখ পাইবে না,—
অথবা বস্ত্র যাচঞা,—তাহার পুরণ নায়কের অসাধ্য হই—পরিশেষে স্বয়ং
পরিভ্রাণ—কিছুতেই যদি নায়ক না ছাড়ে—তখন নায়িকা স্বয়ং তাহাকে
সম্বাসিত করিবে। বেষ্ঠা ও গমোর যে পরিগ্রহ-ব্যবস্থা—তাহা দত্তকের
উপদিষ্ট। ৪৪ ।

ভবতশচাত্র শ্লোকৌ—

পরীক্ষা গম্যোঃ সংযোগঃ সংযুক্তস্যানুরঞ্জনম্ ।

রক্তাদর্শিত্ব চাদানমন্তে মোক্ষশ্চ বৈশিকম্ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ । এ বিষয়ে দুইটা শ্লোক আছে,—বিশেষ পরীক্ষা করিয়া গম্য
নায়কের সংযুক্ত মিলন কর্তব্য, মিলনের পর নায়কের মনোরঞ্জন, অনুরক্ত হইলে
তাহার নিকট হইতে অর্থশোষণ, তাহার পর নিকাসন—ইহা বৈশিকরূপ—
বেষ্ঠা নায়িকাব চারিত্র । ৪৫ ।

এবমেতেন কল্পেন স্থিতা বেষ্ঠা পরিগ্রহে ।

নাতিসন্দীয়তে গম্যোঃ করোত্যার্থাংশ্চ পুঙ্খলান্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ বাৎস্যায়নীর্যে কামসূত্রে বৈশিকে চতুর্থেইধিকরণে অর্থাগমোপায়-
বিরক্তপ্রতিপত্তিনিবাসনক্রমাস্তৃত্বীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ ! এই ব্যবস্থানুসারে বেষ্ঠা নায়কের পরিগ্রহে অবাস্তবতা—রক্ষিতা
হইলে—পুরুষের দল তাহাকে বঞ্চনা করিতে পারে না, প্রত্যুত সে-ই প্রচুর অর্থ
অর্জন করিতে পারে । ৪৬ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

বর্তমানং নিষ্পীড়িতার্থমুৎসজন্তী বিশীর্ণেন * সহ সন্দধ্যাৎ ॥ ১ ॥

বাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ । বর্তমান নায়কের অর্থ নিঃশেষে দোহন করিয়া লইবার পর তাহাকে যখন বারাজনা তাগ করিবে, তখন ভগ্নপ্রেম তৎপূর্ববত্তা নায়কের সহিত সন্ধি করিবে । ১ ।

অবতরণিকা । যে নায়ক ভগ্নপ্রেম হইয়া পূর্বে বিভাঙিত হইরাছে, তাহার সহিত আবার সন্ধি কেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে সূত্রাবলী উপন্যস্ত হইতেছে—

স চেদবসিতার্থো বিত্তবান্ সানুরাগশ্চ ততঃ সন্ধেয়ঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । সেই পূর্ববত্তী নায়ক অনেক অগের অপব্যয় করিয়াও যদি তখন ধনবান থাকে এবং ঐ নায়িকার প্রতি অনুরক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত সন্ধি করা কর্তব্য । ২ ।

বাখ্যা । এই পূর্ব নায়ক যদি অন্য কোন বারাজনার সহিত মিলিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলেই সন্ধি-যোগ্যতা এই সূত্রে প্রদর্শিত হইল; আর অন্যত্র মিলিত হইলে কোথায় সন্ধি করা কর্তব্য এবং কোথায় বা অকর্তব্য, তাহা অতঃপর কথিত হইবে । ২ ।

অগ্নাত্র গতস্তুর্কয়িতব্যঃ । স কার্যায়ুক্ত্যা ষড়্ বিধঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । অপর বারাজনার সহিত মিলিত পূর্ব নায়ক সহস্কে বিতর্ক করা উচিত । (সহসা সন্ধি করা কর্তব্য নহে) সেই নায়ক ছয় প্রকার । ৩ ।

ইতঃ স্বয়মপস্তুতস্ততোহপি দ্বয়মেবাপস্তুতঃ ॥ ৪ ॥ ইতস্ততশ্চ
নিষ্কাসিতাপস্তুতঃ ॥ ৫ ॥ ইতঃ স্বয়মপস্তুতস্ততো নিষ্কাসিতাপস্তুতঃ ॥

পূর্ববত্তেন ইতি পাঠান্তরম্ ।

৬ ॥ ইতঃ স্বয়মপস্বতস্তত্র স্থিতঃ ॥ ৭ ॥ ইতো নিকাসিতাপস্বতস্ততঃ
স্বয়মপস্বতঃ ॥ ৮ ॥ ইতো নিকাসিতাপস্বতস্তত্র স্থিতঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ । (১) এই নায়িকার নিকট হইতে স্বয়ং অপস্বত এবং
অন্তস্থান হইতেও স্বয়ং অপস্বত (২) এস্থান এবং সেস্থান উভয় স্থান
হইতেই নিকাশিত হইয়া অপস্বত (৩) এস্থান হইতে স্বয়ং অপস্বত এবং
সেস্থান হইতে নিকাশিত হইয়া অপস্বত (৪) এস্থান হইতে স্বয়ং অপস্বত এবং
সেই স্থানে স্থিত (৫) এস্থান হইতে নিকাশিত হইয়া অপস্বত এবং তথা হইতে
স্বয়ং অপস্বত (৬) এস্থান হইতে নিকাশিত হইয়া অপস্বত এবং সেই স্থানে
বৃত্ত । ৪—৯ ।

ব্যাখ্যা । এস্থান এবং সেস্থান—এই যে দুইটা শব্দ ব্যবহার করা হই-
ছে, তাহার প্রথমটির অর্থ—যে নায়িকা পূর্ববর্তী নায়কের সহিত পুনঃসাক্ষি
পন নিচায় করিতেছে, তাহার গৃহ । দ্বিতীয়টির অর্থ—তৎপরে সেই নায়ক
যে যে নায়িকার সহিত মিলিত হয়, তাহার গৃহ । ৪—৯ ।

ইতস্ততশ্চ স্বয়মেবাপস্বতোপজপতি চেতুভয়োগুণানপেক্ষী
লবুদ্বিরসক্ষেয়ঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । ছয় প্রকার নায়কের মধ্যে এস্থান হইতে এবং সেস্থান হইতেও
স্বয়ং অপস্বত যে প্রথমোক্ত নায়ক, সে পুনরাব এস্থানে আসিবার জন্য পীঠ-
কাদির দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেও তাহার সহিত সাক্ষি করা উচিত নহে ; কারণ,
স চকলবুদ্ধি কাহারও গুণাগুণেব অপেক্ষা করে না । ১০ ।

ইতস্ততশ্চ নিকাসিতাপস্বতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ । স চেদন্যতো বহু-
লভমানয়া নিকাসিতঃ স্তাৎ সসারোহপি তয়া রোষিতো মমামর্যাদ্বজ্জ
নাত্ততীতি সক্ষেয়ঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ । এস্থান ও সে স্থান হইতে নিকাশিত হইয়া অপস্বত যে দ্বিতীয়
প্রকার নায়ক, সে স্থিরবুদ্ধি ধনী হইয়াও যদি অন্তস্থান হইতে অপর নায়-

কের নিকট বহু অর্থলাভের আশায় সেই নায়িকা কর্তৃক নিষ্কাশিত ও তাহার প্রতি কোপযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ক্রোধবশে আমাকে বহু অর্থ দান করিবে,—এই বিচার কারয়া নায়িকা তাহার সহিত সন্ধি করিবে । ১১ ।

নিঃসারতয়া কদর্য্যতয়া বা তাত্তো ন শ্রেয়ান্ ॥ ১২

মাথাযুক্ত অনুবাদ । কিন্তু একেবারে নিঃসর হইয়াছে বলিয়া বা অত্যন্ত রূপণ বলিয়া যদি সেই নায়িকা কর্তৃক নিষ্কাশিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সহিত সন্ধি করা উচিত নহে । অতএব গুপ্তচর দ্বারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা উচিত । ১২ ।

ইতঃ স্বয়মপম্প্রতন্ততো নিষ্কাশিতাপম্প্রততো যদাতিরিক্তমাদৌ চ দদ্যাক্ততঃ প্রতিগ্রাহঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ । এস্থান হইতে স্বয়ং অপম্প্রত এবং সেস্থান হইতে নিষ্কাশিত করিয়া অপম্প্রত যে তৃতীয় নায়ক, সে যদি প্রথমেই অতিরিক্ত ধনদান করে, তবেই তাহার সহিত সন্ধি করা উচিত, নতুবা নহে । ১৩ ।

ইতঃ স্বয়মপম্প্রত তত্র স্থিত উপজপংস্কর্য্যিতবৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ । এস্থান হইতে স্বয়ং অপম্প্রত হইয়া সেস্থানে আছে এমন যে চতুর্থ নায়ক, তাহার এখানে আসিবার জন্য কথা 'চালাচালি' করিলে তাহা কাবুতে হইবে । ১৪ ।

গবতরণিকা । সন্ধি করা এবং না করা হইবার দু'টা পক্ষ ; প্রথমে সন্ধি করার পক্ষ দুইটা স্বত্রে কথিত হইতেছে ;—

বিশেষার্থো চ গতন্ততো বিশেষমপশ্চন্নাগন্তুকামো ময়ি মাং জিজ্ঞাসিতুকামঃ স আগতা সানুরাগদ্বাদাসতি ॥ ১৫ ॥ তস্যাত্ত বা দোষান দৃষ্টো ময়ি ভূয়িষ্ঠান্ গুণানধুনা পশ্যতি স গুণদর্শী ভূয়তঃ দাসতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ । এ স্থান হইতে বিশেষ আনন্দ লাভের জন্ত সেখানে গিয়াছিল। তথায় বিশেষ আনন্দ না পাইয়া আসিবার জন্ত ইচ্ছা করিয়াছে ; আমি এখন তাহাকে লইতে স্বীকৃত কি না, ইহা জানিতে চাহে, এ অবস্থায় আমার মত হইলে সে আসিয়া আমার প্রতি অনুরাগ বশতঃ নিশ্চয় অর্থদান করিবে । ১৫ ।

তদ্বাদ । অথবা যদি সেই নায়িকার বহু দোষ দোষিতা আমার বক্তব্য শুণ এখন দেখে,—তাহা হইলে সেই গুণদশী নায়ক আমাকে প্রচুর ধন দিবে । (এই ছ'এর একপ্রকার হইলে সন্ধি করা উচিত) । ১৬ ।

অবতরণিকা ! সন্ধি না করার পক্ষ প্রদর্শিত হইতেছে,—

বালো . বা নৈকবৃষ্টিবিত্তিসন্ধানপ্রধানো বা হরিদ্রারাগো বা
বৎসিকনকারী বেতাবেতা সন্দধ্যায় বা ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যায়ুক অনুবাদ । সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে,—একত্রদাষ্ট নই—একবার এদিক্, একবার ওদিক্ দোঁগতেছে ; এমনই হউক অথবা কনাপরায়ণ কিংবা হরিদ্রারাগবৎ আচিরস্থায়ি-অনুরাগযুক্ত বা যাহা যখন চক্ষু লগ্ন হাহাট করে এইরূপ প্রতীতিসম্পন্ন—ইহা ভাল করিয়া জানিয়া সন্ধি করা উচিত কিনা স্থির করিবে । অর্থাৎ ১৫ । ১৬ সূত্রের অনুরূপ নায়ক হইলে সন্ধি করিবে, ১৭ সূত্রে যে চারিটি পক্ষ উল্লিখিত, সেইরূপ হইলে সন্ধি করা উচিত নহে—এ প্রকার নায়ক কি অর্থ দান করিতে পারে ? । ১৭ ।

ইতো নিষ্কাসিতাপস্মতস্ততঃ সয়মপস্মত উপজপংস্কর্যিতব্যঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । এস্থান হইতে নিষ্কাসিত হইবা অপস্মত ও সেস্থান হইতে স্মতঃ পস্মত এই যে পঞ্চম নায়ক—সে এস্থানে আসিবার জন্ত কথা চালাচালি করিলে সন্ধি করা বা না করা পক্ষে ভ্রক করিতে হইবে । ১৮ ।

অনুরাগাদাগন্তুকামঃ স বহু দাস্ততি । মম গুণৈর্ভাবিতো
যোহন্যন্তঃ ন রমতে ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ। সে যদি আমার প্রতি অনুরাগ বশতঃ আগমনে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই বহু অর্থ দিবে,—আমার গুণে বশীভূত বলিয়া অল্প রমণীতে তাহার যে প্রীতিই হয় না। (ইহা সন্ধি করার পক্ষ)। ১৯।

পূর্বমযোগেন বা ময়া নিকাসিতঃ স মাং শীলয়িত্বা বৈরঃ
নির্যাতয়িতুকামো ধনমভিযোগাদ্বা ময়াস্তাপহতং তদ্বিশ্বাস্ত প্রতীপ-
মাদাতুকামো নির্বেষ্টুকামো বা মাং বর্তমানাস্তেদয়িত্বা তন্তুকাম
ইতাকলাণবুদ্ধিরসন্ধেয়ঃ ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ। আমি পূর্বমিলন অবস্থায় উধাকে অস্তায় ভাবে
নিকাসিত করিয়াছি, এখন আমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া বৈরনির্যাতন করিতে
ইচ্ছুক, অথবা আমি ইহার বন (সেই সময়) অপহরণ করিয়াছি, এইরূপ
আভিযোগ আনয়ন এবং তাহাতে ধর্ম্মাধিকরণের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া, উল্ট
আমার নিকট ইচ্ছিতে বন আদায় করিতেই বা ইচ্ছুক কিংবা বিবাহ করিতে
ইচ্ছুক হইয়াই (সেখানে ছাড়িয়া আসিতেছে) আমাকেও বর্তমান নায়কের
সংকল্প বিচ্ছেদ ঘটাইয়া কএকদিন পরে ত্যাগ করিবারই ইচ্ছা রাখে। যাহা
হউক—এইরূপ কোন অনিষ্ট সঙ্কল্প থাকে ত তাহার সহিত সন্ধি কর
উচিত নহে। ২০।

অনুথাবুদ্ধিঃ কালেন লস্তুয়িতবাঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ। নিকাসিত হওয়ায় অনুথাবুদ্ধি অগাং বিকৃতি প্রাপ্ত নায়ক
কালবিলম্বে উপযুক্ত সঞ্চয় দ্বারা যোজনাই হইতে পারে। ২১।

ইতো নিকাসিতস্তত্র স্থিত উপজপন্নোতেন ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ। এস্থান হইতে নিকাসিত ও সেখানে স্থিত যে নায়ক
নায়ক—সে উপজাপ (চরদ্বারা বর্তমান নায়কের বিরুদ্ধে লাগাইয়া তাহার
হইবার জন্য পরামর্শ প্রদান—এইপ্রকার কথা চালাচালি) করিলে তৎসম্বন্ধে
কর্তব্য—পক্ষম নায়কের ব্যবস্থা দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইল। সেই নায়কের

পক্ষেও ঐরূপ তর্ক আছে, তাহাতেও বিশেষ বিচার করিয়া কালবিলম্বে যোগ্য .
সহায়কে মধো রাখিয়া তাহার সহিত সন্ধি কর্তব্য । ২২ ।

তেষ্পূজপংস্বত্রে স্থিতা স্বয়মুপজপেং ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ । সকল পূর্য নায়ক অন্ত্র যাক বা না যাক যদি তাহার
উপজ্ঞাপ করে, তবেই অন্ত্র নায়ক ত্যাগ না করিয়া নিজেও পূর্য নায়কের সহিত
কথ' চালাচালি করিবে । ২৩ ।

অবতরণিকা । এইরূপ করিবার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে,—

বালীকার্থং নিকাসিতো ময়াসাবন্ত্রে গতো যত্নাদানতব্যঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ । অন্ত্র স্ত্রীতে প্রসক্তির অপরাধে,—তাহাকে আমিই নিকাসিত
করিয়াছি, তাহার পরে সে অন্ত্র গিয়াছে । (এখন সে যখন আসিতে
চাহিতেছে, তখন নিশ্চয়ই অর্থ প্রদান করিবে) অন্ত্রএব যত্নপূর্যক আনা
উচিত । ২৪ ।

ইতঃ প্রযুক্তসন্তাষো বা ততো ভেদমবাপ্স্যতি ॥ ২৫ ॥ বর্তমানস্ত
বা দর্পবিঘাতং করিষ্যামি * ॥ ২৬ ॥ অর্থাগমকালো বাস্তু স্থান-
স্থিতবস্ত্র জাতা, লব্ধগনেনাধিকরণং দারৈর্বিসুস্তঃ পারতন্ত্রাদ্ব্যবস্তুঃ
পিদ্মা ভ্রাতা বা বিভক্তঃ ॥ ২৭ ॥ অনেন বা প্রতিবন্ধমেনে সন্ধিঃ
কদা নায়কং ধনিমবাপ্স্যামি ॥ ২৮ ॥ বিমানিতো বা ভার্যয়া
তমেব তস্তাং বিক্রময়িষ্যামি ॥ ২৯ ॥ অস্ত্র বা মিত্রং মদেদ্বিধিগে
সপত্নীং কাময়তে তদমুনা ভেদয়িষ্যামি ॥ ৩০ ॥ লেচিস্ততয়া বা
লাঘবমেনমাপাদয়িষ্যামীতি ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ । (১) এস্থান হইতে পাকা কথা যাইলেই সেস্থানে তাহার
ছাড়াছাড়ি হইবে, (তখন তাহাকে আনা যাইবে) । (২) অথবা বর্তমান

বর্তমানস্ত চৈদর্পবিঘাতং করিষ্যতি ইতি পাঠান্তরম্ ।

নায়ক (অর্থ প্রদান করে বলিয়া দর্প করে) তাহার দর্প চূর্ণ করিব (অতএব আনা উচিত)। (৩) এখন ইহার আয়ের সময়, (৪) ভূ-সম্পত্তি বাড়িয়াছে (৫) শুদ্ধাদি বিভাগে অধাঙ্ক পদ পাইয়াছে, (৬) স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে, (৭) পরাধীন ছিল এখন তাহা নাই, (৮) পিতা বা ভ্রাতার সহিত বিভক্ত হইয়াছে, (অতএব ইহাকে আনা উচিত)। (৯) ইহার সহিত বিশেষ বন্ধনে আবদ্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তি আছে—ইহার সহিত প্রীতি সম্বন্ধ করিলে, ইহার সাহায্যে সেই ধনাঢ্যকে নায়করূপে পাইতে পারি। (এই নায়িকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নায়ক যদি নিজ ভাৰ্য্যার নিকটেই থাকে—তৎপক্ষে শীলোচনা এই;—)(১০) ইহার ভাৰ্য্যা আমার অপমান করিয়াছে—এখন আমি ইহাকে তাহার বিরুদ্ধে লাগাইব। (১১) অথবা ইহার মিত্র, আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ আমারই নায়কের পুত্র সঙ্গীতে রত—ইহাকে চক্ষুগত করিলে,—ইহার দ্বারা তাহারিগণের ছাড়াছাড় করিয়া দিব। (১২) অথবা চক্ষুগত বলিয়া যে লম্বুল তাহা বাহ্যতে ইহার হয় তাহা করিব। (এইকপ নানা কারণ আছে, বাহ্যতে পুত্র নায়ককে স্থান দেওয়া হয়। ২৫—৩১।

অবতরণিকা। নায়িকা সযঃ কথা চালাচালি করিবে বলা হইয়াছে—
একগুণে তাহার বর্ণনা হইতেছে;—

তশ্চ পীঠমর্দাদয়ো মাতুর্দোঃশীলেন নায়িকায়াঃ সতাপনুরাগে
বিশ্বায়াঃ পূর্ববৎ নিকাসনং বর্ণয়েয়ঃ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। পূর্বনায়কের পীঠমর্দ প্রভৃতি সহাবগণ (এই নায়িকার অগ্রে বাধ্য হইয়া) তাহাকে বলিবে “নায়িকার অনুরাগ তোমার প্রতি সম্পূর্ণ কিম্ব কি করিবে সে যে মা'এর অধীন, ইহার মা বড়ই দংশীলা, তাহারই জন্ত তোমাকে নিকাশিত করিয়াছিল। ৩২।

বর্তমানেন চাকামায়াঃ সংসর্গং বিদেষক ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। আর বলিবে,—“বর্তমান নায়কের প্রতি তাহার অনুরাগ নাই, বিদেষ আছে”। ৩৩।

তত্শাশ্চ সাভিজ্ঞানৈঃ পূর্বানুরাগৈরেনং প্রত্যায়য়েযুঃ ॥৩৪ ॥

অনুবাদ । অভিজ্ঞানযুক্ত নায়িকার পূর্বানুরাগ বর্ণনায় সেই পূর্ব নায়কের বিশ্বাস উৎপাদন করিবে । ৩৪ ।

অভিজ্ঞানঞ্চ তৎকৃতোপকারসম্বন্ধং স্মাদিতি বিশীর্ণপ্রতিসন্ধানম্ ॥৩৫ ॥

অনুবাদ । সেই পূর্বনায়ক,—যে উপকার করিয়াছিল বা অনিষ্ট প্রতিকার করিয়াছিল—সেই ঘটনাস্থত অভিজ্ঞান—পূর্বস্মৃতি হইবে । এই হইল বিশীর্ণ-প্রতিসন্ধান অর্থাৎ ভয়প্রেমের পুনর্ঘোজন । ৩৫ ।

অপূর্বপূর্বসংস্বদয়োঃ পূর্বসংস্বদেঃ শ্রেয়ান্ স বিদিতশীলো
দন্তেরাগশ্চ সপারো ভবতীতাচার্যাঃ ॥ ৩৬ ॥ পূর্বসংস্বদেঃ সর্বতো
নিষ্পাদিতার্থদ্ব্যাত্মার্থমর্থদো দুঃখঞ্চ পুনর্বিশ্বাসয়িতুমপূর্ববস্তু স্তোত্র-
নানুরক্তাভি ইতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ৩৭ ॥ তথাপি পুরুষপ্রকৃতিত
নির্দেশঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ । আচার্যাগণ বলেন—নূতন নায়ক ও পূর্বসংস্বদে নায়কের
নানা পূর্বসংস্বদে নায়ক শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ তই জন প্রার্থী হইলে, পূর্ব সংস্বদেকেই
গ্রহণ করা উচিত) কারণ তাহার সম্ভাব জানা থাকায় তাহার প্রতি ব্যবহার
মনোহর সাধ্য । বাৎস্তায়ন বলেন,—পূর্বসংস্বদে নায়কের প্রথমে এখানে
পরে স্থানান্তরে—অর্থ বাহির করিয়া লওয়ায় সে অধিক অর্থ দান করিতে
পারে না, নিষ্কাসিত নায়কের বিশ্বাস উৎপাদনও কষ্টকর, নূতন নায়ক
সমন্বিত অনুবাসী হয় । (অতএব নূতন নায়ককে গ্রহণ করাই উচিত ; অথবা
পূর্ব সংস্বদেকে গ্রহণ করা উচিত নহে ইহাই তাৎপর্য) । তথাপি (আচার্য্যাম
ও বাৎস্তায়ন মত বিভিন্ন হইলেও) পুরুষের প্রকৃতি অনুসারেই প্রভেদ হইয়া
গিকে । ৩৬—৩৮ ।

ব্যাখ্যা । কোথাও নূতনে নানা দোষ—পূর্বসংস্বদেরই গুণ, কোথাও
পূর্ব সংস্বদে দোষ, নূতনে গুণ। অতএব দোষগুণ বিচারই গুণের দ্বারা সর্ব-

প্রধান কর্তব্য। এই স্থান দেখিলে মনে হয়—এই শাস্ত্রের উপদেশটা বাৎস্তায়ন হইলেও তাহার শিষ্য প্রশিষ্যেরাষ্ট বর্তমান আকারের কামসূত্রের রচয়িতা, তাহা না হইলে, নিজের মত নিজেরই খণ্ডন ইহাতে সম্ভবপর নহে ;—ইহা গেল এক পক্ষের কথা, অপর পক্ষের মত এই—৩৬ সূত্রে যে আচার্য্যমত আছে— তাহার যৌক্তিকতাখণ্ডনই ৩৭ সূত্রের উদ্দেশ্য,—নূতনেরই যে গ্রাহ্যতা, ইহা সেই সূত্রের প্রতিপাদ্য নহে। তাহা হইলে ৩৮ সূত্র বাৎস্তায়ন মত হইতে পৃথক্ হইতেছে না। ৩৭ সূত্রের তাবার্থ হইল—পুরুষ সংসৃষ্টই যে সর্কৃত সংগ্রাহ্য, তাহা হইতে পাবে না, বরং তাহার প্রতিকূল যুক্তি আছে। এই ৩৬ সূত্রের পর ৩৮ সূত্রে কথিত হইতেছে—“তথাপি” অর্থাৎ যদি চ পুরুষসংসৃষ্ট নায়ক অসংগ্রাহ্য হইতে পারে এবং নূতন নায়কও সংগ্রাহ্য হইতে পারে, তথাপি তাহাষ্ট সার্বত্রিক নিয়ম নহে ; পুরুষের প্রকৃতি অনুসারে বৈপরীত্য হইতে পারে। এই পক্ষই আমি সঙ্গত মনে করি। ৩৬—৩৮।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

অন্যথ ভেদয়িতুং গম্যাদন্যতো গম্যামেব বা ।

স্থিতস্ত চোপঘাতার্থং পুনঃ সন্ধানমিষাতে ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ। এ বিষয়ে কতিপয় শ্লোক আছে ;—গম্য নায়ক হইতে অন্য রমণীকে পৃথক্ অর্থাৎ ছাড়াছাড়ি করিবার জন্য এবং অন্য রমণী হইতে নায়ককে পৃথক্ করিবার জন্য অথবা বর্তমান নায়কের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য বিচ্ছিন্ন নায়কের পুনঃসন্ধান নায়িকাগণের অভিপ্রেত। ৩৯।

বিভেতান্যস্ত সংযোগাদ্ব্যলীকানি চ নেশ্বতে ।

অতিসক্তঃ পুমান্ যত্র ভয়াবহ দদাতি চ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। পুরুষ যে স্থানে অন্যস্ত আসক্ত, সেস্থানে অপর নায়কের সংযোগ শঙ্কায় ভীত হয়, নায়িকার অপরাধ দেখিয়াও দেখে না এবং পাছে তাহাকে পরিত্যাগ করে এই ভয়ে বহু অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। ৪০।

অসত্ত্বমভিনন্দেচ্চ সত্ত্বং পরিভবেত্তথা ।

অনুদূতানুপাতে চ য শ্রাদতিবিশারদঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ । যে নায়ক অনুরাগ সত্ত্বেও নিকাশিত, তাহার পরেও সেই নিকাসনকত্রীর প্রায়াভিলাষী, সে যদি অতি বিচক্ষণ হয়, তাহা হইলে সেই নায়িকার নিকট অল্পের দূত যাইতেছে, ইহা বুঝিলে সেই দূত সমোপে আসক্তি-শূন্য নূতন নায়কের প্রশংসা করিবে । আর যদি নূতন নায়ক আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে অবজ্ঞা করিবে । ৪১ ।

তত্রোপযাপিনং পূর্ব্বং নারী কালেন যোজয়েৎ ।

ভবেচ্চাচ্ছিন্নসন্ধানাং ন চ সত্ত্বং পরিতাজেৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ । পুনঃসন্ধানার্গ উপজাপকারী পূৰ্ব্বসংসৃষ্ট নায়ককে রমণী কাল-বিলম্বে সংযোজিত করিবে, তাহাতেই পূৰ্ব্বসংসৃষ্টের সহিত সন্ধন বজা য থাকিবে, কিন্তু যে ব্যক্তি আসক্ত তাহাকে পবিত্রাগ করিবে না । ৪২ ।

সত্ত্বং তু বশিনং নারী সন্তাষাপ্যন্যতো ব্রজেৎ ।

ততশ্চাৰ্থমুপাদায় সত্ত্বমেবানুরঞ্জয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ । একান্ত বশ আসক্ত নায়ককে বলিয়া কাহিয়া বাধ্যন্য অন্ত নায়কের নিকট গমন করিতে পারে, তাহা হইতে অর্থ আত্মরূপ করিয়া আসক্ত নায়কেরই মনোরঞ্জন করিবে । ৪৩ ।

আয়তিং প্রসমীক্ষ্যাদৌ লাভং প্রীতিঞ্চ পুঙ্কলাম্ ।

সৌহৃদং প্রতিসন্দধ্যাদ্বিশীর্ণং স্ত্রী বিচক্ষণা ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ-বাৎসায়নীয়ৈ কামসূত্রে বৈশিকে চতুর্থেহধিকরণে

বিশীর্ণপ্রতিসন্ধানং চতুর্থেহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । প্রথমে উক্তর কাল চিন্তা করিবে, তাহার পর লাভ এবং প্রচুর প্রীতি বিবেচনা করিয়া বিচক্ষণ রমণী ভগ্নপ্রেমও পুনঃ সংযোজিত করিবে । ৪৪ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অবতরণিকা । বারাদ্ধনা তিন প্রকার,—একপরিগ্রহা, অনেকপরিগ্রহা এবং অপরিগ্রহা । একপরিগ্রহার লাভের কথা ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে, অনেক-পরিগ্রহার বিষয় পরে কীর্ত্তিত হইবে, এক্ষণে অপরিগ্রহার লাভের কথা বলা হইতেছে ।

গম্যবাহুল্যে বহু প্রতিদিনঞ্চ লভমানা নৈকং প্রতিগৃহীয়াৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । গম্য পুরুষের বাহুল্যস্থলে (প্রতিদ্বন্দ্বিতাহেতু বহু লাভের সম্ভাবনায়) কোন এক ব্যক্তিকে নিয়তভাবে গ্রহণ করিয়া রাখিবে না এবং প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন পুরুষের নিকট বহু অর্থ লাভ যাহার আছে, সে বারাদ্ধনাও এক ব্যক্তিকে নিয়ত গ্রহণ করিয়া রাখিবে না । ১ ।

বাখ্যা । নিয়তভাবে ন্যক গ্রহণ না থাকাতে ইহাকে অপরিগ্রহা বলা হইয়াছে । ১ ।

দেশং কালং স্থিতিমাগুনো গুণান্ সৌভাগ্যং চাত্মভো
নূনাতিরিক্ততাং চাবেক্ষ্য রজ্ঞান্যমর্থং স্থাপয়েৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । দেশ, কাল, ব্যবহার, নিজের গুণ, সৌভাগ্য এবং অন্ত বারাদ্ধনা অপেক্ষা অপকৃষ্টতা ও উৎকৃষ্টতা পর্যালোচনা করিয়া রাত্রির গুণ স্থাপন করিবে । ২ ।

গম্যো দূতাংশ্চ প্রয়োজয়েৎ তৎপ্রতিবন্ধাংশ্চ সয়ং প্রহিণুয়াৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । গম্য পুরুষের নিকট গুপ্তচর নিযুক্ত রাখিবে ; গম্যাদিগের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ আছে, তাহাদিগকে নিজেই বন্ধ করিয়া পাঠাইবে । ৩ ।

বাখ্যা । স্বয়ং প্রেরণ করিবে, ইহার অর্থ—নিজে উহাদিগের সহিত মত্বগ করিয়া অর্পণ একটা ভাগ দিতে সীকাব করিবে ; আর তাহার যে এ বিষয়ে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা আছে, ইহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিবে । আত্মীয়গণ

পরামর্শজ্বলেট ঐ বারাক্ষনার উৎকর্ষ ও শুদ্ধের কথা জ্ঞাপন করিয়া ঔৎসুক্য বর্দ্ধন করিবে। এ স্থলে টীকাকারের অর্থ পরিত্যক্ত হইল। ৩।

দ্বিত্বিশ্চতুরিতি লাভাতিশয়গ্রহার্থমেকস্তাপি গচ্ছেৎ পরিকল্পং
সকলগ্রহঞ্চ চরেৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। অধিক লাভের জন্য এক নায়কেরও অধীনে দুই তিন চার রজনীগ অতিবাহিত করিতে পারে এবং সেই কয়েকদিন একপরিগ্রহের যে সন্মুখ্য ব্যবহার, তাহা করিবে। ৪।

গম্যর্যোগপদো তু লাভসাম্যে যদ্রব্যার্থিনি স্ত্রান্তদ্যায়িনি বিশেষঃ
প্রত্যক ইত্যচাৰ্য্যাঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। যদি বহু নায়ক এককালে উপস্থিত হয় এবং প্রত্যেকের নিকটেই সমান লাভ বুঝে, তাহা হইলে ঐ বারাক্ষনার যে ভবোর প্রয়োজন আছে, সেই ভব্য যে নায়ক দিবে, তাহাকেই গ্রহণ করিবে। আচাৰ্য্যগণ ইহা বলেন। ৫।

অপ্রত্যাদেয়হাং সর্বকর্যাণাং তন্মূল্যাক্ষিরণাদ ইতি
বাৎস্তায়নঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। বাৎস্তায়ন বলেন,—ফিরাইয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই এবং সকল দাবালাভেরই যাহা মূল্য, সেই স্বর্ণমুদ্রা যে দিবে, তাহাবেই গ্রহণ করিবে। ৬।

বা্যপ্য। ফিরাইয়া লওয়া যায় না কেন? চিনিয়া লওয়া সম্ভাবনা নাই বলিয়া। বস্তাদি যাহাই প্রদত্ত হউক না, দৃষ্ট লম্পট তাহা ফিরাইয়া পাইবার জন্য অনেক কৌশল করিতে পারে, যথা—আমার বস্ত্র তাহার এই চিহ্ন, তাহা অপহৃত হইয়াছে, আমার সন্দেহ হয়, অমুক বারাক্ষনার বাটীতে সেই বস্ত্র আছে। এইরূপ অভিযোগ উপস্থিত করিলে বস্ত্রের উদ্ধার করা একেবারেই অসম্ভব নহে, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা—গরীব দেশে এখন স্বর্ণমুদ্রার কথা না বলাই ভাল

টাকা পয়সা প্রদান করিলে, তৎসম্বন্ধে বস্ত্রের মত অভিযোগ উপস্থিত হইতেই পারে না । ৬ ।

সুবর্ণরজততাম্রকাংশুলোহভাণ্ডোপস্করাস্তরণপ্রাবরণবাসোবিশেষ-
গন্ধদ্রব্যাকটুকভাণ্ড-মৃততৈল-ধাতু-পশু-জাতীনাং পূর্বপূর্ববতো
বিশেষঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । (তাৎকালিক প্রথা অনুসারে) সুবর্ণ, রজত, তাম্র, কাংশু, লোহভাণ্ড, উপস্কর (তৈজসপত্র) আস্তরণ, (তোষক প্রভৃতি) প্রাবরণ, (কঙ্কাদি) বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র, গন্ধদ্রব্য, কটুকভাণ্ড, মৃত, তৈল, ধাতু ও পশু—এই সকল দ্রব্যের মধ্যে পূর্ব পূর্ব বস্তুই উত্তর উত্তর বস্তু অপেক্ষা (বারাদানের শুদ্ধ প্রদানে) বিশেষ গ্রাহ্য । ৭ ।

পত্তনসাম্যাদ্ভ্য দ্রব্যাসামো মিত্রবাক্যাদতিপাতিহাদায়তিতো গমা-
গুণতঃ প্রীতিতশ্চ বিশেষঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । এই বিশেষ গ্রাহ্যতার অন্ত প্রকার নির্দ্ধারকও আছে ;—যে বস্তু বারাদানের বাসভবনের অনুরূপ, তাহা অন্ত বস্তু অপেক্ষা বিশেষ গ্রাহ্য এবং সমান দ্রব্য হইলেও বন্ধুর কথা বিশেষ গ্রাহ্য । দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব, পরিণামে উৎকর্ষ, নায়কের গুণ এবং প্রীতি—ইহাও বিশেষ গ্রাহ্যতার হেতু । ৮ ।

ব্যাখ্যা । যুগপৎ বহু নায়কের উপস্থিতিতে কাঙ্ক্ষাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এই বিচার ৫ম সূত্রে হইতে আরম্ভ হইয়াছে । যে বস্তু শুদ্ধরূপে দান করিলে সর্বাপেক্ষা আদরণীয় হওয়া যায়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সূত্রে মতভেদে তাহার বর্ণনা আছে । ৭ম সূত্রে শুদ্ধদ্রব্যের উৎকর্ষাপকর্ষের কথা কথিত । তাম্রদাতা অপেক্ষা রজতদাতার আদর আছে অর্থাৎ তিনিই গ্রহণীয় ইত্যাদি উপদেশটাই এই সূত্রের তাৎপর্য্য । ৮ম সূত্রে কোন নায়ককে গ্রহণ করিতে হইবে, ইহার নির্ণয় প্রসঙ্গে যে যে কারণ কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বন্ধুর কথা প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে । ঐরূপ কারণে অন্তকে উপেক্ষা করিয়া একজনকে গ্রহণ করিবে । ৮ ।

রাগিত্যাগিনোস্ত্যাগিনি বিশেষঃ প্রত্যক্ষ ইত্যার্চ্যাঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ । আচার্য্যগণ বলেন,—অনুরক্ত ও দাতার মধ্যে দাতাই বিশিষ্ট পাত্র অর্থাৎ তিনিই গ্রহণীয় ; ইহার ফল প্রত্যক্ষ । ৯ ।

শক্যো হি রাগিণি ত্যাগ আধাতুম্, লুক্কোহপি হি রক্তস্ত্যজতি
ন তু ত্যাগী নির্বন্ধাজ্জাত ইতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । বাৎস্তায়ন বলেন,—অনুরক্ত হইলে, তাহাতে দানশক্তি স্থাপন করা সহজ ; অনুরাগী পুরুষ লুক্ক হইলেও দ্রব্যত্যাগে কুণ্ঠিত হয় না ; পক্ষান্তরে দান অস্ত্রের আগ্রহে অনুরাগযুক্ত হয় না (অনুরাগ না হইলেও দাতার নিকট হইতেও ইচ্ছা লুক্কপ অর্থ পাওয়া যায় না) । ১০ ।

তদাপি ধনবদধনবতোর্ধনবাত বিশেষঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ । তন্মধ্যে অর্থাৎ অনুরক্ত এবং দাতার মধ্যেও ধনবান্ এবং নির্ধন বুদ্ধিয়া যে ধনবান্ তাহাকেই গ্রহণ করিবে । ১১ ।

ত্যাগিপ্রয়োজনকত্রোঃ প্রয়োজনকর্তারি বিশেষঃ প্রত্যক্ষ ইত্যার্চ্যাঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ । আচার্য্যগণ বলেন,—দাতা ও প্রয়োজনীয় কার্য্যসম্পাদক এই উভয়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্য্যসম্পাদকই গ্রহণ বিষয়ে বিশেষ পাত্র ; কারণ তাহার ফল প্রত্যক্ষ । ১২ ।

প্রয়োজনকর্তা সঙ্কং কৃয়া কৃতিনমাত্মানং মন্যতে ত্যাগী
পুনরতীতং নাপেক্ষত ইতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ । বাৎস্তায়ন বলেন,—প্রয়োজনীয় কার্য্যসম্পাদক একবার কার্য্য করিয়াই মনে করে, আমার কার্য্য সম্পন্ন হইল, কিন্তু দাতা অতীত দানের বিষয় স্মরণও করে না । ১৩ ।

তদ্রূপায়তিতো বিশেষঃ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। দাতা এবং প্রয়োজনসম্পাদকের মধ্যেও আয়ত্তি অর্গাৎ পরিণাম বিচার করিয়া এ স্থলে গ্রাহ্যতা নির্ণয় করিতে হইবে। ১৪।

ব্যাখ্যা। যদি বুঝে,—অদ্যই প্রয়োজনীয় কার্যের সম্পাদক অবজ্ঞাত হইলে কিঞ্চৎ পরেই কার্য ক্ষতি হইবার সম্ভব, তাহা হইলে সেই দিনের পরিণাম চিন্তা করিয়া প্রয়োজনীয় কার্যসম্পাদকেই গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু সেরূপ কিছু না থাকিলে দাতারই আদর কর্তব্য। ১৪।

কৃতজ্ঞত্যাগিনোস্ত্যাগিনি বিশেষঃ প্রত্যক্ষ ইত্যাচার্য্যঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ। কৃতজ্ঞ ও দাতার মধ্যে দাতাই গ্রহণ বিষয়ে বিশেষ পাত্র; কল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, ইহা আচার্য্যগণ বলেন। ১৫।

চিরমারাধিতোহপি ত্যাগী ব্যলীকমেকমুপলভ্য প্রতিগণিকয়া বা মিথ্যাদৃষিতঃ শ্রমমতীতঃ নাপেক্ষতে। প্রায়েণ হি তেজস্বিনঃ স্বজবোহিতাদৃতাশ্চ ত্যাগিনো ভবন্তি। কৃতজ্ঞস্ত পূর্ববশ্রমাপেক্ষী ন সহসা বিরজাতে। পরীক্ষিতশীলহাচ্চ ন মিথ্যা দুষ্যত ইতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। বাৎস্তায়ন বলেন,—দাতা দীর্ঘকাল আরাধিত হইলেও একটী অপরাধ পাইয়া অথবা প্রতিপক্ষ গণিকার মুখে নিজগণিকার আরোপিত দোষে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ন্যায়িকার পুরুত পরিশ্রমে, কথা স্মরণও করে না, কারণ প্রায়ই দাতাগণ তেজস্বী সরল ও অশিশয় আদৃত হইয়া থাকে; আর কৃতজ্ঞ পুরুত পরিশ্রম স্মরণ করে, সহসা বিরক্ত হয় না, এবং স্বভাব পরীক্ষা করিয়া বাগ্ম্য আরোপিত দোষে বিশ্বাস স্থাপন করে না। ১৬।

তত্রাপ্যায়তিতো বিশেষঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। তন্মধ্যেও পরিণাম দেখিয়া বিশেষ নির্ণয় করিতে হইবে। ১৭।

ব্যাখ্যা। কৃতজ্ঞ শ্রেষ্ঠ হইলেও যদি বুঝে দাতা কুপিত হইয়া পরিণামে

রুতজেরও অনিষ্টসাধন করিতে পারে, তাহা হইলে সেইরূপ দাতাকেই গ্রহণ করিবে । ১৭ ।

মিত্রবচনার্থাগময়োরর্থাগমে বিশেষঃ প্রত্যক্ষ ইত্য্যচার্য্যাঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । বন্ধুর বাক্য এবং অর্থাগম এই উভয়ের মধ্যে অর্থাগমই বিশেষ ভাবে অপেক্ষণীয়, ফল প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ । ইহা আচার্য্যগণ বলেন । ১৮ ।

সোহপি হর্থাগমো ভবিতা মিত্রং তু সন্ধুদ্বাকো প্রতিহতে
কলুষিতং স্তাদিত বাৎস্তায়নঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ । বাৎস্তায়ন বলেন,—সেই অর্থাগম পরেও হইবে, কিন্তু একবার কথ্য অমাত্য করিলে বন্ধু বিগড়াইয়া যাইবে । ১৯ ।

তত্রাপাতিপাত্তো বিশেষঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ । কিন্তু সে স্থলেও পরিণামে বিশেষ ক্ষতি মনে করিলে অর্থাগমকেই বিশেষ ভাবে অপেক্ষা করিবে । ২০ ।

ব্যাখ্যা । এমন অর্থাগমের সম্ভাবনা তখন হইয়াছে—যাহা ত্যাগ করিলে পরিণামে সেইরূপ অর্থাগম হওয়ার আশা থাকে না, তাহা হইলেই সেখানে বন্ধুর কথাও রাখিবে না । ২০ ।

তত্র কার্য্যসন্দর্শনে মিত্রমনুনায়ে শো ভূতে বচনমস্তিতি ততো-
হতিপাতিনমর্থং প্রতিগৃহীয়াৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ । তখন বন্ধুকে অনুময় করিবে, বলিবে,—আমার যে কার্য্য, তাহা তোমারও কার্য্য ; আগামী কল্য তোমার কথা রাখিব, এই বলিয়া যে অর্থ ক্ষতি হইতেছে, তাহা উক্তমরূপে বুঝাইয়া দিবে । ২১ ।

ব্যাখ্যা । প্রকৃত বন্ধু হইলে এইরূপ স্থলে বিগড়াইতে পারে না । ২১ ।

অর্থাগমানর্থপ্রতীষাতয়োরর্থাগমে বিশেষঃ প্রত্যক্ষ ইত্য্য-
চার্য্যাঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ । আচার্য্যগণ বলেন,—অর্থাগম এবং অনর্থ-প্রতিকার উভয়ের মধ্যে অর্থাগমই বিশেষভাবে অপেক্ষণীয় ; কেননা, তাহার কল প্রত্যক্ষ । ২২ ।

অর্থঃ পরিমিতাবচ্ছেদোহনর্থঃ পুনঃ সক্ষুপ্রস্থতো ন জায়তে
কাবচিষ্ঠিত ইতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ । বাৎস্তায়ন বলেন,—অর্থের ইয়ত্তা করা যায়, কিন্তু অনর্থ একবার উপস্থিত হইলে তাহার ইয়ত্তা—পরিসমাপ্তি কোথায়, তাহা বুঝা যায় না । (অতএব অর্থাগম হইতে অনর্থপ্রতিকারই বিশেষভাবে অপেক্ষণীয়) । ২৩

তত্রাপি গুরুলাঘবকৃতো বিশেষঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ । তন্মধ্যেও গুরুলঘু-বিচার আছে—যাহা হইতে বিশেষ নির্দ্ধারিত হয় । ২৪ ।

এতেন্নর্থসংশয়াদনর্থপ্রতীকারে বিশেষো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ । অর্থসংশয় অর্থাৎ এই উপায়-প্রয়োগে অর্থ সিদ্ধ হইতেও পারে নাও পারে এবং আর একটি উপায় হইতে অনর্থের প্রতীকার হয় ; এস্থলে কোন উপায়-প্রয়োগ বিশেষ ভাবে অপেক্ষণীয় ? এই সংশয় হইলে তাহার উক্তর পূর্বোক্ত আচার্য্য্যন্ত ও বাৎস্তায়নমত দ্বারা ব্যাখ্যাত হইল । ২৫ ।

ব্যাখ্যা । অনর্থের প্রতিকার যে অত্যাবশ্যক তাহা বাৎস্তায়ন বলিয়াছেন, সুতরাং তাহাই বিশেষ ভাবে অপেক্ষণীয় । তবে তদুভয়ের মধ্যে গুরুলঘু বুঝিয়া একত্রের অপেক্ষা করিবে । ২৫ ।

অবতরণিকা । বারাদান-গণের নিশাশঙ্ক হইতে যে ধন উদ্ধৃত হইবে তাহা যদি প্রধান কার্য্যে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলেই তাহাকে লাভাতিশয় বলা যায় । তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে,—

দেবকুলতড়াগারামাণং করণং স্থলীনামগ্নিচৈত্যানাং নিবন্ধনং
গোসহস্রাণাং পাত্রিস্তরতং ব্রাহ্মণেভো দানং দেবতানাং পূজোপ-

হারপ্রবর্তনং তদ্ব্যয়সহিষোবা । ধনস্ত পরিগ্রহণমিত্যন্তমগণিকানাং
লাভাতিশয়ঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ । দেবমন্দির, জলাশয় এবং উদ্যান নির্মাণ, নিম্ন প্রদেশে উচ্চ-
পথ (জাঙ্গাল) বন্ধন, অগ্নি-চৈত্যবন্ধন, সংপাত্রে হাত দিয়া ব্রাহ্মণগণকে
বহু সহস্র গো-দান, দেবতাগণের নিয়মিত পূজা ও উপহারের প্রবর্তন, নিয়মিত
পূজাদির নির্বাহোপযুক্ত ব্যয়, যে ধন সঞ্চিত করিয়া রাখিলে হইতে পারে,
তাহার সঞ্চয় ;—ইহাই উত্তমগণিকাগণের লাভাতিশয় । ২৬ ।

ব্যাখ্যা । বারান্দানা তিন প্রকার,—গণিকা, রূপাজীবা ও কুস্তদাসী ।
উত্তম, মধ্যম এবং অধমভেদে গণিকা প্রভৃতি প্রত্যেক বারান্দানাই তিন প্রকার
বধা—উত্তম গণিকা, মধ্যম গণিকা ও অধম গণিকা ; উত্তম রূপাজীবা, মধ্যম
রূপাজীবা, ইত্যাদি । এ স্থলে উত্তম গণিকার লাভাতিশয় বলা হইল ।
নাথিকার যে সকল গুণ পূর্বে বলা হইয়াছে, যে বারান্দানাতে তাহা পূর্ণভাবে
আছে, তাহারাই উত্তম গণিকা গুণের একচতুর্থাংশ কাম থাকিলে মধ্যম, অর্দ্ধ-
কাম থাকিলে অধম গণিকা হইয়া থাকে । ২৬ ।

সার্বাস্ত্রিকোহলঙ্কারযোগো গৃহসোদারস্ত করণং মহাইর্ভাট্টেঃ
পরিচারকৈশ্চ গৃহপরিচ্ছদস্তোজ্জ্বলতেতি রূপাজীবানাং লাভাতি-
শয়ঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ । সার্বাস্ত্রে অলঙ্কার, উত্তম হস্তা, স্বর্ণ-রজতাদি-নির্মিত তৈজস-
ত্রয়, বহু পরিচারক, ঘরের আসবাব পত্রের উজ্জ্বলতা—ইহা হইল রূপাজীবা-
গণের লাভাতিশয় । ২৭ ।

ব্যাখ্যা । এখানে রূপাজীবা শব্দে উক্তবা রূপাজীবা বুঝিতে হইবে ।
এাদের কলাবিষয়ে বিচক্ষণতা নাই, কিন্তু উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য আছে, তাহারাই
রূপাজীবা । রূপের উত্তম মধ্যম ও অধমভাব লইয়াই রূপাজীবির বিভাগ ।
রূপের বিলাস-সৌষ্ঠবের জন্য যে ব্যয়, রূপাজীবির পক্ষে তাহাই প্রধান
ব্যয়ব্যয় । ২৭ ;

নিত্যং শুক্লমাচ্ছাদনমপক্ষুধমন্নপানং নিত্যং সৌগন্ধিকেন
তাম্বুলেন চ যোগঃ স-হিরণ্যভাগমলঙ্করণমিতি কুস্তুদাসীনাং
লাভাতিশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ । নিত্য নিম্নল বস্ত্র পরিধান, ক্ষুধাশাস্তিকর অন্নপান ; নিত্য
শুগন্ধজ্বা-সেবন এবং নিত্য তাম্বুলরাগ, কিঞ্চৎ স্বর্ণঘটিত রজতাদি অলঙ্কার
ইহাই কুস্তুদাসীর পক্ষে লাভাতিশয় অর্থাৎ এই সকল কার্যের জন্ত যে ব্য,
উক্তমা কুস্তুদাসীর পক্ষে তাহাই প্রধান কার্যব্যয় । ২৮ ।

ব্যাখ্যা । কুস্তুদাসী অর্থে চাকরাণী বেণী । ২৮ ।

এতেন প্রদেশেন মধ্যমাধমানামপি লাভাতিশয়ান্ সর্বাসামেব
যোজয়েদিত্যাচার্যাঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ । সকল বারাদ্ধনার মধ্যম এবং অধম শ্রেণীর লাভাতিশয় এই
অংশ দ্বারা ই বুঝিয়া লইবে । ইহা আচার্য্যগণ বলেন । ২৯ ।

দেশকালবিভবসামর্থ্যানুরাগলোক-প্রবৃত্তিবশাদনিত্য-লাভাদিয়-
মবৃদ্ধিরিতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ । বাৎস্তায়ন বলেন,—দেশ, কাল, সম্পত্তি, সামর্থ্য, নাৎকের
অনুরাগ এবং লোকপ্রবৃত্তির বৈচিত্র্যহেতু বারাদ্ধনাগণের লাভের যখন নিয়ম
নাই, তখন এইরূপ বাধাবীধি ব্যবস্থা চলিতে পারে না । ৩০ ।

অবতরণিকা । অর্থ গ্রহণ বিষয়ে বিভিন্নপ্রকার হেতু ও অবস্থা কৌণ্ডিত
হইতেছে ;—

পম্যমন্ততো নিবারয়িতুকামা সন্তমন্তশ্চামপহন্তু কামা বা অন্ত্যং
বা লাভতো বিযুক্ষমাণা গম্যসংসর্গাদান্ননঃ স্থানং বুদ্ধিমায়তিমভি-
গম্যতাং চ মন্ত্যমানা অনর্থপ্রতীকারে বা সাহায্যমেনং কারয়িতুকামা
সন্তমন্ত বাহন্তত্র ব্যলীকার্থিনী পূর্ব্বোপকারমকৃতমিব পশুস্তী কেবল-
প্রীতার্থিনী বা কল্যাণবুদ্ধেরল্পমপি লাভং প্রতিগৃহীয়াৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ । (১) নাযকের অস্ত্র স্থানে গমন-নিবারণে যাহার অভিপ্রায়, (২) অস্ত্র নাযিকাতে আসক্ৰু অপর নাযককে হস্তগত করিতে যাহার অভিপ্রায়, (৩) অস্ত্র নাযিকাকে লাভ হইতে বঞ্চিত করিতে যাহার অভিপ্রায়, (৪) নাযকের মিলনে নিজের স্থান, সম্পদ, রূতি, পরিণামে উন্নতি এবং অন্তের প্রাথমিকতা যে বুঝে ; (৫) অনর্থপ্রতিকারে সাহায্য নাযক দ্বারা করাইতে যাহার ইচ্ছা, (৬) পূর্বে আসক্ৰু—ইদানীং অস্ত্র নাযিকার সহিত মিলিত, নাযকের পুঙ্কৃত উপকার অক্লান্তবৎ বিবেচনা করিয়া তাহাকে অপরাধী করিতে যে ইচ্ছা করে, (৭) অথবা যে কল্যাণবুদ্ধি গণিকা কেবল প্রীতিরই প্রার্থনী, সে অস্ত্র লাভও গ্রহণ করিতে পারে । ৩১ ।

আয়তার্থিনী তু তমাস্রিতা চানর্থং প্রতিচিকীর্ষন্তী নৈব প্রাতি-
গুহীয়াৎ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ । পরিণামে গুণ-প্রার্থনা যে করে, সেই বারাদ্বারা যাহাকে আশ্রয় করিয়া অনর্থ-প্রতিকার করিতে অভিলাষিণী, সে তাহার নিকট কিছুই লাভ লইবে না । ৩২ ।

তক্ষ্যামানমন্ততঃ প্রতিসন্ধাতামি গমিষ্যতি দারৈর্বোক্ষাতে
নাশয়িষ্যাতানর্থানক্ষুণ্ণভূত উত্তরাধাক্ষোহস্তাগমিষ্যতি স্বামী পিতা
পা স্থানভ্রংশো বাস্ত ভবিষ্যতি চলতিভ্ৰশ্চেতি মন্তমানা তদাঙ্কে
তস্মাল্লাভমিচ্ছেৎ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ । (১) এ নাযককে ত্যাগ করিব, পূর্ববর্তী নাযকের সহিত পুনর্মিলন করিব ; (২) এ নাযক যাইবে—দারপরিগ্রহ করিবে, (৩) এই নাযকের পরবর্তী সংসারের কর্ত্তা অক্ষুণ্ণতুল্য হইয়া ইহার সকল অনর্থ—গণিকার জন্ত অর্থব্যয় প্রভৃতি বাবণ করিয়া দিবে, (৪) ইহার প্রভু বা স্বামী (এতদিন দেশে ছিল না,—সহর) আসিবে (৫) অথবা ইহার স্থানভ্রংশ—সম্পত্তিনাশ বা পদচ্যূর্ত হইবে (৬) লোকটা অস্থিরচিত্ত—এইরূপ একটা কিছু মনে করে ত তাহার নিকট তৎকালেই ধন গ্রহণ করিবে । ৩৩ ।

ব্যাখ্যা । (৩) চিহ্নে যে অনুবাদ আছে, তাহা কাসীমুদ্রিত পুস্তকের “নাশয়িত্যর্থান” — মূলস্থ এই পাঠ অনুসারে, — কিন্তু সেই পুস্তকের টীকা-সম্বন্ধে পাঠ “নাশয়িত্যর্থান” — এই পাঠও সঙ্গত, কিন্তু পরে “অজুশভূত উত্তরাধ্যক্ষঃ” এই দুটি পদ তেমন সার্থক হয় না ; যাহা হউক সেই পাঠের অনুবাদ প্রদান করিতেছি। — “এই নায়ক (অচিরেই) তাহার সঙ্গস্থ খোয়াইয়া ফেলিবে । (৪) এই নায়কের অজুশভূত্যা দমনকর্তা উপরিওয়াল প্রভু বা পিতা আসিবে ।” যাহা প্রথম-সন্নিবেশিত অনুবাদ তাহার ভাবাগ এই যে, — এক ধনী পরিবারের বড় কর্তা — গণিকাসক্ত হওয়ায় — সংসারে দৃষ্টি করে না, এ অবস্থায় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ঐরূপ কেহ সংসারের কড়মুদ করিয়া থাকে — তাহাকেই মূলে ‘উত্তরাধ্যক্ষ’ বলা হইয়াছে । সেই উত্তরাধ্যক্ষ “জ্বরদন্ত” হইলে — বড় কর্তার অন্তায় কার্যে বাধা দেয় — সুতরাং — কনিষ্ঠ হইলেও — সেই তখন বড় কর্তার ‘অজুশ’ — মহাবল পরাক্রান্ত হস্তী যেমন অজুশের প্রভাবে শান্ত হয় — বড় কর্তাও সেইরূপ এই কনিষ্ঠের প্রতাপে শান্ত হইতে বাধ্য হই’ন, মনে করিলেই বায় করিতে পারেন না, — এই অবস্থা হইতেছে বুঝিলেই বারাদ্রনা তাহার নিকটে — নগদ আদায় করিবে । সঙ্গস্থ খোয়াইবার আশঙ্কা এই পক্ষে — (৫) চিহ্নিত স্থানভ্রংশ হইতেই বুঝিতে হইবে । টীকাকার-মতে স্থানভ্রংশ অর্থে পদচ্যুতি মাত্র । টীকাসম্বন্ধে পাঠে ‘উত্তরাধ্যক্ষ’ শব্দের অর্থ ‘উপরিওয়াল’ । তিনি কে ? না, প্রভু বা পিতা এবং তিনিই উজ্জ্বল যুবকের অজুশ — ইহাই তাৎপর্য । উপরিওয়াল ত অজুশ আছেনই, — তাঁহাকে অজুশ না বলিলেও ক্ষতি নাই, — ‘স্বামী পিতা বা’ যখন বলাই আছে, তখন ‘উত্তরাধ্যক্ষ’ না বলিলেও তেমন দোষ হয় না । যাহা হউক — টীকার মতে এই সকল পদ স্পষ্টার্থে ব্যবহৃত ইহা বলিতে হয় । ৬টি স্থানেই ভবিষ্যতে অর্থ আদায়ের অনুবিধা দেখান হইয়াছে । ৩৩ ।

প্রতিজ্ঞাতমীশ্বরেণ প্রতিগ্রহং লপ্স্যতেহধিকরণং স্থানং বা
প্রাপ্ত্যন্তি হৃত্তিকালোহস্ত বাসনো বাহনমন্তাগমিষ্যতি শাস্ত্রমন্ত

পক্ষ্যতে কৃতমশ্বিন্ন নশ্চতি নিত্যমবিসংবাদকো বেত্যায়তামিচ্ছেৎ ।
পরিগ্রহঃ * চাত্তাচরেন ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ । (১) রাজার প্রতিজ্ঞাতি বুঝিলে, (২) ভবিষ্যে প্রতিগ্রহ প্রাপ্তি ঘটবে জানিলে (৩) অধিকরণে বা স্থানে কর্তৃপ্রাপ্তি হইবে বুঝিলে, (৪) বেতন-প্রাপ্তির সময় আসন্ন হইলে, (৫) বাণিকের বাণিজ্য পোতাদির প্রত্যাবর্তন ঘটবে এইরূপ সময়ে (৬) কৃষিজীবীর শস্ত পাকিবে এই সময়ে, (৭) এ ব্যক্তির নিকট কৃতকর্ম মারা যায় না, ইহা নিশ্চয় থাকিলে অথবা (৮) এ ব্যক্তি কখনই বিবাদ বিসংবাদ করে না, এরূপ বিশ্বাস থাকিলে, পরিণামে লাভ আকাঙ্ক্ষা করিবে ; আর সেইরূপ লোককে নায়কভাবে গ্রহণ করিবে । ৩৪ ।

ভবন্তি চাত্ত শ্লোকাঃ—

কৃচ্ছ্রাধিগতবিস্তাৎশ্চ রাজবল্লভনিষ্ঠূরান্ ।

আয়ত্যাঞ্চ তনাত্তে চ দূরাদেব বিবর্জয়েৎ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ । এ বিষয়ে কতিপয় শ্লোক আছে,—যাহারা কষ্টে অর্থাঞ্জন করে, যাহারা রাজার প্রিয় এবং নিষ্ঠুর—এমন লোকদিগকে—তৎকালে ও ভবিষ্যতে দূরতঃ বর্জন করিবে । ৩৫ ।

অনর্থো বর্জনে যেষাং গমনেহভ্যদয়ন্তথা ।

প্রযত্নেনাপি তান্ গতা সাপদেশমুপক্রমেৎ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ । যাহাদিগের বর্জনে অনিষ্ট ও গ্রহণে অভ্যদয়, প্রযত্ন করিয়াও তাহাদিগের সহিত মিলন করিবে এবং তাহারা সহজে মিলিত না হইলে কোনরূপ ছল করিয়া তাহাদিগের প্রতি ‘উপক্রম’ করিবে । ৩৬ ।

প্রসন্ন। যে প্রযচ্ছান্তি স্নেহশ্লিষ্যগিতং বস্তু ।

স্থূললক্ষ্যাম্হোৎসাহাংস্তান্ গচ্ছেৎ স্বৈরপি ব্যায়েঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ-বাৎসর্যনীর্যে কামসূত্রে বৈশিক্যে চতুর্থোহধিকরণে

লাভবিশেষাঃ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । যাহারা প্রসন্ন হইলে, স্নেহদান স্থলেও অগণিত অর্থ দান করে।
—সেই সকল ‘স্থূললক্ষ্য’ মহোৎসাহ নাযকগণের সহিত নিজে ব্যয় করিয়া
মিলন করিবে । ৩৭ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

অবতরণিকা । অর্থের সহিত যাহার সাহচর্য্য অনেক স্থলেই বিদ্যমান,—
অর্থলাভবৎ যাহার পরিহারও প্রয়োজন—অর্থ-বিচারের পরে—তাহার, অন-
বন্ধের এবং সংসারের বিচার আবশ্যক, তাহারই প্রকরণ আরম্ভ হইতেছে—

অর্থানার্চ্যমাণাননর্থ্য অপানুত্তবস্তানুবন্ধাঃ সংশয়াশ্চ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । অর্থলাভে যত্ন করিতে যাইলে যেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই
অনর্থের উদ্ভব হয়,—অর্থের অনুবন্ধ ও অনর্থের অনুবন্ধও হয়—অর্থ ও অনর্থ-
বিষয়ে সংশয়ও হয় । (অনুবন্ধ শব্দার্থ ৬ সূত্রে ব্যাখ্যাত হইবে) । ১ ।

অবতরণিকা । অনর্থ, অনর্থানুবন্ধ ও অনর্থ-সংশয় যে কারণে হয়, তাহা
কথিত হইতেছে—

তে বুদ্ধিদৌর্ব্বল্যাদতিরাগাদত্যভিমানাদতিদম্ভাদত্যর্জ্ববাদতি-
বিশ্বাসাদতিক্রোধাৎ প্রমাদাৎ সাহসাদ্ভেদযোগাচ্চ স্মৃঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । তাহা (অনর্থাদি) বুদ্ধির দুর্বলতা, অতি আশঙ্কি, অতি অভি-
মান, অতি দম্ভ, অতি সরলতা, অতি বিশ্বাস, অতি ক্রোধ, অনবধানতা, ভ্রাসাহস
ও দৈবযোগ (ভূভাগ্য) এই সব কারণে হইয়া থাকে ৮২ ।

তৈষাং ফলং কৃতস্ত্য ব্যয়স্ত্য নিষ্ফলম্ অনায়তিরাগমিষ্যতোহর্থস্ত্য
নিবর্তনমাপ্তস্ত্য নিষ্কৃমণং পারম্যস্ত্য প্রাপ্তিগম্যতা শরীরস্ত্য প্রযাতঃ
কেশানাং ছেদনং যাতনমঙ্গবৈকল্যাপত্তিঃ ॥ ৩ ॥ তস্মাত্তানাদিত এব
পরিজিহীর্ষেদর্থভূয়িষ্ঠাংশোপেক্ষেত ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । তাহাদিগের ফল—কৃত ব্যয়ের বিফলতা, পরিণামে মন্দফল,
অগম্য অর্গের উপস্থিত বাধা, লক্ষ্য অর্থ বাহির হইয়া যাওয়া, কঠোর ব্যস্ত
পাঠিত হওয়া, পরিচিতির নিকটেও অপরিচিতবৎ ব্যবহারপ্রাপ্তি, শরীরনাশ,
কেশচ্ছেদন, বন্ধন, অঙ্গবৈকল্যপ্রাপ্তি অর্থাৎ নাসাচ্ছেদ কর্ণচ্ছেদ ইত্যাদি ;
কৃতব্যয় প্রথম হইতেই বুদ্ধিদৌর্ভাগ্য প্রভৃতি কারণ পরিহারে ইচ্ছা করিবে এবং
যাহার বস্তু পরিমাণে অর্থাগম হইতে পারে অথচ অনর্থ হইবারও আশঙ্কা
আছে, সে উপায়-প্রয়োগে উপেক্ষা করিবে । ৩ । ৪ ।

অবতরণিকা । এক্ষণে অনুবন্ধ কি, তাহা বুঝাইবার জন্য দুইটা সূত্র
কথন হইতেছে,—

অর্থো ধর্ম্যঃ কাম ইত্যর্থত্রিবর্গোহনর্থোহধর্ম্যো দেষ ইত্যনর্থ-
ত্রিবর্গঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । অর্থ, ধর্ম্য ও কাম ইহা অর্থত্রিবর্গ ; অনর্থ, অধর্ম্য এবং দেষ,
ইহা অনর্থত্রিবর্গ । ৫ ।

ব্যাখ্যা । অর্থত্রিবর্গ শব্দের অর্থ—উপাদেয় ত্রিবর্গ ; আর অনর্থত্রিবর্গ
শব্দের অর্থ—হেয় ত্রিবর্গ । অর্থ অনর্থ কিছু না বলিয়া কেবল ত্রিবর্গ শব্দ
প্রয়োগ করিলেও ধর্ম্য অর্থ এবং কামকে পাওয়া যায়, ইহা ১ম অধিকরণে ২য়
অধ্যায়ে বলা হইয়াছে । ৫ ।

তেষাচর্যমাণেষুশ্রুতাপি নিষ্পত্তিরনুবন্ধঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । একবিধ ত্রিবর্ণের হেতু সংঘটনস্থলে অন্তেরও যে নিষ্পত্তি, তাহার নাম অনুবন্ধ । ৬ ।

বাখ্যা । নায়িকার অর্থ আহরণের হেতু অভিসরণ । তাহা হইতে নায়কের নিকট যেমন অর্থাগম হইল, সেইরূপ অপব প্রণয়াভিলাষীর নিকট বিধেম অর্জন করিতে হইল ; ইহাই অনর্থের অনুবন্ধ । পক্ষান্তরে নিজেরই কোন আসক্ত নায়ককে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে, আশা—নূতন প্রণয়-প্রার্থী অধিক অর্থ দান করিবে, স্নেহে কিন্তু আসক্তের পরিত্যাগও হইল,—নূতন প্রার্থীও আসিল না ; তৃতীয় ব্যক্তি অপ্ৰার্থিতভাবে আসিয়া এই অর্থ প্রদান না করিলেও প্রীতি প্রদান করিল ; এস্থলে অনর্থ ঘটিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও অর্থত্রিবর্ণের অন্তর্গত প্রীতি অর্থাৎ কাম-বিশেষ তাহা ঘটিল । ইহাই অর্থের অনুবন্ধ । ৬ ।

সন্দিগ্ধায়াং তু ফলপ্রাপ্তৌ স্তাধ্বা ন বেতি শুদ্ধসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । যে উপায় আশ্রয় করিলে ফল বিষয়ে কল হয় কি না হয়—এইরূপ সন্দেহ আছে, তাহার নাম শুদ্ধ সংশয় । ৭ ।

ইদং বা স্তাদিদং বেতি সন্ধীর্ণঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । এই উপায় প্রয়োগে অর্থস্বরূপ ফলপ্রাপ্তি হইবে কি অনর্থ-স্বরূপ ফলপ্রাপ্তি হইবে, এইরূপ যে সন্দেহ, তাহার নাম সন্ধীর্ণ সংশয় । ৮ ।

একস্মিন ক্রিয়মাণে কার্য্যে কার্য্যদ্বয়শ্রোৎপত্তিরুভয়তোযোগঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ । একটা উপায় প্রয়োগ করিলে যদি দুইটি কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে তাহাকে উভয়তোযোগ বলা যায় । ৯ ।

সমস্তদুৎপত্তিঃ সমস্ততোযোগ ইতি তান্দুদাহরিষ্যামঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । এক উপায় হইতে অর্থ প্রভৃতি বহু ফলের উৎপত্তি হইলে, তাহাকে সমস্ততোযোগ বলা যায় । এ বিষয়ের উদাহরণ পরে দিব । ১০ ।

বিচারিতরূপোহর্থত্রিবর্গস্ত্রিপরীত এবানর্থ-ত্রিবর্গঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ । অর্থত্রিবর্গ বিচারিত হইয়াছে, তাহার বিপরীতই অনর্থ-ত্রিবর্গ । ১১ ।

বাখ্যা । ধর্ম, অর্থ, এবং কামের বিচার পূর্ব হইতে থাকায় ইহাকে বিপরীত বলা হইয়াছে । ১১ ।

যন্তোক্তমস্যাভিগমনে প্রত্যক্ষতোহর্থলাভো গ্রহণীয়ত্বমায়তি-
রাগমঃ প্রার্থনীয়ত্বং চাত্তোষাং স্যাৎ সৌহর্থো অর্থানুবন্ধঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ । যে উক্তম নামকের অভিগমনে প্রত্যক্ষ অর্থলাভ, অস্ত্রের নিকট উপাদেয়ত্ব-জ্ঞানে আদর, পরিণামে শুভ, গুণজনের সমাগম এবং অস্ত্র নামকগণের প্রার্থনীয়ত্ব হইয়া থাকে, সেই নামক বা তত্ত্বলক অর্থকে অর্থানুবন্ধ বলা যায় । ১২ ।

লাভমাত্রে কস্যাচিদন্তস্য গমনং সৌহর্থো নিরনুবন্ধঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ । গুণী বা ধোষী বলিয়া যাহার খ্যাতি বা নিন্দা নাই, এমন কোন নামকের যে অভিগমন, তাহা কেবল অর্থলাভের জন্ত অসুচিত হইলে তাহাকে নিরনুবন্ধ অর্থ বলা যায় । ১৩ ।

অন্ত্যর্থপরিগ্রহে সন্তাদায়তিচ্ছেদনমর্থস্য নিষ্ক্রমণং লোক-
বিদ্বিস্য বা নীচস্য গমনমায়তিত্বমর্থোহনর্থানুবন্ধঃ ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ । যে স্থলে আগন্তু নামক নির্ধন হয়, অস্ত্রের ধন অপহরণ করিয়া নামিকাকে প্রদান করে, তাহাতে আয়তিচ্ছেদন অর্থাৎ পরিণাম নষ্ট করা হয় । ঐ নামকের জন্ত সঞ্চিত অর্থ বাহির হইয়া যায় ; অতএব ঐরূপ নামক বা তৎপ্রদত্ত অর্থ অনর্থানুবন্ধ নামে অভিহিত এবং লোকবিবিস্ট বা নীচ-জাতীয় পুরুষের সহিত যে সংসর্গ, তাহা হইতেও পরিণাম নষ্ট হয়, এজন্য সেই অর্থও অনর্থানুবন্ধ । ১৪ ।

স্বেন বায়েন শূরস্য মহামাত্রস্য প্রভবতো বা লুক্কম্য গমনং

নিফলমপি বাসনপ্রতীকারার্থং মহতশ্চার্থস্যা নিমিত্তস্য প্রশমন-
মায়ত্তিজননঞ্চ সৌহনর্থার্থানুবন্ধঃ ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ । নিজ অর্থব্যায়ে শূর, মহামাত্র অথবা লুক প্রভৃঃ
সহিত যে মিলন, তৎকালে নিফল হইলেও তদ্বাধ্য শূরের সহিত মিলনে ৩৫
লোকের উপদ্রবের প্রতীকার প্রাপ্ত হওয়া যায় ; মহামাত্রের সহিত মিলনে
অর্থহানিকর গুরুতর নিমিত্ত অর্থায় মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি বিপদের শাস্ত
হইয়া থাকে এবং প্রভুর সহিত মিলনে পরিণামে অনেকের নিকট প্রতিপত্তিলাভ
হইয়া থাকে, অতএব উহা অনর্থ হইলেও অর্থানুবন্ধ । ১৫ ।

কদর্থস্য স্তুভগমানিনঃ কৃত্বস্য বাতিসন্ধানশীলস্য সৈরপি বাধৈ-
স্তথারাদনমন্তে নিফলং সৌহনর্থো নিরনুবন্ধঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ । স্তুভগমানী রূপন, কৃত্ব অথবা বন্ধঃ এই ত্রিবিধ নাহলে
নিজ ব্যয়ে যে আরাধনা, তাহা পরিণামেও নিফল হয় ; অতএব উহা নিরর্থক
অনর্থ । ১৬ ।

তসৌব রাজবল্লভস্য ক্রোধাপ্রভাবাধিকস্য তথৈবারাদনমন্তে
নিফলং নিকাশনং চ দৌষকরং সৌহনর্থোহনর্থানুবন্ধঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ । পুসৌক্য ত্রিবিধ পুরুষ যদি রাজবল্লভ হয় এবং ক্রোধ প্রভাব
প্রভাব এই সকল পুরুষ অপেক্ষা অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিজ
ব্যয়ে আরাধনা অন্তে নিফল হইবে, নিকাশনও দৌষবহ—এমন কি
তাঁহাতে শরীরনাশ পর্যন্ত হইতে পারে ; অতএব সেই অনর্থ অনর্থানুবন্ধ । ১৭

এবং ধর্ম্মকাময়োরাপ্যানুবন্ধান যোজয়েৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । অর্থ ও অনর্থবৎ ধর্ম্ম ও কামের অনুবন্ধ যোজনা করিবে । ১৮

পরস্পরেণ চ যুক্ত্যা সন্ধিরেদিতানুবন্ধাঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ ! বিরুদ্ধ মাত্রকে তাগ করিয়া অর্থত্রিবিধ এবং অনর্থত্রিবিধের
পরস্পর সন্ধর হইবে । ইহাই অনুবন্ধসমূহের স্বরূপ । ১৯ ।

বাখ্যা । অর্থ—ধর্ম, অধর্ম, কাম এবং দোষের সহিত অনুবন্ধযুক্ত হইতে পারে । যথা—কোন ধনী নায়কের প্রদত্ত অর্থ কিঞ্চিৎ সদ্ব্যয়ে, কিঞ্চিৎ পাপ ক্রমে, কিঞ্চিৎ ভোগমুখে, কিঞ্চিৎ শত্রুদমনে ব্যয়িত হইলে সেই অর্থ ধর্মাদি বন্ধে অনুবন্ধযুক্ত হইয়া থাকে ইত্যাদি । ১৯ ।

অবতরণিকা । শুদ্ধ সংশয়ের উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে ;—

পরিতোষিতোহপি দাস্যতি ন বেতর্থসংশয়ঃ ॥ ২০ ॥ নিস্পী-
ড়িতার্থমফলমুৎকৃষ্টা অর্থমলভমানায়া ধর্মঃ স্যাম বেতি ধর্ম-
সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥ অভিপ্রেতমনুপলভ্য পরিচারকমন্ত বা ক্ষুদ্রং গদ্য
কামঃ স্যাম বেতি কামসংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ প্রভাববান ক্ষুদ্রোহনভি-
মাত্রোহনর্থং করিষ্যতি ন বেতানর্থসংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ অত্যন্তনিফলঃ
সক্তঃ পরিত্যক্তঃ পিতৃলোকং যায়াস্তদ্রাধর্ম্যঃ স্যাম বেত্যধর্মসংশয়ঃ ॥
২৪ ॥ রাগস্যাপি বিবক্ষ্যামভিপ্রেতমনুপলভ্য বিরাগঃ স্যাম বেতি
দেষসংশয়ঃ । ইতি শুদ্ধসংশয়াঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ । পরিতুষ্ট করিলেও অর্থ দান করিবে কিনা, ইহা অর্থসংশয় ।
ক্ষুদ্র ধন শোষণ করিয়া পরে আর ধনলাভ না হওয়ায়, নিঃস্ব নায়ককে যে
বান্ধবী পরিত্যাগ কবে, তাহার ধর্ম হইবে কি না, ইহা ধর্মসংশয় । অভিপ্রেত
নায়ককে না পাইয়া পরিচারক বা অন্ত কোন ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিত মিলনে কাম-
প্রাপ্ত হইবে কিনা, ইহাই কামসংশয় । প্রভাবশালী ক্ষুদ্রব্যক্তি প্রত্যাখ্যাত
হইয়া অনর্থ (অনিষ্ট) করিবে কিনা, ইহাই অনর্থসংশয় । অত্যন্ত নিঃস্ব
যাসক্ত নায়ক, পরিত্যক্ত হইলে যমালয়ে যাইতে পারে, এস্থলে তাহার পরি-
চায়ে অধর্ম হইবে কিনা, ইহাই অধর্মসংশয় । যে স্থলে অনুরাগেরও বিচার
(কেবল কামের নহে) সে স্থলে অভিপ্রেত নায়ককে না পাইলে বিরাগ হইবে
কিনা, ইহা দেষসংশয় । এইগুলি হইল শুদ্ধ সংশয় । ২০—২৫ ।

অথ সঙ্কীর্ণাঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ । অনন্তর সন্ধীর্ণ সংশয় কথিত হইতেছে । ২৬ ।

আগন্তোরবিদিতশীলস্য বল্লভসংশ্রয়স্য প্রভাবিকোৰ্ব্বা সমুপ-
স্থিতসারাদনমর্থোহনর্থ ইতি সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥ শ্রোত্রিয়স্য ব্রহ্ম-
চারিণো দীক্ষিতস্য ব্রতিনো লিঙ্গিনো বা মাং দৃষ্ট্বা জাতরাগস-
মুমূৰ্ষোর্মিত্রবাক্যাদানুশংসাক্ষ গমনং ধর্মোহধর্ম ইতি সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥
লোকাদেবাকৃতপ্রত্যাদগুণো গুণবান্ বেতানবেক্ষ্য গমনে কামে
শ্বেষ ইতি সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥ সঙ্কিরেচ্চ পরস্পরেণোতি সন্ধীর্ণ-
সংশয়াঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ । অপরিচিত-স্বভাব আগন্তুক পুরুষ রাজবল্লভের অহুগত অথবা
প্রভুসম্পন্ন যাহাটী কেন হউক না—উপস্থিত হইলে তাহার আরাধনায় অগ-
লাভ হইবে কি অনর্থ হইবে, এইরূপ সংশয় হইয়া থাকে । শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মচারী,
যজ্ঞদীক্ষিত, ব্রতী অথবা সন্ন্যাসী আমার দর্শনে অনুরাগযুক্ত হইয়া মরণদশায়
উপনীত হইলে বন্ধুর কথায় এবং করুণার বশবস্তী হইয়া তাহার সহিত মিলন
করিলে ধর্ম হইবে কি অধর্ম হইবে, এইরূপ সংশয় হয় । যে পুরুষ গুণী বা
নিষ্ঠুর ইহা পর্যালোচনা করা হয় নাই, লোকেও তাহার বিষয়ে বিশেষ কিছু
জানে না, এই অবস্থায় লোকের কথায় তাহার প্রতি অভিপারে কাম অথবা
দ্বন্দ্ব এই সংশয় হইয়া থাকে । এত সকল সন্ধীর্ণ সংশয় পরস্পরের সহিত
সন্ধীর্ণ হইয়া থাকে । ২৭—৩০ ।

যত্র যস্যোভিগমনেহর্থঃ সন্তোচ্চ সজ্জ্বৰ্ধতঃ স উভয়তোহর্থঃ ॥ ৩১ ॥
যত্র স্বেন ব্যায়েন নিফলমভিগমনং সন্তোচ্চামর্থিতাদিতপ্রত্যাদানং
স উভয়তোহনর্থঃ ॥ ৩২ ॥ যত্রোভিগমনেহর্থো ভবিষ্যতি ন বেতা-
শঙ্কা সন্তোহপি সজ্জ্বৰ্ধাস্যাতি ন বেতি স উভয়তোহর্থসংশয়ঃ ॥
৩৩ ॥ যত্রোভিগমনে ব্যয়বতি পূর্বো বিরুদ্ধঃ ত্রোবাদপকারঃ

কার্ষ্যতি ন বেতি সন্তো বামর্ষিতো দত্তং প্রত্যাদাস্যতি ন বেতি স
উভয়তোহনর্থসংশয়ঃ । ইত্যৌদালকেষুভয়তোযোগাঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ । যেস্থলে নবাগত নায়কের মিলনে অর্থলাভ এবং পূর্ববর্তী
আসক্ত নায়কের নিকট হইতেও সংঘর্ষহেতু অর্থলাভ হইয়া থাকে, তাহা উভ-
য়তোযোগ অর্থ । যেস্থলে নিজব্যায়ে নূতন নায়কের সহিত নিষ্ফল মিলন,
আসক্ত নায়কও অল্প কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বপ্রদত্ত ধনের প্রত্যাহরণ
করে, তাহা উভয়তোযোগ অনর্থ । যে স্থলে মিলনে অর্থলাভ হইবে কিনা,
দ্রোণ আশঙ্কা এবং পূর্ববর্তী আসক্ত নায়কও সংঘর্ষবশতঃ দিবে কিনা, এই-
রূপ সংশয় হয়, তাহা উভয়তোযোগ অর্থসংশয় । নিজব্যায়ে নূতন নায়কের
সহিত মিলন হইলে সংশয় বিকৃত নায়ক অপকার করিবে কিনা অথবা অপার
আসক্ত নায়ক (অল্প কোন কারণে) ক্রুদ্ধ হওয়ায় স্বপ্রদত্ত ধন ফিরাইয়া লইবে
কিনা, এইরূপ সংশয় যে স্থলে হয়, তাহা উভয়তোযোগ অনর্থসংশয় । ইহা
দ্বন্দ্ব আচার্য্য যেতকেতুর উভয়তোযোগের উদাহরণ । ৩১—৩৪ ।

বান্ধবীয়াস্ত ;—যত্রাভিগমনেহর্ষোহনভিগমনে চ সন্তাদর্থঃ স
উভয়তোহর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ । বান্ধব্যমতাবলদ্বিগণ বলেন,—যে স্থলে অভিগমন দ্বারা নূতন
নায়কের নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তি এবং অভিগমন না করিয়াও পূর্ববর্তী
আসক্ত নায়কের নিকট হইতে অর্থপ্রাপ্তি, তাহাই উভয়তোযোগ অর্থ । ৩৫ ।

যত্রাভিগমনে নিষ্ফলো ব্যয়োহনভিগমনে চ নিপ্রতীকারোহনর্থঃ
স উভয়তোহনর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ । যে স্থলে নূতন নায়কের অভিগমনে নিষ্ফল ব্যয়, পূর্ববর্তী
আসক্ত নায়কে অভিগমনের অভাবে অপ্রতিবিধেয় অনর্থ অর্থাৎ তৎপ্রদত্ত
ধনের প্রত্যাহরণ করে, তাহাই উভয়তোযোগ অনর্থ । ৩৬ ।

ব্যাপ্য । যেতকেতুর মতে উভয়তোযোগ অনর্থে আসক্ত নায়কের সহিত

খনের প্রত্যাশরণ অন্য প্রকার ক্রোধমূলক, অভিগমনের অভাবমূলক নহে ;
বাহুবীয় মতে—সেই স্বদন্ত ধন প্রত্যাশরণ অভিগমনের অভাবমূলক ইহাই
প্রভেদ । ৩৬ ।

যত্রাভিগমনে নির্ব্যায়ে * দাস্যতি নবেতি সংশয়োহনভিগমনে
সন্তো দাস্যতি নবেতি স উভয়তোহর্থসংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ । যেস্থলে অভিগমনে ব্যয় নাই বটে, কিন্তু নূতন নায়ক কিছু
দিনে কিনা এইরূপ সংশয় এবং পূর্ববত্তা আসক্ত নায়ক অভিগমনের অভাবে
কিছু দিনে কিনা, এই সংশয় হইলে তাহাকে উভয়তোযোগ অর্থ-সংশয়
বলে । ৩৭ ।

যত্রাভিগমনে ব্যয়বতি পূর্বো বিরুদ্ধঃ প্রভাবান্ প্রাপ্যতে ন
বেতি সংশয়োহনভিগমনে চ ক্রোধাদনর্থং করিষ্যতি ন বেতি স
উভয়তোহনর্থসংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ । যেস্থলে নিজব্যয়ে নূতন নায়কের সাহিত মিলনে পূর্বসংস্কৃত
বিরুদ্ধ প্রভাবান্ নায়ককে পুনর্বার পাওয়া যাইবে কিনা, এই সংশয় হয় এবং
অভিগমনের অভাবে আসক্ত নায়ক ক্রুদ্ধ হইয়া অনর্থ করিবে কিনা এই যে
সংশয়, ইহা উভয়তোযোগ অনর্থসংশয় । ৩৮ ।

এতেষামেব ব্যতিকরেহন্ততোহর্থোহন্ততোহনর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ অন্ততো-
হর্থোহন্ততোহর্থসংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥ অন্ততোহর্থোহন্ততোহনর্থসংশয়ঃ ॥
৪১ ॥ অন্ততোহনর্থোহন্ততোহর্থসংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥ অন্ততোহনর্থো-
হন্ততোহনর্থসংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ অন্ততোহর্থসংশয়োহন্ততোহনর্থসংশয়
ইতি ষট্ সংকীর্ণযোগাঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ । এই সকলের অর্থ্যৎ অর্থ অনর্থ, অর্থসংশয় অনর্থসংশয় ইত্যাদির

* নির্বায়ঃ ইতি কচিং প্রথমান্তঃ পাঠঃ, স চাযুক্তঃ ।

সামগ্রণে (১) একদিকে অর্থ এবং অন্যদিকে অনর্থ এইরূপ ভাবে ‘উভয়তো-
যোগ অর্থানর্থ’ হইবে। (২) একদিকে অর্থ এবং অন্যদিকে অর্থ-সংশয়
থাকিলে, তাহাকে ‘উভয়তোযোগ অর্থার্থসংশয়’ বলা যায়। (৩) একদিকে
অর্থ এবং অন্যদিকে অনর্থসংশয় হইলে তাহাকে ‘উভয়তোযোগ অর্থানর্থসংশয়’
বলা যায়। (৪) একদিকে অনর্থ এবং অন্যদিকে অর্থসংশয় হইলে ‘উভয়তো-
যোগ অনর্থার্গসংশয়’ বলা যায়। (৫) একদিকে অনর্থ অপরদিকেও অনর্থ-
সংশয় হইলে তাহাকে ‘উভয়তোযোগ অনর্থানর্থসংশয়’ বলা যায়। (৬) এক-
দিকে অর্থসংশয়, অন্যদিকে অনর্থসংশয় হইলে তাহাকে ‘উভয়তোযোগ
অর্থসংশয়ানর্থসংশয়’ বলে। এই ছয়টি সঙ্কীর্ণযোগ। ৩৯—৪৪।

ব্যাখ্যা। এই সঙ্কীর্ণ উভয়তোযোগ মাত্র সংশয়ঘটিত নহে, কেবল-
নিশ্চয়-ঘটিত, নিশ্চয়-সংশয়-ঘটিত এবং কেবল-সংশয়-ঘটিত হইয়া থাকে।
৩৯ সূত্রে উভয়তোযোগের যে উদাহরণ আছে, তাহা কেবল-নিশ্চয়-ঘটিত।
যথা—নূতন নায়কের অভিগমনে অর্থলাভ ইহা নিশ্চিত ; আর পূর্ববর্তী
আসক্ত নায়কের প্রদত্ত ধন প্রত্যাহরণ ইহাও নিশ্চিত। বিভিন্ন দুই দিকে
ইহা এবং অনিষ্ট নিশ্চিতরূপে সংঘটিত হওয়ায় ইহা উভয়তোযোগ অর্থানর্থ।
৪০ সূত্রে নূতন নায়কের নিকট অর্থলাভ নিশ্চিত, কিন্তু আসক্ত নায়ক সংঘ-
বশতঃ অধিক দান করিবে কিনা, এই সংশয় থাকিলে ইহা নিশ্চয়-সংশয়-
ঘটিত উভয়তোযোগ অর্থার্থসংশয়। ৪১ সূত্রে নূতন নায়কের নিকট অর্থপ্রাপ্তি
নিশ্চিত, আসক্ত নায়ক তাহার প্রদত্ত ধন প্রত্যাহরণ করবে কিনা, এই
সংশয় হইলে তাহা নিশ্চয়-সংশয়-ঘটিত উভয়তোযোগ অর্থানর্থ-সংশয়।
৪২ সূত্রে নূতন নায়কের সহিত মিলন নিজব্যয়ে হইলে এবং আসক্ত নায়ক
সংঘবশতঃ ধনদান করিবে কিনা, এই সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা নিশ্চয়-
সংশয়-ঘটিত উভয়তোযোগ অনর্থার্গ সংশয়। ৪৩ সূত্রে নূতন নায়কের জন্ত
বায় নিশ্চিত ; আর আসক্ত নায়ক তাহার প্রদত্ত ধন প্রত্যাহরণ করিবে
কিনা, সংশয় আছে, একদিক নিশ্চয় ও সংশয়-ঘটিত উভয়তোযোগ
অর্থানর্থ-সংশয়। ৪৪ সূত্রে কেবল-সংশয়-ঘটিত নূতন নায়ক অর্থ দিবে কিনা

সন্দেহ, আসক্ত নায়ক তাহার প্রদত্ত অর্থ প্রত্যাহরণ করিবে কিন। সন্দেহ, এইরূপ হইলে কেবল সংশয়ঘটিত উভয়তোযোগ অর্থসংশয়নার্থসংশয় হইয়া থাকে। ৩৯—৪৪।

তেষু সহায়ৈঃ সহ বিমুক্তা যতোহর্থভূয়িষ্ঠোহর্থসংশয়ো গুরু-
রনর্থপ্রশমো বা ততঃ প্রবর্তেত ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। সেইরূপ হইলে সহায়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবে,
—যেখানে একদিকে অর্থসংশয় থাকিলেও (অন্যদিকে) নিশ্চিত অর্থলাভ
অধিক, অথবা গুরুতর অনর্থ-প্রশমন হয়, তাহাতেই প্রবৃত্ত হইবে। ৪৫।

এবং ধর্ম্যকামাবপ্যন্যৈব যুক্ত্যাদাহরেৎ । সন্ধিরেচ্চ পরস্পরেণ
ব্যতিষঞ্জয়েচ্চেতুভয়তোযোগাঃ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। অর্থের ভ্রায় ধর্ম্য এবং কামেরও উদাহরণ এইরূপে যুক্তি দ্বারা
প্রদান করিবে। আর সজাতীয় পরস্পরের সংমিশ্রণ এবং বিজাতীয় পরস্পরের
মিশ্রণ করিবে। তাহাতেই সর্ববিধ (ধর্ম্য ও কামবিষয়ে) উভয়তোযোগে
সম্পন্ন হইবে। ৪৬।

অবতরণিকা। একপরিগ্রহের কথা এই অধিকরণের প্রথম অধ্যায় হইতে
৪র্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত সবিস্তারে কথিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে অপরিগ্রহের
কথাও বলা হইয়াছে;—এক্ষণে অনেকপরিগ্রহের কথা বলা হইতেছে:—

• সমুদ্র চ বিটাঃ পরিগৃহ্ষ্যন্ত্যেকামসৌ গোষ্ঠীপরিগ্রহঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ। বিটগণ সকলে মিলিত হইয়া যদি একটি বারাজ্ঞনাকে গ্রহণ করে,
তাহা হইলে তাহাকে গোষ্ঠীপরিগ্রহ বলে। (এই বারাজ্ঞনাই অনেকপরি-
গ্রহ)। ৪৭।

স। তেষামিতস্ততঃ সংস্জ্যমানা * প্রত্যেকং সংঘর্ষাদর্থং নির্ক-
র্যেৎ ॥ ৪৮ ॥

* সংপৃচ্ছ্যমানা ইতি পাঠান্তরম্।

অনুবাদ । সেই বারাদ্ধনা তাহাদিগের সংঘর্ষ জন্মাইয়া এ ব্যক্তি সে ব্যক্তির সহিত মিলনের ফলে প্রত্যেকের নিকটেই অর্থ আদায় করিবে । ৪৮ ।

সুবসন্তকাদিষু চ যোগে যো মে ইমমমুঞ্চ মনোরথং সম্পাদয়িষ্যতি
তসাদা গমিষ্যতি মে দুহিতেতি মাত্রা বাচয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ । বারাদ্ধনা মাতাকে দিয়া বলাইবে,—তোমাদিগের মধ্যে ‘সুবসন্তক’ প্রভৃতি উৎসবে যে আমার অমুক অমুক অভিলাষ পূর্ণ করিবে, তাহার নিকটে আমার কত্যা অন্য গমন করিবে । ৪৯ ।

ভেষাক্ষ সঙ্ঘর্ষজেষুভিগমনে কার্য্যাণি লক্ষয়েৎ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ । সেই বিটগণের সংঘর্ষসম্বৃত্ত মিলনে লাভালাভ লক্ষ্য করিবে । ৫০ ।

একতোহর্থঃ সর্বতোহর্থঃ, একতোহনর্থঃ, সর্বতোহনর্থঃ,
অর্থতোহর্থঃ, সর্বতোহর্থঃ, অর্থতোহনর্থঃ, সর্বতোহনর্থঃ । ইতি
সমস্ততোযোগাঃ ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ । (১) একতোহর্থ—সর্বতোহর্থ, (৪) একতোহনর্থ—সর্বতোহনর্থ, (২) অর্থতোহর্থ, (৩) সর্বতোহর্থ (৫) অর্থতোহনর্থ, (৬) সর্বতোহনর্থ—এই ছয় প্রকার সমস্ততোযোগ । ৫১ ।

বাখ্যা । অর্থপক্ষে সমস্ততোযোগ তিনপ্রকার ও অনর্থ পক্ষে তিনপ্রকার । (অনুবাদস্থিত ১১২৩ চিহ্ন অর্থপক্ষে ; ৪৫১৬ চিহ্ন অনর্থপক্ষে । যেখানে একের সহিত অপর সকলের সংঘ উপস্থিত, সেখানে ‘একতোহর্থ’, একজনের নিকট হইতে অর্থলাভ ও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী সকলের নিকট হইতেও অর্থলাভ হয়—এইজন্য তাহা ‘একতোহর্থ সর্বতোহর্থ’ । যেখানে ঐ বিটগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া—যে দল অধিক অর্থ দান করিবে, সেই দলটিকেই সন্মান স্থান পাইবে—এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমগ্র বিটমণ্ডলীর অর্দ্ধাংশ হইতে অর্থলাভ হওয়ায় ‘অর্থতোহর্থ’ সংজ্ঞা হইয়া থাকে । বিটগণের দুই দুইজন কবিশা সংঘর্ষ-পরায়ণ হইয়া সকলেই যদি ক্রমে অর্থ দান করে, তাহা হইলে তাহা

‘সৰ্বতোহর্থ’ হইয়া থাকে । একজনের নিজ দত্ত অর্থের প্রত্যাশরণ দেখিয়া সকলেই যদি প্রত্যাশরণ করে ত তাহা ‘একতোহর্থ সৰ্বতোহনর্থ’—একদলের বিজয়ে অন্তদল যদি বলপ্রয়োগে অনর্থ ঘটায়, তাহা ‘অর্দ্ধতোহনর্থ’ । সকলেই যদি যুগপৎ অনর্থ ঘটায় তাহা ‘সৰ্বতোহনর্থ’ । ৫১ ।

অর্থসংশয়মনর্থসংশয়ঞ্চ পূর্ববদ যোজয়েৎ সন্ধিরেচ্চ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ । অর্থ-সংশয় ও অনর্থসংশয়ের যোজন্য পূর্ববৎ হইবে—(তাহ শুদ্ধ সংশয়) সন্ধৌর্ণতাও পূর্ববৎ হইবে । (তাহা সন্ধৌর্ণ সংশয় ; এই অধ্যায়েই প্রকৌক্ত শুদ্ধ সংশয় ও সন্ধৌর্ণ সংশয় দ্রষ্টব্য) । ৫২ ।

তথা ধর্ম্যকামাবপি । ইতানুবন্ধার্থানর্থসংশয়বিচারঃ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ । ধর্ম্য কামও এইরূপ হইবে । ৫৩ ।

ব্যাখ্যা । ‘একতোহর্থ্য সৰ্বতোহর্থ্য’ ‘একতঃ কাম, সৰ্বতঃ কাম’ ইত্যাদি-স্বরূপ হইবে । অর্থানর্থানুবন্ধ-সংশয়-বিচার এই স্থানে সমাপ্ত হইল । ৫৩ ।

কুন্তদাসী পরিচারিকা কুলটা স্বেরিণী নটী শিল্পকারিকা প্রকাশ
বিনষ্টা রূপাজীবা গণিকা চেতি বেষ্ঠাবিশেষাঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ । কুন্তদাসী, পরিচারিকা, কুলটা, স্বেরিণী, নটী, শিল্পকারিকা প্রকাশ-বিনষ্টা, রূপাজীবা ও গণিকা—এই কয়প্রকার বেষ্ঠার প্রভেদ হইয়া থাকে । ৫৪ ।

ব্যাখ্যা । গণিকা, রূপাজীবা ও কুন্তদাসী—এই ত্রিবিধ বেষ্ঠার লাতাত-শয় পূর্বে কথিত হইয়াছে—অত কোন বেষ্ঠার উল্লেখ নাই ; অতএব অপরা সৎজা এই তিন প্রকারেরই অবাস্তব ভেদ মাত্র । পরিচারিকা হইতে প্রকাশ-বিনষ্টা পর্য্যন্ত যত্বেবিধ বেষ্ঠা রূপাজীবীর অন্তর্গত । ইহা টীকাকার বলেন । আমার মত এই যে, যথাসম্ভব উহার গণিকা, রূপাজীবা ও কুন্তদাসীর অন্তর্গত হইবে । পরিচারিকা,—গণিকা-হইতার পাণিগ্রহণ হইলে এক বৎসব তাহাকে ‘সতী’ থাকিতে হয়,—তৎপরে তাহার যেমন ইচ্ছা ; কিন্তু এক বৎসরের পরেও

পাণিগ্রহীতার আত্মানে তাহাকে তাহার নিকট সেই রাত্রিতে অন্তলাভ ত্যাগ করিয়াও থাকিতে হয় । এইরূপ পরিচর্যা করিতে হয় বলিয়া—উদা বেষ্ঠা-বৃত্তিরতা গণিকা-হৃদিতার নাম পরিচারিকা । কুলটা—পতিভীতা শুণ্ড-বেষ্ঠা । দ্বৈরিনী—পতিগৃহস্থিতা নিভীক ব্যভিচারিণী । নটা—নর্ভকী । শিল্পকারিকা—ব্যভিচারিণী রজ্জ্বাদি-রমণী । প্রকাশ-বিনষ্টা—পতিসঙ্গে বা বৈধব্যে যথাভি-লামে পুরুষাস্তরের গৃহিণী হয় । ৫৪ ।

সর্ববাসাং চানুরূপোণ গম্যাঃ সহায়ান্তদুপরঞ্জনমর্থাগমোপায়া
নিষ্কাশনং পুনঃসন্ধানং লাভবিশেষানুবন্ধা অর্থানর্থানুবন্ধসংশয়-
বিচারশ্চেতি বৈশিকম্ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ । এই সমস্ত বেষ্ঠারই কুলাদির অনুরূপভাবে গম্য, (নাযক) স্হায়,—উপরঞ্জন, কামানুবর্তন, অর্থাগমোপায়, নিষ্কাশন, পুনর্শিলন, লাভ-বিশেষ, অর্থানর্থানুবন্ধসংশয় বিচার হইবে—ইহাই বৈশিক ব্যবহার । ৫৫ ।

ভবতচ্চাত্র শ্লোকৌ ;—

রতার্থাঃ পুরুষা যেন রতার্থাশ্চৈব যোষিতঃ ।

শাস্ত্রস্বার্থপ্রধানহানেন যোগোহত্র যোষিতাম্ ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ । এ বিষয়ে দুটি শ্লোক আছে :—যেহেতু আনন্দে পুরুষেরও প্রয়োজন, আনন্দে রমণীরও প্রয়োজন, অতএব এই আনন্দ শাস্ত্রে রমণীরও অধিকার আছে । ৫৬ ।

সন্তি রাগপরা নার্যাঃ সন্তি চার্ষপরা অপি ।

প্রাক্র তত্র বর্ণিতো রাগো বেষ্ঠাযোগাশ্চ বৈশিকে ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাস্তাশ্বনীরে কামসূত্রে বৈশিকে চতুর্থেছধিকরণে

অর্থানর্থানুবন্ধসংশয়বিচারো বেষ্ঠাবিশেষাশ্চ

যচ্চৈহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । প্রেমিকা রমণীও আছে, অর্থপরায়ণা রমণীও আছে, পূর্বে—
প্রেমের কথা (প্রেমিকা রমণীর বিষয়) বলা হইয়াছে । এই বৈশিক অধি-
করণে বেষ্ঠাযোগ অর্থাৎ অর্থপরায়ণা রমণীর বিষয় প্রদর্শিত হইল । ৫৭ ।

ব্যাখ্যা । এই বৈশিক অধিকরণ অর্থাৎ বারাদ্রনা-পরিচ্ছেদ এই
শাস্ত্রের এক দেশ,—অতএব এই শাস্ত্র রমণীগণের অপাঠ্য,—কারণ সতী
রমণীগণের এ অংশ কেবল অনুপযোগী নহে, অধিকন্তু কুশিক্ষাপ্রদ ;—এই
আশঙ্কা নিবাকরণ করিবার জন্য ৫৬ চিহ্নিত প্রথম শ্লোক ; তাবার্থ এই—
রমণীগণ এ শাস্ত্র পাঠ্য ; দ্বিতীয় শ্লোকের তাবার্থ এই যে—এই শাস্ত্রের মধ্যে
এই বারাদ্রনা পরিচ্ছেদ প্রেমিকা রমণীর পাঠ্য নহে, সতী রমণী প্রেমিকার
শিরোমণি,—তাহারা এ অংশ ত্যাগ করিবেন । তাঁহাদিগের কথা ত এ অংশে
নাই—তাঁহাদিগের কথা ইহার পূর্বে কল্যাস-প্রযুক্তক ও ভাঁয়াধিকারিক
অধিকরণ-নামক দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে আছে । ৫৬ । ৫৭ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

চতুর্থ অধিকরণ সমাপ্ত ॥

পারদারিকাথ্য পঞ্চমমধিকরণম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

বাখ্যাতকারণাঃ পরপরিগ্রহোপগমাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । পর-পরিগ্রহীতা উপগমের অর্থাৎ পরকীয়া-সংগ্রহের কারণ
(১ অধিঃ ৫ অধ্যায় ৬ শ্লঃ হইতে) বিবৃত হইয়াছে । ১ ।

বাখ্যা । পরকীয়া-গ্রহণ যে অনুচিত কার্য্য তাহা বাৎস্তায়ন এইসূত্রে
স্মরণ করাইতেছেন । জীবন-সংগ্রামে যে প্রবৃত্ত-বৈরাগ্যপথে-যাইবার অধি-
কার ত নাইই,—আর্থিক কতি সহ্য করিবার জ্ঞাতও যে প্রস্তুত নহে,—সর্বকর্ম্মে
অনধিকারী—কেবল পতিত হইতে চাহে না,—এইরূপ ব্যক্তিই অবস্থা-বিশেষে
পরকীয়া সংগ্রহ করিতে পারে—এই যে পূর্ব উপদেশ,—তাহা এই সূত্রে পুন-
রায় বিজ্ঞাপিত হইল ; কারণ পরকীয়া-গ্রহণ বা পারদার্য্য অতি কু-কর্ম্ম, তাহার
উপায় প্রদর্শন কদাচ কর্তব্য হইতে পারে না—তবে এ অধিকরণ নিতান্তই
শ্রেয় এবং অনুপদেশে এইরূপ আশঙ্কা ভদ্রলোকের মনে স্বতঃই হয়—সেই
আশঙ্কা এই সূত্রে নিবারণিত হইল । বাৎস্তায়ন পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া জানাই-
লেন—বাপু হে কু-কর্ম্ম ত বটে, কিন্তু অবস্থা-বিশেষে দুর্বল মানব তাহা না
করিয়া পারে না,—যাহারা করিবেই, তাহাদিগের ত একটা সভ্যতা থাকা আব-
শ্যক, তাহারও ত একটা পদ্ধতি থাকা উচিত—সেই পদ্ধতি আমি বলিতেছি—
আমি কু-কর্ম্ম করিতে বিধি দিতেছি না । যিনি ধার্ম্মিক, যিনি পরলোকের
ভয় করেন, তিনি ইহা হইতে দূরে থাকিবেন । বাৎস্তায়ন পূর্বেই স্বয়ং
বলিয়াছেন,—

“কিং স্ত্রাৎ পরত্রেভ্যাশঙ্ক্য কার্যো যশ্মিন জায়তে ।

ন চার্ষয়ঃ স্ত্রুথক্কেতি শিষ্টোস্তত্র বাবহুহতাঃ ।

(১ অধিঃ ২ অধ্যায় ৫০ সূত্র)

পরকৌশ্য-গ্রহণ, উপপাতক ;—পারদার্য্য বাৎস্ত্রায়ন যে ধর্ম্মশাস্ত্রাচার্য্য মনুস্ব নাম করিয়াছেন, তিনিই তাহাকে উপপাতক নামক অধর্ম্ম মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন ।

“গোবদোহযাজ্ঞ্যসংযাজ্ঞ্যপারদার্য্যাবক্রযাঃ * * * * নাস্তিক্যকোপপাতকম্ ।

মনু ১১ অঃ ৬০—শ্লোক ।

নিদৈর্হি লক্ষণৈশ্চুক্তা জায়ন্তেহনিদ্রতৈনসঃ ।

মনু ১১ অঃ ৫৪ ।

অধর্ম্ম করিলে প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য, প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পরজন্মে নির্দিত-লক্ষণ-যুক্ত হইয়া থাকে । অধর্ম্মিকের নরকভোগকথাও মনুর ৪র্থ অধ্যায়ে আছে । অতএব পারদার্য্যে পরলোকভয় থাকায় তাহা শিষ্ট-কর্তব্য নহে;—ইহা বাৎস্ত্রায়নেরও সিদ্ধান্ত । যাহারা অশিষ্ট, তাহারাই প্রবৃত্তিবশে এইকাণ্ড করে । সেইরূপ অধিকারীর জন্তই এই অধিকরণ উক্ত হইয়াছে । ১ ।

তেষু সাধ্যত্বমনত্যয়ং গম্যত্বমায়তিং বৃত্তিং চাদিত এব পরী-
ক্ষেত ॥ ২ ॥

অনুবাদ । পরকৌশ্যস্থলে প্রথম পরীক্ষণীয়—(১) সাধ্যত্ব, (২) নিরত্যয়, (৩) গম্যত্ব, (৪) আয়তি এবং (৫) বৃত্তি । ২ ।

ব্যাখ্যা । (১) এই পরকৌশ্যকে আয়ত্ত করা যাইবে কিনা ? যদি বুঝে ইহাকে আয়ত্ত করা অসম্ভব, তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না । (২) নিরত্যয়—নিরাপদুত্তাব,—যাহার সংগ্রহে বিশেষ আপদের আশঙ্কা, সেস্থল ত্যাজ্য । (৩) গম্য—১ অধি ৫ অধ্যায় ৩২ সূত্রে যাহাদিগকে অগম্য বলা হইয়াছে,—তাহার বর্জন করিতে হয় । (৪) আয়তি—এই পরকৌশ্য-সংগ্রহে পবিত্রাণে কতটা লাভ ও কতটা ক্ষতি—ক্ষতি অধিক হইলে বর্জনীয় । (৫) বৃত্তি—

নিজের প্রবৃত্তি,—যদি বুঝে এতই উৎকট প্রবৃত্তি যে, তাহাকে প্রাপ্ত না হইলে মৃত্যু-সন্তোষনা—তাহা হইলে সেই দিকে অগ্রসর হইতে হয় । ২ ।

যদা তু স্থানাং স্থানান্তরং কামং প্রতিপদ্যমানং পশ্যেত্তদাত্ম-
শরীরোপঘাতত্রাণার্থং পরপরিগ্রহানভ্যুপগচ্ছেৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । যখন (কোন পরকীয়া দর্শনে) কন্দর্প ক্রমেই ধাপে ধাপে উঠিতেছে দেখিবে, তখন নিজ শরীররক্ষার জন্ত পরকীয়া-সংগ্রহ তাহার ইষ্ট-সাধন হয় । ৩ ।

ব্যাখ্যা । ইহাও বিধি নহে—ধর্ম্মাপেক্ষা শরীরকে যাহারা বড় মনে করে, তাহাদিগের যাহা করণীয় হয়, তাহারই অনুবাদ মাত্র । ৩ ।

দশ তু কামস্ত স্থানানি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । কন্দর্পের স্থান বা ‘ধাপ’ দশটি । ৪ ।

চক্ষুঃপ্রীতিস্বনঃসঙ্গঃ সঙ্কল্পোপত্তিনিদ্রাচ্ছেদস্তনুত । বিষয়েভো
বায়ুভির্গজ্জাপ্রাণাশ উন্মাদো মুচ্ছা মরণমিতি তেষাং লিঙ্গানি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । (১) চক্ষুঃপ্রীতি, (২) মনের আসক্তি, (৩) সঙ্কল্প—কি কপে পাইব, পাইবার উপায় এই ইত্যাদি চিন্তা, (৪) অনিদ্রা, (৫) ক্লান্ততা, (৬) ‘বয়স্যাস্তরভোগে অপ্রবৃত্তি’, (৭) নির্লজ্জতাব—এই দুঃপ্রবৃত্তি কীর্ত্তনাদি করিতে লজ্জিত না হওয়া, (৮) উন্মাদ, (৯) মুচ্ছা, (১০) মরণ ; এই দশটি লক্ষণ কন্দর্পের স্থান বা পর পর ধাপ । ৫ ।

তত্রাকৃতিতো লক্ষণতশ্চ যুবত্যাঃ শীলং সত্যং শৌচং সাধ্যতাং
চণ্ডবেগতাক্ষ লক্ষ্যেদিতি আচার্য্যাঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । পরকীয়া-সংগ্রহ স্থলে, আকৃতি (শরীরের গঠন) ও লক্ষণদ্বারা যুবতির স্বভাব, সত্যনিষ্ঠতা, চরিত্রশুদ্ধি, সাধ্যতা এবং প্রচণ্ড কামনা লক্ষ্য করবে, ইহা আচার্য্যগণ বলেন । ৬ ।

ব্যভিচারাদাকৃতি-লক্ষণ-যোগানামিঙ্গিতাকারাত্যামেব প্রযুক্তি-
কৌশলক্যা যোষিত ইতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ। বাৎস্তায়ন বলেন,—আকৃতি এবং লক্ষণ সর্বত্র নিয়তভাবে
প্রযুক্তি-পরিজ্ঞানে উপযোগী হয় না। অতএব আকার ইঙ্গিত দ্বারাই রমণীগণের
প্রযুক্তি বুঝিতে হয়। ৭।

ব্যাখ্যা। আকার ইঙ্গিত কন্যাসংপ্রযুক্তক অধিকরণে তৃতীয় অধ্যায়ের ২৭
শ্লোক হইতে বলা হইয়াছে। আকৃতি আর আকার একার্থক শব্দ নহে।
আকৃতি শব্দের অর্থ শরীরের গঠন, আকার শব্দের অর্থ—মুখের সহাস্ত্যভাব
ও দৃষ্টির সলজ্জভাব ইত্যাদি। ৭।

যং কক্ষিদুষ্কুলং পুরুষং দৃষ্ট্বা স্ত্রী কাময়তে । তথা পুরুষো
হপি যোষিতম্ । অপেক্ষয়া তু ন প্রবর্তত ইতি গোণিকাপুত্রঃ ॥৮ ॥

অনুবাদ। স্বভাব বিষয়ে গোণিকাপুত্র বলেন,—স্ত্রীলোক সুন্দর ও সুবেশ
যে কোন পুরুষকে দেখিয়া কামনাপরতন্ত্র হয়। এইরূপ পুরুষও সুন্দরী ও
সুবেশা রমণীকে দেখিয়া কামনাপরতন্ত্র হয়। বিশেষ কারণ থাকাতাই কার্যতঃ
প্রবৃত্ত হয় না। ৮।

ব্যাখ্যা। সৌন্দর্য্যানুরাগ এবং সঙ্কোচ স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই স্বভাব। ইহাই
এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। ৮।

তত্র স্ত্রিয়ং প্রতি বিশেষঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের যে বৈশিষ্ট্য, তাহা কথিত হইতেছে। ৯।

ন স্ত্রী ধর্ম্মমধর্ম্মং চাপেক্ষতে কাময়ত এব । কার্ষ্যাপেক্ষয়া তু
নাভিযুক্তো ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। স্ত্রীলোক ধর্ম্মা-ধর্ম্মের অপেক্ষা করে না, কেবল কামনা এবং
অধিকভাবেই করিয়া থাকে। কার্যতঃ যে প্রবৃত্তা হয় না, তাহার কারণ—দৃষ্ট-
দোষের অপেক্ষা। ১০।

ব্যাখ্যা। দৃষ্টদোষ—লোকে জানিতে পারিবে, স্বামী পরিত্যাগ করিবেন এবং এই পুরুষ একাধো অভিল্যাবী কিনা, যদি না হয় তাহা হইলে আমি অবজ্ঞাতা হইব ইত্যাদি চিন্তায় কার্যতঃ প্রবৃত্ত হয় না। ১০।

স্বভাবাচ্চ পুরুষণাভিযুক্ত্যমানা চিকীর্ষাস্ত্যপি ব্যাবর্ততে ॥ ১১ ॥
পুনঃপুনরভিযুক্তা সিধ্যতি ॥ ১২ ॥ পুরুষস্ত ধর্মস্থিতিমার্যাসময়ং
চাপেক্ষ্য কাময়মানোহপি ব্যাবর্ততে ॥ ১৩ ॥ তথাবুদ্ধিশ্চাভিযুক্ত্য-
মানোহপি ন সিধ্যতি ॥ ১৪ ॥ নিক্ষারণমভিযুক্ত্তে। অভি-
যুক্ত্যপি পুনর্নাভিযুক্ত্তে। সিদ্ধায়াঞ্চ মাধ্যস্ত্যং গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥
শূলভামবমগ্নতে। দুর্লভামাকাজ্জফত ইতি প্রায়োবাদঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ। পুরুষ নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করতঃ হস্তধারণাদি করিলে নিজের ইচ্ছা সবেও স্বভাবতঃ তাহাতে নিবৃত্ত হয়। বারংবার পুরুষের যত্নে আয়ত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পুরুষ ধর্ম মর্যাদা এবং শিষ্টাচার অপেক্ষা করিয়াই কামনা হইতে নিবৃত্ত হয়। ধর্ম বুদ্ধিস্কৃত ও শিষ্টাচাররত পুরুষ হ্রীলোকের অভি-প্রায় স্পষ্টভাবে জানিতে পারিলেও কুকর্মো লিপ্ত হয় না। পুরুষ (অনেক সময়ে) অকারণ অর্থাৎ কেবল কৌতুক দেখিবার জন্ত হ্রীলোকের প্রতি আপনার কামনা-প্রকাশক ব্যবহার করিয়া থাকে। কখনও বা প্রবৃত্তিবশে ঐরূপ ব্যবহার করিলেও পুনর্বার ঐ প্রকার ব্যবহার করে না; (অনেক সময়ে) হ্রীলোক সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলে পুরুষ একেবারেই ওদাস্ত অবলম্বন করে। পুরুষ শূলভা রমণীকে অবজ্ঞা করে আর দুর্লভাকে অপেক্ষা করে, ইহা প্রায়ই শুনা যায়। ১১—১৬।

ব্যাখ্যা। ইহা হইতে বুঝা যায়—এই সকল বিষয়ে ধর্ম্মা-ধর্ম্ম বিচার হ্রীলোকের নাই, পুরুষের আছে। এই সকল কামনাস্থলেও কৌতুকপ্রিয়তা এবং উপেক্ষা পুরুষের আছে, কিন্তু এবিষয়ে হ্রীলোকের কৌতুকপ্রিয়তা নাই, কামনাসবেও আত্মসম্মান রক্ষার্থে ধৈর্য্য আছে—ইত্যাদিরূপে উক্তয়ের স্বভাব-বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইল। ১১—১৬।

অবতরণিকা। ৮ম সূত্রে “বিশেষ কারণ থাকাতেই কার্যতঃ প্রবৃত্ত হয় না” ইহা বলা হইয়াছে, সেই প্রবৃত্ত না হইবার অর্থাৎ অপ্রবৃত্তির কারণ এখানে কথিত হইতেছে ;—

তত্র ব্যাবর্তনকারণানি ॥ ১৭ ॥ পত্যাবনুরাগঃ ॥ ১৮ ॥ অপতা-
পেক্ষা ॥ ১৯ ॥ অতিক্রান্তবয়স্কম্ ॥ ২০ ॥ দুঃখাভিভবঃ ॥ ২১ ॥
বিরহানুপলভঃ ॥ ২২ ॥ অবজ্ঞায়োপমগ্নয়ত ইতি ক্রোধঃ ॥ ২৩ ॥
অপ্রতীক্য ইতি সঙ্কল্পবর্জনম্ ॥ ২৪ ॥ গমিষ্যতীতনায়তিরগ্নত্ব প্রসক্ত-
মতিরিত্তি চ ॥ ২৫ ॥ অসংযুতাকার ইত্যুদ্বেষঃ ॥ ২৬ ॥ মিত্রেষু
নিস্বন্দভাব ইতি তেষাপেক্ষা ॥ ২৭ ॥ শুকাভিযোগীত্যাশঙ্কা ॥ ২৮ ॥
তেজস্বীতি সাধবসম্ ॥ ২৯ ॥ চণ্ডবেগঃ সমর্থো বেতি ভয়ং যুগ্যাঃ ॥
৩০ ॥ নাগরকঃ কলাত্ন বিচক্ষণ ইতি ব্রীড়া ॥ ৩১ ॥ সখিহেনোপ-
চরিত ইতি চ ॥ ৩২ ॥ আদেশকালজ্ঞ ইত্যসূয়া ॥ ৩৩ ॥ পরিভদ-
স্থানমিতবল্লমানঃ ॥ ৩৪ ॥ আকারিতোহপি নাব্যধাত ইত্যবজ্ঞা ॥
৩৫ ॥ শশো মন্দবেগ ইতি চ হস্তিগ্ণাঃ ॥ ৩৬ ॥ মত্তোহস্ত্র মা
ভূদনিষ্ঠমিতানুকম্পা ॥ ৩৭ ॥ আত্মনি দোষদর্শনান্নির্ব্বেদঃ ॥ ৩৮ ॥
বিদিতা সতী স্বজনবহিষ্কৃতা ভবিষ্যামীতি ভয়ম্ ॥ ৩৯ ॥ পলিত
ইতানাদরঃ ॥ ৪০ ॥ পত্যা প্রযুক্তঃ পরাক্ষত ইতি বিমর্শঃ ॥ ৪১ ॥
ধর্ম্মাপেক্ষা চেতি ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ। কামনা সত্ত্বেও কার্যতঃ অপ্রবৃত্তির কারণ স্বভাব বিরাগপণ প্রসঙ্গে
কথিত হইতেছে। (১) পতির প্রতি অনুরাগ, (২) সন্তানের অপেক্ষা
(৩) বয়সের আধিক্য (৪) পুত্রশোকাদি দুঃখের আতিশয্য, (৫) নির্জন-
স্থানের অপ্রাপ্তি, (৬) অবজ্ঞাপূর্ব্বক আমাকে আহ্বান করিতেছে এইরূপ
মনে করার পর পুরুষের প্রতি ক্রোধ, (৭) এই পুরুষটির মনোগত ভাব ঠিক

বুঝা যাইতেছে না, এই চিন্তা হওয়ায় মিলনসংকল্পত্যাগ (৮) (আজ আসিয়াছে) চলিয়া যাইবে—এইরূপ পরিণাম বোধ হওয়ায় অনাশ্বাস, (৯) অন্ত রমণীতে এ পুরুষ আসক্ত এই প্রকার চিন্তা, (১০) এই পুরুষ মনের ভাব গোপন করিতে অক্ষম, এই প্রকার উদ্বেগ। (১১) এই পুরুষ বন্ধুগণের একান্ত আশ্রিত—অরুণ তাহাদিগের মতের অপেক্ষা। (১২) অকাবণ লোকের দর্শিত মামলা-মোকদ্দমা করে, সুতরাং ইহার সহিত মিলনে আশঙ্কা। (১৩) তেজস্বী বলিয়া ভয়, (১৪) নায়িকা মৃগী-জাতীয়া হইলে প্রস্তুত সমর্থ পুরুষের ভয়: (১৫) কলাবিচক্ষণ নাগরক এই বলিয়া আবিচক্ষণার তাহার কাছে লজ্জা, (১৬) সখা বলিয়া পূর্ব হইতে ইহাকে বলা হইয়াছে—ইহাতেও লজ্জা (১৭) এই পুরুষ দেশকাল বুঝে না—এই হেতু অসুখ, (১৮) এই পুরুষ লোকের নিকট অবজ্ঞার পাত্র এই হেতু অনাদর, (১৯) সঙ্কেত করিলেও বুঝিতে পারে না এই বলিয়া অবজ্ঞা, (২০) এই পুরুষ শশ জাতীয়—তাদৃশ সমর্থ নহে—হস্তিনী নায়িকার এই বলিয়া অবজ্ঞা, (২১) আমি হইতে ইহার অনিষ্ট নহে—এই প্রকার অল্পকম্পা, (২২) আপনার শারীরিক দোষ বা অযোগ্যতাদর্শন হেতু নির্দোষ, (২৩) এই কার্য প্রকাশ পাইলে স্বজনেরা আমাকে দূর করিয়া দিবে—এই বলিয়া ভয়, (২৪) এই পুরুষের শুক্রকেশ এই বলিয়া অনাদর, (২৫) এই পুরুষ আমার স্বামীর নিযুক্ত হইয়া পরীক্ষা করিতেছে কি?—এই প্রকার সংশয়, (কোথাও) ধর্মের অপেক্ষাও আছে—(এই পঁচিশ প্রকার কারণে) স্থলোকেব কার্যতঃ প্রযুক্তি ঘটে না। ১৭—৪২।

ব্যাখ্যা:। ১৯ সূত্রে যে সন্তানের অপেক্ষার কথা আছে, তাহার অর্থ;—
এই পুরুষের সহিত কার্যতঃ মিলন হইলে, পরিণামে হয়ত গৃহ ত্যাগ করিতে হইবে, তখন আমার সন্তানদিগকে ছাড়িতে হইবে, এই আশঙ্কা এবং অতি শিশুপুত্র তাহাকে ছাড়িয়া নির্জন স্থান প্রভৃতির জন্ত বহুক্ষণ বিলম্ব করা আমার পক্ষে অসম্ভব। ২২ সূত্রে বিরহানুপলব্ধ নির্জন স্থান না পাওয়া এই ব্যাখ্যা আমি করিয়াছি; ইহার মূলে—“স্থানং নাস্তি” ইত্যাদি ঋষি বচন আছে।
টীকাকার বলেন,—পতির সহিত বিরহের আদর্শন। এই অর্থে এই সূত্রটি

‘পতির প্রতি অনুরাগ’ এই ৮ম সূত্রের সহিত একার্থ হইতে পারে ; অথবা পতিতে অনুরাগ না থাকিলেও পতিই ভাষ্যাকে সর্বদাই পাহারা দিতেছে—এই অর্থ যদি করা যায়, তাহা কি তেমন সঙ্গত হয় ? ২৭ সূত্রে যে মতের অপেক্ষার কথাটা আছে, তাহা দুই দিকেই লাগিতে পারে । (১) স্ত্রীলোক ভাবিতেছে—এই পুরুষকে পাইতে হইলে ইহার বন্ধুগণকে আমার খোসামোদ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব । (২) আর এক অর্থ হইতেছে—এই পুরুষ তাহাদিগের মতের অপেক্ষা করিবে, ইহাতে আমার যথেষ্ট অপমান । ৩০ সূত্রে চণ্ডবেগ ও মৃগী, ৩৬ সূত্রে শশ মন্দবেগ ও হস্তিনী এই সকল পশুদের বিবরণ সাম্প্রয়োগিক অধিকরণের ১ম অধ্যায়ে ১ম ২য় প্রভৃতি সূত্র-টীকায় দ্রষ্টব্য । ১৭—৪২ ।

তেষু যদাশ্বনি লক্ষয়েত্তদাদিত এব পরিচ্ছিন্দ্যাৎ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ । এই সকল অপ্রবৃত্তি কারণের মধ্যে যাহা আপনাতে আছে বলিয়া বুঝিবে, (পরপুরুষ প্রাপ্তির অভাবে) যে রমণী একান্ত দুঃখিতা, সে প্রথম হইতেই উহা দূর করিতে চেষ্টা করিবে । ৪৩ ।

আর্য্যদ্বয়ুজানি রাগবর্দ্ধনাৎ ॥ ৪৪ ॥ অশক্তিজন্যুপায়প্রদর্শনাৎ
৪৫ ॥ বলহীনকৃতাত্ত্বতিপরিচয়াৎ ॥ ৪৬ ॥ পরিভবকৃতাত্ত্বতি-
শৌণ্ডীর্ঘ্যাবৈচক্ষ্যাচ্চ ॥ ৪৭ ॥ তৎপরিভবজানি প্রণত্যা ॥ ৪৮ ॥
তয়যুন্তংস্থানানাদিতি ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ । অর্থাভাব প্রযুক্ত অপ্রবৃত্তি কারণ যাহা যাহা আছে, তৎসমস্ত কামনা বর্দ্ধন দ্বারা দূর করিবে । অশক্তি-প্রযুক্ত যে সকল অপ্রবৃত্তি-কারণ, তাহা উপায় ষোগে (দূর করিবে) । সম্মানজনিত যে সকল অপ্রবৃত্তি-কারণ, তাহা অতি পরিচয় দ্বারা (দূর করিবে), আর অবজ্ঞার আশঙ্কা প্রযুক্ত যে সকল অপ্রবৃত্তির কারণ, তাহা উদারতা প্রকাশ ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া (দূর করিবে) । তাহার প্রতি পুরুষের অনাদর সম্ভাবনাজনিত যে অপ্রবৃত্তি-কারণ,

তাহা নম্রভাব ধারা (দূর করিবে), ভয় প্রযুক্ত যে সকল অপ্রবৃত্তি-কারণ, তাহা
মনকে আশ্বাস দিয়া (দূর করিবে) । ৫৪—৪১ ।

পুরুষাস্ত্রমী প্রায়েণ সিদ্ধাঃ—কামসূত্রজ্ঞঃ কথাখ্যানকুশলো
বালায় প্রভৃতি সংস্কৃষ্টঃ প্রযুক্ত্যর্থোবনঃ ক্রীড়নকর্ম্মাদিনা গত-
বিশ্বাসঃ প্রেমণশ্চ কঠোচিতসম্ভাষণঃ প্রিয়শ্চ কঠাশ্চ ভূতপূর্ব্বো
দূতো মর্শ্বজ্ঞ উত্তময়া প্রার্থিতঃ সখ্যা প্রচ্ছন্নং সংস্কৃষ্টঃ সুভগাভি-
খ্যাতঃ সহ সংবুদ্ধঃ প্রাতিবেশ্যঃ কামশীলস্তথাভূতশ্চ পরিচারতো
বাত্রেয়িকাপরিগ্রাহো নববরকঃ প্রেক্ষোদ্যানত্যাগশীলো যুষ ইতি
সিদ্ধপ্রতাপঃ সাহসিকঃ শূরো বিদ্যারূপগুণোপভোগৈঃ পত্যুরতি-
শয়িতা মহাহর্বোষোপচারশ্চেতি ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ । এই (নিম্নলিখিত) পুরুষগণ প্রায়ই রমণীসিদ্ধ ।—কামসূত্রজ্ঞ,
কথা, আখ্যানে কুশল আবাল্য সঙ্গী, পূর্ণ যুবক, একত্র ক্রীড়াদি করার
কৃত্ত বিশ্বাসপাত্র, নিয়োগকারী, অবাধিত সম্ভাষণ যাহার সহিত হয়, প্রিয়-
কঠা, কোন নায়কের ভূতপূর্ব্ব দূত, মর্শ্বজ্ঞ, উত্তমারমণীর প্রার্থনা-পাত্র, সখীর
সহিত গুপ্তভাবে সংস্কৃষ্ট, সুভগ বলিয়া রমণীসমাজে খ্যাত, একত্র বুদ্ধিপ্রাপ্ত,
কামশীল, প্রতিবেশী, কামশীল পরিচারক, ধাত্তোদ্বিহিতার নায়ক, নূতন বর, নাটক-
দর্শনে একান্ত অনুরক্ত, উদ্যানক্রীড়াশীল, ত্যাগশীল, যুষসংজ্ঞায় রমণীমণ্ডলে
অশরী, সাহসিক, শূর, বিদ্যা রূপ গুণ ও যৌবনোচিতসামর্থ্যে পতি অপেক্ষা
উৎকর্ষযুক্ত এবং উৎকৃষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত । ৫০ ।

ব্যাখ্যা । রমণীসিদ্ধ—যাহাদিগকে রমণীরা বিশেষ পছন্দ করে । কাম-
সূত্রজ্ঞ প্রভৃতি সকলেই যে রমণী-সিদ্ধ, তাহা নহে । এই জন্ত মূলে ‘প্রায়েণ’
আছে । সকলেই যে সর্ব্বত্র সিদ্ধ তাহা নহে, কামসূত্রজ্ঞতা, কথা আখ্যান-
নিপুণতা, পূর্ণ যৌবন এতাদৃশ সাধারণ রমণীসিদ্ধির হেতু ; আবাল্য সঙ্গী থাকি,
নিয়োগ-পালন, প্রিয়কার্য্য-করণ ইত্যাদি রমণী-বিশেষের সিদ্ধির হেতু ;
যে পুরুষ যে রমণীর আবাল্য সঙ্গী, তাহাকে সেই পছন্দ করিতে পারে,

যে পুরুষ যে রমণীর নিয়োগ পালন করে, তাহাকে সে রমণীই পছন্দ করিতে পারে, যে পুরুষ যে রমণীর প্রিয়কার্য্য করে, সেই তাহাকে পছন্দ করিতে পারে, অন্য রমণী নহে, অর্থাৎ সেই সেই পুরুষ সেই সেই রমণী-সিদ্ধ। এক পুরুষে সিদ্ধির বহুত্ববিদ্যমান থাকিলে 'সিদ্ধি'র উৎকৃষ্টতা হয়। ৫০।

যথাভূনঃ সিদ্ধতাং পশ্চোদেবং যোষিতোহপ্যযত্নসাধাতামিতা-
যত্নসাধা যোষিত উচ্যন্তে ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ। যেমন নিজের রমণীসিদ্ধতা বুঝিবে, সেইরূপ রমণীদিগেরও অযত্নসাধাতা বুঝিতে হয়, এই কারণে অযত্নসাধ্য রমণী যে কাহারো তাগ্য বলা যাইতেছে। ৫১।

ব্যাখ্যা। অযত্নসাধ্য—যাহাকে আয়ত্ত করিতে যত্ন করিতে হয় না, অযত্ন সাধোব প্রতিশব্দ অভিযোগমাত্রসাধ্য। নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপনই অভিযোগ—কেবল তাগ্য করিলেই নিম্নলিখিত রমণীগণ আয়ত্ত হয়। ৫১।

যোসিদ্ধিত্ত্বম্ অভিযোগমাত্রসাধ্যাঃ—দ্বারদেশাবস্থায়িনী প্রাসাদা-
দ্রাজমার্গাবলোকিনী তরুণপ্রাতিবেশ্যগৃহে গোষ্ঠীযোজিনী সন্তত-
প্রেক্ষিণী প্রেক্ষিতা পার্শ্ববিলোকিনী নিষ্কারণং সপত্ন্যাধিবিন্না ভর্তৃ-
দেষিণী বিদ্বিস্টা চ পরিহারহীনা নিরপত্যা জ্ঞাতিকুলনিত্যা বিপন্ন-
পত্যা গোষ্ঠীযোজিনী প্রীতিযোজিনী কুশীলবভার্য্যা মৃতপতিকা
বাল্যদরিদ্রা বহুপভোগা জ্যেষ্ঠভার্য্যা বহুদেবরিকা বহুমানিনী নৃন-
ভর্তৃকা কোশলাভিমানিনী ভর্তৃশ্রোথোণোদ্বিগ্না অবিশেষতয়া লোভেন
কণ্ঠাকালে যত্নেন বরিতা কথঞ্চিদলঙ্কাভিযুক্তা চ সা তদানীং সমান-
বুদ্ধিশীলমেধাপ্রতিপত্তিসাত্ম্যা প্রকৃত্যা পক্ষপাতিহীনপরাধে বিমা-
নিতা তুল্যরূপাভিষ্চাধঃকৃত্য প্রোষিতপতিকা ঈর্ষালুপৃতিচোক্ষ-
ক্লীবদৌর্ঘসূত্রকাপুরুষকুজবামন-বিরূপ-মণিকার-গ্রামা-দুর্গাক্ষরোগহৃৎক-
ভার্য্যাশ্চেতি ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ। (১) হারদেশাবস্থায়িনী, (২) অট্টালিকার ছাদে-উঠিয়া
যাহারা রাজপথে ঠা করিয়া চাফিয়া থাকে, (৩) যুবকযুক্ত প্রতিবেশিগৃহে
(পতির অপেক্ষা না করিয়া) গোষ্ঠিতে যোগদান করিতে যে ভালবাসে,
(৪) সন্তত প্রেক্ষিণী, (৫) পুরুষের কটাক্ষ পাতে যে নিজের পার্শ্বে চাফিয়া
দেখে, (৬) অকারণে যাহার পতি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছে, (৭)
পতিদেষ্মিণী (৮) পতিবিদ্বেষ্টা (৯) পরিহারহীন। (১০) বক্ষ্যা (১১)
পিতৃগৃহে সন্তত অবস্থায়িনী (১২) মৃতাপত্য (১৩) গোষ্ঠীযোজিনী (১৪)
প্রীতিযোজিনী (১৫) নটভাৰ্যা (১৬) বালবিধবা (১৭) বহু উপভোগাভি-
লাষিনী দরিদ্রা (১৮) বহু দেবরযুক্তা জ্যেষ্ঠভাৰ্যা (১৯) বহুমানিনী ন্যূনভৰ্তৃকা
(২০) ভৰ্ত্তা মূৰ্খ বা একেবারে মূৰ্খ না হইলেও বিশেষজ্ঞ না হওয়ায় বিশে-
ষজ্ঞ মিলনের জন্ত উদ্বেগযুক্তা কৌশলাভিমানিনী (২১) কস্তাকালে সময়ে বরণ
বিধানানুসারে প্রার্থিতা হইলেও কোন কারণে যে তাহার সহিত বিবাহ হয়
নাই, অন্তের সহিত বিবাহ হইয়াছে, এই কথা জ্ঞাপন দ্বারা তৎকালে অভিযুক্তা,
(২২) বৃদ্ধি শীল, মেধা, প্রতিপত্তি দেশ ও প্রকৃতি-বিষয়ে সমরূপা, (২৩)
স্বভাবতঃ পক্ষপাতিনী (২৪) পতিসকাশে নিরপরাধে অপমানিতা (২৫) সদৃশ
অবস্থাপন্ন। সপত্নীগণের নিকট অপমানিতা (২৬) প্রোষিতভৰ্তৃকা (২৭)
যাহার পতি ঈর্ষালু—ব্যভিচার-শক্টি, (২৮) যাহার পতি শরীর-সংস্কারবর্জিত
(২৯) যাহার পতি তীক্ষ্ণপ্রকৃতি, (৩০) যাহার পতি ক্রৌব (৩১) যাহার পতি
দীর্ঘমুখী (৩২—৩৫) যাহার পতি কাপুরুষ, কুজ, বামন, বা অন্তপ্রকার বৈরূপা
যুক্ত (৩৬) মণিকারজায়া (৩৭) গ্রাম্যভৰ্তৃকা (৩৮) যাহার পতির মুখ-
দিতে ভগ্নক (৩৯) চির রোগীর ভাৰ্যা এবং (৪০) বৃদ্ধের ভাৰ্যা। ৫২।

ব্যাখ্যা। (১) হারদেশাবস্থায়িনী—পরপুরুষদর্শনের জন্ত হারদেশে
অনেক সময়েই যে দাঁড়াইয়া থাকে। (৪) সন্তত প্রেক্ষিণী—যে রমণী যে-কোন
পরপুরুষ উপস্থিত লইলেই কোন না কোন ছলে অনবরত তাহার দিকে
কটাক্ষপাত করে, সেই রমণী পুরুষের অযত্নসাধ্য। (৯) পরিহারহীন—
যত্নকৰ্ব্বা কৰ্ম্মের পরিত্যাগে যাহার সাধারণতঃ কুচি নাই। (১৩) গোষ্ঠী-

যোজিনী—যে আপনি উদ্যোগ করিয়া পতির আজ্ঞা ব্যতীত ‘গৌরী’ বসাইয়া তাহাতে যোগদান করে । (১২) বহু মানিনী নানভর্জকা—যাহার ভর্তা ক্ষুদ্র ব্যক্তি এবং স্বয়ং অত্যন্ত গর্বিতা, সেষ্ট রমণীর গর্বে সর্বদাই আঘাত লাগে । (২০) কোশলাভিমানিনী—যে আপনাকে কলা-কুশলা বলিয়া অভিমান রাখে । (২৩) স্বভাবতঃ পক্ষপাতিনী—যে রমণী স্বভাবতই পতি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের পাতিনী, সে ঐ পুরুষের অযত্ন-সাধ্যা । (৩৬) মণিকারজায়া—মণিকার জাতীয় পুরুষের ভাৰ্য্যা, তাহার স্বামীর প্রস্তুত পণ্য বিক্রয়ের জন্য ক্রেতা আকর্ষণের অভিপ্রায়ে পণ্যাগারে উপস্থিত থাকিয়া হাবতাব প্রকাশ করে, ইহারা পুরুষের অযত্নসাধ্যা । (৩৭) গ্রামাভর্জকা—সত্যতা-বর্জিত পল্লীগ্ৰামবাসীর জায়া নগরে আসিলে সত্যভব্য নাগরকের ‘পক্ষে’ অযত্ন সাধ্যা । ৫২ ।

শ্লোকাবত্ৰ ভবতঃ—

ইচ্ছা স্বভাবতো জাতা ক্রিয়য়া পরিবৃংহিতা ।

বুদ্ধ্যা সংশোধিতোদ্বেগা স্থিরা স্পাদনপায়িনী ॥ ৫৩

অনুবাদ । এ বিষয়ে হুঁটি শ্লোক আছে ;—(রমণীর) কামনা স্বভাবতঃ ইইয়া থাকে, উপায় দ্বারা তাহা বর্জিত করিতে হয়—বুদ্ধিবলে তাহার উদ্বেগ দূর করিতে হয়, এইরূপ হইলে (পরকায়া) তাহার আয়ত্ত ইইয়া অপায়ের অভাবে স্থিরা ইইয়া থাকে । ৫৩ ।

সিদ্ধতামাত্মনো প্রাত্ৰা লিঙ্গানুগ্ৰীয়া যোষিতাম্ ।

ব্যাবৃত্তিকারণোচ্ছেদী নরো যোষিত্ব স্খ সিধতি ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমদ-বাৎসর্যনায়ৈ কামসূত্রে পারদারিকে পঞ্চমোহধিকরণে

স্বীপুরুষশীলাবস্থাপনং ব্যাবর্ত্তনকারণানি স্ত্রীযু সিদ্ধাঃ পুরুষা

অযত্নসাধ্যা যোষিতঃ প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । পুরুষ নিজের রমণীসিদ্ধতা বুঝিয়া, ‘রমণীগণের’ বাধক ও

ধিক হেতু উদ্ভাবনপূর্বক অপ্রযুক্তি-কারণের উচ্ছেদ সাধন করিলে,—পরকীয়া-
সংগ্রাহে সিদ্ধিলাভ করে । ৫৪ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

যথাক্তা স্বয়মভিযোপসাধ্যা ন তথা দূত্যা, পরপ্রিয়স্ত সূক্ষ-
ভাবা দূতীসাধ্যা ন তথাত্মনেত্যাচার্য্যঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । আচার্য্যগণ বলেন,—(নাট্যকার মধ্যে) কল্প বা কুমারী
যেকপ নিজের প্রযুক্তে আয়ত্ত হয়, দূতী দ্বারা সেকপ আয়ত্ত হয় না ; কিন্তু পর-
কীয়ার ভাব অতি নিগূঢ়, এই কারণে তাগাদিগকে দূতী দ্বারা যেমন আয়ত্ত
করা যায়, নিজের দ্বারা সেরূপ হয় না ! ১ ।

সর্বত্র শক্তিবিশয়ে স্বয়ং সাধনমুপপন্নতরকং দুৰূপপাদহাত্ত্ব-
দূতীপ্রয়োগ ইতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । বাৎস্তায়ন বলেন,—নিজের শক্তিতে যদি কুলায় তবে সর্বত্রই
তাহার প্রয়োগ উপযুক্ততর । নিজের শক্তিতে না কুলাইলে দূতীপ্রয়োগ । ২ ।

প্রথমসাহসা অনিয়ন্ত্রণসম্ভাষাশ্চ স্বয়ং প্রত্যর্ঘ্য্যঃ । তদীপরীতাশ্চ
দূতৌতি প্রায়োবাদঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ । (১) প্রথমসাহসা (যে প্রথম কু-পথে পদার্পণ
করিতেছে) । (২) অনিয়ন্ত্রণ-সম্ভাষা (যে পুরুষের সহিত যে রমণীর সম্ভাষণে
বাধা নাই) এই দ্বিবিধ পরকীয়া স্বয়ং প্রত্যর্ঘ্য্য অর্থাৎ আপনার যত্নেই ইহা-

দিগাৎ কুপথে নামাইতে হয় । এতদতির রমণীগণ দূতীসাধ্য । ইহা
প্রারিক রসাস্ত ৩ ।

সময়ভিযোক্ষমাণস্তাদাবেব পরিচয়ং কুৰ্য্যাৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । নিজেই যে স্থলে পরকীয়-সংগ্রহে প্রবৃত্ত, সে স্থলে প্রথমেই
পরিচয় করিবে । ৪ ।

তত্ৰাঃ স্বাভাবিকং দৰ্শনং প্রায়ত্নিকঞ্চ ॥ ৫ ॥ স্বাভাবিকমাত্মনো
ভবনসন্নির্ঘে প্রায়ত্নিকং মিত্রজ্ঞাতিমহামাত্ৰবৈদাভবনসন্নির্ঘে
বিবাহযজ্ঞোৎসববাসনোদ্যানগমনাদিসু ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । সেই পরকীয়র দর্শন স্বাভাবিকও হইয়া থাকে এবং প্রযত্ন-
সাধ্যও হইয়া থাকে । নিজ ভবন-সন্নিধানে যে দর্শন, তাহা স্বাভাবিক ; আ-
বন্ধু, জ্ঞাতি, মহামাত্ৰ এবং বৈদ্যাগণের ভবনের নিকট বিবাহ, যজ্ঞ, অন্তবিধ
উৎসব, কোন বিপত্তি বা উদ্যানগমনাদি ব্যাপারে যে দর্শন, তাহা প্রযত্ন-
সাধ্য । ৫ । ৬ ।

বাধ্যা । প্রার্থনীয় পরকীয়র যে নিজ ভবন সন্নিধানে দর্শন, তাহার ভ্রত
কোন যত্ন করিতে হয় না, নিজের গৃহ মধ্যে বসিয়া বসিয়াই হইতে পারে
এইজন্ত তাহা স্বাভাবিক । অন্তত্ৰ দর্শন করিতে হইলে স্বয়ং তথায় গমন
করিতে হয়, এজন্ত তাহা প্রযত্নসাধ্য । ৫ । ৬ ।

দর্শনে চাস্তাঃ সততং সাকারং প্রেক্ষণং কেশসংঘমনং নখা-
চ্ছূরণমাভরণপ্রহ্লাদনমধরোষ্ঠবিমর্দনং তাস্তাশ্চ লীলা বয়স্কঃ
সহ প্রেক্ষমাণ্যাস্তঃসম্বন্ধাঃ পরাপদেশিত্যশ্চ কথাস্ত্যাগোপভোগ-
প্রকাশনং সঞ্চুক্ৰমঃ স্তম্ভনিষঙ্গ্য সাজভঙ্গং জৃম্ভগমেকাক্ষেপণং মন্দ-
বাকতা তদ্বাক্যশ্রবণং তামুদ্ভিষ্ট বালেনাশ্রজনেন বা সহাস্ত্যোপদিকৌ
দ্বার্থ্য কথা তস্তাং স্বয়ং মনোরথাবেদনমত্মাপদেশেন তামেবোদ্ভিষ্ট

বালচূষনমালিঙ্গনং চ জিহ্বয়া চাস্ত তাম্বুলদানং প্রদেশিত্বা হস্ত-
দেহযট্টনং তত্তদ্যথাযোগং যথাবকাশঞ্চ প্রযোক্তব্যম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । সেই নায়িকার দর্শন কালে সৰ্ব্বদাই ভঙ্গীয়ুক্ত দৃষ্টিপাত, আবদ্ধ
দীর্ঘকেশ খুলিয়া তাহার পুনর্বার বন্ধন, নিজের অঙ্গে নথ-সঞ্চালন, পরিহিত
শার বলয়, কেয়ুরাদি অলঙ্কারের ধ্বনি, অঙ্গুলী দ্বারা ওষ্ঠাধরের মার্জন, আরও
বিভিন্ন প্রকার লীলা (প্রদর্শন করিবে), প্রার্থনীয় পরকীয়া যদি সেই দিকে
দেখিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বসন্তগণের সহিত অস্ত্রাপদেশে তৎসম্পর্কিত
কথা বলিবে এবং নিজের দান শক্তি ও ভোগক্ষমতার কথা প্রকাশ করিবে ।
স্বথার ক্রোড়ে বসিয়া অঙ্গভঙ্গসহ হাট তুলিবে, একটা ক্রর নর্ত্তন, অল্প বাক্য
প্রয়োগ, সেই রমণীর বাক্য শ্রবণ, সেই রমণীর উদ্দেশে বালক বা উদ্দেশ্য বৃত্তিতে
অক্ষম অন্ত ব্যক্তির সহিত মিত্রের দ্বারা সেই রমণীকে লক্ষ্য করিয়া স্বার্থ বাক্য-
প্রয়োগ, অস্ত্রাপদেশে নিজেই তাহার কর্ণগোচর হয়, এই ভাবে নিজ আভি-
প্রায় নিবেদন, তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বালকের মুগ্ধচূষন এবং আলিঙ্গন,
‘জিহ্বা দ্বারা বালকের মুখে তাম্বুলদান, তজ্জননী অঙ্গুলি দ্বারা হৃৎদেশ ঘষণ
ইত্যাদি কার্য্য যোগ্যতা ও অবকাশ অনুসারে করিবে । ৭ ।

ব্যাখ্যা । অস্ত্রাপদেশ—অস্ত্র বস্তুকে আশ্রয় করিয়া মনোগত বিষয়ের
বর্ণনা । যথা—কালিদাসের চাতকাষ্টকে আছে,—বাতৈক্ষিধুনয় বিভীষয়
ভীষনদৈঃ সঞ্চূর্ণয় স্বমথবা করকাভিঘাতৈঃ । তদ্বারিবিবুপরিপালিতজীব-
হস্তা নাভ্যা গতির্ভবতি বারিদ চাতকশ্চ ॥” চাতক মেঘকে বলিতেছে—হে
মেঘ ! আমি অস্ত্র কোন জল পান করি না, তোমারই প্রদত্ত জলবিন্দু পানে
আমার জীবন রক্ষা হইয়া থাকে ; সুতরাং তুমি বায়ুপ্রবাহ ছুটাইয়া আমাকে
কম্পিতই কর, ভীষণ গর্জন করিয়া আমাকে ভীতি প্রদর্শনই কর অথবা কর-
কার (শিলার) আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণই কর, তুমি ভিন্ন আমার গতি নাই । ইহা
অস্ত্রাপদেশের স্থল । বাস্তবিক চাতক মেঘকে বলিতেছে না, কিন্তু কিঞ্চিৎ
কোপযুক্ত রাজাকে প্রসন্ন করিবার জন্য রাজকবি রাজার উদ্দেশে এই কথা

রলিতেছেন : এইরূপ মনে মনে পরকীয়াকে রাখিয়া অল্প বস্ত্র বাপদেশে বাক্য প্রয়োগ করিতে হয় । ৭ ।

তস্তাশ্চাক্ষগতস্তা বালস্ত লালনং বালকীড়নকানাং চাস্ত্য দানং গ্রহণং তেন সন্নিবৃদ্ধক্ৰীড়াং কথাযোজনং তৎসস্তাষণক্ষমেণ জনেন চ প্রীতিমাসাদ্য কার্য্যং তদনুবন্ধং চ গমনাগমনস্ত যোজনং সংশ্রাবে চাস্ত্যাস্তমপশ্চতো নাম কামদূত্রসংকথা ॥ ৮ ॥

বাথায়ুক্ত অল্পবান । (আর একটু অগ্রসর হইলে) সেই পরকীয়াকে ক্রোড়স্থ বালকের আদর করা, সেই বালককে খেলনা দেওয়া এবং তাহার হাত হইতে তাহা গ্রহণ করা (হইতে থাকিবে), এইরূপ ঘনিষ্ঠতায় কথায় কথা মিশান, তাহার সহিত সস্তাষণে সমর্থ ব্যক্তির সহিত প্রীতিস্থাপন করিয়া কক্ষের জাল পাতিবে । সেই কার্য্য-প্রসঙ্গে গমনাগমন সংযোজিত রাখিবে । সে যে আছে, তাহা যেন জানিতে পারে নাই, এই ভাব দেখাইয়া নাড়ক, সে শুনিতে পায় এমন স্থানে কামসূত্র আশ্রয় করিয়া কথোপকথন করিবে । ৮ ।

অবতরণিকা । এইরূপ বাহ্য উপায়ে পরিচয় হইলে যেরূপ আভাস্তর উপায়ে পরিচয় করিতে হয়, তাহা কথিত হইতেছে,—

প্রস্তুতে তু পরিচয়ে তস্তা হস্তে গ্রাসং নিক্ষেপং চ নিদধ্যাং ॥ ৯ ॥ তৎ প্রতিদিনং প্রতিক্রমং চৈকদেশতো গৃহীয়াং সৌগন্ধিকং পূগকলানি চ ॥ ১০ ॥ তামাস্ত্রানো দারৈঃ সহ বিশ্রান্তগোষ্ঠ্যাং বিবিক্তাসনে চ যোভয়েৎ বিদ্বাসনার্থং ॥ ১১ ॥ নিতাদর্শনার্থঞ্চ সুবর্ণকারমণিকারবৈকটিক-নীলীকুসুমস্তরঙ্গকাদিষু চ কৰ্ম্মার্থিণ্যাং সহাত্মনো বশৈশ্চৈষণাং তৎসম্পাদনে স্ময়ং প্রযতেত ॥ ১২ ॥ তদনু-
ষ্ঠাননিরন্তরস্ত লোকবিদিতো দীর্ঘকালং সন্দর্শনযোগঃ ॥ ১৩ ॥ তন্নিবংশচাশ্চেষামপি কৰ্ম্মণামনুসন্ধানং যেন কৰ্ম্মণা দ্রব্যোণ কৌশলেন চার্চিনী স্তাস্ত্য প্রয়োগমুৎপত্তিমাগমমুপায়ং বিজ্ঞানং চাত্মায়ত্তং

দর্শয়েৎ ॥ ১৪ ॥ পূর্বপ্রযুক্তেষু লোকচরিতেষু দ্রব্যগুণপরীক্ষাসু
চ তয়া তৎপরিজ্ঞেন চ সহ বিবাদঃ ॥ ১৫ ॥ তত্র নির্দিষ্টানি
পণিতানি তেভেনাং প্রান্ত্রিকেন যোজয়েৎ ॥ ১৬ ॥ তয়া তু
বিবদমানোহতাস্তান্তুতমিতি ক্রাদিতি পরিচয়কারণানি ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ । পরিচয় অধিকতর অগ্রসর হইলে সেই পরকীয়ার হস্তে দীর্ঘ-
কালের পবে গ্রাহ এবং অল্পকাল পরে গ্রাহ বস্তু গচ্ছিত রাখিবে । সেই
গচ্ছিত বস্তুর কিয়দংশ হইতে প্রতিদিন এবং প্রতি উৎসবে সুগন্ধ বস্তুসমূহ
ও পুগন্ধ (সুপার) গ্রহণ করিবে । নিজের বিশস্ত্রগোষ্ঠীতে নিজের পত্নীর
সহিত সেই পরকীয়াকে পৃথক আসনে বিবাস উৎপাদনের উদ্দেশে বসা-
ইবে । স্মার স্বর্ণকার, মণিকার, বৈকটিক, নীলরঞ্জক, কুমুদরঞ্জক প্রভৃতির
মধ্যে কাহারও নিকট পরকীয়ার কার্য্য প্রয়োজন হইলে, নায়ক আপনার বাধ্য
লোকের সহায়তায় তত্ত্বৎকার্য্য সম্পাদনে স্বয়ং যত্ন করিবে, তাহাতে নিত্য সন্দর্শ-
নের সুবিধা হইবে । কারণ সেই সকল কার্য্য নিজে যখন করাইবে, সেই দীর্ঘ
সময় পরকীয়া-সন্দর্শন লোকপরিজ্ঞাত ভাবে হইতে পারিবে ! সেই সকল কার্য্য
করাইবার সময় অস্ত্র কণ্ঠ সকলেরও অনুসন্ধান করিবে, যাহাতে সেই কণ্ঠ,
তহপযোগী দ্রব্য, এবং তদ্ব্যয়ে নিৰ্ম্মাণ-কৌশলের জ্ঞাত সেই পরকীয়া উৎসুক
হয় । আর তদ্ব্যয়ে প্রয়োগ, উৎপত্তি, আগম, উপায় এবং বিজ্ঞান যে সেই
নায়কের নিজায়ত্ত তাহাও দেখাইবে । ঐতিহাসিক লোক-চরিত্র বা দ্রব্যগুণ-
পরীক্ষায় সেই পরকীয়া বা তাহার পরিজনবর্গের সহিত নায়ক বাজি রাখিয়া তর্ক
করিবে ; পরিজনসহ তর্ক হয় ত এই পরকীয়াকে মধ্যস্থ মান্ত করিবে । আর
পরকীয়ারই সহিত তর্ক হয়ত বলিবে ইহা বড়ই আশ্চর্য্য কথা ত ! এইগুলি
পরিচয় কারণ । ১—১৭ ।

বাখ্যা । (১২) মণিকার—খুন্ডা ও ছৌরক প্রভৃতির অলঙ্কার যাহারা
নিৰ্ম্মাণ করে । বৈকটিক—যাহারা স্বর্ণালঙ্কার রত্নালঙ্কার মলিন হইলে তাহা
পরিষ্কার করে । নীলরঞ্জক—যাহারা কাপড়ে নীল রং করে । কুমুদরঞ্জক—

যাহারা কাপড়ে লাল রং করে । আদি পদে—ছুতার কামার ইত্যাদি । (১৩)
 যে কার্য পরকীয়ার আবশ্যক তাহা করাইবার জন্য নিজের বশীভূত শিল্পীকে
 পরকীয়ার বাটীতে ডাকিয়া আনিবে—নিজে বসিয়া থাকিয়া এই কার্য করাইবে,
 অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতে হইলে, মাপ লওয়া পছন্দমত হইতেছে কিনা ইত্যাদি
 জিজ্ঞাসার জন্য পরকীয়াকে—সেই স্থলে অনেক সময়ে উপস্থিত থাকিতে হয় ।
 অল্প সময়ে যে কার্য সারা যায়—শিল্পী তাহাতে বিলম্ব ঘটাইলে—দর্শনের
 সুযোগ আরও অধিক হয়, সেরূপ বিলম্ব ঘটাইবার জন্যই নাযকের বশীভূত
 শিল্পীর প্রয়োজন । এই সময় যে পরস্পর দর্শন, লোকে দেখিলেও আবশ্যক
 বিবেচনায় তাহাতে দোষ দিতে পারে না । (১৪) অল্প বস্তা সকলেরও অনু-
 সন্ধান এই অংশের তাৎপর্য—একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতেছি ;—এক
 পরকীয়ার স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত হইতেছে,—সেই সময়ে মুক্তামালার কথা উঠাইবে,
 —মুক্তামালা ধারণে যে কত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে এবং হেমহারের সঙ্গে তাহা
 কেমন মানায়—ইহা বলিয়া, মুক্তামালা—কোন সময়ে তাহা ধারণ করিতে হয়—
 সেই মালা-গ্রন্থনে কিরূপ সূত্র উপযুক্ত, ‘প্রয়োগ’ বিষয়ে এই সব কথা বলিবে,
 ছোট বড় উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট ইত্যাদি মুক্তা কিরূপে এবং কোথায় উৎপন্ন হয়,
 (উৎপত্তি) কি কোণে তাহার উত্তোলন (আগম) কোন দেশ হইতে ইহা
 আমাদিগের দেশে আসিছে, মূল্য কিরূপ—সেই মূল্য সংগ্রহ কিরূপে হইবে
 (উপায়) এবং সেই মুক্তা দ্বারা কত প্রকার অলঙ্কার প্রস্তুত হয়—সেই নিষ্কাশ
 বিষয়ে অভিজ্ঞতা (বিদ্যান) বর্ণনা করিবে—মুক্তামালা প্রস্তুত করাইতে
 (কর্ণে) মুক্তামালার (দ্রব্য) এবং তাহার নিষ্কাশ-পারিপাট্যে (কোণে)
 পরকীয়ার উৎসুক্য সম্পাদন করিবে । ইহাই নূতন কর্ণের সন্ধান ।
 (১৫) ঐতিহাসিক—উদাহরণ, কৈকেয়ী কি কুটিল প্রকৃতি ইহা পরকীয়া
 বা তাহার পরিজনে বলিলে,—নাযক বলিবে—কৈকেয়ী ত কুটিলপ্রকৃতি নহে,
 মম্বরাই কুটিলপ্রকৃতি ইত্যাদি । এই লইয়া বাজি রাখিবে এবং রামায়ণ হইতে
 নিজ নিজ পক্ষ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবে । এই তর্কে সরস বাক্য-প্রয়োগ
 চলিবে, সঙ্কোচ কাটিয়া যাইবে । (১৬) পরকীয়াকে মধ্যস্থ রাখিলে তাহার

মান-বৃদ্ধি করা হয়। (১৭) পরকীয়র সহিত তর্কে তাহাকেই জয়ী করিয়া দিবার জন্য তাহার যুক্তিতর্ক যে অকাটা ইহা প্রকাশ করিতে হয়। ইহা একটা বিশেষ পরিচয় কৌশল। ১৯—১৭।

কৃতপরিচয়াং দর্শিতেন্দিভাকারাং কথ্যামিবোপায়তোহভিমুখী-
তেতি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ। পরিচয় করিবার পর আকার ও ইচ্ছিত প্রদর্শিত হইলে, কথ্যর
কায় পরকীয়র প্রতিও উপায় প্রয়োগ করিবে। ১৮।

ব্যাখ্যা। কথ্যাসংপ্রযুক্তক অধিকরণে কথ্যর কথা বলা হইয়াছে—সেই
কাবণে তৎপক্ষে প্রযুক্ত উপায় দৃষ্টান্ত দ্বারা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল। ১৮।

প্রায়েণ তত্র সূক্ষ্মা অভিযোগাঃ কল্যানামসম্প্রযুক্তত্বাং ॥ ১৯ ॥
ইতরাশ্চ তানেব স্ফুটমুপদধাং সম্প্রযুক্তত্বাং ॥ ২০ ॥ সন্দর্শিতা-
কারায়াং নির্ভিন্নসম্ভাবায়াং সমুপভোগব্যতিকরে তদীয়ানুপযুক্তীত ॥
২১ ॥ তত্র মহাহ'গন্ধমুত্তরীয়ং কুসুমকাত্মীয়ং শ্রাদ্দসুলীয়কং
১ তদ্বস্তাং তাম্বুলগ্রহণং গোষ্ঠীগমনোদ্যতশ্চ কেশহন্তপুষ্প-
বাচনম্ ॥ ২২ ॥ তত্র মহাহ'গন্ধং স্পৃহণীয়ং সনখদশনপদচিহ্নিতং
সাকারং দদ্যাং ॥ ২৩ ॥ অধিকৈরধিকৈশ্চাভিযোগৈঃ সাধবস-
বিচ্ছেদনম্ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। কল্যাণগণ আভিলষিত কস্মৈ অশিক্ষিত বলিয়া—তত্রতা উপায়
প্রয়োগ প্রায়ই অনভিব্যক্ত। অপর্য নারিকার প্রতি সেই সকল উপায়ই—
স্বব্যক্তভাবে প্রয়োগ করিবে, কারণ ইহারা তাহাতে শিক্ষিত। নারিকা নিঃসন্দেহ
ও স্পষ্টরূপে অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি দেখাইয়া উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রসন্নতা প্রকাশ করিলে,
তাহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া ভোগ্যসেবা করিবার সময়ে তদীয় বস্তু ব্যবহার
করিবে। নারিকের অত্যাংকুষ্ট গন্ধবাসিত উত্তরীয় এবং পুষ্প—নারিকার অঙ্গে
থাকিবে, নারিকার হস্ত হইতে তাহার অঙ্গুরীয় লইবে, তাম্বুল লইবে এবং

গোষ্ঠীগমনে উদ্যত হইয়া তাহার কেশকলাপের পুষ্প চাহিয়া লইবে। নিজ নখদর্শনচিহ্নাঙ্কিত সর্ষজন স্পৃহণীয় মহর্ষি গন্ধ দ্রব্য—নিজ মনোভাব সূচনা সহকারে প্রদান করিবে। উত্তরোত্তর অধিক কার্য দ্বারা ভয় দূর করিয়া দিবে। ১৯—২৪।

ব্যাখ্যা। ২২ সূত্রে—“নাট্যিকার অভ্যুৎকৃষ্ট অঙ্গ গন্ধ উত্তরীয় ও কুশুম্ভ নাটক গ্রহণ করিবে” ইহা টীকা-সম্মত অর্থ। ২৩ সূত্রে—গন্ধ দ্রব্য উপহার দান—পরহস্ত দ্বারা এবং সাক্ষাৎ—দুই প্রকারে হইতে পারে, পর হস্ত দ্বারা উপহার প্রদান স্থলে নখদর্শনচিহ্ন থাকিবে—সাক্ষাৎ দান স্থলে—ভাবভঙ্গীতে মনোভাবের সূচনা থাকিবে ইহা টীকা-সম্মত অর্থ। ১৯—২৪।

ক্রমেণ চ বিবিভক্তদেশে গমনালিঙ্গনং চুম্বনং তাম্বূলম্ভ গ্রহণং
দানান্তে দ্রব্য্যাং পারিবর্তনং গৃহদেখাভিমর্শনং চেতাভিযোগাঃ ॥২৫

আন্তরানধিকৃত্যাহ;—ক্রমেণ চোত। যদেকান্তেন গতান্বয়ঃ, তদ-
বিবিভক্তদেশগমনং, যস্মিন্ প্রচ্ছন্নৈ দেশে তিষ্ঠতি। তত্র চালিঙ্গনাদয়ঃ প্রযো-
ক্তব্যঃ। গৃহদেখাভিমর্শনং কঙ্কোরুমূলবিমর্দনম্। জঘনে উৎকিণ্ডকেন ॥২৫

যত্র চৈকাভিযুক্তা ন তত্রাপরামভিযুক্তীত তত্র যা বুদ্ধাশুভূত-
বিষয়া প্রিয়োপগ্রহৈশ্চ তাম্বুপগৃহীয়াৎ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। যে ভবনে এক পরকীয়া আয়ত্তা হইয়াছে—তথায় অপরকে
আয়ত্ত করিতে উপায় প্রয়োগ করিবে না; অশুভূত-বিষয়া বুদ্ধা যদি তথায়
ধাকে, তাহা হইলে তদীয় প্রীতিকর উপহারে—তাকে বশ করিবে। ২৬।

শ্লোকাবত্ৰ ভবতঃ—

অন্যত্র দৃষ্টসংস্কারস্তুত্বাৎ যত্র নাটকঃ।

ন তত্র যোষিতং কাঞ্চিৎ সুপ্রাপ্যামপি লজ্জয়েৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। এ বিষয় দুইটী শ্লোক আছে,—নাটক যে স্থানে দেখিবে—

অভিলষিতার ভৰ্তা অস্ত নায়িকা-গৃহে গতিবিধি করে, সে স্থানে অভিলষিতা
নায়িকা সুলভা হইলেও তাহার চরিত্র খণ্ডন করিবে না । ২৭ ।

শক্তিতাং রক্ষিতাং ভীতাং সশ্রুতাকাং যোষিতম্ ।

ন তর্কয়েত মেধাবী জানন্ প্রত্যয়মান্ননঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাৎস্তায়নীরে কামসূত্রে পারদারিকে পঞ্চমেহধিকরণে

পরিচয়কাণ্ডান্তভিযোগা দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । যে পরকীয়া, শক্তিতা, রক্ষিতা, ভীতা এবং সশ্রুতাকা আত্ম-
প্রত্যয়বিশ্বাসী নায়কের তাহাতে অভিলাষ করা উচিত নহে । ২৮ ।

ব্যাখ্যা । শক্তিতা—যাহার পরপুরুষকামনা স্বজনে শঙ্কা করিয়াছে, অথবা
পরপুরুষসমাগমে যে শক্তিতা । রক্ষিতা—ব্যাভিচার নিবারণার্থ যাহার রক্ষা
দাবস্থা করা আছে । ভীতা—স্বামিত্ত্ব বা ধর্ম্মভয় যাহার বর্ত্তমান । ২৮ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অভিযুজ্ঞানো যোষিতঃ প্রযুক্তিং পরীক্ষেত, তয়া ভাবঃ পরী-
ক্ষিতো ভবতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—উপায় প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নায়ক পরকীয়ার চেষ্টার
পরীক্ষা করিবে ; চেষ্টা-পরীক্ষা দ্বারাই ভাব-পরীক্ষা হইয়া থাকে । ১ ।

ব্যাখ্যা । উপায় প্রয়োগ করিলেও অপ্রগল্ভা পরকীয়া উন্মুক্তহৃদয়ে ভাব
প্রকাশ করে না ; অতএব তত্কারি বিশেষ উপায় প্রযুক্ত হইতে পারে না ।
এই কারণে ভাব-পরীক্ষা কথিত হইল । কিন্তু তাহার বিস্তার ইহাতে
কম নাই । ১ ।

অবতরণিকা । ভাবপরীক্ষার বিস্তারার্থ নিম্নলিখিত সূত্রাবলী,—

মন্ত্রমন্ত্ৰ্যানাং দূতৈর্যনাং সাধয়েৎ অভিযোগাংশ্চ প্রতিগৃহীয়াৎ ॥২

অনুবাদ । মনোগত ভাব কোনরূপে প্রকাশ না করিলে দূতী দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করিতে যত্ন করিবে এবং উপায় প্রয়োগ যাহাতে সেই নায়িকা গ্রহণ করে, তাহা সময়েও বিশেষ যত্ন করিবে । ২ ।

ব্যাখ্যা । যেখানে স্বয়ং উপায় প্রয়োগ করা সম্ভব, সেখানে দূতী প্রয়োগ না করিয়া উপায় প্রয়োগ স্বয়ং করিবে, এই কারণে এই সূত্রে দুইটী বাক্য আছে । ২ ।

অপ্রতিগৃহ্যভিযোগং পুনরপি সংসৃজ্যমানাং দ্বিধাভূতমানসাং বিদ্যাং তাং ক্রমেণ সাধয়েৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । উপায় প্রয়োগ অগ্রাহ্য করিয়া (কিছুদিন নিশ্চিন্তভাবে থাকি-
বার পর) পুনর্যপি যদি পরকীয়া নিকটে আসিতে থাকে, তাহা হইলে নৃকিণে
—তাহার মনে দ্বিধাভাব চইয়া'ছ; তাহাকে ক্রমে আয়ত্ত করিতে যত্ন
করিবে । ৩ ।

অপ্রতিগৃহ্যভিযোগং সবিশেষমলঙ্কতা চ পুনর্দৃষ্টোত্ত তথৈব
-- তমভিগচ্ছেচ্চ বিবিক্তে বলাদৃঃগ্রহণীয়াং বিদ্যাং ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । প্রথমে উপায় প্রয়োগ অগ্রাহ্য করিয়া (কিছুদিনের পর) যখন
পুনর্যপি দেখা দিবে, সে সময় তাহার বেশ-ভূষার পারিপাট্য যদি অধিক হয়
এবং সেই ভাবেই নায়কের খুব নিকটে আসে, তাহা হইলে নিজ্জন স্থানে
তাহাকে সহসা গ্রহণীয়া বলিয়া বিবেচনা করিবে । ৪ ।

বহুনপি বিষহতেহভিযোগান্ চ চিরেণাপি প্রযচ্ছত্যাত্মনাং সা
শুদ্ধপ্রতিগ্রাহিণী পরিচয়বিষয়চর্চসাধ্যা ॥ ৫ ॥ মনুষ্যজাতেশ্চিন্তা-
নিত্যত্বাৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । যে পরকীয়া বহু উপায় প্রয়োগ উপেক্ষা করিয়াছে এবং অনেক-

দীন আত্মদান করিতেছে না, সেই নীরসভাবগ্রাহিনী রমণীর সহিত পরিচয়
বিচ্ছিন্ন হইলে তাহাকে আয়ত্ত করিবার সুযোগ হইতে পারে ; কারণ মনুষ্য-
জাতির মন একান্ত চঞ্চল (পরিচয় বিচ্ছিন্ন হইলে পুনর্বার মিলনের ইচ্ছা নাশি-
কার মনে আপনিই উঠিতে পারে) ৫৬ ।

অভিযুক্তাপি পরিহরতি । ন চ সংস্ফুজ্যতে । ন চ প্রত্যাচক্ষৌঃ
তস্মিন্নাত্মনি চ গৌরবাভিমানাং সাতিপরিচয়াং কৃচ্ছ সাধা
মশ্মজ্জয়া বা দূত্যা তাং সাধয়েৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । যে পরকীয়া নায়িকা উপায় প্রয়োগ করিলেও তাহা পরিহার
কবে, সংসর্গেও আসে না, স্পষ্টভাবে নায়কের প্রত্যাখ্যানও করে না ; কারণ
তাহার আত্মগৌরববোধ আছে এবং নায়কের প্রতিও গৌরবজ্ঞান আছে,
এইরূপ নায়িকা অতি পরিচয় হইলে বহু যত্নে তাহাকে আয়ত্ত করা যায়, অথবা
মশ্মজ্জা দূতী দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করিবে । ৭ ।

সা চেদভিযুক্ত্যমানা পারুষ্যেণ প্রতাদিশত্বাপেক্ষা ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । উপায় প্রয়োগ করিলে যে পরকীয়া পরুষবাক্যে প্রত্যাখ্যান
কবে, তাহাকে উপেক্ষা করিবে । ৮ ।

পরুষয়িহাপি তু প্রীতিযোজিনীং সাধয়েৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ । যে নায়িকা উপায় প্রয়োগের ফলে কঠোর বাক্য প্রয়োগ
করে, তাহার পর প্রীতিসম্পাদনেও যত্ন করে, তাহাকে আয়ত্ত করিতে উপায়
প্রয়োগ করিবে । ৯ ।

কারণাং সংস্পর্গনং সহতে নাববুধাত্তে নাম দ্বিধাত্তমানসা
সাত্তোহন কাস্ত্যা বা সাধ্যা ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । যে পরকীয়া কোন কারণে সংস্পর্শ হইলে তাহা যেন বুঝিতে
পারে নাই, এই ভাবে সহিষ্ণু লয় ; তাহার মন বৈধব্যাক্ত, তাহার প্রতি সন্ধিদা

যত্ন রাখিবে, অথবা অপেক্ষা করিবে । তাহাতেই তাহাকে আয়ত্ত করাইবে । ১০ ।

সমীপে শয়ানায়াঃ স্তপ্তো নাম করমুপরি বিত্তসেৎ । সাপি স্তপ্তে
বোপেক্ষতে জাগ্রতী ইপমুদেত্তয়োহভিযোগাকাঙ্ক্ষণী ॥ ১১ ॥

অনুবাদ । নিকটে শয়ন করিয়া থাকিলে যেন নিদ্রার ভান করিয়া সেই অবস্থায় তাহার গাত্রে উপর হস্ত স্থাপন করিবে ; তাহাতে নাড়িকা ও যদি নিদ্রাচ্ছলে উপেক্ষা করে, তাহার পর জাগরণ-ব্যপদেশে সেই হস্ত সরাইয়া দেয়, তাহা হইলে বুঝিবে—সে নাড়িকা পুনর্বার ঐরূপ চেষ্টার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে । ১১ ।

এতেন পাদস্তোপরি পাদস্থাসো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ । পায়ের উপর পদ রাখার ব্যাপারও এই বিবরণ দ্বারাই বিরত হইল । ১২ ।

তস্মিন প্রসূতে ভূয়ঃ স্তপ্তসংশ্লেষণমুপক্রমত ॥ ১৩ ॥ তদসং-
নানামুখিতাং দ্বিতীয়েহহনি প্রকৃতিবর্তিনীমভিযোগার্থিনীং বিদ্যাৎ
অদৃশ্যমানাং তু দূর্তীসাধ্যাম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ । এই ভাব অগ্রসর হইলে পরে নিদ্রার ভানে আশ্লেষণে প্ররক্ত হইবে । যদি তাহা সহ না করিয়া উঠিয়া পড়ে, অথচ দ্বিতীয় দিনে সম্পূর্ণ প্রসন্নভাবেই থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে—পরকীয়া, নাড়কের (সেই ভাবের) চেষ্টা আকাঙ্ক্ষা করিতেছে । প্রসন্ন ভাবে থাকিলেও তাহাকে আর নিকটে যদি দেখা না যায়, তাহা হইলে তাহাকে দূর্তীসাধ্যা বলিয়া জানিবে । ১৩।১৪ ।

চিরমদন্তৌপি প্রকৃতিস্থৈব সংস্রজ্যতে কৃতলক্ষণাং তাং দর্শিতা-
কারামুপক্রমত ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ । নিদ্রাচ্ছলে আশ্লেষণ সহ না করিয়া উঠিত হইয়া যে নাড়িকা

কতদিন দেখা দেয় না, কিন্তু পরে প্রসন্নভাবেই নিকটে আসে, তাহা হইলে তাহাকে অবসরপ্রাপ্ত্য দর্শিতাকার্য্য বিবেচনা করিয়া আদৃত করিতে যত্ন করিবে । ১৫ ।

অবতরণিকা । অপ্রগল্ভা নায়িকার কথা কথিত হইয়াছে, এক্ষণে প্রগল্ভা-
ব বিষয় বলা যাইতেছে ;—

অনভিযুক্তাপ্যাকারয়তি ॥ ১৬ ॥ বিবিল্পে চাত্ত্বানং দর্শয়তি ॥
১৭ ॥ সবেপথ গদগদং বদতি ॥ ১৮ ॥ স্নিগ্ধকরচরণাসূলিঃ স্নিগ্ধমুখী
চ ভবতি ॥ ১৯ ॥ শিরঃপীড়নে সংবাহনে চোৰ্বেৱাস্ত্রানং নায়কে
নিয়োজয়তি ॥ ২০ ॥ আতুরা সংবাহিকা চৈকেন হস্তেন সংবাহয়ন্তী
দ্বিতীয়েন বাহুনা স্পর্শমাবেদয়তি শ্লেষয়তি চ বিস্মিতভাবা ॥ ২১ ॥
নিদ্রাস্থা বা পরিস্পৃশ্তোরুভ্যাং বাহুভ্যামপি তিষ্ঠতি ॥ ২২ ॥ অলি-
কৈকদেশমুৰ্ৱোরুপরি পাতয়তি ॥ ২৩ ॥ উক্ষমূলসংবাহনে নিযুক্তা
ন প্রতিলোময়তি ॥ ২৪ ॥ তত্রৈব হস্তমেকমবিচলং শৃণুতি ॥ ২৫ ॥
অঙ্গসন্দংশনে চ পীড়িতং চিরাদপনয়তি ॥ ২৬ ॥ প্রতিগৃহ্যেবং
নায়কাভিযোগান পুনর্দ্বিতীয়েতহনি সংবাহনায়োগচ্ছতি ॥ ২৭ ॥
নাতার্থং সংসৃজ্যতে ন চ পরিহরতি ॥ ২৮ ॥ বিবিল্পে ভাবং
দর্শয়তি নিকারগন্ধ গূঢ়মশ্রুত প্রচ্ছন্নপ্রদেশাৎ ॥ ২৯ ॥ সন্নিবৃত্ত-
পরিচারকোপভোগ্যা সা চেদাকারিতাপি তথৈব স্তাং সা মন্থীজয়া
দূতা সাধ্যা ॥ ৩০ ॥ ব্যাবর্ত্তমানা তু তর্কণীয়েতি ভাবপরীক্ষা ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ । (কেহ বা) কোনরূপ উপায় প্ররোগ অর্থাৎ চেষ্টা না হইলেও
হাব ভাব প্রকাশ করে, নির্জন স্থানে আকাঙ্ক্ষিত পুরুষকে দেখা দেয়, কাঁপিতে
কাঁপিতে গদগদ কণ্ঠে কথা কয়, (কাহারও বা) হস্তপদের অঙ্গুলি ঘর্ষিত
এবং বদনমণ্ডলে ঘর্ষিত হইয়া থাকে, (কেহ বা) নায়কের শিরঃসংবাহন এবং উক-

সংবাহনে আত্মনিয়োগ করে, কন্দর্পশীর্ণতা সংবাহননিযুক্তা নারিক। এক হস্তে সংবাহন ও দ্বিতীয় হস্তে স্পর্শ জ্ঞাপন এবং সবিম্বয়ে আশ্লেষণ করিয়া থাকে, গাঢ় নিদ্রার ভানে বাহুগুল দ্বারা স্পর্শ করিয়া উরুগুল আশ্রয় করিয়া থাকে, (কেহ বা) ললাটের একদেশ উরুগুলের উপর বিস্তৃত করে, নায়কের উরুগুল সংবাহনে নিযুক্তা হইয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করে না, প্রত্যুত—উৎকণ্ঠাভাৱে এক হস্ত স্থাপন করে, নায়কের উরুদ্বয়বন্ধনে নিজ অঙ্গপীড়ন বিলম্বে অপনীত করে, নায়কের চেষ্টা এইরূপে অনুমোদন করিয়া পুনর্বার দ্বিতীয় দিনে সংবাহনার্থ উপস্থিত হয় (কেহ বা) অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংসর্গ করে না, এবং তাহার পরিহারও করে না, নির্জনে স্থানে হাব-ভাব প্রদর্শন করে এবং অকারণে উপস্থিত হয়, আর নির্জনে প্রদেশ ব্যতীত অন্তর গূঢ় ভাবে হাব-ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে; ভাবভঙ্গী প্রদর্শনের পরও যদি সেই ভাবেই থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে—সে নারিক। সন্নিকৃষ্ট পরিচারকের উপভোগ্যা; মন্থজ দূতী দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করিতে যত্ন করা উচিত, তাহাতেও যদি নিবৃত্তি কারণ প্রদর্শন করে, তাহা হইলে তৎসদৃশে তর্ক করিতে হয়—ইহার এইরূপ ভাব প্রকৃত অথবা ইহা ছল মাত্র । ইহা ভাব-পরীক্ষা । ১৬—৩১ ।

ব্যাখ্যা । ভাব ভঙ্গী প্রদর্শনের পরেও যদি সেই ভাবেই থাকে—যে সকল ভাবভঙ্গী ১৮ সূত্র হইতে ২৭ সূত্র পর্যন্ত কথিত হইয়াছে, সেই সকল ভাব ভঙ্গী দেখাইয়া থাকে, কিন্তু সে অবস্থা হইতে আর মিলনের দিকে আগ্রহ হয় না, তাহা হইলেই বুঝিবে—সন্নিকৃষ্ট পরিচারকের সাহিত তাহার মিলন আছে । ৩১ ।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

আদৌ পরিচয়ং কুর্য়ান্ততশ্চ পরিভাষণম্ ।

পরিভাষণসংশ্লিষ্টং মিথশ্চাকারবেদনম্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ । এ বিষয়ে শ্লোক আছে—দর্শনের পর প্রথমেই পরিচয়, তার পর সন্তাষণ, তৎপরে নির্জনে সন্তাষণমিশ্রিত ভাবভঙ্গী প্রদর্শন (করিতে হয়) । ৩২ ।

প্রত্যুত্তরেণ পশ্চেচ্চৈদাকারস্ত পরিগ্রহম্ ।

ততোহভিযুঞ্জীত নরঃ স্ত্রিয়ং বিগতসাধবসঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ । প্রত্যুত্তরে যদি বুঝে—ভাবভঙ্গী অন্তকুল ভাবে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইলে নায়ক নিশ্চয় হইয়া সেই রমণীর সংগ্রহে হস্ত প্রসারণ করিবে । ৩৩

আকারেণাত্মনো ভাবং যা নারী প্রাক্ প্রযোজয়েৎ ।

ক্ষিপ্ৰমেবাভিযোজ্যা সা প্রথমে দ্বেব দর্শনে ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ । যে রমণী ভাবভঙ্গীতে আপনার মনোগত অভিপ্রায় প্রথমেই প্রকাশ করে, প্রথম দর্শনেই তাহার সংগ্রহার্থ যত্ন করিবে, ইহাতে বিলম্ব করিবে না । ৩৪ ।

শঙ্কমাকারিতা যা তু দর্শয়েৎ স্ফুটমুত্তরম্ ।

সাপি তৎক্ষণসিক্কেতি বিজ্ঞেয়া রতিলালসা ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ । অস্ফুটভাবে ভাবভঙ্গী দেখাইবার উত্তরে যে রমণী আপনার স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে, তাহাকে রসলালসা এবং তৎক্ষণসিক্কা বলিয়াই জানিবে । ৩৫ ।

ধীরায়ামপ্রগল্ভায়াং পরীক্ষায়াং চ যোষিতি ।

এষ সূক্ষ্মো বিধিঃ প্রোক্তঃ সিক্কা এব স্ফুটঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাৎস্তায়নীয়ৈ কামসূত্রে পারদার্যো পঞ্চমেহধিকরণে ।

ভাবপরীক্ষা তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । ধীরা অপ্রগল্ভা এবং পরীক্ষণীয়া রমণী বিষয়ে এই সূক্ষ্ম বিধি কথিত হইল, এতদ্ভিন্ন ব্যক্তভাবা রমণীগণ অযত্নসাধ্য । ৩৬ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

দর্শিতেঙ্গিতাকারাং তু প্রবিরলদর্শনামপূর্বাং চ দৃত্যোপ-
সর্পয়েৎ ॥ ১ ॥

‘অনুবাদ । ইঙ্গিতাকার প্রদর্শন করিলেও যাহার দর্শন লাভ অতীব বিরল,
এটকপ পরকীয়া এবং অপরিচিতা পরকীয়ার প্রতি দৃত্য প্রেরণ করিবে । ১ ।

সৈনাং শীলতোহনুপ্রবিষ্টাখানক-পটৈঃ সুভগঙ্করণযোগৈ-
লোকবৃত্তান্তৈঃ কবিকথাভিঃ পারদারিককথাভিঃ চ তস্মাচ্চ রূপ-
বিজ্ঞানদাক্ষিণশীলানুপ্রশংসাভিঃ চ তাং রঞ্জয়েৎ ॥ ২ ॥ কথমেবং-
বিধায়ান্তবায়মিখংভূতঃ পতিরিতি চানুশয়ং গ্রাহয়েৎ ॥ ৩ ॥ ন
তব স্তুভগে দাস্তমপি কর্তুং যুক্ত ইতি ক্রয়াৎ ॥ ৪ ॥ মন্দবেগতা-
মীর্ষালুতাং শঠতামকৃতজ্ঞতাং চাসন্তোগশীলতাং কদর্যতাং চপ-
লতামন্থানি চ যানি তস্মিন্ গুপ্তান্থা অভাসে সতি সদ্ভাবেহতি-
শয়েন ভাষেত ॥ ৫ ॥ যেন চ দোষেণোদ্ভিয়াং লক্ষয়েত্তেনৈবানু-
প্রবিশেৎ ॥ ৬ ॥ যদাসৌ যুগী তদা নৈব শশতাদোষঃ ॥ ৭ ॥
এতেনৈব বড়বাহস্তিনীবিষয়শ্চাস্তঃ ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ । সেই দৃত্য সচ্চারিত্রার আকারে সেই রমণীর সাহিত
আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া আখ্যানযুক্ত পট অর্থাৎ যে চিত্র দেখিলেই
আগাগোড়া গল্পটী স্মৃতিপথে উদিত হয়, সুভগঙ্করণ যোগ (উপনিষদিক অধি-
করণে ১ম অধ্যায়ে কথিত) লোকবৃত্তান্ত, কবিকথা, সর্বশেষে পারদারিক
কথা বলিয়া এবং তাহার সৌন্দর্য্য, কলাকৌশল, দাক্ষিণ্য এবং স্তম্ভাবের
বারংবার প্রশংসা করিয়া তাহার মনোরঞ্জন করিবে । ক্রমে ‘আহা ! তুমি

এমন, কিন্তু তোমার পতিতী কিনা ইচ্ছাকৃত, এইরূপে পতির প্রতি বিরাগ জন্মাইতে থাকিবে। বলিবে—“হে সুন্দরি! তোমার পতিতী ত’ তোমার চাকর হইবারও উপযুক্ত নহে।” মন্দবেগতা, ঈর্ষ্যা, শঠতা, অকুণ্ঠতা, ভোগ-বিসৃথতা, রূপগতা, চপলতা অথবা অন্য যে কিছু গুণদোষ তাহাতে আছে বলিয়া অনুমান করিবে, তাহা এই রমণীর সমক্ষে আতরঞ্জিত করিয়া বলিবে। এই সকল দোষের মধ্যে যে দোষ কীর্তন করায় নায়িকাকে উদ্ভিগ্ন দেখিবে, তাহার দ্বারায় অন্তরে প্রবেশ করিবে। যদি এই নায়িকা যুগী হয়, তাহা হইলে ইহার পতির শশভাব দোষের হইবে না, এত স্তরের দ্বারাই বন্ধবা ও হস্তিনী বিষয়ে জ্ঞাতব্য বর্ণিত হইল। মন্দবেগ, হস্তিনী ও বডবা—সাংপ্রয়োগিক অধিকরণ ১ম অধ্যায়ের মূল টীকায় দ্রষ্টব্য। ২—৮।

নায়িকায়্য এব তু বিশ্বাস্তামুপলভা দূতীভেনোপসর্পয়েৎ ।
প্রথমসাহস্যাং সূক্ষ্মভাবায়াং চেতি গোণিকা-পুত্রঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। গোণিকাপুত্র বলেন,—দূতী নায়িকারই বিশ্বাসভাজন হইয়া প্রথমসাহসা এবং সূক্ষ্মভাবা নায়িকাতেই আত্মকাৰ্য্য প্রকাশ করিবে। ৯।

ব্যাখ্যা। প্রথমসাহসা—এই কুরুক্ষেত্রে নূতন প্ররক্তা। সূক্ষ্মভাবা—যাহার ভাব অত্যন্ত গূঢ়। ৯।

সানায়কস্ত চরিতমনুলোমতাং কামিতানি চ কথয়েৎ ॥ ১০ ॥
প্রশ্নতসদ্বাবায়াং চ যুক্ত্যা কার্য্যশরীরমিথং বদেৎ ॥ ১১ ॥ শৃণু
বিচিত্রমিদং সুভগে হ্যং কিল দৃষ্ট্যমুত্রাসাবিথং গোত্রপুত্রো নায়ক-
শ্চিন্তোন্মাদমমুভবতি প্রকৃতা সুকুমারঃ কদাচিদগুত্রাপরিক্রিষ্ট-
পূর্ববস্তপস্বী ততোহধুনা শক্যমনেন মরণমপ্যমুভবিতুমিতি
বর্ণয়েৎ ॥ ১২ ॥ তত্র সিদ্ধা দ্বিতীয়েহহনি বাচি বস্ত্রে দৃষ্ট্যাং চ
প্রসাদমুপলক্ষ্য পুনরপি কথ্যং প্রবর্তয়েৎ ॥ ১৩ ॥ শৃণুতাং চাহল্যা-
বিমারকশাকুস্তলাদীশৃণুতাপি লৌকিকানি চ কথয়েত্তদ্যুক্তানি ॥

৪ ॥ স্বৰতাং চতুঃষষ্টিবিজ্ঞতাং সৌভাগ্যং চ নায়কস্ত শ্লাঘনীয়-
তাং চাস্তা প্রচ্ছন্নং সম্প্রয়োগং ভূতমভূতপূৰ্ব্বং বা বৰ্ণয়েৎ আকারং
চাস্তা লক্ষয়েৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ । দূতী নায়কের চরিত্র, অনুকূলভাব এবং মিলন-কৌশল (নায়িকার নিকটে) কীর্তন করিবে । নায়িকার সহিত সম্ভাব গাঢ় হইলে (দূতী) যুক্তি সহকারে নিজ কার্যের স্বরূপ এইভাবে প্রকাশ করিবে,—“সুন্দরি! আশ্চর্য্য কথা শুন, অমুক স্থানে অমুক গোত্র অমুকের পুত্র—অমুক নায়ক তোমাকে দেখিয়া মানসিক উন্মাদ অনুভব করিতেছে, সুকুমারপ্রকৃতি বেচারী পূর্বে অন্তত কোথাও ক্রেশ পায় নাই, এখন এই ক্রেশ মৃত্যুমুখেও পতিত হইতে পারে” এই কার্যে সিদ্ধি লাভ হইলে দ্বিতীয় দিনে নায়িকার কথায় মুখে ও দৃষ্টিতে প্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়া পুনরবার গল্প আরম্ভ করিবে । নায়িকা তাহার গল্প শ্রবণ করিতে থাকিলে, অহলা, অবিমারক (ভাস কবি ষাঁহার গুণুভাবে কস্তান্তঃপুরে প্রবেশ ও গন্ধর্ব্ব বিবাহ প্রভৃতি চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন) ‘শকুন্তল’ প্রভৃতির কথা এবং অন্তান্ত মৌখিক গুণ প্রণয়যুক্ত উপাখ্যান বলিবে । নায়কের যৌবনোচিত শক্তি, চতুঃষষ্টি কলায় অভিজ্ঞতা, সৌন্দর্য্য, শ্লাঘ্যত্ব এবং সত্য মিথ্যা যাঁহা হউক প্রচ্ছন্ন ভোগ-ব্যাপার বর্ণনা করবে এবং নায়িকার আকার অর্থাৎ কথা বার্তা ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করিবে । ১০—১৫ ।

ব্যাখ্যা । এই কার্যে সিদ্ধি হইলে—ঐ যে নায়কের উন্মাদ বর্ণনা ইহা শ্রবণ করিয়া নায়িকা যদি প্রসন্ন থাকে, তাহা হইলেই বুঝিবে সিদ্ধি হইয়াছে । ১০—১৫ ।

অবতরণিকা । দূতীর কৰ্ম্ম সিদ্ধিপথে অগ্রসর হইবার অনুকূল নায়িকার কথাবার্তা ও ভাব-ভঙ্গী বর্ণিত হইতেছে ;—

সবিস্তিতং দৃষ্ট্বা সম্ভাষতে ॥ ১৬ ॥ আশনে গোপনিমগ্নস্ততে ॥

১৭ ॥ কাসিতং ক শয়িতং ক ভুক্তং ক চেষ্টিতং কিং বা কৃতমিতি

পৃচ্ছতি ॥ ১৮ ॥ বিবিক্তে দৰ্শয়ত্যান্ধানম্ ॥ ১৯ ॥ আখ্যানকা-

নুযুক্তো ॥ ২০ ॥ চিস্তয়ন্তী নিশ্চিসিতি বিজুস্ততে চ ॥ ২১ ॥

প্রীতিদায়ক দদাতি ॥ ২২ ॥ ইন্টেল্লেক্সবেষু চ স্মরতি ॥ ২৩ ॥
 পুনর্দর্শনানুবন্ধং বিস্ময়জতি ॥ ২৪ ॥ সাধুবাদিনী সতী কিমিদ-
 মশোভনমভিধৎস ইতি কথামনুবধাতি ॥ ২৫ ॥ নায়কস্ত শাঠ্য-
 চাপল্যসম্বন্ধান দোষান দদাতি ॥ ২৬ ॥ পূর্বপ্রযুক্তক তৎ সন্দর্শনং
 কথাভিযোগক স্বয়মকথয়ন্তী তয়োচ্যমানমাকাজ্জতি ॥ ২৭ ॥ নায়ক-
 মনোরথেষু চ কথ্যমানেষু সপরিভবং নাম হসতি । ন চ নিব্বীক-
 তীতি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ । হস্ত সহকারে দৃষ্টিপাত করিয়া (দূতকে) সম্ভাষণ করে ।
 বসিবার জন্ত অনুরোধ করে । কোথায় ছিলে, কোথায় শয়ন করিলে, কোথায়
 ভোজন করিলে, কোন কার্যের জন্ত চেষ্টা করিয়াছ, কত দূর কি করিলে এত
 দ্রুত জিজ্ঞাসা করে । নিরঞ্জে দেখা দেয় । আখ্যায়িকা বলিতে অনুরোধ
 করে । কি ভাবিয়া নিবাস ত্যাগ করে, হাই তুলে । প্রীতি উপহার স্বরূপ
 ধন দান করে । ইষ্ট কার্যে ও উৎসবে স্মরণ করে (ডাকিয়া পাঠায়) বিদায়
 দিবার সময়ে বলিয়া দেয় যে, আবার যেন দেখা পাই । “তুমি সাধুবাদিনী হইয়া
 কি একটা অশোভন কথা বলিলে”—এইরূপে সেই নায়কের কথা ফেলিয়া
 থাকে । নায়কের শঠতা ও চপলভাঘটিত দোষ প্রদান করে । পূর্বপ্রযুক্ত
 হংসন্দর্শন বা কথা যোজনার বিষয় স্বয়ং না বলিয়া দূতের মুখ দিয়া বাহির
 করিয়া লইতে আকাজ্জক করিয়া থাকে । দূতী নায়কের (এই নায়িকা
 বিষয়ে) কামনা সমূহ বর্ণনা করিলে অবজ্ঞা করিবার ভানে হাস্ত করে, কিন্তু
 বস্তুতঃ প্রতিকূলভাবের কিছু বলে না ইত্যাদি । ১৬—২৮ ।

দূতানাং দর্শিতাকারাং নায়কাভিজ্ঞানৈরুপযুগ্মহয়েৎ ॥ ২৯ ॥
 অসংস্কৃতাং তু গুণকথনৈরনুরাগকথাভিশ্চাবজ্জয়েৎ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ । (পূর্বে নায়কের সহিত নাট্যিকার পরিচয় হইয়া থাকিলে)
 দূতী, নাট্যিকার ভাবভঙ্গী দেখিবার পরে নায়কের অভিজ্ঞান পূর্বে নায়ক

‘যাহা যাহা করিয়াছিল, তাহার স্মরণসাধন দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিবে। অপরিচিত’
নাটিকা হয় ত’ নাটকের গুণ বর্ণনা করিয়া তাহাকে নাটকের দিকে নোয়াইয়
দিবে। ২২। ৩০।

নাসংস্কৃতাদৃষ্টীকারয়োদ্ভূতমন্তীতোদ্যালকিঃ ॥ ৩১ ॥ অসংস্কৃত-
ভয়োরপি সংস্কৃষ্টীকারয়োঃস্তুতি বাভবীয়াঃ ॥ ৩২ ॥ সংস্কৃতয়ো-
রপাসংস্কৃষ্টীকারয়োঃস্তুতি গোণিকা পুত্রঃ ॥ ৩৩ ॥ অসংস্কৃতভয়োরপা-
সংস্কৃষ্টীকারয়োঃপি * দূতীপ্রত্যাদিতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। শ্রেতকেতু বলেন—অপরিচিত ও অদৃষ্টাকার নাটক-নাটিকাদ
দোঁতা সম্বন্ধ হইবে না। বাভব্যা মতাবলম্বীগণ বলেন,—পূর্ব পরিচয় না থাকি-
লেও নাটিকা প্রথম দর্শনেই যদি আকার—ভাবভঙ্গী দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপন করে
অথবা নাটক ঐরূপ করে—তাহা হইলে নাটক-নাটিকার দোঁতা-সম্বন্ধ হইতে
পারে। গোণিকা পুত্র বলেন, আকার দ্বারা সম্বন্ধস্থাপন না করিলেও
পরিচিত স্থলে দোঁতা-সম্বন্ধ হইতে পারে। বাৎস্তায়ন বলেন,—অপরিচিত
ও অসংস্কৃষ্টাকার নাটক-নাটিকারও ‘দূতীপ্রত্যয়’ দোঁতা-সম্বন্ধ হইতে
পারে। ৩১—৩৪।

বাগ্ম্য। (৩১) অদৃষ্টাকার—যাহাদিগের আকার দৃষ্ট হয় নাই। আকার—
‘ভাবভঙ্গী’। অপরিচিত স্থলে নাটক, নাটিকার ভাবভঙ্গী না দেখিলে দূতী
পাঠাইবে না। নাটিকাও নাটকের ভাবভঙ্গী না দেখিলে দূতী পাঠাইবে না।
এই প্রসঙ্গের দূতী প্রেরণ অর্থে আমি দোঁতাসম্বন্ধ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি।
নাটকের নিকটে দূতীপ্রেরণের উল্লেখ পরে আছে। তবে নাটিকার নিকটে
দূতীপ্রেরণ প্রসঙ্গ চলিঘাছে, এই কারণে তাহার আলোচনাই প্রধান হই-
হইবে। ৩১—৩৪।

অবতরণিকা। ‘দূতীপ্রত্যয়’ কথিত হইতেছে ;—

তাসাং মনোহরাণ্যুপায়নানি তামূলমমূলেপনং ব্রজমঙ্গুলীয়কঃ

* অসংস্কৃষ্টাকারয়োঃস্তুতি অদৃষ্টাকারয়োঃস্তুতি পাঠান্তরম্ ।

বাসো বা তেন প্রহিতং দর্শয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ তেষু নায়কস্ত যথার্থং নখ-
দশনপদানি তানি তানি চ চিহ্নানি স্মৃঃ ॥ ৩৬ ॥ বাসসি চ কুঙ্ক-
মাক্ষমঞ্জলিং নিদধ্যাৎ ॥ ৩৭ ॥ পত্রচ্ছেদ্যানি নানাভিপ্ৰায়াকৃতীনি
দর্শয়েৎ । লেখপত্রগর্ভাণি কর্ণপত্রাণ্যঙ্গীড়াংশ্চ ॥ ৩৮ ॥ তেষু
স্বমনোরথাখ্যাপনং প্রতিপ্রাভূতদানে চৈনাং নিয়োজয়েৎ ॥ ৩৯ ॥
এবং কৃতপরম্পরপরিগ্রহয়োশ্চ দূতীপ্রত্যয়ঃ সমাগমঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ । দূতী, নায়িকার উদ্দেশ্যে নায়কের প্রেরিত মনোহর উপ-
ঢৌকন তাম্বুল, অনুলেপন, মালা, অঙ্গুরীয় অথবা বস্ত্র দেখাইবে। সেই সমস্ত
উপঢৌকন বস্ত্রতে যথাযোগ্য নথিচিহ্ন ও দশনচিহ্ন থাকিবে। সেই সেই
প্রকারের (বিশেষ ভাব প্রকাশক) বস্ত্রে কুঙ্কমযুক্ত অঞ্জলি চিহ্ন বিভাস
করিবে। নানা অভিপ্রায়স্বচক আকারে গঠিত পত্রচ্ছেদ্য এবং প্রণয়-
লিপি-গর্ভ কর্ণপত্র ও অঙ্গীড় মালা প্রদর্শন করিবে। ‘সই সকল বস্ত্রতেই
(নায়কের) নিজের মনোভাব বিজ্ঞাপিত হইবে, (দূতী) নায়িকাকে (নায়কের
উদ্দেশ্যে) প্রত্যাশহার দানে প্রবর্তিত করিবে। এইরূপে পরস্পরের উপহার
প্রত্যাশহার গ্রহণ হইবার পর যে সমাগম হয়, তাহা ‘দূতীপ্রত্যয়’ নামে
অর্ভহিত। ৩৫—৪০ ।

ব্যাখ্যা । পত্রচ্ছেদ্য—ভূজপত্রাদি কাটিয়া তদ্বারা ললাটের যে তিলক
কপোল ও স্তনের পত্রাবলী প্রস্তুত হয়, তাহার নাম পত্রচ্ছেদ্য। ‘দূতীপ্রত্যয়’—
দূতীর প্রতি বিভাসই এই দৌত্যসদৃশ বা সমাগমের হেতু। বিশ্বাসের
প্রকৃত কারণ দূতীর গুণগণা, কাজেই এই দৌত্যসদৃশ বা সমাগমে তাহাই
মূল। ৪০ ।

স তু দেবভাগিগমনে যাত্রায়ামুদ্যানক্রীড়ায়াং জলাবতরণে
বিবাহে যজ্ঞব্যাসনোৎসবেষু যুগপাতে চৌরবিভ্রমে জনপদস্ত চক্রারো-
হণে প্রেক্ষাব্যাপারেষু তেষু তেষু চ কার্যোষিতি বাস্তবীয়াঃ ॥ ৪১ ॥

সখীভিক্ষুকীকপণিকাতাপসীভবনেষু স্নাতোপায় ইতি গোণিকাপুত্রঃ ॥
 ৪২ ॥ তস্তা এব তু গেহে বিদিতনিষ্ক্রমপ্রবেশে চিন্তিতাত্যপ্রতী-
 কারে প্রবেশনমুপপ্ন্নং নিষ্ক্রমণমবিজ্ঞাতকালঞ্চ তন্নিত্যং স্নাতো-
 পায়ং চেতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ । দেবতা পূজার জন্ত দেবালয় উদ্দেশে গমন, রথযাত্রা প্রভৃতি দেবযাত্রা পরী, উদ্যান ক্রীড়া, (যোগ উপলক্ষ) জলে অবতরণ, বিবাহ, যজ্ঞ, গৃহপতনাদি বিপদ, হোলি-প্রভৃতি উৎসব, গৃহদাহাদি অগ্ন্যুৎপাত, চোরভীতি চক্রোরোহণ, প্রেক্ষাব্যাপার ইত্যাদি সেই সেই জনসঙ্কলিত বা বিজন ব্যাপারে সমাগম অর্থাৎ মিলন হইতে পারে । গোণিকাপুত্র বলেন,—সখীগৃহ, ভিক্ষুকী-গৃহ, কপণিকাগৃহ এবং তাপসীর আশ্রমে মিলন সুখসাধ্য । বাৎস্তায়ন বলেন,—নির্গম পথ নিশ্চয় করিয়া এবং বিপদে প্রতীকারের উপায় স্থির রাখিয়া নারিক গৃহেই অনিয়ত কালে প্রবেশ ও নির্গম যুক্তিযুক্ত ; কারণ তাহা নিত্য সংঘটনীয় ও সুখসাধ্য, (অতএব মিলনের উহাই উপযুক্ত স্থান । ৪১—৪৩ ।

ব্যাখ্যা । চক্রোরোহণ,—রাজা নূতন জনপদ স্থাপন করিলে, তথায় বাস করাইবার জন্ত, গোয়ান অথবা শিবকা এই সকল যানারেহণে প্রজা-গণকে লইয়া যাইবার রীতি ছিল, তাহারই নাম চক্রোরোহণ । সে সময়ে অত্যন্ত জনসম্মুখ তওয়ায় শিবিকা বিশ্রাম স্থানাদিতে অবতারণিত হইলে শিবিকা প্রবেশ কে কোথায় কি ভাবে করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করা কঠিন, অতএব অব-তারিত শিবিকায় পরস্পর সমাগমের উত্তম স্থান । প্রেক্ষাব্যাপার—রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন । ৪১—৪৩ ।

অবতরণিকা । ‘দূতীপ্রত্যয়’ তাহার কাথ্য ও ফল বলা হইয়াছে, কি প্রকার দূতী হইলে তাহা দ্বারায় দূতী-প্রত্যয়সাধ্য কার্য্য হইতে পারে, তাহা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে দূতী যত প্রকার হইতে পারে, তাহা বলিতেছেন,—

নিষ্কর্তার্য্য পরিমিতার্য্য পত্রহারী স্বয়ংদূতী মুচদূতী ভার্য্যাদূতী
 মুকদূতী বাতদূতী চেতি দূতীবিশেষাঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ । (১) নিষ্কট্যর্থ (২) পরিমিতার্থ (৩) পত্রহারী (৪) স্বয়ং-
দূতী (৫) মুদ্রতী (৬) ভাষাদূতী (৭) মুকদূতী (৮) বাতদূতী—এই
কয়েক প্রকার দূতী হইয়া থাকে । ৪৪ ।

অবতরণিকা । এই সকল দূতীর লক্ষণ যথাক্রমে বলা হইতেছে ;—

নায়কস্ত নায়িকায়াম্শ্চ যথামনীষিতমর্থমুপলভ্য স্ববুদ্ধ্যা কার্য্য-
সম্পাদিনী নিষ্কট্যার্থা ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ । নায়ক ও নায়িকার যথাভিলষিত কার্য্য বুঝিয়া স্ববুদ্ধি-প্রভাবে
যে কার্য্য সম্পাদন করে, তাহারই নাম ‘নিষ্কট্যার্থা’ । ৪৫ ।

স্মা প্রায়েণ সংস্কৃতসম্ভাষণয়োঃ ॥ ৪৬ ॥ নায়িকয়া প্রযুক্তা
সংস্কৃতাসম্ভাষণয়োরপি ॥ ৪৭ ॥ কোতুকাচ্চানুরূপৌ যুক্তাবিমৌ
পরস্পরশ্চেত্যসংস্কৃতয়োরপি ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ । যেখানে নায়ক-নায়িকার পরিচয় আছে এবং সম্ভাষণও হই-
তেছে, প্রায় সেই স্থলেই নিষ্কট্যার্থী দূতীর কার্য্য । পরিচয় মাত্র হইয়াছে, কিন্তু
বস্পর সম্ভাষণ হয় নাই, এমন স্থলে নায়িক-প্রেরিতা হইয়া নিষ্কট্যার্থী দূতী
কার্য্য করিতে পারে । পরস্পরে যে স্থানে একেবারেই পরিচয় নাই, সে স্থলেও
নায়ক-নায়িকার সম্মিলন হইলে ঠিক অনুরূপ সম্মিলন হয়, এই বিবেচনায়
কোতুহল ক্রমে নিষ্কট্যার্থী দূতী কার্য্য করিতে পারে । ৪৬—৪৮ ।

ব্যাখ্যা । অনুবাদে নিষ্কট্যার্থী দূতী প্রভৃতি শব্দ বাক্য পুরণের জন্য সন্নি-
বেশিত হইয়াছে । ৪৬ সূত্রে ‘প্রায়েণ’ এই পদটি থাকায় বুঝিতে হইবে—
অপরিণীত এবং সম্ভাষণ বর্জিত স্থলেও কদাচিত্ নিষ্কট্যার্থী দূতী নায়কের
প্রেরিত হইয়া কার্য্য করিতে পারে । (এই অধ্যায়েরই ৩০ ও ৩২ সূত্র দ্রষ্টব্য । ৪৮
সূত্রে কোতুহল প্রযুক্ত যে কার্য্যের বর্ণনা আছে, তাহাই নায়কের প্রবর্তনানু-
সারে হইতে পারে, ইহাই ৪৬ সূত্রের দ্বারায় প্রতিপন্ন হইল । অপরিচয় স্থলেও
কপদর্শনোন্নত নায়কের দূতী-প্রেরণ অসম্ভব নহে । অতএব দূতীপ্রত্যয়সাধ্য
কার্য্য প্রস্তুতঃ নিষ্কট্যার্থী দূতীতেই সম্ভবে । ৪৬—৪৮ ।

কার্যৈকদেশমভিযোগৈকদেশং চোপলভ্য শেষং সম্পাদয়তীতি
পরিমিতার্থা ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ । কর্তব্যের অবশেষ ও অল্পাধিক উপায় প্রয়োগ অবগত হইয়
অবশিষ্ট কার্য যে দূতী সম্পাদন করে তাহার নাম “পরিমিতার্থা” ॥ ৪৯ ॥

সা দৃষ্টপরাঙ্গরাকারয়োঃ প্রাবিরলদর্শনয়োঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ । পরস্পরের ভাবভঙ্গী দর্শন যে স্থলে হইয়াছে, কিন্তু পরস্পর
দেখা সাক্ষাৎ হইবার সুযোগ অতি অল্পই আছে, সেই স্থলে এই পরিমিতার্থ
দূতীর কৰ্ম্মক্ষেত্র ॥ ৫০ ॥

বাখ্যা । পরিমিতার্থ দূতীও কচিৎ দূতীপ্রত্যয়সাধ্য কার্য করিয়া থাকে
তবে তাহার এই কার্য নিম্নতীর্থ দূতীর কার্যের ত্রায় প্রকৃষ্ট বৃদ্ধিসাধ্য নহে
এইজন্য তাহার তুলনায় ইহাকে অপ্রধান সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে
পারে ॥ ৫০ ॥

সন্দেশমাত্রং প্রাপয়তীতি পত্রহারী ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ । যতটুকু স-বাদ, ততটুকু মাত্রই নাযক-নাযিকার মধ্যে যে বহন
করে, তাহার নাম “পত্রহারী” ॥ ৫১ ॥

সা প্রগাঢ়সম্ভাবয়োঃ সংস্কটয়োশ্চ দেশকালসম্বোধনর্থম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ । প্রগাঢ় প্রণয়ে মিলনোন্মুখ এবং মিলনপ্রাপ্ত নাযক-নাযিকা
স্থান ও কাল-নির্দেশের জন্যই তাহার দৌত্য ॥ ৫২ ॥

দৌত্যেন প্রহিতাহতয়া স্বয়মেব নাযকমভিগচ্ছেদজননী নাম
তেন সহোপভোগং স্বপ্নে বা কথয়েৎ । গোত্রস্থলিতং ভাৰ্য্যাং চাস্ত
নিদ্দেশৎ । তদ্ব্যপদেশেন স্বয়মীৰ্ষ্যাং দর্শয়েৎ । নখদর্শনচিহ্নিতং
বা কিঞ্চিদদ্যাৎ । ভবতেহহমাদৌ দাতুং সঙ্কল্পিতেতি চাভিধীত ।
মম বৃদ্ধভাৰ্য্যায়া বা আকার-রমণীয়তেতি বিবিক্তে পর্যাবুধ্যন্তীত
সা স্বয়ংদূতী ॥ ৫৩ ॥

ব্যাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ । অন্তা নায়িকার দৃতীকর্মে নিযুক্ত হইয়া নিজেই যদি সে নায়কের সহিত মিলিতা হয়, তবে তাহার নাম স্বয়ং দৃতী । সেই মিলনের বিবিধ উপায় আছে ; ১ম উপায়—নিজের অজ্ঞানের ভান,—যাহার সহিত সে মিলিত হইতেছে, সেই পুরুষ যে ইহার দৃতীকর্মের লক্ষ্য, তাহা যেন বুঝিতে পারে নাট । অথবা, ২য়—স্বপ্নে সেই নায়কের সহিত যে মিলন হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবে । (এ স্থলে আর অজ্ঞানের ভান নাই) ৩য়—গোত্র-শ্রুতি অর্থাৎ তুমি আমায় ডাকিতে তোমার ভাষ্যাকে ডাকিয়াছ, এইরূপ অনবধানতা উল্লেখ করিয়া নিন্দা করিবে এবং তাহার ভাষ্যারও রূপ গুণেব নিন্দা করিবে । ৪র্থ—যদি স্পষ্টাক্ষরে নিন্দাও না করে, তবে সেই প্রসঙ্গে 'নজেই তাহার ভাষ্যার প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন করিবে । অথবা, ৫ম—নথ-চিহ্ন বাদশনচিহ্নযুক্ত তাপলাদি কোন বস্তু অর্পণ করিবে এবং আমার পিতা তোমার কবে আমাকে সম্প্রদান করিতে প্রথমে সংকল্প করিয়াছিলেন, ইহা বলিবে । অথবা, ৬ষ্ঠ—আমি এবং তোমার ভাষ্য উভয়ের মধ্যে কে অধিক সুন্দরী, নিরুজ্জনে ইহা প্রশ্ন করিবে । ৭৩ ।

তত্ৰা বিবিক্তে দর্শনং প্রতিগ্রহশ্চ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ । এই স্বয়ং দৃতীর কস্মি নির্জনে নায়কের দর্শন এবং তাহাকে আয়ত্ত্ব করা । ৫৪ ।

দূতাস্থলেনাশ্রমাভিসন্ধায়ান্ধাঃ সন্দেশশ্রাবণদ্বারেণ নায়কং সাধ-
য়েৎ তাং চোপহন্ত্যাং সাপি স্বয়ংদৃতী ॥ ৫৫ ॥

ব্যাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ । যে স্থলে নায়িকা নায়কের অন্ত রমণীর প্রতি আসক্তি বুঝিয়াছে, সে স্থলে সেই অন্ত রমণীর নিকট নায়ক-প্রেরিত দৃতীভাবেব ছলে গমন করিয়া প্রতারণাপূর্বক তাহার প্রদত্ত সংবাদ সংগ্রহ করত তাহা শুনাইবার জন্ত নায়কের নিকট আসিয়া তাহাকে হস্তগত যে করে এবং অন্ত রমণীকে তাহার হৃদয় হইতে দূর করে, তাহারও নাম স্বয়ংদৃতী । ৫৫ ।

এতয়া নায়কোহপাত্তদূতশ্চ ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৫৬ ॥

ব্যাখ্যায়ুক্ত অম্ববাদ । এই স্বয়ং দূতী দ্বারায় অথ দূত নায়কেরও ব্যাখ্যা করা হইল অর্থাৎ নায়কের প্রেরিত দূত নায়িকার নিকটে আসিয়া যদি তাহাকে নিজে হস্তগত করে, তাহার নাম অম্বদূতনায়ক । অথবা আপনার অভিলাষিতা নায়িকা অন্তরে প্রতি অম্বরাগিনী, ইহা জানিয়া সেই নায়িকার প্রেরিত দূতরূপে সেই নায়কের নিকট গমন করিবে । তাহার পর সেই নায়কের সংবাদ দিবার ছলে নায়িকার নিকট উপস্থিত হইয়া এমন সব কথা বলিবে—যাহাতে নায়িকা উহারই হস্তগত হয় এবং তাহার পূর্বাভিলাষিত নায়ককে পরিত্যাগ করে । ইহারও নাম অম্বদূত-নায়ক । ৫৬ ।

নায়কভার্য্যাং মুখ্যং বিশ্বাস্ত্রায়জ্ঞগয়ানুপ্রবিষ্ট নায়কস্ত চেষ্টিতানি পৃচ্ছেৎ । যোগান্ শিক্ষয়েৎ । সাকারং মণ্ডয়েৎ । কোপমেনাং গ্রাহয়েৎ । এবঞ্চ প্রতিপদ্যস্তুতি শ্রাবয়েৎ । স্বয়ং চাস্ত্রাং নখদশনপদানি নিকর্ষয়ৎ । তেন দ্বারেণ নায়কমাকারয়েৎ সা নুটদূতী ॥ ৫৭ ॥

অম্ববাদ । যে মুখ্য, নায়ক-ভার্য্যার বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া অব্যাহত ভাবে তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া নায়কের কার্যকলাপ জিজ্ঞাসা করে, তদনুরূপ উপায় শিক্ষা প্রদান করে এবং এমন ভাবে বেষাবিত্তাস করিয়া দেয়, যাহাতে নায়ক তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারে । সে-ই নায়কভার্য্যাকে মান করিতে শিখাইবে, আর এমন কথা বলিতে শিখাইয়া দিবে, যাহার গুঢ় ভাবাগ নায়ক বুঝিতে পারে এবং সেই নায়ক-ভার্য্যার সঙ্গে আপনার নখচিহ্ন ও দশনচিহ্ন অর্পণ করিবে । এই সকল উপায়ে নায়ককে নিজের অভিপ্রায় যে জ্ঞাপন করিয়া থাকে, তাহার নাম নুটদূতী । ৫৭ ।

তস্তান্ত্র্যৈব প্রত্নাস্তুরাণি যোজয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

ব্যাখ্যায়ুক্ত অম্ববাদ । নায়ক আপনার সেই মুখ্য ভার্য্যা দ্বারাই তাহাকে প্রত্নাস্তুর প্রদান করিবে । এই মুখ্য নায়কভার্য্যা নায়িকা বা নায়কের ভাব

বা কথার প্রকৃত মর্থ কিছুই বুঝিতে পারে না, অথচ পরস্পরের মিলন ঘটাইয়া দেয়, এই জন্ত ইহার নাম মুদৃতী । ৫৮ ।

স্বভাৰ্য্যাং বা মুঢ়াং প্রযোজ্য তয়া সহ বিশ্বাসেন যোজয়িত্বা ত্যৈবাকারয়েৎ । আত্মনশ্চ বৈচক্ষণ্যং প্রকাশয়েৎ । সা ভাৰ্য্যা তী তস্তান্ত্যৈবাকারগ্রহণম্ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদঃ। নায়ক যদি নিজের মুঢ়া ভাৰ্য্যাকে আপনার অভিলষিত নায়িকার নিকট প্রেরণ করে এবং তাহার সহিত বিশ্বাসবন্ধনে যুক্ত করিয়া তাহারই সাহায্যে নিজের অভিপ্রায় জ্ঞাপনের সঙ্গে স্বীয় বিচক্ষণতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে সেই মুঢ়া ভাৰ্য্যার নাম ভাৰ্য্যাদৃতী । নায়িকাও সেই দূতীরই সাহায্যে আপনার আকার ইঙ্গিত জানাইবে । (যত্রে “আকারগ্রহণং” আছে, এই জন্ত টীকাকার ‘প্রত্যুত্তরগ্রহণ’ এই ভাবের অর্থ করিয়াছেন ; আমি বলি— এ স্থলে হয় অন্তর্ভূতগার্থ অথবা ‘কারয়িতব্যং’ ইহা উহ, নতুবা পরস্পর সংবাদ প্রদান প্রকাশিত হয় না) । ৫৯ ।

বালাং বা পরিচারিকামদোষজ্ঞামত্মৈনোপায়েন প্রহিণুয়াৎ । তত্র স্রজি কর্ণপত্রে বা গুঢ়লেখনিধানং নখদশনপদং বা সা মুক্ দৃতী । তস্তান্ত্যৈব প্রত্যুত্তরপ্রার্থনম্ ॥ ৬০ ॥

বাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ । যে বালিকা পরিচারিকা এ সকল কার্ষে কোন দোষ আছে, তাহা জানে না, তাহাকে নির্দোষ উপায়ে নায়িকার নিকটে পাঠাইবে । তাহার নিকটে পুষ্পমালা বা কর্ণপত্র, (তমালাপত্রাদি নিষ্পিত কর্ণভূষণ) প্রদান করিবে, তৎসঙ্গে গুপ্তপ্রণয়পত্র থাকিবে ; অথবা তাহাতে নখ-চিহ্ন বা দশনচিহ্ন থাকিবে, এইরূপ স্থলে সেই বালিকার নাম মুকদৃতী । তাহার সাহায্যেই নায়িকার নিকট প্রত্যুত্তর প্রার্থনা করিবে । ৬০ ।

পূৰ্কা প্রস্তুতার্থলিঙ্গসম্বন্ধমন্তজনাগ্রহণায়ং লৌকিকার্থং স্বার্থং

বা বচনমুদাসীনা যা শ্রাবয়েৎ সা বাতদুত্তী । তত্ত্বা অপি ত্রয়ৈব
প্রত্যুত্তরপ্রার্থনমিতি তাসাং বিশেষাঃ ॥ ৬১ ॥

বাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ । সম্পর্কহীন অর্থাৎ প্রকৃত কথাবার্তার সহিত কোনকণ সঙ্গতই যাহার নাই এবং অর্থও বুঝিতে পারে না, এইরূপ রমণীর দ্বারা পূর্বপ্রস্তাবঘটিত অর্থ এবং লক্ষণযুক্ত বলিয়া অল্প ব্যক্তির অবোধা ও প্রসিদ্ধার্থ অথবা দ্ব্যর্থক বাক্য নায়ককে শ্রবণ করাইবে । এই স্থলে সেই যে নিঃসম্পর্ক রমণী, তাহার নাম বাতদুত্তী । নায়িকার নিকট হইতে সেই বাতদুত্তী দ্বারাই সেই ভাবে প্রত্যুত্তর প্রার্থনা করিবে । এই প্রকারে সেই দূতীগণের প্রভেদ কথিত হইল । ৬১ ।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

বিধবেক্ষণিকা দাসী ভিক্ষুকী শিল্পকারিকা ।

প্রবিশতাশু বিশ্বাসং দূতীকার্য্যং চ বিন্দতি ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ । এ বিষয়ে শ্লোক আছে ;—বিধবা, দৈবজ্ঞরমণী, গৃহদাসী, ভিক্ষুকী ও শিল্পকারিণী ; ইহারা সহরই বিশ্বাসের পাত্র হইয়া থাকে এবং দূতীকার্য্যও লাভ করে । ৬২ ।

অবতরণিকা । পরকীয়ার নিকট যাহারা দূতী হইবে, তাহাদিগের নিম্ন-লিখিত কণ্য কর্তব্য ।

• বিদ্বেষং গ্রাহয়েৎ পত্যৌ রমণীয়ানি বর্ণয়েৎ ।

চিত্তান সুরতসন্তোগানস্তাসামপি দর্শয়েৎ ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ । পতির প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদন ও নায়কের রমণীয় কণ্য বর্ণনা করিবে এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শকুন্তলা প্রভৃতি অল্প রমণীগণ যে গুণগুণগণে বিচিত্র আনন্দভোগ করিয়াছেন, তাহা দেখাইবে । (সেই নায়িকার সখীগণের নিকটে বিচিত্র আনন্দভোগের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে, ইহা টীকাসম্মত অনুবাদ) । ৬৩ ।

নায়কস্থানুরাগং চ পুনশ্চ রতিকৌশলম্ ।

প্রার্থনাং চাধিকন্ত্রীভিরবক্ৰান্তং চ বর্ণয়েৎ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ। নায়কের অনুরাগ বর্ণনা করিবে এবং মিলনকৌশল বারবার বর্ণনা করিবে; আর বর্ণনা করিবে—বহু রমণীই সেই নায়ককে প্রার্থনা করিতেছে, আর সেই নায়ক অভিলষিতা নায়িকার জন্তই দৃঢ়সংকল্প করিয়া আছে। ৬৪।

অসঙ্কল্পিতমপ্যর্থমুৎসৃষ্টং দোষকারণাং ।

পুনরাবর্তয়তোব দৃতীবচনকৌশলাং ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ-বাৎসর্যনন্দে কামসূত্রে পঞ্চমেহধিকরণে

দ্বিতীকশ্যাপি চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। নায়িকার যে কাৰ্য্য সংকল্পবহির্ভূত ও দোষদর্শনহেতু পরিত্যক্ত, তঁহী স্বীয় বাক্য-কৌশলে তাহার পুনঃ প্রত্যানয়ন করিয়া দেয়। ৬৫।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।



ন রাজ্ঞাং মহামাত্রাণাং বা পরভবনপ্রবেশো বিদ্যতে । মহা-
জনেন হি চরিতসেবাং দৃশ্যতেহনু বিধীয়তে চ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। রাজা ও মহামাত্রদিগের পরগৃহে প্রবেশ নাই, মহাজনদিগের এই আচরণ ইহাদিগের মধ্যে দেখা যায় এবং (ইহাই) চলিয়া আসিতেছি। ১।

বসন্তা। পরগৃহে প্রবেশ বাহারা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রমাদী, মহাজন

নহেন ; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা অসদাচরণের কলও পাইয়াছেন—তাহা পর-
স্বত্রেই দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত । অন্ত্রবিধীয়তে—অন্ত্রবিধান, অন্ত্রবৃদ্ধি—
পূৰ্ব্ব হইতে চলিত হইয়া আসা । ১ ।

অবতরণিকা । যখন উভয়ই ঐতিহাসিক আচরণ, তখন এক প্রকার
আচরণ অন্ত্রবর্জিত হয়, অন্য প্রকার আচরণ অন্ত্রবর্জিত হয় না কেন ? ইহাও
উত্তর স্বরূপ দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে ;—

সবিতারমুদ্যন্তং ত্রয়ো লোকাঃ পশুস্ত্যনুদ্যন্তি চ গচ্ছন্তমপি
পশুস্ত্যনুপ্রতিষ্ঠন্তে চ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । সূর্য্য উদীয়মান হইলে ত্রিলোক তাঁহাকে দর্শন করে,—তাঁহার
সহিত উথিত হয় ; সূর্য্য ব্যোমমার্গে গমন করিতে থাকিলেও লোক তাঁহাকে
দেখে এবং কার্য্যপথে অগ্রসর হয় । ২ ।

ব্যাখ্যা । সূর্য্যও তেজোময়, ধূমকেতুও তেজোময়, কিন্তু লোকে ধূমকেতুকে
উদয় ও সঞ্চরণ দর্শনে আতঙ্কিত হয়,—তাঁহার উদয়ের সঙ্গে লোকের উত্থান
বা সঞ্চরণের সঙ্গে কার্য্য-প্রযুক্তি হয় না, কিন্তু সূর্য্যের উদয় ও সঞ্চরণ দর্শন
লোকে সহর্ষে করে, এ স্থলেও জানিবে—মহাজন সূর্য্য ও প্রমাদী ধূমকেতুকে
স্থানীয় ।

১ম ও ২য় শ্লোকের টীকাসম্মত অনুবাদ ও তাহার ভাবার্থ অন্ত্রবিধ,
তাহা এই—

[রাজা ও মহামাত্রদিগের পরগৃহে প্রবেশ নাই, (তাহা করিলে দোষ আছে)
মহাজন অর্থাৎ জনসংঘ তাঁহাদিগের আচরণ দেখিয়া থাকে ও তাঁহার অন্ত্র-
বর্জন করে (ইচ্ছাই দোষ) । ১ ।

অবতরণিকা । এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে,—

সূর্য্য উদীয়মান হইলে ত্রিলোক তাঁহাকে দর্শন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে উথিত
হয়, তাঁহার গগন সঞ্চারণ দেখিয়া থাকে ও লোকেও কৰ্ম্মে অগ্রসর হয় । ২ ।]

এই অনুবাদে আমার বক্তব্য ;—“রাজা ও মহামাত্রদিগের পরগৃহে

প্রবেশ নাট” ইহা সূত্রে প্রথমাংশের অর্থ ত? বেশ কথা; অর্থাৎ জনসম্মত রাজার সে আচার ত দেখিতেছে, তবে গ্রহণ করে না কেন? তাহা হইলে সূত্রে প্রথমাংশ ও পরবর্তী অংশের সঙ্গতি হয় কিরূপে? পরবর্তী অংশের অর্থ হইল, “জনসম্মত তাঁহাদিগের আচরণ দেখে ও তাহার অনুবর্তন করে” দুটি অংশ একত্র করিলে হয় “রাজা বা মহামাত্র-দিগের পরগৃহে প্রবেশ নাই, জনসম্মত তাঁহাদিগের আচরণ দর্শন করে ও অনুবর্তন করে।” সঙ্গত হইল কি? সূত্রে ‘পরগৃহে প্রবেশ’ শব্দ যদি পারদার্য্য অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে আপাততঃ সঙ্গত হইতে পারে, কারণ তাহাতে অর্থ হয়, রাজা ও মহামাত্রের পারদার্য্য হইতে পারে না, কেননা তাহাদিগের চরিত্র সকলে দেখে ও অনুকরণ করে। (লোকরক্ষার্থ ই তাঁহা-দগকে সংযত থাকিতে হয়)।” কিন্তু ইহাতেও দোষ আছে,—পারদার্য্য করিলেও যে ‘পরগৃহে অপ্রবেশ’ আচার রাজা ও মহামাত্রের পক্ষে সিদ্ধান্ত-রূপে স্থির রাখা হইয়াছে, তাহাকে “পারদার্য্য” অর্থে প্রয়োগ করা হইলে কিন্তু মত্বোক্ত ঐ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হয় না। এই কারণে টীকা-সম্মত অনুবাদ পরি-তাগ করিয়াছি।

তস্মাদদশকাত্বাদশর্গীষত্বাচ্চ ন তে বুখা কিঞ্চিদাচরেয়ুঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। অতএব (মহাজনের আচার পরিত্যাগ) অনুচিত এবং নিন্দ-নীয় বলিয়া—প্রচলিত আচার অকারণ পরিত্যাগ করিবে না। ৩।

বাখ্যা। “মহাজনো যেন গতঃ স পস্থাঃ” সে পথ ত্যাগ করিতে নাই। সেই মহাজনের পূর্ব-প্রচলিত আচার পরগৃহে রাজাদিগের অপ্রবেশ, পরকীয়া পরিহার ত আছেই। ইতিহাসে আছে—উর্যাদিনীকে রাজকরে দান করিবার ক্ষমতা তাহার পিতা রাজা বীরসেনের নিকটে উপঘাচক হইয়া বলেন,—আমার কন্তা অনুপম রূপবতী, এ কন্তারও রাজারই উপযুক্ত, আপনি গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। রাজা বলিলেন উত্তম, দৈবজ্ঞগণ পাণ্ডুর দেখিয়া আসিবেন, উপযুক্ত হইলে আমি তোমার কন্তার পাণিগ্রহণ করিব। কিন্তু

অসাধারণ সৌন্দর্যের কথা শুনিয়াও দর্শনার্থ তিনি পরগৃহে গমন করিলেন না। উন্মাদিনীর পিতা যে-আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজনিযুক্ত দৈবজ্ঞগণ উন্মাদিনীর রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া ভাবিলেন, রাজা ইহাকে প্রাপ্ত হইলে বড়ই আসক্ত হইবেন, রাজকাৰ্য্য করিবেন না। অতএব মন্ত্ৰিগণসহ পরামর্শ করিয়া বলিলেন—এ কন্তা রাজপরিগ্রহের উপযুক্তা নহে। রাজা সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া উন্মাদিনীর পানিগ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। উন্মাদিনীর সহিত রাজার সেনাপতির বিবাহ হইল। অপমানিতা উন্মাদিনী একদিন ইচ্ছা করিয়াই রাজাকে নিজের অসামান্য রূপরাশি প্রাসাদের উপরিতল হইতে রাজমার্গসঙ্কারী গজারোহী রাজাকে ছলক্রমে প্রদর্শন করিল। রাজা সেই ভূতলস্থলভ রূপরাশি দর্শনে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি মহাজন,—হৃদয়ের ক্ষোভ হৃদয়েই রাখিলেন, বাহিবে ফুটিতে দিলেন না। হৃদয়ের এই ব্যাধি প্রশমিত হইল না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাহার দারুণ ক্রুশতা লক্ষ্য করিয়া মন্ত্রী একান্ত চিন্তিত চিন্তে রাজাকে ক্রুশতার কাবণ নিজ্জনে সন্নিবেশিত করিলে রাজা বিবস্ত্র মধ্যর ফাতরতায় বাঁবুল হইয়া সত্য কথা বলিলেন। তখন মন্ত্রী দেখিলেন, হিতে বিপরীত হইয়াছে, রাজা ত বাঁচিবেন না। হিতৈষী মন্ত্রী অতঃপর সেনাপতির সহিত নিভ্রম পরামর্শ করিলেন, প্রভুভক্ত সেনাপতি রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া ক্রতাজ্ঞাল-পুটে বলিলেন, মহারাজ ! আমি আমার পত্নীকে স্বেচ্ছায় আপনার হস্তে অর্পণ করিতেছি বা দেবগৃহে ত্যাগ করিতেছি, আপনি গ্রহণ করুন।” রাজা বলিলেন,

“নাহং পরস্ত্রীমাদান্তে হং বা তাক্যাসি ত্যং যদি ।

ততো নজ্জ্যতি তে ধন্যো দণ্ড্যো মে চ ভবিষ্যসি ॥”

(কথাসরিৎসাগর লাবণ্যক ১ তরঙ্গ ৭৮ শ্লোক)

আমি পরস্ত্রী গ্রহণ করিব না, যদি বা তুমি তাহাকে পরিত্যাগ কর, তোমার ধন্য নাশ হইবে এবং আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিব। সকলেই নীরব হইলেন। রাজা অবিলম্বেই সেই চিন্তারোগেই গতানু হইলেন। রাজা যদি কন্তা দর্শনার্থ প্রথমে পরগৃহে প্রবেশ করিতেন, তাহা হইলেও এ বিপদ ঘটিত না, পারদাৰ্থ্য

করিলেও ঘটিল না; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কারণ, মহাজনের এই দুই আচার রাজারা পালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব (পারদার্থ্য ত দূরের কথা) অনুচিত ও নিষ্প্রয়োজন বুলিয়া বুঝা আচরণ (পরগৃহে প্রবেশাদি) তাহাদিগের কর্তব্য নহে, বুঝা—সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে; শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ বা আচার-বিরুদ্ধ কারণ, সঙ্গত হইতে পারে না। গো-ব্রাহ্মণ-রক্ষা, আর্হ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতিই সঙ্গত কারণ। অতএব পারদার্থ্যার্থ পরগৃহ-প্রবেশ অত্যন্ত নিষিদ্ধ। ৩।

অবতরণিকা। এইরূপে পারদার্থ্য ও পরগৃহ-প্রবেশ প্রতিষিদ্ধ হইলেও মানবংশুলত দুর্জলিতায় পারদার্থ্যে যাহার দুর্দমনীয় প্ররক্তি হয়, রাজা বীর সেনের স্তায় প্রাণত্যাগ করিয়াও ধর্ম রক্ষা করিতে যাহার শক্তি নাই, তাহার পক্ষে উপায় কি? এই প্রশ্নের সমাধান হুত্র—

অবশ্যং হ্যচরিতব্যে যোগান্ প্রযুক্তীরন ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। অবশ্যই যদি করিতে হয়—অর্থাৎ একান্তই যদি না থাকিতে পারে—তাহা হইলে উপায় প্রয়োগ করিবে। ৪।

ব্যাখ্যা। পারদার্থ্যে অপ্রবৃত্তি বিষয়ে যে আচার আছে, তাহা পালন করিতে না পারিলেও পরগৃহে অপ্রবেশ বিষয়ে যে আচার আছে, সেইটুকু রক্ষা করিবার জন্য উপায় প্রয়োগ করিতে হইবে—যাহাতে পরগৃহে প্রবেশ করিতে না হয়। যদিও পারদার্থ্য অপেক্ষা পরগৃহ-প্রবেশ 'দোষাবহ নহে,' তথাপি শ্রেষ্ঠ আচার পালন করিতে অসামর্থ্য হইলে অল্পাংশসম্পাদ্য আচার পালনেও যে পরাঙ্গুপতা, তাহা কখনই উচিত নহে। ৪।

গ্রামাধিপতেরায়ুক্তকস্ত হলোথবৃন্তিপুত্রস্ত য্নো গ্রামীণ-
যোষিতো বচনমাত্রসাধ্যাঃ । তশ্চর্য্য ইত্যচক্ষতে বিটাঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। গ্রামাধিপতি, যুবক গ্রামাধিপতি, আয়ুক্তক (সৌভাগ্যক) এবং হলোথবৃন্তিপুত্রের কথা মাত্রের আদৃত,—বিটগণ তাহাদিগকে চণ্ডী বলিয়া থাকে। ৫।

ব্যাখ্যা । গ্রামীণ—গ্রামস্থ কৃষিক্রীবী নিরক্ষর শূদ্র । আয়ুক্তক—অর্থশাস্ত্রে ইহার নামান্তর সীতাধ্যক্ষ । যে গ্রাম রাজার স্বাধিকারে স্থিত, সেখানে কৃষিকর্মের সুব্যবস্থার জন্ত যে অধ্যক্ষ থাকে, তাহার নাম সীতাধ্যক্ষ । সীতা লাক্ষলপদ্ধতি । হলোৎখরুতি—গ্রামের সম্মানিত বৃদ্ধ স্বয়ং কৃষিকর্মাঙ্গাদি না করিলেও গ্রামের কৃষকগণ প্রত্যেকেই আপনার আপনার উৎপাদিত শস্য হইতে একটা নির্দিষ্ট অংশ তাঁহাকে প্রদান করিয়া থাকে । তিনি মুর্দ্ধন্তভাবে তাহাদের বিবাদ মৌমাংসাদি করিয়া দেন । ইহার নামান্তর গ্রামকূট । গ্রামাধিপতি যে গ্রামে নাই অর্থাৎ যে গ্রাম রাজার স্বাধিকারে অবস্থিত, তথায় গ্রামকূটের কার্য্য অনেক । যেস্থলে গ্রামাধিপতি আছেন, সেস্থলেও গ্রামাধিপতির পারিবারিক কলহাদি ভঞ্জে গ্রামকূটের প্রয়োজন হইয়া থাকে । মূলে বচনমাত্র সাধ্য অনুবাদে কথামাত্রের আয়ুক্ত—ইহাদিগের সংগ্রহে উপায় প্রয়োগ করিতে হয় না ; কেবল আভ্যাস করিলেই হয় । ৫ ।

তাভিঃ সহ বিষ্টিকর্মসু কোষ্ঠাগারপ্রবেশে দ্রবাণাং নিষ্ক্রমণ-প্রবেশনয়োর্ভবনপ্রতিসংস্কারে ক্ষেত্রকর্ম্মাণি কার্পাসোর্গাতসীর্ণণ-বন্ধনাদানে সূত্রপ্রতিগ্রহে দ্রবাণাং ক্রয়বিক্রয়বিনিময়েষু তেষু তেষু চ কর্ম্মসু সম্প্রয়োগঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । বিষ্টিকর্ম্ম, কোষ্ঠাগার-প্রবেশ, শস্যের নিষ্ক্রমণ প্রবেশ, গৃহের প্রতিসংস্কার, ক্ষেত্রকর্ম্ম, কার্পাস উর্গা অভসৌ এবং শণবৃক্ষের বন্ধনগ্রহণ, সূত্র-গ্রহণ, দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় ও বিনিময় এবং অন্যান্য কর্ম্মে গ্রামাধিপতি রমণীগণের সহিত মিলন হইতে পারে । ৬ ।

ব্যাখ্যা । বিষ্টিকর্ম্ম—আহার মাত্র বেতনে শস্য পেষণ কুটন প্রভৃতি যে কার্য্য করা হয়, তাহার নাম বিষ্টিকর্ম্ম । কোষ্ঠাগার প্রবেশ—গোলাজাত করা । ৬ ।

তথা ব্রজযোষিস্তিঃ সহ গবাধ্যক্ষস্ত ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত গবাধ্যক্ষের এই ভাবেই মিলন হইতে পারে । ৭ ।

ব্যাখ্যা। ব্রজাঙ্গনা—গোপরমণী—রাজকীয় গোধানের পরিচর্যায় যে সকল গোপরমণী গোষ্ঠে ও গোচারণ স্থানে থাকিয়া কৰ্ম্ম করে । ৭।

বিধবানাথাপ্রব্রজিতাভিঃ সহ সূত্রাধ্যক্ষশ্চ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। বিধবা, অনাথা ও প্রব্রজিতা রমণীর সহিত সূত্রাধ্যক্ষের মিলন হইতে পারে । ৮।

ব্যাখ্যা। বিবিধ বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্ত যে সকল সূত্র আবশ্যিক হয়, তাহার কর্তন, সংগ্রহ এবং বিভিন্ন স্থান হইতে আনয়ন ও প্রেরণের জন্ত একটা রাজকীয় বিভাগ ছিল, তাহাতে যিনি কর্তৃত্ব করিতেন, তাঁহার নাম—সূত্রাধ্যক্ষ। এই সূত্রাধ্যক্ষের অধীনে অনেক বিধবা অনাথা ও প্রব্রজিতা সূত্রকর্তৃনাদি কার্যে নিযুক্ত থাকিত । ৮।

মৰ্ম্মজ্ঞতদ্রাদ্রাত্ৰাবটনে চাটস্তীভিনা'গরশ্চ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ। নগররক্ষকদিগের রাত্রি-ভ্রমণকালে মৰ্ম্মজ্ঞতা বশত অভিদারিকা বা বহির্ভ্রমণরতা রমণীগণের সহিত মিলন হইতে পারে । ৯।

ত্রণ্যবিক্রয়ে পণ্যাধ্যক্ষশ্চ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। ক্রয় বিক্রয় স্থানে (ফ্রেডা ও বিফ্রেডোর সহিত) পণ্যাধ্যক্ষের মিলন হইতে পারে । ১০।

ব্যাখ্যা। গবাধ্যক্ষ, সূত্রাধ্যক্ষ, নগররক্ষক এবং পণ্যাধ্যক্ষের বিবরণ কোটিলায় অর্থনীতিশাস্ত্রে আছে । ১০।

অষ্টমৌচন্দ্রকৌমুদীসুবসন্তকাদিসু পত্তননগরথর্বটযোষিত্রামীশ্বর-
ভবনে সহাস্তঃপুরিকাভিঃ প্রায়েণ ক্রৌড়া ॥ ১১ ॥

অনুবাদ। অষ্টমৌচন্দ্র, কোজাগর পূর্ণিমা, সুবসন্তক প্রভৃতি উৎসবে রাজধানীর নগরের এবং থর্বটের রমণীগণ আসিয়া রাজাদিগের অস্তঃপুরিকাগণের সহিত রাজভবনে প্রায়ই ক্রৌড়া করে । ১১।

তত্র চাপানকাস্তে নগরদ্বিয়ৌ যথাপরিচয়মস্তঃপুরিকাগাং পৃথক্

পৃথক্ ভোগাবাসকান্ প্রবিষ্ট কথাভিরাসিত্বা পূজিতাঃ প্রণীতা-
শোপপ্রদোষং নিষ্কুময়েয়ুঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ । সেই ক্রীড়ায় ঐ নকল রমণী আপানক শেষ করিয়া পরিচর্য্যাস-
সারে অন্তঃপুরিকাগণের পৃথক্ পৃথক্ ভোগাবাসে প্রবেশ করত তথায় কথোপ-
কথনে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর প্রকৃষ্ট পান ভোজনে সংকৃত। ইহা সন্ধ্যা হয়
হয়, এমন সময় নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করিবে । ১২ ।

তত্র প্রণিহিতা রাজদাসী প্রযোজ্যায়াঃ পূর্বসংস্কৃতা তাং তত্র
সম্ভাষেত ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ । সেই সময় সংগ্রহীয়া পূর্বমহিলার পূর্বপরিচিতা রাজদাসী
রাজার নিয়োগ অন্তঃপুরে সেই মহিলার সহিত ক্রীড়াস্থানে সম্ভাষণ করিবে । ১৩ ।

ব্যাখ্যা । হুহে রাজসদ্ব প্রয়োগ ইহা আছে, ইহার অর্থ—সেই স্থানের
কর্ত্তা । তা তিনি রাজাই হউন, গ্রামাধিপতিই হউন, আর রাজপ্রতিনিধিই
হউন । এই প্রসঙ্গে যেখানেই ‘রাজা’ শব্দের প্রয়োগ আছে, সে সব স্থানে এই
প্রকার অর্থ বুঝিবে । ১৩ ।

রামণীয়কদর্শনে চ যোজয়েৎ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ । গৃহ ও উদ্যান প্রভৃতির রমণীয়তা দর্শনে প্রবর্ত্তিত করিবে । ১৪ ।

প্রাগেব স্বভবনস্থং ক্রিয়াং অমুখ্যাং ক্রীড়ায়াং তব রাজভবন-
স্থানানি রামণীয়কানি দর্শয়িষ্যামীতি কালে চ যোজয়েৎ বহিঃ
প্রবালকুট্টিমং তে দর্শয়িষ্যামি মণিভূমিকাং বৃক্ষবাটিকাং
মৃদ্বীকামণ্ডপং সমুদ্রগৃহপ্রাসাদান্ গুচভিত্তিসংস্কারাংশ্চিত্রকর্ণাগি
ক্রীড়ামৃগান্ যজ্ঞাণি শকুনান্ ব্যাঘ্রসিংহপঞ্জরাদীনি চ যানি পুরস্তা-
দ্বৰ্জিতানি স্যুঃ ॥ ১৫—১৭ ॥

অনুবাদ । পূর্বেই (একদিন) বলিয়া রাখিবে—অমুক ক্রীড়ায় তোমাকে
রাজভবনের রমণীয় শিল্পরচনাদি দেখাইব ; বাহিরের প্রবাল-কুট্টিম, মণিময়

প্রাক্তন, বৃক্ষবাটিকা, জ্যাকামণ্ডপ, গুটভিত্তিসংকার ধারাগৃহ প্রাসাদ, চিত্রকর্ণ, ক্রোভামৃগ, যক্ষ, হংসাদিপক্ষী এবং পঙ্করসিংহ সিংহ ব্যাঘ্র—যাহা তাহাকে দেখাইবে বলিয়া পূর্বে বর্ণিত হইয়াছিল—নির্দিষ্ট কালে তদর্শনে তাহাকে নিযুক্ত করিবে । ১৫—১৭ ।

বাখ্যা । গুটভিত্তিসংকার—ভিত্তির মধ্যদিয়া গুটভাবে বাহির হইতে জলের আগম নির্গমের ব্যবস্থায়ুক্ত ধারাগৃহপ্রাসাদ, কোয়ারায়ুক্ত বিশাল হস্তা এই অর্গটাকা-সম্মত ! গুটভিত্তিসংকার—ইহার আর একটি অর্থ আমার মনঃপূত । তাহা এই—ভিত্তির মধ্যদিয়া গুপ্তভাবে সংকরণ-পথ । মূলে যে সমুদ্র-গৃহশব্দ আছে, তাহা ধারাগৃহ, ইহা রাজাদিগের গ্রীষ্মাবাস । ১৫—১৭ ।

‘একান্তে চ তদগতমীশ্বরানুরাগং শ্রাবয়েৎ ॥ ১৮ ॥ সম্প্রয়োগে চাতুর্যং চাভিবর্ণয়েৎ ॥ ১৯ ॥ অমল্লশ্রা[শ্রা]বং চ প্রতিপন্নং যোজ-
য়েৎ ॥ ২০ ॥

‘অনুবাদ । (সেই সময়ে) নিজ্জনে তাহার প্রতি রাজার ‘অনুরাগবাস্তা’ শ্রবণ কবাইবে, মিলনে রাজার দক্ষতার কথাও বর্ণনা করিবে । এই রহস্য আর কাহারও পারিজ্ঞাত নহে এবং পরও পরিজ্ঞাত হইবে না, এই কথা বলিবার পর সে রমণী যদি স্মৃকৃত্তা হয়, তাহা হইলে (রাজার সহিত) মিলন করাইয়া দিবে, ১৮—২০ ।

অপ্রতিপদমানাং স্বয়মেবেশ্বর আগত্যোপচারৈঃ সান্বিতাং
রঞ্জয়ত্বা সন্ত্যু চ সানুরাগং বিন্য়জেৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ । (ঐ রমণী যদি রাজদাসীরা কথা) স্বীকার না করে, তাহা হইলে রাজা আপনিই আশ্রিয়া উপচার দানে সান্বিতা কবিয়া মনোরঞ্জনপূর্বক মিলনলাভের পর অনুরাগবহকারে ‘বিদায়’ দিবেন । ২১ ।

প্রযোজ্যাস্তাশ্চ পত্ন্যরমুগ্রহোচিতস্ত দারামিত্যমন্তঃপুরমোচিত্যাং
প্রবেশয়েৎ । তত্র প্রণিহিতা রাজদাসীতি সমানং পূর্বকণ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ । অথবা প্রার্থনীয় রমণীর পতি রাজার অনুগৃহীত হইলে তাহার সেই পত্নীকে নিত্যই অন্তঃপুরে উচিত মত আনয়ন করিবেন । তথায় রাজার নিযুক্ত রাজদাসী পুষ্পোক্ত রমণীর সহিত যেরূপভাবে (১৮—২০ সূত্র) কথোপকথনাদি করিয়াছিল এবং তৎপরে মিলন সাধন করিয়াছে, এখানেও তাহাই করিবে । ২২ ।

অন্তঃপুরিকা বা প্রযোজ্যা সহ স্বচেষ্টিকাসম্প্রেষণেন প্রীতিং কুর্যাৎ । প্রস্তুতপ্রীতিং চ সাপদেশং দর্শনে নিয়োজয়েৎ । প্রবিন্দিং পূজিতাং পীতবতীং প্রণিহিতা রাজদাসীতি সমানং পূর্ববর্ণ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ । কিংবা রাজার অন্তঃপুরিকা রাজার আকাঙ্ক্ষণীয়া রমণীর সহিত স্বীয় দাসী প্রেরণ দ্বারা প্রীতি স্থাপন করিবে । প্রীতি রুদ্ধি পাইলে ছলপুষ্পক দর্শনে নিযুক্ত করিবে । (দর্শনার্থ) অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে তাহাকে আদর করিবার পর আসব পানাদি করিতে দিবে ; তখন তাহাকে রাজনিযুক্ত দাসী আসিয়া পুষ্পোক্তরূপে (১৮—২০ সূত্র) রাজার সহিত মিলিত করিবে । ২৩ ।

ব্যাখ্যা । দর্শনে নিযুক্ত করিবে—রাজার অন্তঃপুরচারিণী অর্থাৎ অন্ততম রাজ্যে নিজ দাসী দ্বারা বলিয়া পাঠাইবেন—তোমার প্রীতি আমাকে আকর্ষণ করিয়াছে, আমি একবার তোমাকে দেখিতে চাহি । এই কথা শুনিয়া সেই মহিলা অন্তঃপুরে আসিয়া রাজ্যকে দর্শন করে । ইহাই ‘দর্শনে নিযুক্ত করা’ । ২৩ ।

যস্মিন বা বিজ্ঞানে প্রযোজ্যা বিখাতা স্মাতদর্শনার্থমন্তঃ-
পুরিকা সোপচারং তামাস্রয়েৎ । প্রবিন্দিং প্রণিহিতা রাজদাসীতি
সমানং পূর্ববর্ণ ॥ ২৪ ॥ উদ্ধৃতানর্থস্তা ভীতস্ত বা ভাৰ্য্যাং ভিক্ষুকা
ক্রয়াং অসাবস্তঃপুরিকা রাজনি সিদ্ধা গৃহীতবাক্য। মম বচনং
শৃণোতি । স্বভাবতশ্চ কৃপাশীলা তামনেনোপায়েনাদিগমিষ্যামি ।
অহমেব তে প্রবেশং কারয়িষ্যামি । সা চ তে ভর্তৃমহাস্তমনর্থং
নিবর্তয়িষ্যতীতি প্রতিপন্নাং বিশ্বাস্তিতি প্রবেশয়েৎ । অন্তঃপুরিকা

চাস্তা অভয়ং দদ্যাৎ । অভয়শ্রবণাচ্চ সম্প্রহৃষ্টাং প্রণিহিতা রাজ-
দাসীতি সমানং পূর্ব্বণ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ । অভিলষিতা রমণী যে কলা-কোশলে বিশেষ বিখ্যাতা, তাহা
দেখিবার জন্ত, রাজ্যে সাদরে এই রমণীকে আহ্বান করিবেন । তাহার
পর সেই রমণী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে রাজার নিযুক্ত দাসী আসিয়া
পুষ্পোক্ত ভাবে (১৮—২০ সূত্র) রাজার সহিত মিলন করিয়া দিবে । (আর
একপ্রকার) বিপন্ন অথবা ভয়ান্ত ব্যক্তির ভাৰ্য্যাকে ভিক্ষুকী (রাজার দূতী)
আসিয়া বলিবে, অমুক রাজ্যে রাহাকে যাহা বলেন রাজা তাহাই করেন,
তিনি আমার কথাও শুনিয়া থাকেন । স্বভাবতঃ তিনি কৰুণাময়ী
বটে, কোন কল্পিত উপায়ের উল্লেখ করিয়া ভিক্ষুকী বলিবে—এই উপায়ে
আমি সেই রাজ্যের নিকট উপস্থিত হইব এবং আমিই তোমাকে অন্তঃপুরে
প্রবেশ করাইব । সেই রাজ্যে তোমার স্বামীর ঘোর বিপদ দূর করিয়া
দিবেন ;—এই কথায় মহিলা রাজ্যসমীপে গমন স্বীকার করিলে, দূতী তিনবার
ভিক্ষুকী তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইবে । তখন রাজ্যে তাহাকে অভয়
দান করিবেন, অভয়বাণী শ্রবণে সেই মহিলা অত্যন্ত আনন্দিত হইলে
বাজনিযুক্ত দাসী আসিয়া পুষ্পোক্ত প্রকারে (১৮—২০ সূত্র) রাজার সহিত
মিলন করাইয়া দিবে । ২৪ । ২৫ ।

এতয়া স্বত্বার্থিনাং মহামাত্রাভিতপ্তানাং বলাদিগৃহীতানাং বাব-
হারে দুর্ব্বলানাং স্বভোগেনাসমুদ্যুতানাং রাজনি প্রীতিকামানাং বাহ-
জনেষু ব্যক্তিমিচ্ছতাং সজাতৈর্কাধ্যমানানাং সজাতান্ বাধিতু-
কামানাং সূচকানামশ্রেষ্ঠাং কার্য্যবশিনাং জায়া বাখ্যাতাঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ । যাহারা চাকরী প্রার্থী, যাহারা মন্ত্রি প্রভৃতি মহামাত্রগণের দ্বারা
উৎপীড়িত, যাহারা রাজদ্বারে প্রবলের (মিথ্যা অভিযোগে) বিরোধ-প্রাপ্ত
হক্কল, স্বভোগে অসমুদ্যুত, রাজকীয় অভিলাষী, বাহিরের লোকে নিকট

নামলিপ্সু, জ্ঞাতিগণদ্বারা উৎপীড়িত, জ্ঞাতিগণকে উৎপীড়িত করিতে ইচ্ছুক, সূচক এবং কার্যার্থী অন্তঃবিধ পুরুষগণের ভাষার মিলন-ব্যবস্থাও এই বিপন্ন-ভর্তার ভাষা দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইল । ২৬ ।

ব্যাখ্যা । সূচক—রাজার নিকট উদ্ভাবিত নিন্দা দ্বারা অপরের অপকার করিতে প্ররত । রাজানিযুক্ত কোন ভিক্ষুকী অর্থাৎ বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী আসিয়া চাকুরি প্রার্থীর বা পুরোক্ত কার্য্যভিলাষী কাহারও ভাষার সহিত দেখা করিয়া বলিবে,—অমুক রাজ্যে বড়ই দয়ালী, অথচ রাজাকে তিনি যা বলেন, রাজ্য তাহাই শুনে,—তাঁহাকে ধরিলেই তোমার স্বামীর কার্য্যসিদ্ধি হইবে, ইত্যাদি । তাহার পর রাজ্যের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইবার পর রাজ্যে তাহার স্বামীর কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে,—রাজদূতী আসিয়া পুরোক্ত-প্রকারে রাজার সহিত মিলন করাইবে । একজনের ভাষা যে ভাবে রাজ্যে হস্তগত হইয়াছে চাকুরি প্রার্থী পণ্ডিতের ভাষাও সে ভাবেই হস্তগত হইবে—ইহাই ২৬ সূত্রের ভাবার্থ । ভাবার্থ-বর্ণনাই ব্যাখ্যান । ২৬ ।

অন্তেন বা সহ সংসৃষ্টাং সংগ্রাহ প্রযোজ্যাং দাস্তমুপনীতাং
ক্রমোপাস্তপুং প্রবেশয়েৎ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ । অভিলষিত অন্তঃসংসৃষ্টা নারীকে তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা সংগ্রহ করাইবার পরে সে দাস্ত-ভাবে উপনীত হইলে তাহাকে ক্রমে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইবে । ২৭ ।

ব্যাখ্যা । রাজপুত্র এক রমণীকে সংগ্রহ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু পরগৃহে গিয়াইবেন না, কি উপায়ে তিনি তাহাকে প্রাপ্ত হইবেন ? তাহার উত্তর এই—রাজপুত্রের অভিলষিতা রমণী দূতীর কথায় প্রথম স্থান ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় স্থানে আত্মসমর্পণ করিল । তৎপরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া দাসী সাজিল—তখন রাজপুত্র তাহাকে অন্তঃপুরে স্থান দিতে পারিলেন । কোন ভদ্র মহিলাকে একেবারে অন্তঃপুরে লইয়া যাইলে ঘর্নাম আছে,—তাই তাহাকে বেষ্ঠারূপে পরিণত করিয়া দাসী ভাবে অন্তঃপুরে স্থান দিলে সহসা ঘর্নামের শঙ্কা নাই । ২৭ ।

প্রণিধিনা চায়তিমস্তাঃ সন্দূষ্য রাজনি বিধিচ্চ ইতি কলত্রাব-
গ্রহোপায়েনৈনামন্তঃপুরং প্রবেশয়েদिति প্রচ্ছন্নযোগাঃ । এতে
রাজপুত্রেষু প্রায়েণ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ । গুপ্তচর দ্বারা এক ব্যক্তির উত্তর কাল সন্দূষিত করিয়া তাহার
পরে সে যে রাজদ্রোহী—এই অপরাধে তাহার কলত্রাবরোধ আদিষ্ট হইলে সেই
অপরাধীর অবরুদ্ধ কলত্রকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইবে । এ সকল উপায়ের
নাম প্রচ্ছন্নযোগাঃ—রাজপুত্রগণ প্রায় এই যোগের প্রয়োগ করিয়া থাকেন । ২৮ ।

ব্যাখ্যা । উত্তরকাল সন্দূষিত—গুপ্তচর—প্রচ্ছন্ন রাজদ্রোহাদি অপরাধ
অনুসন্ধান করিয়া রাজাকে জানাইলে,—তাহার উত্তর কাল নষ্ট হয় । পরি-
ণামে তাহার উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়—ইহাতেই ‘উত্তর কাল সন্দূষিত’ বলা হই-
রাছে । কলত্রাবরোধ—যে অপরাধ প্রচ্ছন্ন ছিল তাহার অনুসন্ধান হইলেও—
বিশেষ প্রমাণ না পাইলে অপরাধীকে তাহা স্বীকার করাইবার জন্য তাহার
ভাৰ্য্যাকে আটক রাখা হইত, ইহাই কলত্রাবরোধ । রাজারা স্বয়ং এভাবে
পারদার্য্য করিলে—বিশেষ অযশ ও প্রজাবিরাগ হইতে পারে, এজন্য তাঁহারা
এ উপায় প্রয়োগ করিতেন না ; রাজপুত্রেরা এই উপায় প্রয়োগ করিতেন । ২৮

ন ভ্বেবং পরভবনমীশ্বরঃ প্রবিশেৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ । এইরূপ স্থলে রাজা কিন্তু পরগৃহে প্রবেশ কারবেন না । ২৯ ।

ব্যাখ্যা । পারদার্য্য—পরকীয়া সংগ্রহ অকর্তব্য, —অকর্তব্যও যে রাজা
প্রবৃত্ত, তাহার পক্ষে কথিত উপায়সমূহ আছে ; তাহার প্রয়োগে স্বগৃহেই পর-
কীয়া গ্রহণ করিবে—কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে পরের গৃহে প্রবেশ তৎপক্ষে একে-
বারেই নিষিদ্ধ ; রাজকীয় কার্য্য সম্পাদনার্থ ও রাজধর্ম্ম-পালনার্থ ব্যতীত পরগৃহ
প্রবেশ রাজার পক্ষে নিষিদ্ধ, ইহা সাধারণ নিয়ম । ২৯ ।

আভীরং হি কোটীরাজং পরভবনগতং ভ্রাতৃপ্রযুক্তো রজকো
জঘান ॥ কাশীরাজং জয়ৎসেনমশ্বাধক্ষ ইতি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ । পরগৃহ-প্রবিষ্ট কোটী রাজ আভীরকে ভ্রাতৃ-নিযুক্ত রজক এবং কাশীরাজ জয়ৎসেনকে অশ্বাধ্যক্ষ নিহত করে । ৩০ ।

ব্যাখ্যা । গুজরাটের এক জনপদের নাম কোটী,—সেই কোটী জনপদে আভীর—আভীর জাতীয় বা আভীর নামক তাহা ঠিক বলা যায় না । তবে টীকাকার বলিয়াছেন,—আভীর নামক রাজা ছিলেন । তিনি নিশাযোগে শ্রেষ্ঠী বশু মিত্রের গৃহে তদীয় ভার্ধ্যার নিকট গমন করেন । রাজ্যলিপ্সু রাজ-ভ্রাতা গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করিয়া বশুমিত্রের গৃহেই রাজার বধ-সাধন করেন । কাশীরাজ জয়ৎসেন,—অশ্বাধ্যক্ষের ভার্ধ্যা গ্রহণাভিলাষে তাহার গৃহে প্রবিষ্ট হইলে অশ্বাধ্যক্ষ তাহাকে নিহত করে । এই আভীর ও জয়ৎসেন—কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন—তাহা ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধান । ৩০ ।

প্রকাশকামিতানি তু দেশপ্রবৃত্তিযোগাৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ । দেশপ্রবৃত্তি অনুসারে (রাজার) প্রকাশকামিত আছে । ৩১ ।

ব্যাখ্যা । দেশবিশেষে যে বিভিন্ন প্রকার প্রবৃত্তি তাহা অতঃপর প্রদর্শিত হইবে,—তদনুসারে রাজার পারদার্য্য প্রকাশ্য ভাবেই চলিয়া থাকে, তাহারই নাম ‘প্রকাশকামিত’ । ৩১ ।

অবতরণিকা । দেশপ্রবৃত্তি যথা—

প্রভা জনপদকণা দশমেহহনি কিঞ্চিদোপায়নিকমুপগৃহ্য প্রা-
শস্ত্যন্তঃপুরমুপভুক্তা এব বিশ্বজাস্ত ইত্যাক্রাণাম্ ॥ ৩২ ॥ মহা-
মাত্রেণ্ডরানামন্তঃপুরাণি নিশিসেবার্থং রাজানমুপগচ্ছন্তি বাৎস-
গুন্ধ্যকানাম্ ॥ ৩৩ ॥ রূপবতীর্জজনপদবোধিতঃ প্রীতাপদেশেন মাসং
মাসার্দ্ধং বা বাসয়ন্ত্যন্তঃপুরিকা বৈদর্ভাণাম্ ॥ ৩৪ ॥ দর্শনায়ঃ
স্বভার্য্যাঃ প্রীতিদায়মেব মহামাত্ররাজভ্যো দদতাপরাস্তকানাম্ ॥ ৩৫ ॥
রাজদ্রৌড়ার্থং নগরস্ত্রিণো জনপদস্ত্রিয়শ্চ সজ্জশ একশশ্চ রাজকুলং
প্রবিশন্তি সৌরাষ্ট্রকাণামিতি ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ । জনপদস্থ কন্তু পাত্ৰস্থা হইবার দশম দিনে—(নয়দিন অতীত হইলে) কিস্কিৎ উপঢৌকন দ্রব্য লইয়া রাজকীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করে । রাজার মিলন প্রাপ্ত হইয়াই—বিদায় (ছাড়) পাইয়া থাকে, এইরূপ মডদেশের প্রবৃত্তি । মহামাত্রগণের ষাঁহারা প্রাধান,—ভাঁহাদিগের অন্তঃপুরিকাগণ নিশাযোগে সেবা করিবার জন্য রাজসমিধানে উপস্থিত হয়,—বাৎস গুল্ম দেশের প্রবৃত্তি এইরূপ । রাজার অন্তঃপুরিকাগণ জনপদস্থ সুন্দরী রমণীগণকে শ্রীতিচ্ছলে একমাস বা একপক্ষ (আপনার মহলে) বাস করাইয়া থাকেন, ইহা বিদর্ভ দেশের প্রবৃত্তি । নিজের সুদৃশ্য ভাৰ্য্যাগণকে মহামাত্র ও রাজার হস্তে ‘শ্রীতিদায়’ স্বরূপে অৰ্পণ করে—অপরাস্তকদেশের এইরূপ প্রবৃত্তি । পূবমহিলা ও জনপদ রমণীগণ,—রাজকৌড়ার্থ দলে দলে এবং এক একজন করিয়া রাজভবনে প্রবেশ করে—এইরূপ সৌরাষ্ট্রদেশের প্রবৃত্তি । ৩২—২৬ ।

ব্যাখ্যা । জনপদ—রাজার অধিকৃত সমগ্র দেশ । বাৎসগুল্ম—দাক্ষিণাপথে বৎস ও গুল্ম নামক দুই ভ্রাতা স্ববাহুবলে পরস্পর সংলগ্ন দুইটা রাজ্যস্থাপন করেন । সেই বৃদ্ধরাজ্যের নাম বাৎসগুল্ম—অধিবাসিগণ বাৎসগুল্মক নামে প্রসিদ্ধ । শ্রীতিদায়—শ্রীতিপ্রযুক্ত কোতুক স্বরূপে নিঃস্বস্ত ভাবে দান । অপরাস্তক—ভারতের পশ্চিম প্রান্ত । ৩২—৩৬ ।

শ্লোকাবত্ৰ ভবত,—

এতে চান্দ্রে চ বহবঃ প্রয়োগাঃ পারদারিকাঃ ।

দেশে দেশে প্রবর্ত্তন্তে রাজভিঃ সম্প্রবর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

ন হেবৈতান্ প্রযুক্তীত রাজা লোকহিতে রতঃ ।

নিগূহীতান্‌বিষড়্‌বর্গস্তথা বিজয়তে মহীম্ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎসায়নীয়ৈ কামন্যুত্রে পারদারিকে পঞ্চমেহধি-

করণে ঈশ্বরকামিতং পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । এ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে ;—এই প্রকার ও অন্তপ্রকার

পারদারিক বহুপ্রয়োগ রাজগণের প্রবর্তিত হইয়া দেশে দেশে এখনও চলিতেছে কিন্তু লোকহিতপরায়ণ-রাজা কখনই ইহা প্রয়োগ করিবেন না। যে রাজা কাম ক্রোধাদি নিজ অরিষভ্‌বর্গ জয় করিয়া থাকেন, তিনিই পৃথিবী-বিজয়ী হইল। ৩৭। ৩৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

অবতরণিকা। রাজগণের পরগৃহ-প্রবেশ-নিষেধ প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের প্রবেশস্থান অন্তঃপুরের ও তৎপ্রসঙ্গে অস্ত্রের অন্তঃপুরের রক্তান্ত ও ব্যবস্থাপনাদি কথিত হইতেছে—

নাস্তঃপুরাণাং রক্ষণযোগাৎ পুরুষসন্দর্শনং পিতৃশৈশক-
ত্বাদনেকসাধারণদ্রাচ্চাত্তপ্তিঃ । তস্মাত্তানি যোগত এব পরস্পরাং
রঞ্জয়েয়ুঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ। রক্ষণ-ব্যবস্থা থাকায় অন্তঃপুরিকাগণের পরপুরুষ-দর্শন নাই। অনেক রমণীর পতি একজন, সুতরাং অতৃপ্তি আছেই—অতএৱ তাহারা পরস্পরে উপায় দ্বারা পরস্পরের রঞ্জন বা তৃপ্তি সাধন করিবে। ১।

ধাত্রেয়িকাং সখীং বা পুরুষবদলঙ্কৃত্যকৃতিসংযুক্তৈঃ কন্দমূল-
কলাবয়বৈরপদ্বৈবৈক্যাত্মাভিপ্রায়ং নিবর্তয়েয়ুঃ ॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্তানুবাদ। পুরুষবেশধারিণী ধাত্রীহুহিতা বা সখীর সহিত মিলন প্রভৃতিই সেই উপায়। ২।

পুরুষপ্রতিমা অবাস্তলিঙ্গাশ্চাধিশয়ীরন্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । স্বামীর বিবিধ প্রকার প্রতীক গঠন করাইয়া গুপ্তভাবে রাখিবে ।
—তাহার কোনটিকে শয্যাসঙ্গী করিবে । এই স্ত্রীর চীৎকার সম্বন্ধে অর্থ
পরিভাগ করিলাম । ৩ ।

রাজানশ্চ কৃপাশীলা বিনাপি ভাবযোগাদায়োজিতাপক্রবা
দাবদর্থমেকয়া রাত্রা বহ্নীভিরপি গচ্ছন্তি । যন্তাং তু প্রীতি-
কাসক ঋতুর্বা তত্রাভিপ্রায়তঃ প্রবর্তন্ত ইতি প্রাচ্যোপচারাঃ ॥ ৪ ॥

সংক্ষিপ্তানুবাদ । কৃপা-পরতঃ রাজগণ উপায়যোগে বহু রমণীর তৃপ্তি
সম্পাদন করিয়া আর্জবরক্ষা বা নিয়ম-রক্ষা—প্রকৃত ভাবে করিবেন ইহা প্রাচ্য
প্রথা । ৪ ।

দ্রৌযোগেনৈব পুরুষাণামপালঙ্করতীনাং বিযোনিষু বিজাতিষু
দ্রৌপ্রতিমাসু কেবলোপমর্দনাচ্চাভিপ্রায়নিষুত্তিব্যাখ্যাতা ॥ ৫ ॥

সংক্ষিপ্তানুবাদ । এই প্রসঙ্গ দ্বারা ই পুরুষের রমণী ব্যাহতও তৃপ্তির
উপায় ব্যাখ্যাত হইল । ৫ ।

যোষাবেষাংশ্চ নাগরকান্ প্রায়েণাস্তঃপুরিকাঃ পরিচারিকাভিঃ
সহ প্রবেশয়ন্তি ॥ ৬ ॥ তেষামুপাবর্তনে ধাত্রৈয়িকাশ্চাভ্যন্তরসংস্কৃতা
সায়তিং দর্শয়ন্ত্যঃ প্রযতেরন্ ॥ ৭ ॥ স্ত্রুথপ্রবেশিতামপসারভূমিঃ
বিশালতাং বেশ্মনঃ প্রমাদং রক্ষিণামনিত্যতাং পরিজনস্ত বর্ণয়েয়ঃ ॥
৮ ॥ ন চাসম্ভুতেনার্থেন প্রবেশয়িতুং জনমাবর্তয়েয়দৌষাৎ ॥ ৯ ॥

সংক্ষিপ্তানুবাদ । (ঐহিক ইষ্ট সিদ্ধির জন্ত) স্ত্রীলোকের বেশ ধরিয়া
নাগরক পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে—তাহাদিগের প্রবেশের উপায়—
অন্তঃপুর-নিযুক্তা ধাত্রৈয়িকা প্রভৃতিরাই করিয়া দেয় । ঐ পুরুষদিগের সাহস
প্রদানার্থ—প্রবেশের সুযোগ বর্ণনা করিবে । কিন্তু প্রবেশের সৌকর্য্য
মথ্যা বর্ণনা করিয়া নাগরকদিগকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইবে না ;—
তাহাতে বিশেষ বিপদ হইতে পারে । ৬—৯ ।

বাখ্য। এ সকল স্থানে বিধি প্রত্যয়ের অর্থ—ইষ্ট সাধনস্থ মাত্র ; যে ব্যক্তি এই সব কুকার্যে অভিলাষী তাহাদিগের ইষ্টসিদ্ধির উপায় কাথিত হইয়াছে। ৬—৯ ।

নাগরকন্তু স্ত্রপ্রাপমপ্যন্তঃপুরমপায়ভূয়িষ্ঠস্থান প্রবিণেদিতি
বাৎস্তায়নঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ। বাৎস্তায়ন বলেন,—নাগরক পুরুষের যতই স্ত্রবিধা থাক ন', অন্তঃপুর প্রবেশ অকর্তব্য ;—অনিষ্টের আশঙ্কা যে তথায় পদে পদে । ১০ ।

সাপসারন্তু প্রমদবনাবগাঢ়ং বিভক্তদীর্ঘকক্ষমল্লপ্রমত্তরক্ষকং
প্রোষিতরাজকং কারণানি সমীক্ষ্য বহুশ আহুয়মানোহর্থবুদ্ধ্য কক্ষা-
প্রবেশক দৃষ্ট। তাভিরেব বিহিতোপায়ঃ প্রবিণেৎ । শক্তিবিশয়ে চ
প্রতিদিনং নিষ্ক্ৰামেৎ ॥ ১১ । ১২ ॥

অনুবাদ। তবে যদি অন্ত প্রকার অতীষ্ট-সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে ও বহু
বার আহুত-হয় তাহা হইলে—প্রবেশ নির্গমের পথ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া
প্রমদবনানুভব, বিভক্ত বিশাল কক্ষ অল্প সংখ্যক অসাবধান রক্ষক যুক্ত পরিষ্কৃত
পলায়নপথযুক্ত অন্তঃপুরে রাজা যখন প্রবাসে থাকেন সেই সময়ে আত্মরক্ষার
উপায়-সম্পন্ন হইয়া প্রবেশ করিতে পারে। সম্ভব হইলে প্রতিদিন বাহিরে
আসিবে। ১১।১২ ।

বহিঃশ্চ রক্ষিভিরগৃহদেব কারণমপদিষ্টা সংসৃজ্যেত ॥ ১৩ ॥ অস্ত্র-
শ্চারিণ্যাক্ষ পরিচারিকায়াং বিদিতার্থায়াং সন্তানাত্মানং রূপয়েৎ ।
তদলাভাচ্চ শোকম্ ॥ ১৪ ॥ অন্তঃপ্রবেশিনীভিঃশ্চ দূতীকল্পং সকল-
মাচরেৎ ॥ ১৫ ॥ রাজপ্রগিধীংশ্চ বুধোত ॥ ১৬ ॥ দূতাস্তৃসঙ্কারে
যত্র গৃহীতাকারায়্যঃ প্রযোজ্যায়্য । দর্শনযোগস্তত্রাবস্থানম্ ॥ ১৭ ॥
তন্নিম্নপি তু রক্ষিষু পরিচারিকাব্যপদেশঃ ॥ ১৮ ॥ চক্ষুরমুখধৃত্য-
মিস্তিতাকারনিবেদনম্ ॥ ১৯ ॥ যত্র সম্পাতোহস্তান্ত্র চিত্রকর্ণণ-

নন্দযুক্তস্ত দ্ব্যর্থানাং গীতবস্তুকানাং ত্রীড়নকানাং কৃতচিহ্নানামাণী-
ড়কস্তাঙ্গুলীয়কস্ত চ নিধানম্ ॥ ২০ ॥

[আহুতের কথা বলা হইল ; যে অনাহুত 'ও স্বঃ' এই অকার্য্যে প্রবৃত্ত
হয়, তাহার আচরণ বর্ণিত হইতেছে ;—]

অনুবাদ। বাহিরে রক্ষিবর্গের সহিত অল্প কারণের ছলে 'মেলামেশা'
করিবে। যে অন্তঃপুরবাসিনী পরিচারিকার—নাগরকের প্রকৃত অভিপ্রায়-জ্ঞান
থাকে—তাহার প্রতি নাগরক নিজের অনুরাগ রক্ষিবর্গের নিকট প্রকাশ
কাঁবে, তাহাকে না পাওয়াতে ক্রোধও প্রকাশ করিবে। যে বহিষ্কারিণী রমণীর
অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার আছে তাহাকে দিয়া পূর্বোক্ত দৃত্তি-কর্ম্ম সম্পাদন
কাঁটিবে। 'রাজার গুপ্তচর আছে কিনা, সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।
দৃত্তির সঞ্চরণ সম্ভাবনা না থাকিলেও যেখানে গৃহীতাকার অন্তঃপুরিকার
দৃষ্ট পড়িবেই বাহিরে এরূপ স্থানে থাকিবে। সেখানেও যদি রক্ষী উপস্থিত
হইবে—পরিচারিকার নামই করিবে। (অন্তঃপুরিকার সহিত) চোখো-
চোখি হইলে—ইঙ্গিত আকার নিবেদন করিবে। এই অন্তঃপুরিকার সঞ্চরণ
স্থানে—তাহার আকৃতিযুক্ত চিত্রপট, দ্ব্যর্থ গীতলিপি, নন্দদশনাদি চিহ্নিত
খেলনা, সেইরূপ আপীড়ক মালা এবং অঙ্গুরীয়ক বিভাজ্য করিবে। ১৩—২০।

ব্যাখ্যা। গৃহীতাকার—ভাবভঙ্গী প্রদর্শন যে করিয়াছে। এই সকল
স্থানের অন্তঃপুরিকা শব্দের অর্থ—রাজ্ঞী। ১৩—২০।

প্রত্যুত্তরং তয়া দত্তং প্রপশ্যেৎ। ততঃ প্রবেশেন যতেত ॥ ২১

অনুবাদ। তাহার প্রদত্ত প্রত্যুত্তরও দেখিবে, তৎপরে প্রবেশার্থ যত্ন
করিবে। ২১।

ব্যাখ্যা। যে স্থানে আকৃতিযুক্ত পট প্রভৃতি স্থাপন করিবে, সেই স্থানেই
প্রত্যুত্তর-পত্র অন্বেষণ করিবে। ২১।

অবতরণিকা। অতঃপর প্রবেশের উপায় কীর্ত্তিত হইতেছে,—

যত্র চাস্তা নিয়তং গমনমিতি বিদ্যাক্তত্র প্রচ্ছন্নস্ত প্রাগেবাব-

স্থানম্ ॥ ২২ ॥ রক্ষিপুরুষরূপো বা তদমুজ্জাতবেলায়াং * প্রবিশেৎ ॥
 ২৩ ॥ আস্তরণপ্রাবরণবেষ্টিতস্য বা প্রবেশনির্হারো ॥ ২৪ ॥ পুটা-
 পুটেযোগৈর্বা নষ্টচ্ছায়ারূপঃ ॥ ২৫ ॥ তত্রায়ং প্রয়োগঃ—নকুল-
 হৃদয়ং চোরকতুন্দ্রী ফলানি সর্পাক্ষীগি চাস্তধূমেন পচেৎ । ততো-
 হঞ্জনেন সমভাগেনোদকেন পেযয়েৎ অনেনাভাস্তনয়নো নষ্টচ্ছায়া-
 রূপশ্চরতি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ । যে স্থানে এই অস্তঃপুরিকা নিশ্চয়ই যাইবে, বুঝিবে,—সে
 স্থানে পূর্ব হইতেই প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত হইবে রক্ষিপুরুষের স্তম্ভ য
 করিয়া সেই রক্ষিপুরুষের যে সময়ে রক্ষা করার নিয়ম, সেই সময়ে প্রবেশ
 করিবে । অথবা আস্তরণ প্রাবরণ বেষ্টিত হইয়া প্রবেশ ও নির্গমন করিবে ।
 মঞ্জুষা মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়া অস্তধূনযোগে ছায়া ও রূপ অদৃশ্য করি-
 (প্রবেশ নির্গমন করিবে) । তাহার উপায় এ স্থলে মূলে বর্ণিত হই-
 যাচ্ছে । ২২—২৬ ।

রাত্রি-কৌমুদীষু চ দীপিকাসম্বাধে সুরঙ্গয়া বা ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ । কিংবা উজ্জল দীপিকা-সঙ্কুল সুখরাত্রি উৎসবে (দীপিকা
 দীপধারিণী-বেশে) অথবা সুরঙ্গ দ্বারা প্রবেশ-নির্গম হইবে । ২৭ ।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

দ্রব্যাণামপি নির্হারে যানকানাং প্রবেশেন ।

আপানকোৎসবার্থেহপি চোটিকানাঞ্চ সল্পমে ॥ ২৮ ॥

ব্যত্যাগে বেশ্মনাং চৈব রক্ষিণাঞ্চ বিপর্যয়ে ।

উদ্যানযাত্রাপমনে যাত্রাতঞ্চ প্রবেশেন ॥ ২৯ ॥

অঃ পঃ অষ্টাশ্চ জলব্রহ্মক্ষেত্রশিরঃপ্রণীতৈর্বাছপানকৈর্বা ইত্যধিকঃ পাঠঃ
 তদমুজ্জাতবেলায়ামিতি টীকাসম্মতঃ পাঠঃ ।

দীর্ঘকালোদয়াৎ যাত্রাং প্রোষিতে চাপি রাজনি ।

প্রবেশনং ভবেৎ প্রায়ো যূনাং নিষ্কৃ মণং তথা ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ । এ স্থলে কতিপয় শ্লোক আছে ;—রহৎ কাষ্ঠাদি জ্বরের এবঃ যানবাহনের নির্গম প্রবেশে, আপানক উৎসবে, দাসীগণের ইতস্ততঃ কার্য্য ব্যগ্রতায়, ভবন-পরিবর্তনে, রক্ষিবর্গের স্থানপরিবর্তনে, উদ্যান-যাত্রা-গমনে সেই যাত্রা হইতে প্রত্যাগমনে ও দীর্ঘকালীন যুদ্ধাদি যাত্রা উপলক্ষে রাজা বিদেশে থাকিলে, যুবকগণের (অন্তঃপুরমধ্যে) প্রবেশ-নির্গম প্রায় হইয়া থাকে । ২৮—৩০ ।

পরম্পরস্ত কার্য্যাণি জ্ঞাত্ব চান্তঃপুরালয়াঃ ।

এককার্য্যাস্ততঃ কুর্যুঃ শেবাণামপি ভেদনম্ ॥ ৩১

অনুবাদ । অন্তঃপুরিকাগণ পরম্পরের কার্য্য জ্ঞাত হইলে এক-কার্য্যাবলিধিনী হইয়া অবশিষ্ট অন্তঃপুরিকাগণকেও একে একে আপনাদিগের দলে আনিবে । ৩১ ।

দুষ্ময়িত্বা ততোহন্তোত্তমেককার্য্যপর্ণে স্থিরঃ ।

অভেদ্যতাং গতঃ সদ্যো যথেষ্টং ফলমশ্নুতে ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ । এইরূপে অবশিষ্টগণের চরিত্র দৃষিত করিয়া অন্তঃপুরিকাদগ্ন পরম্পর এককার্য্য-সম্পাদনে যখন দৃঢ় হয়, তখন অন্তের অভেদ্য হইয়া সদ্য সদাই অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । (ইহা অন্তঃপুরিকা বৃত্তান্ত) । ৩২ ।

অবতরণিকা । দেশব্যবহারে প্রকাশ্যভাবে যে অভ্যাসচার হইয়া থাকে, তাহাই কীর্তিত হইতেছে :—

তত্র রাজকুলচারিণ্য এব লক্ষণান্ পুরুষান্তঃপুরং প্রবেশয়ন্তি
নাতিস্বরক্ষদাপরাস্তিকানাম্ ॥ ৩৩

অনুবাদ । (বিভিন্ন দেশের বৃত্তান্ত) অপরাস্ত দেশবাসিগণের বৃত্তান্ত—

তথায় রাজভবনবাসিনীগণই সুলক্ষণ পরপুরুষগণকে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট করে .
কারণ, তাহাদিগের অন্তঃপুর-রক্ষার ব্যবস্থা তেমন উৎকৃষ্ট নহে । ৩৩ ।

ক্ষত্রিয়সংজ্ঞাকৈরন্তঃপুররক্ষিভিরেবার্থং সাধয়ন্ত্যাভীরকানাম্ ॥ ৩৪

অনুবাদ । অভীরকদিগের বৃত্তান্ত—তথায় অন্তঃপুররক্ষী ক্ষত্রিয়গণ দ্বারা
অন্তঃপুরিকাগণ অভিষ্টসিদ্ধি করিয়া থাকে । ৩৪ ।

প্রেম্যাভিঃ সহ তবেষানাগরকপুত্রান্ প্রবেশয়ন্তি বাৎসল্য-
কানাম্ ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ । বাৎসল্যক-দেশবাসীর বৃত্তান্ত—তথায় দাসীগণের বেশে দাসী-
গণের সহিত নাগরক-পুত্রগণকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করান হয় । ৩৫ ।

স্মৈরেব পুত্রৈরন্তঃপুরাণি কামচারৈর্জননীবর্জমুপযুক্তান্তে
বৈদর্ভকানাম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ । বিদর্ভ-দেশবাসীর বৃত্তান্ত—বড়ই কুৎসিত । মূলে তাহার
উল্লেখ আছে । ৩৬ ।

তথা প্রবেশিভিরেব জ্ঞাতিসম্বন্ধিভিনার্হৈরুপযুক্তান্তে স্ত্রৈরাজ-
কানাম্ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ । স্ত্রীরাজ্যবাসীর বৃত্তান্ত—তথায় প্রবেশে অনিবারিত জ্ঞাতিবর্গের
সহিত অবৈধ সম্বন্ধ ঘটয়া থাকে, অন্তের সহিত নহে । ৩৭ ।

ব্রাহ্মণৈর্মিত্রেভূতৈর্দাসচেটৈশ্চ গোড়ানাম্ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ । গোড়গণের বৃত্তান্ত—তথায় ব্রাহ্মণ, মিত্র, ভৃত্য, গর্ভদাস ও
অপর দাসের সহিত অবৈধ সম্বন্ধ হইয়া থাকে । ৩৮ ।

পরিস্ক [স্প] ন্দাঃ কশ্মকরাশ্চান্তঃপুরেষ্মনিষিক্তা অগ্নেহপি
তদ্রপাশ্চ সৈন্ধবানাম্ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ । সিন্ধুদেশবাসীর বৃত্তান্ত—তথায় দোবারিক বর্ষকর (অন্তঃপুর-

মধ্যে যাঁহারা নিয়ত কশ্ম করে) এবং অপ্রতিষন্ধ-সঙ্কার এই প্রকারের অপরা-
লোকের সহিত অবৈধ সম্বন্ধ ঘটয়া থাকে । ৩৯ ।

অর্থেন রক্ষিণমুপগৃহ্য সাহসিকাঃ সংহতাঃ প্রদিশন্তি হৈম-
বতানাম্ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ । হিমালয় প্রদেশের রত্নান্ত—তথায় অর্থের দ্বারা রক্ষিবর্গকে
শীঘ্রত করিয়া সার্থসকগণ দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্রপুরে প্রবেশ করে । ৪০ ।

পুষ্পদাননিয়োগান্নগ্নব্রাজ্ঞাণা রাজবিদিতমন্তঃপুরাণি গচ্ছন্তি ।
পটাস্তুরিতশৈচ্যমালাপঃ । তেন প্রসঙ্গেন ব্যতিকরো ভবতি
ব্রাজ্ঞকলিঙ্গকানাম্ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ । বঙ্গ, অঙ্গ এবং কলিঙ্গদেশের ব্রতান্ত—তথায় পুষ্পপ্রদানে রাজ-
নিয়োগ থাকায় নগ্নব্রাজ্ঞগণ রাজার জ্ঞাতসারেই অস্ত্রপুরে প্রবেশ করে ;
অস্ত্রপূরিকাগণের সহিত এই নগ্ন-ব্রাজ্ঞগণের যবনিকা ব্যবধান করিয়া
মালাপ হইয়া থাকে, সেই প্রসঙ্গে অবৈধ সম্বন্ধ হয় । ৪১ ।

সংহতা নবদেশেভৌতিকং যুবানং প্রচ্ছাদয়ন্তি প্রাচানামিতি ।
এবং পরস্ত্রিয়ঃ প্রকুর্বাণীত । ইত্যন্তঃপুরিকাবৃত্তম্ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ । প্রাচ্যদেশের ব্রতান্ত—তথায় নয় দশ জন অস্ত্রপূরিকা মিলিত
হইয়া এক এক যুবককে লুকাইয়া রাখে । যাঁহারা পারদারিক তাহাদিগের
এই প্রকার বিবিধরূপে পরস্ত্রীসেবা ইষ্টসিদ্ধির কারণ হয় : অস্ত্রপূরিকাবৃত্ত
এই স্থলে সমাপ্ত হইল । ৪২ ।

ব্যাখ্যা । যে অস্ত্রপূর-ব্রতান্ত এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট, তন্মধ্যে রাজকীয়
অস্ত্রপূরিক চর্য্যচরণের কথাই সাধারণতঃ বর্ণিত হইয়াছে । দেশবিশেষের
যে ব্রতান্ত ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে, তাহা রাজ্যান্তঃপুরের ভূতামূলক । ইষ্টতা-
মূলক ব্যবহারের প্রতিবিধানার্থ দ্বাররক্ষিক প্রকরণ অতঃপর কথিত হইবে ;
অতএব ইষ্টতা পরিহারই যে বাৎস্তায়নের উদ্দেশ্য, তাহাষ্যে সন্দেহ নাই । ৪২ ।

এভা এব চ কারণেভ্যঃ স্বদারান্ রক্ষ্যেৎ । ৪৩ ॥

অনুবাদ । এই সকল কারণেই নিজ দাররক্ষা একান্ত আবশ্যক । ৪৩ ।

অবতরণিকা । রক্ষাব্যবস্থাই রাজাদিগের পক্ষে দাররক্ষার প্রধান উপায় । এই দাররক্ষাই অস্ত্রপূররক্ষার নামান্তর । রক্ষা-ব্যবস্থা-বিধানার্থ স্ত্রাবলী কথিত হইতেছে,—

কামোপধাশুদ্ধান্ রক্ষিপৌহত্তঃপুৰে স্থাপয়েদিভ্যাচাৰ্ঘ্যাঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ । কামোপধাশুদ্ধ রক্ষিবর্গকে অস্ত্রপুৰে স্থাপন করিবে, আচাৰ্য্য-গণ ইহা বলেন । ৪৪ ।

বাংখ্যা । বাৎস্তায়ন এ স্থলে কোটীলা অথবা তাঁহার তুল্য-মতাবলম্বী আচাৰ্য্যগণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন । কোটীলোর মত—“কামোপধাশুদ্ধান বাহ্য-ভাস্ত্রবিহাররক্ষাস্ত্ৰ (স্থাপয়েৎ) ।” (১ম অধিকরণ ১০ম অধ্যায়) অস্ত্রপূর-রক্ষাতেও কামোপধাশুদ্ধদিগকে স্থাপন করিতে কোটীলা বলিয়াছেন । বাৎস্তায়নমতে আভ্যন্তর বিহার-রক্ষায় কামোপধাশুদ্ধদিগকে স্থাপন করিতে চলিবে না, ধর্ম্মোপধাশুদ্ধ এবং ভয়োপধাশুদ্ধদিগকেই স্থাপন করিবে । এই মতভেদ-দর্শনে নিশ্চয় করা যায়—কামসূত্রকার বাৎস্তায়ন এবং অর্থনীতিকার কোটীলা বিভিন্ন ব্যক্তি । ৪৪ ।

তে হি ভয়েন চার্হেন চাচ্যুং প্রযোজয়েরস্তস্মাৎ কামভয়ার্থো-
পধাশুদ্ধানিতি গোণিকাশুদ্ধঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ । গোণিকাশুদ্ধ বলেন,—সেই সকল রক্ষীও ভয়ে বা অর্থলোভে অস্ত্র পুরুষকে অস্ত্রপুৰে প্রবেশ করিতে পারে । অতএব কামোপধা, ভয়ে পধা এবং অর্থোপধাশুদ্ধ রক্ষিবর্গকে অস্ত্রপুৰে স্থাপন করিবে । ৪৫ ।

ধর্ম্মোপধাশুদ্ধানিতি গোনর্দীয়ঃ * ॥ ৪৬ ॥

• পাঠোৎসব প্রারম্ভে গোপগভাতে ন চৈনমন্তরেণ পরগ্রন্থসম্বাদিতঃ । নাপি প্রাচীন টীকাশুদ্ধমূলসম্বাদিতঃ ।

অনুবাদ । গোনদীয় বলেন,—ধর্মোপধাশুদ্ধ রক্ষিবর্গকে অস্ত্রপুরে স্থাপন করিবে । ৪৬ ।

ব্যাখ্যা । গোনদীয় আচার্যের অভিপ্রায় এই—রাজার অস্ত্রপুর উপযুক্ত-রূপে রক্ষা না করাও একপ্রকার রাজদ্রোহ । রাজদ্রোহ অধর্ম । স্বতঃপরতঃ অধর্মোচ্চারণ ধর্মবিশ্বাসী রক্ষী কখনই করিবে না । অতএব সেইরূপ রক্ষারই প্রয়োজন । ৪৬ ।

অদ্রোহো ধর্মস্তমপি ভয়াজ্জহাদতো ধর্মভয়োপধাশুদ্ধানিতি
বাৎস্তায়নঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ । বাৎস্তায়ন বলেন,—অদ্রোহ ধর্মেরই অন্তর্গত বটে, কিন্তু ভীতিবশে সেই ধর্মকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকে ; এইজন্য ধর্মোপধাশুদ্ধ এবং ভয়োপধাশুদ্ধ রক্ষিবর্গকে অস্ত্রপুরে স্থাপন করিবে । ৪৭ ।

সাধারণ ব্যাখ্যা । উপধা দ্বারায় শুদ্ধি ও অশুদ্ধিজ্ঞান কোটিলীয় অর্থনীতি-শাস্ত্রে ১ম অঙ্কিকরণে ১০ম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে । তাহার মর্মার্থ নিম্নে প্রদর্শিত হইল । উপধা—ছল । কামোপধা—যে পরিত্রাজিকার অস্ত্রপুরে যথেষ্ট সম্মান আছে এবং তাহাকে অস্ত্র সকলেও বিশ্বাস করে, রাজার আদেশে তিনিই কামোপধা করিবেন । তিনি একজন পুরুষকে গিয়া বলিবেন,—রাজমহিষী তোমার প্রণয়ান্ধলাষিনী এবং তিনি মিত্রনের উপায় সমস্তই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এ কার্যে তোমার প্রচুর অর্থলাভও হইবে—ইহা কামোপধা । যে পুরুষ অবচলিতভাবে ইহা প্রত্যাখ্যান করিবে, সেই কামোপধাশুদ্ধ । ভয়োপধা—কারাগৃহে রাজা পূর্ব হইতেই একজনকে বন্দী করিয়া রাখিবেন, পরে আর কয়েক ব্যক্তিকে নিরপরাধে বন্দী করিয়া সেই কারাগৃহেই রাখিবেন । সেই স্থলে পূর্ববন্দী এক একজনকে গুপ্তভাবে বলিবে,—এই রাজা অতি অবচারক—অসং, ইহাকে নিহত করিয়া আমরা আর কাহাকেও রাজ্য প্রদান করিব । সকলেরই মত হইয়াছে, তোমার কি মত ? ইহা ভয়োপধা । ইহাতে অবচলিত-ভাবে যে অসম্মতি প্রদান করিবে, সেই ভয়োপধাশুদ্ধ । অর্থোপধা—সেনাপতি

কোন ছলে রাজার নিকট অত্যন্ত অপমানিত হইবেন, সেই অবমাননা প্রতি-
 কারের জন্ত বহু অর্থ প্রদান করিয়া রাজাবনাশার্থ এক এক ব্যক্তিকে উত্তেজিত
 করিবেন এবং বলিবেন,—আমরা সকলেই এক মত । তোমার এ বিষয়ে কি
 মত বল, ইহা অর্থোপধা । অবিচলিত ভাবে যে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান
 করে, সে অর্থোপধাশূদ্ধ । ধর্মোপধা—রাজা পূর্ব পরামর্শ মত পুরোহিতকে
 অমাজাযাজনে আদেশ করিবেন । পুরোহিত সে আদেশ অগ্রাহ্য করিলে রাজা
 তাহাকে ভ্রিহস্বার করিবেন, তখন পুরোহিত অত্যন্ত প্রধান ব্যক্তিকে একে
 একে বলিবেন,—এ রাজা অধাশ্রিক, ইহার কারাগারে রুদ্ধ ইহারই জ্ঞান
 একজন ধার্মিক রাজপুত্র আছেন, আমরা তাঁহাকেই রাজা করিতে চাহি ।
 আমার এই প্রস্তাব সকলেরই সম্মত, তোমার মত কি ? ইহাই ধর্মোপধা ।
 এই প্রস্তাব অবিচলিত ভাবে যে প্রত্যাখ্যান করে, সে ধর্মোপধাশূদ্ধ । এত যে
 উপধাশূদ্ধি, ইহা দ্বারায় রক্ষিবর্গের উপধাশূদ্ধি বুঝিয়া লইবে অর্থাৎ কামোপধা-
 শূদ্ধি হলে রাজমহিষী তোমার প্রণয়াভিলাষিণী, স্থলবিশেষে এতদূর পর্যন্ত
 বলিতে হইবে না, অমুক সুন্দরী তোমার প্রণয়াভিলাষিণী ইত্যাদি বলিলেও
 পারদার্থোপধা বিবেচনা করিয়া যে রক্ষী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবে, সে
 কামোপধাশূদ্ধ । রাজারই আদেশে কেবলজন অপরিচিত বলিষ্ঠ একজনকে
 প্রাণের ভয় দেখাইয়া অকার্য্য সাহায্য করিবার জন্ত বলিবে, তাহাতে অস্বাকার
 করিলে তাহাকে বন্ধন করিবে, জলন্ত অনলে প্রক্ষেপ করিবার সমস্ত আয়োজন
 করিবে, তথাপি যদি সে ব্যক্তি অকার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে
 হর্যোপধাশূদ্ধ বলিয়া জানিবে ; এইরূপ অর্থোপধাশূদ্ধ ও ধর্মোপধাশূদ্ধ
 স্থির করিবে । ৪৪—৪৭ ।

পরবাক্যভিধায়িনীভিঃ গুঢ়াকারভিঃ প্রমদাভিরাগ্নদারানুপ-
 দধ্যাচ্ছোচাশোচপরিজ্ঞানার্থমিতি বাভ্রবীয়াঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ । বাভ্রব্যমতাবলম্বগণ বলেন,—রাজার গুপ্ত আজ্ঞাকারিণী
 প্রমদাগণ অস্ত্র নায়কের দূতী কর্তৃক লে তাঁহারই কথা রাজাকে বলিবে ।
 উদ্দেশ্য—রাজ্যে শুদ্ধা কি অশুদ্ধা, ইহার পরীক্ষা । ৮

দুস্তানাং যুবতিষু সিন্ধুদ্বান্নাকস্মাদভুক্তদূষণমাচরেদিত্তি বাৎসায়নঃ ॥৪৯॥

অনুবাদ । বাৎসায়ন বলেন,—মানসিক দুর্বলতা যুবতীগণের ত আছেই, কার্যত হুঁচুতা স্বীকার হয় নাই, অকস্মাৎ তাঁহাকে হুঁচুভাবে প্ররুতি প্রদান করা উচিত নহে । ৪৯ ।

অবতরণিকা । বাহাতে স্থলোকের চরিত্রদোষ ঘটে, তাহা জানিয়া অপ-
সারণ করাই কর্তব্য, অতএব সেই সকল কারণ নিয়ে প্রবর্ণিত হইতেছে ;—

অতিগোষ্ঠী নিরঙ্কুশত্বং ভর্তৃঃ সৈরতা পুরুষৈঃ সহানিয়ন্ত্রণতা ।
প্রবাসেহবস্থানং বিদেশে নিবাসঃ স্বরত্ন্যুপঘাতঃ সৈরিণীসংসর্গঃ
পতুরীর্ঘ্যালুতা চেতি স্ত্রীণাং বিনাশকারণানি ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ । অতিগোষ্ঠী, নিরঙ্কুশত্ব, ভর্তার সৈরচার, পুরুষগণের সহিত
অবাধে মিশ্রণ, স্বামী প্রবাসে থাকিলে একাকিনী গৃহে অবস্থিতি, বিদেশে
নিবাস, নিজ অন্নসংস্থানের অভাব, সৈরিণী সংসর্গ এবং স্বামীর ঈর্ষ্যালুতা এই
কয়টা স্বীগণের চরিত্রদোষের হেতু । ৫০ ।

ব্যাখ্যা । অতিগোষ্ঠী—বহু স্থলোকের সহিত মিলিয়া হাস্ত পরিভাস,
বসলাপ, পানসেবা ইত্যাদি কার্য্য আসক্তির সহিত বহবার অনুষ্ঠান করা ।
নিরঙ্কুশত্ব—কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার না করা । ভর্তার সৈরচার—শাস্ত্র বা
সমাজ কিছুই না মানিয়া ভর্তার নিজের ইচ্ছানুসারে তাহার বিচাব করা ।
স্বামীকে এই শাস্ত্র ও সমাজলঙ্ঘনে নিতম্বে প্রবৃত্ত দেখিলে তাহার পত্নীরও
সেইরূপ দুঃসাহস হয়, নিজেও লালস-প্রসূতগর্ভতার জন্ত এইরূপ ব্যবহার করিতে
ইতস্ততঃ করে না । স্বামীর ঈর্ষ্যালুতা—অকারণ পত্নীর ব্যাভিচার আশঙ্কা । ৫০ ।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ—

সংদৃশ্য শাস্ত্রতো যোগান্ পারদারিকলক্ষিতান্ ।

ন যাতি চ্ছলনাং কশ্চিৎ স্বদারান্ প্রতি শাস্ত্রবিৎ ॥ ৫১

অনুবাদ । শাস্ত্রানুসারে পারদারিক অধিকরণ-লক্ষিত যোগসমূহ দর্শন করিয়া
শাস্ত্রবিৎ কইলে নিজের পত্নী সন্দেহে অপরের নিকট চ্ছলনা-প্রাপ্তি ঘটে না । ৫১ ।

পাক্ষিকদ্বাং প্রয়োগাণামপায়ানাক দর্শনাং ।

ধর্ম্মার্থয়োশ্চ বৈলোম্যান্নাচরেন্ পারদারিকম্ ॥ ৫২

অনুবাদ । প্রয়োগ পাক্ষিক অর্থাৎ উপায়-প্রয়োগে ফল হইতেও পারে, নাও পারে ; অপায় অর্থাৎ অনিষ্ট প্রায়ই দেয়া যায় ; ধর্ম্মের প্রতিকূল আচরণ এবং অর্থকতি ইহা ত আছেই ; অতএব পারদারিক কর্ম্ম—পারদার্য্য অর্থাৎ পরস্পরগ্রহণ কদাচ করিবে না । ৫২ ।

তদেতদ্দারগুণ্যর্থমারম্ভং শ্রেয়সে নৃণাম্ ।

প্রজানাং দুষণায়ৈব ন বিজ্ঞেয়োহস্ত সংবিধিঃ ॥ ৫৩

ইতি শ্রীমদ-বাৎস্তায়নোয়ে কামসূত্রে পারদারিকে পঞ্চমেহধিকরণে.

অন্তঃপুরিকঃ * দারবিক্তিকঃ ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । এই পারদারিক প্রকরণ মনুষ্যগণের মঙ্গলার্থ আরম্ভ হইয়াছে । প্রজাগণের দুষণার্থ এই বিধানকে গ্রহণ করিবে না । ৫৩ ।

ব্যাখ্যা । দুলীর কার্য্য পরস্পরগ্রহণে প্রবৃত্ত নাযকের আকার ইঙ্গিত, পরকীয়ের আকার ইঙ্গিত, অন্তঃপুরে প্রবেশের যোগাযোগ ইত্যাদি যাচ কিছু বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়—এইরূপ প্রকারে স্বীলোকের চরিত্রভাণ হইয়া থাকে, পুরুষও পরস্পরগ্রহণে কলুষিত হয় । যে এই দোষ নিবারণে স্বেচ্ছা হইবে, তাহার এই সকল ছিদ্র সম্পূর্ণ জানি উচিত । জানিলে এই সকল ছিদ্র নিবারণ সে অনায়াসে করিতে পারে । রাজার ঘরে এবিষয়ে সত্যাঘা আচরণ আছে, তাহা যে রাজার পক্ষে অকর্ষব্য বাৎস্তায়ন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন ! দারগুপ্তি—যে পথ দিয়া দোষ আসিতে পারে, সেই পথের রোধ । ৫৩ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬ ।

পারদারিক নামক পঞ্চম অধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

* অন্তঃপুরিকমিত্যন্ত অন্তঃপুরিকমিত্যন্ত পারঃ পুস্তকান্তরে দৃশ্যতে ।

সাম্প্রয়োগিকাথ্য

ষষ্ঠাধিকরণম্ ।



সাম্প্রয়োগিক প্রকরণ—মিলন কাণ্ড ; ইহাতে দশ অধ্যায় এবং সপ্তদশ প্রকরণ আছে। এই সপ্তদশ প্রকরণের নাম এবং কোন্ অধ্যায়ে কোন্ প্রকরণ আছে, তাহা “সাধারণ” নামক ১ম অধিকরণে ১ম অধ্যায়ে শাস্ত্রসংগ্রহ প্রকরণে কথিত হইয়াছে, পুনরুক্তি নিম্প্রয়োজন। দশটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মন্ত প্রদর্শিত হইতেছে ;—

প্রথম অধ্যায়। পুরুষ তিন প্রকার—শশ, রঘ এবং অশ্ব। ব্রহ্মাঙ্গ শশ, মধ্যাঙ্গ রঘ এবং দীর্ঘাঙ্গ অশ্ব। রমণী তিন প্রকার—মৃগী, বডবা, হস্তিনী। ব্রহ্ম; মধ্য ও বৃহৎ—অঙ্গ দ্বারা এই ভেদও লক্ষ্য। শশ পুরুষের মৃগী রমণী, রঘ পুরুষের বডবা রমণী, এবং অশ্ব পুরুষের হস্তিনী রমণী উপযুক্ত, শশ ও হস্তিনীর বা মৃগী ও অশ্বের মিলন একান্ত বিসদৃশ ; রঘ-হস্তিনী-সংযোগ বা বডবাস্থ-সংযোগ মধ্যম। বিসদৃশ ও মধ্যমস্থলেও উপায় যোগে তাহার প্রীতি-বিধান ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা অন্ত অধ্যায়ে আছে। উপযুক্ত, বিসদৃশ ও মধ্যম মিলনে, নয় প্রকার প্রীতি হয়, ভাবভেদে এবং কালভেদেও প্রীতি নয় প্রকার করিয়া অষ্টার প্রকার হয়। সৰ্ব্বশুদ্ধ সাতাইশ প্রকার মিলন-প্রীতি—মূলে ইহা সবিস্তরে বর্ণিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়। চতুষষ্টি কলা মিলনের অন্তর্কুল বলিয়া মিলনের নামও চতুষষ্টি ইহা একমত, মিলনাঙ্গ আলিঙ্গনাদি চতুষষ্টি প্রকার বলিয়া মিলনের নাম চতুষষ্টি ইহা বাস্তব্যমত, এই চতুষষ্টির নামান্তর পাকালিকী। ইত্যাদি চতুষষ্টি সংজ্ঞা বিচার আছে, তাহার পর বাস্তব্যমতে অষ্টবিধ আলিঙ্গন বর্ণিত ; স্পৃষ্টক, বিদ্রক, উৎসৃষ্টক, স্পীড়িতক, লতাবেষ্টিতক, বৃক্ষাধিরূঢ়ক, তিলতণ্ডুলক ও ক্ষীরনীরক। সুবর্ণনামতে আর চার প্রকার অধিক আছে ;

তাহা একাঙ্গাশ্রিতা, সংবাহন ও আলিঙ্গনের অন্তর্গত, ইহা কাহারও মত বটে, কিন্তু বাৎসায়ন এই মত খণ্ডন করিয়াছেন ।

তৃতীয় অধ্যায় । চূষন, ললাট প্রভৃতি অষ্ট অঙ্গে প্রধানতঃ ব্যবস্থিত : অঙ্গভেদমূলক চূষন ভেদ—তাহাতে অষ্টবিধ চূষন হয়, এতদ্ভিন্ন অবাস্তুর ভেদ অনেক, চূষন, দাত, পদ ও কলহ ইত্যাদিও বর্ণিত আছে ।

চতুর্থ অধ্যায় । নখকৃত অষ্টবিধ ;—(১) আচ্ছুরিতক, (২) অর্দ্ধচন্দ্র, (৩) মণ্ডল, (৪) রেখা, (৫) ব্যাঘ্রনখ, (৬) ময়ূর-পদক, (৭) শশপ্লুতক এবং (৮) উৎপলপত্রক । নখচিহ্ন স্থান, দেশভেদে নথের বিভিন্ন স্বরূপ, গোড়ীয়গণের নখ সৌন্দর্য্য, দাক্ষিণাত্যগণের কস্মসহিস্কৃতা ও মহারাষ্ট্রগণের বিচক্ষণতার জ্যোতক । আচ্ছুরিতক প্রভৃতির লক্ষণ মূলে বর্ণিত ।

পঞ্চম অধ্যায় । দশনকৃত অষ্টবিধ ;—(১) গৃঢ়ক, (২) উচ্ছূনক, (৩) বিন্দু, (৪) বিন্দুমালা, (৫) প্রবালমণি, (৬) মণিমালা, (৭) খণ্ডাভ্রক এবং (৮) বরাহ-চর্চিতক । নখদশন চিহ্ন—সঙ্কেতার্থও প্রয়োজন হয় । দেশবিধেই বিভিন্ন প্রকার উপচার প্রচলিত,—মিলনের অঙ্গীভূত আচরণই উপচার, ইত্যাদি বিষয়ে নানা কথা বর্ণিত ।

ষষ্ঠ অধ্যায় । অষ্টবিধ শয়ন,—(১) সম-পৃষ্ঠ, (২) উৎকলক, (৩) বিজুস্তিতক, (৪) ইন্দ্রাণিক, (৫) সংপৃটক, (৬) পীড়িতক, (৭) বেষ্টিতক এবং (৮) বাস্তবক । সুবর্ণনাভমতে শয়নের অস্ত্র সংজ্ঞা ও স্বরূপ আছে । হুগা বড়বা ও হস্তিনী নায়িকা কোথায় কি ভাবে শয়ন করিবে,—এই সকল বিষয়ের উপদেশ আছে । শয়নের উদ্দেশ্য ও তৎপ্রসঙ্গে যে ভাব-বৈচিত্র্য, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে ।

সপ্তম অধ্যায় । মায়ক-নায়িকার কলহ ও প্রহার-বর্ণনা—প্রহার-ফলে চোলাব্জের স্ত্রীহত্যা-বৃত্তান্ত আছে । সৌৎকার ও অষ্টবিধ বিরক্তের বর্ণনা আছে ।

অষ্টম অধ্যায় । রমণীর পুরুষবৎ প্রবৃত্তি, ভাবলক্ষণ, পুরুষের উপসর্গণ-প্রকার বর্ণিত হইয়াছে ।

নবম অধ্যায় । ক্রৌব দ্বিবিধ,—স্ত্রীকৃপী এবং পুরুষকৃপী ; ক্রৌবের জীবিকা-

নিরীহার্থে অদ্ভুত ব্যবস্থা আছে। বারান্দার স্থায় শুষ্কগ্রহণে দ্বিবিধ ক্রীড়-
নিজ শরীর বিক্রয় করিত। তাহার অদ্ভুত কার্যকলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়। মিলন, মিলনান্ত ভোগ, মান, মানভঞ্জন—প্রীতিস্থখ এই
অধ্যায়ে বর্ণিত।

সাম্প্রয়োগিক অধিকরণের নামান্তর—চতুষ্টয়; আলিঙ্গনাদি অষ্টবিধ
কার্য মিলনের অঙ্গ। প্রত্যেক অঙ্গই আট ভাগে বিভক্ত। ইহা বাভব্য-
চার্যের মত। সেই চতুষ্টয় অঙ্গের উপদেশক বলিয়া এই পরিচ্ছেদ চতুষ্টয়
নামে খ্যাত। বাভব্যপ্রণীত এই চতুষ্টয়—নন্দিনী স্নেহগা সিন্ধা স্নেহগঙ্গারণী
এবং নারীপ্রিয়া বলিয়া আচার্য্যগণ শাস্ত্রে ইহার কর্তন করেন। অশ্ব শাস্ত্র-
বক্তা যুদ্ধ চতুষ্টয় বর্জিত হ'ন, তিনি বিশ্বৎ-সমাজে কথাবিত্তাসে আদৃত হ'ন
ন। গল্প বিজ্ঞান-বর্জিত ব্যক্তি ও যদি 'চতুষ্টয়' বিচক্ষণ হন, তিনি নর-নারী
গোষ্ঠে কথাবিত্তাসে অগ্রস্থান অধিকার করেন। কথ্য, গণিকা ও পরকীয়
কোনই অনুরাগভরে মহাসমাদরে চতুষ্টয়-বিচক্ষণ পুরুষকে দর্শন করিয়া

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।



শশো বৃষোহশ্ব ইতি লিঙ্গতো নায়কবিশেষাঃ ॥ ১ ॥

জয়মঙ্গলা টীকা ।

শশো। শিথিল সাধয়ত ইত্যুক্তম্। স্ত্রীসাধনং চাবাপঃ। স চাবিজাত-
শাস্ত্রশূন্য যুজ্যত ইত্যাবাপাৎ পল্লভকৃত্যং সাম্প্রয়োগিকমুচ্যতে। তত্রাপি
সাম্প্রয়োগে প্রথমঃ রতম্। অশ্বিন্ প্রমাণাদিভিজাতস্বরূপে যথাযথমালিঙ্গনাদয়ঃ
প্রযুক্ত্যমানা রতার্থা ইতি প্রমাণকালভাবেভ্যো রতাবস্থাপনমুচ্যতে। হেতো

পক্ষমী । প্রমাণাদিনা তন্তু ব্যবস্থাপনমিতার্থঃ । তত্র লিঙ্গসংযোগান্তাবকাল-
বিত্তি তাভ্যাং প্রাক্ প্রমাণতন্তাবদ্রতাবস্থাপনমাহ । লিঙ্গত ইতি । লিঙ্গাৎ
স্ত্রীহাদয়োহেনেনেতি লিঙ্গম্ । লোকপ্রতীত্যা লিঙ্গং মেহনমুচ্যতে । তত্র
পৌঃস্বমুচ্যতে, স্ত্রীণাং নিম্নং প্রমাণঞ্চ শাস্ত্রব্যবহারয়োঃ । অগ্নাৎ পৌঃস্বাচ্ছ ইব
শশঃ । তথা সমাদ্ রুযঃ । মহতোহিবঃ । ইতি নায়কভেদাঃ । ১ ।

নায়িকা পুনর্মুগী বড়বা হস্তিনী চেতি ॥ ২ ॥ তত্র সদৃশসম্প্র-
যোগে সমরতানি ত্রীণি ॥ ৩ ॥

টীকা । নায়িকা পুনরিত্তি । পুনঃশব্দো বিশেষণার্থঃ । লিঙ্গস্ত ভিন্নহাৎ
সংজ্ঞাভেদে প্রযুক্ত্যত ইতি পুরাচার্যৈর্মুগ্যাভিক্রমমিতাঃ, ন শশাদিভেদঃ ।
তথা চাৰ্হলক্ষণম্—যজ্ঞবল্লভশেতোবমায়ামেন যথাক্রমম্ । শশাদিভেদ-
ভিন্নানাং ত্রিধা সাধনসংস্থিতিঃ ॥ পরিণাহেন তুল্যা স্তাদায়ামন্ত প্রমাণতঃ ।
নিয়তা নেতি কেচিত্ত্বে পরিণাহে প্রচক্ষতে ॥ স্ত্রীণাং সংশয়মার্গোহপি তদ্বদেব
প্রতিদ্যতে । আয়ামপরিণাহাত্যাং মুগ্যাদীনাং শশাদিবৎ ৷ ইতি । তত্রোক্ত
নায়কনায়িকয়োৰ্ভেদে । সদৃশো বিসদৃশো বা সম্প্রযোগঃ স্তাদিত্যাঙ্—সদৃশ-
সম্প্রযোগ ইতি । শশস্ত মুগ্যা, রুযস্ত বড়বয়া, অশ্বস্ত হস্তিন্যা সহ সদৃশঃ
সম্প্রযোগো রক্তে স্ত্রিয়সমাশ্লিলক্ষণঃ । অগ্নহাদিত্তিলিঙ্গসাদৃশ্যং । তস্মিন
সতি ত্রীণি সমরতানি । রক্তসাধনয়োরাশ্রয়াশ্রয়িতাবেন যজ্ঞসাম্যাৎ ৷ ২ । ১ ।

বিপর্যয়েণ বিষমাণি ঘট ॥ ৪ ॥ বিষমেত্বপি পুরুষাধিকাং
চেনন্তরসম্প্রযোগে হে উচ্চরতে ॥ ৫ ॥ ব্যবহিতমেকমুচ্চতররতম্ ॥
৬ ॥ বিপর্যয়ে পুনর্বে নীচরতে ॥ ৭ ॥ ব্যবহিতমেকং নীচতররতঞ্চ ॥
৮ ॥ তেষু সমানি শ্রেষ্ঠানি ॥ ৯ ॥ তরশকাঙ্কিতে হে কনিষ্ঠে ॥ ১০ ॥
শেষাণি মধ্যমানি ॥ ১১ ॥

টীকা । শশস্ত বড়বয়া হস্তিন্যা চ, রুযস্ত মুগ্যা হস্তিন্যা চ অশ্বস্ত মুগ্যা বড়-
বয়া চেতি বিসদৃশঃ সম্প্রযোগঃ লিঙ্গবৈষম্যাৎ । তস্মিন সতি ষড়্ বিষমাণি

বর্তানি, যজ্ঞবৈষম্যাৎ । বিষমেষপি রতেষু ব্যবহারার্থঃ বিশেষসংজ্ঞামাহ—
পুরুষাধিক্যং চেদিতি । যদা লিঙ্গতঃ পুরুষাধিক্যং স্থিতি নানহং, তদানন্তরো
ব্যবহিতো বা সম্প্রয়োগঃ স্মৃতাৎ । তত্রাশ্বস্ত বড়বয়া যুগ্মস্ত মৃগান্তি বৈলোম্যে-
হনস্তরসম্প্রয়োগঃ । তস্মিন্ সমরতাচ্ছ উচ্যতে । সাধনস্তোচ্চতয়া রজ্জব-
পীড়া ব্যাপ্রিয়মাণত্বাৎ । ব্যবহিতমিতি—অশ্বস্ত মৃগা সহ ব্যবহিতসম্প্রয়োগঃ,
বড়বয়া ব্যবধানাৎ । তস্মিন্ সতি উচ্যতেহুচ্চতরতম্ । সাধনস্তোচ্চতয়া
নিম্পীড়িতেন কথঞ্চিদ্ভাষ্যপারাৎ । বিপর্যয়ে ঘে । পুনরিত্তি পুনঃশব্দো বিশেষ-
ণার্থঃ । স্থিতি আধিক্যে হনস্তরসম্প্রয়োগে শশস্ত বড়বয়া যুগ্মস্ত হস্তিস্তেতাঙ্ক-
লোম্যেন সমরতাচ্ছ নীচরতে । সাধনস্ত নিকৃষ্টতয়া রজ্জে সমাগনবপুর্ধ্য ব্যব-
হারাৎ । ব্যবহিতে বড়বয়াস্তরিতে সম্প্রয়োগে শশস্ত হস্তিস্তা সহেতি নীচরতা-
রীচতরতম্ । তত্রানবপুর্ষেব্য ব্যবহারাৎ । এষামুক্তমাদীত্যাহ—তেষাতি । অবশু
বতেষু ষড়্ভ্যো বিষমরতেভাঃ সমানি শ্রেষ্ঠানি প্রশস্তানি । তত্র বহুসাম্যা-
হুভয়োঃ পরস্পরস্থখাতিশয়াৎ । তর-শব্দাঙ্কিতে কনিষ্ঠে, উচ্চতরনীচতরশকা-
ঙ্কিতে অধমে । তত্র যজ্ঞস্মৃতিপীড়নাদতিশৈথিল্যাচ্চ স্পর্শশুশ্রুতভাবাৎ ।
শেষানি চত্বারি উচ্যতে ঘে নীচরতে ঘে মধ্যমানি শ্রেষ্ঠকনিষ্ঠভাবাৎ । তত্র
হনতিপীড়নাদনতিশৈথিল্যাচ্চ স্পর্শশুশ্রুত সমত্বাৎ ॥ ৪—১১ ॥

সাম্যেহপুচ্চাঙ্কং নীচাঙ্কাজ্জায় ইতি প্রমাণতো নববর্তানি ॥১২॥

টীকা । তত্রাপি মধ্যমানাং বিশেষমাহ—জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠভাবাদ্রতস্ত সাম্যে-
হপি মাধ্যম্বেহপীত্যর্থঃ উচ্চাঙ্কং নীচাঙ্কাজ্জায় ইতি । উচ্যতে হি যোষিত
উৎফুরকাদিমা প্রসার্য জঘনং সংবিষ্টায়াঃ সাধনাধিক্যং কণ্ঠতিপ্রতীকারাধিক-
লাভঃ । নীচরতে তু সংপুটকাদিনাবহাসিতজঘনায় অপি ন তৎপ্রতীকারো-
হন্তি । যথোক্তম্—‘ন হস্তসাধনঃ কামী চিরকৃত্যোহপি বা নরঃ । কণ্ঠতে-
রপ্রতীকারান্নতিপ্রিয উচ্যতে ॥’ ইতি ॥ ১২ ॥

যস্মৈ সম্প্রয়োগকালে প্রীতিরূদাসীনা, বীৰ্য্যমল্লং, ক্ষতানি চ ন
সহতে স মন্দবেগঃ ॥ ১৩ ॥

টীকা। ভাবতো রতাবস্থাপনমাহ—ভাবতো হি কালস্ত পশ্চাত্তাবিত্যৎ
কলরূপাভাবান্তাপরিচ্ছেদাৎ । তথাহি হেতুকলভেদাদত্র দ্বিবিধো ভাবঃ । তত্র
কামিতাথো হেতুঃ । তস্মিন্ সতি সম্প্রয়োগাৎ । রতাশ্চে চ ভাবঃ কলম্ ।
তস্মাদ্ভয়রূপাদিতমবস্থাপ্যতে । স চ ১৬মধ্যমাতিমাত্রভেদাল্লিবিধঃ । তত্র
যশ্চ সম্প্রয়োগকালে প্রীতিরূপসীনা সম্প্রয়োগেচ্ছা মনোগ্ ভবতি রতির্বা বীৰ্যমগ্নঃ
সম্প্রয়োগে মন্দো ব্যাপারঃ শুক্রধাতুর্বা স্তোকঃ, ক্তানি চ নায়িকায়্য দন্তনৈঃ
প্রযুক্ত্যমানানি উপলক্ষণহাৎ প্রহরণঞ্চ ন সহতে য ইত্যর্থাৎ দ্বিভক্তি-বিপরিণামঃ
স মহতাবস্থানন্দবেগঃ, মুহুরাগ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তদ্বিপর্ধ্যায়ে মধ্যমচণ্ডবেগো ভবতঃ, তথা নায়িকাপি ॥ ১৪।১৫ ॥

টীকা। তদ্বিপর্ধ্যয় ইতি যথোক্তস্ত বিপর্ধ্যাবে । যশ্চ সম্প্রয়োগে প্রীতিমধ্যঃ,
বীৰ্যঃ মধ্যঃ, ক্তানি চ যঃ সহতে, স মধ্যতাবস্থান্মধ্যবেগ ইত্যেকো বিপর্ধ্যঃ ।
সম্প্রয়োগে প্রীতিরধিকা, বীৰ্যঃ মহৎ, ক্তানি চাত্যর্থঃ সহতে, সৌহৃদিক-
ভাবস্বাক্ষণবেগ ইতি দ্বিতীয়ে বিপর্ধ্যয়ঃ । তথ্যেতি পুরুষবৎ । যশ্চ সম্প্রয়োগ
ইত্যাদিন্য মন্দমধ্যচণ্ডবেগো ইতি নায়িকাস্তমঃ ॥ ১৪।১৫ ॥

তত্রাপি প্রমাণবদেব নব রতানি ॥ ১৬ ॥ তদ্বৎ কালতোহপি
শীঘ্রমধ্যচিরকালো নায়কঃ ॥ ১৭ ॥

টীকা। অত্রাপীতি ভাবেহপি । প্রমাণবদেবেতি । সদৃশসম্প্রয়োগে সমর-
তানি জীর্ণ । বিপর্ধ্যয়ে বিবর্মাণি যট্ । তদ্বদ্বিতি । যথা ভাবপ্রমাণাভ্যাং,
তথা কালতো নব রতানি ; ভাবোৎপত্তিনিমিত্তস্ত কালস্ত শীঘ্রাদিভেদেন
ত্রৈবিধ্যাৎ । যদাহ—‘শীঘ্রমধ্যচিরকালো ইতি । শীঘ্রেণ কালেন রতির্দ্বস্ত । তথা
মধ্যচিরকালাত্যাম্ । নায়কো ইতি নায়কশ্চ নায়িকা চেতি ‘পুমান্ স্ত্রিয়া’
ইত্যেকশেষনির্দেশঃ ॥ ১৬।১৭ ॥

তত্র স্ত্রিয়াৎ বিবাদঃ ॥ ১৮ ॥ ন স্ত্রী . পুরুষবদেব ভাবমধি-
গচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

টীকা। তত্রৈতি । নায়কনায়িকয়োঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ স্ত্রিয়াং বিবাদঃ । স্ত্রীবিষয়ে মহভেদ ইত্যর্থঃ । তত্র ঔদালকৈর্ন্যতম—যাদৃশং সুখং বিসৃষ্টিপ্রভবং পুরুষো-
হনুতবতি, তাদৃশমেব ন স্ত্রী, শুক্রাভাবাৎ ॥ ১৮ ॥ ১৯ ॥

সাতত্যাঙ্কুশাঃ পুরুষেণ কণ্ঠুতিরপনুদ্যাতে ॥ ২০ ॥

টীকা। কিমর্থং তর্হি পুরুষেণ সম্প্রযুক্ত্যত ইত্যাহ—সদ্বাদকশ্চ স্বভাবতঃ
কর্মজুষ্টিহাত্তত্র নিসর্গসিদ্ধা কণ্ঠুতিঃ । তথাচোক্তম,—‘রক্তজাঃ কুময়ঃ সূক্ষ্মা
মৃদুমধোগ্রাশক্তয়ঃ । অরসদ্যমু কণ্ঠুতিং জনয়ন্তি যথাবলম্ ॥’ সা তস্মাৎ
পুরুষেণাপনীয়তে । সাতত্যাং ইতি । অনবরতসাধনবাপারেনেত্যর্থঃ । অত্থথা
তৎপ্রতিবন্ধে কণ্ঠা উৎকোপ এব স্মাৎ ॥ ২০ ॥

সা পুনরাভিমানিকেন সুখেন সংস্কৃতা রসাস্তুরং জনয়তি ॥
২১ ॥ তস্মিন্ সুখবুদ্ধিরস্থাঃ ॥ ২২ ॥ পুরুষপ্রীতেশ্চানভিজ্ঞত্বাৎ ॥
২৩ ॥ কথন্তে সুখমিতি প্রক্টুমশক্যত্বাৎ ॥ ২৪ ॥ কথমেতদূপ-
লভাতে ইতি চেৎ পুরুষো হি রতিমধিগম্য স্বেচ্ছয়া বিরমতি, ন
প্রিয়মপেক্ষতে ন হেবং স্ত্রীতোর্দালকিঃ ॥ ২৫ ॥

টীকা। অপদ্রব্যোগাপি সা স্বয়মপনয়তীতি চেদাহ—সেতি । সা চ কণ্ঠুতি-
রপনীয়মানা শলাকিকয়া কর্ণকণ্ঠুতিরিব । আভিমানিকেনেতি । আভিমানিকং
চূদনাদিসুখং বক্ষ্যতি । তেন সংস্কৃতাভুগতা । রসাস্তুরমিতি সুখাস্তুরং জন-
য়তি । যৎ কণ্ঠুতাপনোদসুখং, যচ্চ চূদনাদিসুখং, তয়োঃ সংস্কৃতয়ো রসাস্তুরত্বাৎ ।
তস্মিন্ রসাস্তুরে সুখবুদ্ধিরস্থাঃ সুখিতাস্মীতি । কণ্ঠুতিপ্রতীকারমাত্রে তু ন
সুখবুদ্ধিঃ, তস্মাৎ অপ্রাধাত্বাৎ । ততঃ ‘স্পর্শবিশেষবিষয়া আভিমানিকসুখানু-
বিন্ধা ফলবত্যাৎপ্রতীতিঃ’ প্রাধাত্বাদিত্যেতদ্বিশেষলক্ষণং ন তুল্যম্ । বিশেষো
যদত্র ন ফলবতী, শুক্রাভাবাৎ । তচ্চ রসাস্তুরমাত্রস্তাৎ প্রভৃতি সন্তানেন সর্কথা
কণ্ঠুতাপনোদাৎ প্রবর্ততে । পুরুষসুখন্তু বিসৃষ্টিভাবিত্বাৎ । অত এব তয়োঃ
সদৃশত্বঃ, কালতশ্চ ন সাদৃশ্যমিতি ন কালভাবাত্যাং নব রতানি । নমু চ

পুরুষবদ্রিঃ স্ত্রী নাধিগচ্ছতীতি কথমেতদ্ব্যপনভ্যাতে, যস্মাৎ পুরুষপ্রীতেশ্চেত-
ৎস্বদেনাতোপ্রিয়ায়াঃ প্রত্যাক্ষণানভিভ্রবাৎ । কস্ত? জাতুঃ পুরুষস্তেতাব্যর্থঃ ।
চ-শব্দাৎ স্ত্রীপ্রীতেশ্চ । যদা স্ত্রী পুরুষায়মাণা স্বব্যাপারোপাশ্রয়ঃ প্রীতিঃ জনয়তি,
ততশ্চ তদসদ্বেনাদেব স্বভাবাৎ প্রীতিরজ্ঞা ইতি কথম্ব্যপনভ্যাতে? পৃষ্টা
জ্ঞাস্ততীতাপি নাস্তীত্যাহ—কথমিতি । কথং কেন প্রকারেণ তব শ্রুৎ, কিং
বিস্ট্যেয়া যথাস্মাকং, কিং বাস্তেমেতি । তত্র স্থিয়া বিস্ট্যেয়াস্তাসদ্বেনাদেব
প্রকারান্তরসুখস্ত চ পুরুষোপাসংবেদনাৎ প্রষ্টুমপি ন শক্যতে; কিমূত তৎচনাৎ
পরিজ্ঞানম্? তস্মাৎ পুরুষবদ্রাৎ নাধিগচ্ছতীতি কথমেতদ্ব্যপনভ্যাতে ইত্যাহ-
শব্দোচ্চালকিকপনকুপায়মাহ—পুরুষো হীতি । পুরুষো রতিমবিগম্যা
বিস্ট্যেয়াস্তসুখমবুভূয় কৃতকৃত্যাহাৎ স্বেচ্ছয়া ব্যাপারাদ্বিরমতি, ন স্থিগমপেক্ষতে
ব্যাপ্রিয়মাণামপি, ন হেবং স্ত্রীতি । সাপি যদি পুরুষবদ্রিস্ত্যেয়াস্তসুখমবিগচ্ছ-
তদা তদবিগম্য পুরুষনিরপেক্ষা স্বেচ্ছয়া যদ্বিবলমপূর্বকং বিরমেৎ । নষ্টেন-
মস্তত্র পুরুষবিরামাৎ । বিরতেহপি পুংসি পুরুষান্তরসাপেক্ষাহাৎ । তথাহি
কেনচিৎ পুংসা সম্প্রযুক্তা তথাবস্থিতৈরৈবাপরৈঃ সম্প্রযুক্ত্যমানা কাচিৎ দৃশ্যতে ।
অত এবোক্তম্—‘অগ্নিতৃপ্যতি নো কাঠৈর্নাপগাভিঃ পয়োদধিঃ । নাস্তকঃ
সর্বভূতৈশ্চ ন পুংভির্বামলোচনা ॥ ইতি । তস্মাৎ স্বেচ্ছয়া বিরামাভাবায়
বিস্ট্যেয়াস্তসুখাধিগমো, যথা প্রাথিস্যষ্টে: পুরুষস্তেতি ॥ ২১—২৫ ।

তত্রৈতৎ স্মৃতাং ;—চিরবেগে নায়কে স্ত্রিয়োহনুরজ্যন্তে, শীঘ্রবেগস্ত
ভাবমনাসাদ্যাবসানেহভাসুয়িত্তো ভবন্তি । তৎ সর্বং ভাবপ্রাপ্তোর-
প্রাপ্তেশ্চ লক্ষণম্ ॥ ২৬ ॥

টীকা । মা ভূৎ স্বেচ্ছয়া বিরামোপলভ্যাৎ স্ত্রীম্ বিস্ট্যেয়াস্তসুখানুভূতিঃ ; অন-
রাগদর্শনাভি স্মৃতাং । তদ্ যথা চিরবেগে নায়কে চিরমুপসৃত্য বিস্ট্যেয়াস্তসুখাধিগম-
দ্বিরতে স্ত্রিয়োহনুরজ্যন্তে—স্মিতস্তীত্যর্থঃ । শীঘ্রবেগস্ত চ নায়কস্ত ক্ষিপ্ৰমুপসৃত্য
সুখাধিগম্যাদ্বিরমস্ত রতাস্তেহভাসুয়িত্তো দ্রেষ্যণো ভবন্তি । তৎ সন্নিহিতং ।
অনুরাগো বিরাগশ্চোভয়ং লক্ষণং জ্ঞাপকমিত্যর্থঃ । কস্তেত্যাহ—ভাবস

প্রাপ্তেরপ্রাপ্তশেতি । তদানুরাগো যোষিতাং সুখপ্রাপ্তিং জ্ঞাপয়তি । বির-
গচ্ছ দুঃখাধিগমাৎ সুখাপ্রাপ্তিঞ্চ, বিরগস্তা বিরুদ্ধকাৰ্য্যত্বাৎ । অনুরাগবিরাগো
চ সুখদুঃখহেতুকৌ পুরুষেযু দৃষ্টান্তদ্বয়েন সিদ্ধৌ । তেহপি হি পুরুষায়িতে চিরং
ব্যাপ্তা বিরতায়াং যোষিতাধিগতসুখাশ্চিরবেগা অনুরজ্যস্তে ; তৎক্ষণবির-
তায়াক্ষ দুঃখাধিগমানবাপ্য তে রতিসুখমিতি বিরজ্যস্তে । তস্মাৎ পুরুষস্তেব
যোষিতোহপ্যানুরাগোপলভ্যাদ্বিস্থিতিসুখাধিগমঃ প্রতীয়তে । ইতি ॥ ২৬ ॥

তচ্চ ন ॥ ২৭ ॥ কণ্ঠুতিপ্রতীকারোহপি হি দীর্ঘকালং প্রিয়
ইতি ॥ ২৮ ॥ এতদুপপদ্যত এব ॥ ২৯ ॥ তস্মাৎ সন্দিগ্ধভা-
দলক্ষণমিতি ॥ ৩০ ॥

টীকা । তচ্চ নেতি । অনুরাগো ভাবপ্রাপ্তেল্লক্ষমিত্যেতন্নাস্তি, সাধারণত্বা
দস্ত । তদাহ—কণ্ঠুতিপ্রতীকারোহপি ইতি । তস্মাচ্চিরবেগেন কণ্ঠুতের
প্রতীকারঃ প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকালমত্যাতিচিরকালং, সোহপি জ্ঞানাং প্রিয়ঃ, ন
কেবলং বিস্মৃতিসুখজননম্ । এতদুপপদ্যতে এব ন তু নোপপদ্যতে এবত্য-
নেনাযোগব্যবচ্ছেদেন ভবৎপক্ষেহপ্যেতদন্ত্যেতি দর্শয়তি । অন্তথা বিস্মৃতি-
সুখাধিগমেহপি কণ্ঠুতেরপ্রতীকারান্ন তদানুরাগঃ । ততশ্চ কিং বিস্মৃতিসুখাধি-
গমাদনুরাগোহস্তাঃ, কিংবা কণ্ঠুতিপ্রতীকারসমুৎপত্তি ইতি সন্ধিভঃ, তথানধিগমাৎ ।
বিরাগোহপি নীত্বেবেগে যোজ্যতে । তস্মাদেতত্ত্বভয়ং সন্ধিগতাদ্বিস্থিতিসুখস্ত
প্রাপ্তেরপ্রাপ্তশালক্ষণমজ্ঞাপকম্, উক্তযজ্ঞ বর্তমানত্বাৎ । তস্মাৎ স্বেচ্ছা-
বিরামাবিরামাবেব জ্ঞাপকৌ । তৌ চ জ্ঞিয়াঃ বর্তমানাবর্তমানৌ স্ত ইতি ন
পুরুষবজ্রতিমধিগচ্ছতীতি স্থিতম্ ॥ ২৭—৩০ ॥

সংযোগে যোষিতঃ পুংসা কণ্ঠুতিরপনুদতে ।

তচ্চাভিমানসংস্কটং সুখমিত্যভিধীয়তে ॥ ৩১

টীকা । এতদেব মতমোদলাকীগীতেন প্রোক্তেনাহ—কণ্ঠুতাপনোচসমুৎপ-
ন্নসুখমভিমানসংস্কটমিতি কারণে কাৰ্য্যোপচারাধাভিমানিকসুখানুবিদঃ
সুখমিত্যভিধীয়তে যোষিভিঃ ॥ ৩১ ॥

সাতত্যাৎ যুবতিরারম্ভাৎপ্রভৃতি ভাবমধিগচ্ছতি পুরুষঃ পুন-
রস্ত এব ॥ ৩২ ॥ এতদুপপন্নতরম্ ॥ ৩৩ ॥ নহসত্যাৎ ভাবপ্রাপ্তৌ
গর্ভসম্ভব ইতি বাস্তবীয়াঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকা। বাস্তব্যমতমাহ--সাতত্যাদিত্তি দ্বাবপি বিসৃষ্টিসুখমধিগচ্ছতঃ ।
স্বী হারম্ভাদ্ যম্বযোগাৎ প্রভৃতি সাতত্যান্নৈরন্তর্য্যেণ । সা হি পুরুষেণোপস্থ্য-
মাণা প্রতিরজলভাণ্ডবচ্ছনৈঃ ক্রিন্নসদ্বাধা ভবতীতি প্রত্যক্ষসিদ্ধমেতৎ । সুখঞ্চ
পুরুষস্তেব বিসৃষ্ট্যহুর্বিধমিত্যারম্ভাৎ প্রভৃতি স্বীভাবমধিগচ্ছতি । পুরুষঃ পুনরন্তে
ভাবমধিগচ্ছতি, তদানৌ শুক্রবিসর্গাৎ । এতদিত্তি যথোক্তমুপপন্নতরম্, প্রমাণ-
সিদ্ধহাৎ । ততশ্চ তয়োর্ভিন্নকালহার সাদৃশ্যমিতি ন কালতো নব রতানি ।
ভাবতস্ত সন্তি ; বিসৃষ্টিসুখসাদৃশ্যাৎ । নহু সদাধো ত্রণস্বভাবহাদপল্লদ্যমানঃ
ক্রিদ্যতীত্যাহ--নহীতি । রসপ্রাপ্তৌ বিসৃষ্টিসুখাধিগমে তৃপ্তা হি স্বী গর্ভঃ
ধতে । যথাহ চরককারঃ ;—‘নির্দীবিকা গৌরবমঙ্গসাদন্তস্ত্রা প্রহবে হৃদযবাখা
'চ । তৃপ্তিশ্চ'বীজগ্রহণং স্বযোন্তাঃ গর্ভস্তা সদ্যোহনুগতস্তা লিঙ্গম্ ॥' ইতি ।
তৃপ্তিশ্চ ভাবঃ । স চ ন শুক্রবিসৃষ্টিং বিনেতাভিপ্ৰায়ঃ । আর্ন্তব' বিসৃজতি,
ন শুক্রমিতি কেচিৎ । যথাহ,—‘কামাগ্নিতপ্তচিত্তস্বীপুংসম্মোরন্তোত্তদেহসংসর্গা-
দনুগীদণ্ডাভ্যামিব বহ্নিঃ শুক্রার্ন্তবমথনাদিত্তি । অস্তি তাবতৃপ্তিনিবন্ধনম্ । কিং
তদিত্তি চিন্ত্যতে ।—যদি তন্ন শুক্রং, কথং যোষিতো গর্ভসম্ভব উপপদ্যতে ।
যথা হি পুরুষসংসর্গাৎ স্ত্রী গর্ভঃ ধতে, তথা যোষিৎসংযোগাদপি । যথোক্তং
সুশ্রুতে ;—‘যদা নারী চ নারী চ মৈথুনায়েপপদ্যতে । অন্তোন্তং যুক্ততঃ
শুক্ৰমনস্থিত্ত্ব জায়তে ॥' ইতি তস্মাদ্রসধাতোকুৎপন্নোহিস্ফটাতুরেব কস্তাঞ্চিদ-
বহ্নায়ামার্ন্তবম্ ; শুক্রধাতুশ্চ মজ্জধাতোকুৎপদ্যত ইতি ॥ ৩২—৩৪ ।

অত্রাপি তাবোশঙ্কাপরিহারো ভূয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকা। অত্রাপীতি বাস্তব্যমতেরূপ । তাবোবেতি পুরৌক্তাবাশঙ্কাপরি-
হারো বাচ্যো । তত্র যদ্যরম্ভাৎপ্রভৃতি ভাবাধিগমস্তদা চিরবেগেহনুরজ্যন্তে,
শীঘ্রবেগস্ত চাবসান্বেত্যহুযিত্ব ইত্যর্থঃ ভেদো ন যুজ্যতে । উভয়ত্রাপ্যসাং

ভাববিগমাদৃশ্যে চ ভেদঃ । যস্মাদনুরাগস্তস্মাদন্তে পুরুষবস্তাবশ্য প্রাপ্তিঃ ;
যতঃ সাস্থ্য, তস্মান্নানুরাগঃ প্রভৃতীত্যশঙ্কাপরিহারোহপি । তন্ন । কণ্ঠতি-
প্রতিকারোহপি দীর্ঘকালং প্রিয় ইতি কণ্ঠ্যপনোদাভাবাচ্চ শীঘ্রবেগে চ
প্রবেশঃ । সত্যপি ভাববিগমে কণ্ঠ্যপনোদাস্থাধিককালস্তাভাবাৎ । অথবা
দীর্ঘকালং ভাবজননমপি প্রিয়মিতি যোজ্যম্, ভাবস্থাধিকৃতত্বাৎ । শীঘ্রবেগে
চ বিবজ্ঞাস্তে, চিরকালং ভাবস্তাঃ জননাৎ । যোষিতো হি চিরানুবন্ধনং ভাব-
নুৎপাদ্যমানমস্বপ্নম্, তাসামষ্টেঙলকামদ্বাৎ । এবং সতি ন পুণ্ডিত্যমলোচনা-
দৃশ্যাস্ত্যোঃ স্বপ্নম্, তেষামেকঙলকামদ্বাৎ, ন পুনরিসৃষ্টিসুখাভাবাদিত । ভূয়-
শ্চৈত পুনরাশঙ্কাপরিহারো ॥ ৩৫ ॥

তত্রৈতৎ স্থাৎ—সাততেন রসপ্রাপ্তাবারম্ভকালে মধ্যস্থচিন্ততা,
মাতিসহিষ্ণুতা চ ততঃ ক্রমেণাধিকো রাগযোগঃ শরীরে নির-
পেক্ষদ্রব্য অস্তে চ বিরামাভীপ্সেত্যেতদনুপপন্নমিতি ॥ ৩৬ ॥

টীকা : তদাঃ—রতস্তারম্ভকালে মধ্যস্থচিন্ততা নখকতাদীনামপ্রয়োগঃ ।
নাতিসহিষ্ণুতা চ নখকতাদীনাম্ প্রযুক্ত্যমানানাং নাতিক্রমিতা । ততশ্চ ক্রমে-
ণানুরাগান্তরকালঃ তরতমভেদাদধিকরাগযোগ ইতি মধ্যস্থচিন্ততায়াং বিপর্যয়ঃ
শরীরেহপি নিরপেক্ষদ্রব্যমাতিসহিষ্ণুতয়া, অস্তে চ বিরামাভীপ্সা প্রযোজ্য-
নিরুদীচ্ছা । এতৎসকলমবস্থান্তরং যোষিতঃ সাতত্যাভ্যুদয়প্রাপ্তৌ সত্যানুপপন্নম্,
প্রারম্ভাৎ প্রভূতোকরণতয়! সাততেন বিসৃষ্টিসুখম্ প্রবর্তহাৎ । পুরুষস্য
বিসৃষ্টাবস্থায়ামেতদবস্থান্তরং দৃশ্যত ইতি ॥ ৩৬ ॥

তচ্চ ন ॥ ৩৭ ॥ সামান্যেহপি ভ্রান্তিসংস্কারে কুলালচক্রস্য
ভ্রমরকস্য বা ভ্রান্ত্যাবেব বর্তমানস্য প্রারম্ভে মন্দবেগতা, ততশ্চ
ক্রমেণ পূরণং বেগস্তেত্যুপপদ্যতে খাতুক্কয়াচ্চ বিরামাভীপ্সেতি ॥
৩৮ ॥ তস্মাদনান্যেকপ ইতি ॥ ৩৯ ॥

টীকা : নৈবানুপপন্নম্ ; কুলালচক্রাদিবত্পদ্যতে এব । ভ্রমরকঃ কাষ্ট-

যথ ক্রীড়নকল্পবায়ু ; তদীর্ঘেণ সূত্রেণাবেষ্টা লাভিকা ভ্রাময়ন্তি । যথা তয়োর্দণ্ডে
সূত্র-প্রত্যাক্ষিপ্তে ভাস্তিসংস্কারে সমানেহপ্যাদিমধ্যাবসানেষু ভাস্ত্যামেব বর্জ-
মানয়োঃস্বত্থা ভাস্ত্যাবান্তৎসংস্কারোহন্তীতি কথং প্রতীয়তে । প্রারম্ভে মন্দ-
বেগতা মন্দভ্রমণম্ । ততঃ ক্রমেণ তরতমভেদেন পূরণং বেগস্ত । যথা তৎ
কলালচক্রং, ভ্রমরকং বা নিশ্চলচক্রমিব স্থিতমিচ্ছি, এবং ঘোষিতোহপি পুরু-
ষোণোপসৃষ্টাদিভিঃ প্রত্যায়ৈকুৎপদামানে বিসৃষ্টিশুখে সমানেহপ্যাদিমধ্যাবসানেব
প্রারম্ভকালে মন্দবেগতা যুগ্মী রতিঃ । তত্র মধ্যস্থচিন্ততা নাতিসহিষ্ণুতা চ ।
ততঃ ক্রমেণ পূরণং বেগস্তাধিক্যং রতেঃ । যত্রাধিকচিত্তবৃত্তা শরীরনিরপেক্ষ-
মিচ্ছি । সাত্ততোন ভাবস্ত প্রবৃত্তহাৎ কথং বিরামাভীপ্সেত্যাহ ;—ধাতুক্কয়া-
ফোহি । সতৎপরে কামিতাপ্যে ভাবে যঃ শুক্রধাতুঃ স্বস্থানাচ্চুতঃ স্বনাভী-
প্রস্পন্দাতে, তস্মারস্তাৎ প্রভতি শব্দৈঃ শব্দৈঃ শব্দনাৎ ক্ষয়ে নিরন্তরাগাহা-
দ্বিরামাভীপ্সেতি । তস্মাদনাৎকপ ইতি অচোদ্যঃ বিসৃষ্টিপ্রভবস্ত ভাবস্ত
সন্তানেন প্রবৃত্তস্বাবস্থান্তরমরূপপন্নমিতি ॥ ৩৭—৩৯ ॥

সুরতান্তে স্তুথং পুংসাং স্ত্রীণাং তু সততং স্তুথম্ ।

ধাতুক্কয়নিমিত্তা চ বিরামেচ্ছোপজায়তে ॥ ৪০

টীকা । অমুমেরার্থঃ বাহুব্যাগীতেন শ্লোকেনাহ ;—সুরতান্ত ইতি স্পষ্টার্থো-
ক্তম্ ॥ ৪০ ॥

তস্মাৎ পুরুষবদেব ঘোষিতোহপি রসবাস্তিদৃষ্টব্য ॥ ৪১ ॥

টীকা । এবং পক্ষদ্বয়পক্ষান্ত সিদ্ধান্তমাহ—যত এবং বিবাদস্তস্মাদসবাক্তী
বক্তব্যপত্তির্বা পক্ষদ্বয় বিসৃষ্টিরন্তে চ তদ্বদেব ঘোষিতোহপি দৃষ্টব্য ॥ ৪১ ॥

কথং হি সমানায়ামেবাকৃতাবেকার্থমিতিপ্রপন্নয়োঃ কার্যাবৈল-
ক্ষণম্ ॥ ৪২ ॥ স্মাদুপায়বৈলক্ষণাদভিমানবৈলক্ষণাচ্চ ॥ ৪৩ ॥

টীকা । পুরুষশুখেন চ স্ত্রীশুখস্ত বৈসাদৃশ্যঃ স্বরূপতঃ কালতো বা স্মাৎ
তত্তত্তরথ্যাপি ন যুজ্যত ইতি প্রতিপাদয়মাং—তত্র বিজাতীয়য়োঃ পুরুষবদ্ভবদো-
সঃ প্রযুক্তয়োর্ভবেৎ সুখবৈসাদৃশ্যমিতি ॥—সমানায়ামেবাকৃতাবিতি । তুল্যায়াঃ

মনুষ্যজাতো । তুল্যজাতীয়য়োরপি স্নানভোজনার্থং প্রবর্তমানয়োঃ স্নাদিত্যাহ
—একমিতি । একং রতাপ্যমৰ্শমভিমুখেন প্রবৃত্তয়েঃ । কথং কার্যবৈলক্ষণ্যং
স্নাৎ ? তত্র বিজাতীয়য়োঃ পুরুষবভবয়োৰ্ভাবমুখস্ত বিজাতীয়কার্যস্ত মুখস্ত
স্বরূপতঃ কালতশ্চ ভেদাদিত্যর্থঃ । যে চ সমানাকৃতয়ঃ সন্ত এককার্যমভিপন্ন-
স্তেষাং সদৃশং কার্যম্ । ন হি মেঘয়োঃ সমানাকৃতোরেকস্মিন যুদ্ধলক্ষণার্থে
প্রবৃত্তয়োৰভিষাতঃ কার্যং কালস্বরূপাত্যাং ভিদ্যতে । ইতি । পুনঃপুনঃ শাস্ত্র-
কার এব পরপক্ষমুপোদ্বলয়ন্বাহ ;—স্নাতুপায়বৈলক্ষণ্যাদিতি । ভবেত্তত্র
কার্যভেদ উপায়ভেদাৎ ॥ ৪২ । ৪৩ ॥

কথম্ ? উপায়বৈলক্ষণ্যং তু সর্গাৎ কর্তা হি পুরুষোহধি-
করণং যুবতিঃ ॥ ৪৫ ॥ অগুথা হি কর্তা ক্রিয়াৎ প্রতিপদ্যতেহহুথা
চাধারঃ ॥ ৪৬ ॥ তস্মাচ্চোপায়বৈলক্ষণ্যং সর্গাদভিমানবৈলক্ষণ্য-
মপি ভবতি ॥ ৪৭ ॥ অভিযোক্তাহমিতি পুরুষোহনুরজ্যতে অভি-
যুক্তাহমেনেনেতি যুবতিরিতি বাৎসায়নঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকা । কথমিতি । স চোপায়ভেদো নিক্রপ্যমাণঃ স্ত্রীপুংসব্যাপারব্যভি-
রেকণে নাস্তীত্যাহ ;—উপায়বৈলক্ষণ্যং তু সর্গাদিতি । উপায়ভেদঃ সৃষ্টি-
রিত্যর্থঃ । এতেষব হি সৃষ্টিঃ স্ত্রীপুংসযোৰ্ধেদেকঃ কর্তাহুক্তচাধার ইতি । তদেব
যোজয়ন্বাহ ;—অন্তথেনি । একস্ত নিয়মং মেহনমপরস্তোন্নতম্ । ততশ্চ
গ্রাস্তগ্রাসকভাবান্নেহনবোঃ ক্রিয়াভেদঃ । তস্মাচ্চৈবন্তব্যাপারাত্মকহাহুপায়-
বৈলক্ষণ্যম্ন কেবলং ভবৎপারিকল্পিতঃ কার্যভেদোহভিমানভেদোহপি ভবতি
তদেব দর্শয়ন্বাহ ;—অভিযোক্তেত্যাদি । অহমেনাং রক্তম্নুযুজে ইতি কর্তৃ-
ব্যাপারাপেক্ষয়া পুরুষোহভিমন্তমানোহনুরজ্যতে । অহমেনানাভিযুক্তা রক্তমি-
চাধারব্যাপারাপেক্ষয়া যুবতিরভিমন্তমানাহনুরজ্যতে । ততশ্চ তাবৎপন্নভিমানা
নুরাগৌ সম্প্রয়োগে ব্যাপ্রিয়মাণাবপি কালস্বরূপাত্যাং সদৃশং ভাবমভিগচ্ছতঃ
ন তু ক্রিয়াভেদমাত্রাদিসদৃশম্ । ততো হভিমানমাত্রং ভিগতে, ন কার্যমিত্তে
কচ্ছতসি কুহা শাস্ত্রকারো ব্যক্তাভিপ্রায়ঃ স্বপক্ষঃ দর্শয়তি স্নানম্ ॥ ৪৪—৪৮

তত্রৈতৎ শ্রাদুপায়বৈলক্ষণাবদেব হি কার্য্যবৈলক্ষণ্যমপি কস্মিন্ন
 শ্রাদিতি ॥ ৪৯ ॥ তচ্চ ন ॥ ৫০ ॥ হেতুমদুপায়বৈলক্ষণ্যম্ ॥ ৫১ ॥
 তত্র কৰ্ত্তাধারয়োৰ্ভিন্নলক্ষণত্বাৎ ॥ ৫২ ॥ অহেতুমৎ কার্য্যবৈলক্ষণ্য-
 মন্ত্যায়াং শ্রাৎ ॥ ৫৩ ॥ আকৃতেরভেদাদিতি ॥ ৫৪ ॥

টীকা । পরস্তাপি শাস্ত্রকারেণাভিমানবৈলক্ষণ্যমভ্যুপগচ্ছতোপায়বৈলক্ষণ্য-
 মভ্যুপগতম্ । তস্মাৎস্বয়ং কথং কার্য্যভেদঃ পরং নাভ্যুপগচ্ছেদিত্যভিপ্রায়ে
 বৰ্ত্ততে । তন্নিরাকৰ্ত্ত্বং শাস্ত্রকারঃ প্রকটয়তি—উপায়বৈলক্ষণ্যবদিতি । যথা-
 নয়োৰ্য্যাপারো ভিন্নোহভ্যুপগতন্তদ্বদেব সুখাখ্যমপি কার্য্যং ভিন্নং কস্মান্নাভ্যুপ-
 গম্যতে, তজ্জন্তুত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ,—তচ্চ নেতি । তজ্জন্তুত্বং কার্য্যন্ত ন বৈলক্ষণ্য-
 মপি তুপায়বৈলক্ষণ্যমেব যুক্তম্ । তস্মাক্কেতুমদুপায়বৈলক্ষণ্যং কৃত ইত্যাহ,—
 কৰ্ত্তাধারয়োৰ্ভিন্নলক্ষণত্বাদিতি । স্বতঃ কৰ্ত্তা, অধিকরণমাধারঃ । তয়ো-
 হেছোৰ্ভিন্নস্বভাবহাধ্যাপারাবপি তজ্জন্তুত্বাভিন্নাবিতার্থঃ । যতু কার্য্যন্ত
 তজ্জন্তুত্বংপি বৈলক্ষণ্যং ; তন্তু নিরূপ্যমাণোহন্তো হেতুর্নাস্তীত্যাহ, অহেতু-
 মদিতি—অহেতুত্বাচ্চ কার্য্যবৈলক্ষণ্যমিতি অন্ত্যায়াং যুক্তিশূন্যমভ্যুপগতং শ্রাৎ ।
 তামেব যুক্তিং স্মারয়মাহ,—আকৃতেরভেদাদিতি । সমান্যামেব মনুষ্যজাতি-
 বেকাভিন্নজ্ঞানঘোঃ স্ত্রীপুরুষয়োৰ্য্যাপারো পরস্পরাপেক্ষৌ কালস্বরূপাত্যাং
 সদৃশং সুখং জনয়তঃ ॥ ৪৯—৫৪ ॥

তত্রৈতৎ শ্রাৎ সংহতা-কারকৈরেকোহর্থোহভিনির্ব্বর্ত্ততে পৃথক
 পৃথক স্বার্থসাধকৌ পুনরিমৌ তদযুক্তমিতি ॥ ৫৫ ॥

টীকা । দেবদত্তঃ কাষ্ঠেঃ স্থান্যামোদনং পচতোত্যাদৌ দেবদত্তাদিভিঃ কৰ্ত্তৃ-
 করণাধারৈঃ কারকৈঃ সমুদ্যোদনো দৃশ্যতে । পরস্পরসাধকৌ পুনরিমৌ স্ত্রী-
 পুংসৌ । যতো যুবতিরাদারঃ পুরুষব্যাপারাপেক্ষঃ স্বসন্তানেষু সুখাখ্যং স্বার্থঃ
 সাধয়তি, পুরুষশ্চ কৰ্ত্তা স্ত্রীব্যাপারাপেক্ষ ইতি । এতচ্চ ভিন্নার্থসাধকত্ব-
 কারকাণামযুক্তম্, ওদনাদাবদৃষ্টত্বাৎ । দৃশ্যতে চ স্ত্রীপুংসয়োঃ কৰ্ত্তাধারয়োঃ

সুখরূপং পৃথকার্থং, তথা সমানাকৃতিহেহপি । তদেব কার্যং কালস্বরূপাভ্যাং
বিসদৃশং স্তাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

তচ্চ ন ॥ ৫৬ ॥ যুগপদনৈকার্থসিদ্ধিরপি দৃশ্যতে যথা মেঘয়ো-
রভিঘাতে কপিথয়োর্ভেদে মল্লয়োৰ্যুদ্ধ ইতি ॥ ৫৭ ॥ ন তত্র
কারকভেদ ইতি চেৎ ॥ ৫৮ ॥ ইহাপি ন বস্তুভেদ ইতি ॥ ৫৯ ॥
উপায়বৈলক্ষণ্যং তু সর্গাদিতি তদভিহিতং পুরস্তাৎ ॥ ৬০ ॥ তেনো-
ভয়োরপি সদৃশী সূত্রপ্রতিপত্তিরিতি ॥ ৬১ ॥

টীকা । তচ্চ নেতি । নৈতদযুক্তং; কিং তু যুক্তমেব, যুগপদনৈকার্থ-
সিদ্ধিদর্শনাৎ । যথা মেঘয়োরভিঘাত ইতি । অভিঘাতবিষয়ে যুগপদনৈকার্থ-
সিদ্ধিদৃশ্যতে । যুগপাদ্ব্যুৎ চাভিঘাতো ভবতীত্যর্থঃ । এবং কপিথয়োর্ভেদে
মল্লয়োৰ্যুদ্ধ ইতি । তথা স্রোপুংসয়োঃ কারকয়োঃ পৃথকার্থ্যং সদৃশং চ স্তাদিতি ।
মেঘ-কপিথ-মল্লগ্রহণং তির্ধাগচেতনমমুঘোষপ্যাস্ত স্তায়স্ত প্রাপ্তিখ্যাপনার্থম্ ।
তত্র কো ভেদ ইতি চেৎ? তত্রৈতৎ স্তাৎ । মেঘাদিযুদ্ধাদাবপি দ্বাবপি
প্রতিযোগিনৌ কর্তারৌ, ন তত্র কারকাস্তরম্; ইহ তু কর্তাধারাবিতি কথং ন
বিসদৃশং কার্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ;—ইহাপীতি । স্রোপুংসয়োরপি ন কশ্চিৎ পরমার্থতঃ
কারকয়োর্ভেদঃ, অপি তু দ্বাবপোহৌ কর্তারৌ ক্রিয়াং নির্বর্তয়তঃ । কেবলং
কণাধিকরণাদয়ো ভেদা বুদ্ধিকল্পিতা ব্যবহারার্থং ব্যবস্থাপ্যন্তে । এবং চ সতি
উপায়বৈলক্ষণ্যং তু সর্গাৎ ইতি যৎকৃতং, তদভিহিতং প্রতিবিহিতং পুর-
স্তাদ্ভুত্বম্ । কর্তৃধারলক্ষণশ্চৈবাবান্তরঙ্গাৎ । তেন প্রতিবিহিতেনোভয়োরপি
স্রোপুংসয়োঃ সদৃশী সূত্রপ্রাসঙ্গিঃ । কালস্বরূপাভ্যাং সদৃশং সুখমুৎপাদ্যত ইত্যর্থঃ ।
অনুত্থা কথং তয়োঃ রাগজরোপশমঃ । তামেবাত্যস্তিকৌমানন্দাবস্থামধিকৃতো-
পস্থেন্দ্রিয়মানন্দেন্দ্রিয়মিতি গীয়তে ॥ ৫৬—৬১ ॥

জাতেরভেদাদ্ভেদস্পর্শোঃ সদৃশং সুখমিষ্যতে ।

তস্মাস্তথোপচর্য্য স্রী যথাগ্রে প্রাপ্নু যাদ্রতিম্ ॥ ৬২ ॥

টীকা । অমুমোবাং শাস্ত্রকারঃ সংগ্রহশ্লোকেনাং । দম্পত্যোঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ । একাৰ্থমভিপ্রপন্নয়োৰিত্যর্থঃ । এতাবস্তু স্ত্রীং অবাস্তবস্ত্রীজাতিভেদাদপরমস্তা-
কণ্ডতাপনোদসুখং, যচোপমুদামানে সদ্ধাধে স্তন্দনঃ শুক্রস্তঃ বিসৃষ্টিসুখং তু
পুরুষবদন্ত এবতি । যথোক্তম্ ;—‘কণ্ডতাপগমাৎ স্ত্রীণাং করণাচ্চ সুখ’
দ্বিধা । স্তন্দনং চ বিসৃষ্টিশ্চ শুক্রস্ত করণং দ্বিধা ॥ ক্রিয়তা কেবলস্তন্দাদি-
সৃষ্টেৰ্ধনাৎ সুখম্ । অস্তে স্বাক্ষিপ্তবেগায় বিসৃষ্টিন্ৰবৎ স্মৃতা ॥ তত্র
রসাদম্পত্যোঃ সমকালো চেদ্রতিকৃতমঃ পক্ষঃ, সমরতত্বাৎ । ভিন্নকালো চেৎ,
পুরুষস্ত প্রাগধিগতভাববাদ্ ধ্বজভঙ্গে ন স্ত্রী ভাবমধিগচ্ছেৎ । তস্মাৎ সমরতা-
দ্বিমমরতে তথোপচৰ্য্যা স্ত্রী চূদনালিঙ্গনাদিতিক্রপচরণীয়া, যথাগ্রে প্রাপ্তুয়াদ্ৰতিম্ ।
স্মিয়াঃ প্রাগধিগতে ভাবে পুরুষো যুক্তযস্মো বেগঃ কুৰ্যাদান্ননো ভাবঃ নিম্নহ
য়িতুমিত ॥ ৬২ ॥

সদৃশত্বস্ত সিক্তত্বাৎ কালযোগিত্বপি ভাবতোহপি কালতঃ
প্রমাণবদেব নব রতানি ॥ ৬৩ ॥

টীকা । কালযোগীত্বনীতি । অপি-শব্দাভাবযোগীত্বপি । অন্তথা কণ্ডতা-
পনোদসুখস্ত বিসৃষ্টিসুখস্ত বা বৈসাদস্তাৎ কথং ভাবতো নব রতানি ॥ ৬৩ ॥

রসো রতিঃ প্রীতিৰ্ভাবো রাগো বেগঃ সমাপ্তিরিতি রতি-
পর্যায়ঃ সম্প্রয়োগো রতং রহঃ শয়নং মোহনং সুরতপর্যায়ঃ ॥ ৬৪ ॥

টীকা । রতি-রতবোৰ্ণবহারার্থঃ পর্যায়ানাং ।—ফলাবস্থা রতিঃ । হে-
বস্থা চ রতম্ । তয়োঃ পর্যায়শব্দানামেকার্থবিশয়ত্বেহপি নিমিত্তং ভিদাহে ।
যথা—ঐশ্বর্যযোগাদিস্তঃ, শক্তিয়োগাচ্চক্রঃ । তত উপস্থে-দ্ভিয়েণ রসনাদনুভ-
বনাদ্রসঃ ফলাবস্থায়াং সুখত্বেন চিত্তপরিম্পল্লেন রমণাদ্রতিঃ । চিত্তপ্রাণাৎ
স্বীকৃতিঃ । কামিতাথেন ভাবেন ভাব্যমানদ্বাভাবঃ । কামিতাথোহপি ভাবাদে
ফলরূপোহনেৰ্নেতি ভাবঃ । চিত্তরঞ্জনাদ্রাগঃ । শুক্রধাতোঃ সুখানুবিদগ্ধ
নাভ্যুখাৎ পৃথগ্ভবনাদ্বেগঃ । রতস্ত সমাপনাৎ সমাপ্তিরিতি । ‘সঙ্গতয়ো’

দ্বাপুঃনমোঃ সমাক্ প্রকৃষ্টো যোগঃ সম্প্রযোগঃ। হেববদ্ধায়াং বা কাপি চিত্ত-
পরিষ্কন্দেন রমণাদ্রিতম্। দম্পতিব্যতিরিক্তমন্তঃ রহস্যতীতি রহঃ। শয়নীয়-
প্রতিশয্যিকয়োঃ শয়নাচ্ছয়নম্। অন্তব্যাপারেষু মোহনার্হিচিহ্ন্যকরণান্মোহন-
মিতি ॥ ৬৪ ॥

প্রমাণকালভাবজ্ঞানাং সম্প্রয়োগাণামেকৈকশ্চ নববিধত্বাভেবাৎ
ব্যতিকরে সুরতসংখ্যা ন শক্যতে কৰ্ত্তু মতিবহুত্বাৎ ॥ ৬৫ ॥

টীকা। প্রমাণ কাল-ভাবজ্ঞানাং ত্রয়াণাং রতানামেকৈকশ্চ নববিধত্বাৎ
সমুদায়েন সপ্তাবংশতিঃ। দ্বিবিধং রতম্,—গুহ্যং সংকীর্ণং চ। তত্র গুহ্যস্তা-
সমুদায়ে সঙ্কীর্ণমেব যুক্তমভিধাতুমিতি মন্তমানঃ শাস্ত্রকার আহ—তেষামিতি।
সপ্তাবংশতিসংখ্যানাং ব্যতিকরে সংযোগে। ইত্ৰাপি ন দ্বাত্যাম্, অসমুদায়ে;
ত্রিভিরেব ব্যতিকরঃ। সুরতসংখ্যা ন শক্যাহে বক্তুঃ প্রত্যেকনির্দেশেনাতি-
বহুত্বাৎ। তেষু হি প্রত্যেকং নির্দিষ্টমানেষু গ্রন্থগৌরবং স্ম্যৎ। সংক্ষেপেণ
চ সপ্তাবংশতি প্রয়োজনং নাস্তি। তস্মাৎ পূৰ্বসংখ্যায়ৈব যোজনীয়মিতি প্রায়ঃ।
তত্র সমং বিষমং চ সঙ্কীর্ণকম্। তদ্ব্যখ্যা—শশস্ত মন্দশীঘ্রবেগস্ত মুগ্যা তথা-
বিধয়া, শশস্ত মন্দমধ্যবেগস্ত মুগ্যা তথাবিধয়া, শশস্ত মন্দচিরবেগস্ত মুগ্যা
তথাবিধয়া, শশস্ত মধ্যশীঘ্রবেগস্ত মুগ্যা তথাবিধয়া, শশস্ত মধ্য-মধ্য বেগস্ত
মুগ্যা তথাবিধয়া, শশস্ত মন্দচিরবেগস্ত মুগ্যা তথাবিধয়া, শশস্ত চণ্ড-শীঘ্রবেগস্ত
মুগ্যা তথাবিধয়া, শশস্ত চণ্ডমধ্যবেগস্ত মুগ্যা তথাবিধয়া, শশস্ত চণ্ডচিরবেগস্ত
মুগ্যা তথাবিধয়া, ইতি সদৃশসম্প্রযোগে সমানি নব সঙ্কীর্ণরতানি। এষামেব
নবানাং শশানামেকৈকশ্চ সদৃশীং মুগীমেকাং ত্যক্তা শেবাভরতথাবিধাভি-
বস্তীভরণেণে দ্বাসপ্ততিরিতি বিষমাদি সঙ্কীর্ণরতানি। যথা শশস্ত নবপ্রকারস্ত
নবপ্রকারয়া তথাবিধয়া বহুবয়া বিষমাদি নব সঙ্কীর্ণরতানি। অতথাবিধাভি-
বস্তীভরণেণে দ্বাসপ্ততিরিতি বিবীক্ষণে। এবং হস্তিনাং তাবন্ত্যেব বিষমাণ্যতি
বিষমাদি চেতি সংক্ষেপেণ শশস্ত ত্রিচহ্মারিংশচ্ছতদ্বয়ম্ (২৪০)। তাবদেব
রহস্যগ্ৰন্থ চ। সমুদায়েন চৈকোনত্রিংশৎসপ্তরতানি (১২২) ॥ ৬৫ ॥

তেষু তর্কাদুপচারান্ প্রযোজয়েদिति বাৎস্তায়নঃ ॥ ৬৬ ॥

টীকা। সংকীর্ণরতেষু বুদ্ধ্য পরিচ্ছিন্নেষু তর্কাদুপচারান্ যোজয়েৎ । যথা
প্রমাণকালভাবজেষু যে যথাযথমালিঙ্গনাদয় উপচারান্তান্ রহয়িত্বা সন্ধীর্ণানেব
যোজয়েৎ, তথা তৎ সমরতমেব প্রায়ত্বকং শ্রাদিত্যর্থঃ । অত্র বাত্রবীয়াঃ
শ্লোকাঃ;—‘পৌরুষং মেহনং যত্র মেহনে পরিঘৃষ্যাতে । ভাবকালৌ সমানৌ
চ তদ্রতং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে ॥ ভিদ্ধ্যতে মেহনং যত্র ঘৃষ্যাতে চ ন সর্বশঃ । বিষমৌ
কালভাবৌ চ কনিষ্ঠং তদ্বদাহুতম্ ॥ সুরতং সন্ধিসাম্যে শ্রাদিঘৃষ্যমৌ দূবতং
স্মৃতম্ । মধ্যমানি তু সন্ধীর্ণ তেষু চাভীক্ষ্যাবলম্ ॥ বলীয়ান সন্ধিতঃ কালঃ
কালেহপি হি শশোহপি সন্ । সংস্পৃশতোব সন্ধিত্ব ইন্তুনীমেহনেন্দরম্ ॥
এব বাজী বিরোধো তু মূগীকালপ্রকর্ষণতঃ । তস্মাৎ প্রমাণমেবাবলীক্ষ্য সন্ধিতঃ
পরে ॥ বলীয়ান বেগ ইত্যন্তে যস্মাদবোহপ্যবেগবান্ । নৈব সার্থীভূতঃ
শক্তো বেগঃ কালপ্রকর্ষণঃ ॥ এবং তু নৈব খিদের্যত মন্দবেগাপি নায়িকা ।
যথাবিষয়মতোসাং তস্মাজ্জ্ঞেয়ং বলাবলম্ ॥ হীনৌ ভাবপ্রমাণভ্যাং বেগবান্
কালবর্জিতঃ । কালপ্রমাণহীনশ্চ তত্র শেষেণ সাধয়েৎ ॥’ ইতি ॥ ৬৬ ॥

প্রথমরতে চণ্ডবেগতা শীঘ্রকালতা চ পুরুষস্ত তদ্বিপরীতমুত্ত-
রেষু । যোষিতঃ পুনরুত্তেদেব বিপরীতম্ । আ ধাতুক্ষয়াৎ ॥ ৬৭ ॥
‘প্রাক্ চ স্ত্রীধাতুক্ষয়াৎ পুরুষধাতুক্ষয় ইতি প্রায়োবাদঃ ॥ ৬৮ ॥

টীকা। তত্র স্ত্রীভাবতো যো যন্ত ভাবঃ কালশ্চ, স ভাবান্তরং কালান্তরং
চ যদা প্রতিপদ্যতে তদা ভাবকালান্তরসংক্রান্তিঃ । তাং দর্শয়িতুমাহ।—
শীঘ্রমধ্যাচিরবেগাণাং মন্দমধ্যাচণ্ডবেগানামন্ততমস্ত প্রকৃতিত্বস্ত প্রথমরতে স্ত্রীভেদ-
পেক্ষয়া শীঘ্রবেগতা চণ্ডবেগতা চ দ্রষ্টব্য৷ । তদানীং প্রবৃদ্ধদ্বাদ্ভাগশ্চণ্ডায়মানৈঃ
জ্ঞতঃ প্রশান্যতি । ‘তদ্ যথা,—চিরচণ্ডবেগস্ত প্রথমরতে মধ্যবেগতা চণ্ডতর-
বেগতা চ কালভাবভ্যাম্, মধ্যমধ্যবেগস্ত শীঘ্রবেগস্ত চণ্ডবেগতা চ, শীঘ্রমন্দ-
বেগস্ত শীঘ্রতরবেগতা মধ্যবেগতা চ, শীঘ্রমধ্যবেগস্ত শীঘ্রতরবেগতা চণ্ডবেগতা
চ, শীঘ্রমন্দবেগস্ত শীঘ্রতরবেগতা চণ্ডতরবেগতা চ, মধ্যমন্দবেগস্ত শীঘ্রবেগতা

মধ্যবেগতা চ, মধ্যচণ্ডবেগস্ত শীঘ্রবেগতা চণ্ডতরবেগতা চ, চিরমন্দবেগস্ত
কালভাবাত্যং [মধ্যবেগতা] মন্দমধ্যবেগতা চ, চিরমধ্যবেগস্ত মধ্যবেগতা চণ্ড-
বেগতা চ; ইতি নব প্রথমরতে সংক্রান্তিরতানি । তদ্বিপরীতমুত্তরেণিতি
প্রথমরতে যজ্ঞং, তস্তা বিপরীতং দ্বিতীয়াদিসু রতেষিতার্থঃ । তত্র কাম্যৈক-
গুণত্বাৎ পুরুষস্ত প্রশান্তরাগহাদ্বিতীয়ে রতে প্রকৃতিস্থৈব ভাবকালান্তরসংক্রান্তিঃ
যোষিতঃ পুনরতেদেব বিপরীতমিতি । অত্রাপি প্রকৃতিস্থায়ীঃ প্রথমরতে
স্বভেদাপেক্ষয়া চিরবেগতা মন্দবেগতা চ দ্রষ্টব্য। তস্তা অষ্টগুণে। হি
বাগো। নিসর্গাদেব প্রথমরতে ন সঙ্কল্যতে । ততশ্চ তদানীং মন্দায়মানশ্চিরেণ
প্রশাম্যতি । তদযথা—চিরচণ্ডবেগায়াঃ প্রকৃতিস্থায়ীশ্চিরতরবেগতা মধ্যবেগতা
চ কালভাবাত্যম্, মধ্য-[মধ্য-] বেগায়াশ্চিববেগতা মন্দবেগতা চ শীঘ্রমন্দ-
বেগায়া মধ্যবেগতা মন্দবেগতা চ, ইত্যেবং শেষাশ্চপি ষট্শু যোজ্যম্ । তদ্বি-
পরীতমুত্তরেষু দ্বিতীয়ে রতে প্রকৃতিস্থৈব সংক্রান্তিঃ । ততঃ শনৈঃশনৈঃ
সঙ্কল্যাৎ প্রবর্দ্ধমানরাগবেগয়োঃ স্বভেদাপেক্ষয়া তৃতীয়াদিরতেষু শীঘ্রতরতম-
বেগতাদয়শ্চণ্ডতরতমবেগতাদয়শ্চ ধর্ম্মাঃ । যাবচ্চক্রধাতুক্ষয়ঃ । ইতি স্রীপুংসয়ো-
স্তলো, ধাতুক্ষয়ে বিশেষঃ, যৎ পুরুষস্ত ধাতোরেকগুণত্বাদযোষিতশ্চ পশ্চাদষ্ট-
গুণত্বাত্তদাহ;—প্রাক্ চেতি । প্রায়োবাদ ইতি ন পুংভির্ভামলোচনা তৃপা-
তীতি । প্রমাণান্তরং সংক্রান্তিঃ চ যোষিতো জঘনপ্রসারণাচ্ছাসাত্যং
পুরুষস্ত চ বুদ্ধিবিনঃ ॥ ৬৭। ৬৮ ॥

মুদ্রাদুপমুদ্রান্নিসর্গাচ্চৈব যোষিতঃ ।

প্রাপ্নু বস্ত্যান্ত তাঃ প্রীতিমত্যাচার্য্যা বাবস্থিতাঃ ॥ ৬৯ ॥

টীকা । শীঘ্রমধ্যচিরবেগা নাযিকা ইত্যুক্তম্ । কাঃ পুনস্তা ইত্যাহ—নিসর্গাৎ
সভাবতো যাঃ স্থিয়ো মুদ্রস্তাঃ, অমুদ্রস্যোহপি যাশ্চুদ্রনাদিভির্বাহৈরাস্তরৈশ্চাস্কলি-
কর্যাদিত্রকপমুদ্রান্তে, তাঃ শীঘ্রতরং প্রীতিং প্রাপ্নুবন্তি । তাঃ শীঘ্রবেগা ইত্যর্থঃ ।
তদ্বিপরীতয়ে তা মধ্যচিরবেগা ইত্যর্থ ইত্যুক্তম্ । তথা পুরুষোহপীতি তত্র

মুহূৰ্হঃ স্বাভাবিকং লক্ষণম্ । শেষং কৃত্রিমম্ । ইত্যচাৰ্য্যা ব্যবহৃত্য ইতি
সৰ্কেয়ামেতদেব মতম্, অব্যভিচারিত্বাৎ ॥ ৬৯ ॥

এতাবদেব যুক্তানাং ব্যাখ্যাভ্যং সাম্প্রায়োগিকম্ ।

মন্দানামববোধার্থং বিস্তরোহতঃ প্রবক্ষ্যতে ॥ ৭০ ॥

টীকা । রতাবস্থাপনমাত্রেন সাম্প্রায়োগিকং সংক্ষেপেন ব্যাখ্যাতম্ । যুক্তাঃ
প্রাজ্ঞাঃ শাস্ত্রেণ বিদিত্বালিঙ্গনাদীন্মুশচারাভ্যং প্রেক্ষ্য যোজয়ন্তি ন মন্দবুদ্ধয় ইতি
তদেবাবাপোদ্যাপার্থং বিস্তরাভিধানম্ । প্রমাণকালভাবেভ্যো রতাবস্থাপনং নাম
প্রকরণম্ ॥ ৭০ ॥

অভ্যাসাদভিমানাক্ত তথা সাম্প্রত্যাদপি ।

কিয়ম্ভ্যশ্চ তত্ত্বজ্ঞাঃ প্রীতিমাহশ্চতুবিধাম্ ॥ ৭১ ॥

টীকা । যথা ত্রিধা রতমবস্থাপিতং, তথা স্থূলশূক্ষরূপাভ্যাং প্রীতিরপি
ব্যবস্থাপিতাঃ; কিন্তু তদ্ব্যতিরেকেণাক্তা অপি প্রীতিয়োহস্মিহ্মানে সন্তবন্তীতি
দর্শনার্থম্ প্রীতিবিশেষা উচ্যন্তে;—‘অভ্যাসাৎ’ ইত্যাদিনা । তত্ত্বজ্ঞাঃ কাম-
সূত্রজ্ঞাঃ ॥ ৭১ ॥

শব্দাদিভ্যো বহিভূতা যা কৰ্ম্মাভ্যাসলক্ষণা ।

প্রীতিঃ সাহভ্যাসিকী জ্ঞেয়া মুগয়াদিবু কৰ্ম্মসু ॥ ৭২ ॥

টীকা । আসাং লক্ষণমাহ;—‘শব্দাদিভ্যঃ’ ইত্যাদিনা । ‘কৰ্ম্মসু ক্রি-
মাণেবু’ তত্ত্বজ্ঞাঃ শব্দাদিবিষয়ানাশ্রিত্য যা স্মৃতা, সা বিষয়প্রীতিরেব; যা তু কৰ্ম্মা-
ভ্যাসলক্ষণা । কৰ্ম্মণাং পুনঃপুনরুষ্ঠানমভ্যাসঃ । তেন লক্ষ্যমাণহাস্তলক্ষণ
প্রীতিঃ সতিঃ । সাত্যাসেন নির্কৃতাভ্যাসিকী কৰ্ম্মাশ্রয়কলাব্যাসক্তানাং ভবতি
যদাহ;—মুগয়াদিষু । আখ্যেটকং মুগয়া ব্যায়ামিকী বিদ্যা আদিশব্দ-
স্বত্বাগীতবাদাচিত্রপত্রেদ্যাদ্যপসংগ্রহঃ ॥ ৭২ ॥

অনভ্যাস্তেষপি পুরা কৰ্ম্মস্ববিষয়াত্মিকা ।

সকল্লাজ্জায়তে প্রীতির্বা সা শ্রাদাভিমানিকী ॥ ৭৩ ॥

টীকা । পুরা পুৰুষ কৰ্ম্মধনভ্যন্তেষুপীত্যপি শব্দাদভ্যন্তেষুপাতি । যেনাপি
দৃগয়াকৰ্ম্ম নাভ্যন্তমভ্যন্তঃ বা, সোহ'প তৎ কৰ্ম্ম কৃহা মনসা সুখায়তে ।
আভ্যাসিকী তু কৰ্ম্মাভ্যাসাদেবেতি বিশেষঃ । অবিসয়ান্বিকেতি । নাপি
বিষয়েভ্যঃ শব্দাদিভা আত্মলাভোহস্তা ইত্যর্থঃ । কুতন্তুহীহ্যাহ ;—সকলজায়ত
ইতি । মনসঃ সকলান্বকদ্যমানসীত্যর্থঃ । সা চৈবংবিধাভিমানিকীত্যাচ্যতে ।
অভিমানোহহঙ্কারঃ ; স প্রয়োজনমস্তা ইতি ॥ ৭৩ ॥

প্রকৃতেষা তৃতীয়স্থাঃ স্থিরাশ্চৈবোপরিষ্ঠিকে ।

তেষু তেষু চ বিজ্ঞেয়া চূষনাদিষু কৰ্ম্মসু ॥ ৭৪ ॥

টীকা । সা কথমাম্মহাস্থে সম্ভবতীত্যাহ—তৃতীয়া প্রকৃতিৰ্নপুংসকং তস্তাঃ
স্থিরাশ্চ মুখচপলায়াঃ প্রযুক্ত্যা ঔপরিষ্ঠিকে যুখে জঘনকৰ্ম্মণ্যভ্যন্তেষুপি বিজ্ঞেয়া ।
প্রয়োজয়িতুঃ পুনঃ কায়িকী বিষয়প্রীতিঃ । তেষু তেষু চোতি । স্বভেদভিরেষু
চূষনাদিষু । আদি-শব্দাদালিঙ্গন-নথরদনচ্ছেদ্যপ্রহণনেষভ্যন্তেষুপীত্যন্তেষুপি-
রতিকালে প্রয়োক্তুর্মানসী প্রীতিঃ । যস্তা অপি প্রযুক্ত্যাশ্চে তস্তা অপি
তত্র তত্র স্থানে প্রযুক্ত্যামানেষু রাগসকলবশ্যমানসী প্রীতিৰ্ন কায়িকী ;
স্পর্শমাত্রসংবেদনাৎ ; হঃখাতিভূতে তু কায়ে তৎপ্রীতিকারণাভাবাৎ সা ন
কায়িকী ॥ ৭৪ ॥

নাগোহয়মিতি যত্র সাদৃশ্যম্নি প্রীতিকারণে ।

তত্ত্বজ্ঞেঃ কথ্যতে সাপি প্রীতিঃ সম্প্রভায়াত্মিকা ॥ ৭৫ ॥

টীকা । স এবায়মিতির্থঃ । যত্র কচন অশ্মিন্নিত্যপূৰ্ণম্নি বিষয়ে পুংস,
স্থিরাং বা স এবায়মিতি পূৰ্ণপ্রীতাব্যারোপনায়াঃ স্থিরাঃ, পুংসো বা চিত্তবৃত্তিঃ
প্রীতিকারণম্ ইতি প্রীতিহেতাব্যারোপণনিবন্ধনমেতৎ । পূৰ্ণপ্রীতিস্তা যে
জ্ঞাঃ প্রীতিহেতবস্তেহত্রাপি সন্তীতি দর্শয়তি । এবঞ্চ সা পূৰ্ণপ্রীতিঃ
সম্প্রভায়াত্মপন্নম্ভাবদাৎ সম্প্রভায়াত্মিকা তত্ত্বজ্ঞেঃ কামহৃত্তিবিধিঃ কথ্যতে ।
তথা চ 'প্রিয়সাদৃশ্যং গমনকারণম্' ইতি বক্ষ্যতি ॥ ৭৫ ॥

প্রত্যক্ষা লোকতঃ সিন্ধা যা প্রীতিবিষয়াজ্জিকা ।

প্রধানফলবজ্জাং সা তদর্থাশ্চেতরা অপি ॥ ৭৬ ॥

টীকা। শব্দাদিবিষয়ান্নুকুলানালস্য শ্রোত্রাদিদ্বারেণ যা প্রীতিরূপদাত্তে, সা বিষয়বাবসায়ানুগতহাং প্রত্যক্ষা সতী লোকত এব সিন্ধবান্নাত্র লক্ষণাভি-
নিবেশঃ । সা চৈবংবিধা নৈমিত্তিকনাগররন্তেদৃষ্টব্য, প্রধানফলবজ্জাং । সেতি
সাক্ষাদ্বিষয়োপভোগফলেন যুক্তবাদিত্যর্থঃ । ইতরা অপি তিস্তস্তদর্থাশ্চেতি ।
বিষয়প্রীত্যর্থ্য এব, তদঙ্গহাং । চ শব্দ এবকার্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥

প্রীতিরেতাঃ পরামৃশ্চ শাস্ত্রতঃ শাস্ত্রলক্ষণাঃ ।

যো যথা বর্ততে ভাবস্তং তথৈব প্রযোজয়েৎ ॥ ৭৭ ॥

ইতি ক্রীমদ্-বাংস্থায়নীয়ে কামনুত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেহধি-

করণে প্রমাণ-কাল-ভাবেভ্যো রতাবস্থাপনং

প্রীতিবিশেষাঃ প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

টীকা। চহস্যঃ শাস্ত্রতঃ পরামৃশ্চ নিরূপ্য । শাস্ত্রলক্ষণা ইতি । তেষু তেষু
স্থানেষু শাস্ত্রাণ্যনেন লক্ষ্যমাণহাং । যো যথা বর্ততে ভাব ইতি কন্মাত্তাসা-
দীনাং চতুর্গাং প্রকারাণাং যেন প্রকারেণ যোহভিপ্রায়ো বর্ততে, স তেনৈব
প্রকারেণ বর্তয়েৎ, তজ্জন্তপ্রীত্যর্থমেব । তথা হি ;—অতথাপ্রবর্তনাদনীপিতাঃ
প্রীতিরপ্রীতিরেব স্থাৎ । ইতি প্রীতিবিশেষাঃ প্রকরণম্ ॥ ৭৭ ॥

ইতি ক্রীবাংস্থায়নীয়কামহুটীকায়াম্ জয়মঙ্গলাভিধানায়াম্ বিদগ্ধাঙ্গনা-

বিবাহকাতরেণ গুরুদত্তেন্দ্রপাদাভিধানেন যশোধরৈকজ-

কৃতসুত্রভাষ্যায়াম্ সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেহধিকরণে

প্রমাণকালভাবেভ্যো রতাবস্থাপনং প্রীতি-

বিশেষাঃ প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সম্প্রয়োগাঙ্গং চতুঃষষ্টিরিত্যাচক্ষতে, চতুঃষষ্টিপ্রকরণত্বাৎ ॥ ১ ॥

টীকা । এবং রতমবস্থাপ্য তদঙ্গভূতাং চতুঃষষ্টিং নির্দিষ্টম্—সম্প্রয়োগস্ত
চতুঃষষ্টিাঙ্গকস্বীকৃত্যঙ্গং চতুঃষষ্টিরিত্যাচক্ষতে পূৰ্ব্বাচার্যাস্তস্মাত্তাং বক্ষ্যামঃ ॥ ১ ॥

শাস্ত্রমেবেদং চতুঃষষ্টিরিত্যাচার্যবাদঃ ॥ ২ ॥

টীকা । তত্র চতুঃষষ্টিশব্দঃ শাস্ত্রে তদেকদেশে বা বৰ্ত্ততে, উত্তরথাপি ব্যব-
হারীক্ৰমমিতি দর্শয়ন্মাহ—শাস্ত্রমেবেদমিতি । চতুঃষষ্টিরিতি শাস্ত্রমাহ ; তচ্চ সম্প্র-
য়োগস্বাক্ষরম্ । তদুপায়স্ত তদ্বাবাপাখ্যস্ত প্রকাশনাৎ । আচার্যবাদ ইতি ।
শব্দাবদোহাচার্য্য এবংবিধম্ এব কিঞ্চিন্নিমিত্তমাশ্রিত্য চতুঃষষ্টিশব্দস্ত প্রবৃত্তিঃ
বদন্তি ॥ ২ ॥

কলানাং চতুঃষষ্টিহাত্তাসাং চ সম্প্রয়োগাঙ্গভূতত্বাৎ কলাসমূহো
বা চতুঃষষ্টিরিতি ॥ ৩ ॥ ঋচাং দশতরীনাং সংজিতত্বাৎ ইহাপি
তদর্থসম্বন্ধাৎ । পঞ্চালসম্বন্ধাচ্চ বহুর্চৈরেবা পূজার্থং সংজ্ঞা প্রব-
র্ত্তিতেত্যেকে ॥ ৪ ॥

টীকা । তচ্চোপাস্তোতি শাস্ত্রেকদেশে বা বিজ্ঞাসম্বন্ধে বৰ্ত্তত ইত্যাহ—
অত্র হি গীতাদয়ঃ কলাশ্চতুঃষষ্টিরূপাঃ । ততস্তৎসমূহো বা সম্প্রয়োগাঙ্গম্ ।
চতুঃষষ্টিঃ সম্প্রয়োগিকে বা শাস্ত্রেকদেশে বৰ্ত্ততে । তত্র হি পঞ্চালিকৌ চতুঃ-
ষষ্টিঃ কথ্যেতে । কথং তান্চতুঃষষ্টিরিত্যাহ ;—দশতরীনাং চেতি । দশাবয়বা
মণ্ডলানি যাসাম্ভ্যাম্—ইত্যবয়বে তদুপ । দশতরীনাশ্চতুঃষষ্টিরিতি সংজ্ঞিতাঃ ।
ইহাশ্চ সম্প্রয়োগাঙ্গে । তদর্থসম্বন্ধাদিতি দশাবয়বমণ্ডলার্থসম্বন্ধাৎ । চতুঃ-
ষষ্টিরিতি সংজ্ঞা প্রবৰ্ত্তত ইতি সম্বন্ধঃ । সম্প্রয়োগাঙ্গং হি দশাবয়বম্ । যথো-

ভূম্ ;—‘আলিঙ্গনং চূষনদন্তকণ্ঠা, নথকৃতং সীতকৃতপাণিঘাতম্ । সন্দেশনং
চোপস্বতোপরিষ্টং, নরায়িতং চেতি দশাঙ্গমাহঃ ॥’ ইতি । পঞ্চালসদ্ব্যাক্ষ প্রব-
র্তিতা । পঞ্চালেন মহর্ষিণা ঋগ্বেদে চতুষষ্টির্নির্গদিতা । বাভ্রব্যোগাপি পাঞ্চা-
লেন স্বকৃতে সাম্প্রয়োগিকেহধিকরণে আলিঙ্গনাদয় উক্তাঃ । ততশ্চ দ্বয়ো-
রপ্যেকগোত্রনিমিত্তসমাখ্যেন পাঞ্চালেন নিগদনাৎ সদ্ব্যাক্ষহস্তি । পূজার্থেতি ।
উভয়োরপি পঞ্চয়োঃঋগ্বেদৈকদেশবর্তিত্যপি সংজ্ঞা বহুচৈরশিষ্টাচারৈরালিঙ্গনা-
দিষু পূজার্থা প্রবর্তিতেতি কেচিদাহঃ । তৎপূজাং চ বক্ষ্যতি—‘বিদ্বদ্ভিঃ
পূজিতামেতাং খলৈরপি সুপূজিতাম্ । পূজিতাং গণিকাসম্ভৈর্জনান্দনাং কো ন
পূজয়েৎ ॥’ ইতি ॥ ৩।৪ ॥

আলিঙ্গন-চূষন-নথচ্ছেদ্য-দশনচ্ছেদ্য-সম্বেশন-সীতকৃত-পুষ্ণা-
য়িতোপরিষ্টিকানামন্টানামন্টীধা বিকল্পভেদাদন্টীবন্টীকাশ্চতুষষ্টিরিতি
বান্ধবীয়াঃ ॥ ৫ ॥

টীকা । আলিঙ্গনেত্যাदि । বাভ্রবাস্থ শিষ্যাঃ পুনরর্থ্যতামাহঃ ;—
অষ্টবা বিবল্লভেদাদিতি । ঐককস্বাষ্টবা বিকল্পভেদাদিত্যঃ । ততশ্চাষ্টৌ
সন্তোহষ্টগুণা অষ্টাবষ্টকাশ্চতুষষ্টিঃ ॥ ৫ ॥

বিকল্পবর্ণাণামন্টীনাং নূনাধিকদর্শনাং প্রহণন-বিকৃতপুরুষোপ-
স্বপ্ত-চিত্ররতাদীনাং ত্বেষামপি বর্ণাণামিহ প্রবেশনাং প্রায়োবাদোহ-
য়ম্ । যথা সপ্তপর্ণো যুক্তঃ, পঞ্চবর্ণো বলিরিতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ৬ ॥

টীকা । বিকল্পেতি । নূনাধিকদর্শনাদিতি । আলিঙ্গনাদীনাং যে বিকল্প-
বর্ণা বক্ষ্যমাণাস্তেবাং কস্মিচ্চিদনয়ং দৃশ্যতে পুরুষায়িতস্ব, কেবাঞ্চদাধিক্যমেবা-
লিঙ্গনাদীনাং । ততশ্চ নাষ্টীবষ্টীবাব, বিকল্পবর্ণাণামন্টীনাং নূনাধিকদর্শনাৎ ।
অন্তেষামপীতি প্রকৃতহাক্ষনাদীনাং । তেভ্যোহন্তেষামপি প্রহণন-বিকৃত-
পুরুষোপস্বপ্ত-চিত্ররতাদীনাংমিতি সদ্ব্যাক্ষঃ ; ন তু প্রহণনাদিত্যশ্চতুর্ভোহন্তে-
ষামপীতি, তেষামসম্ভবাৎ । ইহেতি অষ্টবর্ণে প্রবেশনাদেতাত্তপি হি সম্প্র-

যোগোহপেক্ষতে । ততশ্চ নাষ্টাবেবাষ্টধা । কথং তত্ৰ্যাক্ষমিত্যাহ;—প্রায়ো-
বাদোহমিতি । প্রায়িকমেতদ্বচনম্ । কথংমিত্যাহ—যথেন্টি । পর্ণানাং
নান্নেহপি, পর্ণানাং চ বহুহেহপি বাহুল্যেন কচিদর্শনাত্ত্বাপদেশো কচিবশাৎ ।
তথঃইষ্টানাং বাহুল্যেনাষ্টধা ভেদান্তত্বাপদেশেনাষ্টাবেবাষ্টধোতি ॥ ৬ ॥

তত্রাসমাগতয়োঃ প্রীতিলিঙ্গদ্যোতনার্থমালিঙ্গনচতুর্নয়ম্—
স্পৃষ্টকম্, বিদ্ধকম্ উদগ্নকম্, পীড়িতকম্ ইতি ॥ ৭ ॥

টীকা । তত্র শাস্ত্রস্ত চতুঃষষ্ঠ্যা প্রস্তুতত্বাৎ, কলাসমূহস্ত চ বিদ্যাসমুদ্যেশে
সম্মদ্বিষ্টত্বাৎ পাক্যালিকোং চতুঃষষ্ঠিমাহ । তত্রালিঙ্গনপূর্বকহাস্তদ্বন্দ্বাদীনাং মালিঙ্গন-
বিচারো উচ্যন্তে । বিচারাস্ত কালস্বরূপাতাম্ । তত্রালিঙ্গনসমাগতে সমাগতে
চ । তত্র পূর্বমধিকৃত্যাহ—অসমাগতযোরিতি । অস ঘটতিপূর্বকয়োঃ সংঘটিতয়োঃ ।
প্রীতিলিঙ্গদ্যোতনার্থমিতি । অনুরাগস্ত লিঙ্গনঃ স্পৃষ্টকাদি লিঙ্গম্, তৎ-
প্রকাশনাৎ । তদভিযোগকালে দ্রষ্টব্যম্ । স্পর্শগোচরে সতি । তদভাবে
সংক্রান্তকর্মাভিযোগিকং বক্ষ্যতি ॥ ৭ ॥

সর্বত্র সংজ্ঞার্থে নৈব কস্মাতিদেশঃ ॥ ৮ ॥

টীকা । সর্বম্ভোতি । চূহাদিষপি সংজ্ঞার্থেন কস্মাতিদেশ ইত্যর্থত্বাৎ
দর্শয়তি । স্পৃষ্টকাদিসংজ্ঞানাং প্রবৃত্তিনিমিত্তার্থঃ স্পর্শনাদিকঃ । তেনৈব
কস্মাতিদেশ ইদমেব কার্যমিতি ॥ ৮ ॥

সম্মুখাগতায়ানং প্রযোজ্যায়ামত্বাপদেশেন গচ্ছতো গাত্রৈণ
গাত্রস্ত স্পর্শনং স্পৃষ্টকম্ ॥ ৯ ॥

টীকা । সম্মুখাগতায়ামিতি । নায়িকায়ামভিমুখমাগতায়াম্ । প্রযোজ্যায়াম-
মিতি । আলিঙ্গনাদি প্রযোজয়িতুং তত্র বা প্রযোক্তুং বা শক্যতে । অত্বাপদেশে-
নেন্টি । অন্তদপদিষ্টাগচ্ছতঃ প্রযোক্তুঃ ।—যথাত্তো ন জানাতি, বুদ্ধিকারি-
ত্বম্ভোতি । গাত্রৈণ স্বস্ত, গাত্রস্ত প্রযোজ্যায়াম্ স্পর্শনমিতি সংজ্ঞাভ্যেন । কস্মা-
তিদিশতি । স্পৃষ্টকমিতি ‘নপুংসকে ভাবে ক্তঃ’ । পণ্যং ‘সংজ্ঞায়ানং কন’
এবমন্তরত্রাপি যোজ্যম্ । অস্তাঃ সম্মুখাগতেন নাযকেনাপি ॥ ৯ ॥

প্রযোজ্যং নায়িকা স্থিতমুপবিষ্টা বা বিজনে কিঞ্চিদ্ গৃহীতী
পয়োধরেণ বিধোঃ । নায়কোহপি তামবশীভ্য গৃহীত্বাদিতি
বিদ্বকম্ ॥ ১০ ॥

টীকা । নায়িকা প্রযোক্ত্রী প্রযোজ্যং নায়কং স্থিতমুপবিষ্টা বা ন গচ্ছেৎ,
তৎপ্রয়োক্ত্র্যপ্রযোগাৎ । ন সন্ধিষ্টম্, অসঙ্গতত্বাৎ । বিজনে । অন্তত্ব তু স্তন-
প্রদর্শনস্থাপি দুর্লভত্বাৎ । অথ বাবনোপায়মাহ;—কিঞ্চিদিতি । তদ্বস্তাৎ
তৎসমীপে বা কিঞ্চিদর্থজাতমাদদান । পয়োধরেণেতি । শঙ্কারিহাৎস্তনপ্রদ-
নম্ । স্নেহাৎ শক্ৰাদিনাপবিধোদিতি বক্ষাস পৃষ্ঠপার্শ্বয়োৰ্ভা যথাসম্ভবং প্রাপ্তে-
নঙ্গেষু সা তমাক্ষিপেদিতার্থঃ । নায়কোহপ্যপবিধ্যমানস্তাং তথা বহুশেঃ
ব্যাপ্রিয়মাণাং পার্শ্বয়োস্তদ্ব্যবহাৎ স্তনপ্রদর্শনম্ স্নেহাৎসকূটেনাপবিধোদিতি
বক্ষাস পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োরেকেন বাহ্যপাশেন পুরস্তাদ্ব্যভ্যাং পৃষ্ঠতশ্চ প্রতিনিবৃত্তা-
ভামবশীভ্য গৃহীত্বাৎ । যথাকথঞ্চিদমুরাগ ময়ি যদি প্রকাশেত, মামপবিধা-
ভীতি । এবঞ্চ দ্বয়োঃ স্তনস্থানল্লবদন্তঃপ্রাবষ্টেত্বাদ্বিদ্বকঃ ভবতীতি । ক্ষেপণ-
তু কেবলমপবিদ্বকং নাম তদেকদ্বাদিত্রৈবাস্তর্গতম্ । অস্ত নায়িকের প্রযোক্ত্রী ।
বিদ্বকস্তোভয়জ্ঞত্বাদ্ভাবাপ । তথা চোক্তং ;—‘বচেষ্টিতাহপবিধোত কামিনী
স্তনশালিনী । বিদ্বকেনেতরস্তত্র কচাক্ষণকম্মণি ॥ ইতি ॥ ১০ ॥

তদুভয়মনতিপ্রবৃত্তসম্ভাষণয়োঃ ॥ ১১ ॥

টীকা । তদুভয়মতি । স্পৃষ্টকঃ বিদ্বকঞ্চ । অনতিপ্রবৃত্তসম্ভাষণয়োরেবা-
সমাগত্যয়োঃ । তত্রোভয়ম্ সাধয়িতুং শক্যত্বাৎ । অতিপ্রবৃত্তসম্ভাষণয়োস্ত-
ন সিদ্ধমেব । অপ্রবৃত্তসম্ভাষণয়োঃ পুনঃ সাধয়িতুমশক্যত্বাদশক্যমেব
বিক্ষেপম্ ॥ ১১ ॥

তমসি, জনসম্বাধে, বিজনে বাথ শনকৈর্গচ্ছতোনীতিত্বস্বকাল-
মুদঘর্ষণং পরস্পরম্ গাত্রাণামুদঘটকম্ ॥ ১২ ॥

টীকা । জনসম্বাধ ইতি । জনসঙ্কুলে । অঙ্ককারাদিষু শঙ্কাতাবাৎ প্রযোগ-

সৌকর্যম্ । তথা শনৈর্গমনমপি যুক্তম্ ; এবঞ্চ সতি নাতিদ্রুতকালং চিরকাল-
মুদ্বর্ষণং সিদ্ধং ভবতি । পরস্পরশ্চেতি । নায়কগাত্রেণ নায়িকাগাত্রেণ
তদগাত্রেণ চেতরগাত্রেণ ঘর্ষণমুদ্বর্ষটিকমুভয়জন্মম্ । একানিন্দ্রাস্তু ঘৃষ্টকং নাম-
তদ্রেবাস্তুগতম্ ॥ ১২ ॥

তদেব কুডাসন্দংশেন স্তম্ভসন্দংশেন বা স্ফুটকমবশীড়য়েদिति
পীড়িতকম্ ॥ ১৩ ॥

টীকা । তদেবোতি । উদ্বর্ষটিকং পীড়িতকঞ্চ ভবতি । কথমিত্যাহ ;—
কুডাসন্দংশেনেতি । সন্দংশ উভয়তো গ্রহণম্ । অর্থান্নায়কঃ পরতঃ কুডা-
স্তস্তো বা । তেন স্ফুটকং দৃঢ়মবশীড়িতে সতি তৎপীড়িতকমেকজন্মমেব
ংঘবিধম্ ॥ ১৩ ॥

তদুভয়মবগতপরস্পরাকারয়োঃ ॥ ১৪ ॥

টীকা । উভয়মুদ্বর্ষটিকং পীড়িতকঞ্চ দ্রষ্টবাম্ । অবগতপরস্পরাকারয়োঃ
গৃহীতান্বেতাভাবয়োরসমাগতয়োঃ, পূর্বস্মাদনয়োরধিকোপক্রমহাৎ ; অগৃহীত-
কারয়োস্ত নৈবেত্যর্থোক্তম্ ॥ ১৪ ॥

লতাবেষ্টিতকং বৃক্ষাধিরূঢ়কং ভিলতগুলকং ক্ষীরনীরকমिति
চত্বারি সাম্প্রয়োগিকালে ॥ ১৫ ॥

টীকা । সাম্প্রয়োগিকাল ইতি । কৃত্যভীকরণয়োস্ত সমাগতয়োঃ সাম্প্রয়োগঃ ।
তৎকালে চত্বারিগুণগুনানি । তত্রাদ্যগোরেকজন্মহেতুপ নান্যিকৈব প্রযোক্তে,
তদনুরূপহাৎ । শেষয়োরুভয়জন্মহাত্ভাবপি ॥ ১৫ ॥

লতেব শালমাবেষ্টয়ন্তী চূষনার্থং মুখমবনময়েৎ । উদ্ধৃতা
মন্দসীংকৃতা তমাপ্রিতা বা কিঞ্চিদ্রামণীয়কং পশেত্তল্লাতাবেষ্টি-
তকম্ ॥ ১৬ ॥

টীকা । লতেব শালমিতি । যথা লতা বৃক্ষমাবেষ্টয়তে, তথ্যায়িকা নায়ক-

মূৰ্দ্ধস্থিতমস্থিযুগং কক্ষয়োঃ কণ্ঠে বাহুলভাভ্যামাবেষ্টোতি চতুর্বিধং লতাবেষ্টি-
তকম্ । চূহনর্থিনী তনুখমবনমযেৎ, নাযকবৃক্ষশ্চোচ্চহাৎ । তথা শ্লিষ্টাভ্যামেব
বাহুপাশাভাঃ তচ্ছরীরাবনমনানুখমবনমভং ভবতি । অনেন প্রয়োগফল-
দর্শয়তি । অত্র প্রযোজ্যং চূহনফলস্য বিবক্ষিতহানৌলম্ । প্রয়োগস্য যদ্রাগস্য
জননং বর্জনঞ্চ । মন্দসীৎকৃতোতি । সীৎকৃতং বক্ষ্যতি । তন্মন্দং যস্তাঃ ।
উষণস্য রাগকালভাবিহাৎ ।—অনেন প্রয়োগসংস্কারমাহ । প্রয়োগান্তরপ'রস্বতঃ
স্বতরাং মনোহারি স্যাৎ । তমাশ্রিতা বেতি দ্বিতীয়ং ফলম্ । যদ্বা তথৈব
নাযকমাশ্রিতা অন্তর্য আলেখ্যাদেঃ স্তনযুগস্য দশনপদাঙ্কিতস্য বা রামণীয়কমুখ্য-
পশ্চোত্তমতাবেষ্টিতমিব লতাবেষ্টিতকম্ । প্রতিকৃতো কন ॥ ১৬ ॥

চরণেন চরণমাত্রম্য দ্বিতীয়েনোরুদেশমাত্রমস্তী বেষ্টয়ন্তী বা
তৎপৃষ্ঠসঙ্কেতবাহুর্দ্বিতীয়েনাৎসমবনময়ন্তী ঈষন্মন্দসীৎকৃতকুজিতা
বনানর্থমেথাধিরোঢ়ুমিচ্ছেদিতি বৃক্ষাধিরুঢ়কম্ ॥ ১৭ ॥

টিকা । চরণেনেতি । স্তেন চরণেন নাযকস্য চরণমাত্রম্য দ্বিতীয়েন চরণে-
নোরুদেশপার্শ্বভাগোমাত্রমস্তী, যথা জঘনঘটনস্থানং সংশ্লিষ্টং স্যাৎ । তৎ বাম-
দক্ষিণভেদাদ্বিবিধম্ । বেষ্টয়ন্তী বেতি বাহিনীহা দ্বিতীয়েনোরুদেশ-পার্শ্বভাগমানমবে-
চ্চরণমিত্যর্থঃ । তদপি বামদক্ষিণভেদাদ্বিবিধম্ । দ্বাভ্যাঞ্চ যদাক্রমণমুকোবেষ্টনং
বা তদুভয়মপি বৃক্ষাধিরুঢ়কমত্রেবাস্তর্গতম্ । সামান্ত্যবিধিমাৎ ;—তৎপৃষ্ঠসঙ্কেত-
বাহুরিতি । নাযকপৃষ্ঠে লতাবেষ্টনবল্লগ একো বাহুর্কামো দক্ষিণো বা যস্তাঃ ।
দ্বিতীয়েন বাহুনা স্কন্ধভাগমবনময়ন্তী । ঈষদिति । অল্পরাগকালহাৎ । মন্দানি
শ্লিষ্টানি শ্লিসিতকাদৌনি যস্তা ইত্যর্থঃ ।—অনেন সম্প্রয়োগসংস্কারমাহ । অত্র
সীৎকৃতং সীৎকরণমেব । কুজিতস্য লক্ষণং বক্ষ্যতি । চূহনর্থমেব, ন রামণীয়ক-
দর্শনার্থম্ । মনাগুরুব্যাহৃতস্তাসম্ভবাৎ । অধরপল্লবচূহনেনোরুব্যত্যাসেন
প্রয়োগফলম্ । বৃক্ষাধিরুঢ়কমিতি পূর্ববৎ ॥ ১৭ ॥

তদুভয়ং স্থিতকম্ ॥ ১৮ ॥

টীকা । তদন্তয়ং স্থিতকর্মেতি । উর্দ্ধস্থিতযোৰ্ধত্র যোগঃ স্তাৎ, স্বাভ্যাং
রাগজননার্থং তাবাদিদং বশ্ম ॥ ১৮ ॥

শয়নগতাবেবোক্রব্যাত্যাসং ভূজব্যাত্যাসঞ্চ সমংঘর্ষমিব ঘনং
সংস্রজেতে, তিলিতগুলকম্ ॥ ১৯ ॥

টীকা । শয়নগতাবেবেতি । অত্রোক্রব্যাত্যাসং ভূজব্যাত্যাসং চোত ক্রিয়া
বিশেষণম্ । ব্যাত্যাসো বিপর্যাসঃ । তত্র বামপার্শ্বশূণ্ডায়াঃ স্থিয়া উর্দ্ধন্তরে
দক্ষিণপার্শ্বে শূণ্ডাঃ পুমান্ বামমূকম্, দক্ষিণকক্ষান্তরে চ বামভূজং প্রবেশয়েৎ ।
যোষিদপি পুংসঃ । ইত্যেকো ব্যাত্যাসঃ । ইতরপার্শ্বশূণ্ডায়া স্থিয়া উর্দ্ধন্তরে
বামপার্শ্বে শূণ্ডাঃ পুরুষো দক্ষিণোকং বামকক্ষান্তরে চ দক্ষিণভূজং প্রবেশয়েৎ
যোষিদপি পুংসঃ ইতি দ্বিতীয়ে ব্যাত্যাসঃ দ্বিতীয়স্তা সংঘর্ষার্থমিব ঘনং নিরন্তরঃ
সংস্রজেতে স্বাপুংসাবুপগৃহেতে ইতি । তিলিতগুলকমিতি উরুভূতানাং তনু-
স্থানাং তিলিতগুলানামিবোর্দ্ধস্থিতা সম্যশ্চণাৎ ॥ ১৯ ॥

রাগান্ধাবনপেক্ষিতাত্যায়ৌ পরস্পরমনুবিশত ইবোৎসঙ্গগতাত্যা-
মভিমুখোপবিষ্টীয়াৎ শয়নে বেতি ক্ষীরজলকম্ ॥ ২০ ॥

টীকা । অনপেক্ষিতাত্যয়াবিত্তি । রাগান্ধবাদনপেক্ষিতাতিভঙ্গদোয়ো
পরিষজমানো পরস্পরমনুপ্রবিশত ইব । বাহ্যযন্ত্বেণাতিপীড়নান্নপিন্ধাবিব
ক্ষীরোদকবচ্চ তাদান্নাং প্রতিপদ্যেতে ইব । যথোক্তম্ ;—‘ভাবাসক্তাঃ
কাষকাঃ কামিনীনামিচ্ছন্ত্যঙ্গেষস্তসৌব প্রবেষ্টুম্ ।’ ইতি । কথমিদং নিষ্পন্ন্যত
ইত্যাহ ;—উৎসঙ্গগতাত্যামিতি । নায়কোৎসঙ্গে বাহরুজ বিস্তৃত্যাত্মমুখমুপ-
বিষ্টীয়াৎ সত্যম্ । অত্র কক্ষযোৰ্ধখাযোগঃ সংশ্লিষ্টয়োঃ কুচযোৰ্ধাহবন্ধঃ স্তাৎ ।
শয়নে বেতি । পার্শ্বশূণ্ডায়োরিত্যর্থঃ । তিলিতগুলকং পুনরত্রৈব ॥ ২০ ॥

তদুভয়ং রাগকালে ॥ ২১ ॥ ইতুপগূহনযোগা বাভ্রবীয়াঃ ॥ ২২ ॥

টীকা । তদুভয়মিতি । রাগস্তা বৃদ্ধহাস্তৎকাল এব দ্রষ্টব্যম্ । সাম্প্রয়োগ-
কালবিশেষেচ রাগকালঃ । যত্র পুংসঃ স্থিরলিঙ্গতা, স্থিয়াশ্চ ক্রিয়সম্বাদতা, তত্র

চ যন্তযোগাৎ প্রাগ্ যথোক্তমেবালিঙ্গনম্ । যন্তযোজনেন তু সহেশনপ্রকারানু-
রোধাদ্ যোজ্যম্ বাভবীয়া ইতি । বাভবেন প্রোক্তা উপগৃহনপ্রকারাঃ ॥ ২১।২২ ॥

সুবর্ণনাভস্ত অধিকমেকাঙ্গোপগৃহনচতুর্ভয়ম্ ॥ ২৩ ॥

টীকা। সুবর্ণনাভস্ত বাভবীয়াত্বগৃহনাষ্টকাদনেন বিকল্পবর্ণগাধিকা-
মিত্যেকঃ প্রকারঃ । তেনোরোক্তিভাগেন জঘনেন যন্তস্তাযোগে, যোগে বা
জঘনমবপীড়োত্যাধিকঃ দর্শয়তি । একাঙ্গোপগৃহনচতুঃষ্টয়ং সম্প্রয়োগকাল ইতি
বর্ততে । একেনাঙ্গেন সজ্জাতীয়স্তাঙ্গস্ত প্রাধান্তেন সংশ্লেষণান্তথোক্তম্ ॥ ২৩ ॥

তত্রোক্তসন্দংশেনৈকমুরুমুরুদ্বয়ং বা সর্বপ্রাণং পীড়য়েদিত্রাকপ-
গৃহনম্ ॥ ২৪ ॥

টীকা। একমুরুমুরুদ্বয়ং যোত পাশ্বশুশ্রুস্ত পুংসঃ স্ত্রীয়া বা । অত্র (বিশেষা-
ভাবাদ্) যোরপি প্রয়োক্তব্ধম্ । যন্তোরুহলমতিবিপুলং, স প্রয়োক্তেতি কেচিৎ ।
সর্বপ্রাণমিতি 'ক্রিয়াবিশেষণম্ । অতিপীড়নং হি মাংসলস্থানেহত্যন্তমুখবাধি-
স্তাৎ ॥ ২৪ ॥

জঘনেন জঘনমবপীড়্য প্রকীর্যমাণকেশহস্তা নখদশনপ্রহণনচূষন-
প্রয়োজনায তদুপরি লজ্জয়েত্তজ্জঘনোপগৃহনম্ ॥ ২৫ ॥

টীকা। জঘনেন জঘনমিতি । পাশ্বশয়নেন বরাঙ্গেন সাধনং বাড়বকে-
নাপীড়োত্যেকঃ প্রকারঃ । নাভেরবোভাগেন জঘনেন যন্তস্তাযোগে বা জঘন-
মবপীড়োতি দ্বিতীয়ঃ । তত্র স্ত্রীজঘনস্তাতিশ্চারহাৎ সৈব শোভতে । বিশে-
ষতো বিপুলজঘনা । প্রকীর্যমাণকেশহস্তেতি প্রয়োগসংস্কারঃ । নখাদৌনি
স্বেচ্ছয়া প্রযোজয়েৎ । প্রয়োজনাদ্যেতি । তৎপ্রয়োজনং তু ফলম্ । উপরি লজ্জ-
য়েন্নায়কস্তোপরি তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

স্তনাভ্যামুরঃ প্রবিষ্টা তত্রৈব ভারমারোপয়েদिति স্তনালিঙ্গনম্ ॥ ২৬ ॥

টীকা। স্তনাভ্যামুর ইতি । আসনে পাশ্বশয়নে বা পৃষ্ঠভাগং নিয়ীকৃত্য
স্তনাভ্যাং নায়কোরস্থলং প্রবিষ্টা তত্রৈবেতুরাসি ভারমারোপয়েৎ । স্তনশো-

৮তাৎ । এবং হি নায়কঃ স্তনভারাক্রান্তঃ পিণ্ডীকৃতমবোরসি স্পর্শসুখমহ-
ভবতি ॥ ২৬ ॥

মখে মুখমাসজ্যাক্ষিণী অঙ্কোৰ্ললাটেন ললাটমাহত্যাং সা
ললাটিকা ॥ ২৭ ॥

টীকা । উস্তানসম্পূটে পার্শ্বসম্পূটে বা বস্ত্রে বস্ত্রং সংযোজ্য অঙ্কোৰ্লক্ষিণী
দৃষ্টা লক্ষ্যীকরণেনাসজা । নাসিকায় মুখনয়নমধ্যাহ্নবর্তিত্বাহ্নতৎসংযোজন-
মর্থেকম্ । ললাটে ললাটঃ দ্বিস্থিরাহত্যা চ তত্রৈব ভারমারোপয়েদিত্যেবাস্তা
নায়িকাং প্রযোক্তা । তেন ললাটিকেব ললাটিকা । নায়কললাটস্থ সংক্রাদি-
বিশেষেণালিক্ত্রিয়মাণত্যাং ॥ ২৭ ॥

সদ্বাহনমপুংপগৃহনপ্রকারমিতোকে মন্যন্তে সংস্পর্গত্যাং ॥ ২৮ ॥

টীকা । সদ্বাহনমপীতি । দ্বয়াংসাস্তিসুখকরণেন ত্রিবিধঃ সদ্বাহনমঙ্গমদ-
নম্ । তদপি সংস্পর্শবৃত্তাহ্নপগৃহনবিকারমেব দ্রষ্টব্যমিতোকে ॥ ২৮ ॥

পৃথক্কালদ্বাদন্তিন্নপ্রয়োজনদ্বাদসাধারণদ্বাদেন্তি বাৎস্তায়নঃ ॥ ২৯ ॥

টীকা । পৃথক্কালদ্বাদাচার্ঘ্যাঃ সৰ্ব্বএব । পৃথক্কালোহন্তোতি পৃথক্কালম্ ।
উপগৃহনাং স্পর্শিহেনাভেদেহ'প সদ্বাহনং কালতো ভিন্নম্, ভিন্নপ্রয়োজত্বাৎ
পৃথক্কলকত্বাৎ অসাধারণত্বাৎ । উপগৃহনং হস্ততরপ্রযুক্তং দ্ব্যোরপ্যেকস্তিন্ন
কালে কার্য্যকারীতি সাধারণম্ । সদ্বাহনং তু পুংসা প্রযুক্তং স্থিহাঃ কার্য্যকারি,
স্থিহা চ নায়কস্তোক্ত্যসাধারণম্ । অতো গীতাদিচতুষ্টেয়াম্ 'উৎসাদনে কেশ-
মদনে চ কৌশলম্' ইত্যত্র দ্রষ্টব্যম্ । সংস্পর্শহে চ চূহনাদীনামপি তদ্বিকার-
প্রাধাত্তপ্রসঙ্গাৎ ॥ ২৯ ॥

পৃচ্ছতাং শৃণ্বতাং বাপি তথা কথয়তামপি ।

উপগৃহবিধিৎ কৃৎস্নং রিরংসা জায়তে নৃণাম্ ॥ ৩০ ॥

টীকা । আলিঙ্গনবিধাবাদার্থমাহ—পৃচ্ছতামিতি । পৃচ্ছতাং শৃণ্বতাং পার্থ-
হানাম্ । কথয়তাং শৃণেভাঃ । উপগৃহবিধিমিতি । উপগৃহনমুপগৃহঃ । ভাবে

ঘণ্ বা । কৃৎস্নং নিরবশেষম্ । কচিৎ কশ্চিদিতি প্রায়াৎ । বিরংসা বস্তুমিচ্ছ
সংজায়তে । কিং পুনর্বে প্রযুক্ততে ॥ ৩০ ॥

যেহপি হাশাস্ত্রিতাঃ কেচিৎ সংযোগা রাগবর্দ্ধনাঃ ।

আদরেণৈব তেহপ্যত্র প্রযোজ্যাঃ সাম্প্রয়োগিকাঃ ॥ ৩১ ॥

টীকা । অনুজ্ঞাতিদেশমাত্ ;—যেহপীতি । অভিধায়কত্বেন শাস্ত্র-
সংজাতং যেযাং, তে শাস্ত্রিতাঃ । যে নৈবংবিধাঃ ; কিং তু স্বেচ্ছযোৎ-
প্রেক্ষিতাঃ সংযোগাঃ সংশ্লেষাঃ । আদরেণৈব । অবজ্ঞায়ান অশাস্ত্রিতা ইতি ।
অত্র তে স্মরতে রাগবর্দ্ধনহাং প্রযোজ্যাঃ । সাম্প্রয়োগিকাঃ সাম্প্রয়োগপ্রযো-
জনাঃ ॥ ৩০ ॥

শাস্ত্রাণাং বিষয়স্তাবদ্ যাবন্মন্দরসা নরাঃ ।

রতিচক্রে প্রযুক্তে তু নৈব শাস্ত্রং ন চ ক্রমঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাৎস্তায়নৌয়ে কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেহধিকরণে

আলিঙ্গনবিচারো নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

টীকা । কিমিত্যশাস্ত্রিতাঃ প্রযোজ্যা ইত্যাহ ।—শাস্ত্রাণামিতি । অপ্রবৃদ্ধ-
রাগা হি শাস্ত্রোক্তক্রমসংযোগে ক্রমং চাপেক্ষমাণাঃ শাস্ত্রাণাং বিষয়ঃ । ব'ত-
চক্রে রাগোৎপীড়ে পরন্তু তদ্বশাদশাস্ত্রিতানাংপাত্যুষ্ঠানাত্তদানৌ ন শাস্ত্র-
স্তান্নাপি ক্রমঃ । সংযোগানাং পোষাপর্য্যমুচ্চাবচেন প্রবর্তনম্ । তস্মান্নাত্যুচ্ছাপ-
ক্রমস্তা চানর্থক্যমিত্যনুক্রমতিদিশুতে ইত্যুপগমনিবারঃ প্রকরণম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীবাৎস্তায়নৌয়কামসূত্রটীকায়াং জয়মঙ্গলাভিধায়াং বিদগ্ধাঙ্গনার্জুন-
কাতরেন গুরুদত্তেন্দ্রপাদাভিধানেন যশোধরেনৈকত্রকৃতসূত্র-

ভাষায়াং সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেহধিকরণে আলি-

ঙ্গনবিচারো দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

চুশ্বননখদশনচ্ছেদানাং ন পৌৰ্ব্বাপর্য্যমস্তি । রাগযোগাৎ ॥ ১ ॥
প্রাক্ সংযোগাদেবাং প্রধাত্তেন প্রয়োগঃ প্রহণনসীৎকৃতয়োশ্চ
সম্প্রয়োগে ॥ ২ ॥

টীকা । এবং পরিবর্তা চুশ্বনাদয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ । তত্রাপি কিং প্রাক্
চুশ্বনং, নখচ্ছেদ্যং, দশনচ্ছেদ্যং বা পশ্চাদিতি নাস্ত্যেবাং প্রয়োগক্রম ইত্যাহ—
ন পৌৰ্ব্বাপর্য্যমিতি । রাগবশাদিতি রাগযোগাৎ । রাগাবিষ্টো হি ন ক্রম-
মপেক্ষতে । অয়ং তু বিশেষঃ,—যদেবাং প্রাক্ সংযোগাৎ প্রাগ্ যজ্ঞযোগাৎ ।
যজ্ঞযোগে প্রাধাত্তেন বাহুল্যেন রাগাভাসাদ্বা প্রবোধনার্থং প্রয়োগঃ । নাযক-
নার্থিকভ্যাং যজ্ঞযোগে তু প্রাধাত্তেনেতার্থোক্তম্ । প্রহণনসীৎকৃতয়োস্ত সম্প্র-
য়োগে যজ্ঞযোগে প্রাধাত্তেন প্রয়োগ ইতোব । তদা হি প্রবুদ্ধরাগয়োঃ প্রাধা-
ত্তুেন ঘাতসহায়ম্ । প্রহণনবাহুল্যে চ তদ্বৃদ্ধবশ্য সীৎকৃতস্তাপি বহুল্যে প্রাক্-
প্রাধাত্তেনেতার্থোক্তম্ ॥ ১১২ ॥

সৰ্ব্বং সৰ্ব্বত্র রাগস্থানপেক্ষিতত্বাদিতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ৩ ॥

টীকা । একীঘমতমেতৎ, উক্তরপক্ষদর্শনাৎ । যদাহ—সৰ্ব্বং সৰ্ব্বত্রোতি ।
চুশ্বনাদিপক্ষকং প্রাক্ প্রয়োগে চ প্রাধাত্তেন প্রযোক্তব্যম্ ; রাগস্থানপেক্ষিত-
ত্বাদিতি । চণ্ডবেগো হি প্রাধাত্তেনাপ্রাধাত্তেন বা প্রয়োগমপেক্ষতে ; মন্দমধ্য-
বেগয়োস্ত পূৰ্ব্ব এব পক্ষঃ ॥ ৩ ॥

তানি প্রথমরতে নাতিব্যস্তানি বিশ্রদ্ধিকায়্যাং বিকল্পেন চ
প্রযুক্তীত তথাভূতত্বাদাগস্ত ॥ ৪ ॥ ততঃ পরমতিদ্বরয়া বিশেষবৎ-
সমুচ্চয়েন রাগসমুক্ষণার্থম্ ॥ ৫ ॥

টীকা । অয়ং তু বিশেষঃ পক্ষদ্বয়েহপি তুল্য ইত্যাহ ;—তানি চুশ্বনাদীনি

পঞ্চ । প্রথমরত ইতি রতস্মারম্ভে । নাতিব্যক্তানি নাতিক্ষুটানি, যথালক্ষণ
 স্তাসমাপনাৎ । বিশ্বকিকায়্যাং বিকল্পেন চেতি । ইং বেদং বেত্যেকমেব প্রযু-
 জীত ; ন সমুচ্চয়েন । তদযথা ; চূহনং বা নথচ্ছেদ্যাং বা । চূহনং বা দশন-
 চ্ছেদ্যাং বা । চূহনং বা প্রহণনং বা । চূহনং বা সৌকৃতং বেতি চতুর্দ্বা । নথ-
 চ্ছেদ্যাং ত্রিবা । দশনচ্ছেদ্যাং দ্বিবা । প্রহণনমেকমেবেত্যনুলোমা দশ । তাবস্ত এব
 প্রতিলোমাঃ । একত্র বিংশতিঃ প্রয়োগাঃ । তথাভূতহাদিতি । আরম্ভকালে
 হি মন্দো রাগঃ । ততশ্চ মধ্যাহ্নচিত্ততা নাতিসহিষ্ণুতা চেতি । তদনুরূপ এব
 প্রয়োগঃ । ততঃ পরমিতি । আরম্ভাহ্নন্তরে কালে সমধিকো রাগপ্রয়োগঃ । শরীবে-
 হপি চ নিরপেক্ষহিমিতি তদনুরূপমতিহরয়া বিশেষবদ্বিকল্পবর্ণানুষ্ঠানং সমু-
 চ্চয়েন চেত্তত্রাপি বিংশতিপ্রয়োগাঃ । কিমর্থমেবং প্রযুক্তীতেত্যাহ ;—রাগসঙ্ক-
 ক্ষণার্গম্ । অনেন ক্রমেণ রাগো বর্দ্ধত ইত্যর্থঃ । অন্তথা বিকল্পরস-
 রতং স্তাদিতি । এবং পরস্পরবিশ্লকযোৰ্ণ চূহনাদীনাম্ পৌৰ্ণোপধ্যম্ । যদা তু
 লিঙ্গ্যসনার্থমুপক্রমস্তদা সম্ভবত্যৌবেতযাং পৌৰ্ণোপধ্যম্, উত্তরোত্তরস্ফাৰ্দ্ধক্যাং
 সহসা কর্তুমশক্যাদিতি ॥ ৪ । ৫ ॥

ললাটালককপোলনয়নবক্ষঃস্তনোষ্ঠাস্তমুখেষু চূহনম্ ॥ ৬ ॥ উরু-
 সন্ধিবাহুনাভিমূলেষু লাটানাম্ ॥ ৭ ॥ রাগবশাদেশপ্রবৃত্তেশ্চ সন্ধি-
 তানি তানি স্থানানি ; ন তু সৰ্ব্বজনপ্রযোজানীতি বাৎস্তায়নঃ ॥৮॥

টিকা । আলিঙ্গনানন্তরং চূহনবিকল্পা উচ্যন্তে ;—তে চ চূহনভেদান চ
 স্থানভেদং বিনেত্যাহ—ললাটোতি । তত্র বক্ষঃ পুরুষস্ত । স্তনো যোমিতঃ ।
 শেযা উভয়োরপি । ওষ্ঠমুত্তরমধঃ । অন্তমুখো মুখাস্তস্তাদি । তত্রাস্তমুখো
 জিহ্বয়া চূহনং বক্ষ্যতি । এতেষ্টেষু স্থানেষু চূহনমবিকল্পহাৎ পূৰ্ণাচার্য্যানাং
 মতম্ । উরুসন্ধিবাহুনাভিমূলেষু । উরুসন্ধির্সন্ধিক্ষণম্ । বাহুমূলং কক্ষৌ ।
 তত্রাপরং দশনকৃতং বক্ষ্যতি । নাভিমূলং বরাঙ্গং পূৰ্ণোক্তম্ । লাটানামিতি ।
 তেষামেকাদশ স্থানানীতি মতম্ । রাগবশাদিতি । যানি রাগার্থানি দেশপ্র-
 ত্তানি স্থানানি চূহন্তি । দেশপ্রবৃত্তেচেতি । যথা লাটবিষয়ে প্রবৃত্তহাদুৰুসন্ধ্যা-

দীপ্য কল্পনাসুস্থিতি, তানি সন্তি ; ন তু সৰ্বজনপ্রযোজ্যানি, সৰ্ব্বেণ জনেন
প্রযোক্তবাক্যানি । শিষ্টৈরুচ্চিহ্নাদশক্যানি । তেষামষ্টাববেব স্থানানি ॥ ৬—৮ ॥

নিমিত্তকং স্ফুরিতকং ঘট্টিতকমিতি ত্রিণি কণ্যচূষনানি ॥ ৯ ॥

টীকা । তত্র চূষনং যক্ষ্মণীকৃতেন বক্ত্রেণ সংযোজনমিতি লোকপ্রতীতিম্ ।
কল্প স্থানবিশেষেণ যদগ্রহণকৰ্ম্ম, তস্মা ভেদেন চূষনভেদাঃ কথ্যন্তে । তত্র চূষন-
স্থানেষোষ্ট্রস্য নৃপাত্মকত্ব চূষনশচ্যতে । তত্রাপ্যন্তরোধরসম্পৃষ্টকভেদাদ্রিবিধম্ ।
তত্র কৰ্ম্মবহুত্বাদধরমধিকৃত্যাহ—কণ্যচূষনানীতি । অসঙ্গতাপ্যাজাতবিশ্রমভাৎ
কষ্টেব নারিক্যা এবাং প্রযোজ্যী ॥ ৯ ॥

বলাৎকারেণ নিযুক্তা মুখে মুখমাধন্তে ; ন তু বিচেষ্টেত ইতি
নিমিত্তকম্ ॥ ১০ ॥

টীকা । বলাৎকারেণ হঠাৎ চূষনে নিযুক্তা মুখে নারিকস্য মুখং সমাধন্তে
কস্মাৎ লজ্জয়া ন বিচেষ্টেতেহধরগ্রহণেন । নিমিত্তকমিতি সংজ্ঞায়াঃ কন্ ।
চূষনক্রিয়ামাত্রহাৎ পরিমিতমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

বদনে প্রবেশিতং চোষ্ঠং মনোগপত্ৰপাহবগ্রহীতুমিচ্ছন্তী স্পন্দ-
য়তি স্বমোষ্ঠং নোন্তরমুৎসহত ইতি স্ফুরিতকম্ ॥ ১১ ॥

টীকা । বদনে নারিকায়োঃ । প্রবেশিতং চোষ্ঠং স্বমধরং নারিকেন । কিঞ্চি-
চ্চলনখ্যোক্তলজ্জয়া অন্তগ্রহীতুমিচ্ছন্তী । অন্তগ্রহণেন কথং তৎ ক্রিয়েতেতি চেদাহ ;
—স্পন্দয়তীতি । স্বমোষ্ঠমধরং চলয়তীতি নোন্তরমোষ্ঠমুৎসহতে, স্পন্দয়িতু-
মর্থ্যং । তস্মি যদি চলয়তি, গৃহ্যন্ত্যেব অন্তগ্রহণেন । স্ফুরিতকমধরস্ফুরণাৎ ॥ ১১ ॥

ঈষৎ পরিগৃহ্য বিনিমীলিতনয়না করেণ চ তস্মা নয়নে অব-
চ্ছাদয়ন্তী জিহ্বাগ্রেণ ঘটয়তি ইতি ঘট্টিতকম্ ॥ ১২ ॥

টীকা । ঈষৎ পরিগৃহ্যেতি । সৰ্ব্বথা ত্রপানপগমাৎ । সমং নারিক্যধরোষ্ঠাভ্যাং
সংসৃত্তো গৃহীত্বা । স্পষ্টগ্রহণাৎ সাগ্রহণং নাম চূষনং বক্ষ্যতি । নিমীলিত-
নয়না লজ্জয়া । জিহ্বাগ্রেণ ঘটয়ন্তী সৰ্ব্বতো ভ্রমণেন স্পৃশন্তীত্যর্থঃ । করেণ

নয়নে তস্তাবচ্ছাদয়ন্তী মৈবমবস্থাঃ মাময়ং দ্রাক্ষীদিতি । ঘা টুতকমধরঘট্টনাং ।
সক্সত্র সংজ্ঞাথেনৈব কৰ্ম্মাতিদেশ ইত্যবিকৃতৌ বেদিতব্যম্ ॥ ১২ ॥

সমং তিৰ্য্যগুদ্ভ্রাস্ত্রমবপীড়িতকমিতি চতুর্বিধমপরে ॥ ১৩ ॥

টীকা । এষামানুপূৰ্ব্বোণৈব প্রয়োগ ইতি ।—ইদানীং শেষণাং নান্দকনায়-
কানাং কৰ্ম্মভেদাদধরচুদনবিবক্লানাহ—সমমিতি । ওষ্ঠপুটেনাধরে পঞ্চকগ্রহণম্ ।
তত্র যৎ সৰ্বমতিমুখং গৃহ্যতে, তৎ সমগ্রহণম্ । যৎ সাচীকৃতেনোষ্ঠপুটেন সহ
বৰ্জুলীকৃত্য গৃহ্যতে, তত্তিৰ্য্যগগ্রহণম্ । যচ্চিবুকে শিরসি চ গৃহীত্বা মুখং ভ্রম-
য়িত্বা গৃহ্যতে, তদুদ্ভ্রাস্ত্রম্ । পরম্পরাধরগ্রহণমিত্যর্থঃ । তদেব ত্রিতয়মবপীড়িতম্,
অবপীড়্য গ্রহণাৎ ; পূৰ্ব্বত্র ন পীড়নমিতি বিশেষঃ । তত্রোষ্ঠাভ্যামেব
যৎ পীড়িতং, তচ্ছুদপীড়িতকম্ । যজ্জিহ্বাগ্রাণে সহ, তদবলোটপীড়িতকম্ । তচ্ছু-
দগমধরপানং চেতি নামদ্বয়েনোচ্যতে ॥ ১৩ ॥

অঙ্গুলিসম্পুটেন পিণ্ডীকৃত্য নির্দশনমোষ্ঠপুটেনাবপীড়য়েদিতাব-
পীড়িতকং পঞ্চমমপি করণম্ ॥ ১৪ ॥

টীকা । পঞ্চমগ্রহণমাহ—অঙ্গুলিসম্পুটেনেতি । তজ্জন্তুষ্ঠসম্পুটেন ।
পিণ্ডীকৃত্য গৃহীত্বা । ততো নির্দশনং দশনব্যাপারং বিনা ওষ্ঠপুটেনাবপীড়য়েৎ ।
অত্র পীড়নেহপি বহিঃ পিণ্ডিতাকৰ্ষণং বিশেষঃ । এবঞ্চ তদাক্ষুষ্ঠচুদনং নাম
গ্রহণম্ ॥ ১৪ ॥

দ্যুতং চাত্র প্রবর্তয়েৎ ॥ ১৫ ॥

টীকা । এবং কৰ্ম্মভেদাদষ্টবিধমধরচুদনমুক্তং ; ত্রীণি কস্তাচুদনানি, পঞ্চ
গ্রহণচুদনানীতি । তত্র কৰ্ষণচুদনভেদমশেষং সমাপ্যাবমবসরপ্রাপ্ত্বাহাদধব-
চুদনে দ্যুতমাহ—দ্যুতং চেতি । অত্রৈত্যান্মিন্নধরচুদনে । নান্তস্থানে । চুদনে
বিশোভহাদ্যুতমমুরাগবৰ্দ্ধনং শ্রীৎ ॥ ১৫ ॥

পূর্বমধরসম্পাদনেন জিতমিদং শ্রীৎ ॥ ১৬ ॥

টীকা । তত্র জয়পরাজয়ফলহাদ্যুতস্ত লক্ষণমাহ—পূৰ্ব্বমিতি । আবহোঃ

পরস্পরং চুহতোর্ধেন পূর্বং প্রথমতোহধরশ্চ গ্রহণবিধিনা সম্পাদনং কৃতং ।
তস্মিন্ সতি তেন জিতম্ । কিং তদিত্যাং ; ইদম্ ইতানেন দ্বয়োরহিমতপণঃ
স্থচয়তি । দ্যাতং চ কপটেনাকপটেন বা স্মাৎ । তত্র যল্লোকিকেনৈব চুহনেন
দ্যাবেব পরস্পরস্মাত্ধরং চুহতস্তদকপটং চ বক্ষ্যতি । তত্র তস্মিন্নকপটে দ্যাতে
প্ররক্তে নায়কেন পূর্বমশ্রুতমেন গ্রহণম্ । চুহনেন গৃহীতাধরদ্ব্যজ্জিতা । অকপট
দ্যাতে নায়িকায়্য অবলহাৎ সৈব জিতা শোভতে । কপটদ্যাতে চাস্মাত্তদমু
কপদ্ব্যজ্জয়ং বক্ষ্যতি ; নায়কেন তু কপটদ্যাতে ন জেতব্যা, তস্মা অনমু
কপদ্ব্যৎ ॥ ১৬ ॥

তত্র জিতা সাক্ষরুদিতং করং বিধুনুয়াং, প্রনুদেদশেং পরি-
বর্তয়েদ্বলদাহতা বিবদেং পুনরপ্যাস্ত পণ ইতি ক্রিয়াং । তত্রাপি
জিতা দ্বিগুণমায়শ্চেৎ ॥ ১৭ ॥

টিকা । তত্রাত্তরশ্চ জয়েৎপরশ্চ কলহোহবশস্তাবী, দ্যাতশ্চ কলহাস্পদ-
দ্ব্যৎ । ইতি কলহযোজনং রাগোদৌপনার্থমাহ—সাক্ষরুদিতমিতি । ক্রিয়া-
বিশেষণং চৈতৎ । অধরপীড়োপখ্যাপনার্থং সহস্রাক্ষরুদিতেন কৃতকেন করং
বিধুনুয়াং কস্পয়েৎ । প্রনুদেদজ্জয়েৎ । ভাগ্জিবৈলক্ষ্যান্নায়কং ক্রিপেৎ ।
দশেচ্ছলৌঘমধরগ্রহণং বধ্বা দন্তৈঃ খণ্ডয়েৎ । পরিবর্তেত মুখেনাশক্তা চেৎ
কায়েনাধরমোক্ষার্থম্ । বিবদেদৈব জিতাস্মি, ময়েব জিতমিতি কলহয়েৎ ।
পুনরশ্রুতপণঃ পণ ইতি । পুনঃ ক্রৌড়ামঃ । পূর্বস্মাৎ পণাদয়মপণঃ পণ ইতি
ক্রিয়াং । তত্রাপীতি । দ্বিতীয়েহপি পণে । দ্বিগুণমায়শ্চেদিতি করধুনুনা দ্যা-
ধিক্যেন কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

বিশ্রব্ধশ্চ প্রমত্তশ্চ বাহধরমবগৃহ্য দশনান্তর্গতমনির্গমং কৃৎস্না
হসেদুৎক্রোশেত্তর্জয়েদ্বল্লেন্দাহসয়েন্নৃত্যেৎ প্রনর্তিতক্রণা চ বিচল-
নয়নেন মুখেন বিহসন্তী, তানি তানি চ ক্রিয়াং । ইতি চুহনদ্যাত-
কলহঃ ॥ ১৮ ॥

টীকা। কপটন্যুতমাহ—বিশ্বকস্মৃতি। তস্মিন্বেব মুখচুদনদ্বাভে অনয়া
 বিশ্রাঙ্ককয়া, নাযিকা বিশ্বস্তয়েৎ। ততো বিশ্বকস্ম প্রমত্তস্তা প্রমত্তস্য বাহকস্ম-
 দন্তত্র গতচেতসোহধরমবগৃহ্যৌষ্ঠসম্পটেন ততো দশনাস্তগতমনির্গমং কৃহা যথা
 তদন্তগতমপি প্রমাদান্ন নির্গচ্ছতি, সাপরাধত্বাৎ। পশ্চাদ্গৃহীতাদরা মুকাধরা
 বা যথাসম্ভবমুস্তরং ব্যাপারমভুতিষ্ঠেৎ। ইতরত্রাপি কপটন্যুতে স্থলিতপ্রমদা-
 পেক্ষ্যৈব জয়ো দৃষ্টঃ। ইতোবাং কপটেন জিহ্বা হসেৎ। সশব্দমিহরং বা।
 অভ্যন্তপরিভোষণাৎ উৎকোশেন্ময়া জিতমিতি কুংকুর্যাৎ, যথাস্ত্র মিত্রাণি
 গুপন্তি, স্বসখ্যা বা। তর্জয়েল্লকোহসৌদানীং খণ্ডয়ামি তেহধরমিতি। বল্লোৎ
 সর্বলাসঃ গাত্রাণি বিক্ষিপেৎ। আহ্বয়েৎ সখ্যাস্তরমেব বাপসত্য গচ্ছ দস্ত্রতাং
 স্বপোকষমিতি নৃত্যাত্তপরিভূষ্টা। প্রণতিভ্রুণা চেতি। একোদ্ধারক্রমেণ সম্ভ-
 মিতক্রণা মুখেনেতি বিহসিতসংস্কারঃ। বিহসন্তী কলহাবসানত্বাৎ। তানি তানীতি
 যানি যথার্থযুক্তানি রাগদীপনানি মন্ততে। চুদনদ্যুতকলহ ইতি। একপটে
 কপটে চ চুদনদ্বাভে কলহ উজঃ। যদি নায়কোহপি জেতা জিতো বা তথা
 চেষ্টেত। যথা বর্ধাৎ কলহঃ স্তাৎ। তদযথা;—দৃঢ়মধরমবপীভয়ন সসৌক্য-
 ১ শিরো বিধুত্বয়াৎ। বুদ্ধস্তীমুপসর্পেৎ। দশস্তাং প্রতিদশেৎ। পরিবর্তমানাং
 প্রতিবর্তনবর্তয়েৎ। বিবদমানাং প্রতিবিবদেৎ। তিষ্ঠয়মপরঃ পণ ইতি
 পুরুষকমেব তাবৎ প্রযচ্ছতি চ ক্রয়াৎ। তত্রাপি জেতা দ্বিগুণমায়স্তুদিতি
 পণদ্বয়সাধনাত সাধয়েৎ। জিতোহপি বৈলক্ষ্যাদিহসেৎ। জিতং জিতং
 মরেভ্যাক্রোশন্ত্যা মিথ্যা মিথ্যেভ্যাক্রোশেৎ। তর্জয়স্তাং প্রতিহর্জয়েৎ।
 বরস্তাং তপসাত্তসংযমেন প্রতি বরয়েৎ। আহ্বয়স্তাং প্রত্যাহ্বয়েৎ। নৃত্যস্তাং
 কবতালিকয়া প্রতিনর্তয়েৎ। বিহসন্তীং তানি তানি ক্রবন্তীং তদ্বচনানিসেধার্থং
 প্রতিক্রোধাদিতি। যথা চোক্তম্;—‘জিতো বা যদি বা জেতা চুদনদ্যুতকর্ণাণি।
 তস্তা এব বিদ্যেষ্ঠাভিঃ বলহং প্রতিযোজয়েৎ।’ ইতি ॥ ১৮ ॥

এতেন নখদশনচ্ছেদ্যাপ্রহণনদ্যুতকলহা ব্যাখ্যাভাঃ ॥ ১৯ ॥

টীকা। এতেনেতি। চুদনদ্যুতকপটেন চ। তত্রাপ্যয়মেব বিধিঃ। তদ-
 যথা—পূর্বং নখচ্ছেদ্যাদিসম্পাদিতে জিতমিদং স্তাদিত্যাदि। অত্র চ দ্যুত-

প্রবর্তনং নখদশনহস্তানাং গ্রহণনস্থানেষেব যোহনেন স্তাৎ । সৌকৃতকৃত-
কলহস্ত পৃথক্ ন সম্ভবতি । গ্রহণনকলহে দৃষ্টব্যঃ তদ্রূপবদ্বাৎ । ~~উক্ত~~ জ্যেষ্ঠা
সসৌকৃতং গ্রহণ্যাৎ । জীযমানস্ত সসৌকৃতং গ্রহণনং প্রতীচ্ছৎ ॥ ১১ ॥

চণ্ডবেগয়োরেব হেবাং প্রয়োগঃ, তৎসাত্ব্যাৎ ॥ ২০ ॥ তস্তাৎ
চক্ষুস্তাময়মপুস্তরং গৃহীয়াদিত্যন্তরচুম্বিতম্ ॥ ২১ ॥ ওষ্ঠসন্দংশেনাব-
গৃহ্যোষ্ঠদ্বয়মপি চুম্বেদিতি সম্পূটকং স্থিয়াঃ, পুংসো বাহজাত-
বাজনস্ত ॥ ২২ ॥

টীকা । এষামিতি । কলহানাম্ । তৎসাত্ব্যাং দিতি । ঈদৃশৈরেব চেষ্টিতৈশ্চ-
কোষোঃ সাত্ব্যাম্ ন মন্দবেগোষোঃ, তদ্বিমর্দীক্ষমদ্বাৎ । তত উক্তরোষ্ঠবিধিমা-
নামিতি । সমগ্রগ্রহণে নায়কাধরং চূদন্ত্যাং নায়িকায়াময়মপি নায়কঃ প্রসঙ্গাদস্তা-
উক্তরোষ্ঠঃ সমগ্রগ্রহণে গৃহীয়াৎ । উক্তরচুম্বিতমুক্তরোষ্ঠগ্রহণে ন । প্রাসঙ্গিকমিদম্ ।
কবলং তু সত্যধরে ন প্রয়োক্তব্যম্, গ্রাম্যহারাঙ্গিকাপুটপানবৎ । প্রাসঙ্গিকে চ
ত্রিধাগ্গগ্রহণাদীনামসম্ভবৎ । এবমুত্তরচুম্বিতমেকবিধমেব সমগ্রগ্রহণং নাম । অস্তা
নায়িকাপি প্রয়োক্তবী, যদি পুরুষো ন জাতবাজনস্তদা দ্বয়োৰপি যুগপদ্বিধিমা-
ওষ্ঠসন্দংশেনেতি । উভাত্যাং গ্রহণং সন্দংশঃ । তেনোষ্ঠদ্বয়মবগৃহ্য বজ্রাস্তঃ প্রবে-
শ্যভিতচুম্বেদিতি । সসৌকারং সমোষ্ঠপুটং সঙ্কোচয়েদিত্যর্থঃ । সৰ্বত্র চূদনবিধা-
বাধাতে ঐকোচ্চারণং কাৰ্য্যম্ । সম্পূটকমোষ্ঠদ্বয়গ্রহণাৎ । এতচ্চতুর্বিধম্ ।—
সমঃ ত্রিধাশ্চত্ৰাশ্চমবশীড়িতং চ । আকৃষ্টং ন যোজ্যমশোভিত্বাৎ । স্থিয়া ইতি ।
পুংসা প্রয়োক্তব্যং, হৃদোষ্ঠয়োর্নির্গোমদ্বাৎ । স্থিয়াপি পুংসজাতবাজন-
স্তাপ্রকটশ্রোত্রোঃ । ইতরথা লোমভিক্কপূরণমসুখাবহং স্তাৎ ॥ ২০—২২ ॥

তস্মিন্নিতরোহপি জিহ্বয়াহস্তা দশনান্ ঘট্টয়েতালু জিহ্বাৎ
চেতি জিহ্বাযুদ্ধম্ ॥ ২৩ ॥

টীকা । এবমোষ্ঠচূদনং ত্রিবিধমুক্তা সম্পূটান্তর্গতহৃদস্তর্ভূখচূদনবিকল্পানাহ—
এষামিতি । সম্পূটচূদনে ইতরো নায়কো নায়িকা বা যন্ত সম্পূটকং প্রয়োক্ত-
২৩

মিচ্ছতি । প্রায়োক্তৃর্বিবৃতান্তহ্যাহপর্ধ্যাশ্চ দশনান্ জিহ্বয়া ঘটয়েৎ, সম্ভার্কয়ে-
দিত্যর্থঃ । তালুজিহ্বয়োর্দ্ধপ্রসারিতয়া, জিহ্বাং বা ঋজুপ্রসারিতয়া ঘটয়েৎ ।
জিহ্বাযুদ্ধঃ চ । কুর্ধ্যাদিতি শেষঃ । পরস্পরপ্রেরণেন । এতচ্চতুর্বিধম্—
অন্তর্মুখচূষনং দশনচূষনং জিহ্বাচূষনং তালুচূষনং চেতি ॥ ২৩ ॥

এতেন বলাদ্বদনরদনগ্রহণং দানং চ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২৪ ॥

টীকা । এতেনেতি জিহ্বাযুদ্ধেন । বদনরদনগ্রহণমিতি । হঠাৎদন্তেন
বদনস্ত দশনৈর্দশনানাং গ্রহণে পরস্পরস্ত যুদ্ধমিতি গ্রহণপৃষকং বদনযুদ্ধঃ
রদনযুদ্ধঃ চ ব্যাখ্যাতম্ । দানং চেতি । একচ্ছদয়িতুং হঠাৎদনং দদতি,
গ্রাহরিত্বং বা দশনানন্তো গুহ্যাতীত্বাভয়োগ্রহণদানপৃষকং বদনযুদ্ধঃ রদনযুদ্ধঃ
চেতি ॥ ২৪ ॥

সমং পীড়িতমক্ষিতং যুহু শেষাজ্জেষু চূষনং, স্থানবিশেষযোগা-
দিত্তি চূষনবিশেষাঃ ॥ ২৫ ॥

টীকা । শেষাজ্জেষু । ওষ্ঠান্তর্মুখেতোহন্তেষু ললাটাদিস্থানেষু কশ্য-
ভেদাৎ সমচূষনং পীড়িতচূষনমক্ষিতচূষনং যুহুচূষনং চেতি চতুর্বিধম্ । স্থান-
বিশেষযোগাদিতি । যদ্যত্র প্রযুক্তাহে, তন্তত্র স্তাদিত্যর্থঃ । তত্রোক্তসঙ্ককক্ষ-
বক্ষঃসু সমম্, ন পীড়িতং নাতিমুহু । স্তনকপোলকক্ষামূলনাভিমূলেষু পীড়িতম্ ।
'কুচয়োঃ কক্ষাপর্যাস্তে চূষনমক্ষিতম্ । ললাটে নয়নয়োর্মুহুস্পর্শমাত্রকরণমিতি ।
এবমেতে কশ্যভেদাচ্চূষনভেদা উক্তাঃ ॥ ২৫ ॥

সুপ্তস্ত মুখমবলোকয়ন্ত্যাঃ স্বাভিপ্ৰায়েণ চূষনং রাগদীপনম্ ॥ ২৬ ॥

টীকা । ত এবাবস্থাভেদান্নামান্তরং প্রতিপত্তান্ত ইত্যাহ—সুপ্তস্তেতি
মুখমালোকয়ন্তীত্যাহিতভাবস্বং দর্শয়তি । স্বাভিপ্ৰায়েণেতি । যথা স্বহং স্মৃতি
লভতে, তথা চূষতীত্যর্থঃ । এবং চ সতি তস্তা এব রাগসন্ধুক্ষণাজাগদীপনম
নাযকস্ত তথা চূষ্যমানস্ত প্রতিবোধাত্ । জাগ্রতোহপ্যেতৎ সম্ভবতি । হঃ
তদবস্থকং সাম্প্রয়োগিকমেব স্ম্যৎ ॥ ২৬ ॥

প্রমত্তস্ত বিবদমানস্ত বাহ্যতোহভিমুখস্ত সুপ্তাভিমুখস্ত বা
নিদ্রাব্যাঘাতার্থে চলিতকম্ ॥ ২৭ ॥

টীকা। নিদ্রাব্যাঘাতার্থমিত্যুপলক্ষণমেতৎ । প্রমত্তস্ত গীতালেখ্যাদিষু
প্রসক্তস্ত প্রমাদব্যাঘাতার্থম্ । বিবদমানস্ত তস্য সহ কলহব্যাঘাতার্থম্ । অস্ত-
তোহভিমুখস্ত অন্ততো দৃষ্টিব্যাঘাতার্থম্ । সুপ্তাভিমুখস্ত সুষুপ্ততো নিদ্রা-
ব্যাঘাতার্থম্ । ‘সুষুপ্তিতো নিদ্রাদিব্যাঘাতার্থম্’ ইতি পাঠান্তরম্ । চলিতক-
মিতি । প্রমাদাদিনা নায়কস্ত চলনং চলিতকম্ । ‘তৎ করোতি—’ ইতি
শিচ্ । তদন্তাক্ষলয়তীত্যচ্ । ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্ । চলিতকম্ । অত্র
নায়িকৈব প্রয়োক্ত্রী শোভতে ॥ ২৭ ॥

চিররাত্রাবাগতস্ত শয়নসুপ্তায়াঃ স্বাভিপ্রায়চূষনং প্রাতিবোধি-
কম্ ॥ ২৮ ॥

টীকা। চিররাত্রাবিতি । অসংসারবেলায়ামাগতস্ত প্রয়োক্ত্রীঃ । সহস্র-
লক্ষণা যষ্টী । শয়নসুপ্তায়াঃ প্রয়োজ্যায়াঃ । নাগতশ্চপল ইতি প্রাতিবোধিকং
প্রতিবেদ্যপ্রয়োজনম্ । মুখাবলোকনস্বাভিপ্রায়াভাবাজাগদীপনার বিজ্ঞাতে ।
তত্র বিশুদ্ধিকায়ং রাগদীপনম্ ॥ ২৮ ॥

সাপি তু ভাবজিজ্ঞাসার্থিনী নায়কস্তাগমনকালং সংলক্ষ্য ব্যাজেন
সুপ্তা স্তাৎ ॥ ২৯ ॥

টীকা। সাপি ইতি । প্রাতিবোধিকম্ । ভাবজিজ্ঞাসার্থিনী কিঞ্চিৎ
পশ্চামি মধ্যানুরাগোহস্তি বা নেতি । সম্মানার্থিনী নায়কাদেব বৈলক্ষ্যসুপ্তা
স্বাদিতি । ব্যাজেন কৃতকনিদ্রয়া শয়িতেত্যর্থঃ । যদি ময়ি ভাবিতস্তদা প্রাতি-
বোধিকং বিদধ্যাম্মানয়িতা বা । কুপিতেতি । মানেন পাদপতনাদিনা সম্মানাৎ
উত্থাপয়েৎ । এতাব্রিধিমা বস্তুতকঃ সমাগতদ্বোরাহ ॥ ২৯ ॥

আদর্শে কুডো সলিলে বা প্রয়োজ্যায়াশ্চায়াচূষনমাকারপ্রদর্শনার্থ-
মেব কথ্যম্ ॥ ৩০ ॥

টিকা। আদর্শ ইতি। কুড়ো দীপাদ্যালোকযুক্তে। প্রযোজ্যায় ইতুপ-
লক্ষণার্থহারায়কস্তাপি প্রযোজ্যন্ত, বিশেষ্যভাৱাৎ। ছায়াচূষনমিতি। দর্পণাদিষু
প্রযোজ্যপ্রতিবিম্বস্ত সমীপে লৌকিকমেব চূষনং বৈহাসিকং কাৰ্য্যম্। আকার-
প্রদর্শনার্থমিতি। ভাবহৃৎকমাকারং প্রদর্শয়িতুমিতিার্থঃ। যতস্তদবস্থাং দৃষ্টে-
তরো মন্ততে মধ্যানুরক্তো, যদেবমাকারয়তীতি। কুড়ো তু ন বৈহাসিকম্ ; কিন্তু
ছায়াবদনে বদনং বিদধ্যাদেবমিত্যাকারপ্রদর্শনার্থম্ ॥ ৩০ ॥

বালস্ত চিত্রকর্ষণঃ প্রতিমায়াশ্চ চূষনং সংক্রান্তকমালিঙ্গনঞ্চ ॥ ৩১ ॥

টিকা। বালস্তেতি। স্বাক্ষগতস্ত বালকস্ত, চিত্রকর্ষণ আলেখ্যস্ত, প্রতি-
মায়া বৃচ্ছিলাকাঠাদিময়াঃ। প্রযোজ্যাসমক্ষং চূষনং সংক্রান্তকম্। তদধ্যায়ো-
পাদালিঙ্গনং চ সংক্রান্তকম্। যথাসম্ভবং চূষনাধিকারেহপি প্রসঙ্গাহুজম্।
তত্র ছায়াচূষনং সংক্রান্তকং চোভয়মাবাস্বকং স্পর্শগোচরাভীতয়োৱনতিপ্রবৃত্ত-
সম্ভাষণয়োৱসমাগতয়োদ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩১ ॥

তথা নিশি প্রেক্ষণকে স্বজনসমাজে বা সমীপগতস্ত প্রযোজ্যায়
হস্তাঙ্গুলিচূষনম্ সংবিষ্টস্ত বা পাদাঙ্গুলিচূষনম্ ॥ ৩২ ॥

টিকা। তথেষ্ট্যাকারপ্রদর্শনার্থম্। নিশি রাত্ৰৌ প্রেক্ষণকে বা নটাদি-
দর্শনে বা স্বজনসমাজে বা জ্ঞাতিসদৃশিষু সমুদয় স্তিতেষু প্রযোজ্যায়ঃ সমীপোপ-
বিষ্টস্ত প্রযোক্তুঃ, উপলক্ষণার্থ হাৎ প্রযোজ্যস্ত বা সমীপোপবিষ্টায়াঃ প্রযোজ্যায়ঃ
হস্তাঙ্গুলিচূষনমিতি। তদা হস্তস্ত সুলভহাৎ। তমস্তাপদেশেনাক্রম্য তদঙ্গুলি-
চূষনম্। সংবিষ্টস্তেতি। নায়িকাসমীপে শয়িতস্ত চ তদঙ্গুলাঙ্গুলিচূষনং চ
তদানীযুভয়োৱপি সুলভহাৎ। তত্র হস্তাঙ্গুলিচূষনস্ত দ্বাবপি প্রযোক্তারো।
পাদাঙ্গুলিচূষনস্ত নায়িকৈকঃ ; ন নরঃ, গহিহ হাৎ ॥ ৩২ ॥

সংবাহিকায়ান্ত নায়কমাকারয়ন্ত্যা নিদ্রাবশাদকামায়া ইব
তস্তোৰ্বোৰ্বদনস্ত নিধানমূৰ্চ্চূষনং পাদাঙ্গুষ্ঠচূষনং চেত্যাভি-
ক্ষেপিকানি ॥ ৩৩ ॥

টীকা। সংবাহিকাস্থিতি। নায়কঃ সংবাহয়তি যা কাচিৎ সংবাহনদ্বায়েণ নায়কমভিসুধতে। আকারয়ন্ত্যা ভাবসূচকমাকারঃ গ্রাহয়ন্ত্যাঃ। অকামায়া ইবেতি চূড়িতুমনিচ্ছন্ত্যা ইব, নায়কাকারন্ত্যাগৃহীতত্বাৎ। অতঃ কৃতকনিদ্রয়া সা নায়কস্তোর্ষৌচুদ্বিতুং বদনং নিধন্তে। পাদাস্তুচূদনং তু পাদাবাকুয্য সংবাহয়ন্ত্যা বুদ্ধিকারিতমপি ন দোষায়। মুখাস্তুচূদনদানীং পরম্পরান্নেষসম্ভবাৎ। এতান্তুলিচূদনাদৌনি। স্ফুটকাদিনা অসোঢ়গাত্রস্পর্শয়োরনতিপ্রবৃত্তসম্ভাবণয়োরসমাগতয়োঃ। আভিযোগিকানীতি। অভিযোগপ্রয়োজনানি ছায়াচূদনাদীনি তদানীং প্রয়োগান্তরাণি চ লৌকিকচূদনবৎ প্রযোজ্যানি, কৰ্ম্মভেদা-
সম্ভবাৎ ॥৩৩॥

ভবাত চাত্ৰ শ্লোকঃ—

কৃতে প্রতিকৃতং কুৰ্য্যাস্তাভিহিতং প্রতিভাভিতম্ ।

করণেন চ তেনৈব চুম্বিতে প্রতিচুম্বিতম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাৎস্তায়নীয়ৈ কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেহধিকরণে

চূদনবিকল্পান্ততীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

টীকা। সাম্প্রয়োগাভিযোগকালয়োঃ সামান্তবিধিমাহ।—ভবতি চাত্রেতি। কৃত ইতি। সাম্প্রয়োগিকে, আভিযোগিকে বা প্রয়োজ্যকৃতে প্রযোজ্য প্রতিকৃতঃ কুৰ্য্যাত্। তদেবোদাহরণার্থমাহ;—তাভিতে চুম্বিতে ইতি। অন্ততঃ সাম্প্রয়োগে স্তম্ভমিবেনং মন্ত্যমানো নির্বিদ্যতে। ততশ্চ নিকৃষ্টঃ সাম্প্রয়োগঃ স্তাৎ। অভিযোগে বা কারিতে নাবচুম্ব্যত ইতি পশুমিব পরিভবেৎ। ততশ্চ ন সমাগমোহর্থঃ সিধ্যেৎ। তত্রাপি করণেন চ তেনৈবেতি। যেনৈব কৰ্ম্মভেদেন সম্প্রসুধতে, তেনৈব প্রযোজয়েৎ। এবং রতমাকারগ্রহণেন স্ফুটরস-
স্তাৎ, তচ্চিত্তান্তাবধানাৎ। ইতি চূদনবিকল্পাঃ প্রকরণম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীবাৎস্তায়নীয়কামসূত্রটীকায়াং জয়মঙ্গলাভিধানায়াং সাধারণে

ষষ্ঠেহধিকরণে চূদনবিকল্পান্ততীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

রাগযুক্তৌ সংঘর্ষাঙ্ককং নথবিলেখনম ॥ ১ ॥

টীকা। এবং চূদনেনোপক্রম্য ততোহধিকেন নথচ্ছেদনোপক্রময়িতুং নথরদনজ্ঞ তয় উচ্যন্তে। নথবিলেখনপ্রকারা ইত্যর্থঃ। তদেব স্বরূপেণ দর্শয়-
ব্রাহ্ম—সংঘর্ষাঙ্ককমিতি। প্রদেশস্ত নৈথর্ষৎ সমস্ততোঃ ঘর্ষণমবয়বপৃথক্করণং তন্ন-
থবিলেখনম, তৎস্বভাবত্বাৎ। তচ্চ রাগরক্তৌ সত্যাম্। যত্নু নথাগ্রেণ
তুদনং; তদ্রাগমান্দ্যো সতি, তত্র চ্ছেদ্যস্তাভাবাৎ। নথবিলেখনস্তৈব প্রকাবাঃ
কথাস্তে ॥ ১ ॥

তস্ত প্রথমসমাগমে প্রবাসপ্রভাগমনে প্রবাসগমনে ক্রুদ্ধ-
প্রসন্নায়ঃ মন্ত্রায়াং চ প্রয়োগো ন নিতমচণ্ডবেগয়োঃ ॥ ২ ॥

টীকা। তস্ত ক প্রয়োগঃ কদা চেতাহ—তস্মৈতি নথবিলেখনম্। অচণ্ড-
বেগয়োঃ সতি মন্দমধাবেগয়োঃ। ন নিতাপ্রয়োগঃ। কদা তহীত্যাহ;—
প্রথমসমাগমে তথা প্রবাসপ্রভাগমনে তয়োঃকর্তৃকত্বয়োঃ প্ররুদ্ধরাগত্বাৎ।
প্রবাসগমনে, স্মরণার্থম্। ক্রুদ্ধপ্রসন্নায়ামিতি। নাথকেন প্রসাদিতা সতী
হর্ষাদিবুদ্ধরাগা ভবতি। মন্ত্রায়াং চ মদ্যমদেন রাগস্তোদ্ধিতত্বাৎ। এবং
ক্রুদ্ধপ্রসন্নৈ মতে চ নারকে দ্রষ্টবাম্। চণ্ডবেগয়োস্তদাত্তদা চ প্রয়োগো নিত-
মর্থোক্তম্ ॥ ২ ॥

তথা দশনচ্ছেদ্যস্ত সাত্ব্যবশাদ্বা ॥ ৩ ॥

টীকা। তথা দশনচ্ছেদ্যস্ত প্রয়োগ ইত্যেব। তস্মৈত্যবতা তুল্যবাদি-
ভাতিদেশঃ। তেন স্বরূপমপি যোজ্যম্। রাগবিরক্তৌ সংঘর্ষাঙ্ককঃ দশন-
চ্ছেদ্যম্। রাগমান্দ্যো তু দশনগ্রহণমিতি। সাত্ব্যবশাদ্বা তয়োঃ প্রয়োগে,
যদি তদা অচণ্ডবেগৌ প্রকৃতিসাত্ব্যায় সহিতাং, তদা নৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তদাচ্ছুরিতকমলচ্ছন্দো মণ্ডলং রেখা ব্যাঘ্রনখং ময়ূরপদকং
শশপ্লুতকমুৎপলপত্রকমিতি রূপতোহষ্টবিকল্পম্ ॥ ৪ ॥

টীকা। তদ্বিতি নখবিলেখনম্ । রূপত ইতি সংস্থানতঃ । দ্বিবিধং হি
তৎ—রূপবদরূপবচ্চ । তত্র যৎ কশ্চিদ্ভুকারি, তদ্রূপবদষ্টপ্রকারকমাচ্ছুরিত-
কাপি । তস্মৈ লক্ষণং বক্ষ্যতি । যদনভুকারি, তদরূপবাত্রিবিধম্, যদুৎপাদ্যতি-
যাত্রযোগাৎ ॥ ৪ ॥

কক্ষৌ স্তনৌ গলঃ পৃষ্ঠং জঘনমূরু চ স্থানানি ॥ ৫ ॥

টীকা। স্থানানি । কক্ষস্তনগলপৃষ্ঠজঘনোৰূপাংশানি তেষেব যট্শু নখক্ৰতেঃ
স্বীপুঃস্ফোরতারণনির্ক্বেত্রিত্যাচার্য্যাণাং মতম্, উত্তরপক্ষদর্শনাৎ । তত্র গল
ইতি সাম্যপাত্ত্বপার্থম্ । জঘনশব্দঃ সমুদায়েন কটিভাগে তদেকদেশে চ
পূর্বোভাগে বৰ্জ্যতে । তদ্বিহ সমুদায়বৃদ্ধি । তেন নিত্যলেখনমপি সিদ্ধম্ ।
নখা চোক্তম্ ;—‘গ্রীবাপার্শ্বককক্ষেযু কটিপৃষ্ঠস্তনেষু চ । সাম্প্রয়োগে প্রযুক্তীত
নখচ্ছেদগানি যোষিতাম্ ॥’ ইতি ॥ ৫ ॥

প্রবৃত্তরতিচক্রাণাং ন স্থানমস্থানং বা বিদ্যত ইতি স্তবর্ণনাভঃ ॥ ৬ ॥

টীকা। প্রবৃত্তরতিচক্রাণামিতি প্রবৃত্তরাগোংগীভূতানাম্ । নাস্থানমিতি ।
অঙ্গপ্রত্যঙ্গং বা সিন্ধুং সৰ্বমেব নখক্ৰতস্ত স্থানম্ । যদোবাং, তথাপি শাস্ত্রকারো
রূপবদাং নিয়তস্থানং বক্ষ্যতি । তত্র হি পরভাগঃ লভন্ত ইতি ॥ ৬ ॥

তদ্রং সবাহস্থানি প্রত্যগ্রশিখরাণি দ্বিত্রিশিখরাণি চণ্ডবেগয়ো-
ন্থানানি স্যুঃ ॥ ৭ ॥

টীকা। ছেদ্যন্ত নখাধীনস্তান্তেষামাশ্রয়তঃ কল্পনাতো গুণতঃ প্রমাণতশ্চ
বিধিমাং—তত্রোত নখকর্ম্মণি । সবাহস্থানৌতি । আশ্রয়ভাবেন বামো হস্তো
যেষামিতি । দক্ষিণস্ত প্রায়শোহত্যন্তব্যাপারাদেষাং ভঙ্গোহপি স্তাৎ । প্রত্যগ্র-
শিখরাণীত্যভিনবঘটিতাগ্রাণি । দ্বিশিখরকাণি, ত্রিশিখরকাণি বা ক্রকচমুখবৎ
কল্পিতানি । তত্রিশিখরকাণি অনতিবিস্তীর্ণস্থলদ্বাদ্ভুজং ভিদ্যন্তে । তদ্বিপর্য্য-

য়াণি মধ্যমন্দবেগয়োরিতার্থোক্তম্ । তদ্রেষণং প্রমুখাণাং শূকাকৃতীনি মধ্য-
বেগয়োঃ । প্রমুখাণাং চন্দ্রাকৃতীনি মন্দবেগয়োঃ । ইতি ত্রিশো নখ-
বিকল্পনাঃ ॥ ৭ ॥

অনুগতরাজি সমমুজ্জ্বলমমলিনমবিপাটিতং বিবর্কিষ্ণু যুহু নিষ্ক-
দর্শনমিতি নখগুণাঃ ॥ ৮ ॥

টীকা । গুণানাহ অনুগতরাজীতি । অনুগতা বিবর্ণা মধ্যে লেখা যন্ত । সমম-
নিয়োরতপৃষ্ঠম্ । উজ্জলমাগন্তকমলাভাবাদমলিনং কান্তিমৎ অবিপাটিতমবি-
স্কুটিতম্ । বিবর্কিষ্ণু বর্কনশীলম্ । যুহু, ন কাষ্ঠপ্রখ্যং, নিম্নদর্শনমিতি । দৃশ্যত
ইতি দর্শনং রূপম্ । ‘কৃত্যলুটো বহুলম্’ ইতি লুট্ । তদরূক্ষমন্তেতি ॥ ৮ ॥

দীর্ঘাণি হস্তশোভীত্বালোকে চ যোষিতাং চিত্তগ্রাহীণি গোড়ানাম্
নখানি স্যুঃ ॥ ৯ ॥

টীকা । প্রমাণতত্ত্বম্ । তত্র দীর্ঘাণি হস্তশোভীনি হস্তঃ শোভয়িতুং শীলং
যেষাম্ । নখচ্ছেদ্যং কর্ত্তুমক্ষমত্বাৎ । আলোকে দর্শনে । চিত্তগ্রাহীণি যোষিষ্টি-
দ্রষ্টমানানি তাণাং চিত্তং হরন্তীতি গুণবয়ুতানি, স্পর্শকরত্বাৎ প্রায়শো
গোড়ানাম্ ॥ ৯ ॥

হস্তানি কর্ণসহিষ্ণুনি বিকল্পযোজনাসু চ স্বেচ্ছাবপাতীনি দাক্ষি-
ণাতানাম্ ॥ ১০ ॥

টীকা । হস্তানি কর্ণসহিষ্ণুনি লেখনাদি কর্ণ সহন্তে । দীর্ঘাণি তু ভজ্যন্তে ।
বিকল্পযোজনাসু অর্কচন্দ্রাদয়ো যে বিকল্পান্তৎসম্পাদনাসু স্বেচ্ছাবপাতীনি
প্রয়োক্তুরিচ্ছয়া স্থানে যোহবপাতঃ, স বিদাতে যেষাম্ ; ন তু দীর্ঘাণাম্ । ইতি
গুণবয়ম্ । তানি খররগাহাদাক্ষণাতানাম্ ॥ ১০ ॥

মধ্যমান্যুভয়ভাজি মহারাষ্ট্রকাণামিতি ॥ ১১ ॥ তৈঃ স্ত্রিয়মিতৈ-
র্হনুদেশে স্তনয়োরধরে বা লঘুকরণমনুদগতলেখং স্পর্শমাত্রজননা-
দ্রোমাঙ্ককরমন্তে সন্নিপাতবর্কমানশব্দমাচ্ছুরিতকম্ ॥ ১২ ॥

টীকা। মধ্যমানি—ন দীর্ঘানি, নাতিদ্রব্যানি। উভয়ভাঙ্গি দীর্ঘদ্রব্যাণ-
ভাঙ্গি। তানি বৈচক্ষণ্যাৎ প্রায়শো মহারাষ্ট্রকাণাম্। আচ্ছুরিতকাদেৰ্গণ-
পরভাগার্থং চ প্রয়োগস্থানমাহ—তৈরিতি মধ্যমৈর্নৈঃ পঞ্চাভিরপি। সুনিয়-
মিতৈরিতি সুসংশ্লিষ্টৈঃ। মধ্যমাবস্থাপেক্ষয়া ইদং বচনম্। প্রাগসংশ্লিষ্টান্তেব
স্থানে নিবেশ্যন্তে ততশ্চ শনৈরাবস্থামাণানি সুসংযমিতানি ভবন্তি ; ন প্রাগেব
সুসংযমিতানি ; লোকে তথা প্রয়োগদর্শনাৎ। লঘুকরণমিতি লঘু ক্রিয়া
যস্মিন্নিতি ; যথা ক্তং ন ভবতি। যদাহ—অল্পদগতলেখমিতি। কিমর্থ-
তহীতাহ—স্পর্শমাত্রজননাদ্রোমাকরমিতি। অন্ত ইতি। স্পর্শনক্রিয়ায়া নথ-
ঘাতাদিভিরিতি অদৃষ্টনথেন প্রতিপক্ষফালনাদ্বর্জমানচটচটশব্দং যদেবংবিধং
কর্তব্যং ; তদাচ্ছুরিতকম্, নথৈরাচ্ছুরণাৎ। এবং চ নথচ্ছেদ্যাতাবেহপ্যন্তেবানু-
রূপম্। তত্র হ্রস্বদেশেহধরে চ সর্কাসামেব নাথিকানাচ্ছুরিতকমেব নাস্ত-
ব্রথকর্ষেতি দর্শনার্থমুভয়োত্রাহণম্। স্তনয়োরাধিকোন প্রয়োক্তব্যমিতি থ্যাপনার্থ-
বচনম্, তত্রাপি স্পর্শকরত্বাৎ ॥ ১২ ॥

প্রযোজ্যাত্বাৎ চ তস্তানুসংবাহনে শিরসঃ কণ্ঠ্যনে পিটকভেদনে
বাকুলীকরণে ভীষণে চ প্রয়োগঃ ॥ ১৩ ॥

টীকা। অন্তেষু তু স্থানেষবস্থাপেক্ষয়া প্রয়োগমাহ—প্রযোজ্যাত্বাৎ চ
কস্তায়াং তস্ত প্রয়োগ ইতি বিশস্তণার্থং নাস্তান্তেতরস্ত কৰ্ম্মণঃ। সংবাহনে যত্র
যত্র স্থানে মর্দনং, তত্র তত্র। শিরঃকণ্ঠ্যনে শিরশ্চৈব। পিটকভেদনে গুল্ল-
পিটকানাং শরীরস্থানাং ভেদনে। তদেব বাকুলীকরণে কিঞ্চিৎকর্তুমপ্রয-
চ্ছন্ত্যাং ভীষণেন গুণ্য দর্শয়িতুমিতার্থঃ। এতে সংবাহনাদিষাবস্থিকাসংসর্কাসেব
নাথিকানু। অস্তাবস্থিককার্যবশান্নাথিকাপি প্রয়োক্তবী ॥ ১৩ ॥

গ্রীবায়াৎ স্তনপৃষ্ঠে চ বক্রো নথপদনিবেশোহর্জচ্চন্দ্রকঃ ॥ ১৪ ॥

তাবেব দ্বৌ পরস্পরাভিমুখৌ মণ্ডলম্ ॥ ১৫ ॥ নাভিমূলককুন্দর-

বজ্রফণেষু তস্ত প্রয়োগঃ ॥ ১৬ ॥ সর্বস্থানেষু নাতিদীর্ঘা লেখা ॥ ১৭ ॥

টীকা। গ্রীবায়ামিতি। গ্রীবাপার্শ্বে বহির্দুখাঃ, স্তনপৃষ্ঠে চোর্জদুখাঃ। অর্জ-

চন্দ্রবৎক্রোহর্কচন্দ্রঃ । সূচ্যগ্ৰেণ কনিষ্ঠানথেন নিম্পাদ্যো মধ্যমানথেনাৰ্দ্ধচন্দ্রেন ।
 তাবেব দ্বাবিতি অৰ্দ্ধচন্দ্রৌ ক্রোড়ভাবেন পরস্পরাভিমুখৌ মণ্ডলম্ তদাকারদ্বাং ।
 নাভিমূলে রশনানায়কবদেব স্থিতম্ । ককুন্দরয়োনিভদ্ব্যোপরি কুপকঘোরস্তনি-
 হিতপ্রতিকূপকং মনোহারি । বজ্জগ্নয়োক্রকসঙ্ঘোঃ কর্ণিকালঙ্কারবজ্জঘনশ্চ ।
 সৰ্ব্বস্থানেতি । লেখায়াঃ স্থানবিশেষাভাবান্ন স্থানবিশেষাঃ । তেন গ্রীবাভিক-
 পৃষ্ঠপার্শ্বৌ কমূলবাহুব্ নাতিদীর্ঘস্থানবিশেষাদদ্ব্যঙ্গুল্যঃ ত্র্যঙ্গুল্যঃ বা প্রত্যগ্রাশিখর-
 নিম্পাদা ॥ ১৪—১৭ ॥

সৈব বক্রা ব্যাঘ্রনখক-মা স্তনমুখম্ ॥ ১৮ ॥ পঞ্চতিরতিমুখৈ-
 র্লেখা চুচুকাভিমুখী ময়ূরপদকম্ ॥ ১৯ ॥ তৎসম্প্রয়োগশ্লাঘায়াঃ
 স্তনচুকে সন্নিকৃষ্টানি পঞ্চনখং পদানি শশপ্লুতকম্ ॥ ২০ ॥

টীকা । সৈবেতি । লেখা স্তনমুখা হুখাপ্যাগ্রতো বক্রীকৃতা ব্যাঘ্রনখগুবৎ
 স্তনকণ্ঠমলঙ্করোতি । পঞ্চতিরপি নথৈঃ সূচ্যগ্রাশিখরকৈশ্চুচুকাভিমুখীত স্তনমুখ-
 স্তাধস্তাদঙ্গুষ্ঠনখং বিস্তৃতোপরি চ সংশ্লিষ্টাঙ্গুলিনখানি চুচুকস্তাভিমুখমাকর্ষয়েৎ ।
 ময়ূরপদকং, তদাকারদ্বাং । তদ্বিতি ময়ূরপদকম্ । সম্প্রয়োগশ্লাঘায়া ইতি ।
 নায়কসম্প্রয়োগশ্লাঘা যস্তাস্তাস্তা বিধেয়ম্ । সৰ্বা এব হি হ্রিয়ঃ স্তনমুখং সৰ্ব্বনথ-
 বিলুপ্তং বহু মজ্জন্তে । যথোক্তম্ ;—‘স তে মনসি তদ্বদ্বি সখি প্রাগিব বৰ্জতে ।
 স্তনবক্রাং বিশালাক্ষি যন্তে শিখিপদাক্তিতম্ ॥’ ইতি । স্তনচুচুক ইতি সামীপ্যে
 সপ্তমী । সন্নিকৃষ্টানি নখাগ্রপঞ্চকমেকীকৃত্যাবষ্টভ্য নিদধ্যাত্ততঃ পঞ্চ পদানি
 সন্নিকৃষ্টানি শশপ্লুতকম্, তদাকারদ্বাং ॥ ১৮—২০ ॥

স্তনপৃষ্ঠে মেখলাপথে চোৎপলপত্রাকৃতীত্যাৎপলপত্রকম্ ॥ ২১ ॥

টীকা । উৎপলপত্রাকৃতীত্যাৎপলপত্রসংস্থানম্ । তদেকমেব স্তনপৃষ্ঠে
 মেখলাপথে চেতি । যথা মেখলা নিবধ্যতে । তত্র পথগ্রহণাত্মকম্ । অপি
 তু তিৰ্য্যণ্ডৎপলপত্রমালামিব শোভার্ক নিদধ্যাত্ । নাভিমূলস্তনমণ্ডলেহস্তা
 নাকরত্নবদাভ্যতি ॥ ২১ ॥

উর্বোঃ স্তনপৃষ্ঠে চ প্রবাসং গচ্ছতঃ স্মারগীষকং সংহতা-
শতশস্ত্রিশো বা লেখা ইতি নথকস্মাণি ॥ ২২ ॥

টীকা। স্মারগীষকমিতি প্রোষিতং স্মারয়তি যন্ত্রপচ্ছেদ্যাং লেখাখ্যম্ ।
'কৃত্যদ্যুটো বহলম্' ইতি বর্তমানীয়ব্ । ততঃ সংজ্ঞায়াঃ কন । ততঃ প্রযোজ্যায়
উর্বোঃ প্রবাসং গচ্ছতঃ প্রচ্ছন্নস্ত নায়কস্ত প্রয়োক্তুঃ স্তনপৃষ্ঠে সার্বলৌকিকস্ত ।
সংহতা ইতি নিরন্তরা মেখলার্থম্ । মা ভূচ্চিরবিপ্রয়োগ ইতি চতুষ্টো, দীর্ঘ-
প্রবাসে তিস্রো, ব্রহ্মপ্রবাসে সংখ্যাক্তবল্লৈখাঃ । এষামর্দ্ধচন্দ্রাদীনাং দেশকাল-
কাৰ্য্যবশান্নায়িকাপি প্রয়োক্তো । নথকস্মাণীভ্যোতানি নথচ্ছদ্যানি রূপবন্তী-
ত্যাঃ । অরূপিণাং হনিবদ্ধরূপত্বান্তঃস্থাননিয়মঃ । সমুদ্রৈবোক্তস্থানে
প্রয়োগঃ ॥ ২২ ॥

আকৃতিবিকারযুক্তানি চান্ধাশ্চপি কুর্বাণীত ॥ ২৩ ॥

টীকা। অন্তেষামতিদেশমাহ—আকৃতিবিকারযুক্তানীতি সংস্থানবিশেষ-
যুক্তানি । অন্ধাশ্চপি পক্ষিকুসুমকলশপত্রবল্লাদীনি নথকস্মাণি প্রয়োক্তব্যানি ।
অনেন বিকল্পস্তাধিকাঃ দর্শয়তি ॥ ২৩ ॥

বিকল্পানামনস্তহাদানস্ত্যাচ্চ কোশলবিধেরভ্যাসস্ত চ সর্ব-
গামিহাদাগাত্বকচ্ছদাস্ত প্রকারান কোহভিসমীক্ষিতুমহ'তীতা-
চার্য্যণঃ ॥ ২৪ ॥

টীকা। আচার্য্যণাং মতং বিকল্পানামিতি ! অষ্টবিকল্পমেবাস্ত নাত্মানি ।
তেষাম্ ছেদাপ্রকারাণাং নিরূপ্যমাণানামানস্ত্যাৎ । অতস্তান কোহভিসমীক্ষিতু-
মহ'তীতি সন্দ্বন্ধঃ । তদভিসমীক্ষিণা কোশলমপ্যাপেক্ষীয়ম্ । তস্ত চ প্রতিবিকল্প-
ভিন্নহাদানস্ত্যামিত্যাহ—আনস্ত্যাচ্চেতি । কোশলবিধিঃ কোশলকরণম্ । স চ
নাভ্যাসং বিনেত্যমপরন্তৃত্যোহপেক্ষীয়ঃ । সোহপোকত্র কৃতোহস্তত্র ন
কোশলং নিষ্পাদয়তীতি সর্বগামিণা ভবিতব্যমিত্যাহ—অভ্যাসস্ত চ সর্বগামি-
বাদিতি । তদ্বিধং মহতী পরম্পরেতি কঃ প্রকারানতিসমীক্ষতে । কিঞ্চ রাগা-

স্বকস্বাচ্ছেদ্যন্তেতি রাগজন্ত্বাস্তদাস্বকং নথচ্ছেদ্যম্ । রাগবিরুদ্ধৌ হি নথ-
বিলেখনম্ । তচ্চ তদানীং রাগাস্বাদরূপবদেব প্রযুক্তভে । কোহত্র চ্ছেদ্য-
বন্তনি প্রকারান্ প্রযোক্তুমহঁতি । তদানীমষ্টবিকল্পমপি ন বক্তব্যম্ ॥ ২৪ ॥

ভবতি হি রাগেহপি চিত্রাপেক্ষা । বৈচিত্র্যাদ্চ পরস্পরং
রাগো জনয়িতব্যঃ । বৈচক্ষণ্যযুক্তাশ্চ গণিকাস্তংকামিনশ্চ পরস্পরং
প্রার্থনীয়া ভবন্তি । ধনুর্কোদাদিশপি হি শস্ত্রকৰ্ম্মশাস্ত্রেষু বৈচিত্র্য-
মেবাপেক্ষ্যতে ; কিং পুনরিহেতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ২৫ ॥

টীকা । ভবতি হি রাগেহপীতি । হি-শব্দোহবধারণে । রাগকালেহপি
কেষাঞ্চিৎ সত্যপ্যনন্ত্যে বৈচিত্র্যাপেক্ষা ভবত্যেব । অপিশব্দাদরাগকালেহপি ।
যদাহ বৈচিত্র্যাস্তেতি । আহাৰ্য্যরাগে কৃত্রিমরাগে চ রতে পরস্পরস্ত রাগ
উৎপদ্যমানঃ সন্ বিনা বৈচিত্র্যমিতি তজ্জননার্থং চ বৈচিত্র্যাপেক্ষা । কে পুনস্তে
রাগে সত্যরাগে চ বৈচিত্র্যমপেক্ষন্ত ইত্যাহ—বৈচক্ষণ্যযুক্তাস্তেতি । তজ্জ-
তস্মা যুক্তা দেবদত্তাসদৃষ্টৌ গণিকাস্তংকামিনশ্চ মূলদেবসদৃশাঃ । তে চ বিশিষ্ট-
রতার্হিনঃ পরস্পরস্ত প্রার্থনীয়াস্তজ্জা ভবন্তি । মা ভুলভ্যত্র খলরতমিতি ততশ্চ
তেষাং বৈচিত্র্যমেব রাগং জনয়তি । ধনুর্কোদাদিশপীতি শাস্ত্রাস্তরেণাস্ত সাধৰ্ম্ম্য-
দর্শয়তি । আদিশব্দাৎ কুন্তখজাদিশাস্ত্রপরিগ্রহঃ । শস্ত্রকৰ্ম্মশাস্ত্রেষিতি ।
জ্ঞানবিদ্যা কৰ্ম্মবিদ্যা চেতি দ্বিবিধা বিদ্যা । ধনুর্কোদে হি পরশরাণামাগচ্ছতাং
শরৈচ্ছেদনমেকসঙ্কানেনানেকশরমোক্ষণমিত্যাদিকং কৰ্ম্মবৈচিত্র্যম্ । কিং
পুনরিহ কামসূত্রে, যত্র বৈচিত্র্যমেব মুখ্যমভিপ্রেতম্ । অন্তথা নাগরকানাগর-
কয়োঃ কো ভেদঃ ॥ ২৫ ॥

ন তু পরপরিগৃহীতাস্বেবং কুর্য্যাৎ । প্রচ্ছন্নেষু প্রদেশেষু
তাসামনুস্মরণার্থং রাগবৰ্দ্ধনাচ্চ বিশেষান্ দর্শয়েৎ ॥ ২৬ ॥

টীকা । সৰ্বত্র চ বৈচক্ষণ্যযুক্তেষু বৈচিত্র্যপ্রসঙ্গপ্রতিষেধমাহ ।—ন যিতি ।
পরপরিগৃহীতাসু বৈচক্ষণ্যযুক্তাষপি । এবমিতি বৈচিত্র্যং যুক্তম্ । তাসাং

প্রচ্ছন্নায়কোপভোগ্যহাং । প্রচ্ছন্নেষু উক্ৰজঘনবঙ্কণাদিষু । অমু-
স্মরণার্থমিতি । যে নথচ্ছেদ্যবিশেষান্তান্ দৃষ্টী অরন্তি, নিত্যসমাগমস্ত দ্বর্লভ-
বাং । রাগবর্দ্ধনাচ্ছেতি । প্রমোদমাত্রস্বরূপহাদিস্টিল্লকণাং প্রীতিং মহতীঃ
জনযন্তি ॥ ২৬ ॥

নথক্ষতানি পশুন্ত্য গুচস্থানেষু যোষিতঃ ।

চিরোৎসৃষ্টপ্যাভিনবা প্রীতির্ভবতি পেশলা ॥ ২৭ ॥

টীকা । অরণমধিকৃত্যাব্যব্যতিরেকাত্যাং প্রশংসামাহ—নথক্ষতানীতি ।
গুচস্থানাদিষু । অভিনবা প্রথমসমাগম ইব প্রীতিঃ শ্রেষ্ঠঃ । পেশলা
অকৃত্রিমা ॥ ২৭ ॥

চিরোৎসৃষ্টেষু রাগেষু প্রীতির্গচ্ছেৎ পরাভবম্ ।

রাগায়তনসংস্মারি যদি ন স্থান্নথক্ষতম্ ॥ ২৮ ॥

টীকা । চিরোৎসৃষ্টেষু ভূয় চিরপরিত্যক্তেষু । পরাভবং বিনাশম্ ।
রাগায়তনসংস্মারি রূপং যোবনং শুণাচ্ছেতি রাগায়তনম্ । তৎ স্মারয়িতুং
শীলঃ যচ্ছেতি । নথক্ষতদর্শনাস্তজপাদিষু অরণম্ । ততঃ প্রীতিবাসনাং
প্রবোধঃ ॥ ২৮ ॥

পশুতো যুবতিং দূরান্নথোচ্ছিন্নপয়োধরাম্ ।

বহমানঃ পরস্তাপি রাগযোগশ্চ জায়তে ॥ ২৯ ॥

টীকা । সামান্তেন প্রশংসামাহ—দূরাদিতি । তৎপ্রকারমল্পপলভ্যাপি ।
উচ্ছিন্নং পরিভুক্তম্ । বহমানোহতিগৌরবম্ । পরস্তাপি, যেনাপি ন সক্ষতা ।
রাগযোগ ইতি রাগেণ যুক্ত্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

পুরুষশ্চ প্রদেশেষু নথচিহ্নৈর্বিচিহ্নিতঃ ।

চিত্তং স্থিরমপি প্রায়শ্চলয়তোব যোষিতঃ ॥ ৩০ ॥

টীকা । পুরুষশ্চেতি । যথা পুরুষস্ত, তথা যোষিতোহপি পুরুষঃ দৃষ্টী

রাগঃ । প্রদেশেষু সদৃশেষু । বিচিহ্নিতো বিলিখতঃ । স্থিরমপি তপশ্চরণাদিত্তি-
ন্যতমপি প্রায়শ্চলয়তীতি প্রকৃতির্যত্যাঃ ॥ ৩০ ॥

নাশ্চ পটুতরং কিঞ্চিদন্তি রাগবিবৰ্জনম্ ।

নখদন্তসমুখানাং কৰ্ম্মণাং গতয়ো যথা ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাৎশ্রায়নীরে কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেহধিকরণে

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

টীকা । নাশ্চদিত্তি রাগযোগেভাঃ । পটুতরং রাগবৃদ্ধৌ ষোগাতরম্ । দন্ত-
গ্রহণং তুল্যকলদর্শনার্থং প্রাসঙ্গিকম্ । কৰ্ম্মণাং গতয় ইতি ছেদানাং প্রবৃত্তয়ো
যথা দেহান্তরস্থিতা, ন তথা লোকেহন্তদাস্ত সাম্প্রয়োগেহপি রাগবিবৰ্জনম্ । পূৰ্ব্ব-
পূৰ্ব্বমিতি বক্ষ্যতি । ইতি নখরদনজাতয়ঃ প্রকরণম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাৎশ্রায়নীরকামসূত্রটীকায়াং জয়মঙ্গলাভিধানায়াং বিদম্ভাঙ্গনাবিরহ-
কাতরেন গুরুদত্তেন্দ্রপাদাভিধানেন যশোধরেনৈকত্রকৃতহৃত্তভাষায়াং
সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেহধিকরণে নখরদনজাতয়শ্চ চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

উত্তরোষ্ঠমস্তমুখং নয়নমিতি মুক্তা চূসনবদনশন-রদনস্থানানি ॥১॥

টীকা । এবং নখচ্ছেদ্যাবুপক্রম্য তদধিকেন দশনচ্ছেদ্যোনোপক্রমিত্বং
দশনচ্ছেদ্যাবিধয়স্তথালিঙ্গনাদয়ো দেশপ্রযুক্তিমনমুখ্য প্রযুক্ত্যমানান ন রাগভেদে
ইতি, দেশেষু ভবা দেশ্যা উপচারা ইতি, প্রকরণস্বয়ম্বাধায়ে । তত্র চ্ছেদনাস্ত
করপাবিষয়কালানাং পূৰ্ব্বত্রানির্দিষ্টত্বাৎ স্থানানীত্যাহ ;—উত্তরোষ্ঠমিতি । চূসন-
শ্বেব । তত্রাপ্যুত্তরোষ্ঠঃ ছিদ্যমানমুখাবহম্ অন্তমুখং জিহ্বাং শেষমপি ।
দশনগোচরত্বাৎ । নয়নয়োচ্ছেদ্যাসম্ভবাৎ পর্য্যস্তপীড়াকরত্বাৎকৃত্যকরণাচ্চ

যুক্তা শেষা ললাটাধ্বোষ্ঠগলকপোঃবক্ষঃস্তনাঃ, তথা লটানামুকসঙ্ঘিবাহুল-
নাভিমূলানি সন্তি তানি স্থানানি ; ন তু সৰ্বজনপ্রযোজ্যানীতি । এতৎ সৰ্ব-
যোজ্যম্, চূষনে সত্বেকবিষয়হাৎ । দশনরদনস্থানানি দন্তবিলেখনস্থানানি ।
উক্তরোস্তরবৈচিত্র্যদর্শনার্থং চূষনবিকল্পানন্তরমিদং নোক্তম্ ॥ ১ ॥

সমাঃ স্নিগ্ধচ্ছায়া রাগগ্রাহিণো যুক্তপ্রমাণা নিশ্চিদ্রাস্তীক্ষ্ণাগ্রা
ইতি দশনগুণাঃ ॥ ২ ॥

টীকা । গুণানাহ—সমা অকরালান্তলাচ্ছেদ্যঃ নিস্পাদয়তীতি । স্নিগ্ধচ্ছায়া
অপরুবাঃ । রাগগ্রাহিনস্তাত্ত্বলভকণাদো ন পুষ্পদন্তাঃ ইতি গুণদ্বয়ং শোভার্থম্ ।
যুক্তপ্রমাণা ন স্নিগ্ধা ন পৃথবাঃ । নিশ্চিদ্রা ঘনাঃ । তীক্ষ্ণাগ্রাঃ । ইতি গুণত্রয়ং
ছেদ্যার্থং শোভার্থং চ ॥ ২ ॥

কুষ্ঠা রাজ্যদগতাঃ পরুবাঃ বিষমাঃ স্নিগ্ধাঃ পৃথবো বিরলা ইতি
চ দোষাঃ ॥ ৩ ॥

টীকা । রাজ্যদগতা ইতি । মধ্যে ক্ষুটিতা লেখা উপগতা যেমামিত্যাহিতা-
গ্নাদিবু দৃষ্টব্যম্ । গুণবিপর্যয়ে দোষাঃ সিন্ধা অপি প্রধানদোষখ্যাপনার্থং
পুনরুক্তম্ । তেন রাগাগ্রাহিত্বং ন দোষঃ । শুদ্ধা এব দশনাঃ প্রায়শো
বর্ণান্তে । অত্রাপি রাজ্যদগতপকষবিষয়মাগমাননকাস্তিপরিপস্থিহম্ ; কুষ্ঠাদীনাং
তু শেষাণাং কাধাকরণেহসামর্থ্যং দোষশ্চ ॥ ৩ ॥

গৃঢ়কমুচ্ছূনকং বিন্দুবিন্দুমাল্য প্রবালমণিমাল্য খণ্ডাভ্রকং বরাহ-
চর্কিবর্তকমিতি দশনচ্ছেদনবিকল্পাঃ ॥ ৪ ॥ নাতিলোহিতেন রাগ-
মাত্রেন বিভাবনীয়ং গৃঢ়কম্ ॥ ৫ ॥ তদেব গীড়নাদ্চ্ছূনকম্ ॥ ৬ ॥

টীকা । ছেদনবিকল্পা ইতি সংক্ষেপত উক্তাঃ । তেষাং লক্ষণং প্রয়োগস্থানং
হ—বাগমাত্রেনেতি । 'রাগ এব রাগমাত্রম্, ক্ষতাভাবাৎ । অতিলোহিতে-
নেতি তৃপ্তাধিক্যমাহ । তেন বিভাবনীয়ং বিজ্ঞেয়ম্ এবঞ্চ গৃঢ়মিব গৃঢ়কম্,

অক্ষুটিতহাৎ । তদেকেনৈব রাজদস্তাগ্রোবষ্টতা নিষ্পাদ্যম্ । তদোচ্যতে গুঢ়কং
যদাহবশীভ্য নিষ্পাদ্যতে । তদা জাতবয়থুহাহ্চ্ছনকম্ ॥ ৪—৬ ॥

তত্ভয়ং বিন্দুরধরমধ্য ইতি ॥ ৭ ॥ উচ্ছুনকং প্রবালমণিশ্চ
কপোলে ॥ ৮ ॥ কর্ণপূরচূষনং নখদশনচ্ছেদ্যমিতি সবাকপোল-
মণুনানি ॥ ৯ ॥ দন্তোষ্ঠসংযোগাভ্যাসনিষ্পাদনাং প্রবালমণি-
সিদ্ধিঃ ॥ ১০ ॥

টীকা । তত্ভয়ং গুঢ়কমুচ্ছুনকং ৮ । বিন্দুরিতি । অয়মিতি-শব্দার্থে ।
বিন্দুশ্চ বক্ষ্যমাণলক্ষণঃ । ত্রিতয়মধরমধ্যে, তেষাং স্বরূপভোগহাৎ । উচ্ছুন-
কস্তা বৈশেষিকং স্থানমাহ—উচ্ছুনকং প্রবালমণিশ্চ বক্ষ্যমাণলক্ষণঃ, কপোল-
তস্ত শব্দাক্রিয়হাৎ । কস্মিন্ কপোল ইত্যাহ—সবাকপোলমণুনানীতি । যথা
কর্ণপূরশ্চাক্রিয়হায়ে কর্ণে বিস্তৃষ্টো বামকপোলস্ত মণুনং, তথা । যথোক্তম্ ;—
দন্তচ্ছেদ্যং চূষনং সতাস্থলং রাগমণুনম্ । দন্তোষ্ঠসংযোগাভ্যাসনিষ্পাদনেতি ।
উক্তবদস্তাধরোষ্ঠাভ্যাসুস্তরোষ্ঠাধরদস্তাভ্যং বা স্থানস্ত সংযোগায় গৃহীত্বা পীড়নং,
তস্তাভ্যাসঃ পুনঃপুনঃ করণং, স এব নিষ্পাদনং যন্তাঃ সিদ্ধিঃ । নিষ্পাদ্যতে-
হনেনেতি ক্রিয়া । তথা হি তদভ্যাসাং প্রবালমণিবিব লোহিতঃ স্তববিবজ্জিতো
দন্তোষ্ঠপদবিস্তাসে নিষ্পাদ্যতে ॥ ৭—১০ ॥

সর্বশ্রেণ্যং মণিমালয়াশ্চ ॥ ১১ ॥ অঙ্গদেশায়াশ্চ স্লেচো দশন-
দ্বয়সন্দংশজা বিন্দুসিদ্ধিঃ ॥ ১২ ॥ সর্বৈর্বিবিন্দুমালয়াশ্চ ॥ ১৩ ॥
তস্মান্মালাদ্বয়মপি গলককবজ্জ্ঞপ্ৰদেশেষু ॥ ১৪ ॥ ললাটে চোর্বো-
বিবিন্দুমালী ॥ ১৫ ॥

টীকা । মণিমালয়াশ্চ দন্তোষ্ঠসংযোগাভ্যাসনিষ্পাদনাং সিদ্ধিরিত্যেব ।
অত্রাপ্যয়মেব প্রকারঃ । কিং হেতুং নিষ্পাদ্যং তদনন্তরমপরং ধাবয়্যা
কৃত্তেভ । অঙ্গদেশায়া ইতি স্থানাপেক্ষয়া । তত্র গলে মুগমাত্রায়া, অধরে
তিলমাত্রায়াস্তচঃ । দশনদ্বয়সন্দংশজেনি । উক্তরেণাধরেণ ৮ দশনাগ্রেণ

অচমাক্ষয়া সন্দঃশঃ খণ্ডনং, তস্মাজ্জায়ত ইত্যর্থঃ । বিন্দুসিক্তিরিতি । বিন্দুরিব
বিন্দুঃ, স্বল্পদেশখণ্ডনাৎ । সিক্তিরিত্যুক্তরৈশ্চতুর্ভির্দর্শনরঙ্গদেশায়াস্ততো যুগপৎ
সন্দঃশজ্ঞেত্যর্থঃ বিন্দুমালা, তদাকারহাৎ । তস্মাৎমালাভয়মশীতি । মণিমালা
বিন্দুমালী চ । গলকক্ষবজ্জগৎপ্রদেশেষু, ব্রথত্বকাদেশাম্ । ললাটে চোক্ষৌ-
রিতি । তত্রাপ্যকৌস্তিলপট্টকিরিব স্থিতা স্মার তির্ঘাকৃপরিমণ্ডলমিবেতি ।
স্বকভাগায়োক্ৰিচ্ছেদেহপি পরিমণ্ডলমিব লক্ষ্যতে ॥ ১১—১৫ ॥

মণ্ডলমিব বিষমকূটকযুক্তং খণ্ডাভ্রকং স্তনপৃষ্ঠ এব ॥ ১৬ ॥

টীকাঃ । বিষমকূটকযুক্তমিতি । বিষমৈঃ পৃথুমাংশ্বৈর্দর্শনপটৈঃ সমস্ততো
যুক্তং খণ্ডাভ্রকম্, তৎসাদৃশ্যাৎ ; স্তনপৃষ্ঠে সৌকর্য্যাক্রোভিত্বাচ্চ । পুরুষস্ত
বক্ষসৌভাগ্যাদবগন্তবাম্ । তচ্চ কঠোপগ্রহেণ নিষ্পাদ্যম্ ॥ ১৬ ॥

সংহতাঃ প্রদীর্ঘা বহুয়া দশনপদরাজয়ন্তাত্মাস্তুরালা বরাহচর্কি-
তকং স্তনপৃষ্ঠ এব ॥ ১৭ ॥

ইতি । স্তনপৃষ্ঠৈকতো ভাগাৎ স্বল্পদেশাং অচং দশন-
সন্দঃশেন চক্ষয়েৎ, যাবদপরাং ভাগম্ । ইত্যেনে ক্রমেণোপযুগ্মপরিচক্ষণান্নি-
রন্তরাঃ প্রদীর্ঘা বহুয়াচতশঃ, যত্বা দশনপদপট্টক্রেয়ো নিষ্পাদ্যাঃ । তাসাং
চাস্তুরালানি সংশ্লিষ্টরক্তহাস্তাত্মাণি ভবন্তি । অতো বরাহস্তেব চক্ষণাৎবরাহ-
চর্কিতকম্ । স্তনপৃষ্ঠ এব, বহুলমাংসহাৎ ॥ ১৭ ॥

তদুভয়মপি চ চণ্ডবেগয়োঃ । ইতি দর্শনচ্ছেদ্যানি ॥ ১৮ ॥

টীকাঃ । তদুভয়মপি খণ্ডাভ্রকং বরাহচর্কিতকং চ চ্ছেদ্যং চণ্ডবেগয়োঃ,
তৎসাম্যাহাৎ । এষাং নাম্বিকাপি প্রয়োজ্যী দ্রষ্টব্য্য, উভয়োরপি শাস্ত্রাধিকারাৎ ।
দেশকালকার্য্যাবশ্যাৎ কৃৎকিঞ্চিদেব কস্মচিদসাধারণম্ । এতাবন্তি দশনচ্ছেদ্যানি
সাম্প্রয়োগকাহ্মন্তানি, প্রযোজ্যশরীরে প্রযোজ্যমানহাৎ ; অভিযোগে
দৃশ্যবাহ ॥ ১৮ ॥

বিশেষকে কর্ণপূরে পুষ্পাগীড়ে তাম্বুলপলাশে তমালপত্রে চেতি
প্রযোজ্যগামিষু নখদশনচ্ছেদ্যাদীন্তাভিযোগিকানি ॥ ১৯ ॥

টীকা। আকারপ্রদর্শনার্থং সংক্রান্তিক্রমাভিযোগিকমাহ—বিশেষক ইতি
ভূজপত্রাদিকল্পিতে তিলকে। কর্ণপূরে নীলোৎপলাদৌ। পুষ্পাগীড় ইত্যু-
পলক্ষণং শেথরে চ। তাম্বুলপলাশে সংস্কৃততাম্বুলপত্রে। তমালপত্রে
সুরভিগন্ধলক্ষণার্থে, এষাং চ্ছেদ্যবিষয়দ্বাং। ইতিশব্দঃ প্রকারে। প্রযো-
জ্যগামিষু। গমিষ্যন্তীতি গামিনঃ, ‘তবিষ্যতি গম্যাদয়ঃ’ ইতি সূত্রাৎ।
প্রযোজ্যগামিনো বিশেষকাদয়ঃ। ‘গমিগম্যাদোনাম্’ ইতি সমাসঃ। তেষু
ই চ্ছেদ্যানি সংক্রান্তিক্রমাভিযোগিকানি ভবন্তি। নখদশনচ্ছেদ্যাদীনীতি।
নখচ্ছেদ্যভিযোগিকং প্রাপ্ত্বনোক্তম্। ইতিবিষয়দ্বাদেককৃত্যোক্তম্।
দশনচ্ছেদ্যবিষয়ঃ প্রকরণম্ ॥ ১৯ ॥

দেশসাত্ব্যাক্ষ যোষিতঃ উপচরেৎ ॥ ২০ ॥ মধ্যদেশস্তা অর্থা-
প্রায়াঃ শুচ্যপচারশ্চ স্মননখদন্তপদদেবিণাঃ ॥ ২১ ॥

টীকা। দেশপ্রবৃত্তয়ো দেশা উপচারান্তানাহ—দেশসাত্ব্যাদিত। লাবলোপে
পঞ্চমী। সাত্ব্যং ত্রিবিধম্—দেশতঃ, প্রকৃততত্চ। তত্র চূদনাদীনাং যেন
যস্মিন দেশে সাত্ব্যমবস্থিতং, তদপেক্ষাতে। ন তত্র যোষিত উপচরেৎ। অয়ং
তচ্ছীলবদ্ভবেৎ। উপলক্ষণমেতৎ। পুরুষানপি যোষিৎ। তত্র মধ্যদেশস্ত
প্রধানহাস্তৎসাত্ব্যমাহ মধ্যদেশস্তা ইতি। ‘ইমবস্থিত্যয়োর্ব্যে যৎ প্রাচীন-
শনাদপি। প্রত্যগেব প্রসঙ্গাক্ষ মধ্যদেশঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ’ ইতি ভৃগুঃ। ‘গন্ধ-
যস্মন্যোরিত্যেকো’ ইতি বসিষ্ঠঃ। অথমেব শাস্ত্রকৃত্যং প্রাধান্তেনাভিপ্রেতঃ।
তত্র ভবা মধ্যদেশস্তাঃ। শুচ্যপচারঃ সুরতে শুচিসমুদ্যপচারঃ, অর্থ্যপ্রায়দ্বাং।
চূদনাদিত্রয়ঃ ছেদ্যঃ শীলমাসাম্। আলিঙ্গনমিচ্ছান্ত ॥ ২০। ২১ ॥

বাহুলীকদেশ্তা আবাস্তিকশ্চ ॥ ২২ ॥ চিত্ররতেষু ভাসামভি-
নিবেশঃ ॥ ২৩ ॥ পরিষঙ্গচূষ্মননখদন্তুষণপ্রধানাঃ ক্ষতবর্জিতাঃ
প্রহণনসাধ্যা মালব্য আভীর্যশ্চ ॥ ২৪ ॥

টীকা। বাহ্লীকদেশা উত্তরাপথিকাঃ। আবন্তিকা উজ্জয়িনীদেশভবাঃ।
তা এবাপরমাণবাঃ। চূষনাদিষেষণ্যঃ। পূর্বাভ্যো বিশেষমাহ চিত্ররত্নেষু।
চিত্ররত্নানি বক্ষ্যন্তে। তেষাভিনিবেশোহতিপ্রীতিকরহাৎ। মালবা ইতি পূর্ব-
মালবভবাঃ। পরিষঙ্গচূষনাদীনি প্র যান্তেনেচ্ছন্তি। ক্ষতাববর্জিতাঃ তোদন্ত ন
বদন্তাভ্যামিচ্ছন্তি। প্রহণনসাধ্যাঃ প্রহণনেন জাতরত্নাঃ। আভীর্থা ইতি।
আভীরদেশঃ। শ্রীকণ্ঠকুরুক্ষেত্রাদিভূমিঃ। তত্র ভবাঃ ॥ ২২—২৪ ॥

সিকুযষ্ঠানাং চ নদীনামন্তরালীয়া ঔপরিষ্টকসাত্মাঃ ॥ ২৫ ॥
চণ্ডবেগা মন্দসীংকুতা আপরান্তিকা লাট্যাশ্চ ॥ ২৬ ॥

টীকা। সিকুযষ্ঠানাং চেতি। সিকুনদঃ যন্তো যাসাং নদীনাম্। তদ্ যথা;
—বিপাট শতজ্রিরাবতী চলভাগা বিতস্তা চেতি পঞ্চ নদ্যঃ। তাসামন্তরালেষু
ভবাঃ। ঔপরিষ্টকসাত্মা ইতি। সত্যপি পারষঙ্গচূষনাদৌ মুখে জঘন-
ক্ষণা খরবেগাঃ প্রীয়ন্ত ইত্যর্থঃ। আপরান্তিকা ইতি। পশ্চিমসমুদ্রসমীপে-
পরান্তদেশঃ। তত্র ভবাঃ। অত্রৈত্যঃ কিলার্জুনসকাশাধিষ্ঠোবন্তঃপূর-
মাচ্ছিন্নমতি। লাট্যাশ্চেতি। অপরমালবাং পশ্চিমে নার্টবিষয়ঃ। তত্র-
ভবাশ্চণ্ডবেগাঃ। মন্দসীংকুতা ইতি। ক্ষতানি মন্দং চ প্রহারং সহন্ত
ইত্যর্থঃ। হস্তবহাং সীংকুতস্ত ॥ ২৫২৬ ॥

দৃঢ়প্রহণনযোগিত্বঃ খরবেগা এব, অপদ্রব্যপ্রধানাঃ স্ত্রীরাজ্যে
কোশলায়াঞ্চ ॥ ২৭ ॥

টীকা। স্ত্রীরাজ্য ইতি। বঙ্গরক্ত[বজ্রবন্ত]দেশাং পশ্চিমে নার্টরাজ্যং তত্র,
কোশলায়াং চ যোষিতঃ সত্যপ্যালিঙ্গনাদৌ দৃঢ়প্রহারৈঃ প্রীয়মাণাঃ সম্প্র-
দ্যন্তে। খরবেগা এবৈত্যবধারণাং সর্বদৈবেত্যর্থঃ। কণ্ঠেরাধিক্যাদ্রাগঃ
এব ইত্যুগতে, তন্তাবে তু চণ্ড ইতি বিশেষঃ। এবং চ সতি অপদ্রব্যপ্রধানাঃ,
কণ্ঠপ্রতীকারার্থং প্রাধান্যেন কৃত্রিমসাধনমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

প্রকৃত্য মুখো রতিপ্রিয়া অন্তর্চিকচয়ো নিরাচারাস্চাক্ষাৎ ॥ ২৮ ॥

টীকা। আজ্ঞা ইতি। নশ্বদায়া দক্ষিণেন দেশো দক্ষিণাপথঃ। তত্র কণাটবিষয়াৎ পুষ্কোণাজ্জবিষয়ঃ। তত্র ভবাঃ। প্রকৃতা স্বভাবেন যুধ্যাঃ কোমলাঙ্গো ন প্রহনাদি সহন্তে ; কিং তু রতিপ্রিয়াঃ। পুরুষোপম্বৃণিচ্ছন্তীত্যর্থঃ। অন্তঃকরচয়োহবিবিক্তসমুদাচারা নিরাচারাশ্চ। ভিন্নমর্যাদা ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

সকলচতুষষ্টিপ্রয়োগরাগিণ্যোহল্লীলপুরুষবাক্যপ্রিয়াঃ শয়নে চ সরভসোপক্রমা মহারাট্টিকাঃ ॥ ২৯ ॥

টীকা। মহারাট্টিকা ইতি। নশ্বদাকণাটবিষয়ছোম্বৃণ্যে মহারাট্টবিষয়ঃ। তত্র ভবাঃ। সকলচতুষষ্টিপ্রয়োগরাগিণ্যোহল্লীলপুরুষবাক্যপ্রিয়তয়া চ রহসি বিজনে প্রকাশস্তে, সত্ৰপহাৎ। মহারাট্টিকাশ্চ প্রকাশে রহসি চেতি বিশেষঃ। শয়নে চেতি সম্প্রয়োগে। রভসোপক্রমা ইতি রহস্যোদ্ভটহরভসেন পুরুষমভিযুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

তথাবিধা এব রহসি প্রকাশস্তে নাগরিক্যঃ ॥ ৩০ ॥

টীকা। নাগরিক্য ইতি পার্শ্বলিপুত্রিক্যঃ। তথাবিধা এবতি। তেনৈব প্রকাশ্যেন সকলচতুষষ্টিপ্রয়োগরাগিতয়াল্লীলপুরুষবাক্যপ্রিয়তয়া চ রহসি বিজনে প্রকাশস্তে, সত্ৰপহাৎ। মহারাট্টিকাশ্চ প্রকাশে রহসি চেতি বিশেষঃ। শয়নে চ রভসোপক্রমহং তুল্যম্ ॥ ৩০ ॥

মুদ্যমানাশ্চাভিযোগামন্দং মন্দং প্রসিদ্ধস্তে দ্রাবিডঃ ॥ ৩১ ॥

টীকা। দ্রাবিড ইতি। কণাটবিষয়াদক্ষিণেন দ্রাবিড়বিষয়ঃ। তত্র ভবাঃ। অভযোগাদিত। যজ্ঞযোগাৎ প্রাগালিঙ্গনাদ্যভিযোগাৎপ্রভৃতি পুরুষোপম্বৃণ্যে বহিরন্তঃ শিখিলীক্রিয়মাণাবয়বা মন্দং মন্দং প্রসিদ্ধস্তে ইতি। 'স্ত্যক' স্তোকং মুছানুশ্রবাজ্জিতং করণং কাধাত ইতি। অমদহাৎ। নতোহন্তে সমাক্ষিপ্তবেগা বিসৃষ্টিঃ। তেনৈকস্মিন্নেব রতে নিবৃত্তরাগা ভগ্নত্বীতি দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥

মধ্যমবেগাঃ সর্ববৎসহাঃ স্বাক্ষপ্রচ্ছাদিন্যঃ পরাক্ষহাসিন্যঃ

কুৎসিতাল্লীলপৰুষপরিহারিণ্যো বানবাসিক্যঃ ॥ ৩২ ॥ মুদুভাষিণ্যো-
হনুরাগবত্যো মুদুঙ্গাশ্চ গোড়্যঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকা। বানবাসিক্য ইতি। কোঙ্কণবিষয়াৎ পুন্সেণ বনবাসবিষয়ঃ। তত্র
ভাঃ। মধ্যমবেগো ভাবতঃ কালচুশ্চ সঙ্গমালিঙ্গনাদিকং সহজে। ব্যক্তমান্বন-
শরীরে দৌঃ প্রচ্ছাদয়ন্তি, পরস্পোপহসন্তি, কুৎসিতং রূপেণ ব্যবহারেণ চ অল্লীল-
গাম্যং পুরুষং পরিহরন্তি। ন তেন সম্প্রযুক্ত্যন্তে। গোড়্য ইতি—গোড়দেশে-
ভাঃ। প্রদর্শনং চৈতৎ। অন্তর্দাপি লক্ষ্যেৎ ॥ ৩২। ৩৩ ॥

দেশসাত্ম্যং প্রকৃতিসাত্ম্যং বলীয় ইতি সুবর্ণনাভঃ ন তত্র
দেশ্য উপচারাঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকা। প্রকৃতিসাত্ম্যমিতি। প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ, তৎসাত্ম্যমেব মন্ততে। দেশ-
প্রকৃতিসাত্ম্যেনোপচারাঃ কৰ্ত্তব্যাঃ। উভয়সম্মিপাতে বিরোধে সতি দেশ-
সাত্ম্যং প্রকৃতিসাত্ম্যং বলীয় ইতি। অন্তরঙ্গদ্বাৎ। ন তত্র দেশ্য উপচারাঃ সুবর্ণ-
নাভঃ। আচার্যাণাং তু প্রকৃতিসাত্ম্যপরিহারেণৈব দেশসাত্ম্যেনোপচরেদিত-
তম্। শাস্ত্রকতোহপি সুবর্ণনাভমতমেবাভিমতম্, অপ্রতিষিদ্ধদ্বাৎ ॥ ৩৪ ॥

কালযোগাচ্চ দেশাদেশান্তরমুপচারবেষলীলাশ্চানুগচ্ছন্তি। তচ্চ
বিদ্যাৎ ॥ ৩৫ ॥

টীকা। কালযোগাচ্চৈতি। কালান্তবেণ দেশাদেশান্তরং তথা তত্রতা-
মুপচারান, বেষং নেপথ্যং লীলাং চেষ্টাবিশেষমনুগচ্ছন্তি। তচ্চৈতি দেশ-
ত্বাদ্যানুগম্যং তত্ত্বতো বিজ্ঞাৎ। অন্তর্গত উপচারাদিদর্শনেন তদ্দেশজৈয়মিহ উপ-
যোগ্যং আলিঙ্গনাদিতো বিগুণা স্তাৎ। তস্মাৎ সকারিগুণত্যাগেন স্বাংদেশ-
প্রচারৈরেবাবধাৰ্য্য প্রকৃতিসাত্ম্যেনোপচরেৎ ॥ ৩৫ ॥

উপগৃহনাদিষু চ রাগবর্জনং পূর্বং পূর্বং বিহিতমুত্তরমুত্তরক ॥ ৩৬ ॥

টীকা। উপগৃহনাদিষু ইতি। আলিঙ্গনচূষনখদশনচ্ছেদ্যপ্রহণনসৌক্যেব
যটনু বাক্যকর্মসু পূর্বং পূর্বং রাগবর্জনম্। তত্র সৌক্যতাক্রুতিরমণীয়াৎ প্রহ-

গনং স্পর্শকরং রাগবর্জনম্ । ততো দশনচ্ছেদ্যমতিস্পর্শকরম্ । ততোহপি
পরিহারেণ নখচ্ছেদ্যম্ । তস্মাদপি চূষনং মৃৎস্পর্শকরম্ । ততোহপি সর্ষাঙ্গিক-
মালিঙ্গনমতিস্পর্শকারীতি । বিচিত্রমুত্তরোত্তরমিতি । তত্রোপগৃহণাৎ স্থূলকর্ণ-
শূচনং কুটিলকর্ণং বিচিত্রম্ । ততো নখবিলেখনম্ । তস্মাদপি দশনচ্ছেদ্যম্ ।
অতিকুটিলম্ । ততোহপি প্রহণনম্ । যতন্তদন্তলাঘবানন্দকর্ণপরিহারেণ রাগ-
দৌপয়তি । ততোহপি সাংকৃতম্, যদুপদেশেহপি দুর্গাহমিতি ॥ ৩৬ ॥

বার্যমাংশচ পুরুষো যৎ কুর্য্যান্তদনু ক্ষতম্ ।

অমৃষ্যমাণা দ্বিগুণং তনৈব প্রতিযোজয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

টীকা । এবং দেশসান্নাৎ পরস্পরমুপচরতোচ্ছেদ্যকলহোহপি স্তাৎ । তত্র
প্রীতিস্থিরীকরণার্থং চেষ্টিতমুচ্যতে । তদ্বিধিবধম্ ;—বর্হস প্রকাশে চ সেবনে ।
তত্র পূর্ষমধিকৃত্যাহ—বার্যাবাণ ইতি । আঙ্গিকেন বাচিকেন বাভিনয়েন
নিষেধ্যমানঃ প্রকৃতিসান্নাৎ ; যদা হনিষেধ্যমানস্তদা কৃতে প্রতিকৃতং কুর্য্য-
দিভ্যয়মেব পক্ষঃ ; ন দ্বিগুণযোজনম্ কলহাভাবাৎ, দ্যুতকলহোহপি দ্যুতমধি-
কৃত্যোক্তম্ । ইহ সান্ন্যবিশেষঃ । অমৃষ্যমাণেত্যক্ষমাণা দ্বিগুণং প্রযুক্ত-
দধিকচ্ছেদ্যঃ যন্তদেব, ন বিজালীবম্ । প্রতিযোজয়েৎ প্রতীপং যোজয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

বিন্দোঃ প্রতিক্রিয়া মালা মালায়াশচাশ্রথগুণকম্ ।

ইতি ক্রোধাদিবাণিষ্টা কলহান প্রতিযোজয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

টীকা । কস্ত কিং দ্বিগুণামত্যাঃ বিন্দোরিতি । মালেন্দি বিন্দুমালা । তস্ত
অপ্যশ্রথগুণং প্রতীকারঃ । ইত্রেবং দ্বিগুণং প্রতীকারঃ বৃদ্ধা যোজয়েৎ কলহ-
প্রতি । তথাশ্রথগুণ বরাহচর্চিতকম্ । গূঢ়শোচ্ছুনকম্ তস্ত প্রবালমণিঃ
তস্তাপি মণিমালা । তস্তাপি বিন্দুরিতি । তত্র পূর্ষাণি চত্বারি হৃদি স্থিতানি
শেষাণি হৃদমভিক্রম্য । ক্রোধাদিবাণিষ্টেতি । কৃতককোপেন দর্শিতাবস্থান্তর-
কলহাস্তরং কৃতককলহদর্শনার্থম্ ॥ ৩৮ ॥

সকচগ্রহমুন্নম্য মুখং তস্ত ততঃ পিবেৎ ।

নিলীয়েত দর্শেদ্বৈব তত্র তত্র মদেৱিতা ॥ ৩৯ ॥

টিকা। মুখং পিবেদধরপানাত্থেন চুষ্মনেন । তত্র চায়াং বিদম্বক্রমঃ । স্কচ-
গ্রহমুন্নমোতি । পার্শ্বনৈকেন কচেযু, দ্বিতীয়েন চিবুকে পরিগৃহ্যোস্তানীকৃতো-
ভার্থঃ । মিনীয়েত দৃঢ়ং সংশ্লিষ্যেৎ, দশেক্ত । তত্র তত্র ছেদাহ্বানে । যত্র
যত্র বা হেন দষ্টো । মদেব্রিতা পানমদপ্রেব্রিতা । তদেব চেষ্টিতং সূখয়তি ॥ ৩৯ ॥

উন্নম্য কণ্ঠে কাস্তন্ত্ৰ'সংশ্রিতা বক্ষসঃ স্থলীম্ ।

মণিমালাং প্রযুঞ্জীত যচ্চান্নদপি লক্ষিতম্ ॥ ৪০ ॥

টিকা। বিধানান্তরমাহ—উন্নমোতি । সংশ্রিতা বক্ষসঃ স্থলীমেকেন বাত-
পাশেনাবেষ্ট্য কণ্ঠমুন্নমা দ্বিতীয়েন হস্তেন চিবুকং গৃহীয়া মণিমালাং প্রযুঞ্জীত ।
গণেশস্তত্ৰানে কণ্ঠিকামিবাহ । তচ্চান্নদপি লক্ষিতং দশনচ্ছেদ্যং মনোহারি ।
অত্রাপি বৈচিত্র্যাপেক্ষেতি সূচয়তি ॥ ৪০ ॥

দিবাপি জনসম্মাধে নায়কেন প্রদর্শিতম্ ।

উদ্दिश्या স্বকৃতং চিহ্নং হসেদনৈরলক্ষিতা ॥ ৪১ ॥

টিকা। প্রকাশে চেষ্টিতমাহ—দিবাপীতি । রাত্রৌ নায়িকয়া যৎ কৃতং
চিহ্নং, তন্দিবাপি নায়কেন কথমাশ্মিন জনসমূহে প্রচ্ছাদ্যমিতি ভাবমাকারঃ
গ্রাহয়েৎ প্রদর্শয়েৎ । উদ্दिश्या স্বয়ং কৃতং চিহ্নমিতি দুষ্টস্থায়মেব নিগ্রহো যুক্ত-
ইতি ভাবঃ গ্রাহয়ন্তী হসেৎ । অনৈরলক্ষিতেতি । নায়কেনাপালক্ষিতেতি
যোজ্যম্ । অন্তথা দ্বাবশ্যানাগরকৌ জনসম্মাধে স্তাত্মমিতি ॥ ৪১ ॥

বিকুণয়ন্তীব মুখং কুৎসয়ন্তীব নায়কম্ ।

স্বগাত্রস্তানি চিহ্নানি সাসূয়েব প্রদর্শয়েৎ ॥ ৪২ ॥

টিকা। সাপি তৎকৃতানি চিহ্নানি প্রদর্শয়েদিত্যাহ—বিকুণয়ন্তীব বার্থচূষ-
নার্থং সঙ্কোচয়ন্তীব, সঙ্কোচসোষ্ট্রীয়াৎ । কুৎসয়ন্তীব ক্রনয়নবিকারৈর্বিধি-
দ্বিবিদম্বিক্রমিতি । 'তর্জয়ন্তীব' ইতি পাঠান্তরম্ । কলমস্ত প্রাপ্ত্যসৌতি তর্জয়নম্ ।
সাম্প্রথোবাক্যমালোকে ॥ ৪২ ॥

পরস্পরানুকূল্যেন তদেবং লজ্জমানয়োঃ ।

সংবৎসরশতেনাপি প্রীতিন্ পরিহীয়তে ॥ ৪৩ ॥

ইতি ক্রীমদ্বাংশ্চায়নীয়ে কামসূত্রে সাম্প্রদায়িকৈঃ সঠেহধিকরণে দশন-

চ্ছেদ্যবিধয়ো দেশা উপচারাশ্চ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

টীকা। তদिति তস্মাৎ । সংবৎসরশতেন পুরুষাযুঃপ্রমাণেনেত্যর্থঃ ।
প্রীতিন্ পরিহীয়তে স্থিরীভবতীত্যর্থঃ । ভোজনমপি হেতুসমুপসেবামানং
বিরাগঃ জনয়তি । দেশা উপচারাঃ প্রকরণম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি সাম্প্রদায়িকৈঃ সঠেহধিকরণে দশনচ্ছেদ্যবিধয়ো দেশা

উপচারাশ্চ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

রাগকালে বিশালয়ন্ত্যেব জঘনং মুগী সংবিশেদুচ্চরতে ॥ ১ ॥

টীকা। এবং দেশপ্রকৃতিসাম্ব্যাপেক্ষয়া আলিঙ্গনাত্তাপচারাঙ্গাতরাগয়োঃ
সংবেশনযোগ্যত্বাৎ সংবেশনপ্রকারাঃ, তথা সংবেশনবিশেষহাচ্চিহ্নরতানীতি
প্রকরণদ্বয়মত্রাধ্যায়ে । যদাহ—রাগকাল ইতি । রাগকালো যত্র স্তব্ধালিঙ্গতা ।
সাধনসহায়কো সংযোগার্থং সংবেশনম্ । তচ্চ তদানীমেব যুজাতে তেন প্রমা-
ণতো রতমধিকৃত্য সংবেশনপ্রকারাঃ । তেনাত্র বিষমরতেষু প্রমাণান্তরা
সংক্রান্তির্দৃষ্টব্য । বিশালয়ন্ত্যেবেতি উন্মোহবিলেপযোঃ প্রসারয়ন্তি, তৎপ্রসা-
রণাদম্ভ বর্জনং, কেবলং জঘনং বিরতমুখং ভবতি । উচ্চরতে ইতি বৃষেণ সংপ্র-
যুক্ত্যমাণা মুগী, সংবিশেৎ শব্দীত, তস্মাৎ সংব্রতরজ্জহাৎ । উপলক্ষণং চৈতৎ ।
উচ্চতররতে চাঞ্ছেন সম্প্রযোক্ত্যমাণং জঘনং বিশালয়ন্তীতি সংবিশেৎ । অত্রাহি-
দেশঃ বক্ষ্যতি ॥ ১ ॥

অবহ্রাসয়ন্তীব হস্তিনী নীচরতে ॥ ২ ॥ শ্রাযো যত্র যোগন্তত্র
সমপৃষ্ঠম্ ॥ ৩ ॥ আভাং বড়বা ব্যাখ্যাতা ॥ ৪ ॥

টীকা। অবহ্রাসয়ন্তীবেতি । উক্কোঃ সংশ্লেষণাৎ সঙ্কোচয়ন্তীব, যথা
সংরতমুখং ভবতি । হস্তিনী নীচরতে বুধেণ সাম্প্রয়োগ্যমাণা সংবিশেদিভ্যেব ।
তস্তা বহলরজ্জ্বাৎ । শশেন তু নীচতররতেহবহ্রাসয়ন্তীতি । অত্রাপ্যভিদেশঃ
বক্ষ্যতি । যত্র যস্মিন রতে শ্রাযাদনপেতো যোগঃ, স্বভাবসিদ্ধত্বাৎ । সমরত
উক্তার্থঃ । তত্র সমপৃষ্ঠং সংবিশেদিভ্যেব, ক্রিয়াবিশেষণমেতৎ । সঙ্কোচনপ্রসা-
রণভাবাৎ সমজঘনপৃষ্ঠং যস্তাঃ ক্রিয়ায়ামিতি । সাপ্যুচ্চরতেনাপ্তেন প্রযোজ্য-
মাণা বিশালয়ন্তীব শশেনাবহ্রাসয়ন্তীব । শ্রাযো যত্র বুধেণ, তত্র সমপৃষ্ঠং
সংবিশেদিতি । আভাং যুগীহস্তিনীভ্যাং ব্যাখ্যাতা । যথা চোক্তম্;—
'বিরতোককমুচ্চৈস্ত নীচৈঃ শ্রাৎ সংরতোককম্ । যথা স্থিতোককং চাপি
সমপৃষ্ঠং সমে রতে ॥' ২—৪ ॥

তত্র জঘনে নায়কং প্রতিগৃহীয়াৎ ॥ ৫ ॥ অপদ্রব্যানি চ
সবিশেষং নীচরতে ॥ ৬ ॥

টীকা। সংবেশনশ্চ প্রতিগ্রহফলত্বাৎ প্রতিগ্রহমাহ—তদ্বৈতি । সঙ্কোচন-
প্রসারণভেদাৎ সমপৃষ্ঠাক্ত জীবধে সংবেশনে জঘনে ঘ্নেন নায়কং প্রতিগৃহী-
য়াৎ । প্রথলিঙ্গং প্রতীচ্ছদিত্যর্থঃ । অপদ্রব্যানি চেতি । বুধেণ শশেন বা প্রযুজ্য-
মানানি কৃত্রিমসাধনানি বড়বা হস্তিনী বা প্রতিগৃহীয়াদিভ্যেব । তত্রাপি, বিশেষঃ
—যদি সমরতং সাধনসদৃশং কৃত্রিমং, তদা নাবহ্রাসয়ন্তী বিশালয়ন্তীব । ততো-
হপাধিকং চেষ্টিশালয়ন্তীব প্রতিগৃহীয়াদিত্যর্থঃ । নীচরত ইতি । উচ্চরতে
ইপদ্রব্যপ্রয়োগাসম্ভবাৎ ॥ ৫ । ৬ ॥

উৎফুল্লকং বিজৃম্বিতকমিন্দ্রাণিকং চেতি ত্রিতয়ং যুগাৎ
প্রায়েণ ॥ ৭ ॥ শিরো বিনিপাতোদ্ধং জঘনমুৎফুল্লকম্ ॥ ৮ ॥
তত্রাপসরিতং দদ্যাৎ ॥ ৯ ॥

টীকা। যদা যুক্তা বিরূতং সংবৃতং বা জঘনং স্তাতদ্বথাক্রমমাহ ।
 উৎকুলকমিতি । সময়তে লৌকিকৌ যুক্তিকৃত্য, ন শাস্ত্রীয়া । লোকে হি গ্রামা-
 নাগরভেদাভূতানয়াঃ সংবেশনদ্বয়ং প্রতীতং, পার্শ্বে চ সম্পূটকম্ । তত্রিতমপি
 সমপৃষ্ঠং ঘটয়তীতি । যথা চোক্তম্ ;—‘গ্রামামাশীনকাস্তোরুবিশস্তপ্রমদৌককম্ ।
 নাগরং চ নরৌকস্তং স্ত্রীপাদাস্তোরুহদ্বয়ম্ ॥’ ত্রিতমিতি ত্র্যবয়বং সংবেশনম্
 প্রায়েণেত্যেকান্তেন । শির ইতি । শিরোভাগমধস্তাচ্ছায়ায়াং বিনিপাত্যে
 কানমূৰ্দ্ধং জঘনং কুর্যাদিতি ভেদমেবং রূপং পশ্চাত্তাগেনেত্যর্থঃ । যদ্যপি
 তৎ স্বভো ভবতি, তথাপ্যতিবিস্তারণার্থমুপযূপরি-স্থিতহস্তপৃষ্ঠে ত্রিকভাগ-
 বিনিবেশয়েৎ, পাদপাক্ষা চ ফিচোক্যাহতঃ । এবং জঘনস্তোৰ্দ্ধং বিরূতভাগ-
 ফল্লমিবাৎফুল্লকম্ । তত্রৈতৎফুল্লকে । অপসারং দদ্যাদিতি । নায়কো যত্র
 সংযোজ্যমানা কটিভাগেনাপসরেৎ । নায়কো বা শনৈঃশনৈঃ সংযোজ্যাপসরেৎ
 যাবদর্ধ-সদাধতা ন ভবতি । সহসোপস্থপ্তায়া হি পীড়া । নায়কস্ত
 লিঙ্গচক্ষোর্ষর্জনম্ । যদবপাটিকোতি বৈদ্যকৃচ্চতে ॥ ৭—৯ ॥

অন্যে সন্ধিখিনী তিৰ্য্যগবসজা প্রতীক্ষেদিতি বিজৃম্বিতকম্ ॥ ১০ ॥

টীকা। অন্যে ইতি । সন্ধিখিনী উরু, তিৰ্য্যগবসজ্যোতি তিরশ্চীনে ক্রুদ
 তত্রাপি শয্যায়াং পাদয়োকৃত্তানবস্তাসাদপি তিরশ্চীনে ভবতঃ ; কিং ত
 নোঁচরিত্যাং ;—অন্যে ইতি । প্রতীক্ষেদায়কমিত্যর্থঃ । জৃম্বিতমিবেতি জঘন-
 মিতি । বিরশস্তাহাৎ জৃম্বিতমিতি ॥ ১০ ॥

পার্শ্বয়োঃ সমমূকং বিভ্রাজ্য পার্শ্বয়োৰ্জানুনী নিদধাদিতাভাস-
 যোগাদিন্দ্রাণী ॥ ১১ ॥

টীকা। পার্শ্বয়োরিতি । জঘাসংস্পৃষ্টাবুক পার্শ্বয়োঃ সমমমূকারং বিভ্রাজ্য
 পার্শ্বয়োৰ্জানুনী নিদধাৎ । কক্ষাবতিৰ্ভাগয়োরিত্যর্থঃ । এবং চ বাভমূলভাস-
 বষ্টভ্য গৃহীতহাৎ পূৰ্ব্বস্মাধিরূতম্ভং ভবতি । ত্র্যভাসযোগাদিতি । সহ
 নিম্পাদয়িতুমশক্যাহাদস্তাঃ । ইন্দ্রাণীতি শচীপ্রোক্তহাদম্বর্থসং ৬-৭ ব্যপদেশঃ
 তত্রাপ্যপসারং দদ্যাদিতি যোজ্যম্ ॥ ১১ ॥

তয়োচ্চতররতত্য়াপি পরিগ্রহঃ ॥ ১২ ॥ সম্পুটেন 'প্রতি-
গ্রহো নীচরতে ॥ ১৩ ॥ এতেন নীচতররতেহপি সম্পুটকং
পীড়িতকং বেষ্টিতকং বাডবকমিতি হস্তিষ্ঠাঃ ॥ ১৪ ॥ ঋজু প্রসারিতা-
বুভাবপুভয়োশ্চরণাবিতি সম্পুটঃ ॥ ১৫ ॥

টীকা। তয়েতীশ্রাণ্য। উচ্চতররতত্য়াপীতি। ন কেবলমিশ্রাণ্য মৃগী রুযঃ
প্রতিগৃহীয়াৎ, অশ্বমপি। তস্থা ধৃতরাগহাদ্বিতরাগহেতুহাৎ। তত উচ্চতর-
রতেহতি বিশালরস্তাবেতি সিদ্ধং ভবতি। তত্ৎফলকাবজ্জুস্তিতকাভ্যাং তু মৃগী
রুযেব, বভুবাপি তাভ্যামেবাশ্বমিত্যর্থোক্তম্, পূৰ্বমতিদিষ্টহাৎ। সম্পুটেনেতি।
৩-স্তম্ভে সম্পুটেন বক্ষ্যমাণলক্ষণেন রুযঃ প্রতিগৃহীয়াদিত্যর্থঃ। নীচতররতে-
হপীতি। শশমপি প্রতিগৃহীয়াদিত্যর্থঃ। তস্থা সংবৃত্তহেতুহাত্তেন চ প্রতিগৃহীতে
পীড়িতকাপি প্রয়োক্তব্যম্। তেনাপ্যপত্নাসম্বস্তীবোহি সিদ্ধম্। বভুবাপি
সম্পুটকেন শশঃ প্রতিগৃহীয়াদিত্যর্থোক্তম্, পূৰ্বমতিদিষ্টহাৎ। সম্পুটকযুক্তি-
মাহ—ঋজ্বিতি। প্রগুণং প্রসারিতো, যথা যন্ত্রযোগঃ স্তাৎ। উভয়োৰিতি।
দ্বাপুঃসয়োঃ। সম্পুট ইতি। সম্পুট ইবোভয়োরেকত্র সংলগ্নহাৎ ॥ ১২—১৫ ॥

স দ্বিবিধঃ—পার্শ্বসম্পুট উত্তানসম্পুটশ্চ, তথা কর্ণযোগাৎ।
১৬ ॥ পার্শ্বেন তু শয়ানো দক্ষিণেন নারীমধিশয়ীতেতি সার্ববাট্রিক
নেতৎ ॥ ১৭ ॥

টীকা। তথা কর্ণযোগাদিতি। তেন প্রকারেণ রতানুষ্ঠানযোগাদিত্যর্থঃ।
তত্র পার্শ্বসংবিষ্টয়োঃ পার্শ্বসম্পুটঃ। উত্তানসংবিষ্টায়া উপধাকাকংসংবিষ্টৈশ্চকোহপি
বিপর্যয়েণ দ্বিতীয় ইতি দ্বিবিধ উত্তানসম্পুটকোহন্ততরেণ ব্যপাদিত্তে। কথমত্র
যন্ত্রযোগ ইতি নাশঙ্কনায়ম্ সুব্রহ্মহাৎ; পার্শ্বসম্পুটকে তু নায়কস্ত কটিকপ-
ধানিকায়ং তিষ্ঠেৎ, নায়িকায়শ্চ শয়নীয়ে। অন্তথা শয়নীয়ন্ত্রয়োর্বয়োঃ কটি-
ভাগয়োৰ্দ্ধিগোদ্যদ্বয়ং কদাচিৎসিষ্টেত। কাত্যায়নস্ত সম্পুটকমন্তথা প্রাহ—
“কটিকন্তননাথ্যাকুসংক্রান্তনুকটিঃ পুরঃ। জ্ঞানস্থনরযোগাত্তু সম্মুখঃ সম্পুটঃ স্মৃতঃ ॥”

অত্রাহ—সংহতৌক্কাবাজ্জঘনাবহাসো ন সম্ভবতি । যতো ন সম্ভবতি, অতো ন নীচরতে হস্তিহাঃ ; সমরতে তু স্তাৎ, যথাস্থিতৌক্ককতয়াহস্ত লৌকিকত্বাৎ । পার্শ্বেন তু শয়ান ইতি নিদ্রাং গন্তুম্ । দক্ষিণেন নারীমিতি-এনপাযোগে দ্বিতীয়া । নারীয়া দক্ষিণে ভাগে আত্মনো বামেন পার্শ্বেনাসনপরিগতা শয়নীয়-মধিশয়াতেত্যর্থঃ । সার্বজ্ঞিকমিতি । সৰ্বাস্থেব যুগ্যাদিনায়ািকাস্থয়ং নিদ্রাকালে ভবতি, অবিরোধাৎ ; রতকালে তু তদ্বিপরীতো হস্তিহাঃ এব সঙ্কোচেতুত্বাৎ, বামহস্তেন তত্র শুভস্পর্শনাদৌ শিপ্তান্নুভূতত্বাৎ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

সম্পূটকপ্রযুক্তযন্ত্রেণৈব দৃঢ়মূরু পীড়য়েদিতি পীড়িতকম্ ॥ ১৮ ॥

টীকা । সম্পূটকপ্রযুক্তযন্ত্রেণৈতি । উত্তানসম্পূটে পার্শ্বসম্পূটে বা । তৎ-প্রযুক্তযন্ত্রা নায়ািকা দৃঢ়ং দ্বাবরু পরস্পরং পীড়য়েদিতি ততোহতিপীড়নাৎ সম্পূটকমেব পীড়িতমিতি সংরতাকারং ভবতীতি ॥ ১৮ ॥

উরু ব্যত্যস্তেদিতি বেষ্টিতকম্ ॥ ১৯ ॥

টীকা । সম্পূটকপ্রযুক্তযন্ত্রেণৈত্যর্থঃ । তত্রাপি য উত্তানসম্পূটকে বাম-দক্ষিণতো বা নয়ৎ যদক্ষিণং বামত ইতি তদেবং পরস্পরৌক্কাবেষ্টনাজ্জঘনং পূৰ্ব-ম্বাৎ সংরততরং ভবতি, তত্র স্বভাবেন সিদ্ধত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

বড়বেব নিষ্ঠুরমবগৃহীয়াদিতি বাড়বকমাত্যাসিকম্ ॥ ২০ ॥

টীকা । নিষ্ঠুরং নিষ্ঠলম্ । অবগৃহীয়াৎ সদ্যধৌষ্টপুটেন সাধনমিত্যর্থঃ । বাড়বকং বড়বায়া [এতেন নীচতররতস্তাপি পরিগ্রহঃ] ইদং কস্মাত্যাসিকম্, সহস্র সম্প্রযোগে প্রয়োক্তুমশক্যত্বাৎ ॥ ২০ ॥

তদাজীষু প্রায়েণেতি সংবেশনপ্রকারা বাভ্রবীয়াঃ ॥ ২১ ॥

টীকা । আজীষু প্রায়েণ দৃশ্যন্তে, তায়াং যত্নপরত্বাৎ । তস্মাত্যাসোপাংশচ সম্প্রদায়নিরূপাঃ । ততোহভ্যাসান্তান্নিরপেক্ষগ্রহণমিতি । বাভ্রবীয়া বাভ্রবোণ প্রোক্তাঃ সৌষ্টবে সংবেশনপ্রকারাঃ ॥ ২১ ॥

সৌবর্ণনাভাস্ত—উভাবপূরু উদ্ধাবিতি তদ্ভুগ্নকম্ ॥ ২২ ॥

চরণাবুদ্ধং নায়কোহস্তা ধারয়েদিতি জৃম্বিতকম্ ॥ ২৩ ॥ তৎকুক্ষিতা-
বুৎপীড়িতকম্ ॥ ২৪ ॥ তদেকস্মিন্ প্রসারিতেহর্দ্ধপীড়িতকম্ ॥ ২৫ ॥

টীকা। অনেন বিকল্পবর্ণস্ত ন্যূনতামাহ—সৌবর্ণনাতাস্ত্ৰ। হস্তিন্তা ইতি
বর্জতে। সূবর্ণনাভেন প্রোক্তাঃ। অনেন দ্বৈবিধ্যমাহ। উক্তানা নায়িকা
দ্বাবপুরু সংলিষ্টাবুদ্ধাবেবাবস্থাপয়েৎ, নায়কোহপি জাবস্থবেণ দোৰ্ভায়াস্মিষোপ-
সর্পেৎ। তন্তুগ্রকমিতি, উক্কোরুদ্ধমানঃস্বতহাৎ। চরণাবুদ্ধমিতি। নায়িকা-
জানুসঙ্গা স্কন্ধযোজিত্যস্ত চরণাবুদ্ধং নায়কেন ধারিতো ভবত ইতি জৃম্বিত-
কম্। তৎকুক্ষিতো ধারয়েদিত্যেব। নায়কোরসি চরণো নিদধ্যাৎ; নায়কোহপি
এতৎপাশেন নায়িকায়্য গ্রৌবামাবেষ্টোপসর্পেৎ। এবং চরণাবুদ্ধং সঙ্কুচিতাব-
ধস্তাদ্রসা ধারিতো স্মাতাম্। দ্বয়োশ্চোরসি উৎপীড়নাৎ পীড়িতকম্। তদিতি
পীড়িতকম্। একস্মিন্চরণে প্রসারিতে ব্যত্যাসেনেতি দ্বিতীয়মপার্কপীড়িতকম্,
অর্দ্ধপীড়নাৎ ॥ ২২—২৫ ॥

নায়কস্তাৎস একো দ্বিতীয়কঃ প্রসারিত ইতি পুনঃপুনর্ব্যত্যাসেন-
বেণুদারিতকম্ ॥ ২৬ ॥ একঃ শিরস উপরি গচ্ছেদ্বিতীয়ঃ প্রসারিত
ইতি শূলাচিতকমাত্যাসিকম্ ॥ ২৭ ॥ সঙ্কুচিতো স্ববস্ত্রদেশে নিদধ্যা-
দিতি কার্কটকম্ ॥ ২৮ ॥ উর্দ্ধাবুরু ব্যত্যাসেদিতি পীড়িতকম্ ॥ ২৯ ॥

টীকা। নায়কস্তাৎসে স্কন্ধে বামচরণঃ স্থিতঃ। কণাদক্ষু তদধস্তাৎ প্রসার-
রিত ইত্যেকম্। পুনর্ব্যত্যাসেন দক্ষিণস্কন্ধে বামঃ প্রসারিত ইতি দ্বিতীয়ম্।
বেণুদারিতকমিতি বংশস্তেব দারণং পাটনম্। এক ইতি। বামো দক্ষিণো বা
চরণঃ। শিরস ইতি নায়িকায়্যঃ। দ্বিতীয় ইতি দক্ষিণো বামো বাহুঃ।—
এবং দ্বিবিধং শূলাচিতকম্, শূল ইবারোপণাচ্ছলিতবচ্ছরীদস্ত লক্ষ্যমাণহাৎ।
আভ্যাসিকম্। অন্যথা কথমুপরিতনজজ্যাকাণ্ডঃ স্থগিতকঃ স্মাৎ। সঙ্কুচিতো
নায়িকাচরণো জানুসঙ্গোহ্যৎ স্ববস্ত্রদেশে স্মনাভিমূলে নিদধ্যান্নায়কঃ। কার্কটক-
মিতি কার্কটশ্বেবেদং কৰ্ম্ম, যদগ্রচরণো তথা তিষ্ঠতঃ। উর্দ্ধাবুরু ব্যত্যাসেদিতি

ଉତ୍ତାନଂ ବାମଂ ଦକ୍ଷିଣତୋ ନୟେଂ, ଦକ୍ଷିଣଂ ବାମତଃ । ମିଥୀତକଂ ଜଘନ-
ମିଥୀନାଂ ॥ ୨୬—୨୭ ॥

ଜଞ୍ଜାବାତ୍ୟାସେନ ପଦ୍ମାସନବଂ ॥ ୩୦ ॥ ପୃଥଂ ପରମଜ୍ଞମାନାୟାଃ
ପରାସ୍ତୁଧେନ ପରାସ୍ତୁକମାଭ୍ୟାସିକମ୍ ॥ ୩୧ ॥

ଟିକା । ଜଞ୍ଜାବାତ୍ୟାସେନେତି । ଉତ୍ତାନା ନାୟିକା ଦକ୍ଷିଣପାଦଂ ବାମେ
ହୋକ୍ତମୂଳେ ନିଦଧ୍ୟାଂ, ବାମଂ ଚ ଦକ୍ଷିଣେ । ପଦ୍ମାସନମିତି ପ୍ରତୀତମ୍ । ପୃଥମିତି ।
ସହଯୋଗିନୀୟା ପୂର୍ବକାନ୍ତେନ ପରାସ୍ତୁକମ୍ ନାୟକମ୍ ପୃଥମ୍ ପ୍ରମୁଖମାନାୟାଃ ପରାସ୍ତୁକମ୍,
ପରାସ୍ତୁଧେନ ନାୟକେନ ସମ୍ପ୍ରାୟୋଗାଂ । ଉପଲକ୍ଷଣଂ ଚୈତତ୍ । ପୃଥମ୍ ପ୍ରମୁଖମାନମ୍
ପରାସ୍ତୁଧା ପରାସ୍ତୁକମ୍, ଆଭ୍ୟାସିକମ୍, ସହସା ବର୍ତ୍ତୁମ୍ଭକାନ୍ତାଂ । ଉଭୟକାୟଂ ପରିବ୍ରୁ-
ତଂ ବିଷ୍ଟାୟାଃ ପୃଥମ୍ ପ୍ରମୁଖମାନମ୍ ପରାସ୍ତୁଧା ପରାସ୍ତୁକମାଭ୍ୟାସିକମର୍ଗୋକ୍ତମ୍ ॥ ୩୦-୩୧ ॥

ଜଳେ ଚ ସଂବିନୌପବିକୃତ୍ସ୍ଥିତାତ୍ମକାଂଶିଚିତ୍ରାନ୍ ଯୋଗାନୁପଲକ୍ଷୟେଂ,
ତଥା ସୁକରହାଦିତି ସୁବର୍ଗନାଭଃ ॥ ୩୨ ॥

ଟିକା । ଏତେ ସଂବେଶନପ୍ରକାରା, ନ ଚିତ୍ରାଃ । ଲୋକେ ଶି ହଲେ ପୃଥକ୍ ପାଞ୍ଚତୋ
ବା ଶୟନଂ ପ୍ରତୀତମ୍ । ତତୋହତ୍ତଃସ୍ଥିତମ୍ । ତଦେତୈକ୍ତ୍ୱପଲକ୍ଷୟୋଦିତି ଦର୍ଶୟନ୍ନାହ ;—
ଜଳେ ଚେତି । ଚକାରାଂ ହଲେ ଚ । ତଦ୍ରାସ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ାୟାଂ କୂଳେ ଶିରୋ ନିଧାୟ
ଚିତ୍ତଃସ୍ଥିତାୟୋଃ ସଂବେଶନାଦ୍ବିକୃତାଂ ଯଃ ହଳାଭାବାଦ୍ବିଚିତ୍ରପ୍ରୟୋଗଂ ସମ୍ପୁଟେନ ଚୋପଲ-
କ୍ଷୟେଂ । ଉପବିଷ୍ଟମ୍ ନାୟକମ୍ ଶୋପବେଶନାଦ୍ବିକୃତମ୍, ସର୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରକାରେଃ । ଉକ୍ତ-
ସ୍ଥିତାୟାଃ ସ୍ଥିତାୟାଃ, ହଳଶୟନାଭାବାଂ । ଚିତ୍ରୋ ଯୋଗଂ ଶୂଳାଚିତ୍ତକେ । ତଥା
ସୁକରହାଦିତି । ତେଃ ପ୍ରକାରେଃ ସଂଯୋଗାନ୍ତ୍ରାପ୍ତଂ ସୌକର୍ଯ୍ୟାଂ ॥ ୩୨ ॥

ବାର୍ତ୍ତଂ ତୁ ତଂ, ଶିକ୍ଷିତ୍ୱପସ୍ମୁତହାଦିତି ବାଂସ୍ତାୟନଂ ॥ ୩୩ ॥

ଟିକା । ବାର୍ତ୍ତଂ ହିତ୍ତି । ତଥା ସୁକରହାଦିତି ସତ୍ୟମ୍, ବାର୍ତ୍ତଂ ତୁ ହଂ,
ଅସାରାମିତ୍ୟର୍ଥଃ । ଶିକ୍ଷିତ୍ୱପସ୍ମୁତହାଦିତି । ସ୍ମୃତିକାର୍ତ୍ତୃର୍ନାସକ୍ତହାଦିତ୍ୟର୍ଥଃ । ତଥା
ଚ ଗୌତମୀୟଂ ବଚନମ୍—‘ଅପ୍ତଂ ମିଥୁନଂ ଯୋଗେ ନରକଃ’ ଇତି । ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତବିଧାନେ
ଭାଗବତବଚନମ୍—‘ରେତଃ ମିଥ୍ୱା ଜଳେ ଚୈବ କୁଞ୍ଜଃ ଚାନ୍ତ୍ରାୟାଂ ଚରଣା’ ଇତି ।
ତନ୍ମାଂ ହଳପ୍ରୟୋଜ୍ୟାମେବ ଚରେଂ । ସଂବେଶନପ୍ରକାରାଃ ପ୍ରକରଣମ୍ ॥ ୩୩ ॥

অথ চিত্ররতানি ॥ ৩৪ ॥

টীকা । প্রকরণসদৃশমাহ—অর্থোতি । সংবেশনপ্রস্তাবে তদ্বিশেষদ্বাং
স্থলপ্রযোজ্যানীতুচ্যন্তে ॥ ৩৪ ॥

উর্দ্ধস্থিতযোযু্যনোঃ পরস্পরাপাশ্রয়য়োঃ কুডাস্তস্তাপাশ্রিতযোর্ব্বা
স্থিতরতম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকা । তত্রোর্দ্ধমধিকৃত্যাহ—পরস্পরাপাশ্রয়য়োরিতি । আশ্রয়ান্তরাভা-
দ্বাহপাশেনাত্মোত্মোপলয়য়োঃ । কুডাস্তস্তাপাশ্রিতয়োরিতি । নাযিকায়ং কুডো
স্তস্তে বাহপাশ্রিতায়াং দ্বিতীয়োহপি তদাশ্রয়াদাশ্রিত ইত্যুক্তম্ । স্থিতরতঞ্চ
হুয়োরুর্দ্ধস্থিত্য করণদ্বয়মত্রাস্তর্ভূতম্ । যথোক্তম্ ;—“উৎকৃষ্টপ্রমদাপাদমেকেন
নরপাণিনা । প্রসারণবিশেষেণ ব্যায়তং সম্মুখং স্মৃতম্ ॥ নারীপাদতলস্ত্যাসন্ন-
বহস্তুলে তু যৎ । কৃষ্ণতপ্রমদাজানুদ্বয়ং দ্বিতলসংজিতম্ ॥ নরকৃপরিবৃত্ত-
স্তান্নিকৃষ্ণিতজানুকম্ । জানুকৃপরিমুদিত্তমিতি শুক্লো বিধিঃ স্মৃতঃ” ইতি ॥ ৩৫ ॥

কুডাপাশ্রিতস্ত কণ্ঠাবসন্তবাহপাশায়ান্তকৃত্তপঞ্জরোপবিষ্টায়া-
উরুপাশেন জঘনমভিবেষ্টয়ন্তা কুডো চরণক্রমেণ বলন্ত্যা অবলম্বি-
তকং রতম্ ॥ ৩৬ ॥

টীকা । কুডাপাশ্রিতস্তোত্মোপলক্ষণার্থদ্বাং স্তস্তাপাশ্রিতস্ত বা নারিকস্ত
কণ্ঠেবসন্তোহবলন্তো বাহপাশো যন্তা ইতি বিভাগঃ । তদন্তপঞ্জর ইতি ।
নারিকস্ত হস্তাভাং বেগীবন্ধেন ঘটতপঞ্জরে সগুপাবষ্টায়া উরুপাশেন জঘনং
নারিকস্ত বেষ্টয়ন্ত্যাঃ । চরণক্রমেণ বলন্ত্যা ইতি । কুডো স্তস্তে বা পুনঃপুন-
শবণবিক্ষেপেণ কটিং প্রেচ্ছয়ন্ত্যাঃ । অবলম্বিতকম্, নাযককণ্ঠান্নাযিকায় অব-
লম্বনাৎ । এহদ্ব্যং বৈহায়িকসংজ্ঞাচ্ছিন্নম্ ॥ ৩৬ ॥

ভূমৌ বা চতুস্পদবদাস্থিতায়া যুষলীলয়াহবসন্দনং ধৈলুকম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকা । চতুস্পদবদিত । সামান্তনির্দেশো বক্ষ্যমাণাপেক্ষঃ । তত্র ধৈলুকা-
বচ্ছত্ভূর্ভগ্নাট্রৈরধোমুখমবাস্থিতায়া, যুষলীলয়েতি যুষচেষ্টয়া নারিকস্তাবসন্দনং

কটিভাগেহতিপতনম্ । ধেনুকমিতি ধৈনুকায় ইদম্ । এতচ্চামনুষ্যাবশ্যাদচরণা-
চ্চিত্রম্ ॥ ৩৭ ॥

তত্র পৃষ্ঠমূরঃকর্মাণি লভতে ॥ ৩৮ ॥ এতেনৈব যোগেন শৌনি-
মৈণেয়ং ছাগলং গর্দভাক্রান্তং মার্জ্জারললিতকং ব্যাঘ্রাবস্কন্দনং
গজোপমর্দিতং বরাহশৃষ্ঠকং তুরগাধিরূঢ়কমিতি যত্র যত্র বিশেষো
যোগোহপূর্ববস্তত্ত্বপলক্ষ্যেয়ং ॥ ৩৯ ॥

টীকা । তত্রৈতি ধৈনুকে । পৃষ্ঠমূরঃকর্মাণি লভত ইতি যানি নায়িকোরসি-
প্রহননচ্ছেদ্যোগহনাদৌনি, তানি পৃষ্ঠে প্রযুক্তীভেত্যর্থঃ । এতেনেতি ধৈনুক-
যোগেন শৌনাদিকম্বপলক্ষ্যেদিত্যর্থঃ । স্বাদৌনাঃ চতুষ্পদহাং তদ্রতমর্নি
ব্যাখ্যাতমিত্যবগাচ্ছেদিত্যর্থঃ । বিশেষপ্রতিপত্তৌ তু কারণমাহ ;—যত্র
যত্রৈতি । যস্মিন যস্মিন যেন যেন বিশেষেণ স্বরগতেন কার্যগতেন ৫
যোগোহপূর্বকো দৃষ্টতে, তত্ত্বপলক্ষ্যেয়ং । তত্র শুনীবদবস্থিতা খলীলয়া নাগক-
স্তাবস্কন্দনম্ । এবং ছগলীবচ্ছগললীলয়া ছাগলম্ । এণীবদেণলীলয়া ঐণেয়ম্
—‘এণ্যা চণ্’, ব্যাপারস্তাপি বিকারহাৎ । গর্দভীবদগর্দভলীলয়া ক্রমণং
গর্দভাক্রান্তকম্ । মার্জ্জারীবদমার্জ্জারলীলয়া চ ললিতকং মার্জ্জারললিতকম্ ।
ব্যাঘ্রীবদ্যাত্রলীলয়াহবস্কন্দিতং ব্যাঘ্রাবস্কন্দনম্ । গজবদগজলীলয়োপমর্দনং
গজোপমর্দিতম্ । তুরগীবদুরগলীলয়াহধিরোহণং তুরগাধিরূঢ়কম্ । অত্র
স্বাদৌনাঃ স্বরবায়গতং চেষ্টিতং প্রত্যক্ষতোহবগস্তবামপ্রত্যক্ষীকৃতস্ত প্রযোক্তুম-
শকাহাৎ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

মিশ্রীকৃতসম্ভাবাভ্যাং দ্বাভ্যাং সহসজ্জাটিকং রতম্ ॥ ৪০ ॥
বহ্নীভিশ্চ সহ গোযুথিকম্ ॥ ৪১ ॥

টীকা । মিশ্রীকৃতসম্ভাবাভ্যামিতি । দম্পত্যোহি, রতম্ । দ্বাভ্যাং তু
পরম্পরোপজনিতবিশ্বাসাভ্যাং নায়িকাভ্যাং সহৈকনায়কস্ত রতঃ চিত্রসজ্জাট-
কাখ্যম্ । একশয়নে স্ত্রীযুগস্ত যুগপৎ সম্ভ্রযুজ্যমানহাৎ । যদৈব হি পুৰুষোপ-

সপ্তেৰ্ধদেকস্তা রাগাপনয়নং, তদৈবাপরস্তাশ্চুদনাদিনা রাগজননম্ । ততোহস্তা
রাগাপনয়নং প্রশান্তরাগায়াশ্চ রাগজননমিতি । বহ্নীভিঃ মিঞ্জীকৃতসম্ভাবাভিঃ
সংকস্তা চিত্ররতং গোযুধিকম্ । রুষশ্চৈব গোযুধে স্ত্রীসমূহে বৰ্হনাৎ ॥ ৪০।৪১ ॥

বারীক্রীড়িতকং ছাগলমৈণেয়মিতি তৎকস্মীন্নুকৃতিযোগাৎ ॥ ৪২ ॥

টীকা । বারীক্রীড়িতকমিতি । বার্যাং গজশ্চৈব কর্ণীভিঃ স্ত্রীভিঃ সহ রম-
ণাৎ, তথা ছাগলবদেনবচ্চ স্ত্রীভিঃ সহ ছাগলমৈণেয়মিতি । তৎকস্মীন্নুকৃতিযোগা-
দিতি । রুষাদীনাং গবাদিষু যৎ স্বরগতং কায়গতং চ কস্ম, তদনুকৃতিযোগান্তথা
ব্যাপীকৃত ইত্যর্থঃ । যথেকস্তা দ্বাভ্যাং বহ্নীভিঃ, তথা দ্বাভ্যাং নায়কাভ্যাং
বহ্নীভিঃ একস্তা রতং সম্ভবতি । তত্র নায়কসজ্জাটিকেনেকস্তা বক্ষ্যমাণযোগেন
কাম্যমানদ্বাং সজ্জাটিকং রতম্, ছয়োৰ্কা সংবিষ্টয়োঃ পুরুষায়িতেন কাম্যমান-
দ্বাৎ । যথোক্তম্ ;—উক্ৰব্যাত্যাসসংবিষ্টশরিত্তিতদেহয়োঃ । রুষয়োক্রমতঃ
চিহ্নং হস্তস্তাং পুরুষায়িতে ॥ বহ্নীভিঃ গোযুধিকম্ । রুষগোবৃথশ্চৈবেকস্তাং
গবি স্ত্রিয়াং নায়কযুগ্মস্ত বৰ্হনাৎ । তথা বারীক্রীড়িতকমিত্যাदि তৎকস্মীন্নুকৃতি-
যোগান্তদেব গোযুধিকাদিরতম্ ॥ ৪২ ॥

গ্রামনারীবিষয়ে স্ত্রীরাজ্যে চ বাহুল্যকৈ বহবো যুবানোহন্তঃপুর-
সম্বন্ধাণ একৈকস্তাঃ পরিগ্রহভূতাঃ । তেষামেকৈকশো যুগপচ্চ
যথাসাধ্যং যথাযোগঞ্চ রঞ্জয়েয়ুঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকা । দেশপ্রবৃত্তিং দর্শয়ন্নাহ—গ্রামনারীবিষয় ইতি । স্ত্রীরাজ্যসমীপ
এব পরতো গ্রামনারীবিষয়ঃ । যুবানো ব্যবায়ক্ষমাঃ । অন্তঃপুরসম্বন্ধাণো
বক্ষণযোগাদিসম্বন্ধাঃ । একস্তা যোষিতঃ পরিগ্রহং গতাঃ । খরবেগহান্নিকেন
তুষ্টিরীত । তে তাং কথং রঞ্জয়েয়ুরিত্যাহ ;—একৈকশো যুগপচ্চেতি । এক-
কেন কস্তাণা যোগপদেন চেত্যর্থঃ । যথাসাধ্যং যথাযোগং চেতি । যেন যস্তা
উপচারেণ সাস্বাৎ যত্র যস্তা চ যুজ্যতে প্রয়োগস্তেন তামনুরঞ্জয়েয়ুঃ । তস্তাকৃষ্টিং
জনযেয়ার্থং ॥ ৪৩ ॥

একো ধারয়েদেনামস্তো নিষেবেত । অস্তো জঘনং, মুখমস্তো, মধ্যমস্ত ইতি বারংবারেণ ব্যতিকরেণ চানুত্তিষ্ঠেয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকা । তদেবৈকেকং কস্ম যোগপদ্যং চ দর্শয়ন্নাহ—একো ধারয়েদিতি, যস্তাক্রমপাশ্রিত্য সংবিষ্টা মুখমস্তো নিষেবেত চূদনদশননখকর্কটৈঃ । জঘনমস্ত উপ-
স্থপ্তকৈঃ মধ্যং মুখজঘনয়োশ্চূদননখদশনচ্ছেদ্যপ্রহর্গনৈরস্ত ইত্যেকৈকেন কস্মণা ।
যুগপচ্ছেতি । তত্রাপি পুনর্বিধানান্তরমাহ—বারং বারেণানুত্তিষ্ঠেয়ুরিতি ।
বারং নিয়োগং বারেণ পরিপাট্যা । তত্র যো জঘনং নিষেবিতবান্, স নিবৃত্ত-
বাগদ্বাদ্বারেণ বারমনুত্তিষ্ঠেৎ । বারেণ বারিকো মুখবারং, তদ্বারিকো মধ্যবারং,
তদ্বারিকশ্চ জঘনবারমিতি । ব্যতিকরেণ চেতি দ্বিতীষকস্মদংযোজনেন চ ।
তদ্ব্যথা;—জঘনসেবকো জঘনং মধ্যং চ নিষেবেত । মধ্যসেবকো মধ্যং
মুখং চ । তৎসেবকশ্চ মুখং মধ্যং চ । বারিকো ধারয়েম্মুখং চ নিষেবেতেতি ।
অনেন বিধিনা তাবদনুত্তিষ্ঠেয়ুর্ধাবৎ সৰ্ব্ব এব জঘনবারমনুপ্রাপ্তাঃ ॥ ৪৪ ॥

এতয়া গোষ্ঠীপরিগ্রহা বেষ্টা রাজযোষাপরিগ্রহাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকা । এতয়েতি যথোক্তয়া স্থিয়া । অন্তত্ৰাপি দেশে সম্ভবত্যেতদতি-
দেশেন দর্শয়তি—গোষ্ঠীপরিগ্রহা ইতি । বিটৈঃ সমুদ্র পরিগৃহ্যতে বা বেষ্টা ।
গোষ্ঠী যেষাং পরিগ্রহ ইতি । যোষিচ্ছব্দসমানার্থো যোষাশব্দঃ । সংহত্যান্তঃ-
পুরিকাভির্ঘোষিভির্ঘে পরিগৃহ্যন্তে পরপুরুষাঃ । বক্ষ্যতি চ—‘সংহত্যা নব
দেশেত্যেকেকং যুবানং প্রচ্ছাদয়ান্তি প্রাচ্যানাম্ ।’ ইতি । বেষ্টাঃ বিট্যঃ, যুবানং
চ স্থিয়ঃ পূর্ববদনুগ্রহঃ স্ত্রেয়ুরিত্যর্থঃ । বক্ষ্যতিশ্চ গোপুথিকমিত্যেতৎ স্বদাবেষু
নায়কব্যাপারমধিকৃত্যোক্তম্ ॥ ৪৫ ॥

অধোরতং পায়াবপি দাক্ষিণাত্যানাম্ । ইতি চিত্ররতানি ॥ ৪৬ ॥

টীকা । অধোরতমিতি । অপরানন্ত জঘনাধাঃস্থত্বাৎ । তত্র স্ত্রীশুংস-
বিষয়ভেদেন বিবিধম্ । তদপি বিমার্গমেহনাক্ষিত্রম্ । ঔপরিষ্টিকং তু তৃত্য
প্রতিবিষয়দ্বায় চিত্রম্, স্ত্রীশুংসয়োশ্চ চিত্রমেব, বিমার্গমেহনাং । দাক্ষিণাত্য-
নামিতি দেশপ্রস্তুতিঃ দর্শয়তি ॥ ৪৬ ॥

পুরুষোপস্থানি পুরুষায়িত্তে বক্ষ্যামঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকা । পুরুষোপস্থানি তু সংবেশনানন্তরহাদবস্রপ্রাপ্তান্তপি পুরুষায়িত্তে বক্ষ্যামঃ ॥ ৪৭ ॥

ভবতশ্চাত্র শ্লোকৌ ;—

পশূনাং যুগজ্জাতীনাং পতঙ্গানাঞ্চ বিভ্রমৈঃ ।

তৈস্তৈরুপায়ৈশ্চিহ্নজ্ঞো রতিযোগান্ বিবর্দ্ধয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

টীকা । তত্রাপ্যুপযোগিহাচ্ছব্দে বর্দ্ধনমাহ—পশূনাম্মতি । তত্রাধো-
পশনাং পশবঃ । উর্দ্ধাবোদশনা যুগাঃ । পতঙ্গাঃ পাঞ্চবঃ । তৈস্তৈরিত্তি ।
য য়ে প্রত্যক্ষত উপলব্ধাঃ । বিভ্রমৈরিত্তি বিচেষ্টিতৈঃ স্ববকাযগতৈঃ । চিত্র-
জ্ঞৈঃ । স্মৃতিপ্রাণং বুদ্ধেত্যর্থঃ । রতিযোগান্নাত বতর্থান যোগান ।
বিবর্দ্ধয়েদপমানপরান প্রয়োজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

তৎসাত্মাদেশসাত্ম্যাক্ষ তৈস্তৈর্ভাবৈঃ প্রযোজিতৈঃ ।

ত্রীণাং স্নেহশ্চ রাগশ্চ বহুমানশ্চ জায়তে ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাৎসায়নীয়ৈ কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেহধিকরণে

সংবেশনপ্রকারাশ্চিহ্নরতানি চ ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

টীকা । তদ্বিবর্দ্ধনে কিং ফলমিত্যাহ—তৎসাত্মাদিত্তি । নায়িকাসাং
প্রকৃতিসাত্ম্যাত্ । দেশসাত্ম্যাত্ প্রাপ্তভূতম্ । তৈস্তৈরিত্তি পথাদিবিভ্রমৈঃ । ভাবৈ-
বিত্তি ভাবহেতুহাং প্রযোজিতৈঃ । নায়িকয়া প্রযোজিতয়া, তদভিপ্রাষণে চ
নয়কেন প্রযুক্তায়মানহাং । ভাবৈষা প্রযোজকৈরিত্তি যোজান । স্নেহঃ সক্তিঃ ।
রাগকৃপ্তিঃ । বহুমানো গৌরবমিত্তি ॥ চিত্ররতানি প্রকরণম্ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীবাৎসায়নীয়কামসূত্রটীকায়াং জয়মঙ্গলায়াং সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠেহধি-

করণে সংবেশনপ্রকারাশ্চিহ্নরতানি চ ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

কলহরূপং সুরতমাচক্ষতে, বিবাদাত্মকহাধামশীলহাচ্চ কামস্ত ॥
১ ॥ তস্ত রাগবশাৎ প্রহণনমঙ্গম ।—স্বকো শিরঃ স্তনাস্তরং পৃষ্ঠং
জঘনং পার্শ্ব ইতি স্থানানি ॥ ২ ॥

টীকা। এবং সংবোধিষাঃ যঃযোগে প্রাধান্যেন প্রহণনমিতি প্রহণন-
প্রয়োগাঃ, প্রহণনোদ্ভবহাচ্চ সাংকৃতস্ত তদযুক্তা এব সাংকৃতক্রমা ইতি প্রকরণ-
দ্বয়মবধায়াযে । যথা প্রহণনস্ত প্রয়োগ ইতি সূচনার্থং ক্রমগ্রহণম্ । প্রহণন-
দ্বেষজ্ঞনং কথং সুরতোপযোগীত্যাহ—কলহরূপমিতি । কলহসদৃশমিত্যর্থঃ ।
কথমিত্যাহ, বিবাদাত্মকহাদিতি । স্বাপুংসয়োঃ স্বার্থসিদ্ধয়ে পরস্পরাভিভবেন
সম্প্রযুক্ত্যমানহাৎ বিবাদাত্মকম্ । বামশীলহাচ্চেতি । প্রতিকূলস্বভাবহাৎ কামস্ত
যৎ সুকুমারক্রমলক্জঘনোহপি মনোভবস্ত সুরতে নির্দোষপ্রক্ৰমেণাভিব্যাহ-
মানহাৎ । তথাচোক্তম্ [কিরাতার্জুনিষে ৯৪৯] ;—‘আদুতা নখপদৈ-
পরিবস্তাশ্চুদিতানি ঘনদন্তনিপাটৈঃ । সৌকুমার্যগুণসম্প্রতকীর্তিরাম এব
সুরতেষাপ কামঃ ॥’ অত্রাপ-শব্দো ভিন্নক্রমঃ । সৌকুমার্যগুণসম্প্রতকীর্তিরাম
সুরতেষ বাম এবোতি । তেন হেতুকলভেদেনাবস্থানাং কামস্ত স্বভাবদ্বয়ম
একঃ সম্প্রয়োগেচ্ছালক্ষণং, অস্ত্রো বিষষ্টলক্ষণ ইতি । তস্ত সুরতস্ত । প্রহণন-
স্থানমঙ্গমপকরণম্ । স্থানানীতি প্রহণনস্ত ॥ ১ । ২ ॥

তচ্চতুর্বিধম্—অপহস্তকং প্রসৃতকং মুষ্টিঃ সমতলকমিতি ॥ ৩ ॥

টীকা। তদ্বিতি প্রহণনং—ঘাতচতুর্বিধম্—অপহস্তকাদি, প্রহণনস্ত
৫ ভূবিধহাৎ । প্রহণ্যতে বা স্থানমনেনোতি প্রহণনমপহস্তকাদীতি করণে লুট্ ।
তত্রাপহস্তকো হস্তপৃষ্ঠঃ প্রসৃতকুলি । প্রসৃতকং বক্ষ্যতি । মুষ্টিঃ প্রসিদ্ধঃ ।
সমতলকং স্বাস্থ্যহস্ততলম্ । যস্ত মুস্তকেতি প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৩ ॥

তদন্তবৎ সাংকৃতম্ তস্তাভিরূপহাৎ তদনেকবিধম্ ॥ ৪ ॥

টীকা । দ্বিতীয়ং প্রকরণং প্রহণনান্ত্যর্থাৎ তদ্বৎ চেতি ।
তদ্বৎ প্রহণনাত্ত্ববতীতি । কুত এতদিত্যাহ—তস্মাৎকিপদ্বাদিতি । সীৎ-
কৃতং হি পীড়য়া জন্তমানহাত্তজপমিত্যুক্তম্ । যথা কলচে প্রহণনাৎ পীড়য়া
সীৎকৃতং ক্রিয়তে, তথেষাপি পীড়াদ্যোক্তনাৎ যচ্ছদিতং, তৎ সীৎকৃতমিব
সীৎকৃতং পূর্বাচার্যোঃ সংজ্ঞিতম্ ; নতু সীৎকরণমেব সীৎকৃতম্ । যদাহ—
তদ্বাদিতি । সীৎকৃতমনেকবিধম্, হিংকারাদিভেদাৎ ॥ ৪ ॥

বিকৃতানি চাক্ষৌ ॥ ৫ ॥ হিংকারস্তনিতকুজিতরুদিতসূকৃত-
দংকৃতফৃৎকৃতানি ॥ ৬ ॥

টীকা । বিকৃতানি তানি মূলবর্ণেণ সংগৃহীতানি সীৎকৃতপ্রকরণ এব ধ্বনি-
ভাবহাত্তজানি । তেষাং চ রহিতজন্ত্যৎ প্রহণনে চাপ্রহণনে চ মনোজন্ত্যৎ
প্রয়োগঃ ; সীৎকৃতস্ত তু প্রহণন এবোতি বিশেষঃ । তত্র হিংকারো যঃ সানুনা-
'সকেন হিং-শকেন ক্রিয়তে । কণ্ঠনাসিকাভ্যমুদ্বং গচ্ছনমুখো ধ্বনির্নিপাদ্যতে ।
অনিতং মেঘশ্বেব যদান্ত্যোঃ ধ্বনিতম্ তচ্চ কণ্ঠাঙ্ক-শকেন নিপাদ্যতে । কুদিতং
প্রতীহম্ । তচ্চ মনোহাবি স্মৃতাৎ । সূৎকৃতং সূৎকরণং চ খসিতীপননাম ।
কুজিতদংকৃতফৎকৃতানাং লক্ষণং বক্ষ্যতি । সপ্তৈতান্যবজ্ঞান্ধরাণি ॥ ৫ । ৬ ॥

অস্বার্থাঃ শব্দা বারণার্থা মোক্ষণার্থাশ্চালমর্থান্তে তে চার্থ-
যোগাৎ ॥ ৭ ॥ পারাবতপরভূতহারীতশুকমধুকরদাতাহংসকারণ-
লাবকবিধতানি সীৎকৃতভূয়িষ্ঠানি বিকল্পশঃ প্রযুক্তীত ॥ ৮ ॥ উৎ-
সঙ্গোপবিকটীয়াঃ পৃষ্ঠে মৃষ্টিনা প্রহারঃ ॥ ৯ ॥

টীকা । তত্র অস্বার্থা ইতি । অদ্য মাত্রিত্যাদয়ঃ । বারণার্থাঃ—মা,
তিষ্ঠেত্যাদয়ঃ । অলমর্থঃ—ভবতু, পর্যাপ্তমিত্যেবমাদয়ঃ । মোক্ষণার্থাস্ত্যজ
মুকেত্যাদয়ঃ । তে তে চার্থযোগাদিতি । অত্বেহপি পীড়ার্থগুক্তা মৃত্যাস্ম
পরিভ্রায়শ্বেত্যেবমাদয়ঃ । পারাবতাদীনামিব বিকৃতানি পারাবতবিকৃতানি অষ্টৌ ।
দাতাথে যস্মৈ 'দাতক' ইতি প্রসিদ্ধিঃ । সীৎকৃতভূয়িষ্ঠানীতি সীৎকৃতবহুলানি ।

প্রহণনকালেহপি সৌকৃতন্ত প্রাধান্তাদন্তরা প্রযুক্তীতেতার্থঃ । সৌকৃতং হি স্বরঃ-
 স্তরসংলিষ্টং মনোহারি স্তাৎ, বিভাষান্ধগীতবৎ । তত্রাপি বিকল্পশো বিকল্পঃ
 বিকল্পম্ । একৈকমিত্যর্থঃ । প্রহণনসৌকৃতয়োৰ্ধ্বত্বে দেশেহবস্থায়াং চ প্রয়োগ-
 স্ততত্ত্বমাহ—উৎসঙ্গোপবিষ্টায়া ইতি নায়কস্তোৎসঙ্গে । পৃষ্ঠে মুষ্টিনা প্রহারঃ,
 নাত্মৈঃ, অননুরূপত্বাৎ ॥ ১১—১২ ॥

তত্র সাসূয়ায়া ইব স্তনিতরুদিতকুজিতানি প্রতীষাতশ্চ স্তাৎ ॥
 ১০ ॥ যুক্তযজ্ঞায়াঃ স্তনাস্তরেহপহস্তকেন প্রহরেৎ ॥ ১১ ॥ মন্দোপ-
 ক্রমং বর্দ্ধমানরাগমা পরিসমাপ্তেঃ ॥ ১২ ॥

টীকা। তত্রৈতি মুষ্টিনা প্রহারে । সাসূয়ায়া ইব প্রহারমক্ষমমাণায়া ইব
 প্রয়োক্তব্যাস্তদার্ভিহ্যাতকানি স্তনিতরুদিতকুজিতানি স্তাৎ, তৎপ্রহারানুরূপ-
 ত্বাৎ । প্রতীষাতশ্চেতি । মুষ্টিনৈব তৎপৃষ্ঠে প্রতিঘাতঃ স্তাৎ । যুক্তযজ্ঞায়াঃ
 উক্তানায়াঃ স্তনাস্তরে স্তনয়োৰ্দ্ধ্বো অপহস্তকেন প্রহরেৎ, নাত্মৈঃ অননুরূপত্বাৎ ।
 মন্দোপক্রমঃ বর্দ্ধমানরাগমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ । আরম্ভে মন্দয়া বৃত্ত্যা প্রহারঃ ।
 ততো যথা রাগো বর্দ্ধতে, তথাহৰিক এবোক্তার্থঃ । আ পরিসমাপ্তেভৃশ্চ যাবৎ ।
 স্তনাস্তরে হি রাগাস্পদস্ত হৃদয়স্রাবস্তানাৎ । যোষিতো হি ত্রীণি রাগস্থানানি,
 শিরো ভ্রমণং হৃদয়ং চোতি । তেষু হস্তমানেষু চিরচণ্ডবেগাপি রাগ-
 যুক্তি ॥ ১০—১২ ॥

তত্র হিংসারাদীনামনিয়মেনাভ্যাসেন বিকল্পেন চ তৎকালমেব
 প্রয়োক্তঃ ॥ ১৩ ॥ শিরসি কিঞ্চিদাবুক্ষিতাসূলিনা করেণ বিবদস্তাঃ
 কংকৃতা প্রহণনং, তৎ প্রস্তুতকম্ ॥ ১৪ ॥ তত্রাস্তমুখেন কুজিতং
 ফুৎকৃতঞ্চ ॥ ১৫ ॥

টীকা। তত্রৈত্যপহস্তপ্রহণনে । হিংসারাদীনাং সপ্তানাম্ । অনিয়মে-
 নেতি মূঢ়না হৃদয়স্ত হস্তমানত্বাৎ সর্কেষামেবার্ভিসূচকানাং সম্ভবঃ । বিকল্পেন
 যদমধ্যাত্মিত্রভেদেন । অভ্যাসেন চ পোনঃপুন্তেন । তৎকালমেবেতি যুগপদপ-

প্ৰহণকালমেব । তন্তু সমাপ্তাবধিকঃ কালঃ । কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাকুলিনা কৰেণ
কণাকারেণৈতৰ্থঃ । বিবদন্ত্য ইতি । অপহন্তেনানুখায়মানা যদি প্ৰহাৰান্তরা-
কাঙ্ক্ষয়া প্ৰত্যবতিষ্ঠেত তদাহন্তাঃ প্ৰথমে রাগাস্পদে শিৰসি তদনুৰূপেণ প্ৰস্তুত-
কেন প্ৰহণনমপৰং যন্দোপক্ৰমং বৰ্দ্ধমানরাগয়া পৰিসমাপ্তোৰ্দ্ধিবেয়ম্ । ফুংকৃত্যোতি
রাগদোপনার্থম্ । তত্ৰেতি প্ৰস্তুতকাষাতে । কৃজিতঃ ফুংকৃতঃ চ নাটিকায়াঃ
স্তাৎ । কথমিত্যাচ্—অন্তমুখেনেতি । মুখস্তান্তঃ-স্থানমন্তমুখম্ । তত্র কৃজিতম্ ।
তৎ সংৱতেন কঠেন । কৃজিতমিত্যেনোব্যাক্তং শব্দিতম্ । যদা বিৱতেন
জিহ্বামূলে চ, তৎ ফুংকৃতম্ । তচ্চানুৰূপাং বক্ষ্যতি—বদরস্ত্ৰে-
বোতি ॥ ১৫ ॥

বতাস্তে চ শ্বসিতকৃদিতৈ । বেণোরিব স্ফুটতঃ শব্দানুকরণং
দৃংকৃতম্ ॥ ১৬ ॥ অস্মু বদরস্ত্ৰেব নিপততঃ ফুংকৃতম্ ॥
১৭ ॥ সৰ্বত্র চুস্বনাদিষুপক্ৰান্তায়াঃ সমীকৃতং তেনৈব প্ৰত্যা-
ত্তমম্ ॥ ১৮ ॥

টিকা । বতাস্তে চ শ্বসিতকৃদিতৈ । তদানিঃ ধাতুক্ষয়াজ্জমোৎপত্তেঃ ।
শ্বসন্তঃ কৃদিতং চ মধুরং কাঙ্ক্ষয়া প্ৰযোক্তব্যম্ । বেণোরিব পুঙ্কষবাপাৱেণ
গ্ৰহণস্থানে স্ফুটতন্তুচ্চ দৃংকৃতম্ । তাবগ্ৰাহুপরিভাগস্ত জিহ্বাগ্ৰে সংগ্ৰহাচ্চ-
পন্যতে । বদরস্ত্ৰেবোতি বক্তৃগটিকোপলক্ষণার্থম্ । নিপতনঃ শব্দানুকরণমিতি
বক্তে । যন্ত্ৰোদং লক্ষণং ; ‘সলিলে শৰ্করাপাতকালে নিঃশ্বসিতধ্বনী’তি ।
চুস্বনাদিষুপক্ৰান্তায়া ইতি । চুস্বননথদশনচ্ছেদোব পুঙ্কষোণাভিগুজায়াঃ সমীকৃ-
তং, তেনৈব প্ৰত্যত্তরং, যেনৈব চুস্বনাদীনামন্ততমেনোপক্ৰান্তা । তেনৈব
স্তংকারাদিসঙ্গাধেন প্ৰত্যত্তবয়েদিত্যর্থঃ । অনেন ‘কৃত প্ৰতিকৃতং কুৰ্যাৎ’ ইতি
শ্রাবয়তি ॥ ১৬—১৮ ॥

রাগবর্ণাং প্ৰহণনাভ্যাসে বারণমোক্ষণালমর্থানাং শব্দানামস্বার্থা-
নাঞ্চ স্তান্তশ্বসিতকৃদিতশ্চনিতমিশ্ৰীকৃতপ্ৰয়োগো বিকৃতানাং চ

রাগাবসানকালে জঘনপার্শ্বয়োস্তাড্ভনমিত্যতিহরয়া চা পরিসমাপ্তেঃ ॥
১৯ ॥ তত্র লাবকহংসবিকুজিতং হরয়েবেতি স্তননপ্রহণনযোগাঃ ॥ ২০ ॥

টীকা। রাগবশাৎ প্রহণনান্ত্যাস ইতি । যদা রাগস্তোদ্রেকাশ্মায়কঃ পোনঃ-
পুন্তেন প্রহরন্তদা বারণার্থানাং প্রয়োগো যুক্তঃ । কিংরূপ ইত্যাহ—সহা-
স্তুতি । সহ খিন্নাভ্যাং খসিতকৃদিভাভ্যাং বর্ততে যত্র স্তনিতং, তেন যোজিত
ইত্যর্থঃ । পারাবতাদিবিকৃতানাং চ প্রয়োগ এবংবিধ এব । রাগাবসানকাল
ইতি । লিঙ্গাদাসন্নবর্তিনী রতিরিত্তি জাহা জঘনে তৃতীয়ে রাগাস্পদে পার্শ্বয়োঃ
কক্ষাধস্তাড্ভনম্ । সমতলেনেতি পারিশেষ্যাৎ । অন্তে ‘সমতলকেন’ নোহি
পঠন্ত্যেব । অতিহরয়েতি । বিশক্কিয় হি তাড্ভনে মার্গাসম্মা হি রতিনিবর্ত্তে ।
তত্রৈতি সমতলকরতাড্ভনে লাবকহংসয়োরিব কুজিতং শব্দিতং স্মৃৎ; মুদ্রমধ্ব-
ত্যাৎ । তচ্চ হরয়েব, প্রহণনস্ত্য হরিতত্যাৎ । স্তননপ্রহণনযোগা ইতি স্মৃৎ-
কৃতবিকৃতাত্মনঃ শব্দিতস্ত্য প্রহণনস্ত্য চ প্রয়োগা উক্তাঃ ॥ ১৯ । ২০ ॥

ভবতশ্চাত্র শ্লোকৌ ;—

পারুয়াৎ রভসহং চ পৌরুষং তেজ উচ্যতে ।

অশক্তিরার্শ্তিকব্যাস্তিরবলহং চ যোষিতঃ ॥ ২১ ॥

রাগাৎ প্রয়োগসাত্ত্ব্যাক্ষ ব্যত্যয়োহপি কচিস্তবেৎ ।

ন চিরং তস্ত্য চৈবান্তে প্রকৃতেরেব যোজনম্ ॥ ২২ ॥

টীকা। স্থাপুংসয়োঃ প্রহণনসাক্রতেষু কস্ত্য কিং সহজং তেজ ইত্যাহ—
পারুয়ামিতি । চেতসঃ শরীরস্ত্য চ কঠোরতা । রভসহমিত্যবিম্বাফারিতা
ধাষ্ট্যাৎ চ । এতদ্ব্যভ্যাং পুরুষশ্চেদং তেজো ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ । তদযোগ্যাৎ পুরুষঃ
প্রহরতি । অশক্তিহংসমামর্থ্যম্ । হস্তসৌকুমার্যাদার্ভিঃ পীড়া । ঘ্রতা
ব্যারক্তিঃ । পুরুষেণ হস্তঃ নিযুক্তায়াঃ স্থিধ্যা অবলভ্যঃ নিম্প্রাণতা, স্বয়মায়দাহব-
ণাৎ একে দৈহ্যা ধর্ম্মাঃ । তদ্ব্যভ্যাং ন প্রহণনম্ ; সীৎকৃতমেব তদ্ব্যভ্যম্ ।
অতঃ সীৎকৃতপ্রহণনে বিষয়প্রতিনিয়তে । কাচাচারিতি । ন সর্পিত্র রটে বাতা-

কীলামুরসি, কর্তরীং শিবসি, বিদ্ধাং কপোলয়োঃ, সন্দংশিকাং
 স্তনয়োঃ পার্শ্বয়োশ্চেতি পূর্বৈঃ সহ প্রহণনমষ্টবিধমিতি দাক্ষি-
 ণাতানাম্ । তদযুবতীনাংরসি কীলানি চ তৎকৃতানি দৃশ্যন্তে ।
 দেশসাত্ব্যমেতৎ ॥ ২৩ ॥

টীকা । প্রভণং চতুর্দশমুক্ত : যথা তদন্তরা দর্শয়মাং—কৌলামুদসীং ।
 তত্র নষ্টবেব তজ্জনাংমধ্যমযোক্ষিঃ পৃষ্ঠভাগেন নিষ্কাশয়োকপর্থাঙ্গুষ্ঠাযোজনঃ
 কৌলা । তয়াহধোমুখা তাদ্ভনম্ । কর্ণৌ দ্বিবিধা ;—প্রস্তুতকৃকিতাঙ্গুলি-
 ভেদাৎ । তত্র প্রস্তুতান্ধ্রিবিবিধা । হস্তেনৈকেন ভদ্রকর্ণরী । দ্বাভ্যাং
 সংগ্রীভাভ্যাং যমলকর্ণরী । যা কৃকিতাঙ্গুলাঙ্গুষ্ঠাগ্রোপদ্বিস্তম্ভকৃকিততজ্জনীক-
 সা শব্দকর্ণরী প্রযুজ্যমানা মুখাঙ্গুলিহাদমিতশব্দবতী ভবতি । কৌশলচূড়পণ-
 পত্রিকेतুচাতে । উভাভ্যামপি কর্ণিষ্টিকাভাগেণ শিরসি তাদ্ভনম্ । তজ্জনী-
 মধ্যমযোঃশ্রুধ্যমানামিকদ্বৌষ্ম মধোনাস্তুঃ নিষ্কাশ্য বন্ধা মুষ্টিকন্ধা । তয়াঙ্গুষ্ঠক-
 বদনয়া কপোলযোষ্মাধনমেব তাদ্ভনম্ । মুষ্টিবেব তজ্জন্তুঙ্গুষ্ঠকাভ্যাং তজ্জনী-
 মধ্যমাভ্যাং বা সন্দংশনাং সন্দংশিকা । তয়া স্তনযোঃ পার্শ্বয়োঃ মলনপূর্বক-
 মাংসস্ফাকর্ষণমেব তাদ্ভনম্ । পূর্নৈরিলাংস্তদাভিঃ । অষ্টবিধমিতি দাক্ষি-
 ণান্যনাম্ । আচাধ্যাণাং তু চতুর্দশমস্তি । এতৎ প্রাণক্ষেপ দর্শয়মাং—
 কৌলামি' চেতি । তদযুবতীনাং দাক্ষিণাত্যতক্ষণীনাং । উরসীতাপলক্ষণম্ ।

উরসি কীলাকৃতম্ । শিরসি সীমন্তমুখে কর্তরীকৃতম্ । কপোলায়াক্ষিকাকৃতম্ ।
দেশসাত্ব্যমেতৎ, যদ্রাগবশাৎ তৎকৃতং চিহ্নং বৈরূপাকারণমপি স্লাম্বাভে ॥ ২৩ ॥

কন্টমনার্ধ্যবৃত্তমনার্দ্রতমিতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ২৪ ॥ তথাস্তদপি
দেশসাত্ব্যং প্রযুক্তমস্তত্র ন প্রযুক্তীত ॥ ২৫ ॥ আত্যয়িকং তু
তত্রাপি পরিহরেৎ ॥ ২৬ ॥ রতিযোগে হি কীলয়া গণিকাং চিত্র-
সেনাং চোলরাজো জঘান ॥ ২৭ ॥

টীকা। তত্রাস্তত্র প্রযোক্তব্যমিত্যাহ—কন্টমিতি দুঃখাবহম্, নির্দয়কস্যাত্বং
অনার্ধ্যবৃত্তমসাধুচরিতম্ । অনাদ্রতমিত্যনাদ্রণীয়ম্, দোষাবহত্বাৎ । তথাস্ত-
দপি প্রস্তুতাদাহননং দেশসাত্ব্যং প্রযুক্তং দাক্ষিণাত্যেরস্তত্র নেতি । আত্যয়িক-
বিনাশাক্ষবৈকলাকরণং, তত্রাপি পরিহরেদ্, যত্রাপি প্রযুক্তম্ । তমেবাহত-
দর্শনরহ—রতিযোগে ইতি । রতার্থে যোগে যত্নসম্প্রযোগে । চোলরাজ-
শোলবিসম্মে রাজা । তেন হি চিত্রসেনা গণিকা রতারস্তে দৃঢ়মানিহিত
সৌকুমার্যচ্ছরীরপীভামভজৎ । তথাপ্রদর্শিতাবস্ত্যমপি তাঃ সূক্ষ্মারোপক্রম-
বাগাঙ্ক্যাদগণিততত্বলঃ কীলবোরসি প্রযুক্তব্য ব্যাপাদিতবান ॥ ২৪—২৭ ॥

কর্তব্য্য কুন্তলঃ শাতকর্ণিঃ শাতবাহনো মহাদেবীং মলয়বতীম্ ॥
২৮ ॥ নরদেবঃ কুপাণির্বিদ্রক্যা দৃষ্ট্য যুক্তয়া নটীং কাণাং চকারঃ ॥ ২৯ ॥

টীকা। কুন্তল ইতি । কুন্তলবিষয়ে জাতত্বাৎ তৎসমাখ্যঃ । শাতকর্ণিঃ-
শতকর্ণস্তাপ্তত্বম্ । শাতবাহন ইতি যন্ত সাজা । স হি মহাদেবীং মলয়বতীম-
চিরপ্রতিবিত্তমান্দ্যামজাতবল্যমপি মদনোৎসবে গৃহীতবেযাং দৃষ্ট্বা জাতরাগ-
স্বামভিগচ্ছন্ রাগাক্ষিপুচেতাঃ শিরসি কর্তব্য্যতিবলপ্রযুক্তয়া জঘান নরদেব
পাণ্ডরাজস্ত সেনাপতিঃ । কুপাণিঃ শস্ত্রপ্রহারং কিণহন্তঃ । স হি রাজকুলে
নটীং চিত্রলেখাং নৃত্যন্তীং দৃষ্ট্বা জাতরাগঃ সম্প্রযোগে রাগাঙ্কো বিদ্রক্যা কুপাণি-
বাদহস্তপ্রযুক্তয়া কপোলতলমপ্রাপ্যাক্ষিপ্ৰাপ্তয়া কাণাং চকার । সন্দর্শিক-
নোদাহতা, স্বভাবতোহনাত্যয়িকত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

भवन्ति चात्र श्लोकाः—

नास्तात्र गणना काचिन्न च शास्त्रपरिग्रहः ।

प्रयत्ने रतिसंयोगे राग एवात्र कारणम् ॥ ३० ॥

टीका । यद्वशादयुक्तनः परिहरन्ति, तत् दर्शयन्नाह—नास्त्येति । द्विविधो हि कामी, शास्त्रतद्वृत्ततद्विपर्ययैः । तत्राशास्त्रतद्वृत्तता प्रहर्षनविधौ न स्वभावतो गणनान्ति काचिदिदमात्राधिकमिदम्, न वा इदमित्यपेक्षयेताथः । न च शास्त्रपरिग्रहः, शास्त्रपिहिताननुष्ठानाः । तस्मादस्य प्रयत्ने रतिसंयोगे राग एवात्र प्रहर्षनविधौ प्रयोजकबो कारणम्, नापरजानम् । शास्त्रतद्वृत्तता तु सत्तापि वागे प्ररुदिकावणे ज्ञानमपरा कारणम् । ततश्च विमृशकारिणो गणना शास्त्र-परिग्रहश्चाभयमेव भवति । तस्मादभयोरपि प्रयत्ने रागः कारणम् । तद्वै-कस्य ज्ञानपरिरुद्धोहन्तस्तु तद्विकल इति विशेषः ॥ ३० ॥

स्वप्नेषपि न दृष्टान्ते ते भावान्ते च विभ्रमाः ।

सुरतव्यवहारेषु ये स्तुतुं क्लृप्तताः ॥ ३१ ॥

टीका । यदा दानयोरतिप्ररुद्धो रागस्तदा तद्वशाददृष्टान्ता अपि प्रयोगः भवत्येति दर्शयन्नाह—स्वप्नेषपीति । असम्भावयस्तु प्रकाशनयोगोऽपि । भावाः अतिप्रादविभ्रमचेष्टितानि । सुरतव्यवहारेषु परस्परचुन्दनाभिगमनादिव्यापारेषु तत्क्लृप्तिनिर्वातान्तुं कालक्लृप्तिताः, न शास्त्रिता इत्यर्थः ॥ ३१ ॥

यथा हि पक्वमीं धारामास्थाय तुरगः पथि ।

स्तापुं श्वत्तं दरीं वापि वेगाक्को न समीक्षते ॥ ३२ ॥

एवं सुरतसम्पर्के रागाक्को कामिनावपि ।

चण्डवेगो प्रवर्तेते समीक्षते न चात्रायम् ॥ ३३ ॥

तस्मान्मृद्वङ्गं चन्द्रङ्गं युवता बलमेव च ।

तात्तानश्च बलं ज्ञात्वा तेषां युञ्जीत शास्त्रविं ॥ ३४ ॥

টীকা। তত্রৈকস্মৈ জ্ঞানপরিষ্কৃতদ্ব্যর্থত্বজনন এবাৎপদ্যন্তে ; অস্মৈ জ্ঞান-
বৈকল্যাদিত্য বহা অপীতি । তস্মাদয়ং জ্ঞানবিকলোহতিপ্রবৃদ্ধাদ্রাগাৎ প্রবর্ত-
মানোহত্যয়ং ন পশুতীতি দৃষ্টান্তেন দর্শয়ন্নাহ—যথা হীতি । যথা অস্মৈ বিক্রমো
বলিতপকণ্ডমুপজবো জবশ্চেতি পঞ্চ ধারা গতরস্তুগণশিক্ষায়ামুক্তাঃ, তত্র
পঞ্চমীঃ জবাখ্যাঃ প্রকৃষ্টামান্ধায় স্থিহেত্যর্থঃ । তত্রস্তো হি বায়ুগতিভবতাঃ ।
স্বভং পৌরুষং গর্ভম্ । দরীং দেবমিচ্ছিতাম্ । এবমিতি দাষ্ট্যাস্তিবয়োজনম্ ।
সুরতসম্বন্ধে সুরতসংকুলে । কামিনৌ স্ত্রীপুংসৌ । ‘পুমান স্থিয’ ইত্যেকশেষঃ ।
যস্মাজ্জ্ঞানবৈকল্যাদযুক্তং দৃশ্যতে, তস্মাজ্জ্ঞানপ্রধানেন ভবিতব্যমিতি
দর্শয়ন্নাহ—তস্মাদিতি । মুহূৰ্থং চণ্ডস্মিহি । মন্দবেগতাং চণ্ডবেগতাং
চেত্যর্থঃ । বলং প্রাণঃ । আত্মনশ্চ মুহূৰ্থচণ্ডে ইতি যোজ্যম্ । তথোহি
মুহূদীপ্রকারেণ । প্রযুক্তীত প্রয়োগান্ শাস্ত্রবিৎ । অত্থা শাস্ত্রেভেরনো কো
ভেদঃ স্যাৎ । বক্ষ্যতি চ ;—‘অস্মৈ শাস্ত্রস্মৈ তদ্বজ্ঞো ন স দ্রাগাৎ প্রবর্ততে ।’
ইতি ॥ ৩২—৩৪ ॥

ন সর্বদা ন সর্বাস্তু প্রয়োগাঃ সাম্প্রয়োগিকাঃ ।

স্থানে দেশে চ কালে চ যোগ এবাৎ বিধীয়তে ॥ ৩৫ ॥

ইতি ত্রীমদ্বাৎস্থায়নীরে কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে বস্তুবৈধিকরণে প্রহণন-

প্রয়োগাঃ তদযুক্তাশ্চসৌকৃতক্রমাঃ সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

টীকা। মুহূদীভেদেন প্রয়োগযোজনে সর্বৈ সর্বদা সর্বাস্তু স্ত্রীষু স্ত্রীরিতি
চোদাহ—ন সর্বদেতি । তত্র স্থানে প্রয়োগো যথা ;—অপহন্তস্ত স্তনানুববে.
প্রসৃতস্ত শিরসীত্যাदि । দেশ ইতি । প্রয়োগবিষয় ইত্যর্থঃ । যথা :—
মালব্যাং প্রহণনস্ত, আভীর্ধ্যামৌপরিষ্টকস্তেত্যাদি । যুক্তযজ্ঞায়ামপহন্তস্ত
উৎসজ্ঞাপবিষ্টায়াং মুষ্টিরিত্যাदि কালপ্রয়োগঃ । ইতি । প্রহণনপ্রয়োগাঃ
প্রকরণম্ । তদযুক্তাশ্চ তদন্তর্গতাঃ সৌকৃতক্রমাঃ প্রকরণম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি সাম্প্রয়োগিকে বস্তুবৈধিকরণে প্রহণনযোগাঃ

সৌকৃতক্রমাশ্চ সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নায়কস্ত সন্ততাভ্যাসাৎ পরিশ্রমমুপলভা, রাগস্ত চানুপশমম,
অনুমতা তেন তমধোহবপাত্য পুরুষায়িতেন সাহায্যং দদাত্য ।
স্বাভিপ্ৰায়াবা বিকল্পযোজনার্থিনী, নায়ককুতুহলাবা ॥ ১ ॥

টীকা । এবঃ প্রহণনাদিব্যাপারেণ পরিশ্রাস্তে নায়কে নায়িকা পুরুষবদা-
চর্যেণিতি পুরুষায়িতম্, তদুপযোগ্যত্বাচ্চ তদন্তর্গতানি পুরুষোপস্থানীতি
প্রকরণস্থমত্বাৎ । তত্র কারণাত্মাহ—নায়বস্তেতি । সন্ততাভ্যাসাদিতি
রহস্য পোনঃপুচ্ছেনাত্তীনাৎ । পরিশ্রমঃ সার্বিককং সমম্ । রাগস্ত চানুপশমম-
শান্তিমুপলভা । তত্রাপানুমতা । তেনোতি নায়কেন । অননুজাতাহি যৌষিদ্ধি-
সদৃশমাত্রস্তী নিম্নোক্তস্য ২ । তমধোহবপাত্য নায়কমধস্তাৎ কৃত্বা । এবঃ হি
পুরুষবদাচারিতম্ । তেন সাহায্যং সঙ্গাবকস্ত প্রতিপদ্যেত, কাব্যস্থানিঙ্গমহাৎ ।
স্বাভিপ্ৰায়াবোহি । অননুমতাপি তেন জ্ঞাতবিস্তৃতা । বিকল্পঃ পুরুষায়িতভেদঃ
যোজ্যবিকল্পার্থিনী, তচ্ছৌলভ্যং । নায়ককুতুহলাহেতি । নায়কস্তাত্র কৌতুক-
মস্তানি জ্ঞাত্বা বা তেনাননুমতাপরিশ্রাস্তস্তাপি দগাদিত্যেব ॥ ১ ॥

তত্র যুক্তযন্ত্রেণৈবেতরেণোৎথাপ্যমানা তমধঃপাতয়েৎ । এবঞ্চ
রতমবিচ্ছিন্নরসং তথা প্রবৃত্তমেব স্তাদিতোকৌহয়ং । মার্গস্ত ।
পুনরারম্ভেণাদিত এবোপক্রমমিতি দ্বিতীয়ঃ ॥ ২ ॥

টীকা তত্রোতি পুরুষায়িতে । দ্বিবিধঃ ক্রমঃ । তত্রায়ং প্রথমো—যৎযুক্তযন্ত্রে-
ণৈবাপরিতাক্ষশলাসংযোগেনৈব ইতরেণ নায়কেন ত্র্যশ্বিতেনাসৌনে চোৎথাপ্য-
মানা বাতপশসংদানিত্য সত্যপরি ক্রিয়মাণা তং নায়কমবপাতয়েদিতি । এবঃ
সতি রতমবিচ্ছিন্নরসং তথা প্রবৃত্তমেব স্তাৎ । যদ্বং হি বিলোম্য পুনঃ সন্ধানে
রতমপেক্ষমেব স্তাৎ, ন পুরুষপ্রকারপ্রবৃত্তম্ । যথাপ্রবৃত্তস্তাত্র রাগো বিচ্ছিন্দ্যেত ।

ইহা চাক্ষ্মাদ্বিচ্ছেদে ন সৌম্যনস্তমিতাত্র কামিনঃ প্রমাণম্ । অহং মার্গঃ শ্রম-
বন্ধো রাগস্তারুণশমে দ্রষ্টব্যঃ । স্বাভিপ্রায়াদিষু পুনরারম্ভেণেতি । যদা রহস্ত
পুনবারম্ভস্তদা তেনারম্ভেণ পুরুষবদাদাবেবোপক্রমেত । প্রবৃন্তে দ্বিতীয়ো মার্গঃ ।
নাপরকৃতীঃ, যদন্তরা যতঃ বিশ্লেষ্য প্রয়োক্তব্যম্ ॥ ২ ॥

স। প্রকীর্যমাণকেশকুসুম। শ্যামবিচ্ছিন্নহাসিনী বক্তৃসংসর্গার্থং
স্তন্যভামুরঃ পীড়য়ন্তী পুনঃপুনঃ শিরো নময়ন্তী যাস্চেচ্চীঃ পূর্ব-
নসৌ দর্শিতবাংস্তা এব প্রতিকুবীত । পাতিত। প্রতিপাতয়ামীতি
হসন্তী তর্জয়ন্তী প্রতিঘতী চ ক্রিয়াৎ । পুনশ্চ ব্রীড়াং দর্শয়েৎ
শ্রমং বিরামাতীপ্সাক্ষ । পুরুষোপসংগৃহ্যেবোপসর্পেৎ ॥ ৩ ॥ তানি
চ বক্ষ্যামঃ ॥ ৭ ॥

টীকা । পুরুষায়িতং বিবিধং—বাহ্যমাত্মান্তরক । তত্র প্রথমমধিকৃত্যঃ—
সেতি । অশিরসঃ প্রকীর্যমাণানি কেশকুসুমানি চেষ্টমানয়া যয়েতি বিব্রাহঃ
শাসেন বিচ্ছিন্নো যো হাসঃ, সৌহস্তি যন্তাঃ, অসদৃশব্যাপারেণ জাতশ্রমত্বাৎ ।
বক্তৃসংসর্গার্থং লজ্জয়া, ন তু চুদনদশনচ্ছেদ্যার্থম্ । স্তন্যভামুরো নায়ক-
পীড়য়ন্তীতি । স্তন্যোপগৃহনমেতৎ । পুনঃ পুনঃ শিরো নমন্তী লজ্জয়া । সন্ম-
মেতৎ স্ত্রেণেন তেজসা চেষ্টিতমুক্তম্ । পোংস্নেনাহ—যা ইতি । চেষ্টাঃ
বৃংচুদনাদিব্যাপারান পূর্বনসৌ দর্শিতবান পাক্ষ্যাবভসাভাঃ, তা এব প্রতীপ-
কুবীত । তদেব স্কুটয়রাহঃ—পাতিতেনি । যথাহং যদা নিন্দয়ন্তে-
ক্রেণিতা, তথাহং হ্যমপি প্রতীপং পাতয়ামীতি ক্রগাদিতি সদৃশঃ । তত্রাপি পাব-
হারেহস্তত্রাপি প্রযুক্তঃ হসন্তরাভাসিকতয়া তর্জয়ন্তী তর্জন্তা, প্রতিঘতী চাত্যগমপ-
হস্তাদিনা । তদভয়ং পাক্ষ্যং দর্শয়তি । ততশ্চাসৌ স্ত্রেণতেজঃপ্রখ্যাপনার্থম-
ব্রীড়িতাপি ব্রীড়াম্, অশ্রান্তাপি শ্রমম্, রম্ভমিচ্ছন্তাপি বিরামাতীপ্সামুপেতা-
দর্শয়েৎ । পুরুষবদাচারিতং হি যোষিতঃ পুরুষায়িতম্ । তদুশ্চ পুরুষশ-
যোষিতি যদ্বপসর্পণমুপসংগৃহ্য, তদপ্যাচরন্ত্যাঃ পুরুষায়িতম্ । প্রায়শ্চ পুরুষোপ-

সপ্তাঙ্গাণ্ডং পুরুষায়িতমিতি নিয়ময়ব্রাহ্ম—পুরুষোপস্থৈশ্চৈবোপসর্পেদতি ।
ইতঃ প্রভৃতি পুরুষোপস্থপাণ্ডং প্রকরণমিতি দর্শয়তি তানি দ্বিবিধানি,
বাহ্যাত্মাস্তরাণি চ ॥ ৩।৪ ॥

পুরুষঃ শয়নস্থায়ী যোষিতস্তদ্বচনব্যাক্তিপুচ্চিভায়া ইব নীবীং
বিল্লেষয়েৎ । তত্র বিবদমানাং কপোলচূষনেণ পর্যাকুলয়েৎ ।
স্থিরলিঙ্গশ্চ তত্র তত্রৈনাং পরিস্পৃশেৎ । প্রথমসঙ্গতা চেৎ
সংহত্যোর্বোরস্তরে ঘটনং, কন্তায়াশ্চ তথা স্তনয়োঃ সংহত্যোর্বৈস্তয়োঃ
কঙ্করোরংসয়োঃ প্রীত্বায়ামিতি চ । সৈরিণাং যথাগাত্ৰাং যথাযোগেৎ
চ । অলকে চূষনার্থমেনাং নির্দয়মবলম্বেত । হমুদেশে চাপুলি-
সম্পুটেন । তদ্বৈতরস্তা ব্রীড়া নির্মালনঞ্চ । প্রথমসমাগমে
কন্তায়াশ্চ ॥ ৫ ॥

টীকা । তত্র বাহ্যাত্মাহ—যদা পুরুষঃ প্রযোক্তা, তদা পুরুষোপ-
স্থপুঙ্কম্ ; স্ত্রী চেৎ, পুরুষায়িতমিতি দর্শনার্থং পুরুষগ্রহণম্ । এবং
চ পুরুষায়িতেন সঙ্গস্য বচনম্ । শয়নস্থায়ী ইতি । শয়নাং প্রাক্ রত রত্নঃ
প্রকরণং বক্ষ্যতি । তদ্বচনব্যাক্তিপুচ্চিভায়া ইবোতি নায়কোক্ত্যভিব্যক্ত-
চিহ্নায়া নায়িকায়ঃ । লজ্জাখাপনার্থং দর্শনায়েতীব্যর্থঃ । নীবী নিবসন-
বন্ধঃ । তত্রোতি বিল্লেষণে বিবদমানাং কর্তৃমুদদত্তীং কপোলচূষনেণ সমস্তাদা-
কুলয়েৎ, যথা নীবী সূত্রেণ সংসৃত্তে । স্থিরলিঙ্গশ্চেতি । জাতরাগাত্ৰাং সিদ্ধি-
লিঙ্গঃ । তস্তাং চ জাতরাগাত্ৰাং সিদ্ধং কার্যম্, ন চেদব্রাহ্ম—তত্র তদ্বৈতি ।
কঙ্করাস্তনাদিধেনাং নায়িকাঃ রাগজননার্থং হস্তেন পরিস্পৃশেদতি । এতদ-
স্কন্ধাৎকেন সঙ্গতায়ামিতি বশ্চকার্যমুক্তম্ । যদি প্রথমসঙ্গতা, তদাস্তা নীবী-
সংসনস্পর্শনং নাস্তেব । লজ্জয়া সংহত্যোচ্চোকোরস্তরে চ সন্ধৌ হস্তেন
সংঘটনং চলনম্, যথা বিধৌ স্তাতাম্ । কন্তায়াশ্চেতি । কন্তাবিশস্ত্রণেন
বশ্চকার্য অপর্যাপ্ত লজ্জয়া সংহত্যোরস্তরে ঘটনং নীবীসংসনং স্পর্শনং চ ।
অস্তা অধিকমাহ—স্তনয়োঃ সংহত্যোর্বৈজময়া সূচ্যা । হস্তয়োঃ পরস্পরা-

শ্লিষ্টবোঃ প্রত্যেকং বা বক্রমুদ্রোঃ । ককরোঃ প্রত্যেকং কৃতসঙ্কোচয়োঃ ।
 অংসয়োঃ স্তম্বয়োজনাং গ্রীবাবাহুশিখরযোজনাঙ্ঘ্রা সংহতয়োঃ । গ্রীবায়াং
 হস্তপাশঙ্গল্লোমাং সংহতায়াম্, সংঘটনমিত্যেব । শৈরিণ্যামিতি । যা নায়িকা
 কটাবশ্রদ্ধহাৎ সুরতে নিম্নগং যথেষ্টচারিণী, সা শৈরিণী । অভিযোক্তোক্ত্যর্থঃ ।
 তস্তা যথাশাস্ত্রা যথাযোগং চোতি । যদ্যেন সাঙ্ঘ্যং, যচ্চ যত্র যুজাতে, তচ্ছাস্ত্র-
 স্পর্শনমিত্যর্থঃ । চূদনার্থমেনামিতি । কৃতক্কাণ্ডিঃ পূরোক্তাং শৈরিণীং চাহলকে
 নিম্নগমবলদেহত । শস্তেন দৃঢ়ং গুল্লীয়াৎ, যথা তদুদনমাকৃষ্য চূদেত, হস্তদেশে বা
 অঙ্গুলি সম্পৃষ্টেন তর্জন্তসূত্রকলিতেন চূদনার্থং নিম্নগমবলদেহতোব । তত্রোক্তাব-
 লদনে । ইতরস্তা ইতি নায়িকায়োঃ । বিধিমাহ—যা প্রথমসঙ্গতা কচ্ছা চ,
 তস্তা ব্রীড়া লজ্জা নিমীলনং চাক্ষোঃ স্তাৎ ; ন ত্রিবিপ্রকায়াঃ শৈরিণ্যা-
 শ্চোক্ত । এবং নীবীবিপ্রসনস্পর্শনঘটনাবলদনৈশ্চতুর্ভির্কোদৈকপদ্যন্তৈঃ শয়নস্তাঃ
 বিদ্বাস্তা সাম্প্রয়োগিকান্শ্চূদনাদান্ প্রযুক্তীত ॥ ৫ ॥

রতিসংযোগে চৈষা কথমনুরজ্যত ইতি প্ররক্ত্যা পরীক্ষেত ॥

৬ ॥ যুক্তযন্ত্রেণোপস্প্যমাণা যতো দৃষ্টিমাবর্তয়েত্তত এবৈনাং পীড়-
 য়েৎ । এতদ্রহস্তং যুবতীনামিতি স্তবর্ণনাভঃ ॥ ৭ ॥

টীকা । আভাস্তরাণ্যভিধাতুমাহ—রতিসংযোগে চোতি । রত্যথে যন্ত্র-
 সংযোগে সতি । এনামিতি বাহৈকপদ্যন্তাঃ প্ররক্ত্যা চেষ্টয়া পরীক্ষা যথাকথাকথা-
 ভ্যম্বরৈকপদ্যপোদিত্যর্থঃ । তত্র প্ররক্তিমাহ—যুক্তযন্ত্রেণোতি । যত ইতি যত্র
 সন্ধ্যবস্ত্রাস্ত্রং ভাগং লক্ষ্যকৃত্য সাধনেনোপস্প্যমাণা তৎস্পর্শমুখাদৃষ্টিমাবর্তয়েৎ
 দৃষ্টিমণ্ডনং ত্রয়য়েৎ, তত এবোতি তমাস্তিত্য পীড়য়েৎ । তস্মিন্নেব সাধনে-
 নাত্যর্থমুপসর্পেৎ । তত্র হি পীড়নাং ক্রান্তং রতিমবিগচ্ছতি । এতদ্রহস্তম্, স্ত্রীতি-
 রপ্রকাশ্যহাৎ । তথা হি রতিপ্রাপ্ত্যর্থমন্তৈঃ প্রকারান্তরমুক্তম্ । শাস্ত্রকৃতঃ স্তবর্ণ-
 নাভম্ ত্রয়ভিতম্, অপ্রতিষদ্ধহাৎ, অত্র চ রতিবর্দ্ধনমেকো বহব ইতি কেযাঞ্চিৎ
 প্রদেশবিবাদঃ । তত্রোপস্প্যমাণা যাস্মিন্নেকস্মিন্নয়ত্বেহনিয়তে বা দেশে স্পৃষ্টঃ
 দৃষ্টিমাবর্তয়েত্তস্মিন্নেব পীড়য়েদিত্যেকঃ প্রকারঃ । বহব বা যস্মিন্ যস্মিন্নপ-

সম্যমাণা দৃষ্টিমাবর্তয়েন্তস্মিন্ভিন্নৈব পীড়য়েদिति ভিত্ত্যঃ । তত্রাপি যস্মিন্নর্থঃ
দৃষ্টিমাবর্তয়েন্তস্মিন্নর্থমেব পীড়য়েদिति বোদ্ধব্যম্ । এতেন নাত্তিপ্রদেশা
অপান্তত্বোক্তা ব্যাখ্যাভাঃ । তেষামনেনৈব প্রকারেণ জায়মানহাৎ ॥ ৭ ॥

গাত্ৰাণাং সংসনং নেত্রনিমীলনং ব্রীড়ানাশঃ সমধিকা চ রতি-
যোজনেতি স্ত্রীণাং ভাবলক্ষণম্ ॥ ৮ ॥ হস্তৌ বিধুনোতি স্ফিদ্যতি
দশতুখাতুং ন দদাতি পাদেনাহস্তি রতাবসানে চ পুরুষাতিবর্জিনী ॥ ৯

টীকা । উপস্থপানপায়া ভাবস্ত তিসোহবস্থাঃ—প্রাপ্তঃ, প্রত্যাসন্নঃ,
সন্ধুক্ষ্যমাণশ্চেতি । ত্রয়াণাং লক্ষণমাহ—তত্র গাত্ৰাবসাদো নেত্রনিমীলনং চ
প্রাপ্তস্ত লিঙ্গম্ । ব্রীড়ানাশো লজ্জানিবৃত্তিঃ । রতিযোজনেতি রত্যাং যোজনা ।
যন্ত্রযোজনেত্যর্থঃ । সা স্বজঘনস্ত নায়কজঘনেনাত্যন্তলগ্নাৎ সমধিকেতি
প্রত্যাসন্নভাবলক্ষণমিতি প্রাপ্তপ্রত্যাসন্নস্তেত্যর্থঃ । সন্ধুক্ষ্যমাণস্তেতাহ—
হস্তাবিহি । বিধুনোতি কম্পয়তি । উখাতুং ন দদাতি যন্ত্রযোগাৎ । পুরু-
ষাতিবর্জিনীতি । পুরুষস্ত রতিপ্রাপ্তৌ তমতিক্রম্য স্বজঘনব্যাপারেণ বর্জিত-
ইত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥

তস্তাঃ প্রাগ্ যন্ত্রযোগাৎ করেণ সম্বাধং গজ ইব ক্লেভয়েৎ, আ
মৃদুভাবাৎ ততো যন্ত্রযোজনম্ ॥ ১০ ॥

টীকা । তস্তাশ্চেষ্টিতমীদৃশং বুদ্ধা যন্ত্রযোগাৎ প্রাক্ নতু স্বয়ং রতমবিগম্যা
পশ্যাত্তদানীমস্তা রতং বিচ্ছিন্নরসং স্তাৎ । সদাযো ভাগতচ্চতুর্বিধঃ যথোক্তম্—
—‘অহঃপদ্যদলম্পর্শং শুটিকাবচ্চ যোষিতঃ । বলিভং চ বরাঙ্গং স্রাগোজ্জিহ্বা-
বকশঃ তথা ॥’ ইতি । তত্রাদ্যং ত্যজ্য শেষং কণ্ঠবিহলহাৎ করেণ ক্লেভ-
য়েৎ ; আ মৃদুভাবাদিতি । যাবন্মুহুতাং গতম্ । ততো যন্ত্রযোজনম্ । মৃদুভূতে
‘ই তাস্মিन् উপস্থপমাণা ক্রতং রতিমধিগচ্ছতি । গজ ইবেতি করোপম্যার্থম্ ।
গজাকারেণেত্যর্থঃ । তথ্যচোক্তম্—‘অনামিকাপ্রদেশিত্তৌ স্নিষ্টাপ্তে জ্যেষ্ঠয়া
নহ । গজহস্তাণ্ডসাদৃশ্যাসংস্রজং কৃত্রিমং স্মৃতম্ ॥’ এবং চ করগ্রহণং কৃত্রিম-
সাধনোপলক্ষণার্থম্ । তেন কৃত্রিমগোভ্যন্তরাগ্নাপস্থানি দ্রষ্টব্যানি ॥ ১০ ॥

উপস্থপ্তকং মস্থনং হলোহবমর্দনং পীড়িতকং নির্ধাতো বরাহ-
 ষাতো হৃষাঘাতশ্চটকবিলসিতং সম্পূট ইতি পুরুষোপস্থপ্তানি ॥ ১১ ॥
 শ্রায়ামুজ্জুসম্মিশ্রণমুপস্থপ্তকম্ ॥ ১২ ॥ হস্তেন লিঙ্গং সর্বতো
 ভ্রাময়েদিতি মস্থনম্ ॥ ১৩ ॥ নীচীকৃত্য জঘনমুপারিষ্ঠাণঘট্টয়েদিতি
 হলঃ ॥ ১৪ ॥ তদেব বিপরীতং সরভসমবমর্দনম্ ॥ ১৫ ॥ লিঙ্গেন
 সমাহত্যা পীড়য়ংশ্চিরমঘতিষ্ঠেদিতি পীড়িতকম্ ॥ ১৬ ॥ স্তদূরমুৎ-
 কৃষ্য বেগেন স্বজঘনমবপাণ্ডয়েদিতি নির্ধাতঃ ॥ ১৭ ॥ একত এব
 ভূয়িষ্ঠমবলিখেদিতি বরাহঘাতঃ ॥ ১৮ ॥ স এবোভয়তঃ পর্য্যায়োণ
 হৃষাঘাতঃ ॥ ১৯ ॥ স্কৃশ্মিশ্রিতমনিজ্জমযা দ্বিশ্চিশ্চতুরিতি ঘট্টয়ে-
 দিতি চটকবিলসিতম্ । রাগাবসানিকম্ ॥ ২০ ॥ ব্যাখ্যাতং করণং
 সম্পূটমিতি ২১ ॥

টীকা । তা'ছাৎ,—লিঙ্গেন সদ্ধাশ্রুত মিশ্রণাৎ সৰ্বমেবোপস্থগতম্ । তত্র যদন্তু
প্রপ্তং ত্রায-মা গোপালাঙ্গনা প্রসঙ্গং মিশ্রণং, তত্প্রস্থগতমিতি; তত্র কন-
প্রত্যয়েন বিশেষসংজ্ঞাৎ দর্শয়তি । ইন্তেন লিঙ্গং গৃহীত্বা সদ্ধাশ্রুতান্তরে সৰ্বতো
মধ্ৱনিব ভ্রাময়েৎ । নীচৌক্যত জঘনমিতি স্বকটিমধঃক্ৰূহা । উপরিষ্টাদিহি । অভা-
স্বরশ্চোদ্ধিতভাগে ভগং বহলে নৈব লিঙ্গেনাবশ্যমুচ্যেৎ । তদেবোতি ঘটনম্ । বিপরীত-
মুচ্চৌক্যং জঘনমশ্রুতাদিহি, বিশেষচাপরো যঃ । স্রভসমিতি । স্রভসেন গৃহীত্বা-
দিত্যর্থঃ, অধোভাগস্ত কণ্ঠতিবহলহাৎ । লিঙ্গেনেতি । বেগাদামূলং প্রবেশ-
মানেন সমাহত্য পীড়য়ন্ ভগমবতিষ্ঠেত । চিরমিতি যাবন্তং কালং
লিঙ্গোন্নমনাবনমনানি কৰ্ত্তুং সমর্থঃ । সুদূরমিতি । প্রবোশতং লিঙ্গমা মনিবন্ধ-
য়াক্ষয়া বেগেন জঘন এব নির্ধাতবং ক্ষিপেৎ । একত এবোতি । একস্মিন্বেব
পাশে ভূয়িষ্ঠং বহুন বারান বরাহবদ্ধঃশ্রুয়াবলিখেৎ । স এবোতি । বরাহস্ত ঘাতঃ ।
উভয় ইতি । উভয়পার্শ্বয়োঃ পরিপাট্যা বৃষন্তবজ্জুসাত্যামবলিখেৎ । সক্রম্মিশ্রি-
মিতি । একবারং প্রবেশিতং লিঙ্গমনিগ্রময্যানিকাস্ত বহিরভ্যন্তরমেব কিঞ্চিদাক্ষয়া

কস্য চটকবস্ত্রৈব লিঙ্গং সংঘট্টয়েৎ । স্থিত্বিহ । প্রকর্ষণে চতুরিতি । রাগাবসানিকমেতৎ । বিস্ফোৰহায়ামেবং স্বভাবহাৎ । ব্যাখ্যাতিমিত্তি করণং সম্পূটম্ । তচ্চ ব্যাখ্যাতিম্ ;—‘অজুপ্রসারিতাবৃত্তয়োচরণো’ ইতি । ততঃ লিঙ্গমনিজমযা জঘনেন জঘনমবগৃহ্য যৎ সংমিশ্রণং, তদপি সম্পূটমিত্যুক্তম্ ॥ ১১—২১ ॥

তেষাং স্ত্রীসাত্ত্বাদিকল্পেন প্রয়োগঃ ॥ ২২ ॥

টীকা । তেষামিতি উপসংখ্যাদীনাম্ । স্ত্রীসাত্ত্বাদিতি যেন যন্তাঃ সাত্ত্বাঃ, তেন তন্তাঃ প্রয়োগঃ । বিকল্পেন মুহুম্বাতিমাত্রভেদেন । তত্র পুরুষোপসংগেষু নান্যাহং নীবাভিলেষণাদিকং, তদ্বিতীয়ে মার্গে নায়কবক্ষাবক্ষাবিলেহণাদি বাহ্যঃ পুরুষায়িতম্ ; যচ্চাত্তান্তরমুপসংগঃ, তন্মার্গদ্বয়েহপ্যাভ্যন্তরং পুরুষায়িতং দৃষ্টব্যম্ ॥ ২২ ॥

পুরুষায়িতে তু সন্দংশো ভ্রমরকঃ প্রেঙ্কেফালিতমিত্যধিকানি ॥ ২৩ ॥ বাড়বেন লিঙ্গমবগৃহ্য নিৰ্দ্ধৰ্ষন্ত্যাঃ পীড়য়ন্ত্যা বা চিরাবস্থানং সন্দংশঃ ॥ ২৪ ॥ যুক্তযন্ত্রা চক্রবদ্ ভ্রমেদিতি ভ্রমরক আভ্যাসিকঃ ॥ ২৫ ॥

টীকা । পুরুষোপসংগঃ প্রকরণমুক্তা বিশেষাভিধিংসয়া পুনঃ পুরুষায়িত-
মিতি—পুরুষায়িতে ইতি । আভ্যন্তরে পুরুষায়িতে প্রবর্তমানায়াত্নীপাধিকানি ।
বাড়বেনিতি । বরাক্ষৌষ্ঠসন্দংশেন লিঙ্গমবগৃহ্য নিৰ্দ্ধৰ্ষন্ত্যা অন্তঃ সমাকর্ষন্ত্যাঃ
স্থানমবস্থিতিঃ । যুক্তযন্ত্রেতি । ভগপ্রবেশিতলিঙ্গা কুলালচক্রবৎ কুণ্ডিতচরণা
নাথকাস্ত্রে হস্তাভ্যাং শরীরাবষ্টম্ভঃ কুহা ভ্রমেৎ । অয়মভ্যাসান্তবতি । ২৩—২৫ ।

তত্রৈতরঃ স্বজঘনমুৎক্ষিপেৎ ॥ ২৬ ॥ জঘনমেব দোলায়মানং
নিবর্ততো ভ্রাময়েদিতি প্রেঙ্কেফালিতকম্ ॥ ২৭ ॥ যুক্তযন্ত্রেব ললাটে
ললাটিং নিধায় বিশ্রাম্যেত ॥ ২৮ ॥ বিশ্রান্তায়াঞ্চ পুরুষস্ত পুন-
রাবর্তনম্ ইতি পুরুষায়িতানি ॥ ২৯ ॥

টীকা । তত্রৈতি ভ্রমরকে । ইতরো নায়কো যচ্চাবিলেষার্থঃ ভ্রমরক-
কর্তৃগার্থঃ চ স্বজঘনমুৎক্ষিপেৎ । দোলায়মানমিতি পৃষ্ঠতো নীহাংগতো

নব্বৈঃ । একং পার্শ্বং নৌহা দ্বিতীয়মিত্যেবম্ । তৎপ্রেক্ষণাৎ প্রেক্ষকালিতকম্ ।
মণ্ডলেন কু ভ্রমিতং মন্বনাশুভৃতম্ । তেষাং পুরুষসাম্যাদ্বিকল্পেন চ প্রয়োগঃ

১° যোজ্যম্ । যুক্তযদ্বৈব বিশ্রামোত, ন বিশ্লিষ্টযজ্ঞা, রাগস্তারুণশান্ত্যব্যাং ।
ললাটে ললাটং নিধায়ৈত শ্রমাপনয়নকারণম্ । পুনরাবর্তনং পুনরুপরি ঈমন-
মিতার্থঃ । রত্যাধিগমাত্তু পরিশ্রান্ত্যাং পুনরাবর্তনমিত্যর্থোক্তম্ । যথা রত-
পরিশ্রান্তেন সাহায্যার্থং পুরুষায়িতেন্নুমত্ততে, তথ, তৎস্বভাবপ্রতিপত্তাৎ-
মিত । ২৭—২৯ ।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ ;—

প্রচ্ছাদিতস্বভাবাপি গুঢ়াকারাপি কামিনী ।

বিবৃণোত্যেব ভাবং স্বং রাগাদুপরিবর্তিনী ॥ ৩০ ॥

টীকা । তত্র নিযোজ্যাদি দর্শয়ন্যহ—প্রচ্ছাদিতস্বভাবাপীতি লজ্জয়া প্রচ্ছ-
দিতোহভিপ্রাণী যয়া । কথমিত্যাহ ;—গুঢ়াকারেতি, অভিপ্রায়সূচকস্তাকার-
গোপিতত্বাৎ । সাপ্যুপরিবর্তিনী কামিনী কাময়মানা স্বভাবমাত্মীয়মভিপ্রা-
য়ং প্রকাশয়তি, ন গৃহীতুং শক্নোতি । অতো নিযোজ্যা ॥ ৩০ ॥

যথাশীলা ভবেন্দ্রারী যথা চ রতিলালসা ।

তস্তা এব বিবেকীভিস্তং সর্বমুপলক্ষয়েৎ ॥ ৩১ ॥

টীকা । তদেব স্মৃটয়ন্যহ—যথাশীলোতি । যাদৃশঃ স্বভাবো যস্তাঃ । য-
চ রতিলালসা যেন প্রকারেণ রতো জাতত্বাৎ । তস্তা উপরিবর্তিতা বিবেকীভি-
স্তংপ্রকারাভিঃ । তৎসদ্ব্যমিতি শীলং রতিপ্রকারং চ সর্বমুপলক্ষয়েৎ, যেন
ভ্রমকালে তথৈব সুরতে সমুপক্রমেত ॥ ৩১ ॥

ন হ্রেষ্টৌ ন প্রসূতাং ন মৃগাং ন চ গর্ভিণীম্ ।

ন চাতিব্যায়তাং নারীং যোজয়েৎ পুরুষায়িতে ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাৎসায়নীয়ৈ কামসূত্রে সাম্প্রয়োগিকে ষষ্ঠোহধিকরণে
পুরুষায়িতং পুরুষোপসংস্থানি চ অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

টিকা। তত্রাপবাদমাহ—ন হেবেতি । ঋহৌ ন যোজয়েৎ গৰ্ভাগ্রহণ-
ভয়াৎ । পুনরাবর্তনে চ গৰ্ভগ্রহণাদিরকদারিকে ব্যস্তীলে স্মাতাম্ । ন
প্রস্থতামচিরপ্রস্থতাম্, প্রদরধটির্নিগমভয়াৎ । ন যুগীম্, বৃষাষ্ময়োরবপাটিকা
ভয়াৎ । ন গভিণীম্, গৰ্ভশ্রাবভয়াৎ । নাতিব্যয়তামতিস্থলাম্, ব্যাপারয়িতু-
মশক্যাহাৎ ॥ পুরুষায়িত' প্রক্ষরণম্ । তদগুণতানি পুরুষোপস্থানি প্রকর-
ণম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি সাম্প্রায়োগিকে বস্ত্রেধিকরণে পুরুষায়িতং পুরুষোপ-

স্থানি অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিবিধা তৃতীয়া প্রকৃতিঃ স্ত্রীকপিণী পুরুষকপিণী চ ॥ ১ ॥ তত্র
স্ত্রীকপিণী স্ত্রিয়া বেষমালাপং লীলাং ভাবং মুদ্রং ভীষং মুগ্ধতা-
নসহিষ্ণুতাং ব্রীড়াং চানুকুবীত ॥ ২ ॥

টিকা। আলিঙ্গনাদিপুরুষায়িতান্তং চতুস্তম্ নাট্যকাসুত্রম্, তৃতীয়া প্রকৃতিঃ
'পুরুষোত্তমো' ইত্যুক্তম্, ভাষ্যমোপরিষ্টকমুচ্যতে দ্বিবিধেত্যাদিনা । তৃতীয়া
প্রকৃতির্নপুংসকম্ । স্ত্রীকপিণী স্ত্রীসংস্থানা, স্তনাদিযোগাৎ । পুরুষকপিণী
'পুরুষসংস্থানা, শাঙ্কলোমাদিযোগাৎ । বদবৃদ্ধিমাশ্রিতৌপরিষ্টকমন্যোস্তুদুচ্যতে
ইহ পুরুষধিকৃতাহ—তত্রোতি । তয়োঃ সম্যক স্ত্রীদুখ্যাপনার্থং ভাবং স্ত্রীধম্মান-
ত্বগমম্ । ইহ বেষ' কেশপরিধানাদিবিম্বাসেন, আলাপং কাকলালুগতম্,
লীলাং মত্তাদিগমনম্, ভাবং হাসাদিকম্, মুদ্রমকাকঙ্কম্, ভীষং ভয়লীল-
নাম্ যুদ্ধতামুজুতাম্ অসহিষ্ণুতাং প্রধেয়বাহিতপাদ্যক্ষমহাম্, ব্রীড়াং লঙ্কা-
নুকুবীত ॥ ১—২ ॥

তত্ৱা বদনে জঘনকর্ষ্ম । তদৌপরিষ্টকমাচক্ষতে ॥ ৩ ॥ সা
ততো রতিমাভিমানিকীং রুতিং চ লিপ্সেৎ বেষ্ঠাবচ্চয়িতং
প্রকাশয়েদিতি স্ত্রীরূপিণী ॥ ৪ ॥

টীকা । তত্ৱা ইতি স্ত্রীরখ্যানমুক্কল্যতাঃ । বদনে মুখে, জঘনকর্ষ্মেতি স্বরূপা-
প্যানম্ । ভগে লিপ্সেৎ যৎ কর্ষ্ম, তন্মুখে ক্রিয়মাণমৌপরিষ্টকম্ । আচক্ষত ইতি
পূজাচাঞ্চ্যকৃতং সংজ্ঞা । উপরিষ্টান্মুখে ভবতীত্যং । ‘অবায়ানাং তমাত্রে
টিলোপঃ’ । পংচাং ‘সংজ্ঞায়াং বন্’ । ‘অমেহকৃতসিত্রেভ্য এব’ ইতি পরিগণনা-
ত্বান ন ভবতি ফলমাহ—স তত ইতি । ঔপরিষ্টকাদ্রুতিং স্ত্রীতিমাভিমানিকী
প্রাণ্ডতলক্ষণাম্ । রুতিং জীবিকাম্, ভাটীলাভাৎ । চরিতমিতি বেষ্ঠায়া রুত-
বৈশিষ্ট্যে প্রোক্তম্ । তদেথৈব প্রকাশয়ন্তী গম্যৈরভিগম্যামান রতিং রুতিং ব
প্রাপ্নোতি ॥ ৩ । ৫ ॥

পুরুষরূপিণী তু প্রচ্ছন্নকামা পুরুষং লিপ্সমানা সম্বাহকভাব-
মুপজীবৈৎ ॥ ৫ ॥ সম্বাহনে পরিষজমানৈব গাত্রৈরুরা নায়কস্ত
মুদীয়াৎ । প্রস্তুতপরিচয়া চোক্ষমূলং সজঘনমতি সংস্পৃশেৎ ॥ ৬ ॥
তদ স্থিরলিঙ্গতামূলভা চাস্ত পাণিমন্ত্ৰেন পরিঘট্টয়েৎ । চাপলমস্ত
কুৎসয়ন্তীহ হসেৎ ॥ ৭ ॥ কৃতলক্ষণেনাপুপলঙ্ঘ্যৈবকৃতেনাপি
চোদাত ইতি চেৎ স্বয়মুপক্রমেৎ পুরুষেণ চ চোদমানা নিবদেৎ
কচ্ছেৎ চাভ্যাপগচ্ছেৎ ॥ ৮ ॥

টীকা । দ্বিতীয়মাক্রিয়াঃ—ভূ-শব্দে বিশেষণাৎ । রতিরৌপরিষ্টক-
ত্বনাম্ ; রতঃ তু পৃথাগতি । যদাহ—প্রচ্ছন্নকামেতি । আভিমানি-
স্মৃতিঃ কামঃ স প্রচ্ছন্নো যস্তাঃ সা । পুরুষরূপিণীহাৎ পুরুষেণ সহসা
সম্প্রযুক্ত ইতি লক্ষ্মিচ্ছন্তী । সঙ্গাহকভাবমুপজীবোদিতি । লোকেহঙ্গমদ-
কর্ষণঃ জীবোদিত্যর্থঃ । এবমপি বিশ্বাসাতাবাৎ ‘কথং রতিরিতি বিশ্বাসনা-
মাহ—সম্বাহনে সন্ধিষ্টন্ত নায়কস্তোর স্বগাত্রৈরুপরিস্তপরিচয়াভ্যাপগচ্ছতে

মদ্যুয়াৎ । এবং মদ্যুতী প্রমত্তপরিচয়া চেন্দুকমূলমপি সংস্পর্শেৎ । সজঘনমিতি ।
লিঙ্গস্থানং ত্যক্তা সহ জঘনস্ত স্তোকেন ভাগেনোকমূলমিত্যর্থঃ । স্থিরলিঙ্গতা-
মিতি সজঘনভাগোকমূলসংস্পর্শাৎ স্তকলিঙ্গতাম্ । পাণিমহেনেত্যাগোপানাদি-
প্রভীতেন লিঙ্গং ঘটয়েৎ, ন যথাকথং । চাপলং কুৎসয়ন্তীবেতি । ঐদৃশস্ত
চপলো যদুকস্পর্শমাত্রেন স্তকলিঙ্গোহসীতি নিন্দয়ন্তী স্বাভিপ্ৰায়খ্যাপনার্থং
হসেৎ ; ন তু কুপ্যাৎ । কৃতলক্ষণেনাপীতি । স্তকলিঙ্গং রাগস্ত লক্ষণম্ ।
তৎ কৃতং যন্ত নায়কস্ত । উপলব্ধবৈকৃত্যেনেতি জ্ঞাতমুখচাপলেন যদি ন
চোদ্যেন কুক মুখচাপলমিতি তদা তস্মিন স্বয়মেব বিনা চোদনয়োপক্রমেৎ ।
পুরুষেণ তৃপলকবৈকৃত্যেনাপলকবৈকৃত্যেন বা চোগম্যনা নাহমেবংবিধঃ কৰ্ম্মেতি
সহসংসদ্বীকার প্রতিষেধার্থঃ বিবদেৎ । তদেব ক্ষুটয়তি ;—কৃচ্ছ্রণ চেতি ।
স্বাক্ষিপণী তু প্রকটকামহাদচোদিতাপ্যাদিত এবোপক্রমেৎ । ৫—৮ ।

তত্র কৰ্ম্মাক্রিবিধং সমুচ্চয়প্রযোজ্যম্ ;—নিমিত্তং পার্শ্বতোদষ্টং
বহিঃসন্দংশোহস্তঃসন্দংশশ্চ স্মিতকং পরিমুক্তকমাম্রচুষিতকং সঙ্গর
ইতি ॥ ৯ ॥ তেষেকৈকমভ্যুপগম্য বিরামাভীপ্সাং দর্শয়েৎ ॥ ১০ ॥
ইতরশ্চ পূর্বস্মিন্নভ্যুপগতে তদন্তরমেবাপরং নির্দিশেৎ । [তস্মিন্নপি]
সিদ্ধে তদন্তরমিতি ॥ ১১ ॥

টীকা । তস্ত ক্রিয়াভেদাভেদমাহ—তত্রতোপরিষ্টকে । সমুচ্চয়প্রযোজ্য-
মিতি । ক্রিয়ণ সৰ্বং সমুচ্চয়েন যোজ্যমিত্যর্থঃ । তত্রাপি নান্যভিপ্ৰায়েণেত্যাহ
—তেষ্বিতি নিমিত্তাদিষু । একৈকং প্রথমাৎ প্রভূতুপগম্য কুহা পরি-
ভাগেচ্ছাং দর্শয়েৎ । কৌতুকজননার্থমভ্যর্থনয়াহপরং প্রযোক্ষ্যমীতি নায়কে-
হপোকস্মিন্নভ্যুপগতে কিং প্রতিপদ্যত,—ইত্যাহ ;—ইতরশ্চেতি নায়কঃ ।
পূর্বস্মিন্নিহ নিমিত্তে । তদন্তরমিতি তস্মিন্নিমিত্তাদনন্তরং পার্শ্বতোদষ্টম্ ।
নির্দিশেদিদং চ কুর্হিতি । তস্মিন্নপি পার্শ্বতোদষ্টে ক্রিয়য়া সিদ্ধে
তদন্তরং বহিঃসন্দংশমিতি । অনেন ক্রমেণ সৰ্বং সমুচ্চয়েন নির্দিশেৎ ।
স্বাগপরিসমাপ্ত্যর্থং তস্মাচ্ছাভিমানিকসুখজননার্থং নায়িকাপি তথৈব প্রযু-

ঈতিত্যং চোদনায়াং বিধিঃ । স্বয়মুপক্রমে চ স্বাতিপ্রায়েণৈব সমুচ্চয়ে
প্রয়োজ্যম্ ॥ ৯—১১ ॥

করাবলম্বিতমোষ্ঠায়োরুপরি বিহস্তমপবিধ্য মুখং বিধুন্নুয়াং
তন্নিমিত্তম্ ॥ ১২ ॥ হস্তেনাগ্রমবচ্ছাদ্য পার্শ্বতো নির্দিশনমোষ্ঠাভ্যা-
মবশীড়্য ভবদ্বৈতাবদिति সান্ত্বয়েৎ তং পার্শ্বতো-দক্ষম্ ॥ ১৩ ॥

টীকা । তং কস্য দ্বিবিধম্ ;—বাহুম্, আভ্যন্তরঞ্চ । তত্র বাহুগ্রহণং ;—করা-
বলম্বিতমिति । অবনমনবারণার্থং করেণ গ্রহীতমোষ্ঠায়োরুপরি বিহস্তমগ্র-
ভাগেনাপবিধ্যোষ্টেন বর্তুলীকৃতেনাবশীড়্য মুখং স্তং বিধুন্নুয়াং কম্পয়েৎ । ওষ্ঠ-
ায়োরুপরি বিহস্তত্বান্নিমিত্তম্ । হস্তেনাবচ্ছাদ্য মুষ্টিগ্রহণেন, ততঃ পার্শ্বতো লিঙ্গ-
মোষ্ঠাভ্যামবশীড়্য । নির্দিশনমिति ক্রিয়াবিশেষণম্ । দস্তবর্জমিত্যর্থঃ ! দস্তেস্ত
গ্রহণমস্তু । যদাহ ;—ভবদ্বৈতাবদिति । এতাবদেবাস্ত । যদুগ্রহণং নাপরঃ
খণ্ডনমिति সান্ত্বয়েৎ ॥ ১২ ॥

ভূয়শ্চোদিতা সম্মৌলিতোষ্ঠী তস্তাগ্রং নিষ্পীড়্য কর্ষয়ন্তীব মুকেৎ ।
ইতি বহিঃ-সন্দংশঃ ॥ ১৪ ॥ তস্মিন্নেবাভ্যর্থনয়া কিঞ্চিদধিকং
প্রবেশয়েৎ সাপি চাগ্রমোষ্ঠাভ্যাং নিষ্পীড়্য নিষ্ঠীবৎ ইত্যাক্ষঃ-
সন্দংশঃ ॥ ১৫ ॥ করাবলম্বিতমোষ্ঠাবদগ্ৰহণং চুশ্বিতকম্ ॥ ১৬ ॥
তং কৃত্বা জিহ্বাগ্রেন সর্ববতো ঘটনমগ্রে চ বাধনমिति পরি-
মুচ্যেৎ ॥ ১৭ ॥

টীকা । ভূয়শ্চোদিতোত । পার্শ্বতো-দষ্টে সঞ্চোদিতা পুনরন্তত্র চোদিতা :
স্বয়মুপক্রমে স্বচোদিতৈব সম্মৌলিতোষ্ঠী লিঙ্গস্তাগ্রমন্তঃ প্রবেশ্য মৌলিতাবোষ্ঠে-
যয়া, সা । তাভ্যামেব নিষ্পীড়্য কর্ষয়ন্তীব মুকেদिति । ওষ্ঠাভ্যামেবাস্ত কর্ষণ-
কৃষ্ণাণেব ত্যজ্জৈদিত্যর্থঃ । বহিঃ-সন্দংশঃ চুশ্বিতকং বহিঃ-সন্দংশনাং । আভ্যন্তর-
মাহ—তস্মিন্নিতি, বহিঃ-সন্দংশে ক্রিয়মাণে । অভ্যর্থনয়া যাচনুয়া । কিঞ্চিদ-
ধিকমिति । নিকান্ত গ্রহিৎ যাবদায়কঃ প্রবেশয়েদিত্যং চোদনাপঞ্চঃ । স্বয়মুপ-

ক্রমে তু কিঞ্চিদধিকং প্রবেশ্যাগ্রং মণিবন্ধমোষ্ঠাভ্যাং নিম্পীড়্য নিম্বীবোরস্তেৎ ।
অন্তঃ-সন্দংশো নিকোশিতস্ত সন্দংশনাৎ । ওষ্ঠবদিতি । যথাধরোষ্ঠোষ্ঠাভ্যাং
গ্রহণং, তথা নিকোশিতস্তেতি চুদিতকং সমগ্রহণাখ্যম্ । তদিতি চুদিতকং
কৃৎ । অত্থা অযোগাৎ । জিহ্বাগ্রোণান্তঃ পরিভ্রমতা । সৰ্ব্বতো ঘটয়েৎ
স্পৃশেৎ । অগ্রে চ বাহনং স্রোতঃস্থানে তাড়নং জিহ্বাগ্রেনৈব । পরিমৃষ্টকং
সমস্তাৎ পরিমৰ্ষণাৎ ॥ ১৪—১৭ ॥

তথাভূতমেব রাগবশাদক্লপ্রবিষ্টে নিৰ্দ্দয়মবপীড়্যাবপীড়া মুঞ্জেৎ ।
ইত্যাম্রুশিতকম্ ॥ ১৮ ॥ পুরুষাভিপ্ৰায়াদেব গিরেৎ পীড়য়েচ্চা-
পরিসমাপ্তেঃ ইতি সঙ্গরঃ ॥ ১৯ ॥ যথার্থং চাত্র স্তননপ্রহণ-
নরোঃ প্রয়োগঃ ইতোপরিষ্টকম্ ॥ ২০ ॥

টীকা । তথাভূতমেবোতি নিকোশিতমেব । রাগবশাদিতি । নাথক্ল
রাগান্বিতাৎ । তদক্লপ্রবিষ্টে গ্রহিতাত্য প্রবিষ্টে নিৰ্দ্দয়মত্যন্তম্ । অবপীড়্যাব-
পীড়্যোতি জিহ্বাগ্রপুটে ন চিহ্নবপীড়্যাবপীড়া মকেদভ্যন্তর এব । তদাম্রুশেব
চুদিতকম্ পুরুষাভিপ্ৰায়াদেবোতি পুরুষাভিপ্ৰায়েমেব বৃদ্ধা প্রতাসন্নাস্ত্য রতিবিত্তি
গিরেৎ, পীড়য়েচ্চেতি । জিহ্বাব্যাপারেণ পীড়য়িত্বা গিরেৎ ওষ্ঠব্যাপারেণ
পীড়য়েৎ । অ্য সমাপ্তোরিতি শুক্রবিসৃষ্টং যাবৎ । সঙ্গরঃ সমস্তাদ্ গিরণাৎ ।
যথার্থমিতি । যথা রাগো নিমিত্তাদিষু যুত্মধ্যাধিমাভ্রোণ স্থিতস্তথা স্তনন-
প্রহণনয়োঃ প্রয়োগঃ, আলিঙ্গনাদীনামত্ৰাসম্ভবাৎ । ইতোপরিষ্টকমিতি । এবং
বিসয়-স্বরূপ-কলপ্রবৃত্ত-প্রকারৈরোপরিষ্টকমুক্তম্ ॥ ১৮—২০ ॥

কুলটাঃ সৈরিণাঃ পরিচারিকাঃ সম্বাহিকাশ্চাপোতং প্রযোজ-
য়ন্তি ॥ ২১ ॥ তদেতত্ত্ব ন কার্য্যং সময়বিরোধাদসম্ভাচ্চ পুন-
রপি হাসাৎ বদনসংসর্গে স্নানমেবার্হিতং প্রপদ্যোত ইত্যোচ্যার্য্যঃ ॥ ২২ ॥
বেশ্যাকামিনোহুদমদোষঃ অন্ততোহপি পারিহার্য্যঃ স্তাং ইতি
বাৎস্তায়নঃ ॥ ২৩ ॥

টীকা। দেশসাম্যবশাদবিষয়েহপ্যন্তু বৃত্তিরিতি দর্শয়রাহ—কুলটা ইতি
 যাঃ স্বকুলাদন্ত্বেষসদৃশমটন্তো ভট্টশীলাস্তাঃ কুলটাঃ । যাঃ সদৃশমসদৃশং বা
 কুলমবিচার্য স্বচ্ছন্দচারিণ্যস্তাঃ শৈবরিণঃ । যা অন্তপূৰ্ণা বা মুক্তপ্রগ্রহা নাযক-
 মুপচরন্তি, তাঃ পরিচারিকাঃ । যাঃ সম্বাহনকৰ্ম্মণা জীবন্তি, তাঃ সম্বাহিকাঃ
 এতৎ প্রযোজয়ন্তীতি । ঔপরিষ্টকং কারয়ন্তি । ন কেবলং তৃতীয়া প্রকৃতি
 রিত্যপি-শব্দার্থঃ । তদেতচ্চ ন কাৰ্য্যমিতি । প্রয়োজ্যমানমপি সম্বাবিরোধা-
 দিহি । ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রতিষিদ্ধমেতৎ ;—‘ন মুখে মেহেত’ ইতি । অসভ্যত্বাচ্চেতি ।
 সন্তিগৃহিতবাদসভ্যত্বম্ । তস্মাদসভ্যত্বাৎ, প্রয়োক্তুরপাসভ্যত্বং দৃষ্টে এব দোষঃ
 অযং চাপর ইত্যাহ ;—পুনরপি হীতি । যদি হি কুলটাদীনাং মুখে জঘনকৰ্ম্ম
 কৰ্ম্মান্তদা পুনরপি জঘনকৰ্ম্মকালে রাগবশাদনন্ত সংসর্গে সংস্পর্শে সতি আর্জি-
 প্রতিপদ্যেত, দুঃখমধিগচ্ছেৎ—বিচলিতোহস্মীতি । স্বয়মেবেতি । ন তত্র
 নাযক্যপি । বেষ্ঠাকামিন ইতি । কুলটাদেষো বেষ্ঠাবিশেষাঃ । তৎকামিনো নাযক-
 স্তাদোষোহয়মিতি । সম্বাবিরোধাদিত্যৎ দোষো ন ভবতীত্যর্থঃ । পত্ন্যা
 শৌপরিষ্টকাদো দোষঃ,—‘ন মুখে মেহেত’ ইতি । যদাহ বসিষ্ঠঃ ;—যন্ত পাণি-
 গৃহীতায়ান্ মুখে মৈথুনমাচরেৎ । পিতরন্তস্তান্নাস্তি দশবর্ষাণি পঞ্চ চ
 ইতি । অন্ততোহপি পরিহার্য্য ইতি । অসভ্যত্বাদনসংসর্গাচ্চ । অসভ্যত্ব-
 মর্জিচেত্যৎ দোষঃ পরিহার্য্যঃ । গুপ্ত্যা বক্তৃসংরক্ষণাচ্চ । কস্তাচিদেবপ্রবর্তে-
 রদোষবাদপরিহার্য্য ইত্যপি-শব্দার্থঃ । ২১—২৩ ।

‘তস্মাদ যাত্তৌপরিষ্টকমাচরন্তি ন তাভিঃ সহ সংস্রজ্যন্তে
 প্রাচ্যাঃ’ ২৪ ॥ বেষ্ঠাভিরেব ন সংস্রজ্যন্তে আহিচ্ছত্রিকাঃ
 সংস্রকৌ অপি মুখকৰ্ম্ম তাসাং পরিহরন্তি ॥ ২৫ ॥

টীকা। উভয়মপি দেশপ্রবৃত্ত্যা দর্শয়রাহ—তস্মাদিতি । যতশ্চৈবঃ; তস্মাদ
 সংস্রজ্যন্ত ইতি সম্বন্ধঃ । যাস্তিতি । যা বেষ্ঠান্ত ঔপরিষ্টকমাচরন্তি মুখ
 জঘনকৰ্ম্ম কৰ্ম্মান্তি, ন তাভিঃ সহ সংস্রজ্যন্তে সম্প্রযুক্তান্তে, মা ভূত্বদনসংসর্গ ইতি
 অন্তাভিরদৃষ্টদোষত্বাৎ সংস্রজ্যন্ত এবেত্যাখ্যেজম্ । প্রাচ্যা অজ্ঞাৎ পূর্বেণ

আহিচ্ছত্রিকা আহিচ্ছত্রিকা ন সংস্জাস্তে । অদৃষ্টমক্ষতমপোপরিষ্টকং তান্ন
সম্ভাবাত ইতি । সংস্জা অপি ত এব কথঞ্চিদ্রাগবশাৎ । মুখকন্ঠ
চূদনম্ । ২৪ । ২৫ ।

নিরপেক্ষাঃ সাক্ষেতাঃ সংস্জাস্তে ॥ ২৬ ॥ ন তু স্বয়মোপরি-
ষ্টকমাচরন্তি নাগরকাঃ ॥ ২৭ ॥

টীকা । সাক্ষেতা আযোধ্যিকাঃ । তে নিরপেক্ষাঃ । বেজ্ঞানাং সম্প্রয়োগে
মুখকন্ঠাণি চ শোচাশোচবিবক্লভাবাৎ । নাগরকাঃ পাটলিপুত্রকাঃ সম্প্রযুক্তাস্তে
বেজ্ঞাভিঃ ; ন তু স্বয়ং তাসাং মুখে ভ্রমকন্ঠ্য কুৰ্বন্তি । মা ভূদনসংসর্গ ইতি ।
প্রযোজিতাচরন্তি বদনসংসর্গবজ্জম্ । ২৬ । ২৭ ।

সর্বমবিশঙ্কয়া প্রযোজয়ন্তি সৌরসেনাঃ ॥ ২৮ ॥ এবং হ্যাহঃ ;
—কো হি যোষিতাং শীলং শৌচমাচারং চরিত্রং প্রত্যয়ং বচনং বা
শ্রদ্ধাতুমর্হতি নিসর্গাদেব হি মলিনদৃষ্টয়ো ভবন্ত্যেতা ন পরি-
তাজাঃ তস্মাদাসাং স্মৃতিত এব শৌচমশ্বেষ্টবাম্ ॥ ২৯ ॥

টীকা । সর্বমিতি । সম্প্রয়োগমোপরিষ্টকং মুখকন্ঠ্য চ । অবিশঙ্কয়েতি ।
সর্বং শুভীভ্যভিপ्राয়েণেত্যর্থঃ । সৌরসেনাঃ কৌশল্যা দক্ষিণতঃ কূলে যে নিব-
সন্তি । শঙ্কয়াং হি স্বভাৰ্যাস্বপ্যনাগস্ততামেব দর্শয়ন্তি—এবং হীতি । শীলং
স্বভাবঃ, শৌচমশুচিদ্রব্যবিশ্লেষণং, আচারং ত্রয়ীকৰ্ম্মানুষ্ঠানং, চরিতং কুলক্রমা-
গতঃ স্তাভিঃ, প্রত্যয়ং বিন্যাসং, বচনং বলিতকং কঃ শ্রদ্ধাতুমর্হতি ? পরমার্থতঃ
প্রত্যেতৎ নৈবেত্যর্থঃ । কুত ইত্যাঃ ;—নিসর্গাদেবেতি । আশ্রয়লাভাদেব,
নাস্মাৎ । মলিনদৃষ্টয়ো মলিনবুদ্ধয়ঃ, যল্লোকশাস্ত্রবিরুদ্ধমপ্যচরন্তি ; ন চ
পবিত্রতাজাঃ—এবম্ভূতা অপি পুরুষার্থহেতুহাৎ । তস্মাদ্ভবিষৌ স্মৃতিত এব
শৌচমশ্বেষ্টবাম্ ; মোকে স্মৃতেঃ প্রামাণ্যং ॥ ২৮ । ২৯ ॥

এবং হ্যাহঃ,—বৎসঃ প্রস্রবণে মেধাঃ শ্বা মৃগগ্রহণে শুচিঃ ।

শকুনিঃ ফলপাতে তু স্ত্রীমুখং রতিসঙ্গমে ॥ ইতি [৩০]

টীকা । তাং স্মৃতিমাহ ;—এবং ইতি । আহ স্মৃতিকারঃ ; মুখবর্জঃ গোঃ সৰ্ব্বতো মেঘোত্যুক্তম্ ; প্রস্রবণকালে তু মুখং শুচি । তৎস্পৃষ্টং কীরমপি । অপস্কাচ্ছিষ্টং তাজেদিত্যুক্তম্ ; যুগগ্রহণে ফলপাতকালে চ মুখস্ত শুচিত্বান্নাসং ফলং চ শুচি । তথা রতिसঙ্গমে রতার্থসঙ্গমে স্ত্রীমুখং কুর্তোপরিষ্টকমন্তদা মেঘম্ । নান্তদা, সৰ্ব্বাশুচিনিধানহাদিতি । অশ্মিন স্মৃত্যর্থং সৰ্ব্বত্র চূদন প্রসঙ্গ ইতি ॥ ৩০ ॥

শিষ্টবিপ্রতিপত্তেঃ, স্মৃতিবাক্যস্ত চ সাবকাশহাদেশস্থিতে-
রাশ্মিনশ্চ বৃত্তিপ্রত্যয়ানুরূপং প্রবর্তেতেতি বাৎসায়নঃ ॥ ৩১ ॥

টীকা । স্মৃতং দর্শয়ত—শিষ্টবিপ্রতিপত্তেরিতি । শিষ্টানাং প্রাচ্যাহি-
চ্ছত্রিকনাগরকাণাং বিপ্রতিপত্তির্দৃষ্টান্তে । যথোক্তং প্রাক্,—তস্মাৎ রতिसঙ্গ-
মেহপি স্ত্রীমুখং ন মেঘাৎ শিষ্টাচারস্ত প্রামাণ্যাত্ । যদ্যেবং বিগীতা স্মৃতি-
বপ্রামাণ্যকা স্মাৎ যথোক্তম্ ;—‘বিরুদ্ধা চ বিগীতা চ দৃষ্টার্থা দৃষ্টকারণা ।
স্মৃতির ঋতিমূল্য স্মাদ্ যা চৈষা ভবনশ্রুতিঃ ॥’ ইতি । অত্রোক্তরমাহ ;—সাব-
কাশহাদিতি । পত্নীমেবাধিকৃত্যেত্যুক্তম্ ;—‘স্ত্রীমুখং রতिसঙ্গমে’ ইতি । যদ্যেবং
বেশানু চূদনবিকল্পানর্থক্যমিত্যত্র পাক্ষিকমভ্যনুজ্ঞানমাহ ;—দেশস্থিতেরিতি ।
যে যাস্মিন দেশে আচারস্তদনুরূপং প্রবর্তেত, দেশাচারস্ত তদ্রত্যানাং
প্রামাণ্যাত্ । রুতিপ্রত্যয়ানুরূপমিতি । যথা সৌমনস্তাং যথা চ বিশ্বাসস্তথা
প্রবর্তেত, ন শাস্ত্রেণৈব কেবলেনেতি ।

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ ;—

প্রমুখকুণ্ডলাশ্চাপি যুবানঃ পরিচারকাঃ ।

কেবাকিদেব কুর্বন্তি নরাণার্যোপরিষ্টকম ॥ ৩২ ॥

টীকা । উদং স্ত্রীবিষয়মসাধারণমোপরিষ্টকমুক্তম্, স্ত্রীবা এব কৰ্ত্তৃত্বাত্ ।
পুরুষবিষয়মাহ—প্রমুখকুণ্ডলা ইতি । উজ্জলে কুণ্ডলে যেবার্মিতি নেপথ্যোপ-
লক্ষণম্ । গৃহীতনেপথ্যা ইত্যর্থঃ । যুবানঃ প্রাপ্তবয়স্হাৎ বৰ্জ্জ্ব কুশলাশ্চেট-

স্বরূপাঃ পরিচারণাঃ ; নাশ্তে, দোষাৎ । যথোক্তম্ ;—‘অজাতশত্রুশেষটো
বিশ্বাস্তা মুখকশ্চপি । যোজ্যা গৃহীতনেপথ্যা নেতরে শত্রুদোষতঃ ।’ ইতি ।
কেষাঞ্চিদিতি । যে মন্দরাগা গতবয়সোহতিব্যয়িতা যে চ স্ত্রীশলকরুতয়ঃ ॥ ৩২ ॥

তথা নাগরকাঃ কেচিদিত্যোক্ত্যন্ত হিতৈষিণঃ ।

কুর্বন্তি রুঢ়বিশ্বাসাঃ পরস্পরপরিগ্রহম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকা । ইদমপ্যসাধারণম্, একৈশ্বর্যব বর্জিতম্ । অযোঃ কর্ত্ত্বহে সাধারণম্ ;
যশঃ—কথং । নাগরকা যে নাগররত্তাবধিকৃতঃ । কেচিদিতি ঘোষা-
প্রায়াঃ । হিতৈষিণঃ, বিসৃষ্টমুখকারিত্বাৎ । রুঢ়বিশ্বাসা মৈত্ৰ্যা । পরস্পর-
পরিগ্রহম্ । মম তাবৎ কুরু, পশ্চাত্ত্বাপি করিষ্যামিতি । যুগপৎ দেহ-
বাহ্যাসেন রাগাৎ কালমনপেক্ষমাণাবিত্তি দ্বিবিধম্ সাধারণম্ । নাগরকা
ইতাপলক্ষণম্ । স্থিয়োহপি কুর্বন্তি । যথোক্তম্ ;—‘অন্তঃপূরণতাঃ কাশ্চিদ-
প্রাপ্তভাঙকাঃ স্থিয়ঃ । ভগে হন্তোন্তবিশ্বাসাৎ কুর্বন্তি মুখচাপলম্ ।’ ইতি ॥ ৩৩ ॥

পুরুষাশ্চ তথা স্ত্রীষু কশ্চৈতৎ কিল কুর্বতে ।

ব্যাসস্তন্ত চ বিজ্ঞেয়ো মুখচূষনবদিধিঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকা । তথা স্ত্রীষু । যথা স্থিঃ পুরুষেবু, তথা স্ত্রীষু পুরুষাঃ পরিচারণকা-
নাগরকা বা কেচিদ্ভগে মুখেন কস্তা কুদ্বস্থি । কিলেতি সম্ভাবনাছাম্ । তন্ত চেষতি
পুরুষকর্ত্ত্বকম্ । ব্যাসঃ প্রকারঃ । মুখচূষনবদিতি । কস্তাচূষনে নিমিত্তাদিন-
অন্তঃ সমাদিগ্রহণেন যো বিধিঃ, সোহস্ত্যপি যথাসম্ভবং বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পরিবার্ত্তিতদেহৌ তু স্ত্রীপুংসৌ যৎ পরস্পরম্ ।

যুগপৎ সম্প্রযুক্তোভে স কামঃ কাকিলঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকা । তত্র পরিচারণকে কর্ত্তব্যসাধারণং ; নাগকে তু সাধারণমপি সম-
বাহিত । তচ্চ যুগপৎ, পরিপাট্য বা । তত্র যুগপৎ কথ্যমত্যাহ—পরিবার্ত্তি-
দেহাবিত্তি । পার্শ্বসম্পূটে পুমান্ স্থিয়া উক্লোঃ শিরো নিধন্তে ; স্ত্রী চ পুংস-
ইতি যুগপৎ সম্প্রযুক্তোভে । একস্মিন কালে মুখেন পরস্পরোপস্থৈস্ত্রয়গ্রহণাৎ ।

কাকিলঃ স্মৃত ইতি । স্ত্রী পুমাংশ্চ কাক ইব কাকঃ । মুখেনামেধ্যগ্রহণাৎ ।
তো বিদ্যোতে যস্মিন্ কাম ইতি । পিচ্ছাদিসু দ্রষ্টব্যম্ । ককমং বা কাকো
লৌল্যম্ । ‘কক লৌলো’ ইতি ধাতুপাঠাৎ । তদ্বিত্যেতে যয়োঃ স্ত্রীপুংসয়ো-
রিত্তিনিপ্রত্যয়ঃ । তৌ লাত্যাদন্ত ইতি ॥ ৩৫ ॥

তস্মাদ্ গুণবতস্তাক্ষা চতুরাংস্ত্যাগিনো নরান্ ।

বেষ্ঠাঃ খলেষু রজ্যন্তে দাসহস্তিপকাদিসু ॥ ৩৬ ॥

টীকা । এতেন নরযোধোযিতোশ্চ পরিবর্তিতদেহদোষ্যার্থ্যাতঃ । তত্র
সাধারণসাধারণয়োরসাধারণং শ্রেয়ঃ । ততোহপি পরিচায়কবিষয়ং বেষ্ঠাবিসয়ং
‘হি খলসংসর্গাদপরিশুদ্ধমিতি দর্শয়ন্তাহ—তস্মাদিতি । গুণবতো নাযকগুণযুক্তান
চতুরান লোকযাত্রাকুশলান্ । ত্যাগিনো দানশুরান্ । বরানভিজনাহ্মপেতান্ ।
খলেষু নীচেষু । তানেব দর্শয়তি ;—দাসহস্তিপকাদিষতি । রজ্যন্ত ইতি
স্বভাবাখ্যানম্ । অশিষ্টধর্ম্যাচরণাদ্ধা । তেষু চ রজ্য অপরচরিতমপি
প্রকাশয়ন্তি ॥ ৩৬ ॥

ন হেতব্রাহ্মণো বিদ্বান্মজ্জী বা রাজধূধরঃ ।

গৃহীতপ্রত্যয়ো বাপি কারয়েদোপরিষ্ঠকম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকা । ন হেতদিতি । নৈবং বেষ্ঠাভিঃ কারয়েৎ । ব্রাহ্মণো বিদ্বান
জ্ঞতিস্মৃত্যর্থতত্ত্বজ্ঞঃ । মজ্জী রাজধূধরঃ প্রাধান্তেন যো রাজাং সংবাহয়তি । সমা-
সাঙ্তে ‘অ’ অত্রানিত্যাহার ভবতি । অস্তো বা কশিচ্ গৃহীতপ্রত্যয়ো লোকে
বিব্রাহ্মণঃ । ‘তানু ক্রিয়মাণং লোকে লক্ষসমাখ্যানং গৌরবং বাবল্লয়তি । অতো
মা ভূবদনসংস্পর্শদোষঃ । অসভাস্বদোবস্ত দুর্নীবারো, নেহরেবাম্ অবি-
বক্ষিতদ্বাৎ ॥ ৩৭ ॥

ন শাস্ত্রমন্তীত্যেতাবৎ প্রয়োগে কারুণং ভবেৎ ।

শাস্ত্রার্থান ব্যাপিনো বিদ্যাৎ প্রয়োগাংস্তেকদেশিকান্ ॥ ৩৮ ॥

টীকা । নহু চ ব্যাসস্তমুখচূষনবর্ষিধিরিতি শাস্ত্রেহভিহিতদ্বাংসাধারণস্ত্যপি
প্রয়োগপ্রসঙ্গ ইত্যাহ—ন শাস্ত্রমিতি । অভিধায়কং শাস্ত্রমন্তীতি নৈতাবৎ

প্রয়োগে কারণম্ । শাস্ত্রার্থান ব্যাপিন ইতি । আলিঙ্গনাদেবর্ষস্ত রতোপধিক-
ত্বাৎ সন্ধানেব কামিনোহধিকৃত্য প্রবৃত্তত্বাৎ । প্রয়োগানেকদেশিকান, কস্ত-
চিদেবার্থস্ত শিষ্টৈঃ প্রবর্তনাৎ ॥ ৩৮ ॥

রসবীৰ্য্যবিপাকা হি শ্বমাংসস্তাপি বৈদ্যকে ।

কীর্তিতা ইতি তৎ কিং শ্রান্তক্ষণীয়ং বিচক্ষণৈঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকা । অয়ং চ জ্ঞায়েহন্তজ্ঞাপীত্যাহ—রসবীৰ্য্যবিপাকা ইতি । বসো
মধুবাণিঃ । বীৰ্য্যং সামর্থ্যম্ । বিপাক উপযুক্তস্ত পরিণতো মধুরাদিঃ । শ্বমাংস-
স্তাপি কীর্তিতা ইতি ব্যাপিত্বং রসাদীনাং । কিং তক্ষণীয়ং বিচক্ষণৈরিতোক-
দশি'দ্রম্ ॥ ৩৯ ॥

সন্ত্যেব পুরুষাঃ কেচিৎ সন্তি দেশান্তথাবিধাঃ ।

সন্তি কালশ্চ যেষ্মেতে যোগা ন স্যুর্নিরর্থকাঃ ॥ ৪০ ॥

টীকা । যদ্যেবং শিষ্টপরিহৃতত্বাদিহোপদেশানর্থক্যমিত্যাহ—সন্ত্যেব ইতি ।
সন্তি,তাদৃশাঃ পুরুষাঃ যে শুচ্যশুচিষু নিক্ষিপিয়াঃ । দেশান্তথাবিধা লাটসিদ্ধ
বিষয়াদয়ঃ । কালো ঔপরিষ্টকসাম্ব্যাঃ স্থায়ন্তা যদায়ত্তজীবিতাদয়ঃ । যোগা ইতি ।
শুশ্রূতদনবর্ধিধয়ঃ ॥ ৪০ ॥

তস্মাদ্দেশং চ কালং চ প্রয়োগং শাস্ত্রমেব চ ।

আত্মানং চাপি সস্প্রেক্ষা বোগান যুঞ্জীত বা ন বা ॥ ৪১ ॥

টীকা । তস্মাদিতি । যতশ্চৈবং, তস্মাৎ সাধারণস্তাসাধারণস্ত বা যথাস্বং
দেশকালৌ সংবীক্ষ্য, প্রয়োগমুপায়ং চ প্রযুক্ত্যাতে অনেনেতি, শাস্ত্রমভিধায়ক-
মাত্মানং চ, কতরন্মে যুক্তমিতি ন বা প্রযুক্ত্যতোভয়মপি বিদ্বান্ । স্বমাত্মানং
সংবীক্ষ্য ॥ ৪১ ॥

অর্থস্তাস্ত্ৰ রহস্তদ্বাচ্চলভ্যম্ননসস্তথা ।

কঃ কদা কিং কৃতঃ কুর্যাদিতি কো জ্ঞাতুমর্হতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্বাংস্তায়নৌয়ে কামহৃত্রে সাম্প্রয়োগিকে বট্টেহধিকরণে

ঔপরিষ্টকং নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

টীকা। অথবা নারঃ পুরুষাদিনিয়ম ইত্যাহ—অর্থস্তেতি । ঔপরিষ্টকস্তা
রহস্য ভবহাৎ, চিত্তস্তাৎহিরহাৎ, বিশেষতঃ রাগসংযুক্তস্তা । কঃ কুৰ্ঘ্যাৎ বিদ্বানি-
তরো বেতি । কদা কিং মন্তাবস্থায়ামিতরস্তাং বেতি । কিং কুৰ্ঘ্যাৎ সাধারণ-
মসাধারণং লৌকিকং বা সাম্প্রয়োগমিতি । কুতো হেতোঃ কিং রাগাদেশপ্রবৃত্তে-
ষেতি কো জ্ঞাতুমিতি ? নৈবেত্যর্থঃ । ঔপরিষ্টকং প্লবরণম্ ॥ ৪২ ॥

ইতি সাম্প্রয়োগিকে যষ্টৈহধিকরণে ঔপরিষ্টকং নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।



নাগরকঃ সহ মিত্রজনেন পারিচারকৈশ্চ কৃতপুষ্পোপহারে
সঞ্চারিতস্তুরাভধুপে রত্নাবাসে প্রসাধিতে বাসগৃহে কৃতস্নানপ্রসা-
ধনাৎ যুক্ত্যা পীতাং স্ত্রিয়ং সাস্তুনৈঃ পুনঃ পানেন চোপক্রমেৎ ॥ ১ ॥
দক্ষিণতশ্চাস্তা উপবেশনম্ ॥ ২ ॥ কেশহস্তে বস্ত্রাস্তে নীবণামতব-
লম্বনম্ ॥ ৩ ॥ রত্নার্থং সর্বান বাহনানুদ্রুতঃ পরিষ্রজঃ ॥ ৪ ॥
পূর্বপ্রকরণসম্বন্ধেঃ পরিহাসানুরাগৈবচোভিরনুযুক্তিঃ ॥ ৫ ॥ গূঢ়া-
ল্লীলানাং চ বস্তৃনাং সমস্তয়া পারিভাষণম্ ॥ ৬ ॥ সনৃত্তমহুতং বা
গীতং বাদিত্রম্ ॥ ৭ ॥ কলাস্ত সংকথাঃ ॥ ৮ ॥ পুনঃ পানেনোপ-
চ্ছন্দনম্ ॥ ৯ ॥ জাতানুরাগায়াং কুতুম্বানুলেপনতাম্বুলদানেন চ
শেষজনবিস্রুতিঃ ॥ ১০ ॥ বিজনে চ যথোক্তৈরালিঙ্গনাদিভিরেনা-
মুদ্বর্ষয়েৎ ॥ ১১ ॥ ততো নীবীবিল্লেশণাদি যথোক্তমুপক্রমেত
ইত্যয়ং রত্নারম্ভঃ ॥ ১২ ॥

টীকা। এবমৌপরিষ্টকান্তঃ রত্নমুক্তম্ । তস্তারম্ভেহবসানে চ কিং প্রসি-

পত্ন্যমিতি তদ্বৎ রত্নরত্নাবসানিকম্ভ্যতে । তত্র যদ্যপি ত্রীতিবিশেষানন্তরং
রত্নরত্নিকং যুক্তং রত্নাবসানিকং চেত্বেব, তথাভূতবাদুষ্ঠানক্রমশ্চেতি, তথাপি
ত্রীতিসদৃশবাদালিঙ্গনাদীনং তদভিধানম্ । তদনন্তরং চ প্রকীর্তকৃত্যেন সন্ম-
শেষতয়া রত্নরত্নং, তৎপ্রতিবদ্ধবাদাবসানিকম্ । তত্র পূৰ্ব্ববিধকৃত্যাহ—নাগ-
রক ইতি । নাগরকরত্নাবিকৃত্যো মিত্রজনেন পীঠমদাদিনা পরিচারকৈস্তাস্থ-
দায়কসম্বন্ধকস্মান্তকারিভিঃ 'সহোপক্রমেতি'ত সদ্ভঙ্গঃ । পুষ্পোপহারঃ পুষ্প-
প্রকারঃ । রত্নাবাস ইতি রত্নার্থে য আবাসো বাহুঃ বাসগৃহং ; তত্র হি শব-
দীয়ঃ প্রকল্পেতি । অয়ং বাসগৃহসংস্কারঃ । স্থিরা দ্বিবিধঃ—নানং নেপথা-
গ্রহণং চেতি শরীরসংস্কারঃ । অসংস্কৃত্যয়া দর্শনমপি প্রতিষিদ্ধম্ । যুক্তা
পীঠামিত মনঃসংস্কারঃ । নাতিপীঠাম্, বিভ্রমকরত্বাৎ । পীঠমস্তা বিদ্যত ইতি
মহর্গো দৃষ্টব্যঃ, যথা পীঠা গাবঃ । প্রথমং সাস্তনৈঃ প্রিয়বাটক্যঃ কুশল-
প্রদ্যাদিতরুপক্রমেৎ । পুনঃ পানেন সরকঃ পীয়তামিতি । তত্র দক্ষিণে
পার্শ্বেস্তা উপবেশনং, স্ত্রী বামপার্শ্বে উপবিশেৎ, যেন দক্ষিণহস্তেন চষকো
বায়েন চ বক্তা পরিষঙ্গঃ । তত্র প্রথমং কেশহস্তাদিষবলনং সংস্পর্শনম্ ।
ততঃ সর্বান বায়েন পরিষঙ্গঃ । অন্তরুত ইতি যথা নোদ্বিজতে । পূৰ্ব্বপ্রকরণ-
সদৃশকীর্তি অতিক্রান্তেন প্রস্তাবেন যুক্তৈঃ 'অরসি স্তুভগে ! যদাবয়োস্তুত্র তত্র
পরিহারেন কনুরাগশাসীৎ' ইত্যেবং-বচোভিন্নম্বর্তনম্ । গুণান্নীলানং চেতি ।
যদগুণং ত্বৰ্ণধর্মগ্ৰীণং গ্রাম্যং লোকপ্রতীতং বস্ত্র গাখাস্কন্ধকাদিবিবদ্ধং, তস্যো-
ভবস্ত্যাপি ত্বৎসমাণং সমস্তয়া সংক্ষেপেণ পরিভাষণম্, পত্রিকথনমিত্যর্থঃ ।
সনুতম্নত বা গীতামিতি । যা নৃত্যভিজ্ঞা, তৎসমক্ষং গীতার্থমঙ্গিকাদাভিনয়েন
প্রকাশয়েৎ । আসীন-নৃত্যং স্তাৎ । ইতরস্তা গীতমেব কেবলম্ । বাদিত্র্যমিতি নাগ-
দস্তাবসক্তা বীণামাদায়, তত্রান্তাস্তাসম্ভবাৎ, কলাসু সংকথা শেযাশ্বালেখাদিযু
কৌশলখাপনার্থম্ । এবমাবজা পুনঃ পানেনোপচ্ছন্দনং প্রোৎসাহনম্ । জাত-
রাগায় চ যথোক্তানুষ্ঠানেন তাশ্বলহানসম্প্রয়গোপায়ঃ । শেষজনা মিত্রপরি-
চারকাদয়ঃ । যথোক্তৈরুতি রত্নাৎ প্রাপ্তানি যানি । উদ্বর্ষয়েজু কুণ্টেন
গর্শেন যোজয়েৎ, যথা শয়নীয়ং প্রতিপদ্যতে । তত ইতি । উত্তরকালে

শয়নীয়গতায়া নোবৌবিল্লষণায়াক্রমেৎ । ইতঃ প্রভৃতি বাহ্যে পুরুষোপ-
স্থমুখমিতি ॥ ১—১২ ॥

রতাবসানিকং রাগমতিবাহ্যাসংস্কৃতয়োবিব সত্রীড়য়োঃ পরস্পর-
মপশ্যতোঃ পৃথকৃপৃথগাচারভূমিগমনম্ ॥ ১৩ ॥ প্রতিনিযুক্ত্য
চাত্রীড়ায়মানয়োৰুচিতদেশোপবিষ্টয়োস্তাস্মূলগ্রহণমচ্ছীকৃতং চন্দন-
মগ্ধদ্বানুলেপনং তত্ৰা গাত্রে স্বয়মেব নিবেশয়েৎ ॥ ১৪ ॥ সর্বোদ-
বাল্লনা চৈনাং পরিরভা চবকহৃৎ সাস্ত্রয়ন পায়য়েৎ ॥ ১৫ ॥ জলাশু-
পানং বা খণ্ডখাদকমগ্ধদ্বা প্রকৃতিসাত্মাযুক্তমুভাবপূপযুক্তীয়াতাম্ ॥
১৬ ॥ অচ্ছরসকযুষ্মল্লযবাগৃৎ ভৃষ্টমাংসোপদংশানি পানকানি
চূতফলানি শুষ্কমাংসং মাতুলুঙ্গচক্রকাণি সশর্করাণি চ যথাদেশ-
সাত্মাং চ । ১৭ ॥ তত্র মধুরমিদং যুহু বশদমিতি চ বিদশ্য বিদশ্য
তত্ত্বপাহরেৎ ॥ ১৮ ॥ হস্তাতলস্থিতয়োৰ্কা চন্দ্রিকাসেবনার্থ-
মাসনম্ ॥ ১৯ ॥ তত্রানুকূলাভিঃ কথাভিরনুবর্তেত ॥ ২০ ॥ তদঙ্ক-
সংলীনায়াশ্চন্দ্রমসং পশ্যন্ত্যা নক্ষত্রপঙ্ক্তিবার্তীকরণম্ ॥ ২১ ॥
অরুন্ধতীগ্রবসন্তু মালাদর্শনং চ ইতি রতাবসানিকম্ । ॥ ২২ ॥

টীকা । রতাবসানিকমিতি । বক্ষ্যঃ ইতি শব্দঃ । রাগমতিবাহ্যরতি
মন্তুভূয় । অসংস্কৃতয়োবিবোতি । অপরিচিতয়োর্বথা ব্রীড়া, তদ্বৎ সত্রীড়য়োঃ,
অবিনয়াচরণাং এবং পরস্পরমপশ্যতোঃ । তদবস্থ-দর্শনাদ্বৈরাগ্যমপি স্তাদতঃ
পৃথকৃ পৃথগাচারভূমিগমনম্ । নৈকত্র শৌচভূমৌ শৌচং কার্যমিত্যর্থঃ । প্রতি-
নিযুক্ত্যচারভূমেবাত্মায়মানয়োঃ, একাস্তেনাপরিতাকুলজ্জদ্বাং । উচিতদেশস্তদানোং
শয়নীয়মপান্তানুদেশঃ । তাস্মলস গ্রহণং তক্ষণম্, তদানৌ মুখশাশ্রীকস্বাদৈর-
স্বাদ । তত্র কৌণপ্রধানধাতুহাচ্ছরীরস্ত রুহণং বাহ্যমাত্মান্তরং চ তত্র বাহ্যং
গ্রীষ্মকালে অচ্ছীকৃতং চন্দনমগ্ধদ্বানুলেপনং কালেপয়িকম্ । স্বয়মিত্যনুরাগ-
ব্যাপনার্থম্, নিবেশয়েৎ । পশ্যদাশ্বন ইত্যর্থঃ । আভ্যন্তরং পানাদি । তত্রাপি

পরিব্রজ্যালিঙ্গ্য । চষকো মদ্যভাজনম্ । সাস্ত্রয়ন্ প্রয়াগি ক্রবন্ শায়য়েৎ । জলাস্থ-
পানং বা খণ্ডখাদ্যকং, বৃংহণীয়হাৎ অন্তঃ তিলগভোৎকরাদি প্রকৃতিসম্ব্যযুক্ত-
মুভাব্যুপযুক্তীয়াতাম্ । অচ্ছরসকযুষমিতি । যুষং দ্বিবিধং ;—মাংসনিযুং
ব্রীহিনিযুং চ । বৃংহণীয়হাংসনিযুং রসকযুষমচ্ছমপযুক্তীয়াতাম্ । অন্নযবাগুং
মাংসসিদ্ধাম্, বৃংহণীয়হাৎ । ভৃষ্টং ভর্জিতং মাংসং তদেবোপদংশো যেমাং পান-
কানাম্ । চূতফলানি পক্ষানি । শুকমাংসং, বলবৃংহণহাৎ । মাতুলুঙ্গচক্রকাণীতি
বীজপূরমীষদপনীতহকং খণ্ডশঃ কৃতং শর্করায়ুক্তম্, হৃদ্যহাৎ । যথাদেশসাম্ব্য-
মিতি । যাম্বিন দেশে যেন সাম্ব্যম্ । তত্রোতি । ভক্ষ্যাদ্যপযোগেহনুরাগ-
খাপনার্থো বিধিঃ । বিদগ্ধ বিদগ্ধোতি । উপলক্ষণং ১৫তৎ । ইদং রম্যমিদং
রম্যমিত্যাদ্যাদ্যাদ্য পানমপি তত্তত্পা২রেৎ । হৃদ্যাতলস্থিতয়োর্বোতি । যদি
বাসগৃহস্থিতয়োরাসনে তাপচন্দ্রিকা চোদিতা, তদা তত্পরি সৌধস্থিতযো-
দ্ধেয়াচন্দ্রিকাসেবনার্থামানম্ । তৎসেবনং চ তাপাপনয়নার্থম্ । যদি চ তাপেন
ন তত্র তাপলগ্নহণাদ্যভুষ্টিতং, তদানীমিগ্নভুষ্টিতম্ । তত্রোতি হৃদ্যাতলে । ভুক্ত-
বরসহাৎ কামস্ত, বৃংহণানন্তরং কামজননার্থং তদনুভূত্যাভিঃ কথ্যভিন্নভুবর্তেত ।
তদকসংলীনায়াশ্চেতি । আসীনস্ত নায়কস্তাক্বে ত্তদেহায়া নিয়তং গগনতলে
দৃষ্টিঃ । তত্র চন্দ্রমসং নয়নানন্দজননং পশুন্ত্যাঃ প্রসঙ্গান্নকত্রপঙ্ক্তিব্যক্তীকরণম্,
প্রাযশঃ স্ত্রীণাং নকত্রপঙ্ক্তিষপরিচয়াৎ । ইয়মক্কতী ভগবতী সূক্ষ্মা, য এনাং ন
পশুতি, স যম্মানান্নগবতে । অয়ং ক্রবঃ পঞ্চদশতারকঃ যদর্শনাদিবসগতং পাপ-
নষ্টেত । এতে চ সপ্তর্ষয়ঃ পঙ্ক্ত্যা স্থিতাঃ ।—ইতি সন্দর্শয়েৎ ॥ ১৩—২২ ॥

তত্রৈতদ্ব্যবতি ;—

অবসানেহপি চ প্রীতিরূপচ্যারৈরূপস্কৃতা ।

সবিস্রস্তকথাযোগৈ রতিং জনয়তে পরাম্ ॥ ২৩ ॥

পরস্পরপ্রীতিকরৈরাশ্রভাবানুবর্তনৈঃ ।

ক্ষণাৎ ক্রোধপরাস্তৈঃ ক্ষণাৎ প্রীতিবিলোকিতৈঃ ॥ ২৪ ॥

ইল্লীসকক্রীড়নকৈর্গায়নৈন'টীরাসকৈঃ ।

রাগলোলার্জনয়নৈশ্চন্দ্রমণ্ডলবীক্ষণৈঃ ॥ ২৫ ॥

আদো সন্দর্শনে জাতে পূর্বং যে স্ত্যাম'নোরথাঃ ।

পুনর্বিবয়োগে দুঃখং চ তস্ত সর্বশ্চ কীৰ্ত্তনৈঃ ॥ ২৬ ॥

কীৰ্ত্তনান্তে চ রাগেণ পরিস্বপ্নৈঃ সচুস্মনৈঃ ।

তৈস্তৈশ্চ ভাবৈঃ স যুক্তো যু'নো রাগো বিবৰ্দ্ধতে ॥ ২৭ ॥

টীকা । দ্বয়মপ্যধিকৃত্যাহ—তত্রৈত্যারম্ভেহবসানে চোভয়ত্রাপোতবন্ধ-
মাণকং ভবতি । অবসানেহপীতি । অপিশব্দাদারম্ভেহপীতি । প্রীতিঃ স্নিগ্ধা-
পু'সশ্চ স্নেহঃ । উপগারৈঃ শৃংগদ্ধাদিভিঃ পানাদিভিঃ । উপস্থতেভ্যভি-
বন্ধিতা । সবিশস্তকথায়োগৈরিত । সবিশ্বাসাভিঃ কথাভিঃ সবিশ্বাসৈশ্চ যোগৈঃ ।
যতিং বিশ্বস্তিলক্ষণং পরামুৎকৃষ্টাং জনয়কে, কারণস্ত তথাবিধহাৎ । তত্র
বিশস্তযোগমধিকৃত্যাহ;—পরস্পরপ্রীতিকরৈরিত । স্ত্রীপুংসয়োস্তদন্তে স্থপ-
করৈঃ । কৈরিত্যাহ;—আস্ত্যভাবানুবর্তনৈরিত । আস্ত্যাতপ্রায়েণ যাস্তদ-
বর্তনান্তালিঙ্গনাদানি । অনুবর্তান্তে এভিরিতি কৃত্বা । ক্ষণক্ৰোধপর্যব-
ক্ষণপ্রীতিবিলোকনৈরিত । অন্তরা প্রণয়কলহাৎ ক্ষণক্ৰোধেন যানি পরাবর্ত-
নানি, পুনঃ প্রসাদাৎ ক্ষণং প্রীত্যা যানি বিলোকনানি, তৈঃ । স্নেহো বিবৰ্দ্ধ-
ইতি প্রতিপদং যোজ্যম্ । ইল্লীসকক্রীড়নকৈরিত । ইল্লীসকক্রীড়নঃ যেষু গী.কব-
যথোক্তম্;—মণ্ডলেন চ যৎ স্ত্রীণাং নৃত্যং ইল্লীসকং তু তৎ । নেত্রা তত্র ভবে-
দেকো'গোপস্ট্রীণাং যথা হরিঃ ॥ নাটীরাসকৈরন্তোনাদেশীভ্যৈঃ । তেষাং শ্রাব্য-
কট্টভবিশেষণমেতৎ । রাগলোলার্জনয়নৈরিত । রাগেণ চক্ষুর্লানি সবাঙ্গাণি
চ নয়নানি যেষু গীতকেবু । অনেন রক্তকণ্ঠহ' দর্শয়তি । চন্দ্রমণ্ডলবীক্ষণৈরিত
মনোহারিবস্তুপলক্ষণম্ । এতেহনুবর্তনাদয়ো বিশস্তযোগাঃ, বিশ্বাসেন প্র-
মামহাৎ । বিশস্তকথামধিকৃত্যাহ;—আদ্য ইতি । প্রথমে মনোরথাঃ কন্দ-
নবাহনেন বা সঙ্গমোহবিস্তৃতাভয়ঃ । পুনর্বিবয়োগে সন্তপ্তয়োদ্ধুঃখমশ্রাম্ । কী-
নয়নৈঃ চেতি পুনবিশস্তযোগস্তাবর্তনমিতি দর্শয়তি । তৈস্তৈরিত অস্তৈরপি

বিস্তৃত্যোগৈর্ভাবসংযুক্তঃ । যুন ইত্যেকশেষনির্দেশাৎ যুনো যুবত্যাশ্চ । ২০-
বস্তাবসানিকং প্রকরণম্ ॥ ২০—২১ ॥

রাগবদাহার্যরাগং কৃত্রিমরাগং ব্যবহিতরাগং পোটারতং খল-
রতমযন্ত্রিতরতমিতি রতবিশেষাঃ ॥ ২৮ ॥ সন্দর্শনাৎ প্রভৃত্য-
ভয়োরপি প্রবুদ্ধরাগয়োঃ প্রযত্নকৃতে সমাগমে প্রবাসপ্রত্যাগমনে বা
কলহবিরোগযোগে তদ্রাগবৎ ॥ ২৯ ॥ তত্রাত্মাভিপ্রায়াৎ যাবদর্থং চ
প্রবৃতিঃ ॥ ৩০ ॥

টীকা । আরস্তাবসানয়ো রতাবয়বদ্বাত্তদগ্রহণে যথা রতং ত্র্যবস্থং, তথা
স্বাভাবিকাদি রাগভেদাদপি বিশিষ্যত ইত্যন্তো রতাবশেষা উচ্যন্তে—রাগং
যদিত্যাদিনা । স্বাভাবিক আহাৰ্য্যঃ কৃত্রিমো দর্পজো বিস্তৃত্যুর্জ্যেষ্ঠে রাগ-
বিশেষাঃ । তদ্ভেদাদ্রাগবদ্যোহপি রতাবশেষাঃ । এষাং লক্ষণমুপচারকাত
—সন্দর্শনাদিতি । প্রথমদর্শনাৎ স্পর্ভতি চক্ষুঃপ্রীত্যাভ্যবস্থাৱশাৎ প্রবুদ্ধরাগয়ো-
দুঃসম্প্রেষণাদি প্রযত্নাৎ কৃতে সমাগমে যদ্রতম্, যচ্চ প্রবাসাৎ প্রত্যাগমনে
নিরহিণোরুৎকর্ষিতয়োঃ, যচ্চ প্রণয়কলহে প্রশান্তে প্রসন্নয়ো রতং, তদ্রাগবৎ,
স্বাভাবিকস্য রাগস্বাভিপ্রায়েন যোগাৎ যাবদর্থমিতি প্রবুদ্ধরাগদ্বয়ং কিঞ্চিৎ
ক্ষমতে । কেবলং স্বাভিপ্রায়বশাত্তয়োঃাবদ্রতিপ্রবৃতিঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

মধ্যস্তরাগয়োরাবরুৎ যদমুদ্রজতে তদাহার্য্যরাগম্ ॥ ৩১ ॥ তত্র
চাতুঃষষ্টিকৈর্যোগৈঃ সাম্প্রয়োগবিধিঃ সঙ্কুক্ষা সঙ্কুক্ষা রাগং প্রবর্ততে
তৎ কার্য্যাহেতোরন্তত্র সন্তয়োর্ব্বা । কৃত্রিমরাগম্ ॥ ৩২ ॥ তত্র সম-
স্রয়েন যোগান্ শাস্ত্রতঃ পশ্যেৎ ॥ ৩৩ ॥

টীকা । মধ্যস্তরাগয়োরিতি । ইচ্ছামাত্রস্তোৎপন্নদ্ব্যাক্ষুঃপ্রীতিরেব, ন
মনঃসম্প্রয়োগাদয়োহিবস্থাঃ—ইত্যন্তো মধ্যস্তো রাগঃ । তয়োর্বিদ্যারকরতমারম্ভকেন
বিনিহা । অমুদ্রজাত ইতি । পশ্চাদ্রাগেন সংশ্লিষ্যতে । কারণেন কার্য্যোপ-
পাদ্যামিথুনমেব রতমিত্যুক্তম্ । আহার্য্যরাগম্, তত্র রাগস্তোৎপাদ্যমানম্ ৭।

গাতৃঃযজ্ঞিকরিত্তি । আলিঙ্গনাদিভরণ্যোগৈঃ । সাখ্যাহুবিরুদ্ধৈশ্চ যৈঃ সাখ্যাং,
তদ্যুটৈকঃ । রাগমিচ্ছামাত্রমাত্মনঃ স্থিযাশ্চ সন্দীপ্য প্রবর্ততে । কার্যাহেতো-
রিত্তি । অর্থাদানাদনর্থপ্রতীকারাদ্বা, ন রাগাৎ । অত্ৰ সক্তয়োকেতি । অত্ৰ-
শ্মিন পুংসি স্ত্রী সক্তা, পুমানপাত্তস্তাং স্থিযাম্ । তথৈবদনুরোধাজতং কৃত্রিম-
রাগম্, উভবত্রাপ স্বাভাবিকরাগস্তাহুৎপত্তেঃ । সমুচ্চয়েনেতি ন বিকল্পেন ।
দ্বয়োবোধ্যোরন্ততরযোগে স্বাভাবিকরাগস্তাহুৎপত্তেঃ । তস্মাৎ সমুচ্চয়েন
সক্কাণেবালিঙ্গনাদিপ্রয়োগান প্রয়োগকালে পঠ্যেৎ । তত্রাপি শাস্ততঃ । তত্রাপি
তৎকৃত্তানকালস্বভাবানপেক্ষয়েতাথঃ ॥ ৩১—৩৩ ।

পুরুষস্ত হৃদয়প্রিয়ামত্যাং মনসি নিধায় বাবহরেৎ সম্প্রয়োগাং
প্রভৃতি রতিং যাবৎ অতস্তদবাবহিতরাগম্ ॥ ৩৪ ॥ নূনায়াং কুস্ত-
দাস্তাং পরিচারিকায়াং বা যাবদর্থং সম্প্রয়োগস্তৎ পোটারতম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকা । অত্ৰ সক্তয়োরিত্যন্ত বিশেষমাহ—পুরুষ ইতি । যোহন্তপ্রসক্তো-
হপাত্তাবিত্তসন্তানস্তস্তাপরস্তামপি রাগ উৎপদ্যত এব, অস্বাভাবিকত্বাৎ কৃত্রিমঃ
ইত্যাচ্যতে । যন্ত সন্তাবিত্তসন্তানঃ সোহন্তস্তাং ন রমতে, রাগাভাবাৎ ; যদা তু
তামেব হৃদয়প্রিয়ামিষ্টাং মনসাহভিধায় চেতসি রাগমুৎপাদ্য সম্প্রয়োগাৎ
প্রভৃতি রতিং যাবদ্যবহরেৎ—প্রবর্তেত, তদা তদ্যবাহিতরাগমিত্যাচ্যতে, হৃদয়-
প্রিয়য়া রাগস্ত বাবহিতত্বাৎ এব যোষদপি হৃদয়ে প্রিয়ং নিধায়েতি যোজ্যম্ ।
অত্র সমুচ্চয়েন যোগানিত্যয়মেবোপচারঃ । স্বাভাবিকাহাব্যকৃত্রিমভেদাৎ ত্রয়ে-
নায়কো নাযিকশ্চ । তত্র সদৃশসংযোগে জ্ঞানি শুদ্ধানি । বিপর্যয়ে ঘট-
সঙ্কীর্ণানি । তত্র সঙ্কীর্ণানেবোপচারান যোজয়েৎ । এতৎ সৰ্বং সমানপ্রতি-
পত্ত্যোঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ । হীনাদিকয়েদ্বির্জাঙ্গশেষমাহ—নূনায়াং কুস্তদাস্তা-
মিতি । অধমায়াং কুস্তদাস্তাং পরিচারিকায়াং বা নূনায়াং, ন সমায়াং,
চন্দ্রাপীড়স্যেব পতলেখায়াম্ । যাবদিত্তি । পোটারতমিতি । উভব্যঞ্জন পোটা-
নপুংসকম্ ॥ ৩৪।৩৫ ॥

তত্রোপচারান্নাদিয়েত ॥ ৩৬ ॥ তথা বেষ্ঠায়া গ্রামীণেন সহ
যাবদর্থং খলরতম্ ॥ ৩৭ ॥ গ্রামব্রজপ্রত্যস্তযোষিস্তিষ্ঠ নাগরকস্ত ॥ ৩৮

টীকা । তন্ত্রাষপচারান্নাদিন নাদিয়েত, অরঞ্জীয়হাৎ । কেবলং
দর্পাভূতপন্নো রাগোহপনয়ঃ । তথেষি । যথা নায়কস্তাসাদৃষ্ঠাৎ সম্প্রয়োগঃ ।
বেষ্ঠায়া ইতি গণিকায়া রূপাজীব্যাঃ, ন কুন্তদাস্তাঃ । অভিপ্রেতমলভমানায়া
দর্পাৎ গ্রামীণেন কৰ্ধকাদিনা সম্প্রয়োগঃ খলরতম্, গ্রামীণস্ত খলহেন বিগোপন-
কবদ্যাৎ । তথা গ্রামাদিযোষিস্তিষ্ঠনাগরকস্ত পত্তনবাসিনো দর্পাদ যাবদর্থং সম্প্র-
য়োগঃ খলরতম্, ন পোটারতম্, বিগোপনস্তাপি তত্র সম্ভবাৎ । তত্র গ্রামযোষিতঃ
কৰ্ধকাদিস্থয়ঃ । ব্রজযোষিতো গোপাঃ । প্রত্যস্তযোষিতঃ শব্দাদয়ঃ ॥ ৩৬—৩৮ ॥

উৎপন্নবিশ্রস্তয়োশ্চ পরস্পরানুকূলাদযজ্ঞিতরতম্ ইতি রতানি ॥ ৩৯

টীকা । বিশ্রস্তরাগাদিশেষমাত্ । উৎপন্নবিশ্রস্তয়োশ্চেতি । চিরকালসম্প্রয়োগা-
জ্ঞাতবিশ্বাস যঃ । পরস্পরানুকূল্যাদিতি । স্থিয়া আনুকূল্যেন পূমানারভেত
ননানুকূল্যেন চ স্থী । অযজ্ঞিতরতং যজ্ঞণাভাবাৎ । তচ্চ চিত্তরতং পুরুষায়ি-
ত্নাদিভেদাদনেকবিধমিতি বহুবচনেন দর্শয়তি ;—রতানীতি । ইতি রতবিশেষাঃ
প্রকরণম্ ॥ ৩৯ ॥

বর্দ্ধমানপ্রণয়া তু নায়িকা সপত্নীনামগ্রহণং তদাশ্রয়মালাপং
বা গোত্রস্থলিতং বা ন মৰ্ষয়েৎ নায়কব্যালীকং চ ॥ ৪০ ॥ তত্র স্তম্ভশঃ
কলহো রুদিতমায়াসঃ শিরোরুহাণামবক্ষোদনং প্রহণনমাসনাচ্ছয়-
নাবা মহাৎ পতনং মালাভূষণাবমোক্ষো ভূমৌ শয্যা চ ॥ ৪১ ॥

টীকা । প্রণয়কলহঃ বক্ষ্যামঃ যথা জাতবিশ্রস্তয়োঃ স্তম্ভরতং তথা প্রণয়াৎ
কলহোহপীতি প্রণয়কলহ উচ্যতে । 'তত্র কলহকারণমাহ—বর্দ্ধমানপ্রণয়া ইতি ।
যথা যথা বিশ্বাসো বর্দ্ধতে, তথা তথা মুহুমধাবিমাত্রেণ ন মৰ্ষয়েদিত্যর্থঃ প্রায়শ্চ
নায়কো বিপ্রিয়কারী । তন্মূলশ্চ কলহ ইতি দর্শয়মাহ ;—নায়কেতি । নায়কস্ত
বিপ্রিয়করণং বাগা ক্রিয়য়া বা । তত্র বাচ্য সপত্নীনামগ্রহণম্ । তদাশ্রয়মিতি ।

অগৃহীত্বৈব নাম সপত্নীসহকঃ গুণস্থচকমালাপম্ । গোত্রাশ্লিষ্টং তন্নাশ্বা
 নায়কান্নানম্ । নায়কবালীকমিতি । সপত্ন্যা গৃহগমনং তাভ্যাংদ্যপ্রবেশং
 সংযোগাদিকং নায়কস্তাপরাধং ন মৰ্ষয়েৎ । ক্রিয়য়া বিপ্রিয়করণমেতৎ । অমৰ্ষণ
 বাহুল্লষ্ঠানাদিত্যাহ—তত্রৈতি সপত্নীনামগ্রহণাদিষু । অল্পষ্ঠানং বাচ্য ক্রিয়য়া চ ।
 তত্র বাচ্য কলহঃ সুভূশোহতীব মহান পুনর্নৈব কাষীরিতি । ক্রিয়য়া ক্রুদিতাদি ।
 আয়াসঃ শরীরবেগনাকম্পাদিকঃ । অবকোদনং বিধূননম্ । প্রহণনমাত্মনঃ ।
 অন্তে নায়কস্ত শিরোরূপাবলম্বনং প্রহণনং চেত্যাহঃ । মহ্যমিতি । আসনাদিভি
 যতঃ পতিতায় ন হঃখোৎপত্তিঃ । মাল্যভূষণদোরপিনকরোম্মোক্ষণং ত্যাগঃ ।
 ভূমৌ শয্যা । ন তেন সহ শয়নম্ ॥ ৪০ । ৪১ ॥

তত্র যুক্তরূপেণ সান্না পাদপতনেন বা প্রসন্নমনাস্তমন্মুন্নয়ন প-
 ক্রম্য শয়নমারোহয়েৎ ॥ ৪২ ॥ তস্ত চ বচনমুত্তরেণ যোজয়ন্তী
 বিরুদ্ধক্ৰোধা সকচগ্রহমস্তাস্তমুন্নয়নমযা পাদেন বাহৌ শিরসি বক্ষসি
 পৃষ্ঠে বা সর্কাদ্ভিত্তিরবহন্ত্যাং ॥ ৪৩ ॥ দ্বারদেশং গচ্ছেৎ তত্রোপ-
 বিস্তাশ্রকরণমিতি ॥ ৪৪ ॥ অতিক্রুদ্যপি তু ন দ্বারদেশান্তয়ো
 গচ্ছেৎ দোষবদ্ধাং ইতি দণ্ডকঃ ॥ ৪৫ ॥ তত্র যুক্তিতোহনুন্নয়মানা
 প্রসাদমাকাঙ্ক্ষ্যৎ । প্রসন্নাপি তু সন্ধ্যায়ৈরেব বাক্যোরেনং তুদতীব
 প্রসন্নো রতিকাক্ষিণী নায়কেন পরিরভোত ॥ ৪৬ ॥

টীকা । স নায়কোহপি সাপরাধহাৎ কিং প্রতিপদ্যতেত্যাহ—তত্রৈতি
 তাস্মিন্লুষ্ঠানে । সায়েতি প্রিয়বচনেন । তস্ত যুক্তরূপত্বা অপরাধবিশেষাৎ ।
 পাদপতনং নায়কবিশেষাৎ । প্রসন্নমনা ইতি অপ্রদর্শিতবিকারঃ । যা ভূৎ
 কতে কার ইতি । তামিতি ভূমৌ সুপ্ত্যম্ । অল্পনয়নং প্রসাদয়নং । উপ-
 ক্রমোথাপয়িতুম্ । শয়নমারোহয়েৎ প্রিয়ে ! প্রসাদোত্তিষ্ঠ শয়নমুখ্যাস্ততামিতি ।
 তস্ত চেতাল্লনয়তঃ । বচনমুত্তরেণ যোজয়ন্তী তৎকালোচিতেন । বিরুদ্ধক্ৰোধা,
 পুনঃপুনরপরাধস্বরূপাৎ । সকচগ্রহমস্তাস্তাঃ মুগ্ধমুন্নয়নম্ । কিঞ্চিদ্ধাবিতচেষ্টিতে ।

নেতি জ্ঞাতুং স্কন্দবহতা । স্থিস্থিরিতি ক্রোধবশাৎ । তদানীং শিরসি পাদ-
তান্মমপি ন দোষায় । সৌভাগ্যাচ্ছিত্ত্বং তদ্বিত্যি নাগরকবৃদ্ধাঃ । তত্র চেতি
দ্বারদেশে । অশ্চকরণমক্ষবিমোচনম্ । ন ভূয়ো ন বহিঃ । দোষবত্বাভ্যুদয়গম-
নস্ত । কোপব্যাঞ্জেনাশ্চ গমনাশঙ্কোৎপত্তেঃ । দন্তকগ্রহণং পূজার্থম্, তন্মত-
স্তাপ্রতিসিদ্ধহাৎ । তত্বেত্যশ্চকরণে । পাদতান্মনং ক্রোধস্তাবধিরিতি মন্ত-
মানো নায়কঃ পুনস্তাং যুক্ত্যানুনয়েৎ । সা তেন যুক্তিতেহনুনীয়মানা পাদ-
পতনং প্রসাদনোপায়স্তাবধিরিতি মন্ত্যমানা প্রসাদমাকাঙ্ক্ষত । ততঃ প্রসন্ন
নায়কেনালিঙ্গ্যতে । তথাপি সকলুষৈঃ সাস্ব্যৈরীক্যকোরেণ নায়কং তদতী
ব্যর্থদন্তো । প্রসন্নরতিকাক্ষণী প্রসন্ন রতিকাক্ষমাণা । অন্তথা ন যদি-
পরিয়াভ্যন্ত, তদতিভূমি গতাং কোপান্নায়কোহপ্যপ্রসন্ন ইতি । মনোহয়ং
কুলমুখত্যাঃ পুনর্ভূবশ্চ বিধিঃ ॥ ৪২—৬৬ ॥

স্বভবনস্থা তু নিমিত্তাং কলহিতা তথাবিধিচেষ্টৈব নায়কমভি-
গচ্ছেৎ ॥ ৪৭ ॥ তত্র পীঠমর্দবিটবিদূষকৈর্নায়কপ্রযুক্তৈরুপশমিত-
রোষা তৈরৈবানুনীতা তৈঃ সইব তদ্বনমধিগচ্ছেৎ তত্র চ
বসেৎ ইতি প্রণয়কলহঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকা । বেষ্ঠায়াঃ পরপরিগৃহীতাস্য বিশেষমাহ—স্বভবনস্থা স্থিতি ।
নিমিত্তাং পূরোক্তাং । কলহিতোতি কলহঃ সজ্ঞাতো যস্তাঃ । কৃতকলহ-
তাথঃ । বাচিকমর্ষণমেতৎ । কাথিকমাহ—তথাবিধিচেষ্টৈবোতি অস্থ্যাস্থচকৈ-
র্নিরীক্ষণকৃতজ্ঞাদিভিঃ । নায়কমভিগচ্ছেদতি । তস্ত সমীপে চৌকেতে-
তাথঃ । তত্র তস্মিন কোপানুষ্ঠানৈ । নায়কপ্রযুক্তৈস্তস্তাঃ প্রত্যনয়নে । উপ-
শমিতরোষা স্যুয়া তৈরৈবানুনীতা । অপাদপতনে নায়বেন, বহিঃস্থীষ পাদ-
পতনস্ত প্রতিষিদ্ধহাৎ । সইব গচ্ছেৎ, স্বগৌরবোৎপাদনার্থম্ । তত্র চ বসেৎ
নায়কভবনে তাং রাত্রিং রাগসন্ধুক্ষণার্থম্ ॥ ৪৮ ॥

ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ ;—

এবমেতাং চতুষ্টয়স্থিৎ বাহুব্যোণ প্রকীর্তিতাম্ ।

প্রযুক্তানো বরদ্রীষু সিদ্ধিং গচ্ছতি নায়কঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকা । অধিকরণার্থপুণসংহরতি—এবমিতি । চতুষ্টয়স্থিৎ বাহুব্যোণ পাক্ষালেন । বরদ্রীষু তদ্বিজ্ঞাসু । সিদ্ধিং গচ্ছতি সৌভাগ্য-
মাপ্নোতি । তস্মাচ্চতুষ্টয়স্থিৎনাং জ্ঞাতব্যা । অন্তথা হপরিজ্ঞানে
অন্তশাস্ত্রপরিজ্ঞানেহপি ন দেবলং সিদ্ধিং নাধিগচ্ছতি, অন্তত্রাপি নাতাং
পূজাতে ॥ ৪৯ ॥

কুবলপাত্যশাস্ত্রাণি চতুষ্টয়স্থিৎবিবর্জিতঃ ।

বিদ্বৎসংসদি নাতার্থং কথাসু পরিপূজাতে ॥ ৫০ ॥

টীকা । অশাস্ত্র পরিজ্ঞানে অন্তশাস্ত্রপরিজ্ঞানেহপি কেবলং সিদ্ধং পূজা-
শাস্ত্রাণ্যগ্রণীঃ স্মাদিতি দর্শয়ন্নাম্—কুবলপীতি । অর্থতঃ প্রয়োগতশ্চ কথন-
বিদ্বৎসংসদীতি । ত্রিবর্গপ্রতিপত্তৌ যেহধিকৃতান্তে বিদ্বৎসং । তৎসভারামঃ
কথাসু ত্রিবর্গস্ত ॥ ৫০ ॥

বর্জিতোহপাত্যবিজ্ঞানৈবৈতন্ম যন্তুলঙ্কতঃ ।

স গোষ্ঠীয়াং নরনারীণাং কথাস্বগ্রং বিগাহতে ॥ ৫১ ॥

টীকা । অত্যাধিকারাদিশাস্ত্রপরিজ্ঞানৈঃ । এতয়েতি চতুষ্টয়-
অলঙ্কতঃ, প্রয়োগতোহর্থতশ্চ জ্ঞাতব্যাং গোষ্ঠীয়াং নরনারীণামসনবন্ধে অন্তশাস্ত্র-
নাধিক্রিয়তে । কথাসু কামসূত্রস্ত । অগ্রং বিগাহতে অগ্রণীর্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫১

বিবর্জিতঃ পূজিতামেনাং খলৈরপি স্পৃহিতাম্ ।

পূজিতাং গণিকাসংজ্ঞেন ন্দিনীং কো ন পূজয়েৎ ॥ ৫২ ॥

টীকা । ননু চতুষ্টয়পূজাস্থাং কথং তজ্জাতা বিদ্বৎসংসদীপূজ্যত ইতি
চেৎ—বিবর্ত্তয়তি । ত্রিবর্গবেদিভিঃ স্ত্রীসংরক্ষণোপায়স্থাং । পূজিতাং খলৈ-

বর্ষা স্পৃহিতাম্, বসন্ততন্তুখাবিধহাৎ । পূজিতাঃ গণিকাসংজ্ঞাঃ জীবিকো-
পায়হাৎ । এবং চ কৃষ্ণা নন্দিনীতুচ্ছাত ইত্যাহ — নন্দিনীমিতি । নন্দনং নন্দঃ
পুত্রা । সা বিদাতে যন্তা ইতি ॥ ৫২ ॥

নন্দিনী স্তম্ভগা সিদ্ধা স্তম্ভগঙ্করগীতি চ ।

নারীপ্রিয়েতি চার্চার্থোঃ শাস্ত্রেণেষা নিরুচ্যাতে ॥ ৫৩ ॥

টীকা । যথেষ্টমভূগতার্থা সংজ্ঞা, তথাত্মাশীতাহ, নন্দিনীতি । স্তম্ভগা সর্কৈ-
গৃহীতভূগম্যমানহাৎ । সিদ্ধা বিদ্যেব বশঙ্করগী, স্তম্ভগঙ্করগী স্ত্রীপুংসয়োঃ
সৌভাগ্যাকরণাৎ । নারীপ্রিয়া বিশেষতন্তুঃসুখকরণাৎ । এবমনেকার্থসাধিকা ।
কন্তাঃ পুত্রয়েৎ ॥ ৫৩ ॥

কণ্ঠাভিঃ পরযোষিদ্ভির্গণিকাভিঃচ ভাবতঃ ।

দীক্ষাতে বহুমানেন চতুঃষষ্টিবিচক্ষণঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ-বাৎসায়নীয়ৈকামসূত্রে সাম্প্রদায়িকৈ যথেষ্টধিকরণে রত্নারম্ভ-
বসানিকং রতবিশেষাঃ প্রণয়কলহশ্চ দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

টীকা । অতো জাতাহপ তদ্যোগাৎ পুত্রাঃ । বিশেষভেদো নারিকানা-
মিত্যাহ — কণ্ঠাভিরিতি । পুনর্ভূঃ পরযোষিতোবাস্তুভূত । সৈব হি বিধবা পুন-
র্ভবন্তীতি । বেদেতি বক্তব্যে গণিকাগ্রহণঃ যোষিদপি চতুঃষষ্টিবিচক্ষণেতি দর্শ-
নার্থম্ । ভাবত ইতি ভাবেন হেতুনা । বহুমানেন গৌরবেণ । প্রণয়কলহঃ
প্রকরণম্ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীবাৎসায়নীয়ৈকামসূত্রটীকায়াং জয়মঙ্গলাভিধানায়াং বিদম্ভাঙ্গনাবিরহ-
কান্নরেণ গুরুদত্তেন্দ্রপাদাভিধানেন যশোধরেনৈকতন্ত্রতন্ত্রভাষায়াং
সাম্প্রয়োগিকৈ যথেষ্টধিকরণে রত্নারম্ভবসানিকং রতবিশেষাঃ
প্রণয়কলহশ্চ দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

উপনিষদিকাথ্যং সপ্তমমধিকরণম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাখ্যাতং কামসূত্রম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । কামসূত্র ব্যাখ্যাত হইল । ১ ।

ব্যাখ্যা । কামবর্ণের প্রকৃত অংশ সূত্রদ্বারা বিবৃত হইয়াছে । এই অংশ পরিশিষ্ট মাত্র । তাহার উপযোগিতা পর সূত্রেই জ্ঞাপিত হইয়াছে । উপনিষৎ-রহস্য, গোপনীয় তত্ত্ব—এই অধিকরণ বা কাণ্ডে আছে । এই কাণ্ডে দুইটি মাত্র অধ্যায় । প্রথম অধ্যায়ে বিবিধ মুষ্টিযোগ বর্ণিত । ১ ।

তদ্ব্যক্তৌক্তৈস্ত বিধিভিরভিপ্রেতমর্থমনধিগচ্ছন্নৌপনিষদিক-
মাচরেৎ ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যাযুক্ত অনুবাদ । পুরু ছয় অধিকরণ বা কাণ্ডে যে সকল উপায় বর্ণিত আছে, তদ্বারা অভ্যাসিকলাভ না হইলে এই কাণ্ডের বর্ণিত উপায় গ্রহণ করিবে । ২ ।

রূপং গুণো বয়স্ত্যাগ ইতি স্তুভগঙ্করণম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । রূপ, গুণ, বয়স এবং অর্গদান—ইহাই প্রসিদ্ধ ‘স্তুভগঙ্করণ’ । ৩

ব্যাখ্যা । অঙ্গনাগণ যাহাকে সুদৃষ্টিতে দেখে, তাহারই নাম ‘স্তুভগ’ । ৩
অবতরণিকা । যাহার তাহা নাই, তাহার নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগ ব্যবহার কর্তব্য ।

তগরকৃষ্ঠতালীসপত্রকানুলেপনং স্তুভগঙ্করণম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । তগর—(উত্তরাখণ্ডের এক প্রকার কন্দ, নেপালের তঁগরে ফল হয় না) শ্বেতবর্ণ কুড় এবং তালীশপত্র,—ইহার যোগে ‘অম্বুলেপন’ প্রস্তুত করিয়া তাহা সর্বশরীরে ব্যবহার করিলে ‘সুভগ’ হওয়া যায় । ৪ ।

এতৈরেব সুপিঠৈর্ব্যক্তিমাণিপ্যাক্তৈলেন নরকপালে সাধিত-
মঞ্জরং চ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । এই সকল বস্তু উত্তমরূপে পেসন করিয়া তাহা বর্জিতে লেপন করিয়া বিভীতক তৈলযোগে নরকপালে—তদ্বারা সম্পাদিত অঙ্কন ময়নে প্রদান করিলে সুভগ হওয়া যায় । ৫ ।

পুনর্বাসহদেবীসারিবাকুরণ্টকোংপলপট্রেচ সিন্ধু তৈলমভা-
ঞ্জনম্ ॥ ৬ ॥

বাগ্যযুক্ত অনুবাদ । পুনর্বাস, সহদেবী (ডানকুনি), অনন্তমূল, বকুন্টক (গোলাকাঁটি) ইত্যাদিগের মূল এবং উৎপলের—নীলপদ্মের আভাস্তর পত্রযোগে কষাৎ ও কক্ক প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্বারা তৈলপাক বিধানে পক্ক তৈল তৈল ‘অভাঞ্জন’ মুষ্টি দত্তং যদা তৈলং ভবেৎ সর্বাঙ্গসঙ্গতম্ । শ্রোত্রোভিস্তপঃস্বেদাচ্চ স চাভাঙ্গ ইতি স্মৃতং—প্রমাণানুসারে ‘আভাঃ’ করিয়া ঐ তৈল মাখিবে, মাথায় তৈল ঢালিয়া দিলে, দুই বাহু বাহিয়া যেন গড়াইয়া পড়ে, এই ভাবে তৈল প্রদান করিয়া সর্বাঙ্গে মাখিবে—ইহা অভাঞ্জন । ৬ ।

তদ্যুক্তং এব অজশ্চ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । পুনর্বাস প্রভৃতি চূর্ণযুক্ত মালা ধারণ সুভগকরণ । ৭ ।

পদ্মোংপলনাগকেশরাণাং শোষিতানাং চূর্ণং মধুস্বতাভ্যামবালফ
সুভগো ভবতি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । পদ্ম, উৎপল এবং নাগকেশর পুষ্পের কেশরসমূহ শুক্ক করিয়া তাহার চূর্ণ মধুস্বতযোগে অবলোহন করিলে সুভগ হয় । ৮ ।

তাংযেব তগরতালীসত্তমালপত্রযুক্তান্মূলিপ্য ॥ ৯ ॥

অনুবাদ । সেই পদ্মাদি-কেশর তগর তালীশপত্র ও তমালপত্রযোগে
অনুলেপন প্রস্তুত করিয়া হৃদ্বারা অনুলিপ্ত হইলে সুভগ হওয়া যায় । ৯ ।

ময়ূরশ্চাক্ষি তরকোর্ব্বা স্ববর্ণেনাবলিপ্য দক্ষিণহস্তেন ধারয়েদিতি
সুভগক্ষরণম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । ময়ূর এবং তরঙ্গুর (নেকড়ে বাঘের) চক্ষুঃ, শুদ্ধ সুবর্ণ-পত্রে
বেষ্টন করিয়া দক্ষিণহস্তে ধারণ করিবে, ইহা সুভগক্ষরণ । ১০ ।

ব্যাখ্যা । ময়ূর গলিত-পিচ্ছ হইলে তাহাও চক্ষুতে ফল হয় না । কুরঙ্গ
মত হইলে তবে তাহাও চক্ষু গ্রাহ্য । চক্ষু দুইটিই ধারণীয় । খাটি সোণার পাত্রে
মুড়িয়া পুষ্যানক্ষত্রে ধারণ করিতে হয় । ১০ ।

বাদরমণিঃ শঙ্খমণিঞ্চ তথৈব তেষু চাথর্ব্বণান্ যোগান্ গম-
য়েৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ । বাদরমণি ও শঙ্খমণি ঐরূপ সুবর্ণপাত্রে জড়াইয়া তাহা দক্ষিণ
হস্তে ধারণ করিবে এবং ঐ সকল ধার্য্য বস্তুতে অথর্ব্ববেদোক্ত যোগসমূহ বিস্তৃত
করিবে । ১১ ।

ব্যাখ্যা । কুলগাছের উত্তর দিকের ডালে গুটিপোকায় 'গুটি' হইলে তাহার
নাম বাদরমণি ; দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খের নাতি হইতে শঙ্খমণি প্রস্তুত হয় । ১১ ।

বিদ্যাতন্ত্রাচ্চ বিদ্যায়োগাং প্রাপ্তর্যোবনাং পরিচারিকাং স্বামী
সংবৎসরমাত্রমশ্রুতো বারয়েৎ । ততো বারিতাং বাল্যং বামহাং
লালসাত্ত্বৈশু গমেযু যোহশ্রুৈ সংঘর্ষণে বহু দদ্যাত্তস্মৈ বিম্বজেদিতি
সৌভাগ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ । তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ভূর্জপত্র-লিখিত কবচাদি যোগ
হইতেও সৌভাগ্য বর্দ্ধি হয় । (আর একটি উপায় আছে,—) প্রাপ্ত যৌবনা

পরিচারিকাকে তাহার স্বামী এক বৎসর মাত্র অল্প পুরুষ সঙ্গ হইতে নিবাসিত রাখিবে। বালার স্থায় সে নিবাসিত হইয়া থাকিলে, প্রাকৃতিক আচরণ-ফলে—বহু গম্যপুরুষ লালসা-পরতন্ত্র হইলে—সংঘর্ষ বশতঃ যে উক্ত পরিচারিকাকে অধিক অর্থ প্রদান করিবে তাহার নিকটে পাঠাইয়া দিবে। ইহাই সৌভাগ্যবান্দির একটি যোগ বা ‘ভুক্’ । ১২ ।

অবলম্বিকা। পরিচারিকা কাহাকে বলে—ইহা বুঝাইবার জন্য স্ত্রীবলী বিস্তৃত হইতেছে ;—

গণিকা প্রাপ্ত্যর্থোবনাং স্বাং দুহিতরং তস্থা বিজ্ঞানশীলরূপানু-
কপৌণ তানভিনিমস্ত্রা সারেণ যোহৈশ্চ ইদমিদং চ দদ্যাং, স পাণিং
গৃহীয়াদিতি সম্ভাষ্য রক্ষয়েদিতি ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যায়ুক্ত অনুবাদ। লম্পট-মধ্যে, গণিকাকন্তার পাণিগ্রহণ—সৌভাগ্য বন্ধনের ‘ভুক্’ বলিয়া অনেকের বিশ্বাস ছিল। সেই কৃত-পাণিগ্রহণ গণিকা-দুহিতা পরিচারিকা নামে অভিহিত। বৃদ্ধা গণিকা নিজ কন্যা যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, কলাবিজ্ঞান, স্বভাব ও সৌন্দর্য্যে তাহার যোগ্য নায়কগণকে বিভবানু-সারে সমারোহসহকারে আহ্বান করিয়া বলিবে, আমার এই কন্যাকে যে নায়ক (দ্রব্যের উল্লেখ করত) এই এই দ্রব্য দিবেন, তিনি ইহার পাণিগ্রহণ করিবেন। এইরূপ সম্ভাষণের পর তাকে যুবকগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে। ১৩।

স। চ মাতুরবিদিতা নাম নাগরিকপুত্রৈধনিভিরত্যর্থং
প্রীয়েত ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ। সেই গণিকা-দুহিতা, যেন মাতার অজ্ঞাতসাবেই ধনাঢ্য নাগ-বকপুত্রগণের সহিত প্রীতিস্থাপন করিবে। ১৪।

তেষাং কলাগ্রহণে গান্ধর্ব্বশালায়াং ভিক্ষুকীভবনে তত্র তত্র চ
সন্দর্শনযোগাৎ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ । চিত্রশিল্পাদি কলাশিক্ষার সময় গান্ধারীশালা, ভিক্ষুকগৃহ এবং ঐ প্রকার অন্যান্য সুযোগে পরস্পর দর্শন ঘটয়া থাকে । ১৫ ।

তেষাং যথোক্তদায়িনাং মাতা পাণিং গ্রাহয়েৎ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ । তন্মধ্যে যে নায়ক বাক্যানুরূপ অর্থ প্রদান করিবে, তাহাকেই নিজকন্তার পাণিগ্রহণে অনুমতি দিবে । ১৬ ।

তাবদর্থমলভমানা তু সেনাপোকদেশেন দৃহিত্রে এতদ্বক্তৃত্বমেন-
নেতি থাপয়েৎ ॥ ১৭ ॥

বাখ্যাযুক্ত অনুবাদ । যদি ততটা অর্থ কাহারও নিকট হইতে না পায়, তাহা হইলে, যতটা পাইবে অবশিষ্টাংশ নিজ অর্থ দ্বারা পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিবে—এই নায়কই আমার কথামত অর্থ দিয়াছেন । ১৭ ।

উঢ়ায়া বা কল্যাভাবং বিমোচয়েৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । অথবা 'ঐদব'-বিবাহ সমাপন করিয়া 'কল্যাভাব' মোচন করিবে । ১৮ ।

প্রচ্ছন্নং বা তৈঃ সংযোজ্য স্বয়মজানতী ভূত্বা ততো বিদিতো-
ষ্বেবং ধর্ম্মস্থৈর্যু নিবেদয়েৎ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ । অথবা গোপনে নাগরক পুত্রগণের মধ্যে কাহারও সাহিত মিলনের অনুমতি দিবে,—পরে নিজে কিছুই যেন জানেনা—এইরূপ ভাবে লেখ ইহা পরিচিত নায়ক মধ্যে অভিপ্রেত নায়কের বিরুদ্ধে বর্মাধিকরণে নিবেদন করিবে । ১৯ ।

বাখ্যা । বর্মাধিকরণাধ্যক্ষ,—বিচার করিয়া সেই যুবকের দ্বারা গণিকা-
মাতার প্রার্থিত অর্থ প্রদান করাইবেন । ইহা অভিযোগের এক অর্থ । ১৯ ।

সখৈব তু দাস্তা বা মোচিতকল্যাভাবাং স্তগুহীতকামসূত্রামাভা-

সিকেষু যোগেষু প্রতিষ্ঠিতাং প্রতিষ্ঠিতে বয়সি সৌভাগ্যে চ হৃহিতর-
মবস্জগ্গি গণিকা ইতি প্রাচোপচারাঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ । অথবা সখী বা দাসীদ্বারা নিদ্ধাহিতার কস্তাভাব বিধ্বস্ত
করিয়া কামসূত্রে সুশিক্ষিতা ও তদনুসৃত আভ্যাসিক যোগে প্রতিষ্ঠিতা, রূপ-
যৌবনের খ্যাতিাপন্ন সেই কস্তাকে বরু গণিকারা ব্যবসারে প্রবর্তিত করে—
ইহাই পূর্বদেশীয় ব্যবহার । ২০ ।

পাণিগ্রহশ্চ সংবৎসরমবাস্তিচার্য্যান্ততে। যথাকামিনী স্মাৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ । যাহার পাণিগ্রহণ হইয়া যাউবে সেই গণিকাহৃহিতা এক
বৎসরকাল ব্যতিচারিণী হইবে না , তৎপরে তাহার যেন-ইচ্ছা করিতে
পারিবে । ২১ ।

ব্যাখ্যা । যদি চিরদিন একচারিণী থাকিতে চায় তাহাই করিবে, নচেৎ
পাণিগ্রহীতার ব্যবস্থানুসারে প্রার্থী নায়কগণের মধ্যে যে অধিক অর্থ দিবে
তাহার হইবে ১২ সূত্রে তাহা কথিত হইয়াছে । ২১ ।

উর্দ্ধমপি সংবৎসরাং পরিণীতেন নিমন্ত্রমাণা লাভমপ্যুৎসজ-
তাং রাত্রিৎ তস্তাপচ্ছেদিতি বেদ্যায়াঃ পাণিগ্রহণবিধিঃ সৌভাগ্য-
বর্দ্ধনং চ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ । এক বৎসরের পরেও পাণিগ্রহীতা যে রাত্রিতে আহ্বান করিবে,
লাভ ভাগ করিয়াও সে রাত্রি তাহার নিকটেই আসিতে হইবে ; (ইহা স্বামী
পরিচর্যা, ইহা করিতে হয় বলিয়াই পাণিগ্রহীতা গণিকা হৃহিতার নাম পরি-
চারিকা) বেদ্যার পাণিগ্রহণ বিধি এইরূপ এবং ইহাও সৌভাগ্যবর্দ্ধন । ২২ ।

এতেন রজোপজীবনাং কস্তা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ । এই বিবাহ বিধান দ্বারা রজজীবীদিগের কস্তা-বিবাহও
ব্যাখ্যাত হইল । ২৩ ।

বাখ্যা। গণিকা-কন্তার পাণিগ্রহণ-কথা দ্বারা রঙ্গজীবী-কন্তার পাণি-
গ্রহণও বুঝিয়া লইবে। ইহা বিবাহ-সংস্কার নহে,—কামনা পরতৎপরে রাজ-
বিধির অনুমোদিত স্ত্রী-সংগ্রহমাত্র। ২৩।

তস্মৈ তু তাৎ দদ্য্যৎ এষাৎ তুর্ষে বিশিষ্টমুপকুর্য্যাৎ ॥ ২৪ ॥

ইতি শুভকরণম্ ।

অনুবাদ। বিশেষের মধ্যে এই—রঙ্গজীবীরা নিজ কন্তাকে তাহার হস্তেই
প্রদান করিবে—যে ব্যক্তি নৃত্যগানাদি শিক্ষা বিষয়ে বিশিষ্ট উপকার করিবে।
টীকাকার বলেন,—নৃত্যগীত কার্যে যে ব্যক্তি ইত্যাদিগের মনোরঞ্জন করিতে
পারিবে, তাহার হস্তে অর্পণ করিবে। ২৫। শুভকরণ প্রকরণ সমাপ্ত।

ধতুরকমরিচপিপ্পলীচূর্ণৈর্মধুমিশ্রৈর্লিপ্তলিঙ্গম্ সম্প্রয়োগো বশী-
করণম্ ॥ ২৫ ॥

টীকা। ‘ধতুরকোত। ধতুরকবীজানি চূর্ণৈর্গত সমীকৃতানাম্, মধুমিশ্র-
‘রতি, মাঞ্চকমধুমিশ্রঃ, যথা ন চ প্রযোজ্যা জানাত লিপ্তলিঙ্গো মামান্ত-
গচ্ছতীতি ॥ ২৫ ॥

বাতোদ্ভ্রান্তপত্রং মৃতকনির্ম্মালাং ময়ুরাস্তিচূর্ণাবচর্ণং বশী-
করণম্ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ। বাতোদ্ভ্রান্ত-পত্র মৃতক-নির্ম্মালা, আর ময়ুরের অস্তিচূর্ণ
(স্থলোকগণের মৃতক ও পুরুষের পদদ্বয়ে) মাখিলে বশীকরণ হয়। ২৬।

বাখ্যা। বাতোদ্ভ্রান্তপত্র বাত্যাবেগে ঘণিত ও উর্দ্ধে উত্থিত তেজপত্র
বামচক্রে ধরিতে হয়। মৃতক-নির্ম্মালা—শবের বক্ষস্থিত মালা বা বস্ত্রাদির
অবশেষ। ময়ুরের অস্তি, জীবজীবক পক্ষীর অস্তি ইহা টীকাকার বলেন।
কোর পক্ষীর নাম জীবজীবক ইহা অমরকোষে আছে, এই অব্যচূর্ণ মাখিয়া
যে রমণীর নিকট যাইবে সেই বশীভূত হইবে। ২৭।

স্বয়ংমুতায়াম্ মণ্ডলাকারিকায়াম্ চূর্ণং মধুসংযুক্তং সহামলকৈঃ
স্নানং বশীকরণম্ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ । মণ্ডলাকারে উড্ডম্বন-নীলা পাক্ষীণী (গুহ্র জাতীয়া) স্বয়ং মবিয়া
বার্জিলে,—(তাহা শুক করিয়া) তাহার চূর্ণ মধু-মিশ্রিত করিয়া আমলকী-পত্র
সহ তদ্বারা স্নান বশীকরণ ।

বাখ্যা । এইরূপ ভাবে স্নান করিয়া যে রমণীর নিকট যাইবে—সে বশীভূত
হইবে । ২৭ ।

বজ্রমুহূর্ত্তানি খণ্ডশঃ কুতানি মনঃশিলাগন্ধপাষণচূর্ণেনা-
ভাজ্যঃ সপ্তরুহঃ শোষিতানি চূর্ণয়িত্বা মধুনা লিপ্তলিঙ্গস্ত সস্ত্র-
য়োপো বশীকরণম্ ॥ ২৮ ॥

বজ্রমুহূর্ত্তি । যা শাস্ত্রিঃ, গণ্ডকানি খণ্ডশ ইতি খণ্ডঃ খণ্ডঃ কুতানি, সপ্ত-
রুহ ইতি সপ্ত বারান ॥ ২৮ ॥

এতেনৈব রাবৌ ধূমং কৃত্বা তদ্বৃমতিরমৃতং সৌবর্ণং চন্দ্রমসং
দর্শয়তি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ । বজ্রমুহূর্ত্ত (তেকাট্টা বা তেঁশরা গাছ) তাহার গণ্ডক গ্রাহি-
কন খণ্ড খণ্ড করিয়া, গন্ধক চূর্ণ তাহাতে মাখাইয়া শুক করিবে, এইরূপ সাত
বার করিবার পরে (অগ্নিযোগে) তাহাতে ধূম উৎপাদন করিলে—সেই ধূমসহ
বস্তু স্ববর্ণময় দেখাইবে (ইহা বিস্ময় প্রদর্শন) । ২৯ ।

এতৈরেব চর্নি ভৈবানরপুরীষমিশ্রিতৈর্থাং কণ্ঠ্যামবকিরেং
সাহস্র্যৈশ্চৈ ন দায়তে ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ । এই চূর্ণ বানর-বিষ্ঠা মিশ্রিত করিয়া যে কণ্ঠ্যর গাত্রে নিজে-
করিবে—তাহাকে অল্প পাত্রে সম্প্রদান করা ঘটবে না । অর্থাৎ যে নিজে
করিবে তাহাকেই সম্প্রদান পাত্র করিতে হইবে । ৩০ ।

ব্যাগগুণানি সহকারতৈললিপ্তানি শিশপাশ্বক্ষমুৎকীৰ্ণা
ষণ্মাসং নিদধাৎ ততঃ ষড়্ভিষ্মামৈরপনীতানি দেবকাস্তমমুলেপনং
বশীকরণং চেষ্টাচক্ষতে ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ। শিশপাশ্বক্ষমুৎকীৰ্ণ (শিশুগাছের ঝুঁড়ি) উৎকীর্ণ করিয়া—
কুরিয়া অর্থাৎ ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যে সহকার তৈল-লিপ্ত—ব্যাগগুণ (বচের
গাঁইট) স্থাপন করিয়া ছয় মাস রাখিবে, ছয় মাসের পর বাহির করিবে,
সেই বস্তু দেবতার প্রিয় অনুলেপন, তাহা বশীকরণ বস্তু বলিয়াও কথিত। ৩১।

ব্যাখ্যা। সহকার—অতি মৌরভযুক্ত আশ্বরক্ষ। সেই রক্ষের হক
হইতে কষায় ও বন্ধ প্রস্তুত করিয়া—তৈলপাক রীতিক্রমে তিলতৈলে সিদ্ধ
করিলে সহকারতৈল হয়। ৩১।

তথা খদিরসারজানি শকলানি তনুনি যৎ বৃক্ষমুৎকীৰ্ণা ষণ্মাসং
নিদধাৎ তংপুষ্পগন্ধানি ভবন্তি গন্ধর্বকাস্তমমুলেপনং বশীকরণং
চেষ্টাচক্ষতে ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ। খদির-সারসম্ভূত পাতলা পাতলা খণ্ড (সহকারতৈলে লিপ্ত
করিয়া) যে (সুরভি পুষ্প) রক্ষের ভূমিতে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে ছয় মাস রাখিবে
ঐ সকল খাদিরখণ্ড ঐ রক্ষের পুষ্পগন্ধ বহন করিবে, উহা গন্ধর্বকাস্তম
লেপন, বশীকরণ বলিয়াও কথিত। ৩২।

প্রিয়ঙ্গবস্তগরমিষ্মাঃ সহকারতৈলদিষ্টা নাগকেশবরুক্ষমুৎকীৰ্ণা
ষণ্মাসং নিহিতা নাগকাস্তমমুলেপনং বশীকরণমিত্যাচক্ষতে ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ। তগর-মিশ্রিত প্রিয়ঙ্গব সহকার-তৈলে লিপ্ত করিয়া—নাগ-
কেশবরুক্ষে ছিদ্রসম্পাদনপূর্বক তন্মধ্যে ছয়মাস স্থাপন করিলে, উহা নাগকাস্তম
অনুলেপন হয়। উহা বশীকরণ বস্তু বলিয়া খ্যাত। ৩৩।

ব্যাখ্যা। মূলে 'প্রিয়ঙ্গবঃ' আছে,—তাহার অর্থ 'প্রিয়ঙ্গু কুসুম' ইহা
টীকাকার বলেন। ৩৩।

উষ্ট্রা[স্ত্র]স্থি ভৃঙ্গরাজরসেন ভাবিতং দন্ধমঞ্জনং নলিকায়াং.
নিহিতমুষ্ট্রাংশিলাকয়ৈব শ্রোতোহঞ্জনসহিতং পুণাং চক্ষুষাং বশী-
করণং চেত্যাচক্ষতে ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। উষ্ট্রের অস্থি ও ভৃঙ্গরাজ (ভিমরাজ) রসে (একবিংশতিবার) ভাবনা দিবে, অস্ত্রধূমে তাহা দন্ধ করিলে অঞ্জনাকার হইবে,—তাহা শ্রোতোহঞ্জন —(যমুনা শ্রোতঃসমুত্ত অঞ্জন,—সৌবীর নামেও প্রসিদ্ধ) সহ প্রস্তরে—মিশাইয়া, মঙ্গণ, অঞ্জন হইলে উষ্ট্রাংশি-শলাকা দ্বারা চক্ষুতে লাগাইলে, তাহা চক্ষুর উপকারী, পুণ্য—স্বচ্ছতা-সম্পাদক এবং বশীকরণ বলিয়াও ব্যাখ্যাত। ৩৪।

ব্যাখ্যা। এই অঞ্জন চক্ষুতে দিয়া যাহাকে প্রথম দর্শন করিবে, সেই বশীভূত হইবে। ৩৪।

এতেন শ্বেনভাসময়ূ রাশ্চিময়াশ্চঞ্জনানি ব্যাখ্যাতানি ॥ ৩৫ ॥

ইতি বশীকরণম্ ।

অনুবাদ। ইহার দ্বারাই শ্বেনপক্ষী ভাসপক্ষী এবং ময়ূরের অস্থিসমুত্ত অঞ্জনও ব্যাখ্যাত হইল। ৩৫। বশীকরণ সমাপ্ত।

উচ্চটাকন্দশর্বাণা যষ্টীমধুকং চ সশর্করেন পয়সা পীত্বা বৃষী-
ভবতি ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। উচ্চটানূল, (উচ্চটা গুড়া বা ভূমি আমলকী) চক্ষ্যা (চই) যষ্টীমধু গব্যাদ্বৈধে রুখিত করিয়া শীতল হইলে তাহা পান করিবে, ইহাতে রাজ্যকরণ হয়। ৩৬।

মেঘবশুমুক্ষসিক্তস্ত পয়সঃ সশর্করস্ত পানং বৃষহযোগঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। মেঘ বা ছাগের মুক্ষসহ গোহুস্ত রুখিত করিয়া শর্করাযোগে তাহা পান করিলে, রাজ্যকরণ হয়। ৩৭।

তথা বিদার্যাঃ ক্ষীরিকায়াঃ স্বয়ং গুপ্তায়াশ্চ ক্ষীরেন পানম্ ॥ ৩৮ ॥

অল্পবাদ । বিদারীর মূল, ক্ষীরিকার কল, স্বয়ংগুপ্তার মূল কথিত—
হৃৎসহ-পানে বাজীকরণ হয় । ৬৮ ।

তথা প্রিয়ালবীজানাং মোরটা[ক্ষীর]বিদার্যোশ্চ ক্ষীরেণৈব ॥ ৬৯ ॥

অল্পবাদ । প্রিয়ালবীজ-শস্ত্র কথিত দুগ্ধযোগে পান এবং ইক্ষ্মল ও
বিদারীমূল কথিত দুগ্ধযোগে পানও বাজীকরণ । ৬৯ ।

শৃঙ্গাটক-কসেরু-মধুলিকানি ক্ষীরকাকোলা সহ পিত্তানি সশর্ক-
রেন পয়সা হুতেন মন্দায়িনোংকরিকাং পক্তা যাবদর্থং ভক্ষিতবান-
নস্তাঃ স্ত্রিয়ো গচ্ছতীত্যাচার্যাঃ প্রচক্ষতে ॥ ৭০ ॥

টীকা । শৃঙ্গাটকঃ প্রাশদঃ তস্য সৰ্বং গ্রাহ্যং, কসেরুকা প্রতীত্য কচমল্লিকায়াঃ
সংস্থাঃ মধুলিকা মধুকফনহাৎ মধুকং যষ্টীমধু, ক্ষীরকাকোলী বর্ণগুদ্রবা পিষ্টা
সমা-শানি, উৎকরিকা অপূৰ্ণক যাবদর্থমিতি যাবত্বেপি ভক্ষিতবান, অনন্ত
কৃতং দক্ষীঃ ॥ ৭০ ॥

মাষকমলিনীং পয়সা ধোতামুষ্ণেন হুতেন মৃদুকৃতোকৃত্যাং
হৃৎসহ-সায়্যাঃ গোঃ পয়ঃ-সিদ্ধং পায়সং মধুসর্পিভ্যাংশিত্বানস্তাঃ
স্ত্রিয়ো গচ্ছতীত্যাচার্যাঃ প্রচক্ষতে ॥ ৭১ ॥

টীকা । মাষকমলিনীং মাষাধ্বনিকারঃ পয়সা ধোতামিহি জলেন নিস্কলীকৃত্য
সংশোধ্য চ ধোতাং রুদ্ধবৎসায়ঃ টাতি বর্করিকায়ঃ, অশিত্বেনি শীতীভূতং মধু-
সর্পিভ্যাং বিষমাত্যং সংহত্যাঃ ॥ ৭১ ॥

বিদারা স্বয়ংগুপ্তা শর্করা মধুসর্পিভ্যাং গোধুমচর্গেন পোলিকাং
কৃত্বা যাবদর্থং ভক্ষিতবাননস্তাঃ স্ত্রিয়ো গচ্ছতীত্যাচার্যাঃ প্রচক্ষতে ॥ ৭২ ॥

টীকা । গোধুমচর্গেনৈতৎ । কর্ণকায় ॥ ৭২ ॥

চটকাগুরসভাবিতৈস্তপ্তুলৈঃ পায়সং সিদ্ধং মধুসর্পিভ্যাং প্রাবিতং
যাবদর্থমিতি সমানং পূর্বেষণ ॥ ৭৩ ॥

টীকা। চটকেতি। গ্রাম্যপক্ষিণেহণানাং রসে ভাবিতৈস্তুলৈঃ সম্পা-
দিতং পায়সং মধুস্বতপ্রাবিতং যদি ভুঙ্ক্রে ততঃ প্রভূতরতিশক্তিঃ তকণেহিনস্তাঃ
। স্ন্য উপগচ্ছতীতি পূর্বেণাশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চটকাগুরসভাবিতানপগতব্ধচস্তিলান্ শৃঙ্গারক কসেকক-স্বয়ং-
গুপ্তাফলানি গোধূমগম্ভূতৈঃ সশর্করেণ পয়সা সর্পিষা চ পকং
সংযাবৎ যাবদর্থাৎ প্রাশিতবানিতি সমানং পূর্বেণ ॥ ৪৪ ॥

টীকা। চটকাগুরসেতি। গ্রাম্যচটকস্ত স্বয়ং ক্ষুটিতে অণ্ডে স্বয়ং মূতেন
পোতেন রসকঃ কার্যঃ তেন ভাবিতানোভ্যর্থঃ, অপগতব্ধ ইতি নিস্কবাঃ, স্বয়ং-
গুপ্তাফাঃ ফলানি ন তু মূলং গ্রাহ্যং, পকং সংযাবমিতি পানকম্ ॥ ৪৪ ॥

সর্পিষো মধুনঃ শর্করায়া মধুকস্ত চ বে বে পলে মধুরসায়ঃ
কর্ষঃ প্রস্থং পয়স ইতি ষড়ঙ্গমমুতং মেধাৎ হৃষামায়ুষাং যুক্তরসমিত্যা-
চার্ঘ্যাঃ প্রচক্ষতে ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ। গব্যাস্বত, মধু, শর্করা এবং যষ্টিমধু দুই দুই পল—(পল পরি-
মল বৈদ্যকশাস্ত্রে ৮ তোলা : লৌকিক পরিমাণ ৩ তোলা ২ মাসা ৮ রতি)
মধুরস (ড্রাক্সা, টীকারমতে মুঘলতা) এক কর্ষ (৮০ রতি) এবং দুই
এক প্রস্থ (বৈদ্য পরিভাসামতে ১ শরা, টীকারমতে ৩২ পল) এই ষড়ঙ্গ-
অমৃত, মেধাকর, বাজীকরণ, আয়ুর্কর্ষক ও রসায়ন—ইহা আচার্ঘ্যগণ
বলেন। ৪৫।

শতাবরীখদংষ্ট্রাণ্ডকষায়ে পিপ্পলীমধুককঙ্কে গোক্ষীরছাগস্বতে
পকে তস্ত পুষ্পারস্ত্রোণ্যহং প্রাশনং মেধাৎ হৃষামায়ুষাং যুক্তরস-
মিত্যার্ঘ্যাঃ প্রচক্ষতে ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ। শতাবরী (শতমূলী) খদংষ্ট্রা (গোক্ষীর) এবং শুভ্রের কষা-
দববে, পিপ্পলি ও যষ্টিমধুর কক—গোদধ-প্রক্ষেপযুক্ত ছাগস্বতে কষায় কক

প্রদান দ্বারা পরস্পর প্রস্তুত করিয়া পুষ্য নক্ষত্রে তাহার ভোজন আরম্ভ করিবে। প্রতিদিন ভোজন—মেধাবর্দ্ধক বাজীকরণ আয়ুষ্কুর রসায়ন, ইহা আচার্য্যগণ বলেন। ৪৬।

শতাবর্য্যাঃ শ্বদংষ্ট্রায়াঃ শ্রীপর্গীকলানাং চ কুণ্ডানাং চতুগুণিত-
জলেন পাক আ-প্রকৃতবহ্নানাং তত্ প্রস্তুতপুষ্কারস্তেন প্রাতঃ প্রাশনং
মেধাং যুষ্যামাযুষ্যাং যুক্তরসমিত্যাচার্য্যাঃ প্রচক্ষতে ॥ ৪৭ ॥

টীকা। শ্রীপর্গী কাম্বারী। ৪৭।

শ্বদংষ্ট্রাচূর্ণসমম্বিতং তৎসমমেব যবচূর্ণং প্রাতঃকথায় দ্বিপলক-
মমুদিনং প্রান্নীয়াশ্মেধাং যুষাং[মায়ুষ্যাং] যুক্তরসমিত্যাচার্য্যাঃ প্রচ-
ক্ষতে ॥ ৪৮ ॥

অম্ববাদ। গোক্ষুর-চূর্ণ ও যবচূর্ণ স্ব স্ব ভাগে মিশ্রিত করিয়া রাখিবে।
প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহা হইতে দুই পল প্রতিদিন সেবন করিবে—উহা
মেধাবর্দ্ধক, বাজীকরণ, রসায়ন ইহা আচার্য্যগণ বলেন। ৪৮।

আয়ুর্বেদাচ্চ বেদাচ্চ বিদ্যাতন্ত্রেভ্য এব চ ।

আপ্তেভ্যশ্চাববোধবা যোগা য়ে প্রীতিকারকাঃ ॥ ৪৯ ॥

অম্ববাদ। বেদাশাস্ত্র অথর্ববেদ, তন্ত্রশাস্ত্র এবং বিদ্যাসী অতিভ্রগণের
নিকট হইতে প্রীতিকারক যোগ শিক্ষা করিবে। ৪৯।

ন প্রযুক্তীত সন্দিক্তান শরীরাত্যাবহান ।

ন জীবঘাতসম্বন্ধান্নাশুচিদ্রব্যসংযুতান্ ॥ ৫০ ॥

অম্ববাদ। দ্রব্যযোগ বিষয়ে যদি অণুমাত্র সন্দেহ থাকে,—তাহা ব্যবহার্য্য
হইবে না, যাহা শরীরনাশের হেতু হইতে পারে, তাহা ব্যবহার্য্য নহে। জীব-
হত্যামূলক বা অশুচিদ্রব্য-সংযুক্ত যোগও ব্যবহার্য্য হইবে না। ৫০।

ব্যাখ্যা। এই শাস্ত্রে ও জীবহত্যামূলক বা অশুচিদ্রব্য-সংযুক্ত যে যোগ

আছে, তাহাও শিষ্টানুমোদিত নহে, এই কারণে তাহা সৰ্বজন ব্যবহার্য নহে—
যাহারা বিধি-নিষেধ মানে না, তাহারাই তাহা ব্যবহার করিবে। একপ-
ব্যাখ্যা না করিলে বাৎস্তায়নের স্ববচন-বিরোধ হয় । ৫০ ।

তপোযুক্তঃ * প্রযুক্তীত শিষ্টৈরনুগতান্ বিধীন্ । †

ব্রাহ্মণৈশ্চ স্তৃহদ্বিশ্চ মঙ্গলৈরভিনন্দিতান্ ॥ ৫১ ॥

ইতি সুব্যয়োগপ্রকরণম্ ।

ইতি শ্রীমদ্-বাৎস্তানীয়ে কামসূত্রে ঔপনিষদিকে সপ্তমেধিকরণে সূতগ-

হরণঃ বশীকরণঃ সুব্যায়োগাঃ প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । ব্রাহ্মণ ও স্তৃহজ্ঞানের মঙ্গলানীষাদে অভিনন্দিত, শিষ্টৈর-
মোদিত বিধি, তপোনিষ্ঠ হইয়া প্রয়োগ বা অনুসরণ করিবে । ৫১ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

চণ্ডবেগাৎ রঞ্জয়িতুমশকু বন যোগানাদরেৎ ॥ ১ ॥

টীকা। দ্বিবিধং রতমপভাকলং রাতকলঞ্চ। পূৰ্ব্বত্বে ব্যাখ্যাগা উক্তাঃ, দ্বিতীয়ে নষ্টরাগপ্রত্যয়নমুচ্যতে, কশ্চাৎ স্বভাবতোহবস্থায়া বা বিনষ্টো রাগঃ চণ্ডবেগাৎ প্রত্যাণীয়তে। যদাহ—চণ্ডবেগামিতি। রঞ্জয়িতুং সুখয়িতুমশকু-বন নষ্টরাগত্বাৎ, যোগানিতি প্রয়োগান ॥ ১ ॥

নামক-নামিকার প্রীতিবর্দ্ধনার্থ বহু কৃত্রিম উপায়ের উপদেশ আছে। দেবোদ অদৃশ্যতাসাধন, দীর্ঘকাষ্ঠে সর্প-ভ্রম উৎপাদন ও জলকে দুগ্ধবৎ করণ, লৌহকে ভায় করা,—এই সব বিচিত্র কার্য্য কথিত হইয়াছে। মূল ও টীকা দৃষ্টব্য। ১—৪২।]

রতশ্চোপক্রমঃ সন্মাদশ্চ করোণোপমর্দনং তস্তা রসপ্রাপ্তিকালে চ রতযোজনমিতি রাগপ্রত্যয়নম্ ॥ ২ ॥

টীকা। নষ্টো রাগো দ্বিবিধো মন্দো ধ্বস্তশ্চ। তত্র মন্দঃ প্রবর্তকো-হপ্রবর্তকশ্চ। তত্র পূৰ্ব্বমধিকৃত্যাহ—রতশ্চেতি। সন্মাদযোগস্ত, উপক্রম ইত্যয়-মারম্ভে, যদ্যপি মন্দো রাগো রতে প্রবর্তয়তি স্তকলিঙ্গত্বাৎ তথাপি প্রথমতঃ সন্মাদশ্চ ভগস্ত করোণোপমর্দনঃ গজহস্তেন কোভনং কাৰ্য্যং, তস্তা ইতি চণ্ড-বেগাভাঃ করোণমর্দনাদ্রসপ্রাপ্তিকালে, রতযোজনমিতি যদ্বযোজনং, রাগপ্রত্য-য়নমিতি স্ত্রীচ্ছয়া তাবস্তং বালং রাগস্ত প্রবর্তিতত্বাৎ ॥ ২ ॥

ঔপরিষ্টিকং মন্দবেগস্ত গতবয়সো ব্যায়তস্ত রতশ্চাস্তস্ত চ রাগ-প্রত্যয়নম্ ॥ ৩ ॥

টীকা। অপ্রবর্তকমধিকৃত্যাহ—মন্দবেগশ্চেতি। যস্তোৎপন্নোহপি রাগো ন প্রবর্তয়তি লিঙ্গস্থানান্তস্তকত্বাৎ তস্তৌপরিষ্টিকেন রাগপ্রত্যয়নং তেনৈব

বিসৃষ্টিমুখশোৎপাদনাং, গতবয়স ইতি বুদ্ধস্য, বায়তন্ত চেতি মেদস্থিনঃ,
উভয়স্যপি ধ্বস্তো রাগো লিঙ্গস্য তুঃখেন উত্থাপ্যমানহাৎ তাভ্যামেবোপরিষ্টিক-
মেব রাগপ্রত্যানয়নং রতযোজনে প্রবর্তয়িত্বামসমর্থহাৎ ॥ ৩ ॥

অপদ্রব্যানি বা যোজয়েৎ ॥ ৪ ॥

টীকা। অপেতি। অপদ্রব্যানি চ যোজয়েৎ, যন্ত প্রবর্তকোহপ্রবর্তকঃ
রাগঃ স কৃত্রিমাণি সাধনপ্রকারাণি চ যোজয়েৎ ॥ ৪ ॥

তানি সুবর্ণরজততাম্রকালায়সগজদন্তগবলদ্রব্যময়াণি ॥ ৫ ॥

টীকা। তাত্ত্বিকস্য বিদ্যস্য বা লিঙ্গস্য। তত্র পূৰ্ণমধিকৃত্যাহ—তানীতি।
সুবর্ণাদয়ো দ্রব্যানি যেসামপদ্রব্যানামিতি সমাসঃ, তত্র কালায়সং লোহং, গবল-
শব্দং প্রতীতং, দ্রব্যশব্দঃ প্রত্যেকং যোজ্যঃ ॥ ৫ ॥

দ্রাপুমাণি সৈসকানি চ যুদ্গনি শীতবীৰ্য্যাণি ঘৃমাণি কষ্মাণি চ
ধূক্ষনি * ভবন্তীতি বাস্তবীয়া যোগাঃ ॥ ৬ ॥

টীকা। দ্রাপুমাণি ত্রপুমো বিকারহাৎ, “ত্রপুজতুনোঃ যুক্” তেবাং গুণানাহ,
মদুনীতি। যুদ্গহাৎ সাধনস্পর্শং নয়ন্তি, শীতবীৰ্য্যাদয়ঃ প্রবেশকালে শীতল-
স্পর্শং, কষ্মাণি চ বাবহারে ধূক্ষনি ধ্বংগশীলানি ভবন্তি অত্যাভেকহাৎ, দাক-
ষ্মাণি তু বিপরীতানীত্যভিপ্ৰাঙ্ক ॥ ৬ ॥

দাক্ষময়াণি সামাতশ্চেতি বাৎস্তায়নঃ ॥ ৭ ॥

টীকা। সামাতশ্চেতি। কাঞ্চিদের কস্মাশ্চিৎ প্রিয়ম্ভবতি, অতো দাক্ষ-
ময়াণাপি যোজ্যানীতি মন্ততে ॥ ৭ ॥

লিঙ্গপ্রমাণান্তরং বিন্দুভিঃ কর্কশপর্য্যন্তং বহুলং স্থাৎ ॥ ৮ ॥

টীকা। তানি প্রকারান্তরেণ দর্শয়নাহ—লিঙ্গপ্রমাণান্তরমিতি। যৎ স্তব্ধক

লিঙ্গস্থানাহঃ প্রমাণং, তদন্তরং ছিদ্রঃ যস্ত, বিকৃতিরিভ্যাকৌণৈঃ কর্ণশপাৎকঃ
কর্ণশপটমিতার্থঃ, তদ্বলয়মিব পিনঙ্গং স্তকলিঙ্গং সম্পিণ্ড্য তিষ্ঠতি ॥ ৮ ॥

এত এব বে সজ্জাতি ॥ ৯ ॥

টীকা। এতে এবোতি। বলয়ে ছে চতুষ্ট্র ত্রিষু বা স্থানেষু বিশিষ্টসঙ্কীর্ণা
ঘটিতে ॥ ৯ ॥

ত্রিপ্রভৃতি যাবৎ-প্রমাণং বা চূড়কঃ ॥ ১০ ॥

টীকা। ত্রীতি। ত্রিপ্রভৃতি যাবৎপ্রমাণং লিঙ্গস্থায়ামঃ তাবৎপ্রমাণঃ
চূড়কঃ ॥ ১০ ॥

একামেব লতিকাং প্রমাণবশেন বেষ্টয়েদিত্যেকচূড়কঃ ॥ ১১ ॥

টীকা। একামেব লতিকামিতি। লতাকারা সীসকাদিময়ী, প্রমাণবশেনোতি
লিঙ্গস্থায়ামপরিণাহবশেন বেষ্টয়েদেকচূড়কঃ ॥ ১১ ॥

উভয়তোমুখচ্ছিদ্রঃ স্থূলকর্ণশব্দশপটিকাযুক্তঃ প্রমাণবশযোগী
কট্যাং বন্ধঃ কণ্ডুকো জালকঃ বা ॥ ১২ ॥

টীকা। উভয়ত ইতি। দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োঃ মুগচ্ছিদ্র ইতি যেন ভাগেন লিঙ্গ
প্রবেশ্যতে তন্মুখং তদুয়োঃ পার্শ্বয়োঃ ছিদ্রঃ কটিবন্ধনসূত্রপ্রক্ষেপণার্থঃ যস্ত
কর্ণশব্দশপটিকাযুক্ত ইতি উৎকৌণৈঃ কর্ণশবিন্দুভিযুক্তঃ কণ্ডুকঃ সর্বাঙ্গমব-
চ্ছাদ্যাবাস্তবত্বাৎ, যস্ত জালকামিতি প্রতীতিঃ, স ছিদ্রা গরুকণ্ডুকো যোহযমুত্রঃ,
কণ্ডুকপুংকঃ যো ময়ূষপুটঃ, তদুভয়মপি সমস্তাং কণ্ডুকঃ। যস্ত মণিভাগ-
মাচ্ছাদ্য তিষ্ঠতি সৌহৃদ্যকণ্ডুকঃ যস্ত মণিরক্ষ ইতি প্রতীতিঃ, গুলিকাভি-
বন্তরাস্তরা ব্রুকসাদিকৃতয়োৎকৌণাভিযুক্তো জালকঃ তদ্ ভবিষ্যৎ, উৎকৌণ-
জালকঃ যদিদমুক্তঃ, বলয়ং বর্জচ্ছিদ্রঃ কৃৎস্না দৃঢ়স্থজাণাববধা ছিদ্রফোটিত-
গুলিকাভিভবিবন্ধগুলিকা দ্বা বিরচ্যতে, তন্মণিজালকঃ তদ্ব্যাগ্রে বিধানিক-
যোজনং কাৰ্য্যং, প্রমাণবশযোগীতি উভয়োরপি ঘটতিলিঙ্গস্থায়ামপরিণাহ-
বপেক্ষ্য সমস্তাং কণ্ডুকস্ত জালকস্ত চ যোগ ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তদভাবেহলাবুনালকং বেণুশ্চ তৈলকষায়ৈঃ সুভাবিতঃ সূত্রেণ
কট্যাং বদ্ধঃ শ্লক্ষা কাষ্ঠমালা বা গ্রথিতা বহুভিরামলকাস্থিভিঃ সং-
যুক্তোতাপবিন্ধযোগাঃ ॥ ১৩ ॥

টীকা। তদভাব ইতি। যথোক্তসংস্থানঘটনাভাবে বেণাদীনাং যোজনং
তেষাং লিঙ্গসংস্থানহাৎ, অত্র বেণলাবুনালয়োরগ্রং তু প্রমুখং কাৰ্ধ্যং সূত্রেণ
কট্যাং বদ্ধ ইতি প্রমাণবশেন নিম্নোক্তবদাকুষ্য চক্ষুঃ সুভাবিত ইতি কষায়ৈঃ
কনায়িতঃ তৈলৈঃ স্নেহিতঃ কৰ্ম্মণ্যো ভবতি, শ্লক্ষা কাষ্ঠমালা বেতি মস্পাভিঃ
কাষ্ঠগুলিকাভিঃ অন্তরাস্তরাহলকাস্থীনি দৃষ্টা গ্রথিতা মালা, তস্যা তথা লিঙ্গস্ত-
বেষ্টনং যথা স্পৃশিষ্টং ভবতি ॥ ১৩ ॥

ন হবিদ্বস্ত কস্তচিৎসাবহতিরন্তীতি ॥ ১৪ ॥

টীকা। বিদ্বদধিকৃত্যাহ—ন হিতি। অবিদ্বস্ত লিঙ্গস্যোতি সঙ্কল্পঃ ব্যব-
হৃতঃ সম্প্রায়োগঃ ॥ ১৪ ॥

দাক্ষিণাত্যানাং লিঙ্গস্ত কর্ণয়োর্বিব বাধনং বালস্ত ॥ ১৫ ॥

টীকা। বালস্তেতি। যথা কর্ণয়োর্বিবাবস্থায়ামেব বাধনং তথা লিঙ্গস্ত-
ধূনাং চ তত্র অন্তস্ত বা লিঙ্গস্ত ॥ ১৫ ॥

যুবা তু শস্ত্রেণ ছেদয়িত্বা যাবদ্ ঋধিরস্তাগমনং তাবদুদকে
তিষ্ঠেৎ ॥ ১৬ ॥

টীকা। বাধনাবধিমাহ—যুবা তু শস্ত্রেণেতি। ভেদয়িত্বেন্নেতানেন কুশলেন
বহিঃশস্ত্রাক্রম্যাত্তত্র স্থাপয়িত্বা শিরাং তাক্সা তির্গাক্ষেদয়েৎ যথোক্তয়তঃশিঙ্গ-
ভবতি উদকে তিষ্ঠেৎঋধিরস্তান্তনার্থম্ ॥ ১৬ ॥

বৈশদ্যার্থং চ তস্তাং প্রাত্ৰৌ নির্বন্ধাদাবায়ঃ ॥ ১৭ ॥

টীকা। বৈশদ্যার্থমিতি। ছিদ্রস্তাসঙ্কোচার্থং, নির্বন্ধাদ্ বাবায় ইতি বহুনা
বারান্ মৈথুনং কাৰ্ধ্যং, মমহে হি তৎপ্রতীকারস্ত পীড়াভাবাৎ ॥ ১৭ ॥

ততঃ কষায়ৈরেকদিনান্তরিতং শোধনম্ ॥ ১৮ ॥

টীকা। ততঃ কষায়ৈরিত। পঞ্চকষায়শোধনং প্রাকালনং ত্রণং ॥ ১৮ ॥

বেতসকুটজশঙ্খভিঃ ক্রমেণ বর্দ্ধমানস্ত বর্দ্ধনৈববন্ধনম্ ॥ ১৯ ॥

টীকা। বেতসাংশিঙ্খভিঃ কীলকাংশিঃ ক্রমেণ বর্দ্ধনং তেষাং ক্রমেণ বর্দ্ধমানীয়াং ॥ ১৯ ॥

ষষ্টিমধুকেন মধুযুক্তেন শোধনম্ ॥ ২০ ॥

টীকা। ষষ্টিমধুকেন মধুযুক্তেন প্রলেপনং শোধনং শুদ্ধং হি ত্রণং রোহতি ॥ ২০ ॥

ততঃ সীসকপত্রকর্ণিকয়া বর্দ্ধয়েৎ ॥ ২১ ॥

টীকা। তত ইতি। উত্তরকালং, সীসকপত্রকর্ণিকয়াইতি সীসকস্ত বর্দ্ধন-
তত্ত্বাৎ, তৎপত্রস্ত তালপত্রবৎ সংবেষ্টিতং ক্ষিপ্ৰং বর্দ্ধয়েৎ ॥ ২১ ॥

অক্ষয়েন্তল্লাতকর্তৈলেনিতি বাধনযোগাঃ ॥ ২২ ॥

টীকা। অক্ষয়েদ্ ভল্লাতকর্তৈলেন প্রবেশনার্গম্ ॥ ২২ ॥

তন্নিম্ননেকাকৃতিবিকল্পাশ্রপদ্রব্যাণি যোজয়েৎ ॥ ২৩ ॥

টীকা। তন্নিম্নিতি। বহুচ্ছিদ্রে, অনেকাকৃতিবিকল্পানীতি অনেকসংস্থানে
বহুচ্ছিদ্রে ॥ ২৩ ॥

বৃত্তমেকতো। বৃত্তমুদ্ খলকং কুন্তুমকং কটিকিতং কাকাংস্থগজ-
প্রহারিকমষ্টমণ্ডলিকং ভ্রমরকং শৃঙ্গটিকমণ্ডানি বোপায়তঃ কশ্মতশ্চ,
বহুকশ্মসহতা চৈবাং মৃদুকর্কশতা যথাসাধ্যমিতি ॥ ২৪ ॥

ইতি নটরাগপ্রত্যায়নম্ ।

টীকা। বৃত্তমিতি বৃত্তলং মধোহস্ত দ্রোণিকা কাষ্ঠা যৈচ্চর্মপাশঃ তিষ্ঠতঃ,
একতো বৃত্তমিতি অথতো দীর্ঘমষ্টমৌচসদৃশং দ্রোণিকা তথৈব, উদখলক-
মূলখলকীতি মধো নিম্ন যত্র পাশঃ তিষ্ঠতি, কুন্তুমকং পদকলিকাকৃতি মধোহস্ত

দ্রোণিকা, কণ্টকিতং কারবিলসংস্থানম্ দ্রোণিকা তথৈব স্বয়ংপ্রিয়াম্যমেন
যোজনং, কাকাস্বিসমং চতুরশ্চ দ্রোণিকা তথৈব, গজপ্রণয়িকঃ গজস্মারুতিঃ
সিংহকর উৎকোণনির্গতদন্তা তস্য গ্রীবাণরোদহাস্তরভাগেন দ্রোণিকা, অষ্টম-
মষ্টাশ্চ তস্মোদ্ধাধঃ কোণেন দ্রোণিকা, ভ্রমরকং শকটাকৃতি পার্শ্বতঃ বোলিকা-
যোগাক্ষ চলচ্চক্রম্যাম্যমেন দ্রোণিকা স্বয়োরপি কোণেন প্রবেশনম্, অন্তান চ
যোজয়েৎ তত্রাপ্যুপায়তঃ, যে উপায়া রহে প্রতিপদান্তে কস্ম্যন্তশ্চেতি যান চতু-
পাশেন সংযোজ্য কস্ম্যপি নিরপায়ং ব্যাপার্যতে যথাসাম্যামিতি যুত্মধ্যাহিতমাত্রেণ
সম্ভবন্ত্য কার্কশ্চ বৃদ্ধা তদন্তরূপং কার্কশ্চ বিধেয়ং, মর্দিবং চ যেযাঃ মস্গতঃ
বিদ্যাতে ॥ ২৪ ॥ ইতি নষ্টরাগপ্রত্যানয়নং প্রকরণম্ ।

এবং বৃক্ষজানাং জন্তুনাং শৃকৈরুপভূতং হিতং তুংহিতং লিঙ্গং
দশরাহং তৈলেন যুদিতং পুনরুপভূতং হিতং পুনঃ প্রযুদিতমিতি
জাতশোফং ঋত্বায়ামাধৌখস্তদন্তরে লক্ষয়েৎ ॥ ২৫ ॥

টীকা । যথাহপদ্মব্যাসযোগোল্লিঙ্গং কস্ম্যনাং তথাহকারন্ত বর্জনমপীতি বৃদ্ধি-
ববধ উচ্যন্তে—এবমিতি । বৃক্ষজাতানামন্তেষামনুপযোগিত্বাদ্ জন্তুনাংমিতি
কন্দলিকানাং, শৃকৈঃ লোমভিঃ উপভূতং হিতমিতি সন্দর্শকয়া জন্তুন গৃহীত্বা
শৃকৈঃ পার্শ্বেষু লিঙ্গং তাভয়েৎ তুংহুং হিঁসায়ামিতি ঋত্বপাঠাৎ, তৈলযুদিত-
মাক্রম্য জাতশোফমিতি জাতব্রহ্ম, শুদ্ধান্তরেণেতি ঋত্বাবস্থান্তরেণ লক্ষয়েদ্
দৈর্ঘ্যার্থম্ ॥ ২৫ ॥

তত্র শীতৈঃ কষায়ৈঃ কৃতবেদনানিগ্রহং সোপক্রমেণ নিষ্পা-
দয়েৎ ॥ ২৬ ॥

টীকা । তত্রোতি । ঔষ্মিতে প্রমাণে জাতে শীতৈঃ পঞ্চকষায়ৈঃ কৃত-
বেদনানিগ্রহমিতি পঞ্চবচ্য পরিষিচ্যাপনীতবেদনম্, অন্তথা শোফো বর্জ্যে
বেদনা চেতি ॥ ২৬ ॥

স. বাবজ্জীবং শৃকজো নাম শোফো লিটানাম্ ॥ ২৭ ॥

টীকা। স ইতি । স পুরোক্তঃ শূকজো নাম খোক্ষো যাবজ্জীবং চির-
স্থায়ী বিটানাং ভবতি ॥ ২৭ ॥

অশ্বগন্ধাশবরকন্দজলশুকঘৃহতীফলমাহিষনবনীতহস্তিকর্ণবজ্রপল্লী-
রসৈরেকৈকেন পরিমর্দনং মাসিকং বর্দ্ধনম্ ॥ ২৮ ॥

টীকা। শবরকন্দকং শবরমূলং, জলশুকং লোকপ্রতীতং, হস্তিকর্ণং রুহৎ-
পত্রম্ অটব্যং ভবতি, বজ্রবল্লী অশ্বিসংহারঃ, 'মাসিকমিতি বর্দ্ধিতং মাসে
ভিত্তি ॥ ২৮ ॥

এতৈরেক্ষয়ৈঃ পাকেন তৈলেন পরিমর্দনং মাগ্নাস্তম্ ॥ ২৯ ॥

টীকা। এতৈরেক্ষয়ৈঃ অশ্বগন্ধাদিভিঃ কষায়েয়িতি ককৌকুতৈঃ তৈলেন
পরিমর্দনং মাগ্নাস্তমিতি বর্দ্ধনমিতি যোজ্যম্ ॥ ২৯ ॥

দাভিমত্ৰপুষবীজানি বালুকা ঘৃহতীফলরসশ্চেতি মুঘয়িনা পাকেন
তৈলেন পরিমর্দনং পরিষেকো বা ॥ ৩০ ॥

টীকা। দাভিমত্ৰপুষবীজানীতি । বালুকেতি এলবালুকা, রুহতী রুহতীব
কঙ্করুহতী ঈষ্টনস্বহা, অনয়োঃ ফলরসঃ পরিমর্দনং পরিষেকো বা বর্দ্ধনং
মাগ্নাস্তমিতি যোজ্যম্ ॥ ৩০ ॥

তাংস্তাংশ্চ যোগানাপ্তেভ্যো বুধোতেতি বর্দ্ধনযোগাঃ ॥ ৩১ ॥

টীকা। তাংস্তাংশ্চ যোগানিতি । বর্দ্ধনস্ত যোগাঃ হৃদ্বিবিধয়ঃ । ইদং বর্দ্ধন-
যোগাঃ প্রকরণম্ ॥ ৩১ ॥

অথ সুহীকটকচূর্ণৈঃ পুনর্নবাবানরপুরীষলাঙ্গলিকামূল-
মিশ্রৈর্যামবকিরেৎ, সা নাহস্তং কাময়েত ॥ ৩২ ॥

টীকা। উক্তব্যতিরক্তকার্যসাধনার্থং প্রকীরকস্তায়েন চিত্রা যোগা উচ্যন্তে
অথোক্ত প্রকরণাধিকারার্থম্ । সুহীতি বজ্রী গ্রাহা । অবাকরোদিতী শিরস্বব-
চরণেৎ, নাস্তং কাময়েত তস্তা অনেন রক্ষিত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

তথা। সোমলতাবল্গুজাভৃঙ্গলোহোপজিহ্বিকাচূর্ণবর্দ্ধনাদিত্যক-

জম্বফল[রস]নির্ঘাসেন ঘনীকৃতেন চ লিপ্তসম্বাধাৎ গচ্ছতো 'রাগো
নশ্চতি ॥ ৩৩ ॥

টীকা। সোমেতি সোমলতা, অবল্লভ্যং বাকুচাবীজং, ভৃঙ্গো ভৃঙ্গরাজঃ,
লোমঃ লোহচূর্ণম্, উপজিহ্বিকা যাং বন্ধ্যাকং চিনোতি, বাধিঘাতকঃ সুবর্ণ-
শেফালিকা তস্যাঃ পত্রহর্দনির্ঘাসঃ, জম্বফলং তত্র চ নির্ঘাসঃ ফাণিতীকৃতেন
(৩৩) সহ কক্কীকৃতেন রাগো নশ্চতি সংস্পর্শমাত্রেন লিপ্তং নোদ্ধিষ্ঠতীত্যর্গঃ ॥ ৩৩ ॥

গোপালিকাবল্লপাদিকাজিহ্বিকাচূর্ণৈশ্মাহিষতক্রযুক্তৈঃ স্নাতাৎ
গচ্ছতো রাগো নশ্চতি ॥ ৩৪ ॥

টীকা। বল্লপাদিকা কুণ্ডিকা যা বর্ষাসু ভবতি। স্নাতাৎ গচ্ছতো রাগো
নশ্চতি ॥ ৩৪ ॥

নিপামাতকজম্বু কুমুমযুক্তমনুলেপনং দৌর্ভাগ্যকরং অজশ্চ ॥ ৩৫ ॥

টীকা। অজশ্চেতি কুমুমযুক্তাঃ পিন্ধা দৌর্ভাগ্যকরঃ ॥ ৩৫ ॥

কোকিলাক্ষফলপ্রলেপো হস্তিহাঃ সংহতমেকরাত্রে করোতি ॥ ৩৬ ॥

টীকা। কোকিলাক্ষঃ শ্বেতঃ, সংহতমিতি সঙ্কোচম্ ॥ ৩৬ ॥

পদ্মোৎপলকদম্বসর্জকশুগন্ধচূর্ণানি মধুনা পিষ্টানি লেপো মুগ্যা
বিশালীকরণম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকা। পদ্মোৎপলেতি। কদম্বমিতি ব্রজকদম্বম্, সর্জকশুগন্ধৌ বীরব-
হ্মাঃ বধাসু জায়েতে, বিশালীকরণমেকরাত্রে ॥ ৩৭ ॥

সুহীসোমার্কক্ষারৈরবল্লজাফলৈর্ভাবিতাশ্মালকানি কেশানাং
শেতীকরণম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকা। সুহীসোমার্কক্ষারৈরিতি। দন্ধা পরিচায্য চ জনঃ গ্রাহ্যম্, অব-
ল্লজাফলৈশ্চ ক্ষারৈঃ ॥ ৩৮ ॥

... ମଦୟନ୍ତିକାକୁଟଜକାଞ୍ଚନିକାଗିରିକର୍ମିକାଶ୍ଳମ୍ବପର୍ଣ୍ଣିମୂଳେଃ ସ୍ନାନଃ
କେଶାନାଂ ପ୍ରତ୍ୟାନୟନଂ ॥ ୭୯ ॥

ଟିକା । ମଦୟନ୍ତିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧା କୁଟଜକଃ ଯନ୍ତେନ୍ଦ୍ରଯବା କଳାନି, ଅଞ୍ଚନିକା କୃଷ୍ଣ-
ଚୂର୍ଣ୍ଣମ୍ ପ୍ରତୀତା, ଗିରିକର୍ମିକା ପ୍ରତୀତା, ଶ୍ଳମ୍ବପର୍ଣ୍ଣୀ କାଶ୍ମୀରୀ, କେଶାନାମିତି ଶ୍ଵେତୀ-
କର୍ତ୍ତବ୍ୟଃ ପ୍ରତ୍ୟାନୟନଂ ପୁନଃ କୃଷ୍ଣୀକରଣମିତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୭୯ ॥

ଏତେରେବ ସୁପକେନ ତୈଳେନାଭ୍ୟାନ୍ତଃ କୃଷ୍ଣୀକରଣାଂ, ତ୍ରୟମେଶସ୍ତ
ପ୍ରତ୍ୟାନୟନଂ ॥ ୮୦ ॥

ଟିକା । ଏତେରେବେତି । କନାଦକର୍ମୀକୃତଃ ତ୍ରୟମେଶେତ ଦିବସକ୍ରମେଣ ସ୍ଵୟମେନ
ନିବଦ୍ଧେତ କାର୍ଯ୍ୟମ୍ ॥ ୮୦ ॥

ଶ୍ଵେତାଂଶସ୍ତ ମୁଷ୍ଠସ୍ଵେଦେଃ ସମ୍ପ୍ରକୃତେ ଭାବିତେନାଳତ୍ଵକେନ ରକ୍ତୋଽଧରଃ
ଶ୍ଵେତା ଭବତି ॥ ୮୧ ॥

ଟିକା । ଶ୍ଵେତେତି । ମୁଷ୍ଠସ୍ଵେଦେନେତି ଋଷପ୍ରସ୍ଵେଦେନ ॥ ୮୧ ॥

ମଦୟନ୍ତିକାଦୀନ୍ତେବ ପ୍ରତ୍ୟାନୟନଂ ॥ ୮୨ ॥

ଟିକା । ମଦୟନ୍ତିକେତି । ଅଞ୍ଚମ୍ ॥ ୮୨ ॥

ବହୁପାଦିକାକୁର୍ତ୍ତପରତାଳୀସଦେବଦାରୁବଞ୍ଜକନ୍ଦକୈରୁପାଳିମ୍ବଂ ବଂଶଂ
ପାଦକ୍ରତାଂ ଯା ଶବ୍ଦଂ ଶୃଣୋତି, ସା ବସ୍ତା ଭବତି ॥ ୮୩ ॥

ଟିକା । ବହିଃସ୍ଥିତି । ଉପାଳିମ୍ବମିତି ଔଷଧଜଳେନ ବହିଃସ୍ଥାପ୍ୟ ବଂଶଃ କାଳିତ-
ଉପାଳିମ୍ବୋ ଭବତି ॥ ୮୩ ॥

ଧତୁରକଳୟୁକ୍ତୋଽଭ୍ୟାସହାର ଉନ୍ମାଦକରଃ ॥ ୮୪ ॥

ଟିକା । ଧତୁରେତି ! ଅଭ୍ୟାସହାର ଇତି ଯଦଶନଂ ପାନଂ ବା ॥ ୮୪ ॥

ଶୁଦ୍ଧୋ ଜୀର୍ଣ୍ଣିତଃ ପ୍ରତ୍ୟାନୟନଂ ॥ ୮୫ ॥

টীকা। গুণো ভক্তিঃ প্রত্যান্বয়নম্, অভাবহারো ব। যদা জ্ঞানো ভবতি
তদা সচ্ছতা ॥ ৪৭ ॥

হরিতালগনঃশিলাভক্ষিণে। মধু রস্তু পুরীষেণ লিপ্তহস্তে। সদ্ধ বৎ
স্পৃশতি। তন্ন দৃশ্যতে ॥ ১৬ ॥

[illegible]

‘‘ହସ’ ରତ୍ନାକରାମା; ଦେବାନମ । ନାମିତ୍ରାୟନମଃ । ହରିନାମଃ । ଭବତି ॥ ୧ ॥

[illegible]

১৯১১
 কলিকাতা
 প্রকাশিত
 ১৯১১

[illegible]

শ্রবণপ্রদক্ষুণ্ণিতেনৈব শুক্লমসপানিন্দ্রিয়কেন বহির্ভা দীপ্যৎ
 প্রজ্জ্বল্যমানো দীপ্যেত্যসৌক্যতানি সাত্ত্বানি মপর্বদন্ত্যন্তে ॥ ২৩ ॥

১৯৩৬ সালের ২০ জানুয়ারি তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ श्रीः कृष्णः पवित्रं वक्ष्यामि मे ॥ ७० ॥
 ब्रह्मनामं प्रशस्तानामिषिः ॥ ११ ॥

অনুবাদ : গুরুত্বপূর্ণ গাভীর জন্ম পান যশস্বর, আয়ুর্করক : প্রশস্ত
ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ ও যশস্বর ও আয়ুর্কর (এই পূর্ণাঙ্গ চিত্রমালা) । ১০.৫১ ।

পূর্বশাস্ত্রাদি' মনুশ্য প্রয়োগানুসৃত্য চ ।

কামসূত্রমিদং যত্নাৎ সংক্ষেপেণ নিবেদিতম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ । পূৰ্ব্বাচার্য্যগণের শাস্ত্রদৰ্শন ও প্রয়োগ অনুবর্ত্তন করিয়া
পূৰ্ব্বক সংক্ষেপে এই কামসূত্র নিবেদিত হইল । ৫২ ।

ধৰ্ম্মমর্থং চ কামং চ প্রত্যয়ং লোকমেব চ ।

পশ্যতোতস্ম তত্ত্বজ্ঞো ন চ রাগাৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ । এই শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, প্রত্যয় এবং
কামত্বের সমস্তই দেখিতে পায়, সুতরাং রাগতঃ প্রবর্ত্ত হয় না । ৫৩ ।

ব্যাখ্যা । এই শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ কে ? যে ইহার উপর দেখিয়া
অকাৰ্য্য করিবাব কৌশল শিক্ষা করে, সে নহে;—সেই সব কৌশল
তাহার আয়ত্তস্থানে সেই সব কৌশল প্রয়োগ না হইতে পারে বদ্যঃ
এবং তাহার দোষ দৰ্শন করিয়া যিনি তাহার চেয়ে বুদ্ধিমান, —
কারণ,—শাস্ত্রে যখন পরলোকভীতি, ধৰ্ম্মপ্রদৰ্শন এবং শিষ্টাচার প্র-
দৰ্শিত,—তখন সে শাস্ত্র যে লোককে বিপথে পরিচালিত করিবার
উদ্ভূত, ইহা হইতেই পারে না । শাস্ত্রের তত্ত্ব জানিলে একপ ভ্রম হয় না ।
এই ভ্রমায় শাস্ত্রপথ ত্যাগ করিয়া কেবল বাগতঃ বমণী-কামনায় বশীভূত
অসংপথে প্রবর্ত্ত হয় না । ৫৩ ।

অধিকারবশাত্ত্বা যে চিত্তা রাগবর্জ্জনাঃ ।

তদনন্তরমত্রৈব তে যজ্ঞাধিনিবারিতাঃ ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ । যে সকল নরচিত্ত ইহাতে প্রদৰ্শিত, তাহা পাবে না
লালসারিক হইবেই, তাহা না বলাই তা উচিত ছিল । ইহার উ-
পাধিকারবশে রাগবর্জ্জন (লালসাবর্জ্জক) যে সকল চিত্ত প্রদৰ্শিত হইয়া
এই শাস্ত্রেই যতপূৰ্ব্বক তাহার আচরণ প্রতিবদ্ধ হইয়াছে । ৫৪ ।

ব্যাখ্যা । মনবের স্বভাব পূৰ্ব্বজন্মাজ্জিত কৰ্ম্মফলে নানাবিধ হ-
মন্দস্বভাবসম্পন্ন, তাহার অধিকার মন্দকার্য্যে—শাস্ত্র থাকি আর না
তাহারা করিবেই, শাস্ত্র থাকিলে বরং অত্যাচার নিরত্তি কিঞ্চৎ হইতে

যথা—তালরাজ স্থীহতা করিলেন, মন্দকার্যের মধ্যেও তাহার নিষেধ, তাহার
অকর্তব্যতার কথা বিজ্ঞাপিত হওয়ায় পরস্মী-সঙ্গী ব; বেষ্ঠাসঙ্গীও মিলনানন্দে
নব্ব হইয়া অস্থ বাবহার করিবে না এ শিক্ষাটুকু পাইবে। শাস্ত্রদেশে বুদ্ধিতে
দক্ষ কার্যের আয় পরকীয়াদি সংগ্রহে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইবে, তাঁহারা শাস্ত্রের যখন
অষ্ট নিষেধ পাইবে তখন তাহা মানিবে না কেন? শাস্ত্র ত অষ্টকপেই বলিয়া
দেখাচ্ছেন—শিষ্টের ইচ্ছা করিয়া নহে। ৫২।

ন শাস্ত্রমস্মীতোভেন প্রয়োগো হি সমীক্ষ্যতে ।

শাস্ত্রার্থনি ব্যাপিনো বিদ্যাং প্রয়োগাৎস্বকদেশিকান ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ . শাস্ত্র আছে বলিয়াই যে প্রয়োগ দেখা যাইতেছে তাহা নহে—
প্রয়োগ ব্যাপক শাস্ত্র ব্যাপী—একদেশী। ৫৩।

এ ক্রোড়ের ব্যাপী প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে। ৫৩।

ঐশ্বরীয়াংশচ সূত্রার্থনাগমযা বিমুশ্চ চ ।

বাৎসার্যনশ্চকার্যেদং কামসূত্রং যথাবিধি ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ . বাৎসার্যন - বাৎসর্য শব্দটি (শুক মুখ হইতে) লাভ
করিলে 'বচন' করিয়া যথাবিধি এই কামসূত্র রচনা করিয়াছেন। ৫৪।

এদেভিঃ সঙ্কটযোগে প্রবেশ চ সমাধিনা ।

পতিতং-ভোকৃত্যন্যার্থা ন রাগাভ্যর্থোহস্তু সর্গাবধিঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ . প্রথমতঃ এত পদম সমাধিদ্বারা যাহাতে লোক যাত্রা নিবাহ
হয়, তাহা জলন্ত এই শাস্ত্র বচন, লালসার জন্ত ইচ্ছা প্রণয়ন নহে। ৫৫।

ব্যাপী . প্রথম সমাধি অত্যন্ত শাস্ত্র। পত্নী-ঘটিত অশান্তি পৃথক পক্ষে
বড়ই ক্রেশদায়ক। এই গ্রন্থ পাঠে সে অশান্তি দূরীকরণের উপযোগী শিক্ষা-
লাভ অনেক হয়। ব্রহ্মসংঘা ব্যতীত মানব প্রকৃত অভ্যাস লাভ করিতে পারে
না, কামনা-পরতন্ত্রের কত প্রয়োগ কত কৌশল—আবার সেই সকল প্রয়োগ-

কৌশল অপরে আমার উপরেও বিস্তার করিতে পারে এই চিন্তা দ্বারা ব্রহ্ম-
চর্যে প্রবৃত্ত করাই এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য । ৫৭ ।

ব্রহ্মন ব্রহ্মার্থকামানাং স্থিতিং স্বাং লোকবর্তিনীম্ ।

অস্তু শাস্ত্রস্য তত্ত্বজ্ঞো ভবতোব জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ । বাৎসর্য্যন ব্রহ্মচর্য্য সহকারে পরম সমাধি দ্বারা (যোগদল
সংলগ্ন হইয়া) এই শাস্ত্র লোক-বাসী করিয়াছেন, ইহার রচনা লাননাগ
নহে ; ইহা ত্রিবর্গকর । এই শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি লোক মর্যাদা-স্থাপনে অল্পকাল
সম্পাদনীয় ধর্ম্ম অর্থ ও কামের পূর্ণত্ব সমস্ত অবাচ্যত বাঞ্ছিত বাধা ছন বিন্ধ্য
নিশ্চয়ই জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকেন । ৫৮ ।

অবতবনিকা । ৫৭ । ৫৮ সূত্রে কথিত কল উচ্চাধিকারীর পক্ষে এই
শাস্ত্র পাঠ হইতে হইয়া থাকে । মধ্যাধিকারীর কল পরসূত্রে কথিত হইতেছে,

ভদেভং কুশলো বিদ্বান ব্রহ্মার্থাববলোকয়ন্ ।

ন্যতিরগাত্মকঃ কামী প্রযুজ্ঞানঃ প্রসিধ্যতি ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্-বাৎসর্য্যনায়ৈ কামসূত্রে উপনিষদিকে সপ্তমে অধিকরণে নষ্টরাগ-
প্রত্যয়নঃ ব্রহ্মবিশ্বশিষ্টাংশং বাগ্য দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । কামনা পরিত্যক্ত দক্ষ ব্যক্তি এই শাস্ত্র অবগত হইয়া ব্রহ্ম এবং
অর্থ-ভূত উভয় বর্ণা পর্যালোচনাপূর্ব্বক অতিলালসা পরিহার করত উপযুক্ত
দ্রব্যে প্রয়োগ করিলে অনিন্দিত সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে । ৫৯ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২ ।

উপনিষদিকাখ্য সপ্তম অধিকরণ সমাপ্ত ।

